জ্ঞানাম্বুধি।

অর্থাৎ

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদান্তাদি
নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হিন্দু-
ধর্ম্মোপদেশক ও ব্রহ্মনির্ণায়ক
সানুবাদ-শ্লোকাবলি
সংগ্রহ-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
সাং চাকুর, পং মণ্ডলঘাট, জেলা হাওড়া।
হাং সাং খুরুট, পং বোরো, জেলা হাওড়া।

দ্বিনেত্রাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিদ্যাবেদবিলোচনাঃ।
ধর্ম্মিণঃ সপ্তনেত্রাঃ স্যুর্জ্ঞানিনোঽনন্তচক্ষুষঃ॥

কবিবাক্যম্।

কলিকাতা।
৬৭ নং মসজীদবাড়ি ষ্ট্রীট নিউটন্‌ প্রেসে
শ্রী[illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য [illegible]   [illegible]
১২৯৭।

বিজ্ঞাপন।

——০⌒০⌒০——

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ করুণানিধান পরাৎপর পরমেশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহে আমি অশেষবিধ বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাম্বুধি গ্রন্থের "ব্রহ্ম-তত্ত্ব" নামক দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্কলনাদি শুভ কার্য্য সমাপন করিলাম। এই দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়ে বক্তব্য সকল কথাই প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি এই স্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, পরম কারুণিক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শারদাচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞতম মহাত্মাগণের বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াই এই বৃহৎ গ্রন্থ সমাপন করিতে সমর্থ হইলাম। অধিক কি, যদি তাঁহারা মৎপ্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এই গ্রন্থের সংশোধনাদি কার্য্য বিষয়ে আমাকে সাহায্য প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় অল্পমতি ব্যক্তির পক্ষে এবম্প্রকার দুরূহ কার্য্যরূপ সমুদ্র হইতে সফল মনোরথ হইয়া উত্তীর্ণ হওয়া অতীব কঠিন ব্যাপার হইত। ফলতঃ আমি তন্নিমিত্ত উক্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু পাঠক মহাশয়গণের সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন। কিমধিকমিতি।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেবশর্ম্মা।

ব্রহ্ম-তত্ত্বের সূচীপত্র।

ব্রহ্ম-তত্ত্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

———:০:———

ব্রহ্ম-তত্ত্বে সমালোচিত গ্রন্থাবলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

গ্রন্থের নাম।	সাঙ্কেতিক চিহ্ন।
অজ্ঞানবোধিনী ...	অ—বো।
অধ্যাত্ম রামায়ণ ...	অ—রা।
অনুগীতা	অ—গী।
অপরোক্ষানুভূতি	অ—অ।
অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ ...	অ—উ।
অষ্টাবক্র-সংহিতা	অ—সং।
আত্মপুরাণ	আত্ম—পু।
আত্মানাত্মবিবেক	আ—বি।
আত্মবোধ	আ—বো।
আদি পুরাণ	আ—পু।
উত্তরগীতা	উ—গী।
কঠোপনিষদ্	ক—উ।
কল্কিপুরাণ	ক—পু।
গরুড় পুরাণ	গ—পু।
জীবন্মুক্তগীতা	জী—গী।
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র	জ্ঞা-সং—ত।
তেজোবিন্দু উপনিষদ্ ...	তে—উ।
দক্ষসংহিতা	দ—সং।
ধ্যানবিন্দু উপনিষদ্ ...	ধ্যা—উ।
নারদ পঞ্চরাত্র	না—প।
পঞ্চদশী	প—দ।
পদ্মপুরাণ	প—দ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	ব্র-বৈ—পু।
ভগবদ্গীতা	ভ—গী।
ভাগবত পুরাণ	ভা—পু।
মনুসংহিতা	ম—সং।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র	ম-নি—ত।
মহাভারত	ম—ভা।
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	মা—উ।
মার্কণ্ড পুরাণ	মা—পু।
মুক্তিকোপনিষদ্	মুক্তি—উ।
মুণ্ডকোপনিষদ্	মু—উ।
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ...	যো-বা—রা।
যোগোপনিষদ্	যো—উ।
বামন পুরাণ	বা—পু।
বাল্মীকি রামায়ণ	বা—রা।
বিবেক চূড়ামণি	বি—চূ।
বিষ্ণুপুরাণ	বি—পু।
বেদান্তসার	বে—সা।
বোধসার	বো—সা।
শিবগীতা	শি—গী।
শিবসংহিতা	শি—সং।
শ্বেতাশ্বোতরোপনিষদ্ ...	শ্বে—উ।
সদাচার	স—দা।
সাংখ্যসার	সাং—সা।
হিতোপদেশ	হি—উ।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

জ্ঞানাম্বুধি।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বৈলক্ষণ্য কথন।

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদো দ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ॥

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই দুই মত হয়। জ্ঞানকাণ্ডও দ্বিবিধ,—শুদ্ধজ্ঞান এবং কর্ম্মসংযুক্ত জ্ঞান॥ শি-সং ১।২০।

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডস্যা ন্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ॥

বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডও দুই প্রকার হয়॥ ঐ ২১।

নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যংভবতি নিশ্চিতং॥

নিষিদ্ধ কর্ম্ম (১) করিলে পাপ সঞ্চয় হয় এবং বৈধকর্ম্ম করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয়, ইহা নিশ্চয়॥ ঐ ২২।

ত্রিবিধোবিধিকূটঃস্যান্নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যেঽকৃতেকিল্বিষংস্যাৎকাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং॥

বৈধকর্ম্মও তিন প্রকার,—নিত্য, (১) নৈমিত্তিক (২) ও কাম্য (৩)। নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ সঞ্চয় হয়, আর নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম করিলে ফলভাগী হইতে হয়॥ শি-সং ১।২৩।

দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ॥

নিষিদ্ধ ও প্রসিদ্ধরূপে দ্বিবিধ

(১) নরকাদি অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ আছে, তাহার নাম নিষিদ্ধ কর্ম্ম। যথা—পরদারাভিগমন, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি।

(১) যে কার্য্য অকরণে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি।

(২) কোন এক নিমিত্ত বা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক। যথা—পুত্রেষ্টি যাগ প্রভৃতি।

(৩) যাহা দ্বারা স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। যেমন জ্যোতিষ্টোম যাগ, সোমযাগ প্রভৃতি।

কর্ম্মের ফলও দুই প্রকার। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল নরক ও প্রসিদ্ধ কর্ম্মের ফল স্বর্গ। স্বর্গে নানাবিধ সুখভোগ ও নরকে নানাবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়॥ শি-সং ১।২৪।

পুণ্যকর্ম্মণি স্বর্গে নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতিধ্রুবং॥

পুণ্যকর্ম্ম হেতু স্বর্গ ও পাপকর্ম্ম হেতু নরক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মবন্ধই সৃষ্টির নিমিত্ত হয়, তদ্ভিন্ন সৃষ্টি কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়॥ ঐ ২৫।

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎসুখং।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যংপ্রকুরুতে ভৃশং॥

পাপকর্ম্মবশে দুঃখ ও পুণ্যকর্ম্ম-বশে সুখ হয়, এহেতু সুখার্থী লোকেরা অতিশয় যত্নসহকারে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে॥ ঐ ২৭।

পাপভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্ধ্রুবং।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতিধ্রুবং॥

পাপভোগের অবসানে এই সংসারে জীবের বহু পুনর্জন্ম হয় এবং পুণ্যভোগের অবসানেও জীবের অনেক পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না॥ ঐ ২৮।

পুণ্যাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পুণ্যরূপঞ্চ ভারতে।
পাপাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পাপরূপং ভয়াবহং॥

এই ভারতে জন্মান্তরীণ পুণ্য-বলে পুণ্যরূপ কর্ম্মের ও পূর্ব্ব জন্ম-কৃত পাপানুসারে ভয়ানক পাপ-কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে (১)॥

ব্র-বৈ-পু ৩।২৪।৩২।

পুণ্যাৎ কৃত্বা স্বর্গভোগং জন্ম পুণ্যস্থলে নৃণাং।
পাপাৎ ভক্ত্বাচ নরকং কুৎসিতে জন্ম জীবিনাং॥

পুণ্য কর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গ ভোগের পর পুণ্যস্থলে জন্মগ্রহণ করে এবং পাপ কর্ম্মের ফলে জীব নরক ভোগের পর কুৎসিৎ স্থলে জন্ম পরিগ্রহ করে॥ ঐ ৩৩।

জীবিনাং নিষ্কৃতি নাস্তি স্থিতে কর্ম্মণি নারদ।
তেন কুর্ব্বন্তি সন্তশ্চ সন্ততঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ং॥

হে নারদ! কর্ম্ম সত্ত্বে জীবের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই, এই কারণে সাধুগণ সর্ব্বদা কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন॥ ঐ ৩৪।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না

(১) বৈধকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হয়। জীব সেই পুণ্যজন্য স্বর্গলোকে গমন করতঃ দেবতাদিগের সহিত সুখ ভোগ করে। অনন্তর সে মর্ত্ত্যলোকে উত্তম গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় নিয়ত পুণ্যকর্ম্ম করিতে থাকে। আর, নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা পাপ সঞ্চয় হয়। জীব সেই পাপানুসারে নরক ভোগ করে। তদনন্তর সে ইহলোকে অধম গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় সর্ব্বদা পাপ কর্ম্ম করিতে থাকে।

হইলে, শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি লাভ হয় না॥ ম-নি-ত ১৪।১০৯।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধোভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

যেমন লোকে লৌহময় কিম্বা স্বর্ণময় শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে॥ ঐ ১১০।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥

যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কিম্বা শত শত প্রকার কষ্ট করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় না (১)॥ ঐ ১১১।

ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্মসংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকংসংজ্ঞংত্যক্ত্বাযোগে প্রবর্ত্ততে॥

যাঁহারা (উক্ত কর্ম্মফল দৃষ্টে)

(১) আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী উহাঁর গুণ। আত্মা ঐ গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। উনি সময়ক্রমে উক্ত গুণত্রয় অতিক্রম পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উহাঁর পুণ্যপাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাঙ্খ্য ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। পুণ্যাপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইহলোকের ও পরলোকের ফলাকাঙ্ক্ষী না হয়েন, তাঁহারা কর্ম্ম সকল ত্যাগ করেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও পরিত্যাগ করতঃ (মোক্ষার্থী হইয়া) যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন॥ শি-সং ১।৩১।

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যংবুদ্ধ্বা যোগী ত্যজেৎসুধীঃ
পুণ্যপাপদ্বয়ংত্যক্ত্বাজ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥

বুদ্ধিমান্ যোগীব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের এইরূপ মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং পাপ ও পুণ্য উভয়কেই সমান অর্থাৎ উভয়কেই জন্ম মৃত্যুর কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়েন (১)॥ ঐ ৩২।

(১) বেদশাস্ত্রে স্বর্গাদি প্রাপক প্রবৃত্তিলক্ষণযুক্ত কর্ম্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মলাভজনক নিবৃত্তিলক্ষণযুক্ত জ্ঞানকাণ্ড, এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহা দ্বারা ইষ্ট লাভ হইবে অনিষ্ট হইবে না, বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে, সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞানপ্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকেই এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। লোকে প্রথমে যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া

অনেক ভবসংভূতকর্ম্ম-পঙ্কাঙ্কিতোবুধৈ।
আত্মা সদাসনা তোয়ৈঃপ্রক্ষাল্য নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিলে আত্মা কর্ম্মরূপ পঙ্কে পঙ্কিল হয়, এই কারণে পণ্ডিতগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা সেই পঙ্কিল আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করেন ॥ গ-পু ১।৮৮।১৭।

একস্ম নহি জন্মাথে শত জন্মনি বিভ্রমঃ।
শতজন্মকৃতং পাপং শুদ্ধত্যেকেন জন্মনা ॥

এক জন্মকৃত যে কর্ম্মসূত্র তাহা শত জন্ম গত হইলেও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু শত জন্মগত যে পাপরাশি তাহা এক জন্ম দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত কর্ম্মদ্বারা এক জন্মে শত শত জন্ম আকর্ষিত হয় এবং বিবেকজনিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শত শত জন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ এক জন্মেই বিদগ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ হয় ॥ যো-উ ১২১।

কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, আর যাহারা মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ফলতঃ জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। "অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে ; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা সুনিপুণরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন এবং যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা নদীজলপায়ী যেমন কূপের সমাদর করে না, সেইরূপ কদাচ কর্ম্মের প্রশংসা করেন না। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয় ; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্পও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্যরূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবস্যার সূক্ষ্মকলাসম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে, অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্টই থাকেন। আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন" (ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব ২৪১ অঃ)। অতএব মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভেলা অবলম্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মানুসারে জীবের জন্মজন্মান্তর প্রাপ্তি কথন।

সংসারচক্রং বক্ষ্যেহমাদাবুৎ ক্রান্তিকালতঃ।
যদ্বিনা পুরুষার্থো ন লীনঃস্যাৎ পরমাত্মনি॥

এইক্ষণ সংসারচক্র, অর্থাৎ যেরূপে প্রাণীগণ উৎপত্তি বিনাশের অনুরোধে জন্ম মরণ স্বীকার করিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে, তাহা বর্ণন করিতেছি। এই সংসারচক্রের গতি না জানিলে পুরুষের পুরুষার্থসিদ্ধি স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইতে পারে না॥

গ-পু ১।২১৭।১।

সর্ব্বেষাংজীবিনামেব দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশস্তেজস্তোয়মিতি স্মৃতঃ॥

সমুদায় জীবের দেহ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজঃ ও জল, এই পঞ্চ মহাভূতদ্বারা বিনির্ম্মিত বলিয়া ইহাকে পাঞ্চভৌতিক বলে (১)॥

না-প ২।১।৪৫।

স্বদেহে চ প্রপতিতে স্বভাগংপ্রাপ্নুবন্তি চ।
পৃথক্ পৃথক্ চ প্রত্যেকমেকমেব ক্রমেণ চ॥
সঙ্কেতপূর্ব্বকংনাম তৎস্মরন্তি চ বান্ধবাঃ।
রুদন্তি সততংভ্রান্ত্যা মায়য়া মায়িনস্তথা॥

স্বদেহ ধ্বংস হইলে সেই মহা-

---

(১) মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চ পদার্থ একত্র সংযুক্ত হইয়া যাবতীয় জীবের দেহ উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেহকে পাঞ্চভৌতিক নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। পঞ্চভূতের মধ্যে মৃত্তিকা অন্যান্য ভূতগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেহ উৎপাদন করে, এই কারণে পঞ্চভূতের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান। মহাভারতে কথিত আছে যে,—"অপরিমেয় পদার্থমাত্রই মহৎ শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়া মহাভূত নামে খ্যাত হয়। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণিগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক; কারণ, শ্রোত্র আকাশাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক, রসনা জলাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক এবং চক্ষুঃ তেজোময়। * * * বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূলদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন উহাদের যে স্পর্শজ্ঞান আছে, ইহাতে সংশয় নাই। যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল,পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতা সমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের

ভূতগণ একে একে সকলেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব ভাগ প্রাপ্ত হয়। তৎকালে সেই মৃত ব্যক্তির বন্ধুগণ তাহার সাঙ্কেতিক নাম স্মরণ করে এবং মায়ায় মোহিত ও ভ্রমে নিপতিত হইয়া সর্ব্বদা রোদন করিতে থাকে(১)॥

না-প ২।১।৪৬—৪৭।

যথাশ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ জীবঃ কিল সনাতনঃ।
শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ॥

হে ব্রহ্মন্! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, জীব (জীবাত্মা) নিত্য পদার্থ হয় এবং ইহলোকে সর্ব্ব-প্রাণীর শরীর অনিত্য পদার্থ হয়॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৯।২৩।

বধ্যমানে শরীরে তু দেহনাশো ভবত্যুত।
জীবঃসংক্রমতেঽন্যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনঃ॥

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে জীবের কেবল শরীর নাশ হয়, কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ-নিবন্ধন সেই জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২৪।

রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ দ্বারা উৎপল-নাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপ-গণ পবনসহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এই-রূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উঁহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। * * * পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত থাকাতেই তাহারা অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চ-ভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীব-গণের শরীরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে; তেজঃ অগ্নি,ক্রোধ, চক্ষু, উষ্মা ও জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে; জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিত-রূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান ও সমান-রূপে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন, ব্যান উদ্যম সাধন এবং অপান গুহ্য-দেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে। আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। * * * লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণিগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরি-বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলত জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উঁহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল। শান্তিপর্ব্ব ১৮৪ অঃ।

(১) এই পঞ্চভূতময় দেহ কেবল সন্ধিজর্জ্জর ও ছিদ্রপরম্পরায় পরিপূর্ণ। যাহার সন্ধি আছে, তাহার বিশ্লেষ আছে; যাহার ছিদ্র আছে, তাহার গলন আছে; আর যাহার ভূতসমবায় আছে, তাহার নশ্বরতা আছে। এই নিমিত্ত এই দেহ কালসহকারে গলিত, বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবদেহ বিনষ্ট হইলে পরে দেহের যে শূন্যাংশ, বায়ুর অংশ, তেজের অংশ, সলিলাংশ ও পৃথিব্যাংশ বিদ্যমান থাকে, তৎ-সমুদায় জীবের মৃত্যুর পর তত্তৎপদার্থে বিলীন হয়, সুতরাং মৃতব্যক্তির বন্ধুবর্গ রোদন করিয়া কিরূপে কোথায় তাহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবে? মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য জীবের কেবল নাম, শ্রুতি, যশ, কর্ম্ম ও কথামাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যৈতদাহুর্ম্রিয়তীতি মূঢ়াঃ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
দশার্দ্ধতৈবাস্য শরীরভেদঃ॥

দেহ নাশ কালে জীবের বিনাশ হয় না; কিন্তু মৃত্যু হইল এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে; তাহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয় (১)॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৯।২৬।

অন্যো হি নাশ্নোতি কৃতং হি কর্ম্ম
মনুষ্যলোকে মনুজস্য কশ্চিৎ।
যত্তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম্ম
তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ॥

এই জীবলোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই; জীব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৯।২৭।

অয়মাদিশরীরেণ দেবসৃষ্টেন মানবঃ। ঐ
শুভানামশুভানাঞ্চ কুরুতে সঞ্চয়ং মহৎ॥

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি শরীর, অর্থাৎ যাবৎ মোক্ষ না হয় তাবৎ ধর্ম্মাধর্ম্মানুগামী লিঙ্গশরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম সঞ্চয় করে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৮৩।৭৬।

আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রায়ং কলেবরম্।
সম্ভবত্যেব যুগপদ্যোনৌ নাস্ত্যন্তরাভবঃ॥

পরিশেষে আয়ুঃ ক্ষয় হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অন্য যোনিতে সম্ভূত হয়; ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না॥ ঐ ৭৭।

তত্রাস্য স্বকৃতং কর্ম্ম ছায়েবানুগতং সদা।
ফলত্যথ সুখার্হো বা দুঃখার্হো বাথ জায়তে॥

সেই দেহান্তর পরিগ্রহকালে স্বকৃতকর্ম্ম সকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখদুঃখের কারণ হইয়া উঠে॥

ঐ ৭৮।

কৃতান্তবিধিসংযুক্তঃ স জন্তুর্লক্ষণৈঃ শুভৈঃ।
অশুভৈর্ব্বা নিরাদানো লক্ষ্যতে জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ॥

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে, কৃতান্ত-বিধিবশংবদ জীব

---

(১) জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে। কেবল পাঞ্চভৌতিক শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। কাষ্ঠ সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে। আর, যেমন দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি কেবল অদৃশ্য হয় মাত্র, কিন্তু উহার এককালে ধ্বংস হয় না. উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি, সেইরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়নগোচর হয় না।

স্বকীয় কর্ম্মফলে প্রাপ্ত সুখদুঃখ কদাচ দুরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ১৮৩।১৭৯।

ধাতৈব খলুভূতানাং সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
দধাতি সর্ব্বমীশানঃ পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরন্ ॥

একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় এবং সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা; তিনি জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সমুদায় বিধান করেন (১) ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ৩০।২২।

যে নৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎ পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তেহ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসাস্বয়ং ॥

জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে, পরলোকে সে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়াই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। তৎকালে স্থূল দেহ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনঃপ্রধান লিঙ্গ-দেহ দ্বারাই কর্ম্ম ফল ভোগ করে (১) ॥ ভা-পু ৪।২৯।৬০।

(১) যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। ইহা যুক্তিসিদ্ধও বটে, কেননা, দেখ যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তিনি কি নিমিত্ত অস্মদাদির আহার বিহারাদির উপায় স্বরূপ হস্ত পদাদির সৃষ্টি করিবেন? নানাবিধ ভোজনীয় দ্রব্যাদিরই বা সর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই ত ভোজনাদি যাবতীয় কর্ম্ম অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারিত। আর, যখন দেখা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিতেছেন, কেহ বা তরুতলে তৃণশয্যান্বেষণে ব্যগ্র হইতেছেন, কেহ অমৃততুল্য সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিয়া তাদৃশ দ্রব্যকেও সামান্য দ্রব্যের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, কেহ বা অন্নাভাবে জঠরানলে দগ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনায় ব্যগ্র হইতেছেন, কেহ নৃত্যগীতাদি প্রমোদে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন, কেহ বা পুত্রদারাদি শোকে ব্যাকুল বা অসহ্য পীড়ায় পীড়িত হইয়া অতি কষ্টে সময়াতিপাত করিতেছেন; তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎ ব্যক্তির বিসদৃশ ফলভোগের কারণ কেবল উঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত, নতুবা কখনই এমন ঘটনা ঘটিতে পারে না। দেখ, জগদীশ্বর সকলেরই পিতা স্বরূপ এবং হিতৈষী। তাঁহার স্নেহের ন্যূনাধিক ভাব কুত্রাপি নাই এবং কাহার সুখ বা কাহার দুঃখ হউক এমন তাঁহার অভিপ্রায়ও নহে। যদি কেবল তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই সকলের সুখ হইত, তাহা হইলে সকলেই সুখী হইত এবং বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় দুঃখ শব্দ অলীক হইয়া উঠিত। অতএব যাহার যেরূপ কর্ম্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া পরমেশ্বর যে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু ইহাতে এমন সম্ভাবনা করিও না যে, তবে পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব রহিল না। যেমন পৃথিবীশ্বরদিগের পৃথ্বী রক্ষণাবেক্ষণে নিজ অমাত্যবর্গের সহায়তা অবলম্বনেও স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ জগদীশ্বরের কর্ম্মাদিসাপেক্ষতায় স্বতন্ত্রতার কোন হানি হয় না। অন্যকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া যিনি যে বিষয় সম্পাদন করেন, তাঁহার সে বিষয়ে স্বতন্ত্রকর্ত্তৃতা থাকে। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার জগন্নির্ম্মাণে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃতা আছে, সন্দেহ নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

(১) এই সংসারে জীবাত্মা আপনার মনোনামক মূর্ত্তির সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে। সেই মনই যখন প্রাপ্তদেহে কর্ম্মভোগ করে, তখন সেই দেহত্যাগে মনসংযুক্ত জীব অন্য দেহ লাভ করিয়া পূর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবের শরীর দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উদ্ভূত পাপপুণ্য কর্ম্মের অধীন সুখদুঃখাদির যে ভোগসাধন পাত্র,

শয়ান মিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মন্যা হিতং ভুঙ্ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥

যেমন মনুষ্য জীবদ্দশায় নিদ্রাগত এই দেহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদ্রাবস্থায় মনোমধ্যে কর্ম্ম ভোগ করে, সেইরূপ পরলোকে গিয়াও ঐহিক কর্ম্মজন্য দেহ অথবা পশ্বাদির দেহদ্বারা কর্ম্ম ভোগ করে॥ (১)

ভা-পু ৪।২৯।৬১।

মমেতি মনসা যদ্যদ্ যদ্সাবহমিতিব্রুবন্।
গৃহ্ণীয়াত্তৎ পুমান্রাদ্ধং কর্ম্মযেন পুনর্ভবঃ॥

পুরুষ "ইহারা আমার" "এই আমি" এইরূপ ভাবনা করিয়া মনোদ্বারা যে দেহ গ্রহণ করে, সেই দেহদ্বারা যে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, সে তাহাও গ্রহণ করে। সেই কর্ম্মহেতুই তাহার পুনর্জন্ম হয়॥(২)

ঐ ৬২।

যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ।
এবং প্রাগ্দেহজং কর্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ॥

যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব দেহকৃত কর্ম্মের অনুমান হইতে পারে॥

ঐ ৬৩।

তাহাকেই স্থূল শরীর বলা যায়। আর অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে সমুৎপন্ন প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টিকে সূক্ষ্মশরীর কিংবা লিঙ্গশরীর বলা যায়। জীবের এই লিঙ্গশরীর কেবল ভোগসাধন অর্থাৎ লিঙ্গশরীর দ্বারা জীব স্বর্গ বা নরকভোগ করে। যথা—পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।

শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥
পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গংভোগসাধনং॥ আ,বি।

যেমন কাষ্ঠ অগ্নির অভিব্যক্তি (প্রকাশ) স্থান, সেইরূপ উক্ত সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক লিঙ্গশরীর আত্মার অভিব্যক্তি স্থান হয়। সকল পুরুষের সৃষ্টিকালে জীব সেই লিঙ্গশরীরে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই-রূপে জীব লিঙ্গশরীর দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে। ইহা অব্যাহত অর্থাৎ ইহার অপ্রতিহত গতি। ইহা শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক ও পরলোকগামী, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর কখন নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ স্থূলশরীর ধারণ করে এবং কখন স্বর্গীয়, কখন বা নারকীয় স্থূলশরীর আর কখন পুনর্ব্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে। এই লিঙ্গশরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ হয়। যাবৎ জীবের মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎকাল ইহার বিনাশ হয় না। পরন্তু যৎকালে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তৎকালে অবিদ্যা ও স্থূলশরীরের সহিত লিঙ্গশরীরও ধ্বংস হইয়া থাকে। সেই সময়ে আত্মা পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত হন। ইহারই নাম মুক্তি। যথা—

"ইদংলিঙ্গশরীরাখ্যমামোক্ষান্ন নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানেন নষ্টেঽস্মিন্ সাবিদ্যে সশরীরকে।
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

শি, গী, ১০।৪১।

(১) জীব স্বপ্নকালে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হইয়াও জাগ্রদবস্থাকৃত কর্ম্ম মনোদ্বারা ভোগ করে, তখন এই স্থূলদেহ ত্যাগে অপর কোন দেহে যে পূর্ব্বকর্ম্ম সেই মনোদ্বারাই ভোগ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২) প্রাপ্তদেহে জীব আপনার মনোদ্বারা বিষয়-বাসনা নিবন্ধন "এই আমি" ও "এই দারাপত্যাদি আমার" ইত্যাদি রূপ ভাবনা করে, পরদেহগত অভিমানী মন সেই পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম সকল উৎপাদন করে এবং সেই কর্ম্মানুসারেই জীবের পুনর্জন্ম হয়।

নানুভূতংকচানেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতং।
কদাচিদুপলভ্যেত যদ্রূপং যাদৃশাত্মনি॥

যে বস্তু এই দেহদ্বারা কখন অনুভূত, দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, সে বস্তুর যে কি রূপ ও কি স্বরূপ, তাহা আমরা মনোমধ্যে কদাচ অনুভব করিতে পারি না, অর্থাৎ আমাদিগের ইহজন্মের অনুভব সকল পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না॥ (১) ভা-পু ৪।২৯।৬৪।

তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনোদেহসম্ভবং।
শ্রদ্ধৎ স্বাননুভূতোর্থো ন মনঃ প্রষ্টুমর্হতি॥

অতএব হে রাজন্! বাসনার আশ্রয়ীভূত জীবের যে তাদৃশ অনুভববিশিষ্ট পূর্ব্বদেহ ছিল, তাহাতে বিশ্বাস কর। দেখ, অননুভূত বিষয় কখনই মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না॥ (২)

ঐ ৬৫।

(১) মন এমন একটী পদার্থ যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূত কোন বিষয়ই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান দেহে মনোমধ্যে এমন অনেক কার্য্য প্রকাশ পায়, যাহা ইহজন্মে কখনই প্রত্যক্ষ হয় নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মে আমাদিগের তাদৃশ অনুভব অবশ্যই ছিল; সুতরাং আমাদিগের দেহও ছিল।

(২) যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি

মনএব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি।
ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রন্তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ॥

মনুষ্যের মনোবৃত্তি দ্বারাই অনুভব করা যায় যে, তিনি ইহার পর উত্তম কি অধম হইবেন। এইরূপ

পঞ্চবায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথক্ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহাকে অভিন্ন বিবেচনাপূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জীবের এইরূপ বারংবার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক লোকই অমূলক সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সন্দেহ অনায়াসেই ভঞ্জন হইতে পারে। দেখ, স্বভাবতঃ এই সংসারে যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা বিনাশোৎপত্তি বর্জ্জিত। তিনি পূর্ব্বাবধি স্বয়ং বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই দেহ ধারণ করেন। অতএব যিনি একবার দেহ ধারণ করিতে পারেন, তিনি পুনরায় দেহ ধারণ করিবার পক্ষে সন্দেহের বিষয় কি আছে? অথবা তিনি একবার দেহ ধারণ করণান্তর পুনর্ব্বার যে দেহ ধারণ করিতে পারেন না, ইহারই বা কারণ কি আছে? দেহধারী আত্মার দেহান্তর হইলে পরে তাঁহার পুনর্দ্দেহ না হইবার পক্ষেও কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা জীবগণের আত্মা সকল প্রথম দেহ পরিত্যাগানন্তর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পুনর্দ্দেহ ধারণ না করিয়া, অর্থাৎ একেবারে সর্ব্বপ্রকার দেহ শূন্য হইয়া কিরূপে, কি অবস্থায় এবং কোন স্থানে অবস্থান করিবেন বা করিতেছেন, তাহাও কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না এবং বলিলেও তাহার কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই পৃথিবীতে যত জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থাদি দৃষ্টে ইহা অনায়াসেই যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাহাদিগের এই জীবন নূতন নহে, অর্থাৎ তাহারা ইতিপূর্ব্বে অনেক বার এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ৩

ঐ মনেরই বৃত্তি দেখিয়া জানা যাইতে পারে, তিনি পূর্ব্বজন্মে কি প্রকার ছিলেন। ভা-পু ৪।২৯।৬৬।

দেখ, এই জগতে যত মনুষ্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেহ মূঢ়বুদ্ধি, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ চিন্তাশীল, কেহ উদাসীন, কেহ সুবোধ, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ রাগী, কেহ বিরাগী, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধনী, কেহ রোগী, কেহ ভোগী, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সুন্দর, কেহ কদাকার, ইত্যাদিরূপে যত প্রকার মনুষ্য দেখা যায়, ততপ্রকার স্বভাব ও অবস্থাদিরও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্তিপূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মকৃত স্বকীয় স্বকীয় কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগস্বরূপ উক্তপ্রকার বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যদি জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগার্থ জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্ত না হইত, অথবা যদি পরমেশ্বর প্রত্যহই নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে উক্তপ্রকার বৈষম্য কদাপি দৃষ্ট হইত না, বরং তাহারা সকলেই এক ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত ও সর্ব্বপ্রকারে তুল্য-অধিকার প্রাপ্ত বিধায় সমান স্বভাববিশিষ্ট এবং সমান অবস্থাসম্পন্ন হইত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই উক্তরূপ বৈষম্য সংঘটিত হয়। কিন্তু একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ, কেন না যিনি সর্ব্ব জীবের অধীশ্বর ও সকল প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়েন, তিনিই আবার স্বেচ্ছানুসারে কাহার প্রতি অনুগ্রহ ও কাহার প্রতি নিগ্রহ করেন, এ কথা বলিলে সেই পরম ন্যায়বান্ নিরপেক্ষ পরমেশ্বরকে পক্ষপাতিতা-দোষে দোষী করিতে হয়। অতএব একথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আরও দেখ, ঈশ্বর যদি প্রত্যহ নূতন নূতন অসংখ্য আত্মার সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক ও ভয়াদি বা স্তনপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না;

অদৃষ্টমশ্রুতঞ্চাত্র ক্বচিন্মনসি দৃশ্যতে।
যথা তথানুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ং॥

কখন কখন অদৃষ্ট বা অশ্রুত বস্তু মনোমধ্যে আবির্ভূত হয় বটে; কিন্তু যেরূপ নিদ্রাদোষে স্বপ্নে পর্ব্বতের অগ্রভাগে সমুদ্র, দিবাভাগে নক্ষত্র এবং আপনার শিরচ্ছেদন প্রভৃতি কার্য্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাকে সেইরূপই জানিবে॥ ভা-পু ৪।২৯।৬৭।

সর্ব্বেক্রমানুরোধেন মনসেন্দ্রিয়গোচরাঃ।
আয়ান্তি বহুশোযান্তি সর্ব্বে সমনসো জনাঃ॥

মনুষ্য মাত্রেরই মন আছে এবং

কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই এবং স্তনপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় সে তাহাও জানে না, উপদিষ্টও হয় না; অথচ যে ব্যক্তি যে বিষয় পূর্ব্বে জ্ঞাত না থাকে, তাহা কখনই তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হয় না, পূর্ব্বে জ্ঞাত বস্তুরই স্মৃতি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহলোক ও পরলোকগামী সুখদুঃখাদি-ভোক্তা, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মপদার্থের জন্ম জন্মান্তর স্বীকার করিলে আর এই সমস্ত দোষ ঘটে না, যেহেতু সেই বালকের পূর্ব্বানুভূত হর্ষাদির কারণের স্মৃতি হইয়াই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বানুভূত স্তন পানের সংস্কার বশতই তৎকালে স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়।

বস্তুত এই জগতের মধ্যে কোন জীবকেই প্রথম-সম্ভূত বলা যায় না; কারণ আত্মা অনাদি ও অনন্ত। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ না হয়, আত্মা সে পর্য্যন্ত অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। যথা,—

"সংসারস্য ন কুত্রাপি প্রারম্ভো বিহ বিদ্যতে।
অনাদিত্বাত্ তথান্তো বিনা মোক্ষেণ বিদ্যতে॥"

আত্ম-পু [illegible]।

মনোমধ্যে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়ই প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং নানাবিষয় মনেন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া ভোগ্যরূপে উপস্থিত এবং ভুক্ত হইয়া উহা হইতে বহির্গত হইয়া যায়(১) ॥ ভা-পু ৪।২৯।৬৮।

নাহংমমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষেব্যবধীয়তে।
যাবদ্বুদ্ধি মনোক্ষার্থ গুণব্যূহোহ্যনাদিমান্ ॥

যতদিন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও সত্ত্বাদি গুণগণের অনাদি পরিণাম বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পুরুষের "আমি" ও "আমার" এই অভিমান বিচ্ছিন্ন হয় না ॥ ঐ ৭০।

সুপ্তিমূর্চ্ছোপতাপেষু প্রাণায়ন বিঘাততঃ।
নেহতেঽহমিতি জ্ঞানং মৃত্যুপ্রজ্বারয়োরপি ॥

নিদ্রা, মূর্চ্ছা ও ইষ্টবিয়োগজন্য দুঃখ এবং মৃত্যু ও পীড়া, এই সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয় স্থগিত থাকে বলিয়াই পুরুষের অহম্বুদ্ধি স্ফূরিত হয় না ॥ ঐ ৭১।

গর্ভেবাল্যেপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশ বিধন্তদা।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা ॥

যুবা ব্যক্তির অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহযোগে যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, অমাবস্যার চন্দ্রকলার ন্যায় বাল্যাবস্থায় ও গর্ভদশায় ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ পুষ্টি না হওয়াতে উহা সেরূপ প্রকাশ পায় না ॥ ভা-পু ৪।২৯।৭২।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥

বিষয় মাত্রই অবাস্তবিক বটে; কিন্তু যেরূপ স্বপ্নে বিষয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, সংসার তাহার সমক্ষ হইতে কখনই নিবৃত্ত হয় না ॥ ঐ ৭৩।

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতং।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীবইত্যভিধীয়তে।
অনেন পুরুষোদেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষংশোকংভয়ংদুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥

পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ, ত্রিগুণবিশিষ্ট এবং ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই প্রকারে চেতনার সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। পুরুষ এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই নানাদেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করে। হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ,

(১) মনোযুক্ত মনুষ্য ইন্দ্রিয় সহযোগে মনো মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল অবস্থা ভোগ ও দর্শনাদি করে, তাহার সত্ত্বা অমনস্ক অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়। পরে যখন বর্ত্তমান কর্ম্ম হইতে নিদ্রাবস্থার অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ মন সচেতন থাকিয়া কখন কখন পূর্ব্বজন্মীয় অস্ফুট ও অসংলগ্ন দৃষ্টের আভাস অনুভব করে। এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট বহুবিধ অবস্থা মানসেন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া ভোগ হইয়া থাকে।

এবং সুখ ভোগও এই দেহ দ্বারা করিয়া থাকে ॥ ভা-পু ৪।২৯।৭৪।

যথা তৃণ জলৌকৈবং নাপয়াত্যপযাতি চ।
ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোঽপি প্রাগ্দেহাভিমতিং জনঃ
যাবদন্যং ন বিন্দেত ব্যবধানেন কর্ম্মণাং ॥

যেরূপ জলৌকা যখন এক তৃণে থাকিয়া অপর তৃণকে ধারণ করে তখন তাহাকে পূর্ব্ব তৃণ হইতে বহির্গত অথবা তাহাতে অবস্থিত বলা যায়, সেইরূপ যতদিন পূর্ব্ব-দেহ-জন্য কর্ম্মের শেষ হইয়া দেহান্তর প্রাপ্তি না হয়, ততদিন পুরুষের সে দেহের অভিমান দূর হয় না ॥

ঐ ৭৫।

মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনং।
যদাক্ষৈশ্চরিতান্ধ্যায়ন্ কর্ম্মাণারভতে সকৃৎ ॥

হে নরেন্দ্র! মনই জীবের সংসার প্রাপ্তির কারণ। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় ভুক্ত হইয়া থাকে, পুরুষ সেই সকল ধ্যান করিয়াই বারংবার কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে; কারণ তৎকালে তাহার কর্ম্ম নিবৃত্তি হয় নাই ॥

ঐ ৭৬।

সুপুণ্যশীলা হি ভবন্তি পুণ্যা-
নরাধমাঃ পাপকৃতো ভবন্তি।
নরোঽনুজাতস্ত্বিহ কর্ম্মভিঃ স্বৈ-
স্ততঃ সমুৎপদ্যতি ভাবিতস্তৈঃ ॥

মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগ করে; তদনুসারে কেহ বা কর্ম্মানুসারে পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয় ॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৯।২৮।

যথাসম্ভৃতসম্ভারঃ পুনরেব প্রজায়তে।
শুভকৃচ্ছুভযোনিষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু।

মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্ম-বীজসম্ভার সঞ্চয় করত পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি এবং পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

ঐ ৩১।

শুভৈঃ প্রয়োগৈর্দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্ম্মানুষোভবেৎ।
মোহনীয়ৈর্বিযোনিষু ত্বধোগামী চ কিল্বিষী ॥

জীব একমাত্র শুভকর্ম্ম প্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩২।

কর্ম্মণা জীবিনো যান্তি বৈকুণ্ঠঞ্চ নিরাময়ং।
কর্ম্মণা ব্রহ্মলোকঞ্চ শিবলোকঞ্চ কর্ম্মণা ॥

জীবগণ কর্ম্মযোগে নিরাময় বৈকুণ্ঠ-ধামে, কর্ম্মযোগে ব্রহ্মলোকে এবং কর্ম্মযোগে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৪৭।১২২।

স্বর্গং স্বর্গ সম স্থানং পাতালঞ্চ স্বকর্ম্মণা।
লভন্তি নরকং ঘোর মাত্মনঃ স্বৈক কারণং ॥

জীবগণের কর্ম্মযোগে স্বর্গবাস, কর্ম্মযোগে স্বর্গতুল্য পাতালে গমন, ও কর্ম্মযোগেই আত্মদুঃখের এক-মাত্র কারণ ঘোর নরকে পতন হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৪৭।১২৩।

কর্ম্মণা শূকরিগর্ভং কর্ম্মণা ক্ষুদ্র জীবিনাং।
কর্ম্মণা পশু পত্নীনাং কর্ম্মণা পক্ষিযোষিতাং॥

কর্ম্ম দ্বারা জীবগণের শূকর যোনিতে জন্ম হয়, কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ ক্ষুদ্র জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম্ম দ্বারা জীবগণের পশু ও পক্ষি-যোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥

ঐ ২২৪।

কর্ম্মণা কীট যোনিঞ্চ বৃক্ষত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ দৈবঞ্চাপি স্বকর্ম্মণা॥

কর্ম্মযোগে জীবগণের কীট যোনিতে জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি হয়, আর কর্ম্ম দ্বারাই জীব-গণের ব্রাহ্মণত্ব এবং কর্ম্ম দ্বারাই জীবগণের দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে॥

ঐ ২২৫।

স্বকর্ম্মণা চ শক্রত্বংব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা সুখীদুঃখী সেব্যঃ সেবক এব চ।
কর্ম্মণা শিবিকারোহো রাজেন্দ্রশ্চ স্বকর্ম্মণা॥

জীব স্বীয় কর্ম্মযোগে ইন্দ্রত্ব লাভ করে, কর্ম্মযোগে জীব ব্রহ্মার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মযোগেই জীব সুখী দুঃখী সেব্য বা সেবক হইয়া কাল যাপন করে। এমন কি, স্বীয় কর্ম্মযোগে কোন কোন জীবকে শিবিকা বহন করিতে হয় এবং কোন কোন জীব কর্ম্মযোগে নৃপেন্দ্র হইয়া সেই শিবিকারোহণে গমন করে॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৪৭।১২৬।

কর্ম্মণা ব্যাধিযুক্তশ্চ কর্ম্মণৈবাতি সুন্দরঃ।
কর্ম্মণা স্বাঙ্গহীনশ্চ স্বাঙ্গবৃদ্ধিশ্চ কর্ম্মণা॥

কর্ম্মদ্বারা কোন জীব ব্যাধিযুক্ত ও কর্ম্মদ্বারা কোন জীব পরম সুন্দর হয় এবং কর্ম্মদ্বারা কাহারও অঙ্গ হানি ও কর্ম্মদ্বারা কাহারও অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥

ঐ ১২৭।

বিধাতা কর্ম্মসূত্রেণ কর্ম্মদাতা চ জীবিনাং।
কর্ম্ম স্বভাব সাধ্যশ্চ স্বভাবোঽভ্যাস বীজকঃ॥

অধিক কি, স্বয়ং বিধাতাও স্বীয় কর্ম্মসূত্রে জীবগণের কর্ম্মদাতা হই-য়াছেন, কর্ম্ম স্বভাবসাধ্য ও স্বভাব অভ্যাস-বীজ বলিয়া নিরূপিত আছে॥

ঐ ১২৮।

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥

যে পঞ্চপ্রাণাধিপতি জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানকৃত বাসনার আশ্রয়, তিনি ফলাভিলাষে কর্ম্ম করেন এবং সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন এবং

কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যহেতু নানা রূপ ধারণ করেন। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনগুণই জীবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞান এই তিনটি জীবের পন্থা (অর্থাৎ জীব কখন ধর্ম্মপথে গমন করিয়া সুখ ভোগ করেন, কখন বা অধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদিতে দুঃখ ভোগ করেন, আর কখন বা জ্ঞানপথে ধাবিত হইয়া মুক্তিপদ প্রার্থনা করেন।) এইরূপে জীব স্বকর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন॥ শ্বে-উ ৫।৭।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

জীব স্বীয়গুণে স্থূল, সূক্ষ্ম ও দেবাদি শরীর ধারণ করেন। বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সুকৃতি জন্মে, সেই সুকৃতি বলে জীব উৎকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হন এবং নিষিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয় সেই পাপানুসারে তিনি অপকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হন, পরে তিনি পুনর্ব্বার ক্রিয়াদ্বারা যথাসম্ভব দেহ প্রাপ্ত হন॥ ঐ ৫।১২।

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

সত্ত্বগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি দেবত্ব, রজোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি তির্য্যক্ত্ব, অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়(১)। ম-সং ১২।৪০।

(১) গুণত্রয়ের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই যে তিনটি সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সতের ধর্ম্মই সত্ত্ব, এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থদ্বারা উত্তম পুরুষের ধর্ম্মই সত্ত্বশব্দের অর্থ; রাগযোগহেতু মধ্যম পুরুষের ধর্ম্মই রজঃশব্দ প্রতিপাদ্য এবং অধর্ম্মরূপ আবরণযোগহেতু অধর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্মই তমঃশব্দার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রত্যেকেই অসংখ্যরূপ হইয়া থাকে।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য বিষয়ে ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুনকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এইস্থলে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। প্রথমতঃ তমোগুণের লক্ষণ কহিতেছেন। যথা,— "মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎবিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথী প্রভৃতিকে দান না করিয়া ভোজন, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামসপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য পাপ-রোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহাদিগকেই তামস বলা

যায়। এক্ষণে ইহাদিগের যেরূপে ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ ও পুণ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা তামস প্রকৃতি প্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে, প্রথমত চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয় সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অবিবেকরূপ তম, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াশক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র এবং মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র। এই আমি স্বরূপ গুণ ও যোনি অনুসারে তোমাদিগের নিকট এই তমোগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।"

অ-গী ২১ অ।

অতঃপর রজোগুণের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। যথা,—সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত গ্রীষ্মাদির অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অভিমমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ প্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী পুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্কার, যাজন, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, অভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমস্ত গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় লোক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারংবার ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। এই আমি তোমাদিগের নিকট রজোগুণের কার্য্য সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।" অ গী ২১ অ।

তদনন্তর সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। যথা,—"আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, মমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন, এই সমস্ত কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তি পরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। তাঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকীগতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম্মবিদ্যা বিশেষতঃ॥

সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্মান্তরে যে ত্রিবিধ গতি উল্লিখিত হইল, তাহা আবার দেশকালাদি ভেদে, সংসারের হেতুভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান ভেদে এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার হয়॥ ম-সং ১২।৪১।

স্থাবরাঃক্রিমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃসর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥

বৃক্ষাদি স্থাবর, ক্রিমি,কীট, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম, পশু ও মৃগ, ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত জঘন্য গতি॥

ঐ ৪২।

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥

হস্তী ও ঘোটক, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও শূকর, ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতি॥

ঐ ৪৩।

চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥

নটাদি, পক্ষী, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণকারী পুরুষ, রাক্ষস ও পিশাচ, ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত উত্তম গতি॥ ম-সং ১২।৪৪।

ঝল্লামল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃশস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥

ব্রাত্য (ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঝল্লজাতি, যাহারা যষ্টিপ্রহরণদ্বারা যুদ্ধ করে) এবং মল্ল যাহারা বাহুদ্বারা যুদ্ধ করে, নট, শস্ত্রজীবী, এবং দ্যূত ক্রীড়া ও মদ্যাদি পানাসক্ত ব্যক্তি, ইহাদিগের রজোগুণ নিমিত্ত জঘন্য গতি॥

ঐ ৪৫।

রাজনঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদ যুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥

অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্ত্তা, ক্ষত্রিয় জাতিমাত্র, রাজ পুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থে কলহপ্রিয় ব্যক্তি, ইহাদিগের রজোগুণ জন্য মধ্যম গতি॥ ঐ ৪৬।

গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃসর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ॥

গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, যক্ষ, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ, ইহাদিগের রজোগুণ নিমিত্ত উত্তম গতি॥ ঐ ৪৭।

এবং তাঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট সত্ত্বগুণের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ঐ গুণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।"

অ-গী ৩৮-অ।

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

বানপ্রস্থ, যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্রগণ ও দৈত্যগণ, ইহাদিগের জন্ম সত্ত্বগুণ নিমিত্ত অধম গতির ফল॥

ম-সং ১২।৪৮।

যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥

যাগশীল, ঋষি, বেদাদি বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ, বৎসর, পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ, ইহাদিগের জন্ম সত্ত্বগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতির ফল॥ ঐ ৪৯।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তাগণ, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং সাংখ্যমত প্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্ব ও তদাধিষ্ঠাতৃ দেবতাদ্বয়, ইহাদিগের সত্ত্বগুণ নিমিত্ত উত্তম গতি জানিবে॥ ঐ ১২।৫০।

এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ।
ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃসংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ॥

এইরূপে, জগতস্থ প্রাণীসমূহের মানসিক, বাচনিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ সাধন ভেদে তাহাদিগের যে তিন প্রকার কর্ম্ম, তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে যে তিন প্রকার গতি, উহা আবার অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে যে তিন প্রকার হয়, তাহা বিশেষরূপে কথিত হইল॥ ম-সং ১২।৫১।

এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবং॥
সর্ব্বোপসংহৃতৌ জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অনাদ্যবিদ্যাবশগস্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ॥

এইরূপে জীব স্বকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া খণ্ডপ্রলয় পর্য্যন্ত এই সংসারে ভ্রমণ করে। খণ্ডপ্রলয় সময়ে জীব স্বকীয় বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে একতা লাভ করিয়া) অনাদি অবিদ্যায় লীন হইয়া থাকে॥*

অ-রা ৪।৩।২৫—২৬।

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনামানসৈঃসহ।
জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশাঃ॥

তদনন্তর পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে জীব স্বকীয় পূর্ব্ব বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হয়। এইরূপে জীব ঘটীযন্ত্রবৎ, অর্থাৎ কূপাদি হইতে জলোত্তলন-যন্ত্রের ন্যায় এই সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে॥

ঐ ২৭।

পুনর্দ্দেহান্তরং যাতি যথা কর্ম্মানুসারতঃ।
আমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেবংমৎস্যঃ কূলদ্বয়ং যথা॥

মৎস্য যেমন একতীর হইতে

তীরান্তরে বিচরণ করে, সেইরূপ যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ জীব স্বকর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া এই সংসারে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে ॥ শি-গী ১১।১২।

এবংজীবগতিঃপ্রোক্তা মুক্তিংতস্য বদামি তে ॥

কর্ম্মফলে জীবের যে সকল গতি লাভ হয়, তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে জীবের মুক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ঐ ২২।

যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃসন্ সদা বিদ্যারতো ভবেৎ।
স যাতি দেবযানেন ব্রহ্মলোকাবধি নরঃ ॥

যে মনুষ্য শান্ত্যাদিগুণশালী এবং নিরন্তর বিদ্যারত, তিনি দেবযানে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত গমন করেন ॥ ঐ ২৩।

অর্চ্চির্ভূত্বা দিনং প্রাপ্য শুক্লপক্ষমথো ব্রজেৎ।
উত্তরায়ণমাসাদ্য সংবৎসরমথো ব্রজেৎ।
আদিত্যচন্দ্রলোকৌ তু বিষ্ণুলোকমতঃ পরং।

তিনি প্রথমে অগ্নিরূপে পরিণত হন ; তদনন্তর শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, অনন্তর সম্বৎসররূপে পরিণত হইয়া আদিত্যলোকে গমন করেন ; পরে তথা হইতে চন্দ্রলোকে এবং চন্দ্রলোক হইতে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হন ॥ ঐ ২৪।

অথ দিব্যঃপুমান্ কশ্চিদ্ ব্রহ্মলোকান্নিহৈতি সঃ।
দিব্যে বপুষি সন্ধায় জীবমেবংনয়ত্যসৌ ॥

পরিশেষে কোন এক দিব্য পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হইয়া সেই জীবকে দিব্যদেহে ব্রহ্মপুরে লইয়া যান ॥ শি-গী ১১।২৫।

ব্রহ্মলোকে দিব্যদেহে ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
ততোবিষ্ণা চিরংকালং ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ॥

জীব সেই দিব্যদেহে ব্রহ্মপুরে সমুপস্থিত হইয়া অভিলষিত নানাবিধ ভোগসুখ সম্ভোগ করিয়া তথায় চিরকাল বাস করেন। পরিশেষে ব্রহ্মার সহিত তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৬।

শুদ্ধব্রহ্মরতো যস্তু ন স যাত্যেব কুত্রচিৎ।
তস্য প্রাণা বিলীয়ন্তে জলে সৈন্ধবপিণ্ডবৎ ॥

আর, যে ব্যক্তি নিরন্তর বিশুদ্ধ ব্রহ্মে রত থাকেন, তাঁহাকে কোথাও গমন করিতে হয় না। যেমন সৈন্ধবপিণ্ড সলিল মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিলে সলিলেই মিলিত হইয়া যায়, তদ্রূপ শুদ্ধব্রহ্মরত ব্যক্তির প্রাণ পরমব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে ॥

ঐ ২৭।

স্বপ্নদৃষ্টা যথা সৃষ্টিঃপ্রবুদ্ধস্য বিলীয়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানবতস্তদ্বদ্বিলীয়ন্তে তথৈব হি ॥

যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট নানাবিধ সৃষ্টি

পদার্থ জাগরণাবস্থায় মিথ্যাবোধে দূরীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম সকল লয় প্রাপ্ত হয়॥ শি-গী ১১।২৮।

সপ্তদ্বীপাং বসুমতীং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কণ্টকং যদি।
সঃপ্রোক্তো মানুষানন্দস্তস্মাচ্ছতগুণো মতঃ॥
মনুষ্যস্তপসা যুক্তো গন্ধর্ব্বো জায়তে ধ্রুবং।
তস্মাচ্ছতগুণো দেবো গন্ধর্ব্বস্ত ন সংশয়ঃ॥
এবং শতগুণানন্দ উত্তরোত্তরতো ভবেৎ।
পিতৃণাং চিরলোকানামজ্ঞাতসুখসম্পদাম্॥
দেবতানামথেন্দ্রস্য গুরোস্তদ্বৎ প্রজাপতেঃ।
ব্রহ্মণশ্চৈবমানন্দঃ পুরস্তাদুত্তরোত্তরঃ।
জ্ঞানাধিক্যাৎ সুখাধিক্যং নান্যদস্তি সুরালয়ে॥

দেখ, নিষ্কণ্টকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করাকে মানুষানন্দ কহে। যদি এইরূপ ভোগ লাভ হয়, তাহা হইলেই মনুষ্য অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু এবম্বিধ সুখভোগী মনুষ্য অপেক্ষা গন্ধর্ব্বগণ শতগুণে সুখী। তপস্যা বলেই মনুষ্যগণ গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার গন্ধর্ব্ব অপেক্ষা দেবগণ শতগুণে আনন্দযুক্ত হন। এইরূপে আনন্দ উত্তরোত্তর শতগুণ অধিক হইয়া থাকে। অনির্ব্বচনীয় সুখসম্পদযুক্ত পিতৃগণ, দেবগণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা ইহাঁরা উত্তরোত্তর অধিক আনন্দশালী হয়েন। কেবল জ্ঞানাধিক্য হেতুই সুখাধিক্য হইয়া থাকে, নতুবা সুরলোকে সুখাধিক্যের অন্য কোন কারণ নাই॥

শি-গী ১১।৩৬—৩৯।

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যশ্চ দ্বিজো ভবেৎ।
তস্যাপ্যেবং সমাখ্যাতা আনন্দাশ্চোত্তরোত্তম॥

শ্রোত্রিয়, সরল ও নিষ্কামী ব্রাহ্মণেরও আনন্দ উত্তরোত্তর অধিক বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৪০।

আত্মজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্দশরথাত্মজ॥
ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মভির্নৈব বর্দ্ধতে নৈব হীয়তে।
ন লিপ্যতে পাতকেন কর্ম্মণা জ্ঞানবান্ যদি॥
তস্মাৎসর্ব্বাধিকো বিপ্রো জ্ঞানবানেব জায়তে।
জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে কর্ম্ম তস্যাক্ষয্যফলং লভেৎ॥

অতএব হে রাম! আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ কদাচ কর্ম্মদ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ পাপে লিপ্ত হন না। এহেতু জ্ঞানবান্ বিপ্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যে ব্যক্তি এই সকল জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হন॥ ঐ ৪১—৪৩।

তৃতীয় অধ্যায়।

জীবের অজ্ঞান--জনিত দুঃখ বর্ণন।

(অজ্ঞানতানিবন্ধন জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি নানাবিধ সংসার--দুঃখ ভোগ করে)

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই সকল ব্যবহার পশুদিগের যেরূপ, মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ, তবে পশু ও মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যের জ্ঞানই অধিক, অতএব জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান॥

উ-গী ২।৪১।

ভূরুহত্বাবিশেষেহপি দ্বয়োরন্তরমীদৃশং।
ইক্ষুকাণ্ডসমো বিদ্বান্ দণ্ডকাষ্ঠসমঃ পশুঃ॥

ইক্ষুকাণ্ড ও দণ্ডকাষ্ঠ উভয়ে উদ্ভিদ্ পদার্থ হইলেও উভয়ের যেরূপ সাতিশয় ইতরবিশেষ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই মনুষ্য হইলেও উভয়ের সেইরূপ গুরুতর ইতর-বিশেষ॥

বো-সা।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখ মনুষ্যাস্তি পুনঃ পুনঃ।
বিমৃশন্তিন সংসারং পশবঃ পরিমোহিতাঃ॥

এই সংসারে পশুর ন্যায় সদসৎ বিবেচনারহিত মুগ্ধপ্রায় মানবগণ কেবল পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি অশেষবিধ দুঃখেরই অনুগামী হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ১।৩৩।৩৬।

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ॥

মনুষ্যেরা মোহ (১) বশতঃ বিনশ্বর দেহ ও দেহের অনুবন্ধি পুত্র কলত্রাদি পরিবার এবং গৃহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে অবিনশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে; সুতরাং ঐ সকল নষ্ট সামগ্রীর নিমিত্ত শোকে নিমগ্ন হয়॥

ভা-পু ৩।৩০।৩।

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে॥
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাং স্ত্যক্তুমিচ্ছতি॥
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ।

জীব সকল এই সংসারে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে, কিছুতেই

---

(১) আমার পিতামাতা, আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার গৃহ, এইরূপ অভ-রূপ যে মমতা, তাহাই মোহ।

বিরক্ত হয় না। (অন্য কি) নরকস্থ হইয়াও যদি নরকযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করে॥

ভা-পু ৩।৩০।৪—৫।

সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্যো বৃদ্ধসেবা পরিচ্যুতঃ।
মমেনাত্মাধ্যে দুঃখার্ত্ত কুটুম্বাসক্তমানসঃ॥

মনুষ্য সাধুসঙ্গ ও বৃদ্ধদিগের সেবা পরিত্যাগ করিয়া পরিবারের ভরণপোষণেই আসক্ত থাকে এবং আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হয়॥

ঐ ৬।

আত্মজায়াসুতাগার পশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢমূলহৃদয় আত্মানাংবহু মন্যতে॥
সন্দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥

মূঢ় ব্যক্তি দেহ, জায়া, পুত্র, গৃহ, পশু ও বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে, এবং উহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত নিরন্তর আপাদমস্তক পরিতপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে॥ ঐ ৭—৮।

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্॥

মধুরভাষী বালকের মিষ্টবাক্য এবং অসতী পত্নীরও নির্জ্জন আলাপে গৃহীর আত্মা ও ইন্দ্রিয় সকল অভিভূত হইয়া যায়॥

ভা-পু ৩।৩০।৯।

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥

সে শাঠ্যাদি বহুল দুঃখপ্রধান গৃহে বসতি করিয়া কেবল দুঃখের প্রতীকারেই যত্ন করিতে থাকে, অথচ তাহাতেই আপনাকে সুখী বলিয়া বোধ করে॥ ঐ ১০।

অর্থৈরাপাদিতৈ গুর্ব্বা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ম্॥

সে পরিবার ভরণ করিয়াই স্বয়ং অধোগমন করে; তথাপি গুরুতর হিংসাবৃত্তি দ্বারা ইতস্ততঃ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করতঃ সেই পরিবারই পোষণ করিয়া আপনি অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ আহার করে॥

ঐ ১১।

বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্॥

যখন তাহার জীবিকা রহিত হইয়া যায়, তখন সে বারংবার অন্য জীবিকা অবলম্বনে যত্ন করে; কিন্তু অন্য জীবিকা লাভ করিতে অসমর্থ হইলে, পরের ধনে স্পৃহা করিতে থাকে॥ ঐ ১২।

কুটুম্বভরণেঽকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোত্তমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃকৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধী॥

সেই মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব ভরণে অশক্ত হয়, তখন শ্রীভ্রষ্ট ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে॥ ভা-পু ৩।৩০।১৩।

এবং স্বভরণাকল্যং তৎ কলত্রাদয় স্তদা।
নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্॥

এইরূপে যখন কুটুম্বের ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন যেরূপ নিষ্ঠুর কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র কলত্রাদি তাহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না॥

ঐ ১৪।

তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে॥

কিন্তু তাহাতেও তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। সে জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি এবং মৃত্যুর অভিমুখী হইয়া সেই গৃহেতেই বাস করে॥

ভা-পু ৩।৩০।১৫।

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরং ভর এব বা।
বসৃজ্যো হোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশং॥

কুটুম্ব বা আপনার উদর মাত্র ভরণ করিয়া মনুষ্য অবশেষে ঐ উভয়কেই পরিত্যাগ করত পরলোকে প্রস্থান করে, এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহার ফলভাগী হয়॥ ভ-পু ৩।৩০।৩০।

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তংহিত্বেহ স্বং কলেবরম্।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেন যদ্ ভৃতম্॥

একজন প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট দেহকে এই স্থানেই পরিত্যাগ করতঃ পাপমাত্র পাথেয় লইয়া নরকে গমন করে; (বহুজনে তাহার উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে থাকে)॥

ঐ ৩১।

দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতচিত্ত ইবাতুরঃ॥

মনুষ্য কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া যায়, কিন্তু কুটুম্ব ভরণের নিমিত্ত উপার্জ্জিত পাপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে; সে নরকে গিয়া হৃতচিত্ত-পাড়িত ব্যক্তির ন্যায় ঐ পাপ ভোগ করে॥ ঐ ৩২।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল-
স্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

যমরাজ কহিয়াছিলেন যে, যে সকল লোক অজ্ঞানী ও বালকের ন্যায় বিবেকশক্তিরহিত এবং যাহারা নিরন্তর বিত্তলোভে অন্ধ হইয়া

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহারা পরকালে সদ্গতি লাভের কোন উপায় দেখিতে পায় না এবং যাহারা ইহলোক ভিন্ন পরলোক মানে না, (অর্থাৎ যাহারা মনে করে, ঈশ্বর ও পরলোক নাই, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তদ্ভিন্ন কিছুই সত্য নহে এবং ইহলোকে কৃতকর্ম্মের ফল ইহলোকেই ভোগ হয়) সেই সকল অজ্ঞ মনুষ্য চিরকাল অসার সংসারে আবদ্ধ থাকে এবং পরমায়ু শেষ হইলে আমার শাসনাধীনে আসিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না(১)॥ ক-উ ২।৬।

(১) এই জগতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু দেখ, অস্মদাদি ভিন্ন যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তাহা অনুমান-সিদ্ধ। অনুমানের প্রণালী এইরূপ,—এই জগতে যে বস্তুর আকার আছে, তাহা অনিত্য ও কার্য্য, আর যে যে বস্তু কার্য্য হয়, সে সমুদায়ই সকর্ত্তৃক হয়, অর্থাৎ তাহার একজন কর্ত্তা থাকে, যেমন বস্ত্র ও ভূষণাদি। এমন কোন বস্ত্র বা ভূষণাদি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে। কর্ত্তৃতা সচেতন ব্যতিরেকে কখনই অচেতনের সম্ভবে না। দেখ, তুরী তন্তু প্রভৃতি সকলেই বস্ত্রের কারণ হইলেও বস্ত্রের কর্ত্তৃতা তন্তুবায় ভিন্ন আর কাহারও নাই; ইহাতেই বিবেচনা হয় যে, যখন জগতের আকার দৃষ্ট হইতেছে, তখন জগৎ অবশ্যই অনিত্য ও কার্য্য সন্দেহ নাই। এবং জগৎ যদি কার্য্য হইল, তবে উহার একজন কর্ত্তা আছেন বলিয়া অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে

হইবে; কিন্তু এই জগৎনির্ম্মাণবিষয়ে অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না, যেহেতু জগদন্তর্গত অগম্য নিবিড় অরণ্যস্থ বৃক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মাণে অস্মদাদির কর্ত্তৃতা নাই, সুতরাং অস্মদাদি ভিন্ন যে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন জগন্নির্ম্মাণনিপুণ সচেতন পরাৎপর পরমেশ্বর আছেন, তাহার সন্দেহ কি? আর সেই পরমেশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহাও অসম্ভাবিত নহে। দেখ, যে ব্যক্তি যে বস্তু না জানে, কখনই তাহা হইতে সে বিষয় সম্পন্ন হয় না। যখন পরমেশ্বর সকল বিষয় সম্পাদন করিতেছেন, তখন তিনি যে সকল বিষয় জানেন না, ইহা কাহার বিশ্বাসাস্পদ হইবে? আরও দেখ, এই জগতে সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত বস্তুমাত্রেরই শেষ সীমা আছে, যথা অল্পত্ব ও অধিকত্ব পরিমাণের শেষ সীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ। অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণমাত্রে, কাহাকে কাব্য ও অলঙ্কারে, আর কাহাকে বা ঐ ঐ শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও সাতিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞানাদিও কুত্রাপি শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয়তা পদে পদার্পণ করিয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সদ্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ গুণবত্তারূপ অত্যুৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অণুর পরম অণুতা, স্থূলের পরম স্থূলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা এবং বিদ্বানের সকল বিদ্যাসত্তাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে, নতুবা তদ্বিপরীত স্থূলতাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিকবিষয়কতা ও অল্পবিষয়কতাই লক্ষিত হইবে। এই কারণেই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী, আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী কহে। এইরূপে যখন অধিকবিষয়কতাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন

কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, সুখ প্রাপ্ত হয় না এবং পরমগতিও লাভ করিতে সক্ষম হয় না ॥

ভ-গী ১৬।২৩।

এই অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাণ্ডস্থ খেচর, অরণ্যচর ও অস্মদাদির চক্ষুর অগোচর সর্ব্ববস্তুবিষয়কতাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতারূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ঐ নিত্য নিরতিশয়জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জীবের সম্ভবে না; যেহেতু জীবের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় দৃক্‌শক্তি পরিচ্ছিন্ন; পরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তি দ্বারা কখনই সর্ব্বগোচর জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তিমান্‌কেই তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ অপরিচ্ছিন্ন দৃক্‌শক্তিমান্ যিনি, তিনিই অস্মদাদির অভিমত পরমেশ্বর, তদ্ভিন্ন অন্যকে আমরাও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি নাই। এইরূপে যখন পরমেশ্বরসত্তা সিদ্ধ হইল, তখন পরমেশ্বর নাই বলিয়া বাগাড়ম্বর করা কেবল অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মাত্র, সন্দেহ নাই।

আর, যে বেদশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, তাহাও সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনের যোগপাদের ষড়্‌বিংশ সূত্রে লিখিত আছে যে, "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ"। সেই ঈশ্বর আদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদিরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। যেহেতু তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের কোন কালেই অবিদ্যমান থাকেন না, সকল কালেই বিদ্যমান আছেন, এহেতু ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তারা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ হয় এবং ব্রহ্মা সেই বেদশব্দকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন করেন। ফলতঃ বেদ যে ঈশ্বরকৃত, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণভিন্ন অনুমানসিদ্ধও বটে। কারণ, যখন দেখা যাইতেছে, এই পৃথিবীর মধ্যে কোন এক প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিতে হইলে, তাহার মঙ্গলের

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ ॥

রূপরসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের অত্যন্ত আসক্তি, নিষিদ্ধ কর্ম্মের

নিমিত্ত রাজাকে সার্ব্বগ্রে এমন কতকগুলি নিয়ম প্রচার করিতে হয় যাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তথাকার সকল প্রজাকেই চলিতে হইবে এবং তাহা না করিলে সেই রাজ্য অচিরাৎ বিপ্লবাবস্থায় পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তখন ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে যে, যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এই জগদ্রূপ অসীম সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে সুনিয়মে পালন করণার্থ সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেদ রচনার তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বসাধারণ জনগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যাদির অনুবর্ত্তী হইয়া বেদোক্ত এক একটী মার্গ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভিলষণীয় পদবীতে অধিরূঢ় হউক এবং অসন্মার্গে পদার্পণ করিয়া ঘোরতর ক্লেশকর নরকপুরীর অভিমুখে আর কেহ যাত্রা না করুক, সকলেই ঐ অসন্মার্গ অবলম্বনে দোষ দর্শন করিয়া ঐ মার্গ এককালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্মার্গের শরণাগত হউক"। আর, "এই বেদ যদি সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না; কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই, কারণ এমন কোন ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হয় না, যাহার কোন বিষয়ে কোন অংশে ভ্রান্তি না জন্মে। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণেরও অতি স্থূল বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে; অতএব সকল ব্যক্তিই ভ্রান্ত, ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন কথা কাকতালীয়-ন্যায়ে কোন অংশে সত্য হইলেও কখনই সর্ব্বাংশে সত্য হয় না এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির কথাতেই বা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমাদর করে? কিন্তু যখন বিশিষ্ট জনগণ বেদোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাংশে সত্যতা ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া নানাবিধ বিষয়ে গুরুতর তত্ত্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন বেদ যে নির্দ্দোষ তাহা আর বুঝিবার অপেক্ষা কি?" (বৈশেষিক-দর্শন) আর এই বেদোক্ত ধর্ম্ম ও মহাকালিদাস্ পাতঞ্জলাদির ন্যায় মহাত্মাকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার

অনুষ্ঠান এবং বৈধকর্ম্মের অকরণ জন্য অধম মূঢ় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা কুৎসিতা গতি প্রাপ্ত হয়॥

ম–সং ১২।৫২।

যথা যথা নিষেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষূপজায়তে॥

বিষয়লোলুপ ব্যক্তিগণ যে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে যে বিষয় আত্যন্তিকরূপে ভোগ করে, তাহাদিগের সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই সেই বিষয়ে প্রবীণতা বা নিপুণতা প্রাপ্ত হয়॥

ঐ ৭৩।

তেঽভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু॥

উক্ত অল্পবুদ্ধি মানবগণ বিষয়ভোগের অভ্যাসের তারতম্য অনুসারে গর্হিত, গর্হিততর ও গর্হিততম তির্য্যগাদি নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষবিধ দুঃখভোগ করিয়া থাকে(১)॥

ঐ ৭৪।

রেতঃ শোণিতয়োরিদং পরিণতি র্বর্ষ তচ্চ্যা ভবন্,
মৃত্যোরাস্পদ যাশ্রয়ো শুক্ শুচাং রোগস্য বিশ্রামভূঃ।
জানন্নপ্যবশী বিবেক বিরহাদজ্ঞান বিন্ধাম্বুধৌ,
শৃঙ্গারীয়তি পুত্রকাম্যতি বত ক্ষেত্রীয়তি স্ত্রীয়তি॥

এই শরীর শুক্র শোণিতের পরিণাম, মৃত্যুর আবাসস্থান, গুরুশোকের আশ্রয় ও রোগের বিশ্রামভূমি; অবিবেকী লোক উহা জানিতে পারিয়াও অজ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইয়া শৃঙ্গার, পুত্র, কলত্র ও ক্ষেত্র কামনা করে, সদসৎ কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। শান্তিশতক।

অশাশ্বতো গৃহারম্ভো দুঃখং সংসারবন্ধনং।
জীবনো পরতা মূঢ়া বিমূঢ়া গৃহমেধিনঃ॥

গৃহাদি ব্যাপারে যে অনুরক্ত হওয়া, তাহা অনিত্যতাপ্রযুক্ত নিতান্ত

করা যাইতে পারে? কারণ তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল করিত না এবং পরদারাভিগমন ও পরধনাপহরণাদিরূপ বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ।

(১) মোহ, রাগ ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ় লোক শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচিত্তা মনুষ্যকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্ব্বসংকল্পজনিত মনের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। মূঢ় ব্যক্তির মন যখন ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মিয়া দেয়। তদনন্তর ঐ মূঢ় সংকল্পের বীজভূত কামনাকর্ত্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতির্লুব্ধপতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয় এবং পরে যথেচ্ছ আহারবিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগসুখে এরূপ নিমগ্ন থাকে যে, আপনাকেও বুঝিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকারে ইহ সংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমান হইয়া নানা রূপ ধারণপূর্ব্বক কখন জলে, কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করত ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ম-ভা বনপর্ব্ব ২ অঃ।

ব্যর্থ এবং সংসারশৃঙ্খলে যে আবদ্ধ হওয়া সেই নিরতিশয় দুঃখ, আর জীবনপরতা অর্থাৎ যাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিয়া কেবল শরীরাদির সেবায় নিরত থাকে, তাহারা মূঢ় এবং যাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহাদি অভিমানাস্পদে আরূঢ় হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে, তাহারা বিমূঢ়, অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ় ॥ যো-উ ১১৭।

অজ্ঞানেনাবৃতা লোকা মোহেনাপি বশীকৃতাঃ।
সংযোগৈর্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাঃ স্তে প্রযান্ত্যধমাং গতিং ॥

যে সকল লোক অজ্ঞানদ্বারা আবৃত, মোহদ্বারা বশীভূত এবং বিবিধ সাংসারিক সংযোগদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হয়, তাহারা নিশ্চয় অধমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১২০।

ঘনতামুপযাতং হি প্রজ্ঞামান্দ্যমচেতসাং।
যাতি স্থাবরতামম্বু জাড্যাৎ পাষাণতামিব ॥

যেমন সলিলরাশি ঘনীভূত হইয়া পাষাণাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ মূঢ় লোকেরা ঘনীভূত অজ্ঞানরাশি দ্বারা স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হয় ॥

যো-বা-রা ২।১১।৬৩।

এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ।
অবাপ্যতে নরৈর্দুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ ॥

জীবগণ এইরূপে পশুসদৃশ মূঢ় ও শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া অজ্ঞানজনিত মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ বি-পু ৬।৫।২৪।

অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপাস্ততো দ্বিজ ॥

হে দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের কার্য্য বলিয়া জানিবে। অজ্ঞানতানিবন্ধন লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না, এহেতু অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের বেদবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় লুপ্ত হয় ॥ ঐ ২৫।

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণংধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরং ॥

তমোগুণের লক্ষণ কামপ্রধানতা, রজোগুণের লক্ষণ অর্থনিষ্ঠতা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মপ্রাধান্য; ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ এবং অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ॥ ম-সং ১২।৩৮।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্ত সূক্ষ্মার্থদৃক্
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ ॥

বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, চতুর ও অত্যন্ত সূক্ষ্মার্থদর্শী ব্যক্তি নানাপ্রকারে উপদিষ্ট হইলেও তমোগুণে আবৃত

বস্তুতঃ স্পষ্টরূপে প্রকৃত পদার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না, কেবল ভ্রান্তিদ্বারা আরোপিত মিথ্যা পদার্থ সকল সত্যবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদের গুণাদি গ্রহণ করে। হায়, এই দুর্দ্দমনীয় তমোগুণের প্রবলাশক্তির কি মহীয়সী ক্ষমতা!॥ বি-চূ ১১৬।

দুর্ভাবসঙ্কিতধিয়ো বস্তুন্যন্ধস্য দুর্মতেঃ।
অবস্তুনি সনেত্রস্য লুণ্ঠতশ্চ পদে পদে॥

যে সমুদায় দুর্ভাবসঙ্কিত-বুদ্ধি মূঢ়গণ (তমোগুণপ্রভাবে) প্রকৃত বস্তুতে অন্ধ ও অবস্তুতে সনেত্র, তাহারা পদে পদেই দুঃখভোগ করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৬।৩৫।

বিষমুৎপন্নতে চন্দ্রাদামোদঃ কুসুমাদিব।
কণ্টকশ্চেতি পয়সো দূর্ব্বাঙ্কুর ইব স্থলাৎ॥

তাহারা কুসুম হইতে গন্ধোৎপত্তির ন্যায়, চন্দ্র হইতে বিষ উৎপাদন ও স্থল হইতে দূর্ব্বাঙ্কুরোদ্ভবের ন্যায়, ক্ষীর হইতে কণ্টক চয়ন করে॥ ঐ ৩৬।

জন্মবাল্যং ব্রজত্যেতদ্‌যৌবনং যুবতা জরাং।
জরামরণমভ্যেতি মূঢ়শ্চৈব পুনঃ পুনঃ॥

জন্ম, বাল্য, যৌবন, জরা ও মৃত্যু কেবল সেই মূঢ় ব্যক্তিকেই পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করে॥ ঐ ৪৩।

জগজ্জীর্ণারঘট্টেঽস্মিন্ রজ্জ্বা সংসৃতিরূপয়া।
রজ্জনোন্মজ্জনৈর্মূঢ়া বহে কল্পতাং জড়াঃ॥

সেই মূঢ়েরা এই জগৎরূপ জীর্ণ মহাকূপে সংসাররূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা সেই কূপের কলসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে॥

যো-বা-রা ৬।৬।৪৪।

পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ।
গর্ভে বিলীয়তে ভূয়োজায়মানোঽস্তমেতি চ॥
ম্রিয়তে জাতমাত্রশ্চ বালভাবেঽথ যৌবনে।
মধ্যমং বা বয়ঃপ্রাপ্য বার্দ্ধকে বা ধ্রুবা মৃতিঃ॥

স্বর্গ বা নরক ভোগাবসানে জীবগণ পুনরায় মাতৃগর্ভস্থ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ মাতৃগর্ভেই কালকবলে পতিত হয়; কেহ জাতমাত্র, কেহ বাল্যাবস্থায়, কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, কোন ক্রমেই ইহার অন্যথা হয় না॥

বি-পু ৬।৫।৫১—৫২।

যাবজ্জীবতি তাবচ্চ দুঃখৈর্নানাবিধৈঃ প্লুতঃ।
তন্তুকারণপক্ষ্মৌঘৈরাস্তে কার্পাসবীজবৎ॥

যেমন কার্পাসবীজ তন্তু (সূত্র) সমূহ দ্বারা পরিবৃত থাকে, তদ্বৎ জীবগণ যাবৎ জীবন ধারণ করে, তাবৎ তাহারা নানাপ্রকার দুঃখে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে॥ ঐ ৫৩।

দ্রব্যনাশে তথোৎপত্তৌ পালনে চ তথা নৃণাম্।
ভবন্ত্যনেক দুঃখানি তথৈবেষ্টবিপত্তিষু॥

ধন নাশকালে, ধন উপার্জ্জন-কালে, ধন রক্ষাকালে ও প্রিয়জন-গণের বিয়োগকালে মনুষ্যের অনেক প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়॥

বি-পু ৬।৫।৫৪।

যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি॥

এই সংসারে মনুষ্যদিগের যে বস্তু প্রীতিকর হয়, সেই সেই বস্তুই তাহাদিগের দুঃখরূপ মহা-বৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে॥

ঐ ৫৫।

কলত্র পুত্রভৃত্যাদিগৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাংযথাসুখম্॥

পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনাদি দ্বারা মনুষ্যগণের যে পরিমাণে অসুখ জন্মায়, সে পরি-মাণে সুখ লাভ হয় না॥

ঐ ৫৬।

ন পিণ্ডকর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা।
কর্ম্মজন্মশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ॥

পুত্র পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতার দুঃখ নিবারণ করিতে পারে না, এবং পিতাও যথোচিত স্নেহাদি-দ্বারা পুত্রের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হয়েন না। এই শরীর কর্ম্ম-জাল স্বরূপ, সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে॥

গ-পু ১।১১৩।২৮।

গৃহংকস্য সুতাঃ কস্য মিত্রাণি স্বজনাঃস্ত্রিয়ঃ।
কিঞ্চিন্ন সুখদং লোকে শরীরে দুঃখসম্ভবে॥

গৃহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, এ সকল কেহ কাহারও নহে, অর্থাৎ বিশ্রুত সম্বন্ধ মাত্র। বিশেষতঃ দুঃখ হইতে উৎপন্ন শরীরে জাগতিক কোন পদার্থই সুখ প্রদান করিতে পারে না॥ আ-পু ৭।২২।

যাবদ্দেহো মনুষ্যস্য সমর্থঃ কার্য্যসাধনে।
তাবৎ স মানমাপ্নোতি বিপরীতমতোঽন্যথা॥

মনুষ্যের দেহ যতদিন কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়, ততদিন সে সম্মান লাভ করে। কিন্তু হায়! অসমর্থ হইলেই বিপরীত অর্থাৎ পদে পদে অপমানিত হইতে হয়॥

ঐ ২৩।

বহূনামেকজাতীনা মেকঃ সৌখ্যং সমশ্নুতে।
একোঽকৃতকর্ম্মা চ কেকঃ সন্ততিবর্জ্জিতঃ॥
একঃসংপীড্যতে প্রেষ্যৈরেকঃপুত্রসমন্বিতঃ।
একস্য পুত্রনাশঃ স্যাৎপুত্রো ন লভ্যতে সদা॥

একজাতীয় বহুতর জনগণের মধ্যেও একজন সুখভোগ করে, এক জন পাপকার্য্যে রত থাকে। অপর ব্যক্তি সন্ততিবর্জ্জিত হয়, কেহ বা প্রেষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়,

একজন পুত্র সমন্বিত হইয়া থাকে, একজনের পুত্র নাশ হয় এবং এক জন নিত্যকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকে॥ গ-পু ২।১০।১৮—১৯।

সংযতাশ্চাপি দক্ষাশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ।
দৃশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীনাঃস্ব স্ব কর্ম্মভিঃ॥
ভূতানাম্পরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ।
বঞ্চনায়াঞ্চ লোকস্য স সুখী জীবতে সদা॥

সংযতচিত্ত, মতিমান্, কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর, কেহ বা হিংসা ও প্রতারণা-পরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ২০৯।৯—১০।

অচেষ্টমপি চাসীনং শ্রীঃকশ্চিদুপতিষ্ঠতি।
কশ্চিৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ হি ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি॥

কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে। কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না॥ ঐ ১১।

দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ।
দশমাসধৃতা গর্ভে জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ॥
অপরে ধনধান্যৈশ্চ ভোগৈশ্চ পিতৃসঞ্চিতৈঃ।
বিপুলৈরভিজায়ন্তে লব্ধাস্তৈরেব মঙ্গলৈঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি পুত্রের নিমিত্ত পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে দেবার্চ্চনা ও তপোনুষ্ঠান করে, সেই পুত্র জননীগর্ব্ভে দশমাস বাস করত ভূমিষ্ঠ হইয়া কুল-কলঙ্কভূত হইয়া উঠে। কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধান্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৯।১২—১৩।

যেষামস্তি চ ভোক্তব্যং গ্রহণীদোষপীড়িতাঃ।
ন শক্নুবন্তি তে ভোক্তুং পশ্য ধর্ম্মভৃতাম্বর॥
অপরে বাহুবলিনঃ ক্লিশ্যন্তি বহবো জনাঃ।
দুঃখেন চাধিগচ্ছন্তি ভোজনং দ্বিজসত্তম॥

কাহার বা আহার সামগ্রীর অভাব নাই, কিন্তু সে গ্রহণী রোগ-গ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। অন্যান্য বহুতর লোক ভুজবল প্রকাশ পূর্ব্বক অতি কষ্টে ভোজন দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে॥

ঐ ১৬—১৭।

অজস্রমেব দুঃখার্ত্তোঽদুঃখিতঃ সুখসংজ্ঞকঃ।
ততোঽনিবৃত্তবন্ধত্বাৎ কর্ম্মণামুদয়াদপি।
পরিক্রামতি সংসারে চক্রবদ্বহুবেদনঃ॥

ইহলোকে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের সুখ নামমাত্র॥

ঐ ৩৭॥

জরাং চৈবাপ্রতীকারাং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নং।
ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাংস্তান্ মৃত্যুমেবচ দুর্জ্জয়ং॥

যাহার প্রতীকার নাই, এমন অনি-

বার্দ্ধ্য জরাবস্থা, অশেষবিধ ব্যাধির প্রপীড়ন, ক্ষুধা পিপাসায় নানাবিধ ক্লেশ এবং দুর্নিবার অকাল মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়॥

ম-সং ১২।৮০।

ইচ্ছা দ্বেষো ভয়ং মোহঃ ক্ষুৎতৃণ্নিদ্রা তথৈব চ।
বিণ্মূত্রবাধা চেত্যেতদচিকিৎস্যং হি দেহিনাম্॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অজ্ঞান, তৃষ্ণা, নিদ্রা এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের বাধা, সত্ত্বাদি গুণত্রয়াভিমানী দেহীদিগের স্বভাবজাত এই অষ্টবিধ উপদ্রব চিকিৎসার অযোগ্য, অর্থাৎ ইহাদিগকে নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য॥

আত্ম-পু ১।৫০৩।

সাত্ত্বিকা মোক্ষমিচ্ছন্তি রাজসা বিষয়ানপি।
তামসা বিষয়ানেব নেচ্ছাশূন্যোঽস্তি কশ্চন॥

স্বাত্ত্বিক লোকেরা মোক্ষ ইচ্ছা করে, রাজস লোকেরা বিষয়ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় ইচ্ছা করে এবং তামস লোকেরা কেবলমাত্র বিষয় ভোগের ইচ্ছা করে, অতএব জগতের মধ্যে কেহই ইচ্ছাশূন্য নহে॥

ঐ ৫০৪।

বিষয়ান্ সাত্ত্বিকো দ্বেষ্টি রাজসো বৈরিণোঽপি চ।
তামসো বৈরিণঃ শুদ্ধানিতি দ্বেষাত্মকং জগৎ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তি কেবল বিষয়ে দ্বেষ করে, রজোগুণাবলম্বী ব্যক্তি বিষয়ভোগ ও বৈরী এই উভয়ে দ্বেষ করে এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈরিমাত্রে দ্বেষ করে, অতএব এই জগৎ দ্বেষাত্মক॥

আত্ম-পু ১।৫০৫।

সাত্ত্বিকস্য ভয়ং মোহাদ্রাজসস্য যমাদপি।
তামসস্য চ রাজাদেঃ কেবলাদিতি ভীর্নৃষু॥

সাত্ত্বিক লোকের মোহ (অজ্ঞানতা) হইতে ভয়, রাজস লোকের মোহ ও যম হইতে ভয় এবং তামস লোকের কেবল রাজাদি হইতে ভয়, অতএব মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ ভয় আছে॥ ৫০৬।

সাত্ত্বিকস্যাত্মনোঽজ্ঞানং বিদ্যাদেরাজসস্য চ।
তামসস্য চ সর্ব্বত্র মোহ এবং ব্যবস্থিতঃ॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তির আত্মস্বরূপের অজ্ঞান, রাজস ব্যক্তির আত্মস্বরূপ ও বিদ্যাদির অজ্ঞান এবং তামস ব্যক্তির সকল বিষয়েরই অজ্ঞান, এইরূপ অজ্ঞান মনুষ্যমাত্রেই ব্যবস্থিত হইয়াছে॥

ঐ ৫০৭।

ক্ষুৎতৃণ্নিদ্রাশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামেকরূপতঃ।
স্থাবরব্যতিরিক্তানাং বাধা বিণ্মূত্রয়োরপি॥

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা এই তিনটী সকল প্রাণিরই সমান, ইহাতে সাত্ত্বিকাদির কোন বিশেষ লক্ষিত হয় না, আর স্থাবর ব্যতিরিক্ত সকল প্রাণিরই বিষ্ঠা ও মূত্রের বাধা একইপ্রকার॥ ঐ ৫০৮।

অথবা সর্ব্বজন্তুনাং বাধা বিণ্মূত্রজার্কবা।
স্থাবরা অপি দৃশ্যন্তে যতো নির্য্যাসমোক্ষিণঃ ॥

অথবা সকল জীবেরই বিষ্ঠা ও মূত্রের বাধা নিশ্চয়ই একরূপ, কারণ বৃক্ষাদি স্থাবরগণও নির্য্যাস মোক্ষণশীল, ইহা দেখা যাইতেছে ॥ আত্ম-পু ১।৫০৯।

ইতি দোষাষ্টকং সর্ব্বেরচিকিৎস্যং হি দেহিভিঃ।
বিনা ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানং দেহিত্বাভাবকারণম্ ॥

সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রৈগুণ্যাভিমানের নাশ কারণ যে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান তদ্ব্যতিরেকে সকল প্রাণিরই এই অষ্টবিধ দোষের আর কোন চিকিৎসা নাই ॥ ঐ ৫১০।

স্বেদজাণ্ডজো বাপি জন্তুর্বা স্যাজ্জরায়ুজঃ।
উদ্ভিজ্জোঽপি ন সন্ত্যজ্য দোষাষ্টকমিদংস্থিতঃ ॥

স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের মধ্যে কেহই এই অষ্টবিধ দোষ বিরহে স্থিত হইতে পারে না ॥ ঐ ৫১১।

এবমেতদ্ধি মানুষ্যং দোষাষ্টকজয়ায় হি।
ভবত্যেবং স্থিতে যস্মাত্তেনৈব বিজিতা নরাঃ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা এই অষ্ট প্রকার দোষ জয় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সকল দেহের মধ্যে মানবদেহই প্রধান বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তথাপি নর মনুষ্যগণ ঐ সকল দোষের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাস্থাপূর্ব্বক নিরন্তর দোষজনক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমশঃ অতিশয় দোষভাগী হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৫১২।

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ॥

পরন্তু, বুদ্ধিমান্ লোকেরা যৎকালে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় অনুভব করিতে সমর্থ হন, তৎকালে যদি তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আত্যন্তিক লয়, অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন ॥ বি-পু ৬।৫।১।

আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা।
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাঞ্চ সঃ ॥

আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দুঃখও নানা ভেদে বিভক্ত। তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ঐ ২।

শিরোরোগপ্রতিশ্যায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ।
গুল্মার্শঃশ্বাসশ্বযথুচ্ছর্দ্দ্যাদিভিরনেকধা ॥
তথাক্ষিরোগাতীসারকুষ্ঠাঙ্গাময়সংজ্ঞকৈঃ।
ভিদ্যতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হসি ॥

শিরোরোগ, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ পীনস রোগ, জ্বররোগ, শূলরোগ, ভগন্দররোগ, গুল্মরোগ, অর্শরোগ, শ্বাসরোগ, শোথরোগ, ছর্দিরোগ,

নেত্ররোগ, অতীসাররোগ, কুষ্ঠরোগ, অঙ্গাময়, অর্থাৎ বাতরোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার শারীরিক তাপ আছে। এক্ষণে মানসিক তাপ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ বি-পু ৬।৫।৩-৪।

কামক্রোধভয়দ্বেষলোভমোহবিষাদজঃ।
শোকাসূয়াবমানের্ষ্যামাৎসর্য্যাদি ভবস্তথা॥
মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা।
ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃস্মৃতঃ।

কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমাননা, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক তাপ নানাপ্রকার হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আধ্যাত্মিক তাপ অনেক প্রকারে উৎপন্ন হয়॥ ঐ ৫-৬।

মৃগপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ॥

মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, সরীসৃপ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণী হইতে আধিভৌতিক তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ ৭।

শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বুবৈদ্যুতাদিসমুদ্ভবঃ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ॥

[illegible]

গর্ভজন্মজরাজ্ঞানমৃত্যুনারকজং তথা।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম॥

হে মহর্ষে! গর্ভজনিত দুঃখ, জন্মজনিত দুঃখ, জরাজনিত দুঃখ, অজ্ঞানজনিত দুঃখ, মৃত্যুজনিত দুঃখ, নরকসম্ভূত দুঃখ ইত্যাদি নানারূপে পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয় নানাভেদে বিভক্ত হইয়া থাকে। বি-পু ৬।৫।৯।

ইতি সংসারদুঃখার্কতাপতাপিত চেতসাম্।
বিমুক্তি পাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্॥

এবম্বিধ সাংসারিক দুঃখরূপ তপনতাপে সন্তপ্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের মুক্তিরূপ পাদপচ্ছায়া ব্যতিরেকে আর কোথায় সুখ আছে?॥ ঐ ৫৭।

আধ্যাত্মিকাদিতাপাংস্ত্রীন্ জ্ঞাত্বা সংসারচক্রবিৎ
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ং

মনুষ্যগণ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া যখন আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় অনুভব করে, তখন যদি তাহাদিগের জ্ঞান উপস্থিত হইয়া সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে তাহারা পরমপদে লয় অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ [illegible]

[illegible]

স্বরূপ, (১) ইহাতে পরম জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে অবিবেকী লোকদিগের চিরকাল অন্তর্দ্দাহ হইতে থাকে॥

যো-বা-রা ২।১১।৩৮।

প্রাজ্ঞং বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয়ং সম্যগ্দর্শনমাধয়ঃ।
ন দহন্তিবনং বর্ষাসিক্তমগ্নিশিখাইব॥

অগ্নিশিখা যেরূপ বর্ষাসিক্ত বনরাজিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সংসারযন্ত্রণা সম্যক্ তত্ত্বদর্শী, বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয় ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না; অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিকে এই সংসারোত্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শারীরিক ও মানসিকপীড়া সকল কিছুমাত্র যন্ত্রণা দিতে পারে না॥

যো-বা-রা ২।১১।৪১।

আধিব্যাধিপবাবর্ত্ত সংসার মরুমারুতে।
ক্ষুভিতেপি ন তত্ত্বজ্ঞোভজ্যতে কল্পবৃক্ষবৎ॥

সংসাররূপ মরুভূমিগত আধিব্যাধিরূপ বাতাবর্ত্ত তত্ত্বজ্ঞানীরূপ কল্পবৃক্ষকে কদাচ ক্ষুভিত করিতে সমর্থ হয় না; অর্থাৎ সংসারপ্রদেশে প্রবল ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান আধিব্যাধি সকল বিটপী সদৃশ অজ্ঞানীদিগের চিত্তকে সঞ্চালিত করে, কিন্তু কল্পপাদপতুল্য তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না॥

ঐ ৪২।

সারভূতঞ্চ তত্ত্বানামজ্ঞানান্ধকলোচনং।
দ্বৈধভ্রম তমোধ্বংসে সুপ্রকৃষ্ট প্রদীপকং॥

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব; এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। অধিক কি, সন্দেহদোলায় দোলায়মান চিত্তবৃত্তির ভ্রমান্ধকার দূরীভূত করণের এতাদৃশ উৎকৃষ্ট প্রদীপ আর কিছুই নাই॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৮।১১।

(১) এই সংসার অশেষবিধ দুঃখ ও ভয়ের আকর। ইহাতে ভয়ঙ্কর বিষয়ানুরাগ অসম্যগ্দর্শী নরগণকে কখন বিষধরের ন্যায় দংশন করিতেছে, কখন তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় ছেদন করিতেছে, কখন বড়শার ন্যায় ভেদ করিতেছে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, কখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কখন ঘোরান্ধকারময়ী কৃষ্ণযামিনীর ন্যায় মোহান্ধকারে নিক্ষেপ করিতেছে এবং কখন নিঃশঙ্কিতরূপে নিপতিত পাষাণতলে পরিপেষণবৎ অবসন্ন করিতেছে। এই সংসারে এমন দুঃখ কিছুই নাই যাহা সংসারী জনগণকে ভোগ করিতে না হয়। ফলতঃ এই সংসার নরকের ন্যায়। ইহাতে পাষাণ ভক্ষণ, উপলখণ্ড দ্বারা সন্তাড়ন, পর্ব্বত হইতে নিপাতন, অগ্নিজ্বালায় সংদাহন, চক্ষুনাশ, অঙ্গচ্ছেদন, চন্দনকাষ্ঠঘর্ষণের ন্যায় শরীর পেষণ, খড়্গধারার ন্যায় পাতিত অসিপত্র বনোপরি পুনঃপুনঃ পদসঞ্চালন, সংগ্রামস্থলে অনবরত নিক্ষিপ্ত সুতীব্র বাণানলে দহ্যমান হওন, প্রচণ্ড নিদাঘকালে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পর্য্যটন, হেমন্তকালে ধারাগৃহে অবস্থান, শিরশ্ছেদ, সুখনিদ্রার অভাব, বদনাচ্ছাদন জন্য বাক্যরোধ ও মহানিষ্ট সংঘটন প্রভৃতি সহস্র সহস্র নিদারুণ কষ্ট অনবরত সংঘটিত হইতেছে; অতএব এই সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার্থ মুমুক্ষুগণের ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা কথন।

তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য পণ্ডিতৈঃ।
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ॥
নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।
ভেষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা॥

গর্ভ, জন্ম, জরাদি নানাবিধ অবস্থায় প্রোক্ত ত্রিতাপ-জনিত যে সকল দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিরোধক একমাত্র পরম ঔষধ ভগবৎপ্রাপ্তি। তৎকালে সাংসারিক বিষয়ে আহ্লাদ বা সুখভাবের অভাব হইয়া ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মে॥

বি-পু ৬।৫।৫৮—৫৯।

তস্মাত্তৎ প্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে॥

হে মুনিবর! এই কারণে পণ্ডিতলোকদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে যৎপরোনাস্তি যত্নবান্ হন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, জ্ঞান দ্বারা ও (নিষ্কাম) কর্ম্মদ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

ঐ ৬০।

জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স চেজ্যতে।
নিবৃত্তিমার্গনিরতৈর্যোগিভির্মুক্তিফলপ্রদঃ॥

যে সকল যোগী নিবৃত্তমার্গে অর্থাৎ মোক্ষপথে ধাবমান হন, তাঁহারা জ্ঞানযোগদ্বারা সেই জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানমূর্ত্তি, মুক্তিফলদায়ক ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥

বি-পু ৬।৪।৪২।

বালকং বঞ্চনং কৃত্বা মিষ্টং দ্রব্যং প্রদায় সঃ।
পিতা প্রযাতি কার্য্যার্থং বিষ্ণুনা মোহিতস্তথা॥

পিতা যেমন বালককে মিষ্টদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক বঞ্চনা করিয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রস্থান করেন, ভগবান্ বিষ্ণুও সেইরূপ নিজ মায়া দ্বারা জনগণকে বিমোহিত করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া থাকেন॥

না-প ১।১০।১৭।

যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদভিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ॥

জীব যে পরমেশ্বরের মায়াবশে গুণজন্য কর্ম্মরূপ বাগুরাবদ্ধ এই সংসারপথে ভ্রান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, তাঁহারই অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি উপায়ে পুনর্ব্বার

আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ভা-পু ৩।৩১।১৫।

তৃণাদি চতুরাস্যান্তং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধং।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং প্রসুপ্তং যস্য মায়য়া ॥
তস্য বিষ্ণোঃ প্রসাদেন যদি কশ্চিৎ প্রবুদ্ধতি।
স নিস্তরতি সংসারে দেবানামপি দুস্তরং ॥

যে বিষ্ণুর মায়াতে তৃণাদি ব্রহ্ম-পর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্ব্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, তাঁহার প্রসাদে যদি কেহ জ্ঞানী হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দেবদুস্তর এই সংসার-সাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে ॥ গ-পু ১।২২৪।৭—৮।

ভোগৈশ্বর্য্যমদোন্মত্তস্তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখঃ।
পুত্রদারকুটুম্বেষু মত্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ ॥

দেখ, জীবগণ ঐশ্বর্য্যভোগে প্রমত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হয়, পরে পুত্র, দারা ও কুটুম্বেতে অনু-রক্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতে থাকে ॥ গ-পু ১।২২৪।৯।

যস্ত্বাননং নিবধ্নাতি দুর্ম্মতিঃ কোষকারবৎ।
তস্য মুক্তিং ন পশ্যামি জন্মকোটিশতৈরপি ॥

যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি কোষমধ্যগত কীটের ন্যায় আপন আনন বদ্ধ করে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হয়, সে নিরন্তর এই সংসারসাগরেই মগ্ন হইয়া থাকে ; এবম্বিধ ব্যক্তির মুক্তিলাভ কখনও দেখা যায় না ॥ ঐ ১০।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুচ্যেত ভবাজ্জবং।
আত্মজ্ঞানমমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোন্যথা ॥

জীব সকল শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়, অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন, তাহারা অজ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ গ-পু ১।২২৮।১২।

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলং।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥

পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণুতে ভক্তি হইলেই তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি সংশোধন হয়, তদনন্তর অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, অনন্তর বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভব হয়, পরে সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবাত্মা পরমব্রহ্ম পদে সংলীন হয় (১) ॥

অ-রা ৫।৪।২২।

(১) ভগবান্ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে পরম দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ সাধনে সম্যক্রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন। কারণ, জ্ঞান সাধন কেবল বিচারের অনুগত এবং সেই বিচার কেবল বুদ্ধির অনুগত। অতিশয় সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্ব স্থূলবুদ্ধি দ্বারা কেহই অবগত হইতে পারে না, কিন্তু কেবল বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারাই অত্যন্ত স্থির ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা জানিবার যোগ্য হয়েন। বিচারশক্তিশূন্য কঠোরচিত্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মবিচারে প্রবর্ত্ত হইলে বিচারকালে বুদ্ধির

সংপ্রসন্নে ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈ র্গুণৈঃ।
বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥

ভগবান্ বিষ্ণু সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইলেই মনুষ্য প্রাকৃতিক গুণসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করেন ; সুতরাং (গুণের কার্য্যস্বরূপ) জীব শরীর হইতেও মুক্ত হইয়া সুখময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন ॥ ভা-পু ৪।১১।১৪।

এমন জড়তা জন্মে যে তাহারা বহুক্ষণ অতিসূক্ষ্ম পরমার্থ বিষয়ের নির্ণয় করিতে অথবা নির্ণীত বিষয় অন্তঃকরণে ধারণা করিয়া রক্ষা করিতে নিতান্ত অসমর্থ হয়। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হঠাৎ এক প্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমার্থ বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা হইয়া আপনার ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করিয়া ফেলে, আর কেহ বা একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়ে। ফলতঃ জ্ঞানযোগ সাধনকালে লোকের এইরূপ বহুবিধ বিঘ্ন সংঘটন হইয়া থাকে। কিন্তু পরম গুরু ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তির সঞ্চার হইলে তাঁহার কৃপায় সমুদায় বিঘ্নই দূরীভূত হইয়া যায়, সুতরাং সাধকের অন্তঃকরণে নির্ম্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞানবলে তাহার জীবন্মুক্তি লাভ হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা যোগারম্ভ কালে ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ দিয়া থাকেন। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৩শ সূত্রে লিখিত আছে যে, "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"—ঈশ্বরে প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষ দ্বারা যে উপাসনা করা যায়, তাহাতে তাঁহার অনুগ্রহে শীঘ্র যোগফল লাভ হয়। বিষয় ভোগাদি ফলাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া সমর্পণের নাম ভক্তিবিশেষ। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের ধ্যান করাই যোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

যদি বল, সেই ঈশ্বর কি এবং তাঁহার প্রভাব কিরূপ, তাহা না জানিলে তাঁহাতে ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, হরি-শব্দবাচ্য জগতের কর্ত্তা, সকলের অন্তর্যামী, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণানন্তত্বরূপ স্বভাবশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসলহেতু উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করেন। পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল দর্শনের ১মপাদের ২৪শ সূত্রে কথিত আছে যে,—"ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বর।" অর্থাৎ "ক্লেশকর্ম্ম ও কর্ম্মফলের পরিপাকান্তে যে বাসনা জন্মে সেরূপ বাসনা যাঁহার নাই এবং অন্য সকল পুরুষ হইতে যিনি বিশেষ পুরুষ এবং যিনি ঈশনশীল, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করণে সক্ষম, তিনিই ঈশ্বর। যদি বল, সকলেরই আত্মা ক্লেশশূন্য, তবে ঈশ্বরে আর মনুষ্যে কি বিশেষ রহিল ? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সকল জীবের আত্মা ক্লেশশূন্য বটে, কিন্তু সেই সকল আত্মা চিত্তের সহিত একত্রে মিলিত থাকে বলিয়া সেই চিত্তগত ক্লেশাদিকেই আত্মার ক্লেশ বলা যায়। যেমন যোদ্ধৃবর্গ যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয় কিম্বা পরাজয় লাভ করে, তাহাতেই স্বামীর জয়াজয় হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তগত ক্লেশাদি সংস্পর্শ দ্বারা আত্মারই ক্লেশস্পর্শাদি অনুমিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের ন্যায় ত্রিকালের কোন কালেই ঈশ্বরের ক্লেশাদি সংস্পর্শ নাই, এই নিমিত্ত অন্য পুরুষরূপ আত্মাকে উপদেশ দিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে উপদেশ দিতে হয় না। আত্মা, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ঈশ্বর সেরূপ নহেন ; কারণ তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশ্য নহেন বরং প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা এবং তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্যের আদি নাই, সুতরাং তিনি অনাদি। কেবল সেই অনাদিভূত ঈশ্বরেরই সর্ব্বোৎকর্ষ আছে, অন্য কাহারও সেইরূপ সর্ব্বোৎকর্ষ নাই। তাঁহারই ইচ্ছাতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগের অন্য কারণ নাই ; সেই প্রকৃতিই অন্যান্য প্রাণিগণের চিত্তকে সুখদুঃখময় দেহাদিতে পরিণত করে। সাধারণ প্রাণির নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ হয় না, তিনি কেবল সাত্ত্বিক পরিণাম স্বরূপ"।

ভবজলধিগতানাং তত্ত্ব বাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাং।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতিশরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং ॥

সংসাররূপ মহাসমুদ্রে পতিত ও বিপর্য্যস্ত বাতাহত সন্তানসন্ততি কলত্ররূপ ভারাক্রান্ত এবং বিষম বিষয়রূপ জলমগ্ন ও পরিত্রাণের উপায় রহিত মানবগণের একমাত্র

আর, যে বেদাদি শাস্ত্র বিচার দ্বারা লোকের জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, সেই শাস্ত্রেরও কর্ত্তা তিনি হয়েন এবং তিনি স্বয়ং মুক্ত পুরুষ বিধায় তাঁহার মুক্তির প্রয়োজন নাই। অতএব তুলনা রহিত অদ্বিতীয় এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর হয়েন।

অনন্তর ২৫শ সূত্রে কথিত আছে যে, "তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞবীজং।" অর্থাৎ সেই ঈশ্বরে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞবীজ আছে। তিনি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু ও ব্যাপক আকাশ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয় সকল জানেন। তিনি কল্প, মহাকল্প, লয় এবং মহালয় সকলই জ্ঞাত থাকিয়া যথাকালে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ও জীবের উদ্ধার ইত্যাদি কার্য্য করিতে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন। অপিচ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"হে মহাবাহো! আমি জন্মরহিত হইয়াও নানা বিভূতিদ্বারা আমার যে আবির্ভাব, তাহা সুরগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও জানেন না। ইহার কারণ এই যে, দেবতা ও মহর্ষি সকলের সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদকহেতু এবং বুদ্ধ্যাদির নিয়ামক বিধায় আমি সকলের আদি অর্থাৎ কারণস্বরূপ, অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমাকে কেহ জানিতে পারে না। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বকারণহেতু অনাদি জন্মশূন্য ও সমস্ত লোকের মহেশ্বর বলিয়া জানে, মনুষ্য সকলের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে মোহবিরহিত হইয়া সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। বুদ্ধি (সারাসার বিবেক নৈপুণ্য), জ্ঞান, অসম্মোহ (ব্যাকুলত্বাভাব), ক্ষমা, সত্য বাক্য কথন, দম (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন), শম (অন্তঃকরণের সংযম), সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষাদি রহিত্য), তুষ্টি (প্রার্থনা ব্যতীত দৈবলাভে সন্তোষ), তপস্যা (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা দেহ-শোষণ), দান (স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনাদির সৎপাত্রে অর্পণ), যশঃ (সৎকীর্ত্তি) এবং অযশঃ (কুকীর্ত্তি) প্রাণি সকলের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। আদিপুরাণ প্রসিদ্ধ ভৃগু প্রভৃতি সপ্তঋষি এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্বে সনক সনন্দনাদি চারিজন ঋষি, আর স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ, ইঁহারা সকলে আমারই প্রভাবসম্পন্ন; অতএব ইহাঁরা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ যে আমি আমার মনের সঙ্কল্প মাত্রেই জন্মিয়াছেন। তাঁহারা এই লোক সকলে যথাক্রমে পুত্র পৌত্রাদিরূপে এবং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপে প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভূম্যাদিস্বরূপ আমার বিভূতি এবং আমার ঐশ্বর্য্য যে ব্যক্তি যথার্থরূপে জানেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, আর আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান ও অব্যাকুলত্বাদি সমস্তই উৎপন্ন হয়, ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত হয়, সেই মচ্চিত্তগণ এবং যাঁহাদের প্রাণ আমাকেই প্রাপ্ত অথবা যাঁহাদের জীবন আমাতেই অর্পিত হইয়াছে, এবম্ভূত মদগতপ্রাণ বিবেকী সকল পরস্পর আমাকে যুক্তিযুক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বোধ করান এবং আপনারা বোধ করিয়া ও মদীয় গুণকীর্ত্তনবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত আমাতে আসক্ত চিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারীগণকে আমি বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। আমি তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি॥"

গী—গী ১০।২—১১।

বিষ্ণুরূপ পোত আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য ॥ বা-পু ৫৪।২৯।

বিভুং প্রভুং বিশ্বধরং বিশুদ্ধং
অশেষসংসারবিনাশহেতুং।
যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ
স মোক্ষমাপ্নোতি বিমুক্তসঙ্গঃ ॥

যে ব্যক্তি অশেষ সংসার বিনাশের হেতু বিভু, বিশ্বধর, বিমল ও বিশুদ্ধ বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তিনিই সর্ব্বসঙ্গবিহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন ॥

গ-পু ১।২২৬।৫৮।

যথা সর্পিঃ শরীরস্থং গবান্ন কুরুতে বলং।
নির্গতংকর্ম্মসংযুক্তং দত্তং তাসাং মহাবলং ॥
তথা বিষ্ণুঃ শরীরস্থো ন করোতি হিতংনৃণাং।
বিনারাধনয়া দেবঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ ॥

যাদৃশ গো শরীরে ঘৃত বিদ্যমান থাকিলেও তাহা গবীর বলাধান করে না, পরন্তু সেই ঘৃত নিষ্ক্রান্ত করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিলেই তাহা মহাবলপ্রদ হয়, তাদৃশ বিষ্ণু সর্ব্বজীবের শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আরাধনা না করিলে সেই সর্ব্বগ পরমেশ্বর কাহারও হিতকারক হয়েন না ॥

গ-পু ১।২২৭।৩—৪।

ঈশ্বরঃ কস্য বা বাধ্যোহপ্রিয়ো বাপি প্রিয়স্তথা।
সন্ততং ভক্তিসাধ্যশ্চ যো ভক্তশ্চ তদীশ্বরঃ ॥

জগদীশ্বর কখন কাহারও বাধ্য, প্রিয় বা অপ্রিয় নহেন, তিনি ভক্তিসাধ্য পদার্থ ; যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহারই ঈশ্বর ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১২৬।৫৭।

নিজভক্তৈতিসাধ্যশ্চ ভক্তস্যারাধ্য এব চ।
শশ্বদ্দৃশ্যঃ স্বভক্তস্যাভক্তস্যাদৃশ্য এব চ ॥

তাঁহার নিজ ভক্তগণই তদীয় আরাধনায় সমর্থ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। তিনি ভক্তেরই আরাধ্য এবং ভক্তেরই দৃশ্য, অভক্ত ব্যক্তি কখন তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ঐ ৪।৫৫।২।

ন শক্যঃ স সুরৈর্দ্রষ্টুং নাসুরৈর্ন চ পন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥

সুরাসুর পন্নগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় ॥

বা-রা ৭।৪৫।১৪।

ন হি যজ্ঞফলৈস্তাত ন তপোভিস্ত দক্ষিণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন নচেজ্যয়া ॥
তত্ত্বৈকেতৃকাতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দ্ধূতকিল্বিষৈঃ ॥

যজ্ঞফল, দান, তপোনুষ্ঠান ও সংযমাদি দ্বারা কেহ ভগবান্‌কে

দেখিতে পান না। তবে যিনি তাঁহার যথার্থ ভক্ত, যাঁহার মন ও প্রাণ তাঁহাতে সমাসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই কেবল জ্ঞানবলে নিজ পাপরাশি বিদূরিত করিয়া ভগবান্‌কে দেখিতে সক্ষম হন॥

বা-রা ৭।৪৫।১৫—১৬।

যে মানবা বিগতরাগ পরাপরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুংসততং স্মরন্তি।
তে ধৌত পাণ্ডর পটা ইব রাজহংসাঃ
সংসারসাগরজলস্য ভবন্তি পারং॥

যে মানবগণ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক নির্ম্মলান্তঃকরণে সুরগুরু ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তাহারা ধৌত-পাণ্ডর-পটা রাজহংসের ন্যায় এই সংসার-সমুদ্রের পারে গমন করিতে পারে॥

বা-পু ৫৪।৭২।

বোধস্বরূপং পুরুষং পুরাণং
আদিত্যবর্ণং বিমলং বিশুদ্ধং।
সংচিন্ত্য বিষ্ণুং পরমাদ্বিতীয়ং
কস্তত্র যোগী ন লয়ং প্রয়াতি॥

জ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ আদিত্যবর্ণ বিমল বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় পরমাত্ম-স্বরূপ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে কোন্‌ যোগী না তাঁহাতে লয় পাইতে পারে?॥

গ-পু ১।২২৬।৫৫।

তস্মিন্‌ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্‌ ব্রহ্মতরোরনন্তাং
নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎফলম্‌॥

ভগবান্‌ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে দুর্লভ কিছুই থাকে না। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে ধর্ম্ম,অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তাঁহার প্রসন্নতার নিকট ঐ সমুদায় পদার্থ অতি তুচ্ছ। অতএব যদি তোমরা নিষ্কাম ব্রহ্ম-রূপ অনন্ত তরুকে আশ্রয় করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ মোক্ষরূপ মহাফল লাভ করিতে পারিবে॥

বি-পু ১।১৭।৯১।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্মবর্ণন।

দর্শনানাঞ্চ সর্ব্বাঞ্চ ষড়্‌বিধং রূপমীপ্সিতং।
বৈষ্ণবানামেকরূপং বেদানামেকমেব চ।
পুরাণানামেকরূপং তস্মান্নববিধং স্মৃতং॥

পরাৎপর পরব্রহ্মকে ষড়্‌বিধ দর্শনে ছয় প্রকার, বৈষ্ণবেরা এক প্রকার, বৈদিকেরা অন্য এক প্রকার এবং পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই নিমিত্ত তিনি নবরূপধারী॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১২৯।৭২।

ন্যায়োঽনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যংমতং শঙ্করো বদেৎ।
নিত্যং বৈশেষিকাশ্চাদ্যং তং বদন্তি বিচক্ষণাঃ॥

নৈয়ায়িকেরা তাঁহাকে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করেন, ভগবান্ শঙ্করও তাহাই বলিয়া থাকেন। বিচক্ষণ বৈশেষিকেরা তাঁহাকে আদিভূত নিত্যবস্তু বলিয়া বর্ণন করেন॥ ঐ ৭৩।

সাংখ্যা বদন্তি তংবেদং জ্যোতীরূপং সনাতনং।
মীমাংসাঃ সর্ব্বরূপঞ্চ বেদান্তঃ সর্ব্বকারণং॥

সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি জ্ঞানরূপ সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপ। মীমাংসকেরা তাঁহাকে সর্ব্বরূপী এবং বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে কারণরূপী বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১২৯।৭৪।

পাতঞ্জলোঽপ্যনন্তঞ্চ বেদাঃ সত্যস্বরূপকং।
স্বেচ্ছাকপং পুরাণঞ্চ ভক্তাশ্চ নিত্যবিগ্রহং॥

পাতঞ্জলও তাঁহাকে অনন্ত এবং চারিবেদ তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পুরাণ সকল তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় বিভু এবং ভক্তগণ নিত্য শরীরধারী বলিয়া উল্লেখ করেন॥ ঐ ৭৫।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং সদানন্দং ব্রহ্ম কেবলম্।
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনং চ মনোবাচামগোচরম্॥

ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও সদানন্দস্বরূপ এবং তিনি একমাত্র। তিনি সর্ব্বধর্ম্মবিহীন এবং মন ও বাক্যের অগোচর॥ শি-গী ১৩।১০।

সজাতীয়বিজাতীয়পদার্থানামসংভবাৎ।
অতস্তদ্ব্যতিরিক্তনামদ্বৈতমিতি সংজ্ঞিতম্॥

যাঁহাতে সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থের সম্ভব নাই, যিনি সকলের অতিরিক্ত, তাঁহাকেই অদ্বৈত ব্রহ্ম কহে॥ ঐ ১৯।

ন যস্যান্তর্ন [illegible] নাপরং যদি[illegible]
বিশ্বস্থানুনি [illegible] জগৎ যদ্বৎ[illegible]

যাঁহার আদি, অন্ত বা মধ্য; নিজ বা পর; অভ্যন্তর বা বাহ্য নাই; অথচ এই বিশ্ব এবং বিশ্বের আদি প্রভৃতি যাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তিনিই সত্যস্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ভা-পু ৮।১।১০।

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম ॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যংভূতযোনিমকারণম।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বংতদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥

যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ ও অব্যয়, যাঁহার রূপ অনির্দ্দেশ্য, যিনি হস্ত পাদাদি রহিত, যিনি সকলের প্রভু, সর্ব্বত্রগামী, নিত্য, সর্ব্বভূতের কারণ, সর্ব্বব্যাপক যাঁহার ব্যাপক কেহই নাই ও যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকেন ॥

বি-পু ৬।৫।৬৬-৬৭।

তদ্ ব্রহ্ম পরমংধাম তৎধ্যেয়ংমোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদম্ ॥

তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের আরাধ্য বস্তু, তিনিই শ্রুতি প্রতিপাদিত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তিনিই বিষ্ণু ও তিনিই পরম পদ ॥

ঐ ৬৮।

তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥

তিনিই ভগবৎশব্দবাচ্য এবং তিনিই পরমাত্মা স্বরূপ। ভগবান্ শব্দ তাঁহারই বাচক, তিনি সকলের আদি ও অক্ষয় ॥

বি-পু ৬।৫। ৬৯।

স সর্ব্বভূত প্রকৃতিং বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥

হে মুনে! তিনি সর্ব্বভূত ও প্রকৃতির অতিক্রান্ত, তাঁহাতে বিকার বা প্রাকৃতিক দোষ গুণ কিছুই নাই, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তাবরণের অতীত এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তরালে যে কোন স্থান আছে তিনি তাহাও ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ঐ ৮৩।

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥

তিনি সমস্ত মঙ্গল ও গুণের আধার, তিনি আপন শক্তির লেশমাত্রদ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি স্বেচ্ছানুসারে মহৎ দেহ ধারণ করতঃ জগ-

তের অশেষবিধ হিতসাধন করিতেছেন ॥ বি-পু ৬।৫।৮৪।

স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো।
ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥

তিনি ব্যষ্টি (সঙ্কর্ষণাদি) রূপে ও সমষ্টি (বাসুদেব) রূপে ঈশ্বর, তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ এবং তিনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও পরমেশ্বর ॥ ঐ ৮৫।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণ
সাক্ষাৎ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, জগতের কারণ, পূর্ণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার জন্ম নাই; তিনি (ব্রহ্মাদি) ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; জীবসমূহ তাঁহার বাসস্থান। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণই (১) আছে। সর্ব্বভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মায়া তাঁহার অধীন; তিনি মায়াদ্বারা আপনাকে জীবে স্থাপন করিয়া থাকেন ॥

ভা-পু ৫।১১।১৩।

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানা-
মাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ ॥

যেরূপ বায়ু প্রাণস্বরূপে স্থাবর জঙ্গমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ সেই ভগবান্ বাসুদেব জীবাত্মার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে শাসন করেন ॥

ভা-পু ৫।১১।১৪।

ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
বিমুক্ত সঙ্গো জিত ষট্সপত্নো
বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥

যত দিন দেহী জ্ঞানোদ্রেকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মায়াকে দূরে অপসারিত করিয়া সঙ্গ ত্যাগ এবং ষড়রিপু জয় করতঃ আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, তত দিনই এই সংসারে ভ্রমণ করে ॥

ঐ ১৫।

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥

যদ্দ্বারা সেই নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, পরম ও নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় ও যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-

(১) ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয় গুণ।

কার ও ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাই জ্ঞান অর্থাৎ পরাবিদ্যা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান পদবাচ্য অর্থাৎ অবিদ্যান্তর্বর্ত্তিনী অপরাবিদ্যা (১)॥

বি-পু ৬।৫।৮৭।

জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিত্ততে পরম্।
বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয় জ্ঞানমেবাবধারয়॥

একমাত্র জ্ঞানই পরব্রহ্ম। মনুষ্য জ্ঞানবলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই বিশ্বই জ্ঞানাত্মক, অতএব জ্ঞানব্যতীত আর কোন বস্তুরই সত্তা নাই। ফলতঃ বিদ্যা ও অবিদ্যা সমুদায়ই জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥

বি-পু ২।৬।৪৬।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

বেদবেত্তারা বলিয়া থাকেন, দ্বৈতহীন জ্ঞানেরই নাম তত্ত্ব এবং সেই জ্ঞানই কখন ব্রহ্ম, কখন পরমাত্মা, কখন বা ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥

ভা-পু ১।২।১১।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা উপার্জ্জিত জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিসহকারে পরমাত্মাকে আপনাদিগের আত্মাতেই দর্শন পাইয়া থাকেন॥ ঐ ১২।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নির্ব্বাণমুক্তি লাভার্থ জ্ঞানসাধনের আবশ্যকতা কথন।

সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্ট্যং সাযুজ্যমেব চ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তিং রাঘব পঞ্চধা॥

হে রাঘব! মুক্তি পঞ্চবিধ;—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য এবং কৈবল্য (১)॥ শি-গী ১৩।৩।

---

(১) পরা অর্থাৎ পরমাত্মবিদ্যা অথবা ব্রহ্মবিদ্যা এবং অপরা অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন ও তৎ ফলবিষয়ক (ঐহিক) বিদ্যা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় এবং শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প (সূত্রগ্রন্থ) ব্যাকরণ, নিরুক্তশাস্ত্র, ছন্দঃগ্রন্থ ও জ্যোতিষ, এই ষড়ঙ্গবিদ্যাকে অপরাবিদ্যা বলে। আর, যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পরব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা অদৃশ্য নামরূপাদিবর্জ্জিত অব্যয় ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যাদ্বারাই অবিদ্যার বিনাশ হইয়া জীবের মোক্ষ লাভ হয়। যথা,—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"॥

মু—উ ১।৫।

(১) 'সার্ষ্টিকদিগের ভগবদ্ধামস্থান তারতম্য অনু-

নির্ব্বাণং নামপরমং সুখং যেনপুনর্জ্জনঃ।
ন জায়ন্তে ন ম্রিয়ন্তে তজ্জ্ঞানাদেব লভ্যতে॥

"নির্ব্বাণ" নামক যে মুক্তি (যাহাতে জীবের দুঃখের অত্যন্তাভাব হয়) তাহাই পরম সুখ, যেহেতু নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইলে জীবের মৃত্যু যন্ত্রণার অনুভব হয় না এবং মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, কিন্তু সেই নির্ব্বাণ মুক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারাই লাভ হয়॥

যো-বা-রা ২।১০।২০।

চিবসাম্যাত্মবোধেন নির্বিভাগবিলাসিনা।
রাজন্ জ্ঞেয়াববোধেন পূর্ণেন ভরিতাত্মনা॥
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বদুঃখানি ক্রট্যন্তি গ্রন্থয়োঽভিতঃ।
সংশয়াঃসমতাং যান্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি চানঘ॥

হে রাজন্! ভগবানের নাম শ্রবণ ও মননাদি উপায় দ্বারা চিরাভ্যস্ত সাম্য ও বৈষম্য শূন্য সমাধিযুক্ত আত্মাদ্বারা অনাদিসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই আত্মা পূর্ণানন্দ, বিভাগবিহীন ও বিলাসময় হইয়া উঠে, (তখন) সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়, সংসারগ্রন্থি শিথিল এবং সমুদায় সংশয় ও নিখিল কর্ম্ম সমতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।৭৪।২০-২১।

জ্ঞেয়ং বিদুরথাত্মানং সংশুদ্ধং জ্ঞপ্তিরূপিণং।
স চ সর্ব্বগতো নিত্যং নাস্তমেতি নচোদয়ঃ॥

"আত্মাকে সংশুদ্ধ, বিজ্ঞানময় ও জ্ঞেয় বলিয়া জানিবে; তিনি নিত্য ও সর্ব্বগত, অর্থাৎ সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং তিনি কখনও অস্ত বা উদিত হন না॥ ঐ ২২।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়নিষ্ঠত্বমেত্তি চেতো যদমলে।
ততঃ সর্ব্ববপুর্ভূত্বা ভূয়ো জীবো ন জায়তে॥

হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত

সারে শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবর্জ্জিত ও কামনাবিহীন হইয়া নিরন্তর ভগবানের পূজা করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করত অভীষ্ট ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সালোক্য মুক্তি। যে ব্যক্তি ভগবানকে বিদিত হইয়া যাবতীয় বামনা বিস র্জ্জন পূর্ব্বক ভগবানেরই অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের ন্যায় রূপ ধারণ করত তাঁহারই লোকে প্রস্থান করে। ইহাই সারূপ্য মুক্তি। যে ব্যক্তি ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনার্থ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সার্ষ্টি মুক্তি। যে ব্যক্তি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভোজন, হোম, দান, তপশ্চরণ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি ভগবানের ন্যায় প্রভাববান্ হইয়া তাঁহার লোকে প্রস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করে। ইহাকে সাযুজ্য মুক্তি বলে। যে ব্যক্তি শান্ত্যাদি গুণসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর ভগবান্‌কে আত্ম স্বরূপে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, ইহাকে কৈবল্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি বলে। (শি গী ১৩।৪-৯)। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার মুক্তিতে জীবের কখন না কখন পুণ্যক্ষয়ে এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, কিন্তু শেষোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইলে জীব অহংজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে একেবারে বিলীন অর্থাৎ নিমগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং তাহাকে আর কখন জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না।

হইলে, চিত্ত জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) পদার্থ জানিতে এবং তাঁহাতে নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে; তাহা হইলে জীব সর্ব্ববপু (পূর্ণভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না॥

যো-বা-রা ৬।৭৪।২৫।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং তদতোঽন্যথা॥

অধ্যাত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, ইহাকেই জ্ঞান বলা যায়। ইহা ব্যতীত অপর সমস্তই অজ্ঞান॥

ঐ ২৮।

রাগদ্বেষক্ষযাকারং সংসারব্যাধিভেষজং।
অহন্তাবোপশান্তৌ তু রাজন্ জ্ঞানমবাপ্যতে॥

ঐ জ্ঞানই জীবের রাগদ্বেষাদির বিনাশক, সংসার-ব্যাধির ভেষজ এবং অহং ভাবের উপশান্তিজনক॥

ঐ ২৯।

তপোবিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরং।
তপসা কিল্বিষংহন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

তপস্যা ও বিদ্যা, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞান, এতদুভয়ই ব্রাহ্মণের মোক্ষ লাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যা (১) দ্বারা পাপ নাশ হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ সাধন হয়॥

ম-সং ১২।১০৪।

তপসা স্বর্গগমনং ভোগো দানেন জায়তে।
জ্ঞানেন মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তীর্থস্নানাদঘক্ষয়ঃ॥

তপস্যাদ্বারা স্বর্গলাভ, দানবলে ভোগ লাভ, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ এবং তীর্থস্নান দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০০।১১৮।

তপস্তীর্থং জপোদানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলযাকৃতা॥

জ্ঞানের লেশমাত্র দ্বারা যে শুদ্ধি-উৎপন্ন হয়, তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান এবং অন্যান্য পবিত্র কর্ম্ম সকল সে শুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন করিতে পারে না॥

ভা-পু ১১।১৯।৪।

সংসারোত্তরণে জন্তো রুপায়ো জ্ঞানমেবহি।
তপোদানং তথা তীর্থ মনুপায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

জীবের সংসাররূপ জলধী হইতে উত্তীর্ণ হওনার্থ জ্ঞানই একমাত্র মহোপায়। তপস্যা, দান ও তীর্থ পর্য্যটনাদি প্রকৃত উপায় নহে॥

যো-বা-রা ২।১৩।২১।

বোধোহস্তসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি॥

(১) বিধি প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠানদ্বারা শরীরশোধনকে তপস্যা কহে। তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও কায়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। ঐ অশুদ্ধি নির্ম্মূল হইলে ইন্দ্রিয় ও কায়ের এক অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে। তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, অত্যন্ত ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বস্তুসকলও দর্শন-পথে অধিরূঢ় হয় এবং যোগাভ্যাসে কখন অতি সূক্ষ্ম শরীর কখন বা অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিতে পারা যায়।

মোক্ষ সাধনের যত প্রকার উপায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত উপায়। যেমন (অন্নপাকের নিমিত্ত তণ্ডুল, কাষ্ঠ, জল ও স্থাল্যাদি বহুবিধ কারণ থাকিলেও) অগ্নি ব্যতিরেকে পাকক্রিয়া সংসাধন হয় না, সেইরূপ (স্নান, দান, যজ্ঞ ও কাশীমরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ থাকিলেও) আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ভিন্ন কদাচ প্রকৃত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই॥

আ-বো ২।

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসঙ্ঘবৎ।

কর্ম্মদ্বারা কদাচ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশ হয় না, কারণ কর্ম্ম অবিদ্যার বিরোধী নহে। যদ্রূপ কেবল তেজঃ পদার্থই তিমিররাশি নাশ করে, তদ্রূপ একমাত্র বিদ্যাই অবিদ্যাকে বিনাশ করে; অর্থাৎ জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সেই জ্ঞানালোক দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার হয় (১)॥

ঐ ৩।

পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েংশুমানিব॥

আত্মা সর্ব্বদা অজ্ঞান দ্বারা পরিবৃত থাকেন, সেই অজ্ঞানরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলেই মেঘান্তরিত ভাস্করের ন্যায় আত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥

আ-বো ৪।

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলম্।
কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥

জীব অজ্ঞান দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা সেই অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই জীব নির্ম্মল হয়। যে প্রকার কেতক রেণু মলিন জলের মালিন্য বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ

(১) "আমিই দেহ," এই প্রকার বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, অর্থাৎ অজ্ঞান, আর "আমি দেহাতিরিক্ত চিন্ময় পরমাত্মা" এই প্রকার বুদ্ধির নাম বিদ্যা, অর্থাৎ জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা সংসারের কারণ এবং বিদ্যা সংসার নিবর্ত্তিকা হয়; এহেতু মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষক ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভ্যাসেই যত্ন করা উচিত॥ —"দেহোহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা। নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥ অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। তস্মাদ্যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।" (অ রা ।৭।৩৩—৩৪)। জীব অবিদ্যাবশতঃ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে এবং বিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া পরম পদ লাভ করে। অবিদ্যাবশবর্ত্তী লোকেরা প্রবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া এই সংসারে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে, সুতরাং তাহাদিগের মুক্তি হয় না, ক্রমশ সংসারবন্ধন হয়, আর বিদ্যাবশবর্ত্তী লোকেরা নিবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে রত হইয়া ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তিযোগ পূর্ব্বক নিরন্তর আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে, সুতরাং তাহাদিগের মুক্তি হয়।

প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীব জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া স্বয়ং তাহাতে বিলীন হয় ॥ আ-বো ৫।

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বপ্নে তু সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেহসত্যবদ্ভবেৎ ॥

রাগদ্বেষাদি দোষসমূহে পরিপূর্ণ এই সংসার স্বপ্নতুল্য ; যেমন স্বপ্নকালে অলীক পদার্থ সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় এবং জাগ্রৎকালে সেই স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সকলকে অসত্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ জীব অজ্ঞানাবস্থায় এই অসত্য সংসারকে সত্যবৎ জ্ঞান করতঃ তাহাতেই নিমগ্ন থাকে, পরে জ্ঞানাবস্থায় এই সংসারকে কেবল ইন্দ্রজালবৎ মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করে ॥

আ-বো ৬।

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম ॥

যেমন যাবৎ শুক্তিকা (ঝিনুক) বিশেষরূপে পরীক্ষিত না হয়, তাবৎ তাহাকে রজত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যাবৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞান না হয়, তাবৎ এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥

ঐ ৭।

দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যদ্‌ব্রহ্মণোহন্যন্ন তিষ্ঠতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥

আমরা যাহা দর্শন করিতেছি ও যাহা শ্রবণ করিতেছি, তৎসমুদায়ই ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই ॥ আ-বো ৬৩।

যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্ব প্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা ॥

যে ব্যক্তি যে প্রকারে যে বস্তুর উপাসনা করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তাহার উপাসনার অনুরূপ ফল লাভ করে এবং পূজ্য বস্তুর স্বরূপ ও পূজানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে ফলের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়া থাকে(১)। কিন্তু মুক্তিরূপ ফল লাভার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই ॥

প-দ ৬।২০৯-২১০।

---

(১) বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, বায়ু, কাষ্ঠ, কুদ্দাল প্রভৃতি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব ঈশ্বরের অবয়ব হয়, ইহারা সকলেই যথাবিধানে পূজিত হইয়া স্ব স্ব শক্তি অনুসারে শুভ ফল প্রদান করে।

বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরং।
সোহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

"আমি মায়াতীত চিদ্রূপ পুরুষকে জানি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ," এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মুক্তিলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই॥

গ-পু ১।২২৮।৭।

ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চনঃ॥

পুত্রগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিদ্বারা পিতৃঋণমোচনকর্ত্তা হন, কিন্তু আপনার বন্ধনমোচনকর্ত্তা আপনি ভিন্ন অন্য কেহই হয় না॥

বি-চূ ৫৩।

ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

জপ করিলে, কিম্বা হোম করিলে, অথবা শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না, কিন্তু "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব মুক্ত হয়॥ ম-নি-ত ১৪।১১৫।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥

আত্মা সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) স্বরূপ, তিনি বিভু (সর্ব্বব্যাপক), তিনি পূর্ণ (অখণ্ড) স্বরূপ, তিনি সত্য (অবিনশ্বর), তিনি অদ্বিতীয় ও পরাৎপর এবং তিনি দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্তিভাগী হইতে পারে॥

ম-নি-ত ১৪।১১৬।

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মের নাম রূপাদি কল্পনা সমুদায় বাল্যক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ঐ ১১৭।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

যদি মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি মনুষ্যগণকে মোক্ষপ্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে পারে॥

ঐ ১১৮।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥

যাহারা মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে, তাহারা বৃথা কষ্টভোগ করে, যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না॥ ঐ ১১৯।

বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥

যাহারা বায়ুমাত্র আহার, বা পর্ণ আহার, অথবা কণা ভক্ষণ, কিংবা জলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, তাহারা যদি মোক্ষভাগী হয়, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী ও জল-জন্তুগণও মুক্ত হইতে পারে ॥

ম-ণি-ত ১৪।১২১।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-
র্ন সিদ্ধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥

শাস্ত্র সকল সুব্যাখ্যা করুন, বা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করুন, অথবা অশেষ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করুন, কিম্বা দেবতাগণের আরাধনা করুন, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-বোধ ব্যতিরেকে শত ব্রাহ্মকল্প অতীত হইলেও জীবের মুক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না (১) ॥ বি-চু ৬।

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাসমুপস্থিতৈঃ ॥

সুধীর পণ্ডিত ব্যক্তি ভববন্ধন

মতাবলম্বীরা অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করেন। * * * জীবাত্মা জড়রূপা প্রকৃতিকে অবগত হইতে সমর্থ হন; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে পারে না। সাঙ্খ্য ও যোগবিৎ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জীবাত্মা দেহের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে কখনই পরমাত্মাকে অবলোকন করিতে পারেন না; কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন হইলেই অনায়াসে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। পরমাত্মা কি জীব, কি দেহ, উভয়-কেই সতত সন্দর্শন করিতেছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কখনই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বযুক্ত দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না। সলিল মধ্যস্থ মৎস্যকে কেহ খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করিলে, সে যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন। জীব যখন দেহের সহিত একত্র বাস ও অভেদ বুদ্ধিনিবন্ধন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আর যখন সে আপনার সহিত পর-মাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তখন সে সংসারসাগর হইতে উত্থিত হয়। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন সে পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা উঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। যখন জীব আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীবরূপে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এইরূপে পরমাত্মার সহিত একীভাবে প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাকে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। * * * অতএব

(১) মহাভারতে কথিত আছে যে,—"কর্ম্মকাণ্ড-বেদোক্ত নশ্বর ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্নসহকারে অহরহ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিতে পারিলেই (ত্রিগুণময়ী) প্রকৃতিকে অতি-ক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মূঢ় ব্যক্তিরা শাশ্বত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে; কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন। যোগী ও সাঙ্খ্য-

বিমোচনার্থ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা কেবল আত্মতত্ত্বাভ্যাসেই যত্নবান্ হইবেন ॥ বি-চূ ১০।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধির হেতু কর্ম্ম নহে; কারণ, ব্রহ্ম পদার্থের নিশ্চয় কেবল সুবিচার দ্বারাই সিদ্ধ হয়, কোটি কোটি কর্ম্মদ্বারা হয় না ॥ ঐ ১১।

সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্ত্যোদিত মহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী॥

রজ্জুতত্ত্ব অনবধারণে রজ্জুতে ভ্রান্তিদ্বারা উদিত মহাসর্পজন্য ভয়রূপ দুঃখ কেবল সম্যগ্‌বিচার দ্বারা রজ্জুর যথার্থতত্ত্ব জ্ঞানেই বিনাশ পায়, অর্থাৎ যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞানজন্য যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহা পরে বিচার দ্বারা রজ্জুর যথার্থ জ্ঞানেই অপনীত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা বশতঃ জীবের সুখত্ব, দুঃখত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি কল্পনাজন্য মিথ্যা সংসারভ্রম কেবল তত্ত্ববিচার দ্বারা সেই জীবের স্বরূপ জ্ঞানেই নিবারিত হয় ॥

বি-চূ ১২।

অর্থস্য নিশ্চয়োদৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥

সদসদ্বস্তু বিচার ও হিতোক্তি (গুরুবাক্য) দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় দর্শন লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু স্নান, দান ও শত শত প্রাণায়াম দ্বারা তাহা কখন লাভ হয় না ॥

ঐ ১৩।

ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্র জয়েন শাপ্যতে পদং॥

কায়ক্লেশকাতরতা, কিম্বা তীর্থস্থাননিবসতি দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় না; কেবল মনোজয় দ্বারা সেই পরাৎপর পরম পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ যো-কা-রা ২।১৩।৩৪।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালানমূন্ শৃণু যথাক্রমং।
যেষামেকতমে ভক্ত্যা মোক্ষদ্বারে প্রবিশ্যতি॥

জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ, জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। জ্ঞানদ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্যশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। * * * * মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন বারংবার জন্মমৃত্যু লাভ করে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই সর্ব্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। দেখ, অতি পূর্ব্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার আর সন্দেহ নাই" (শান্তিপর্ব্ব ৩১৯ অঃ।)

মোক্ষদ্বারে যে সকল দ্বারপাল অবস্থিতি করে, যথাক্রমে তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উঁহাদের একটী মাত্রকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিতে পারিলে মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করিতে পারা যায়॥

যো-বা-রা ২।১৩।৪১।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালা*শ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমোবিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥

শান্তি (সমদর্শীতা), ব্রহ্মবিচার, সন্তোষ এবং সাধুসঙ্গ এই চারিটী মোক্ষদ্বারে দ্বারপাল স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে॥ ঐ ৫৯।

এতে সেব্যাঃপ্রযত্নেন চত্বারঃ দ্বৌ ত্রয়োপিবা।
দ্বারমুদ্ঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষরাজগৃহে তথা॥

যত্নপূর্ব্বক এই দ্বারপাল চতুষ্টয়ের সেবা করিবে, অশক্ত পক্ষে তিনের অথবা দুএর সেবা অবশ্য করিবে, তাহা হইলেও তাহারা মোক্ষরূপ রাজগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়॥ যো-বা-রা ২।১৩।৬০।

একং বা সর্ব্বযত্নেন প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সমাশ্রয়েৎ।
একস্মিন্ বশমায়াতে চত্বারোপি বশং যতঃ॥

অথবা প্রাণপণে সর্ব্বযত্ন সহকারে নিকৃষ্ট পক্ষে একটী দ্বারপালেরও আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যেহেতু একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে ক্রমে চারিটীই বশতাপন্ন হইতে পারে (১)॥ ঐ ৬১।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞানোপদেশ প্রদান ও গ্রহণের উপযুক্ত গুরু ও শিষ্য নির্ব্বাচন।

তত্ত্বং জ্ঞাতুং মনোযত্না ধীমানেবহি ধীমতা।
প্রামাণিকঃ সবুদ্ধ্যাত্মাযষ্টব্য প্রণয়ান্বিতঃ॥

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা হইবে, তাঁহার প্রযত্নসহকারে সদ্গুরু সেবা করা কর্ত্তব্য। কারণ, যিনি প্রামাণিক অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও পরম তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর॥ যো-বা-রা ২।১১।৪৩।

প্রামাণিকস্য পৃষ্টস্য বক্তুরুত্তমচেতসঃ।
যত্নেন বচনং গ্রাহ্য মংশুকেনেব কুঙ্কুমং॥

যিনি সাধুশাস্ত্র প্রমাণজ্ঞ এবং

(১) সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, তত্ত্ববিচার ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই চারিটী মানবগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়স্বরূপ। মনুষ্যের সন্তোষই পরমলাভ, সাধুসঙ্গতিই পরমগতি, পরমার্থতত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান এবং সংযমই পরম সুখ। এই চারিটী ভবভেদনের উপায়স্বরূপ, যাঁহারা ইহা অভ্যাস করেন, তাঁহারাই ভবসমুদ্রের মোহবারি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এমন কি, ইহার একটীমাত্র অভ্যাস করিতে পারিলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চারিটীই অভ্যস্ত

যাঁহার বুদ্ধি তত্ত্বপথের অনুগামিনী, এরূপ উত্তম তত্ত্বজ্ঞানীকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা কহিবেন তাহাকেই যত্নপূর্ব্বক অবলম্বন করিবে। যেমন রঞ্জনার্থ শুভ্র বস্ত্র কুঙ্কুম সংসর্গে তদ্বর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ সাধুসংসর্গে লোক সকল সাধুর গুণ গ্রহণে সমর্থ হয়॥

যো-বা-রা ২।১১।৪৪।

অতত্ত্বজ্ঞমনাদেয় বচনং বাগ্বিদাম্বর।
যঃ পৃচ্ছতি নরং তস্মান্নাস্তিমূঢ়তরো পরঃ॥

হে বাগীশ! অতত্ত্বজ্ঞ অসাধুর বাক্য সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য,তাহাকে যে ব্যক্তি তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করে, তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কেহই নাই॥ ঐ ৪৫।

প্রামাণিকস্য তত্ত্বস্য বক্তুঃ পৃষ্টস্যযত্নতঃ।
নানুতিষ্ঠতি যো বাক্যং নাস্তস্তস্মান্নরাধমঃ॥

আর, প্রামাণিক তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন তাহা যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে, তাহার অপেক্ষা নরাধম জগতে কেহই নাই॥ঐ ৪৬।

অজ্ঞাতাতজ্জতে পূর্ব্বং বক্তুর্নির্নীয় কার্য্যতঃ।
যঃ করোতি নরঃপ্রশ্নং পৃচ্ছকঃ স মহামতিঃ॥

উপদেষ্টার স্বভাব পরিজ্ঞাত না হইয়া পৃচ্ছক ব্যক্তি প্রশ্ন করিবে না। যিনি অগ্রে কার্য্যদ্বারা উত্তমরূপে উপদেষ্টার স্বভাব পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ প্রশ্ন করেন, তিনিই সুবুদ্ধিমান ও উত্তম প্রশ্নকর্ত্তা॥

যো-বা-রা ২।১১।৪৭।

অনির্ণায় প্রবক্তারং বালঃ প্রশ্নং করোতি যঃ।
অধমঃ পৃচ্ছক সস্থান্ন মহার্থস্যভাজনং॥

আর, যে ব্যক্তি বিশেষরূপে বক্তার স্বভাব পরিজ্ঞাত না হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়, সে অধম। সে কখন পরমার্থভাজন হইতে পারে না॥ ঐ ৪৮।

পূর্ব্বাপরসমাধান ক্ষমবুদ্ধাবনিন্দিতে।
পৃষ্টে প্রাজ্ঞেন বক্তব্যং নাধমে পশুধর্ম্মিণি॥

যিনি বিচারসহকারে পূর্ব্বাপর সকল সন্দেহ দূরীকৃত করিতে পারেন, তাঁহাকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, সদুপদেশ প্রদান করেন, পশুবুদ্ধি নরাধমকে কখন সদুপদেশ প্রদান করেন না (১)॥

ঐ ৪৯।

হয়। অতএব সকল সিদ্ধির নিমিত্ত একটীরও আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পুরুষ যাবৎ পুরুষার্থ দ্বারা ইহার একতর গুণ আশ্রয় করিতে না পারে, তাবৎ সে উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

(১) যেরূপ অরণ্যস্থ স্থাণু সমূহের নিকট কোন প্রকার অর্থসঙ্গত কথা অনর্থক, সেইরূপ তির্য্যকসমধর্ম্মা কুবুদ্ধিদিগের নিকট উপদেশবাক্যার্থ কেবল বিফলমাত্র। পশুদিগের সহিত সেই সকল বিমূঢ়মনা কুবুদ্ধিদিগের কিছুই প্রভেদ নাই। পশুগণ রজ্জুদ্বারা যেরূপ আকৃষ্ট

প্রামাণিকার্থযোগ্যত্বং পৃচ্ছকস্যাবিচার্য্য চ।
যো বক্তি তমিহ প্রাজ্ঞাঃ প্রাহুর্মূঢ়তরং নরং॥

যে ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তার অর্থ গ্রহণ-যোগ্য শক্তি সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া অপাত্রে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি জনসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন॥

যা-বা-রা ২।১১।৫০।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়ামুক্ত লক্ষণ লক্ষিতঃ॥

মেধাবী (শাস্ত্রার্থ গ্রহণ বিষয়ে পটু), বিদ্বান্, সদসদ্বিচারক্ষম, এবং কথিত আত্মজ্ঞান-লক্ষণে লক্ষিত, অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয় (১) সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হন॥

ঐ ১৬।

গুরুভক্তস্ততো যঃ স্যাদ্বিদ্যায়াঃ শ্রবণে তথা।
আদৃতস্তু প্রমাদী চ মেধাবী স্ত্রীবিবর্জ্জিতঃ॥

ক্রিয়াস্ত্বং যদি তে বক্তুমিচ্ছা স্যাদ্দ্বিজসত্তম।
ব্রহ্মবিদ্যামিমাং তস্মৈ রক্ষকো যদি মে ভবেৎ॥

গুরুভক্ত, বিদ্যা শ্রবণ বিষয়ে আগ্রহাতিশয়যুক্ত, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্মচারী এবং এই বিদ্যা রক্ষা করিতে সমর্থ যে শিষ্য, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবার ইচ্ছা হইলে উপদেশ দেওয়া উচিত॥

আত্ম-পু ২।৯৬-৯৭।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥

যাঁহারা তপোনুষ্ঠানাদি দ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়াছেন, এবং যাঁহারা শান্ত, বৈরাগ্যশালী ও মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, আত্মবোধ তাঁহাদিগেরই প্রয়োজন, অতএব তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করা বিধেয়॥

অ-বো।

তজ্জ্ঞানং স চ শাস্ত্রার্থ স্তদ্বৈদগ্ধ্য মনিন্দিতং।
সচ্ছিষ্যায় বিরক্তায় সাধোর্যদুপদিশ্যতে॥

সংসারবিরক্ত সৎশিষ্যের প্রতি যাহা উপদেশ প্রদান করা যায়, সাধুদিগের তাহাই জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রার্থবোধ এবং তাহাই প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ সাধু ব্যক্তি যদি বিষয়বিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু সৎ শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান

হয়, উহারাও মনকর্ত্তৃক সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সমস্ত চিত্তসমাক্রান্ত স্ববিনাশে প্রবৃত্ত মূঢ়চেতাগণের আপদরাশি সন্দর্শন করিয়া পাষাণখণ্ডও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া রোদন করে, কিন্তু তাহাদিগের সেই দুঃখদশা সর্ব্বত্র এরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে, ভূমি হইতে ধূলিনিকারণের ন্যায় তাহাদিগের অন্তর হইতে ঐ সমস্ত দশা অপনয়ন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যো-বা-রা।

(১) সাধনচতুষ্টয় পদে চতুর্ব্বিধ সাধন বুঝায়। যথা,—(১) নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার; (২) ইহকালে ও পরকালে ফলভোগের ইচ্ছাভাব; (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তি; (৪) মোক্ষাভিলাষ।

না করেন, তবে তাঁহার সেই জ্ঞানও শাস্ত্রমর্ম্মার্থ বোধের এবং বিদগ্ধতার কোন প্রশংসা নাই ॥

যো-বা-রা ২।২।২০ ।

অশিষ্যায়াবিরক্তায় যৎকিঞ্চিদুপদিশ্যতে ।
তৎ প্রয়াত্যপবিত্রত্বং গোক্ষীরং শ্বদৃতাবিব ॥

বিষয়বিরাগবিহীন অপাত্রে উপদেশ প্রদান করা কুক্কুর চর্ম্মস্থিত দুগ্ধের ন্যায় অপবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন কুক্কুরের চর্ম্মস্থিত গোদুগ্ধ দ্বারা দৈবপৈত্রাদি কোন কর্ম্ম সফল হয় না, বরং তৎপ্রদানে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অপাত্রে সদুপদেশ প্রদান করিলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই সুফল দর্শে না বরং অহিতকর হইয়া থাকে(১) ॥

ঐ ২১ ।

শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্ব্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ ।
ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্রাজন্ কথঞ্চন ॥

বস্তুতঃ জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের অন্তঃকরণে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভাব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত ॥

ম-ভা সভাপর্ব্ব ৭৪।৭ ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্ ।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃপরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥

যাঁহার বুদ্ধি সত্ত্বগুণাবলম্বিনী,

(১) অধ্যাত্মশাস্ত্রে প্রাধান্যরূপে শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা। এই শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই জীবের পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এই শাস্ত্রকে সর্ব্বদা অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছিলেন যে, "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্"। অর্থাৎ ইহা বিদ্যার রাজা, ইহা গোপনীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ব্বোত্তম। ইহাই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধর্ম্ম, ইহার সাধন অতি সুখকর এবং ইহা অক্ষয়। তরলমতি অনধিকারীগণ দুর্ব্বিজ্ঞেয় যোগাধিগম্য শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ ইহার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া অশ্রদ্ধালু হইলেই, তদ্দ্বারা তাহাদিগের কল্যাণ সাধিত না হইয়া বরং মহান্ অকল্যাণ সাধিত হইতে পারে; এই অভিপ্রায়েই সাধুগণ তাহাদিগের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশে নিতান্ত পরাঙ্মুখ, নতুবা ইহা কদাচ তাঁহাদিগের অনুদারতার কার্য্য নহে। দেখ, যেমন যে ব্যক্তির জলসর্প ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার কৃষ্ণসর্প ধারণ করিতে ধাবমান হওয়া কেবল কালকবলে কলেবর সমর্পণ করিবার নিমিত্তই হয়, সেইরূপ যিনি জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী না হইয়া কর্ম্মকাণ্ড সকল পরিত্যাগ করত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে "জ্ঞানাদ্ধে নরকম্" অর্থাৎ কেবল জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমাণানুসারে কেবল নারকী হইতে হয়, ফলতঃ প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও লাভ হয় না। যে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের বিধানানুসারে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করতঃ সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া অভ্রান্ত হইবেন, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে ইচ্ছা করা বিধেয়, যেহেতু তাঁহারই ঐ ইচ্ছা আশু সফল হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাজ্যাকাঙ্ক্ষার ন্যায় কেবল উপহাসাস্পদমাত্র।

তিনি যৎকিঞ্চিৎ উপদেশপ্রাপ্ত হইলেই তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হয়েন, পরন্তু যাঁহার বুদ্ধি সত্ত্বগুণপ্রধান নহে, তিনি যাবজ্জীবন উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও মোহে আচ্ছন্ন থাকেন ॥

অ-সং ১৫।১।

ভব্যে তু শান্তমনসি লগত্যভ্যেত্য বিচ্যতিং।
প্রবিশ্যান্ত র্বিচারাখ্যা মর্চ্চিরর্কমণৌ যথা ॥

যেরূপ সূর্য্যকান্তমণিতে সৌরকর প্রবিষ্ট হইলে অগ্নিশিখা সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ ভব্য ও শান্তান্তঃকরণে উপদেশ সকল বিচার পূর্ব্বক গৃহীত ও অবিচ্যুতভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া একেবারে অন্তরে সংলগ্ন হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।৮৩।২১।

যেষাংগুণেষসন্তোষো রাগো যেষাং শ্রুতংপ্রতি।
সত্যব্যবসিনো যে চ তে নরাঃ পশবোঽপরে ॥

যাঁহাদিগের ধনাদি ভোগে বিরক্তি, অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাঁহাদিগের বিলক্ষণ অনুরাগ এবং সত্য ব্রহ্মে যাঁহারা নিতান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই যথার্থ নর ; অপরে পশুতুল্য ॥

যো-বা-রা ৪।৩২।৪১।

যতত্ত্বসারসংপ্রাপ্তৌ যে যশোনিধয়োধিয়ঃ।
ধনাধুরিসতাং গণ্যাস্তএব পুরুষোত্তমাঃ ॥

এই সংসারে যে সকল ধীসম্পন্ন যশোনিধি ব্যক্তিরা তত্ত্বজ্ঞানরূপ সার পদার্থের অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই সাধুদিগের অগ্রগণ্য এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ॥ যো-বা-রা ১।৩৩।৪৪।

অষ্টম অধ্যায়।

জ্ঞানসাধনার্থ বিচারের আবশ্যকতা কথন।

(জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশেষ কথন।)

বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ।
চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবেতি নিশ্চয়ম্ ॥
যেন জ্ঞানেন সংবিত্তে তজ্জ্ঞানংনিশ্চিতং চ মে।
বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতৎ সাক্ষাদনুভবেদ্যদা ॥

বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ ও অহঙ্কার হইতে অতিরিক্ত যে আত্মা, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ ও বুদ্ধ হয়েন, এই প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের নাম জ্ঞান, আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান ॥

অ-রা ৩।৪।৩৮-৩৯।

আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণঃস্যাচ্চিদানন্দাত্মকোঽব্যয়ঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জ্জিতঃ ॥
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্নপাবৃতঃ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণঃ ॥
অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে।

ঐ বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ,

সচ্চিদানন্দময়, অব্যয়, বুদ্ধ্যাদি উপাধিরহিত, সর্ব্বদা সমানাবস্থাপন্ন, স্বপ্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, সুতরাং স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণবিশিষ্ট এবং স্বকীয় প্রভাদ্বারা জগতের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারা যায় ॥

অ-রা ৩।৪।৪০—৪১।

আচার্য্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ ॥
আত্মনোর্জীবপরযোর্মূলাবিদ্যা তদৈব হি।
লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি ॥

যৎকালে মনুষ্যেরা আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করে, তৎকালে মূল অবিদ্যারূপ স্থূল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয় ॥

ঐ ৪২-৪৩।

সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যপচারোঽয়মাত্মনি।
ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ॥

উপরোক্ত অবিদ্যালয়াবস্থাকেই পণ্ডিতেরা আত্মার মোক্ষাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! এই তোমাকে মোক্ষের যথার্থ স্বরূপ কহিলাম ॥

ঐ ৪৪।

(বিচারজনিত জ্ঞানের প্রশংসা)

আগমোত্থংবিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং তথোচ্যতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরংব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥

জ্ঞান দুই প্রকার; আগমজনিত জ্ঞান ও বিবেকজনিত জ্ঞান। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ইত্যাদি মহোপদেশ বাক্য দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা আগমজনিত জ্ঞান, আর তত্ত্বসমূহের (১) বিচার ও ধ্যানদ্বারা অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা বিবেকজনিত জ্ঞান ॥ বি-পু ৬।৫।৬১।

অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।
যথা সূর্য্যস্তথাজ্ঞানংযদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্ ॥

হে বিপ্রর্ষে! প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় যে অজ্ঞান, তাহাতে শব্দাদি দ্বারা জাত অর্থাৎ মহোপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞান প্রদীপ স্বরূপ, পরন্তু

(১) ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), একাদশ ইন্দ্রিয়, (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয়েন্দ্রিয়াত্মক মনঃ) এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত, সামান্যতঃ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব। যথা,—

"প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ তন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়ম্।
ভূতানি চেতি সামান্যাচ্চতুর্ব্বিংশতিরেব তে" ॥ সাং সাং।

বিবেক অর্থাৎ বিচারজনিত তত্ত্বজ্ঞান সূর্য্য স্বরূপ(১) ॥বি-পু৬।৫।৬২ ।

নোৎপদ্যতে বিনাজ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা ক্বচিৎ ॥

যেমন সূর্য্যাদির প্রকাশ ব্যতিরেকে কুত্রাপি কোন পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইরূপ বিচার ব্যতিরেকে কর্ম্মোপাসনাদি অন্য কোন কারণে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার ব্যতিরেকে কখনই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না ॥

অ-অ ১১ ।

কোঽহং কথমিদঞ্চেতি যাবন্নান্তর্বিচারিতং।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতং ॥

আমি কে এবং কিরূপে কোথা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইল, যাবৎ এই প্রকার বিচার অন্তঃকরণে সমুদিত না হয়, তাবৎ কাল এই সংসারাড়ম্বর অন্ধকারের ন্যায় বিদ্যমান থাকে (১) ॥

যো-বা-রা,স্থিতিপ্রকরণ ।

পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ॥

যেমন একমাত্র অশ্রদ্ধা (বেদ ও উপনিষদাদি বাক্যে এবং গুরুর উপদেশেতে অবিশ্বাস) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কেবল বিচারের অভাব মাত্র, অতএব অপরোক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদাই বিচারপরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য ॥

প-দ ৯।৩১ ।

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধোভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ ॥

পরমাত্মার আভাসস্বরূপ জীব

(১) এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে কেবল আত্মাই নিত্য, কখনও তাঁহার বিনাশ কিম্বা ভাবান্তর হয় না। তিনি অনন্তকাল একরূপে বিদ্যমান থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দৃশ্য পদার্থ সকলই অনিত্য, অর্থাৎ আমরা যে সকল বস্তু দেখিতেছি, সর্ব্বদাই তাহাদিগের উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে এবং ভাবান্তর ঘটিতেছে। কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন এই জগৎ প্রপঞ্চ সমুদায়ই মিথ্যা। এইরূপে বস্তুর যে স্বরূপ নিশ্চয় তাহাকেই বিবেক বলা যায়। নিঃসংশয়রূপে আত্মা অনাত্ম বস্তুর স্বরূপ নিরূপণকেই পণ্ডিতগণ বিবেক বলেন। আত্মানাত্ম পদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের মধ্যে সহসা বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্যের উদয় হইলেই পুত্রকলত্রাদি সমস্ত অনাত্ম বিষয়ে বাসনা ত্যাগ হয় এবং সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগ হইলেই জীবের মুক্তি হয়। অতএব বিবেকজনিত যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই উৎকৃষ্ট।

(১) "আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদিরূপে আমরা সর্ব্বদা যে ব্যবহার করিতেছি, সেই আমি কে? অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? আর আমি এই যে জগৎকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাই বা কাহার ও কোথা হইতে সমাগত হইল, অর্থাৎ ইহার কর্ত্তাই বা কে, এবং ইহার উৎপত্তির প্রতি উপাদানই বা কি? যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান কি? শাস্ত্রানুসারে এবম্প্রকার অনুসন্ধানের নাম বিচার এবং এই বিচারই জ্ঞানের কারণ।

সকলেরই এই সংসার, ইহার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধও নাই, যদি পরমাত্মার সহিত সংসারের সম্বন্ধ থাকিত, তবে ইহাও তাঁহার ন্যায় নিত্য বস্তু হইত, এই প্রকার বিবেচনাকেই জ্ঞান বলা যায়, বিচার দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়॥ প-দ ৬।১১।

সদা বিচরযেত্তস্মাজ্জগজ্জীব পবাত্মনঃ।
জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥

অতএব সর্ব্বদা জগৎ, জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচার করা অতি কর্ত্তব্য; কারণ, জীব ও জগতের নশ্বর স্বভাব বিশেষরূপে বোধ হইলে তাহার বাধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়া অবশিষ্ট নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সুতরাং অবিদ্যাও নিবারিত হয়॥ ঐ ১২।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে॥

বিচারদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহার মধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যত-দিন পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে বিচারের সমাপ্তি হইবে॥ ঐ ১৫।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে।

সর্ব্বকারণ, জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন, এইরূপ যে জ্ঞান তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়, আর আমিই নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ পরব্রহ্ম, এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়॥ প-দ ৬।১৬।

তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থ মাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্যএব বিমুচ্যতে॥

পূর্ব্বোক্তরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধির নিমিত্ত আত্মতত্ত্ব বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু সেই বিচারক জীব উক্ত বিচারদ্বারা সর্ব্বপ্রকার সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্বরায় কৈবল্যানন্দ উপভোগ করতঃ চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিতি করে॥ ঐ ১৭॥

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি॥

যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ না হয়, তথাপি তাহা নিরর্থক হইবার নহে; জন্মান্তরে তাহা সম্পন্ন হয়॥ প-দ ৯।৩৩।

বিচারং তীক্ষ্ণ[illegible] [illegible]।
দীর্ঘ সংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধঃ॥

আত্মবিচার দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেই তদ্দ্বারা অনায়াসে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিচারই এই সংসাররূপ রোগের মহৌষধ॥ যো-বা-রা ২।১৪।২।

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥

গমনকালে বা স্থিতিকালে, জাগ্রদবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ববিচারে আসক্ত না হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা মৃত কহেন॥

যো-বা-রা, উপশমপ্রকরণ।

বর্ণাশ্রমবয়োবেশাধ্যয়নাচারসুন্দরঃ।
বিনা বিচারবৈরাগ্যৈঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ॥

জাতি, আশ্রম, বয়স, বেশ, অধ্যয়ন ও আচার বিষয়ে সুন্দর হইলেও যদি বিচার ও বৈরাগ্য না থাকে, তবে সে ব্যক্তি পশুই, ইহাতে সন্দেহ নাই (১)॥ বো-সা।

তীক্ষ্ণে বিচারবৈরাগ্যে চিত্তে যস্য বিরাজতে।
স পণ্ডিতঃ কিমেতস্য সাধনান্তরচিন্তনৈঃ॥

যাঁহার চিত্তে তীক্ষ্ণ বিচার ও বৈরাগ্য নিশ্চিতভাবে বিরাজ করিতেছে, তিনিই পণ্ডিত, তাঁহার আর অন্য সাধনচিন্তায় আবশ্যক কি?

বো-সা।

(বিচারকালে অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় তর্কের আলোচনা করা অবিধেয়)

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ॥

যদি স্বীয় অনুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকেরা কি প্রকারে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেন? যেহেতু তর্কের সমাপ্তি নাই, অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা একপ্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিমান্ অন্য ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া অন্যপ্রকার নিরূপণ করিতে পারে॥ প-দ- ৬।২৯।

বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাং॥

যদিও কেবল তর্কদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় না হউক, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভব ধারণা করিবার নিমিত্ত সম্ভাবিত তর্ক যদি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় অনুভব অনুসারে অনুগত তর্ক আলোচনা কর, কিন্তু কোন প্রকারে কুতর্ক আলোচনা করিও না, যেহেতু

---

(১) অবিচারপরায়ণ দুর্মতিদিগের হৃদয় পাষাণময়। তাহারা অন্ধ হইতেও অন্ধ, তাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল নিরন্তর দুঃখপরম্পরা ভোগ করে। বিচারদ্বারা সত্যকে অবলম্বন ও অসত্য সমুদয়কে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বিচার ব্যতিরেকে সত্যতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওনের উপায়ান্তর নাই। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে [illegible]বিশ্রান্তি ও, আত্মবিশ্রান্তি হইতে [illegible] পরম[illegible]লাভ হইতে পারে। অতএব বুদ্ধিমান [illegible] সংসার পারের নিমিত্ত [illegible] বিচার [illegible] চিন্তা করিবেন।

কুতর্কদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্ট হয়(১)॥

পা-দ ৬।৩০।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কেবল শাস্ত্রকেই আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা বিধেয় নহে, কিন্তু যুক্তিকেও অবলম্বন করিবে, কেন না যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়॥ ম-সং ১২।১১৩ (টীকা)।

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানং।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥

"এই (বিশ্বের) আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক (বস্তু ছিল ও থাকিবে), মধ্যেও কেবল তাহাই"; বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ ও অনুমান বা যুক্তিদ্বারা এই প্রকার যে বিবেক উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞান॥ ভা-পু-১১।২৮।১৯।

নবম অধ্যায়।

আত্মবিচার।

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥

"নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়াযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের যে সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায়, সেই

(১) তত্ত্ববিচারে প্রবর্ত্ত হইলে বিচার্য্য বিষয়ের পোষকতার নিমিত্ত কতিপয় প্রমাণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। জগতের অবস্থা ও পদার্থ সকল নানা প্রকার থাকা প্রযুক্ত তত্ত্বদ্গ্রাহক প্রমাণও নানাপ্রকার হয়। এই প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। নৈয়ায়িকমতে প্রমাণ চারি প্রকার,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) শাব্দ বা আগম। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের সাক্ষাৎভাবে অনুভবের নাম প্রত্যক্ষ; অপ্রত্যক্ষ বিষয় নির্ণয় করণের প্রত্যক্ষ হেতুর নাম অনুমান বা যৌক্তিকপ্রমাণ; অজ্ঞাত-আকারাদি বস্তুকে অন্য বস্তুর সহিত উপমা দেওয়া যায়, তাহার নাম উপমান, এবং ভ্রমপ্রমাদশূন্য বেদাদি শাস্ত্রোক্ত উপদেশিক বাক্য সকলের নাম শাব্দ বা আগম প্রমাণ॥ বৈশেষিকেরা এবং বৌদ্ধেরা দুই প্রমাণ স্বীকার করেন, (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান॥ সাংখ্যাদি তিন প্রমাণ স্বীকার করেন,—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) শাব্দ। চার্ব্বাক্ ও নাস্তিকেরা প্রত্যক্ষমাত্র এক প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য এবং বেদান্তিকেরা যুক্তিকেও প্রমাণ বলেন। "আগমস্যাবিরোধেনঊহনং তর্ক উচ্যতে," অর্থাৎ আগমের অবিরুদ্ধ ঊহনের নাম তর্ক। তর্ক এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন শাস্ত্র ও যুক্তির সহিত কোন প্রকারে বিরোধ না ঘটে। শাস্ত্র ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া তর্ক করিলে কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা কোন পদার্থ স্থিরীকৃত হয় না। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত যে বাদ প্রতিবাদ, তাহাই যথার্থ তর্ক শব্দে অভিহিত হয়। কিন্তু কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ এবং অপবিত্র, মিথ্যা কল্পনা ও অনুভবের অগম্যাগম্যকারী বাক্যসকলের দ্বারা যুক্তি অবলম্বন করা কদাচ উচিত হয় না।

প্রকৃতি দুই প্রকার, মায়া ও অবিদ্যা॥ প-দ-১।১৫।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াহবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বোবশীকৃত্য তাংস্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্টা যে প্রধানা, তাহার নাম মায়া এবং তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণসম্পন্না যে প্রধানা, তাহার নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাত্মা বা চৈতন্য, তিনি সেই মায়াকে বশীকৃত অর্থাৎ স্বাধীনীকৃত করিয়া বর্ত্তমান সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন॥ ঐ ১৬।

অবিদ্যাবশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥

উক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাত্মা, তিনি সেই অবিদ্যার বশীভূত হইয়া জীব নামে খ্যাত হয়েন। সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মলিনতার তারতম্য অনুসারে ঐ জীব উপাধিভেদে দেব, মনুষ্য ও তীর্য্যগাদি অনেক প্রকার হয়। সেই অবিদ্যার(১) নাম কারণশরীর এবং কারণশরীরাভিমানী জীবগণকে প্রাজ্ঞ বলা যায়॥" ঐ ১৭।

তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎপবনতেজোহম্বুভুবোভূতানি জজ্ঞিরে॥

সেই প্রাজ্ঞ প্রভৃতির (সুখ দুঃখ) ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজঃ জল ও ভূমি, এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়॥ প-দ ১।১৮।

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকং।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বগুণাংশ হইতে ক্রমান্বয়ে শ্রোত্র,

(১) অনাদি অবিদ্যা বর্ণনার অতীত, যেহেতু মায়ার অনন্ত শক্তির ইয়ত্তা করা কাহারও সুসাধ্য। যে অবিদ্যা মায়ার শক্তিতে এই নিখিলজগৎ বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা বা অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া অতি দুষ্কর ব্যাপার। তবে অবিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের উক্তি অনুসারে এইমাত্র বলা যায় যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ইন্দ্রজালের ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়, বা মরুভূমিস্থ মরীচিকার ন্যায়, অথবা রজ্জুসর্পের ন্যায় আত্মায় কল্পিত মাত্র। বাস্তবিক ইহা কোন বস্তু নহে; কেবল অন্তঃকরণের ভ্রান্তিমূলক দীর্ঘসংস্কার প্রবাহ মাত্র। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত হইলেই ইহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অনাদি অবিদ্যাকে কারণোপাধি বলা যায়, অবিদ্যা দ্বারাই নিরুপাধিক আত্মার দেব, মনুষ্যাদি নানারূপ উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই উভয় দেহের কারণ আদিরহিত ও অবাচ্য; জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক যে অজ্ঞান, তাহাই কারণশরীর নামে কথিত হয়। অপিচ, গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে যে, "অনাদ্যবিদ্যাঽনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে। উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥" অর্থাৎ অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই কারণশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হয়, অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীররূপ উপাধিত্রয় হইতে বিভিন্ন পরমাত্মাকে নিশ্চয় করিবে। আত্মানাত্মবিবেক।

ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়॥

প-দ ১।১৯।

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তৎ দ্বিধা।
মনোবিমর্ষরূপং স্যাৎবুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥

উক্ত সমুদায় পঞ্চভূতের সত্ত্ব-গুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, তাহা বৃত্তিভেদে দুই প্রকার, মন ও বুদ্ধি। অন্তঃ-করণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে মন ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়॥

ঐ ২০।

রজোংংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাকপাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যে-কের রজঃগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়॥

ঐ ২১।

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণোবৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ॥

উক্ত সমুদায় পঞ্চভূতের রজঃ-গুণের সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, তাহাও বৃত্তিভেদে পঞ্চবিধ, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান (১)॥ প-দ ১।২২।

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টিকে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর বলা যায়॥ ঐ ২৩॥

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টি সমষ্টিতা॥

তমোমিশ্রিত সত্ত্বপ্রধান অবি-দ্যাতে উপহিত প্রাজ্ঞ নামা জীব উক্ত (তেজঃ শব্দবাচ্য অন্তঃ-করণোপলক্ষিত) লিঙ্গশরীরে অভিমান বশতঃ তৈজস নামে অভিহিত হয় এবং বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান মায়াতে উপহিত ঈশ্বর ঐ লিঙ্গশরীরে অভিমানবশতঃ হিরণ্য-গর্ভ নামে উক্ত হয়েন। কিন্তু উভ-য়েই লিঙ্গ শরীরাভিমানী হেতু সমান হইলেও তদুভয়ের প্রভেদ এই যে,

(১) নাসিকাস্থিত বায়ুকে প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুকে অপান, উদরস্থিত বায়ুকে সমান, কণ্ঠস্থিত বায়ুকে উদান এবং সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরব্যাপী বায়ুকে ব্যান বলা যায়।

ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানীকে তৈজস ও সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ বলা যায়॥ প-দ ১।২৪।

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥

হিরণ্যগর্ভ নামধারী ঈশ্বর, লিঙ্গ শরীরোপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব সমূহের সহিত আপনার অভেদত্ব বা একত্ব জ্ঞাত থাকা হেতু তিনি সমষ্টি শব্দে উক্ত হয়েন, আর সেইরূপ জ্ঞানের অভাব হেতু তৈজস সকল ব্যষ্টিশব্দে কথিত হয়েন॥

ঐ ২৫।

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকং॥

সেই তৈজস প্রাজ্ঞদিগের ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগের আয়তন, অর্থাৎ জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর উৎপাদন করণার্থ হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত করিলেন॥ প-দ ১।২৬।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চপঞ্চ তে॥

পঞ্চীকরণের ক্রম এই যে, আকাশ প্রভৃতি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে দুই দুই অংশে বিভক্ত করণানন্তর সেই [illegible] দুই অংশের এক এক অংশকে পুনর্ব্বার চারি চারি অংশে বিভক্ত করিয়া স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারিভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশেতে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করাতে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল॥ প-দ ১।২৭।

তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।
হিরণ্যগর্ভঃস্থূলেঽস্মিন দেহে বৈশ্বানরোভবেৎ
তৈজসাবিশ্বতাং যাতাদেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ॥

এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ লোক, তত্তৎলোকোচিত ভোগ্য পদার্থ সকল ও তত্তৎ ভোগোপযুক্ত স্থূল শরীর সকল হিরণ্যগর্ব্ভ-ঈশ্বরাজ্ঞায় উৎপন্ন হইল। সেই স্থূল শরীরের সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের অভিমান হেতু তিনি বৈশ্বানর বা বিরাট্‌শব্দের বাচ্য হয়েন এবং ব্যষ্টি স্থূলশরীরে অভিমানী হেতু দেব, তির্য্যক্ ও নরাদি তৈজস-জীব সকল বিশ্ব শব্দের বাচ্য হয়েন (১)॥

ঐ ২৮।

(১) যেরূপ বন বৃক্ষসমূহের সমষ্টি এবং বৃক্ষ সকল বনের ব্যষ্টি, আর যেরূপ জলাশয় জলের সমষ্টি এবং জল জলাশয়ের ব্যষ্টি, তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর একত্রীভূতরূপে সমষ্টি এবং পৃথক্‌রূপে ব্যষ্টি হয়। এই স্থূল শরীরের সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই সর্ব্বদেহাভিমানী ও বিবিধ প্রকারে বিরাজমান থাকা হেতু বৈশ্বানর বা বিরাট শব্দের বাচ্য হয়েন এবং ব্যষ্টি স্থূল শরীরে

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
সমায়ী সৃজতীত্যাহঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকাশ আছে যে, পরব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং সেই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিবে। সেই মায়োপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বরই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন॥

প-দ ৪।২।

বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতিকামতঃ।
তপস্তপ্তাহসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্যক্ত আছে যে, "আমি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া বহু শরীরে ব্যাপ্ত হইব," এবম্প্রকার তপস্যা অর্থাৎ সংকল্প দ্বারা ঈশ্বর সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন॥

ঐ ৫।

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়াভাবাইত্যাথর্ব্বণিকী শ্রুতিঃ॥

অথর্ব্ব বেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে বিদিত আছে যে, যদ্রূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার চেতন জীব ও জড় (অচেতন) পদার্থ সকল উদ্ভব হইয়াছে॥ প-দ ৪।৭।

কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃপ্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য এই যে,ঈশ্বর জীবচৈতন্যরূপে সমুদায় জীবদেহে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তিনি জীবদেহে প্রবেশ করতঃ প্রাণধারণ করিতেছেন বলিয়া জীব নামে খ্যাত হয়েন॥

ঐ ৯।

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘোজীবউচ্যতে।

সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত চৈতন্য, (সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম) পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিরূপ লিঙ্গদেহ এবং সেই লিঙ্গদেহমধ্যে স্থিত চৈতন্যপ্রতিচ্ছায়া, এই সকলের সমষ্টিকে জীব বলা যায়॥ ঐ ১০।

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাংসর্ব্বংপ্রকল্পিতং॥

আনন্দময়স্বরূপ ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময়রূপ জীব উভয়েই মায়াদ্বারা কল্পিত এবং তদুভয় হইতে এই সমুদায় চেতনাচেতনাত্মক জগৎ রচিত হইয়াছে॥ প-দ ৬।২১২।

উপহিত চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান পরিত্যাগ না করিয়া স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হয়েন বলিয়া তাঁহাকে বিশ্ব বলা যায়। "যদ্রূপ বনে ও বৃক্ষে,বনাবচ্ছিন্ন আকাশে ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশে, জলাশয়ে ও জলে এবং জলাশয়প্রতিবিম্বিত আকাশে ও জল প্রতিবিম্বিত আকাশে কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ স্থূল শরীরের সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে এবং স্থূল শরীরের সমষ্টিগত উপহিত বৈশ্বানরে ও স্থূল শরীরের ব্যষ্টিগত উপহিত, বিশ্বেরও কোন প্রভেদ নাই।" বে সাঃ।

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারোজীবকল্পিতঃ॥

সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প অবধি সর্ব্ববস্তুতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরকর্তৃক এবং জাগ্রতাবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্তৃক কল্পিত হইয়াছে॥ প-দ ৬।২১৬।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যানির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥

(সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম চৈতন্যই জীব চৈতন্যরূপে সর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখদুঃখাদি অনুভব করণের কারণ এই যে) পরমেশ্বরীয় মায়ার যেমন জগৎ সৃজন-শক্তি আছে, সেইরূপ তাহার মোহন-শক্তিও আছে; জীবগণ সেই শক্তি প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরত্ব বিস্মৃতিপূর্ব্বক সাংসারিক সুখ দুঃখ অনুভব করে॥ প-দ-৪।১১।

তে পরাগদর্শিনঃ প্রত্যক্তত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্মভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥

অনাত্মদর্শী ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত দেব মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগার্থ সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তত্তৎ কর্ম্মফলে দেবাদি শরীরে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তৎফল স্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করে॥

প-দ ১।২৯।

নদ্যাং কীটাইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তোজন্মনোজন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিং॥

যেমন নদীপ্রবাহে পতিত কীট সকল আবর্ত্ত হইতে আবর্ত্তান্তরে পতিত হয়, সেইরূপ জীবগণ জন্ম মরণরূপ সংসার-নদীতে পুনঃ পুনঃ আবার্ত্তিত হইয়া কোন মতে নিবৃত্তি অর্থাৎ নিরতিশয় সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ৩০।

সৎকর্ম্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথা সুখং॥
উপদেশমবাপ্যৈব মাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাং॥

যদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত নদীপ্রবাহগত কীট সকল পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য-কর্ম্ম পরিপাক দ্বারা কোন কৃপালু পুরুষ কর্তৃক নদীপ্রবাহ হইতে উদ্ধৃত হইয়া তীরবর্ত্তী তরুচ্ছায়া প্রাপ্ত হইলে বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ অনাত্মদর্শী জীবগণ পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম পরিপাক দ্বারা কোন তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোষের

বিবেচনা করতঃ নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥

প-দ ১।৩১—৩২ ।

অন্নং প্রাণোমনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং
ব্রজেৎ ॥

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, আত্মার এই পঞ্চবিধ আবরণ শরীর-কোষের ন্যায় আচ্ছাদক হেতু কোষশব্দে অভিহিত হয়। কোষকার কীট অর্থাৎ গুটীপোকার ন্যায় আত্মা সেই পঞ্চকোষ দ্বারা সমাবৃত হইয়া স্ব স্বরূপের বিস্মরণহেতু জননাদিরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়েন (১) ॥

ঐ ৩৩ ।

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থোদেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূল শরীর, তাহাকে অন্নময় কোষ বলা যায় এবং লিঙ্গ শরীরে বর্ত্তমান রজোগুণের কার্য্যভূত বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত যে প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ, তাহা প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত হয় ॥

প-দ ১।৩৪ ।

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥

সত্ত্বগুণের কার্য্যভূত শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংশয়াত্মক যে মন, তাহাকে মনোময়কোষ বলা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা যে বুদ্ধি তাহা বিজ্ঞানময়কোষ শব্দের বাচ্য হয় ॥ ঐ ৩৫ ।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদি বৃত্তিভিঃ।
তত্তৎকোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়োভবেৎ ॥

কারণশরীরভূতা যে অবিদ্যা, তাহাতে স্থিত ইষ্ট-দর্শনাদি লাভরূপ ভোগজন্য প্রীতি আমোদাদি বৃত্তির সহিত যে মলিন সত্ত্বগুণ, তাহাকে আনন্দময়কোষ কহা যায়। এই পঞ্চকোষের মধ্যে প্রত্যেক কোষেই আত্মার অভিমান থাকা হেতু তিনি তত্তৎশব্দে উক্ত হয়েন (১) ॥ ঐ ৩৬ ।

---

(১) যেমন সরোবরাদিস্থিত সলিলরাশি তদুৎপন্ন শৈবালাদিদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না, সেইরূপ আত্মা নিজ শক্তি হইতে সমুৎপন্ন অবিদ্যা পঞ্চকোষ দ্বারা সমাবৃত থাকিয়া প্রকাশ পান না। সেই শৈবালাদি সম্যক্‌রূপে দূরীকৃত করিলে স্বচ্ছ জলরাশি প্রকাশমান হইয়া অবিলম্বে পুরুষের তৃষ্ণা নাশকর হয়, তদ্রূপ আত্মা পঞ্চকোষরূপ আবরণ রহিত হইলে সর্ব্বভূতগত স্বতঃসিদ্ধ নিত্যানন্দ পরম জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইয়া পুরুষের পরম সুখপ্রদ হয়েন।

(১) "আমার শরীর," ইত্যাকারে অন্নময়কোষে আত্মার অভিমান থাকা হেতু তাঁহাকে অন্নময়, "আমার

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততোভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥

স্থূল শরীরকে অন্নময়কোষ বলা যায়; সেই কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ, তাহা হইতে অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, তাহা হইতে অভ্যন্তরে কর্ত্তৃশব্দবাচ্য বিজ্ঞানময়কোষ এবং তাহা হইতেও অভ্যন্তরে ভোক্তৃশব্দবাচ্য আনন্দময়কোষ, পরম্পরা ক্রমে বর্ত্তমান এই পঞ্চকোষকে গুহা বলা যায়॥ প-দ ৩।২।

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥

যদ্রূপ নীলবস্ত্রাদির সংসর্গে নির্ম্মল স্ফটিক মণিকে নীলাদি বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, তদ্রূপ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সংযোগে বিশুদ্ধ আত্মাকে পঞ্চকোষময় বলিয়া প্রতীতি হয়, অর্থাৎ যেমন যথার্থতঃ স্ফটিক মণির নীলাদি বর্ণ নাই, সেইরূপ আত্মারও পঞ্চকোষময় শরীর নাই॥ আ-বো ১৪।

প্রাণ" ইত্যাকারে প্রাণময়কোষে আত্মার অভিমান থাকা জন্য তাঁহাকে প্রাণময়, "আমার মন" ইত্যাদাবে মনোময়কোষে আত্মার অভিমান থাকা প্রযুক্ত তাঁহাকে মনোময়, "আমার বুদ্ধি" ইত্যাকারে বিজ্ঞানময়কোষে আত্মার অভিমান থাকা বশতঃ তাঁহাকে বিজ্ঞানময়, এবং "আমার আনন্দ" ইত্যাকারে আনন্দময়কোষে আত্মার অভিমান থাকা বিধায় তাঁহাকে আনন্দময় শব্দে উক্ত করা যায়।

বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যাবঘাততঃ।
আত্মানমান্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা॥

তণ্ডুল যেরূপ তুষাদি দ্বারা সমাবৃত থাকে, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষাদি দ্বারা পরিবৃত থাকেন, এবং যেমন যথাবিহিত উপায় দ্বারা তুষাদি পরিবর্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ তণ্ডুল গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ন্যায়সঙ্গত যুক্তি অনুসারে বিচারদ্বারা তন্নতন্নরূপে কোষপঞ্চক পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ আত্মাকে নির্ণয় করা যাইতে পারে॥ আ-বো ১৫।

পঞ্চানামপি কোষাণাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ
তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥

বেদপ্রমাণ অনুসারে বিচারদ্বারা পরমাত্মা হইতে উক্ত পঞ্চকোষ প্রতিষেধ হইলে পরে, সেই প্রতিষেধের শেষ সীমাস্বরূপ, সাক্ষীস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই আত্মা॥ বি-চু ২১২।

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥

পঞ্চকোষ হইতে বিভিন্ন এই আত্মা স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ, জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, নিত্য, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সদানন্দ;

এবম্বিধ পরমাত্মা পণ্ডিত কর্তৃক আপনার আত্মারূপে জ্ঞানগম্য হয়েন ॥ বি-চূ ২১৩।

পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়োনাত্মা প্রাক্‌চোর্দ্ধং তদভাবতঃ ॥

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন হইতে জায়মান্ যে শুক্রশোণিত, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্ষীরও অন্নাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত স্থূলশরীরকে অন্নময়কোষ বলা যায়; এই অন্নময়কোষকে অবিনাশী আত্মা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের উত্তরে স্থূল শরীরের অভাব হয়, অর্থাৎ স্থূলশরীর অনিত্য পদার্থ মাত্র (১) ॥ প-দ ৩১৩।

(১) স্থূল শরীরেরই নাম অন্নময়কোষ। পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নাদি বস্তু সকল শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইলে পরে পিতৃমাতৃ মিলন হেতু ঐ শুক্র ও শোণিত শরীরাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই শরীর অন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্নরসবিহীন হইলে দিন দিন ক্ষীণপ্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। যেরূপ কোষ অসিকে, তুষ তণ্ডুলকে, ও জরায়ু গর্ভস্থ সন্তানকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ স্থূল শরীর আত্মাকে আবরণ করে, এই নিমিত্ত ইহাকে অন্নকোষ বলা যায়। ত্বক্, রক্ত, মাংস, অস্থি ও মলমূত্র পরিপূর্ণ, বিশেষ বৈলক্ষণ্যযুক্ত জড়স্বভাব, অনিত্য অচিরস্থায়ী ও অতি অমঙ্গলের আস্পদ এই অন্নময়কোষ স্থূলশরীর কিরূপে, সর্ব্বান্তর্যামী সকলের স্বরূপ অনন্ত অবিনাশী আত্মশব্দের বাচ্য হইতে পারে?

যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, যে স্থূলশরীর দ্বারা গমনাগমন, ও শ্রবণাদি ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন

পূর্ণোদেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃপ্রাণময়োনাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ ॥

ব্যানরূপে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ আপাদ

হইয়া থাকে, তাহাকে কি প্রকারে জড়, অনিত্য ও অমঙ্গলের আস্পদ বলা যাইতে পারে এবং তাহা হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্যই বা কিরূপ? এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রথমতঃ শরীরের জড়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এই যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদের মধ্যে পৃথিবীর পাঁচ গুণ,—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ নয় প্রকার,—ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ। জলের চারি গুণ,—রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে জলের নিজগুণ রস ছয় প্রকার,—মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। তেজের তিন গুণ,—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে তেজের নিজগুণ রূপ ষোড়শ প্রকার,—হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। বায়ুর দুই গুণ,—স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে বায়ুর নিজগুণ স্পর্শ একাদশ প্রকার,—উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু ও গুরু। আকাশের একমাত্র গুণ,—শব্দ। শব্দ সাত প্রকার,—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, ও শকটাদি অপ্রাণীদিগের যে সকল শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদায়ই আকাশসম্ভূত। এক্ষণে দেখ, এই পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতকে কেবল তুমিই জানিতে পারিতেছ, কিন্তু ইহারা আপনাকে আপনি জানিতে পারিতেছে না এবং পরস্পর পরস্পরকেও জানিতে পারিতেছে না, সুতরাং ইহারা অত্যন্ত জড়-স্বরূপ এবং এই জড় মহাভূতগণের অংশ হইতেই যাবতীয় শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই শরীরের মধ্যে যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী, যাহা তরল তাহা জল, যাহা উষ্ণ তাহা তেজ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহা বায়ু এবং যাহা ছিদ্রস্বরূপ তাহা আকাশ। এইরূপে পাঁচটী মহাভূতই এই শরীরে দৃষ্ট হইতেছে।

মস্তক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া | অন্নময় শরীরকে বলাধান করত

সেই পঞ্চমহাভূত অস্থিমাংসাদি পঞ্চবিংশতি গুণে পরিণত হইয়া শরীরাবয়বরূপে সংগঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পৃথিবী—অস্থি, মাংস, স্নায়ু (বায়ুবাহিনী নাড়ী) ত্বক্‌ ও লোম এই পঞ্চ প্রকারে; জল—রেত, পিত্ত, স্বেদ, লালা ও রক্ত এই পঞ্চপ্রকারে; তেজ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি, ও আলস্য এই পঞ্চ প্রকারে; বায়ু—ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামন, চলন ও সঙ্কোচন এই পঞ্চপ্রকারে এবং আকাশ—কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক এই পঞ্চপ্রকারে পরিণত হয়। পৃথিবী ভয়, জল মোহ, অগ্নি ক্রোধ, বায়ু কাম এবং আকাশ লোভ।

যদি বল, পঞ্চমহাভূত পরস্পর পরস্পরে অণুপ্রবেশ করিয়া যে পঞ্চীকরণ হয়, তদ্দ্বারা কোন্ ভূত কোন্ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদিগের অবস্থানই বা কোথায়? তাহাও কথিত হইতেছে।—অস্থি মুখ্য পৃথিবী, যেহেতু ইহার কাঠিন্য দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়; পীতবর্ণ মাংস উদক, যেহেতু ইহা দ্রবত্বযুক্ত; স্নায়ু তেজ, যেহেতু ইহাদ্বারা জ্বর সন্তাপের অনুভব হয়; ত্বক্ বায়ু, যেহেতু ইহা স্পর্শধর্ম্মযুক্ত; লোম আকাশ, যেহেতু ছেদনে দুঃখবোধ হয় না। রেত মুখ্য জল, যেহেতু ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয়; শুক্লবর্ণ পিত্ত তেজ, যেহেতু উষ্ণাঙ্গ; স্বেদ বায়ু, যেহেতু ইহা শ্রমের আনুসঙ্গিক; নাসা আকাশ, যেহেতু উহা ঊর্দ্ধাধোগামী; রক্ত পৃথিবী, যেহেতু ইহা লোহিত। ক্ষুধা মুখ্য অগ্নি, যেহেতু ইহার পাকসামর্থ্য ও প্রসাদজনকত্ব আছে; তৃষ্ণা বায়ু, যেহেতু ইহা কণ্ঠৌষ্ঠশোষক; নিদ্রা আকাশ, যেহেতু ইহা শূন্যস্বভাব; কান্তি উদক, যেহেতু শীতলতা ও উষ্ণতার সম্বন্ধ অনুসারে ইহা কৃষ্ণত্ব ও লোহিতত্বাদি প্রাপ্ত হয়; আলস্য পৃথিবী, যেহেতু ইহা জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট। ধারণ মুখ্য বায়ু, যেহেতু ইহা বলকারক; প্রসারণ আকাশ, যেহেতু ইহা ব্যাপক; উৎক্রমণ তেজ, যেহেতু ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাপারবিশিষ্ট; চলন উদক, যেহেতু ইহা শিথিলতাস্বরূপ; সঙ্কোচন পৃথিবী, যেহেতু ইহা জাড্য; মস্তকের অবকাশ মুখ্য আকাশ, যেহেতু ইহা অনাহত শব্দস্থান; কণ্ঠের অবকাশ বায়ু, যেহেতু ইহাতে মুখ ও নাসিকা দিয়া বায়ু সঞ্চারিত হয়; হৃদয়ের অবকাশ অগ্নি, যেহেতু ইহা সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, উদরের অবকাশ জল, যেহেতু ইহা জলাশয় এবং কটির অবকাশ পৃথিবী, যেহেতু ইহা গন্ধস্থান। এই সকল জড় অবয়ব একত্রীভূত হইয়া শরীররূপে প্রকাশ পায়, অতএব এই শরীরও জড়। যদি বল, শরীর জড় পদার্থ হইলে ইহা কি প্রকারে সুখদুঃখ অনুভব করে, তন্নিমিত্ত বলা হইতেছে যে, শরীর সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, যেহেতু ইহা ভৌতিক ও জড়। ভূতগণের অনুভব করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই; ইহারা পঞ্চীকৃত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই অংশগুলিরও অনুভব করিবার শক্তি নাই, সুতরাং অংশসমষ্টি হইতে সমুৎপন্ন দেহ কিরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? অপিচ, এই দেহ বিদ্যমান থাকিয়াও কখন কখন ইহা ঊর্দ্ধদেশে আছে কি নিম্নদেশে আছে, তাহাও জানিতে পারে না। আরও দেখ, সুষুপ্তি (প্রগাঢ় নিদ্রা) কালে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া আভরণাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে দেহ কিছুই জানিতে পারে না। অতএব ইহা ঘটাদির ন্যায় ভৌতিক ও জড় পদার্থ মাত্র।

অনন্তর দেহের অনিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এই যে আকাশ দৃশ্যমান হইতেছে, কেবল অবকাশ প্রদান করাই ইহার ধর্ম্ম; এই যে বায়ু, ইহা কেবল ধারণ করিতেই চেষ্টা করে; অগ্নি কেবল জ্বলিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা দহন করে; জল কেবল সমভাব প্রাপ্তির নিমিত্তই ইতস্ততঃ প্রসরণ করে এবং পৃথিবী কেবল বিশীর্ণ হইতেই ইচ্ছা করে। এইরূপে যখন পঞ্চভূতই নিয়ত কেবল স্বীয় স্বীয় পথাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদিগের অংশসমষ্টি হতে সমুৎপন্ন স্থূলশরীরের অনিত্যত্ব নিশ্চিত।

অনন্তর দেহের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শিত [illegible]তেছে।—জন্মকালে দেহ অত্যন্ত মলবিশিষ্ট ও [illegible]বিত্র বলিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] দশ প্রকার দোষে দূষিত; যথা—অপবিত্রতা, [illegible]হীনতা, দুর্গন্ধতা, পতনশীলতা, মলিনতা, জড়তা [illegible], দহনপ্রবণতা, শিথিলতা, নানারোগগ্রস্ততা [illegible]তা এবং আন্থি-

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তক যে পঞ্চবায়ু, তাহাকে প্রাণ-

যতা, এই দ্বাদশবিধ দোষবিশিষ্ট স্থূলশরীর কেবল অমঙ্গলের আস্পদ মাত্র।

এক্ষণে স্থূলদেহ হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইতেছে।—দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা যে দৃশ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন এই কথা সর্ব্বসাধারণের বিদিত আছে, যেমন ঘট ঘটদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন। যদ্রূপ ঘটাদি পদার্থকে রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ দেহও রূপাদিযুক্ত বলিয়া চক্ষুরাদি করণদ্বারা "এই শরীর সুন্দর, এই শরীর কৃশ" ইত্যাদিরূপে উপলব্ধ হয়। "এই শরীর আমার" এইরূপে শরীরের প্রতীতি হয়, অতএব ইহা হইতে ভিন্ন আমি, অর্থাৎ অহংভাবাপন্ন আত্মা, ইহার দ্রষ্টা এবং ইহা আত্মার দৃশ্য। যেমন অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মাও দৃশ্য দেহ হইতে বিভিন্ন। স্বপ্ন ও মরণাদিকালে এই ভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। দেখ, স্বপ্নাবস্থায় হয় ত কোন ব্যক্তি দিব্যশরীর লাভ করিয়া তদুপযুক্ত ভোগ্য বিষয় ভোগ করে এবং স্বপ্নাবসানে জাগরিত হইয়া আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্য শরীরবিশিষ্ট দর্শন করে। তখন সে ব্যক্তি মনে মনে এইরূপ বলিতে থাকে যে, "যে আমি দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবভোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াছিলাম, সেই আমিই আবার মনুষ্য হইয়া অবস্থান করিতেছি।" এমতে দেবতা ও মনুষ্য উভয় অবস্থাতেই যিনি এক আমিরূপে সমস্ত জানিতে পারিতেছেন, তিনি এক বস্তু এবং দেব-শরীর নষ্ট হইলেও সেই এক আমিত্বের আশ্রয় স্বরূপ পদার্থের নাশ হয় না। এইরূপে নিদ্রা, মরণ ও মূর্চ্ছাকালে দেহ পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকে, অথচ তাহার পূর্ব্ব মত গতি প্রভৃতি কার্য্য দৃষ্ট হয় না। জাগরণকালে পুনর্ব্বার তাহা দেখা যায়, সুতরাং যখন এক বস্তুর এক সময় গতি প্রভৃতি কার্য্য দেখা যাইতেছে ও অন্য সময় দেখা যাইতেছে না, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ কার্য্যগুলি ঐ বস্তুর আয়ত্ত নহে, অন্য কোন বস্তুর সাহায্যেই উহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যখন সেই সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তখনই কার্য্যগুলি থাকে, আর যখন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, তখন কার্য্যগুলি থাকে না। অতএব দেহের নিদ্রা, মরণ ও মূর্চ্ছা দেখিয়া দেহ ভিন্ন দেহের পরিচালক কোন চৈতন্যময় আত্মা আছেন, ইহা অনুমান করা যায়। যেরূপ, যখন অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে, সেই সময়েই কাষ্ঠে দাহপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় আত্মা যখন শরীরে অহমভিমানরূপ ব্যাপ্তি বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তখনই শরীর গমন, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সমর্থ হয়, আর যখন তিনি দেহ হইতে অপসৃত হন, অর্থাৎ দেহে অহমভিমান ত্যাগ করেন, তখন শরীর নির্ব্বাণ কাষ্ঠের ন্যায় পতিত থাকে। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী পদার্থ বলিয়া তাঁহার সর্ব্বদাই দেহের সহিত নির্লেপ ভাবে সংযোগ আছে বটে, কিন্তু কেবল সংযোগ বশতঃই যে আত্মা দেহকে পরিচালিত করেন, এমন নহে; দেহে অহম্ভাবযুক্ত হইলেই দেহ পরিচালিত হয়। এই অহম্ভাব বা অহমভিমানই দেহ ব্যবহারের একমাত্র হেতু; ইহাকেই আত্মার দেহব্যাপ্তি বলে। যেমন কাষ্ঠে যতক্ষণ অগ্নি ব্যাপিয়া থাকে, ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব পাচকত্ব প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, কিন্তু সত্তা মাত্রেই অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠে ঐ সকল ব্যাপার সাধিত হয় না, সেইরূপ আত্মা যতক্ষণ দেহকে ব্যাপিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহে অহংরূপ অভিমান করেন, ততক্ষণই দেহ গমনাগমন ও কর্ত্তৃত্বাদি ব্যাপারে সমর্থ হয়, কিন্তু নিদ্রাদি অবস্থায় তিনি দেহ হইতে অপসৃত হইলে, অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ করিলেই, দেহ সেই সকল ব্যাপারবিহীন হইয়া নির্ব্বাণ কাষ্ঠাদির ন্যায় পতিত থাকে। অতএব আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল।

যেহেতু কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে, "আমি কাণ, আমি বধির" ইত্যাদি প্রকার অনুভব হয়, এই নিমিত্ত কেহ কেহ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ ইন্দ্রিয়গণ সকলেই পঞ্চভূত হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। যথা,—আকাশ হইতে কর্ণ এবং বাক্ উৎপন্ন হইয়াছে, যেহেতু ইহারা প্রধানতঃ আকাশের কার্য্য শব্দ প্রকাশ করে, বিশেষতঃ বাগিন্দ্রিয়ে শব্দই উৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে ত্বক্ এবং হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা বায়ুরই বিকার, যেহেতু

ময়কোষ কহা যায়; সেই প্রাণময়কোষকেও আত্মা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত অর্থাৎ জড়পদার্থ মাত্র ॥ (১)

প-দ ৩।৫।

ইহারা স্পর্শ এবং গ্রহণের সাধন, বিশেষতঃ হস্ত কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করিতে পারে। তেজ হইতে চক্ষু এবং পদ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা তেজেরই বিকার, যেহেতু ইহারা রূপেরই গ্রাহক; পদদ্বয়ে প্রায়ই উষ্ণতা দৃষ্ট হয় এবং বিচরণ হেতুও ইহার তেজঃ কার্য্যত্ব অনুমান করা যায়। জল হইতে রসনা ও উপস্থ উদ্ভূত হইয়াছে; ইহারা জলের বিকার, যেহেতু ইহারা রসের গ্রাহক ও স্নিগ্ধ, উপস্থে প্রধানতঃ আনন্দই অনুভব হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ এবং পায়ু উদ্ভব হইয়াছে,—ইহারা পৃথিবীর বিকার, কারণ ঘ্রাণ গন্ধগ্রাহক এবং পায়ু উৎসর্গধর্ম্মক। এতদ্ভিন্ন উক্ত পঞ্চভূতের অংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ শব্দাদি পঞ্চ বৃত্তিই ইহাদ্বারা অনুভব হয়। যেমন দাহকত্ব ও পাচকত্ব প্রভৃতি অগ্নির অবস্থাভেদমাত্র, সেইরূপ বুদ্ধিও মনের অবস্থাবিশেষমাত্র। আর, প্রাণাদি পাঁচ বৃত্তি শুদ্ধ বায়ুরই বিকার, কারণ ইহারা বায়ু বলিয়াই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে জড়স্বভাব পঞ্চভূতের অংশ হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ইহারাও জড়স্বভাব। দেখ, কর্ণ আপনাকে জানিতে পারে না, অধিক কি, নিজের বিষয় যে শব্দ, তাহাকেও ইহা জানিতে সক্ষম নহে, অতএব ইহা সর্ব্বতোভাবে জড়স্বভাব। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও এইপ্রকার জানিবে। আরও দেখ, যখন "আমার চক্ষু, আমার কর্ণ" ইত্যাদিরূপ অনুভব হইয়া থাকে, তখন সেই চক্ষু বা সেই কর্ণ ভিন্ন স্বতন্ত্র জ্ঞাতা একজন আমি আছি বলিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কেবল করণ বা কার্য্যসাধক মাত্র; কারণ ইহাদিগের দ্বারা রূপ ও শব্দাদি গ্রহণকার্য্য সাধিত হয়, অর্থাৎ ইহাদিগের দ্বারা রূপ ও শব্দাদি উপলব্ধি হয়। যেমন ছেদনক্রিয়া অস্ত্ররূপ করণসাধ্য, সেইরূপ চক্ষু রূপজ্ঞানের করণ এবং কর্ণ শব্দজ্ঞানের করণ ইত্যাদি। আর যাহা করণ তাহা কর্ত্তা নহে, যেমন প্রদীপরূপ করণের সাহায্যে দর্শন হয়, কিন্তু প্রদীপ যে দর্শনকর্ত্তা নহে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন; অতএব যাহার সাহায্য অর্থাৎ যে সাধন বা করণ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই করণ বা সাধন সেই কার্য্যকর্ত্তা নহে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ; সেই প্রকার চক্ষুও দর্শন করণ, অতএব চক্ষু দর্শনকর্ত্তা বা আত্মা হইতে পারে না। এই চক্ষুর দৃষ্টান্ত অনুসারে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলিও ঐ প্রকার জানিবে। আর, এক একটী ইন্দ্রিয়েরও আত্মত্ব হইতে পারে না, যেহেতু "আমার ইন্দ্রিয়" এই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ই আত্মত্বের বাধক।

(১) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ নামে খ্যাত হয় এবং অন্নময়কোষ এই প্রাণময়কোষ কর্ত্তৃক পরিপূরিত হইয়া কর্ম্ম সকল সম্পাদন করে। এই প্রাণময়কোষ, প্রাণাদি বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে, বক্তৃত্বাদিরহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দাতৃত্বাদিরহিত আত্মাকে দাতার ন্যায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গন্তার ন্যায় ও ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাদিযুক্তের ন্যায় আবরণ করে। এই প্রাণেরও মমপ্রত্যয়বিষয়ত্ব আছে, অর্থাৎ প্রাণেও "আমার প্রাণ" ইত্যাদি অনুভব দেখা যায়, সুতরাং প্রাণও দৃশ্য, অতএব তাহা আত্মা হইতে পারে না। বিশেষতঃ বায়ু-বিকারবিশিষ্টও অস্থায়ী এই প্রাণময়কোষ জড়পদার্থমাত্র, যেহেতু ইহা ইষ্টানিষ্ট বা আত্মপর কিছুই জানিতে পারে না; ইহা চিরকালই আত্মার অধীন। অতএব দৃশ্য জীবনক্রিয়াসাধন, অচেতন ও ভোগসম্পাদনের সহকারী কারণ বলিয়া এই প্রাণময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না ॥

যদি বল, প্রাণ থাকিলেই দেহেন্দ্রিয়াদি সকল কার্য্যক্ষম হয়, আর প্রাণ গত হইলে তাহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। ক্ষুধা পিপাসাদি প্রাণের ধর্ম্ম, অথচ আমি ক্ষুধিত, আমি পিপাসিত ইত্যাদি রূপ অনুভব হইয়া থাকে; অতএব প্রাণকে কি প্রকারে জড়পদার্থ বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে, ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় প্রাণেরও চৈতন্য নাই। দেখ, সুষুপ্তি ও নিদ্রা কালে নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে প্রাণ সর্ব্বদা দেহে বর্ত্ত-

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তোনাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥

অন্নময়াদি দেহে অহংজ্ঞান ও গৃহাদি বস্তুতে মমতা, অর্থাৎ মদীয় অভিমানবিশিষ্ট যে মনোময়কোষ তাহাকেও আত্মা বলা যায় না, যে হেতু তাহা নিয়ত কামক্রোধাদি বৃত্তি দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় (১)॥

পা-দ ৩/৬।

মান থাকিয়াও দেহের আন্তরিক ও বাহ্য কোন ব্যাপারই জানিতে পারে না, কারণ সুষুপ্তিকালে যদি চোর গৃহে প্রবেশ করতঃ ধনাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে প্রাণ কিছুই জানিতে পারে না। যদি বল, জাগ্রদবস্থায় প্রাণ জানিতে পারে, তাহাও নহে, সর্ব্বাবস্থাতেই প্রাণের জ্ঞানাভাব। দেখ, নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপী প্রাণের ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাম নাই, ইহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, "শ্বাস তুমি এখন কোন্ ভাগে রহিয়াছ?" তাহা হইলে সে এমন উত্তর দিতে পারে না যে, "আমি এই ভাগে রহিয়াছি"। অতএব যখন সে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজের বিষয়ই জানিতে পারে না, তখন তাহাকে অত্যন্ত জড় ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? যদি বল, প্রাণ স্বয়ং জড় হইয়া কি প্রকারে জড় শরীরকে স্পন্দিত করে? ইহার উত্তর এই যে, জড়ও জড়কে স্পন্দিত করিতে দেখা যায়। দেখ, প্রচণ্ড বায়ু গৃহের আচ্ছাদন (চাল), বৃক্ষশাখা এবং বৃক্ষকেও অন্যত্র পাতিত করে। অতএব জড়েরও এই স্বভাব থাকা প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তা বলিয়া প্রাণকে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রাণ নিজ চেষ্টার বিষয়ে স্বাধীন নহে, ইহা কর্ম্মাধীন। দেখ, যখন জাগ্রৎস্থিতির হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের উদ্ভব হয়, তখন বিজ্ঞানাত্মা (জীবাত্মা) কার্য্যে রত থাকেন, আবার যখন জাগ্রদবস্থাপ্রাপক কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়কে উপসংহৃত করিয়া বুদ্ধিরূপ উপাধি সম্পর্কজনিত বিজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত হন। এই প্রকারে বিজ্ঞানাত্মা অনবরতই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইতেছেন। যাবৎ মুক্তি লাভ না হয়, তাবৎ মিথ্যাজ্ঞানজনিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগার্থই বিজ্ঞানাত্মা স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাপ্রাপ্ত হন, আর মনেরও যে এইরূপ গমনাগমন তাহাও কেবল কর্ম্ম নিমিত্তই হইয়া থাকে। পুনরায় সেই বিজ্ঞানাত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় নিমিত্তক কর্ম্মসম্ভূত পরিশ্রমের অপনোদনের জন্য সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন। এবং প্রাণও ঐ কর্ম্মফলভোগ-ধর্ম্মের অধীন হইয়া জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য ভোগায়তনস্বরূপ শরীরকে পরিচালনপূর্ব্বক অবস্থান করে। কারণ, যে কোন প্রকারে হউক, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হওয়াই সংসার প্রবাহের প্রধান ধর্ম্ম; সুতরাং সেই ভোগ সম্পাদনের যাবতীয় উপাদান যথানিয়মে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এই কারণ বশতই নিদ্রাদি কালেও প্রাণের বিচ্ছেদ হয় না; তাহা হইলে প্রতি নিদ্রার পরে আবার নূতন শরীরের প্রয়োজন হওয়ায় ফলভোগের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রাণ সেই কর্ম্মজ শরীরকে পরিপালন করিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু দেখ, প্রাণের জড়ত্ব নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গণের উপরে তাহার কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই, সুতরাং সে তাহাদিগের কর্ম্মের চেষ্টা জন্মাইতে পারে না। প্রাণ যদি চেতন ও ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হইত, তাহা হইলে সে অবশ্যই সুষুপ্তিকালে স্বয়ং শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করিত। কারণ রাজা স্বয়ং যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ব স্ব কার্য্যে নিবৃত্ত থাকা অসম্ভব, সেইরূপ প্রভুস্বরূপ প্রাণ স্বয়ং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বিরামত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব প্রাণ নিতান্ত জড় পদার্থ এবং তদ্ভিন্ন একটী চৈতন্যময় পদার্থ আছেন, তিনিই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রভু।

(১) পূর্ব্বকথিত প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে আর একটী কোষ আছে, তাহার নাম মনোময়কোষ। সঙ্কল্পাত্মক মন শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত

লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্॥

যে চৈতন্য-ছায়া (চিদাভাস) বিশিষ্ট বুদ্ধি সুষুপ্তি অবস্থায় লয়-প্রাপ্ত হয় ও জাগ্রৎ অবস্থায় আন-খাগ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, তাহা বিজ্ঞানময়কোষ শব্দের বাচ্য হয়; কিন্তু তাহাও আত্মা বলিয়া কথিত হইতে পারে না, যে হেতু ঘটাদির

মিলিত হইয়া মনোময়কোষ নামে অভিহিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই অরি-ষট্‌ক এবং মমতা ও ইচ্ছাদি সমস্তই এই মনোময়-কোষের ধর্ম্ম। এই মনোময়কোষ হইতে "আমি", "আমার", ইত্যাদি বিকল্প সকল উত্থিত হয় এবং ইহা নাম রূপাদি ভেদ কল্পনাদ্বারা প্রবল প্রাণময়কোষকে অভিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হয়। এই মনোময়-কোষ, মনের বিকার উপস্থিত হইলে, সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়াপন্নের ন্যায়, শোক মোহাদিশূন্য আত্মাকে শোক মোহাদিযুক্তের ন্যায় ও দর্শনাদি গুণ-বর্জ্জিত আত্মাকে দর্শনাদিগুণযুক্তের ন্যায় আবরণ করে। আদি-অন্ত-বিকারবিশিষ্ট, দুঃখাত্মক ও বিষয়াদি গুণযুক্ত এই মনোময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু দ্রষ্টা (সাক্ষি) স্বরূপ আত্মা দৃষ্টবস্তুস্বরূপে দৃষ্ট হয়েন না।

যদি বল, মনকে কি প্রকারে দৃশ্য বস্তু বলা যায়? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে যে, যেহেতু লোকেতেও "আমার মন" এইরূপ বলবান্ মমপ্রত্যয় দেখা যায়, এহেতু স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মন স্বপ্রকাশক নহে, সুতরাং পরপ্রকাশক হইতে পারে না, অথবা কিছুই জানিতে পারে না, অতএব ইহা ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য ও জড় বস্তু হয় এবং ইহার দৃশ্যত্ব প্রযুক্ত ইহা দ্রষ্টা হইতে পারে না। যে বস্তু দৃশ্য, সেই বস্তু অবশ্যই দ্রষ্টার জ্ঞেয় হয়। সেই দ্রষ্টা পুরুষই আত্মা এবং সেই আত্মাই তাহাকে প্রকাশ করেন। আত্মার সহায় ব্যতিরেকে চিত্ত অর্থাৎ মন কিছুই জানিতে পারে না। চিত্তরূপ ক্ষেত্রে আত্মার অত্যন্ত সান্নিধ্যপ্রযুক্ত আত্মার সংসর্গে চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, তাহাতেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। ইহাতেই সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন মনই জ্ঞাতা। বস্তুতঃ তাহা নহে, আত্মা ভিন্ন জ্ঞাতা আর কেহ নাই। অনুভব,

চৈতন্য, বোধ ও জ্ঞান এই সকলকেই পুরুষ বলা যায়। সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই জ্ঞাতা, জড় পদার্থ সকল জ্ঞেয় এবং তমঃই অজ্ঞান; এই সকলকে প্রধানাদি বলে। আত্মা অনুভবাদি দ্বারা জড়পদার্থ সকলকে জানিতে পারেন, তমোরূপ অজ্ঞান সেই জ্ঞানের বাধক। ঘটাদি প্রকাশ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইলেই আলোকাদি প্রকাশক পদার্থ সেই সকল প্রকাশ্য ঘটাদিকে প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত আলোককে প্রকাশক বলে। সেইরূপ আত্মা জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ বা সংসর্গ বশতঃ সেই জ্ঞেয় পদার্থকে জানেন, এইহেতু সেই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যায়। অতএব, যেমন অলোক ঘটাদির প্রকাশক, সেইরূপ আত্মাই জড়পদার্থের জ্ঞাতা। যদি বল, মন স্থির থাকিলে লোকে দেখিতে পায় ও শুনিতে পায়, কিন্তু মন অস্থির থাকিলে, দেখিতে পায় না, শুনিতেও পায় না, আর "আমি সঙ্কল্প করিতেছি, বিকল্প করিতেছি" ইত্যাদি প্রকার অনুভবও দৃষ্ট হয়, অতএব মনই আত্মা। এই তর্ক খণ্ডনার্থ কথিত হইতেছে যে,—"আমার মন এক্ষণে অন্যত্র গমন করিয়াছে, আমার মন এক্ষণে স্থির হই-য়াছে," এবম্প্রকার মনের উভয়বিধ বৃত্তি যিনি জানিতে পারিতেছেন তিনি কখনই মনঃস্বরূপ নহেন। তিনি মনের দ্রষ্টাস্বরূপ। অপিচ, যখন বলা যায় "সেই মন, সেই বুদ্ধি," তখন বুঝা যায় যে, সেই প্রতিক্ষণস্থায়ী মন বা বুদ্ধি পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং মন যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে একের বিনাশ ও অন্যের উৎপত্তির বিষয় কখনই উপলব্ধি হইত না। সুষুপ্তিকালে মনের উপলব্ধি না থাকায় মনের উৎপত্তি ও মনের বিলয়ের বিষয় সকলেই অনুভব করিতে পারেন। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, "আত্মনো মনো জাতমিতি তত্রৈব বিলয়তে," অর্থাৎ আত্মা হইতে মন জন্মে এবং তাঁহা-তেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মা মনঃস্বরূপ নহেন।

ন্যায় তাহারও দৃশ্যত্ব ও প্রলয়োৎ-
পত্ত্যাদি অবস্থা দৃষ্ট হয় (১)॥
প-দ ৩।৭।

কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।
যে আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্য-

(১) প্রাগুক্ত মনোময়কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়-কোষ নামে আর একটী কোষ আছে। বেদশাস্ত্রার্থ-নিশ্চিতা কর্ম্মবিধায়িনী বুদ্ধি শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংমিলিত হইয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান এই বিজ্ঞানময়কোষের ধর্ম্ম। ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকেই ইহার গতি বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞানময়কোষই ব্যবহারিক জীব বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলে, এই বিজ্ঞানময়কোষ অকর্ত্তাস্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তাস্বরূপে, অবিজ্ঞাতাস্বরূপ, আত্মাকে বিজ্ঞাতাস্বরূপে, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়-বিশিষ্টের ন্যায় এবং মন্দতা ও জড়তাদিরহিত আত্মাকে মন্দতা ও জড়তাদি যুক্তের ন্যায় আবরণ করে। এই কোষ হৃদয়মধ্যে প্রাণবায়ুতে সতত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। পরমাত্মার প্রকৃষ্ট সন্নিধাপ্রযুক্ত এই কোষ অতীব প্রকাশশালী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার দেহাদি বিষয়ে "অহং" "মম" অর্থাৎ "আমি" "আমার" ইত্যাদি বোধ জন্মাইয়া দেয়, তাহাতে তিনি ভ্রমবশতঃ ঐ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধ্যানুসারে আশ্রম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গুণ, দোষ প্রভৃতিতে অভিমানী হইয়া "সংসারী" পদবী প্রাপ্ত হয়েন এবং এই কারণেই তাঁহার "জীব" উপাধি হইয়া থাকে। যেমন অবিকারী অগ্নি বিকারবিশিষ্ট লৌহকে লক্ষ্য করিয়া শোভা পায়, তদ্রূপ আত্মা নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অপরিমিত), নির্ব্বিকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও ঐ উপাধি সম্বন্ধহেতু উপাধি ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া শোভা পান এবং বুদ্ধির ভ্রান্তি বশতঃ স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া মিথ্যাত্মক দেহ হইতে ভিন্ন স্বীয় সর্ব্বাত্মক স্বরূপকে আপনা হইতে ভিন্নভাবে দর্শন করতঃ স্বয়ং কর্ত্তা-ভোক্তারূপে প্রকাশ পান। বাস্তবিক চিত্তেতে আত্মার চিৎশক্তির সম্ভমাত্রবলে চিত্তই সর্ব্বার্থ গ্রহণে সমর্থ হইয়া সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। আত্মাতে সুখদুঃখভোগ নাই, কেবল বুদ্ধির আত্যন্ত নিকটাবস্থান হেতু অবিবেক বশতঃ আত্মা ভোক্তা না হইয়াও ভোক্তা বলিয়া প্রতীত হয়েন। অতএব এই বিজ্ঞানময়কোষকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ ইহাতেও বিকারিত্ব, জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, দৃশ্যত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সকল দৃষ্ট হয়। যদি বল, কিরূপে বুদ্ধিতে উক্ত দোষ সকল দৃষ্ট হয়? এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কথিত হইতেছে যে, "অন্তর্যদ্ দৃশ্যতে সর্ব্বংতদ্ বুদ্ধের্বৃত্তিরুচ্যতে," অর্থাৎ অন্তরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বুদ্ধির বৃত্তি বলা যায়। যেমন বাহ্যপ্রকাশক প্রদীপাদি বস্তু সকল পরিচ্ছিন্ন ও সাকার, সেইরূপ অন্তঃপ্রকাশক বুদ্ধিবৃত্তিও সাকার, পরিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বদা ব্যক্তভাবে বিদ্যমান আছে। উহা অসংখ্য এবং ক্ষণভঙ্গুর, অর্থাৎ বৃত্তি সকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বিনাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু আত্মার সেরূপ আকার নহে। প্রদীপ ঘটাদিকে প্রকাশ করে বটে, তথাপি যেমন ঘট ও দীপ পৃথক্ পদার্থ এবং ঘট প্রদীপের প্রকাশ্য, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও পরপ্রকাশ্য। যেহেতু সেই বৃত্তি পরদৃশ্য, অতএব তাহা জড়পদার্থ। বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে পারে, অতএব তাহার প্রকাশ অখণ্ডিত। যেমন দর্পণের মুখের আকার গ্রহণের যোগ্যতা আছে, অতএব সেই দর্পণ মুখের প্রকাশক হয়। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির সকল পদার্থের আকার গ্রহণের যোগ্যতা হেতু সেই বুদ্ধি সকল পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু নিজে প্রকাশ পাইতে পারে না, আত্মা স্বয়ং প্রকাশক হইয়া অন্যান্য পদার্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্যান্য বস্তু সকল বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে সেই আত্মাদ্বারা প্রতি-বিম্বিত হয় এবং আত্মাই সেই সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন। যদি বল, আত্মা কি প্রকারে পদার্থ সকলের প্রকাশক হন? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে,—"যখন বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপাধিত হইয়া বুদ্ধিকে বাহ্য বিষয়াভিমুখ করিয়া নিজেও বুদ্ধিদ্বারা বহির্মুখ হইয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখনই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনাদি উৎপন্ন করে; বুদ্ধিও তখন তত্তৎ বিষয়ে তদাকার-

কর্ম্মের ফলভোগকালে আনন্দস্বরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় ও যাহা ভোগাবসানে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আনন্দময়-কোষ বলা যায়॥ প-দ ৩।৭।

কারিত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিহিত বিষয়াকারে পরিণত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।" যদি বল, বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় জড় হইয়াও কি প্রকারে সেই সেই বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়? ঘট কি কখন পট হয়? ইহার উত্তর এই যে, বুদ্ধি জড় হইলেও বুদ্ধি ও আত্মা উভয়েরই সূক্ষ্মত্ব, স্বচ্ছত্ব ও নিরবয়বত্ব বিষয়ে পরস্পরের সাদৃশ্য আছে। দেখ, উহারা উভয়েই ইন্দ্রিয়গণের অগোচর বিধায় অতি সূক্ষ্ম এবং উভয়েই স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছ এবং যদিও বুদ্ধি আত্মার ন্যায় সম্পূর্ণভাবে নিরবয়ব নহে, তথাপি ইহা ঘটাদি সমুদায় বস্তু অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহার নিরবয়বত্ব কথিত হইয়াছে। এইরূপে বুদ্ধি জড় হইলেও স্বচ্ছত্বাদি বিষয়ে আত্মার সহিত তাহার অপেক্ষাকৃত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে আত্মজ্যোতির আভাস পতিত হইলে তাহা উভয়াত্মিকা হয়, অর্থাৎ চৈতন্যাকারে "অহম্" এই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং চেতনের ন্যায় স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া রূপাদি বিষয়াকারেও পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের সংসর্গ ও দর্শন পদার্থের উপরাগ বা ছায়া প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্য পদার্থের আকার ধারণ করে। ঘটাদি তাদৃশ চৈতন্যাভাস ও পরিণামাদি প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আত্মা ও বুদ্ধি এতদুভয়ের উক্তরূপ সাদৃশ্যহেতু পরস্পরের যে সংযোগ তাহা কেবল আধ্যাসিক সংযোগ মাত্র। কারণ, লাক্ষা ও কাষ্ঠের ন্যায় মূর্ত্ত বুদ্ধি ও অমূর্ত্ত আত্মার প্রকৃত সংযোগ সম্ভবপর নহে।" আত্মাই চৈতন্যময় জ্যোতিস্বরূপ পদার্থ; বুদ্ধির বাস্তবিক জ্যোতি নাই; কিন্তু বুদ্ধি স্ফটিকের ন্যায় এমনি নির্ম্মল যে, যেমন স্ফটিকে সূর্য্যকিরণ লাগিলে বোধ হয় যে স্ফটিক হইতেই কিরণ বাহির হইতেছে এবং স্ফটিকই স্বয়ং কিরণময়, সেইরূপ আত্মার নিকটস্থ হওয়ায় আত্মার প্রকাশময় চৈতন্যজ্যোতিও বুদ্ধিতে সংক্রান্ত হওয়াতে বোধ হয় যেন বুদ্ধিই চৈতন্যময়ী ও বুদ্ধিই প্রকাশ-স্বভাবা। ইহাকেই বুদ্ধিতে আত্মাধ্যাস কহে এবং ইহাই অবিবেকভ্রান্তি ও সংসারচক্রের মূল"। * * * * "যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও নিকটস্থ জবাপুষ্প প্রভৃতির লোহিতাদিবর্ণ রঞ্জিত হওয়াতেই লোহিতাদিবর্ণযুক্তের ন্যায় দেখায়; সেইরূপ আত্মাও স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্ব সুখিত্ব ও দুঃখিত্বাদি সম্পর্কে "আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদিরূপ অভিমান প্রাপ্ত হন। স্ফটিকের জবাপুষ্পাদির ন্যায় এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। বুদ্ধি ভিন্নও অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক আত্মার সূক্ষ্মতর একটি উপাধি আছে, ইহাই বুদ্ধি সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি। উপ সমীপে অধীয়তে ইতি উপাধি, অর্থাৎ যাহা নিকটে থাকে, তাহাই উপাধি। সাধারণতঃ যাহা নিকটে থাকিয়া নিজ কার্য্য নিকটস্থের উপর আরোপ করিয়া তাহাতেই সেই কার্য্যের ভ্রম জন্মাইয়া দেয়, তাহাই শাস্ত্রে উপাধি শব্দে ব্যবহৃত। এইরূপ উপাধিতে যতক্ষণ আত্মার অভিমান থাকে; ততক্ষণই তাহা উপাধি। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যের নাম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা চৈতন্যাভাস; এই চৈতন্যাভাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে উপহিত চৈতন্যাভাস অজ্ঞানোপাধি-বিজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকেও উপরত করেন, তখন তাঁহার সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়"। বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বাবস্থায় একরূপেই বিদ্যমান থাকেন, কেবল বুদ্ধিই দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়াকারে পরিণত হয় ও সেই পরিণাম আত্মায় অধ্যস্ত হইলে জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। ঐ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি, বিষয় ও বিষয়বাসনা ত্যাগ করে বটে, কিন্তু উক্ত অজ্ঞানরূপ উপাধিকর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত হইয়া স্বরূপশূন্যার ন্যায় অতি সামান্য ভাবে, অর্থাৎ বীজাকারে অবস্থান করে। বুদ্ধির এই অবস্থা আত্মায় আরোপিত হইয়া আত্মারই সুষুপ্তি বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। "বটবৃক্ষ যখন বীজগর্ভে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে, তখন যেমন তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির সুষুপ্তি কালে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করায় তখন তাহার উপলব্ধি হয় না। বীজগর্ভে অবস্থিত বট-

কাদাচিৎকত্বতোনাত্মা স্যাদানন্দময়োপ্যয়ং।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ॥

কাদাচিৎকত্ব, অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসিত্ব অবস্থাহেতু সেই আনন্দময়কোষ-কেও আত্মা বলিতে পারা যায় না, পরন্তু তদতিরিক্ত বিম্বভূত, অর্থাৎ কারণভূত যে নিত্য পূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্য, তিনিই আত্মশব্দের বাচ্য হয়েন (১)॥ প-দ ৩।১০।

বৃক্ষ যেমন যথাসম্ভব জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া উত্তর কালে তদনুযায়ী আকার ধারণ করিতে সক্ষম হয়, সুষুপ্তিবুদ্ধিও তেমনি যথোপস্থিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী আকার ধারণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিকে সর্ব্বকার্য্যে সাধারণ জ্ঞান-স্বরূপ বলা যায়। সুতরাং বুদ্ধির বীজভাবে অবস্থানই সুষুপ্তি। ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্যপ্রলয়। মূর্চ্ছা, মরণ ও নৈমিত্তিক প্রলয়কালেও বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মূর্চ্ছাভঙ্গে জ্ঞানোদয় হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় জীবের পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। ভোগজনক কর্ম্মসূত্রই বুদ্ধিকে এইরূপে রক্ষা করে; মুক্তিকালে ঐ কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হওয়ায় এই বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সংসারবন্ধনও উচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে বুদ্ধি দ্বারাই যাহাতে মিথ্যা অবস্থাত্রয় পরিকল্পিত হইয়া থাকে, সেই অপরিকল্পিত, পরমার্থসত্য, অদ্বিতীয় আত্মাই আমাদিগের স্বরূপ"॥

(আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি)

কেহ কেহ "আমি জানিতেছি, আমি দুঃখী, আমি সুখী" ইত্যাদিরূপ সর্ব্বসাধারণ অনুভব দৃষ্টে অহং এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ অহঙ্কারকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাহাও ভ্রমমাত্র। দেখ, "এই আমি" এই জ্ঞানস্থলে "এই" শব্দের বহির্ভূত পদার্থই চৈতন্য এবং এই শব্দ-নির্দ্দেশ্য পদার্থই অহঙ্কার। এই-প্রকারে অহঙ্কারের সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে, অর্থাৎ প্রতিশরীরব্যাপী বা সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ আত্মাকে তাহা হইতে নিষ্কর্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অহঙ্কার হইতে আত্মা একটী পৃথক্ পদার্থ। আরও দেখ, যেহেতু দেহাদির ন্যায় অহঙ্কারেরও জেয়ত্ব আছে এবং সুষুপ্ত্যব-স্থায় অহঙ্কারের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে "আমি জানিতেছি" ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার থাকে না, অথচ তৎকালে আত্মা যে একাকী বিদ্যমান থাকেন ইহাও সকলে স্বীকার করেন, এহেতু অহঙ্কার আত্ম-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু, এই অহঙ্কার অনাত্ম দেহাদির ন্যায় কখন থাকে, কখন থাকে না এবং ইহা সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট। কারণ, এই অহঙ্কার হইতেই "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি সংসারী" ইত্যাদি জ্ঞান সকল উদ্ভূত হয়। কিন্তু আত্মা যে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, ইহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। আর, বিনাশোৎপত্তি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেরই অনিত্যত্বাদি দোষ সকল দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মাতে সে সকল দোষের লেশমাত্রও নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার আত্মত্বই থাকিত না। সুতরাং যদ্রূপ স্থূলকৃশত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলা যায় না, তদ্রূপ সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অহঙ্কারকেও আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না॥ (আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি)

(১) প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময়কোষ বলা যায়। এই কোষই ইহকালে ও পরকালে বিদ্যা ও কর্ম্মফলাদির ভোক্তা হইয়া থাকে। এই কোষ প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসরহিত আত্মাকে প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসযুক্তের ন্যায়, অভোক্তাস্বরূপ আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় ও অপরিমিত সুখস্বরূপ আত্মাকে পরিমিত সুখযুক্তের ন্যায় আবরণ করে। এই আনন্দময়কোষ সুষুপ্তিকালে প্রকৃষ্ট ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় এবং স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে ইষ্টদর্শন শ্রবণাদি জন্য ঈষৎভাবে প্রকাশ পায়। সোপাধিক-প্রযুক্তত্ব, প্রকৃতির বিকারত্ব, কার্য্যহেতুত্ব এবং পুণ্যকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিকার সমুদায়ের একত্রীভূতত্বহেতু এই আনন্দময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না।

যদি বল, এই দেহাদিতে পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মত্ব কোথা হইতে সমাগত হইয়াছে? তদুত্তরে কথিত হই-তেছে যে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের বিবেকাভাব প্রযুক্তই এই

ব্যক্তং নিদ্রাদয়ঃ সর্বেঽহমনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তংকোনিবারয়েৎ ॥

ইহা সত্য বটে যে, স্থূলশরীর হইতে আনন্দময়কোষ পর্য্যন্ত সকল লোকেরই অনুভূত হয়, তদতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না, তথাপি যে চৈতন্য দ্বারা উক্ত দেহাদির অনুভব করা যায়, তাঁহাকে কে নিবারণ করে ? অর্থাৎ তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার কর ॥ প-দ ৩।১২ ।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়োন ত্বসত্তয়া ॥

(দেহান্তর্বর্ত্তী আত্মা অনুভূত না হওনের কারণ এই যে) তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তিনি জ্ঞেয়স্বরূপ নহেন (১) ; জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তরের অভাব প্রযুক্তই তিনি অজ্ঞেয় হয়েন, নতুবা তাঁহার অসত্তা হেতু, অর্থাৎ তাঁহার সত্তা নাই বলিয়া যে তিনি অজ্ঞেয় হয়েন এমন বলা যায় না ॥ ঐ ১৩ ।

মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র সগুণার্পিণাং ।
স্বস্মিং স্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকং ॥

যেরূপ মাধুর্য্যাদি স্বাভাবিক গুণ-বিশিষ্ট মধু প্রভৃতি বস্তু সকল স্ব-সংস্পৃষ্ট অন্য বস্তুতে স্বীয় মাধুর্য্যাদি গুণ অর্পণ করে, কিন্তু আপনাদিগকে তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট করণার্থ অন্য কোন বস্তুর সাপেক্ষতা করে না, এবং যথার্থতঃ তত্তদ্‌গুণার্পক অন্য কোন বস্তুও নাই ॥ ঐ ৫১ ।

অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা ।
মাভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥

দেহাত্মভ্রম জন্মিয়াছে। দৃশ্য দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে এক দ্রষ্টা আছেন, ইহা অজ্ঞানী জীবগণের বুদ্ধিতে সহজে উদয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যেমন অগ্নিব্যাপ্ত লৌহপিণ্ডে পৃথকত্ব জ্ঞানাভাবে অগ্নি-ভ্রম জন্মে, সেইরূপ চৈতন্যব্যাপ্ত দেহাদিতেও বিবেকাভাবপ্রযুক্ত আত্মভ্রম স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে প্রাগুক্ত আনন্দময় প্রভৃতি পঞ্চকোষ নিষেধ হইলে পরে সেই নিষেধের শেষ সীমাবর্ত্তী সাক্ষিস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই আত্মপদের বাচ্য হয়েন, অর্থাৎ যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক দেহত্রয় হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত, পঞ্চকোষের অতিরিক্ত, জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সচ্চিদানন্দরূপ হয়েন, তিনিই আত্মা। যদি বল, আত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপে অভিব্যক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি ? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ হয়েন। যেহেতু তিনি কাহারও কর্ত্তৃক বাধ্যমান না হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে একরূপেই বিদ্যমান থাকেন, এই কারণে তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলা যায়। যেহেতু তিনি সাধনান্তর অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ আপনা হইতে আপনি প্রকাশমান থাকিয়া স্বকীয় আত্মাতে আরোপিত (কল্পিত) পদার্থ সকলের অবভাসক অর্থাৎ প্রকাশক হয়েন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ কহে। যেহেতু তিনিই একমাত্র নিত্য নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা অতিশয় নাই এরূপ) পরম প্রেম বা প্রীতির আস্পদ হয়েন, এহেতু তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ কহে ॥

(১) জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এতৎত্রিতয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে, সেই জ্ঞাতা, যাহাকে জানে সেই জ্ঞেয় এবং যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই জ্ঞান।

আর, যেরূপ মাধুর্য্যাদি গুণার্পক অন্য বস্তুর অভাব থাকা হেতু সেই মধু প্রভৃতির স্বীয় মাধুর্য্যাদি গুণ স্বভাবসিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু আত্মা অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না॥ প-দ ৩।১৫।

যেনেদং জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেদ্যে তু সাধনং।

যে সাক্ষি-চৈতন্যস্বরূপ আত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎকে জানা যায়, তাঁহাকে অন্য কোন্ বস্তু দ্বারা জানা যাইতে পারে? যে পরমাত্মা সমুদায় বিষয়ের জ্ঞাতা, তাঁহাকে শ্রোত্রাদি কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা যাইতে পারে না (১)॥ ঐ ১৭।

সবেত্তি বেদ্যংতৎসর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎপৃথক্ বোধস্বরূপকং॥

জগতস্থ সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থই তিনি অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয়বিধ পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং তিনি বোধস্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ হয়েন॥

প-দ ৩।১৮।

বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তংকথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিং॥

নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হইয়াও যাহার কোনরূপে অনুভূত না হয়েন, সে ব্যক্তি নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ; তাহাকে শাস্ত্র দ্বারা কি প্রকারে বোধগম্য করান যাইতে পারে?॥ ঐ ১৯।

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈকেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধোবোধ্যব্য ইতি তাদৃশী॥

"আমার জিহ্বা আছে কি না আমি তাহা জানি না" এবম্বিধ বাক্য যেমন অতিশয় লজ্জাকর হয়, "নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা আমার বোধগম্য হয় না" এমন কথা বলাও সেইরূপ॥ ঐ ২০।

যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্বোধমাত্রং তদ্ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥

লৌকিক যে যে বস্তু বোধগম্য হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া তত্তদ্বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া নিশ্চয় কর॥ ঐ ২১।

(১) এবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি যথা,—"যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধান্ জিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু বাস্বাদু চ বিজানাতি তদ্বিজ্ঞানং ব্রহ্ম", অর্থাৎ লোকে যাহা দ্বারা দর্শন করে, অথবা যাহা দ্বারা শ্রবণ করে, অথবা যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, যাহা দ্বারা বাক্য বুঝিতে পারে, অথবা যাহা দ্বারা স্বাদ বা বিস্বাদ জানিতে পারে, সেই বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অ—বো।

পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং সএবস্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটং॥

বিচারদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে পরিত্যাগ করিলে তৎসাক্ষী স্বরূপ যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আপনার (ব্রহ্ম) স্বরূপ এবং তাঁহার অভাব কখনই সম্ভব হয় না॥ প-দ ৩।২২।

অস্তি তাবৎস্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কোভবেৎ॥

স্বয়ং শব্দবাচ্য চৈতন্য যে আপনি, সেই আপনার অস্তিত্বের বিষয়ে কখন কাহারও বিবাদ নাই; অতএব যদি কেহ আপনার সত্ত্বাসত্ত্বের বিষয়ে বিবাদ করে, অর্থাৎ "আমি আছি কি নাই" এরূপ বিবাদ করে, তবে তাহাতে কে প্রতিবাদী হইবে?॥ ঐ ২৩।

কীদৃক্তর্হীতি চেৎপৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি।
যদনীদৃগতাদৃক্ চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু।

যদি এমন প্রশ্ন কর যে, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কীদৃশ? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহাকে ঈদৃশ কি তাদৃশ রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, অতএব যাহা ঈদৃশ নহে ও যাহা তাদৃশ নহে, তাহাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর॥ ঐ ২৬।

অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃগুচ্যতে।
বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোক্ষতা॥

প্রত্যক্ষ বস্তু সকলকে ঈদৃশ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তু সকলকে তাদৃশ বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মা চক্ষুর বিষয় নহেন অথচ অপ্রত্যক্ষও নহেন, অতএব তিনি নিত্য-প্রত্যক্ষ স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ॥ প-দ ৩।২৭।

অবেদ্যোহপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশোভবত্যয়ং।
সত্যংজ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণং॥

আত্মা অপ্রত্যক্ষ হইলেও যে যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিত্য-প্রত্যক্ষতা সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশতা সিদ্ধ হয়, এবং শ্রুতিতে যে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মারও সেই সকল লক্ষণ স্বীকার করা যায়॥ ঐ ২৮।

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ।
বাধঃ কিং সাক্ষিকোব্রূহি ন ত্বসাক্ষিকইষ্যতে॥

এইরূপে আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করণানন্তর পরব্রহ্মের সত্যস্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। যথা—যাহার স্বরূপ কখন ধ্বংস হয় না, তাহাকেই সত্য কহা যায়। অতএব সমুদায় জগৎ ধ্বংস হইলে পরে যে জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার নাশ কখন সম্ভব হয় না॥ ঐ ২৯।

অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ।
শক্যেষু বাধিতেষন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ॥

যাদৃশ আকারবিশিষ্ট পদার্থ সকলের নাশ হইলে কেবল আকাশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ আকাশাদি পদার্থ সকলের বিনাশ হইলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়॥

প-দ ৩।৩০।

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিচ্চেৎ যন্ন কিঞ্চিত্তদেব তৎ।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্ব্বাধং তাবদস্তি হি॥

যদি বল, যখন প্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহের নাশ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন কিরূপ নাশাবশিষ্ট পদার্থকে পরমাত্মা বলা যায়, তন্নিমিত্ত কহিতেছেন যে, তুমি যাহাকে "কিছুই অবশিষ্ট থাকে না" বল, আমি সেই অলক্ষ্য ও অনির্দ্দেশ্য পদার্থকেই পরমাত্মা বলি, অতএব তোমার ও আমার কেবল ভিন্ন ভাষামাত্র, বস্তুতঃজগৎনাশাবশিষ্ট অলক্ষ্য ও অনির্দ্দেশ্য যে এক মাত্র পদার্থ তাহা আমাদিগের উভয়ের পক্ষেই সমান॥ ঐ ৩১।

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতং।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদি বচনৈঃ স্ফুটং॥

এই সকল যুক্তিদ্বারা পরমাত্মার সত্যত্ব সিদ্ধ হইল, আর ইতিপূর্ব্বে (ত্রয়োদশ শ্লোকে) স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদি বচনদ্বারা তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে॥ প-দ ৩।৩৪।

ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ।
ন বস্তুতোপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা॥

এক্ষণে শ্রুতি (১) প্রমাণানুসারে পরমাত্মার অনন্তত্ব নিরূপণ করিতেছেন। যথা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না। যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী, এই নিমিত্ত দেশদ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ সম্ভাবিত নহে, তিনি নিত্যপদার্থ বিধায় কালদ্বারা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বলা অসম্ভব হয় এবং তাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব হেতু কোন বস্তুদ্বারাও তাঁহার পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। অতএব উক্ত ত্রিবিধ মতেই তাঁহার অনন্তত্ব প্রতিপাদিত হইল॥ ঐ ৩৫।

দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।
ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটন্ততঃ॥

কেবল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাই যে পরব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় এমন নহে, যুক্তিদ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয়।

(১) শ্রুতি যথা,—"নিত্যংবিভুং সর্ব্বগতংসুসূক্ষ্মং আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃনিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ইদং সর্ব্বংযদয়মাত্মা, সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, "ইত্যাদি।

সেই যুক্তি এই যে, যেহেতু দেশ, কাল বা অন্যান্য বস্তু সকল মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়াছে, এহেতু দেশ কালাদি দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব পরব্রহ্মের অনন্ত স্বভাব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে॥

প-দ ৩।৩৬।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মতদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বস্তু জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতং॥

পরব্রহ্মের যে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ তাহা অনারোপিত, চেতন বস্তু ঈশ্বর বা জীবের অবয়ব দ্বারাও তাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না, কারণ ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এতদুপাধিদ্বয় কেবল কল্পিত মাত্র, অতএব কল্পিত বস্তু দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব এবং ঈশ্বর বা জীবের চৈতন্য স্বরূপও সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে॥ ঐ ৩৭।

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥

এক্ষণে সেই ঈশ্বর ও জীবের কল্পিত উপাধিদ্বয় নির্ণয় করিতেছেন। যথা,—সকল বস্তুর নিয়ামক ঈশ্বরোপাধিরূপ পরব্রহ্মের কোন শক্তি আনন্দময় হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুতেই নিগূঢ় হইয়া রহিয়াছে॥ প-দ ৩।৩৮।

বস্তুধর্ম্মানিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।
অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥

পরব্রহ্মের সেই শক্তিদ্বারা জগতস্থ সমুদায় বস্তু যথোপযুক্তরূপে যদি নিয়মবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের পরস্পর ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য হইয়া জগতের বিপর্য্যয়াবস্থা ঘটিতে পারে॥ ঐ ৩৯॥

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥

সেই শক্তি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মেরই অধিষ্ঠানবশতঃ চেতনত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অতএব সেই শক্তির নিয়ামকত্ব অসম্ভব নহে। সেই শক্তিরূপ উপাধি সংযোগহেতু স্বয়ংব্রহ্মচৈতন্যই ঈশ্বর হয়েন; অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচৈতন্য উপাধি বর্জ্জিত হয়েন তখন তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা যায়, আর যখন তিনি মায়াশক্তিরূপ উপাধি সংযুক্ত হয়েন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়॥ ঐ ৪০।

কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাং।
পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি॥

সেই পরব্রহ্ম চৈতন্যই পুনর্ব্বার যখন পঞ্চকোষরূপ উপাধিবিশিষ্ট

হয়েন, তখন তিনি জীব নামে কথিত হয়েন,যেমন লৌকিক ব্যবহারে এক ব্যক্তিই পুত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতা এবং পৌত্রকে অপেক্ষা করিয়া পিতামহ হয়েন॥

প-দ ৩।৪১।

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশোনাপি জীবঃ শক্তিকোষাবিবক্ষণে॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি পুত্র কিংবা পৌত্রাভাবে পিতাও নহেন এবং পিতামহও নহেন,তদ্রূপ পরব্রহ্ম চৈতন্য মায়াশক্তিরূপ উপাধি কিম্বা পঞ্চকোষরূপ উপাধির অভাবে ঈশ্বরও নহেন এবং জীবও নহেন, কেবল নিরুপাধি ব্রহ্মচৈতন্য মাত্রই হয়েন (১)॥ প-দ ৩।৪২।

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ং।
ব্রহ্মণোনাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষন জায়তে॥

যিনি উক্তরূপ পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া পরব্রহ্মকে ধ্যান করেন, তিনি স্বয়ংই ব্রহ্ম হয়েন এবং দেহ পরিত্যাগের পরে এই জনন মরণরূপ সংসারে তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ তিনিই মুক্ত হয়েন॥ ঐ ৪৩।

দশম অধ্যায়।

পঞ্চভূত-বিচার।

বন্ধোঽয়ং দৃশ্য সদ্ভাবে দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনং।
ন সংভবতু দৃশ্যং তু যথেদং শৃণু কথ্যতে॥

এই জগদাদি দৃশ্য বস্তুর সদ্ভাব, অর্থাৎ সত্যত্ব উপলব্ধি হওয়াই সংসার-বন্ধনের কারণ এবং দৃশ্য বস্তুর অসদ্ভাব,অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রতীয়মান হইলেই সংসার-বন্ধন বিনষ্ট হয়। অতএব যেরূপে দৃশ্য বস্তু মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥

যো-বা-রা ৩।১।১০।

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিত্তবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ॥

একাদশ ইন্দ্রিয়, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহলোকে যাহা কিছু অবগত

(১) ঈশ্বর ও জীব এতদুভয়ের যে বিভিন্নতা তাহা কেবল উপাধিদ্বারা কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে। মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির কারণ যে মায়া তাহাই ঈশ্বরের উপাধি এবং পঞ্চকোষের যে কার্য্য তাহাই জীবের উপাধি। পঞ্চকোষ ও মায়া এতদ্দ্বয় নিরাকৃত হইলে ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধিদ্বয়ও নিরাকৃত হয়। যেমন সাম্রাজ্য জন্য সম্রাট্ উপাধি ও গৃহজন্য গৃহী উপাধি হইয়া থাকে, কিন্তু সাম্রাজ্য ও গৃহ এই দুইয়ের অভাব হইলে সম্রাট্ ও গৃহী উভয়েই সমতুল্য হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধি রহিত হইলে উভয়েই একাকার হয়েন, অর্থাৎ এক ব্রহ্মমাত্র হয়েন।

হওয়া যায়, তাহাকে ইদংশব্দবাচ্য জগৎ কহে ॥ প-দ ২।১৩।

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কং।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্ব্বচঃ॥

উপনিষদে আরুণি কহিয়াছেন যে, ইদংশব্দবাচ্য সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন, নাম বা রূপ কিছুই ছিল না ॥ প-দ ২।১৪।

বৃক্ষস্য স্বগতোভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়োবিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥
তথা সদ্বস্তুনোভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈত প্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ॥

যেরূপ বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির সহিত স্বগত ভেদ, বৃক্ষান্তরের সহিত সজাতীয় ভেদ ও প্রস্তরাদির সহিত বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সদ্বস্তু পরমাত্মার উক্ত স্বগতাদি ভেদত্রয় "একং-এব-অদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্যে ক্রমান্বয়ে ঐক্য, অবধারণ ও দ্বৈত নিষেধরূপ তিন বিশেষণ দ্বারা নিবারিত হয় (১)॥ ঐ ১৫-১৬।

সতোনাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ॥

যেহেতু সেই সদ্বস্তুর স্বরূপের কোন অবয়ব নিরূপিত হয় না, এহেতু তাঁহাতে কোন অবয়বের আশঙ্কা করাও সম্ভব হয় না এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না, যেহেতু তাহাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন ॥ প-দ ২।১৭।

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ নিরংশং যথা বিয়ৎ॥

নাম ও রূপোৎপত্তিকেই সৃষ্টি বলা যায়, ফলতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদিগের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা কদাচ সম্ভব হয় না, অতএব আকাশের ন্যায় পরব্রহ্মেরও স্বগত ভেদ,

(১) যে প্রকার একটী বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল হইতে সেই বৃক্ষ পৃথক্ হয়, অর্থাৎ তাহার পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির মধ্যে কোনটীকেই সেই বৃক্ষ বলা যায় না; এইরূপ ভেদজ্ঞানকে স্বগত ভেদ বলে। আর সজাতীয় বৃক্ষ সকলের মধ্যে বিভিন্ন একটী বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; এই প্রকার বিভিন্নতাকে সজাতীয় ভেদ বলে। এবং প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; এইরূপ ভেদজ্ঞানকে বিজাতীয় ভেদ কহে। সেই প্রকার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদত্রয় দৃষ্ট হয় না। "একং এব ও অদ্বিতীয়" এই তিন বিশেষণ দ্বারা, পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা "এক" অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষণ থাকা প্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ "এব" অর্থাৎ তিনিই, এই বিশেষণ থাকা প্রযুক্ত, অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই নিত্য ও সৎ, এই নিমিত্ত পরমাত্মার সজাতীয় ভেদ অসম্ভব। এবং তিনি "অদ্বিতীয়" এই কারণে পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদও সম্ভব হয় না।

অর্থাৎ অবয়বের বিভাগ সম্ভব হয় না॥ প-দ ২।১৮।

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতোভিদা॥

সেই সদ্বস্তু পরমাত্মার স্বরূপ নানাবিধ নহে, এহেতু তাঁহার সমান জাতীয় অন্য কোন বস্তুর সত্তা জগতে সম্ভব হয় না, আর নাম বা রূপ উপাধি ব্যতিরেকেও তাঁহার স্বরূপের প্রভেদ হয় না এবং নাম বা রূপ উপাধি দ্বারা যে প্রভেদ তাহা স্বরূপের প্রভেদ নহে, শুদ্ধ উপাধির প্রভেদ মাত্র। অতএব পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ, অর্থাৎ সমান জাতীয় অন্য কোন পদার্থের সত্তা সম্ভব হয় না॥ ঐ ১৯।

বিজাতীয়মসত্তত্ত্বু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ॥

পরব্রহ্মই সৎ বস্তু হয়েন, তাহার বিজাতীয়, অর্থাৎ বিপরীত জাতীয় বস্তু অসৎ এবং যাহা অসৎ তাহাকে নাস্তি বলিয়া ব্যবহার করা যায়, ফলতঃ যাহাকে অসৎ বলা যায়, তাহার স্বরূপ নাই, অতএব তদ্দ্বারা সৎস্বরূপ পরমাত্মার প্রভেদ হইতে পারে না; অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন জাতীয় অন্য কোন পদার্থের সত্তা জগতে নাই॥ ঐ ২০।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্॥

উক্তরূপ যুক্তিদ্বারা নিত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম যে একমাত্র তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু কোন কোন বিহ্বলচিত্ত সাকারবাদী বৌদ্ধগণ কহে যে, এই জগতোৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎমাত্র ছিল, তৎকালে কোন সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিল না॥ প-দ ২।২১।

অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ॥

সাকার ধ্যানপরায়ণ বৌদ্ধ তপস্বীগণ মূর্খতা প্রযুক্ত শ্রুতিকে অনাদর করিয়া কেবল এক অনুমান প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার নাস্তিত্ব প্রকাশ করে॥ ঐ ২৬।

শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্‌যোগম্বা সদাত্মতাং।
শূন্যস্য ন তু তদ্‌যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকে যে, এই জগতোৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য মাত্র ছিল, কিন্তু "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব ও "ছিল" শব্দের অর্থ ভাব, তাহাতে সেই শূন্য ঐ ভাব বিশিষ্ট বা ভাব স্বরূপ কিছুই হইতে পারে না, কারণ যে ভাব সেই অভাব, এমন কথা বলা অসম্ভব হয়॥ ঐ ২৭।

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যোনাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যয়োর্ব্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথম্বদ॥

সূর্য্য অন্ধকারবিশিষ্ট ইহা বলা যায় না অথবা সূর্য্য অন্ধকারস্বরূপ ইহাও বলিতে পারা যায় না। অতএব অভাব ও ভাব এতদুভয় শব্দের পরস্পর বিরোধ হেতু "শূন্য ছিল" এমন কথা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? ॥

প-দ ২।২৮।

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাং চিরং॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! বেদান্ত মতে যেরূপ আকাশাদি ভূতগণের নাম ও রূপ মায়া দ্বারা নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ শূন্যেরও নাম ও রূপ মায়া দ্বারা সৎস্বরূপ পরব্রহ্মে কল্পিত, ইহা যদি স্বীকার কর তবে চিরজীবি হও। অর্থাৎ তাহা হইলে পরব্রহ্মের সত্তা স্বীকার হেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এমন কথা বলিতে পার না ॥ঐ ২৯।

অতস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে॥

বস্তুতঃএই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, দুরবগাহ, মন ও বাক্যের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকালসমান এক সৎ-মাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তেজঃ নহেন ও তমঃ নহেন॥ ঐ ৩৫।

অত্যন্তং নির্জ্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতং।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতোনাশ্রয়তে মতিং॥

(যদি বল, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশের অভাব কিরূপে বুদ্ধিতে ধারণ করা যাইতে পারে, অথচ তাহা স্বীকার না করিলে অদ্বৈত সিদ্ধি হয় না, ইহার সিদ্ধান্ত এই যে)-সমুদায় জগতের অভাব হইলে অত্যন্ত জগৎশূন্য আকাশকে তুমি যেরূপে বুদ্ধিতে ধারণ কর,(আকাশও সৃষ্ট পদার্থ ও সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই নাশ থাকা বিধায়) আকাশশূন্য কেবল নিত্য সৎমাত্র ব্রহ্মবস্তুকে আমিও সেই রূপে বুদ্ধিতে কেন ধারণ করিতে পারিব না? ॥

প-দ ২।৩৭।

নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎপ্রকাশতমসী বিনা।
কদৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥

যদি বল, অত্যন্ত জগৎশূন্য আকাশ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অতএব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ে আপত্তি নাই, তবে বল দেখি প্রকাশ বা অন্ধকার ব্যতি-রেকে তুমি কোথায় আকাশ দেখি-য়াছ, অথচ যাহা প্রকাশ বা যাহা অন্ধকার তাহারাও জগৎ, অতএব জগৎশূন্য আকাশ আর দৃষ্ট হইল না। কিন্তু স্বরূপতঃ আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থও নহে॥ ঐ ৩৮।

সদ্বস্তু সিদ্ধমস্মাভিনির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তুষ্ণীংস্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জনাৎ॥

তুষ্ণীভাবে অবস্থিতি কালে নিশ্চয়ই আমরা সেই সৎবস্তু অনুভব করিয়া থাকি, তৎকালে শূন্য অনুভূত হয় না, যেহেতু পূর্ব্বেই বিচার দ্বারা শূন্যবুদ্ধিকে বর্জ্জন করা হইয়াছে॥

প-দ ২।৩৯।

সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্তস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রংসুগমং নৃণাং॥

তৎকালে সৎবস্তুও অনুভূত হয় না, এমন কথাও বলিতে পার না, যেহেতু তিনি স্বয়ংপ্রকাশ(১) স্বরূপ এবং নির্ম্মনস্কত্বের (মৌনভাবের) সাক্ষীরূপে সকল লোকেরই অনুভূত হইয়া থাকেন(২)॥

ঐ ৪০।

মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সত্তথৈব নিরাকুলং॥

মনের সংকল্পাদি রাহিত্যে, অর্থাৎ তুষ্ণীভাবে স্থিতি কালে যেমন সেই সদ্বস্তু পরব্রহ্ম নিস্তব্ধ ভাবে সাক্ষীরূপে অবস্থিত বলিয়া অনুভূত হয়েন, সেই প্রকার সৃষ্টিরূপ মায়া ব্যাপারের পূর্ব্বেও তাঁহার সাক্ষীরূপে অবস্থিতি অনুভূত হয়॥

প-দ ২।৪১।

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিঃকচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপুরা॥

জগৎকারণ সৎবস্তু পরমাত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা রহিত পরমাত্মশক্তিকে মায়া বলা যায়। যদ্রূপ দাহাদি কার্য্য দ্বারা অগ্নির শক্তি অনুমিত হয়,তদ্রূপ জগৎ কার্য্যদ্বারা সেই পরমাত্মশক্তি অনুভূত হয়, কেন না কার্য্য ব্যতিরেকে কোন বস্তুর শক্তি কখন বোধগম্য হয় না॥

ঐ ৪২।

ন-সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্নহি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়ান্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাং॥

পরমাত্মশক্তি মায়াকে সদ্বস্তু পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না,

(১) যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ না হয় ও যাহার কোন প্রকার দৃষ্টান্তও না থাকে, অথচ তাহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহাকেই স্বয়ং প্রকাশ বা স্বপ্রকাশ বলা যায়।

(২) পরমব্রহ্ম সকলের স্ব-আত্মাস্বরূপ হয়েন। "অহং" (আমি) ইহা আত্মারূপে মানবগণের সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ আছে। "অহং বা "নাহং" অর্থাৎ আমি কি না, এমন সংশয় কাহারও দৃষ্ট হয় না। অহং (আমি) পরংব্রহ্মে প্রত্যয় প্রকাশ। অতএব লোকানুভবে ব্রহ্মসন্দিগ্ধ নহেন। যিনি প্রতিভূতগত আত্মাস্বরূপে সর্ব্বদা "আমি আমি" ইত্যাকাররূপে অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি পাইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পান এবং যিনি নানা বিকারভাগী অহংবুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় পদার্থকে দর্শন করতঃ নিত্যানন্দ চিৎস্বরূপে স্বয়ং দীপ্তি পান, তিনিই পরমাত্মা, তাঁহাকে আপনার আত্মস্বরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে তিনি অবশ্যই অনুভূত হইবেন।

যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না, যেহেতু আপনিই আপনার শক্তি এমন কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব পরমাত্ম-শক্তি মায়ার সদ্বস্তু পরমাত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই॥ প-দ ২।৪৩।

শূন্যত্বমিতিচেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতং।
শূন্যং নাপি সদ্‌যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেষ্যতাং॥

মায়ার স্বরূপ শূন্য, এমন কথা বলিতে পার না, কেন না শূন্যকে মায়ার কার্য্যরূপে পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছ। অতএব সৎস্বরূপও নহে এবং শূন্যও নহে, এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয়রূপে মায়ার স্বরূপ স্বীকার কর॥ ঐ ৪৪।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্তু ভূত্তমঃ।
সদ্‌যোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ॥

অত্র বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই যে, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট অন্য কোন সৎও ছিল না, কিন্তু তমঃশব্দ-বাচ্য পরমাত্মশক্তিরূপ মায়া ছিল, তাহারও সত্তা পৃথক্ নহে; সৎস্বরূপ পরব্রহ্মের সত্তাতেই তাহার সত্তা প্রতীয়মান হয়॥ ঐ ৪৫।

অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্নহি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোর্জ্জিবিতং গণ্যতে পৃথক্॥

অতএব তদ্দ্বারা শূন্যের ন্যায় পরব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ হইতে পারে না; কারণ বস্তু এবং তাহার শক্তি উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই॥ প-দ ২।৪৬।

নকৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃত্স্বেব বর্ত্ততে॥

ঐ পরমাত্মশক্তি মায়া পরব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, কিন্তু কেবল একদেশ-ব্যাপিনী মাত্র, যেমন ঘটাদির জননশক্তি ভূমির সর্ব্বাবয়বে থাকে না, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই অবস্থিতি করে॥ ঐ ৪৮।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ং প্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥

পরমাত্মার এক পাদ এই বিশ্বস্থ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্যমুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। পরব্রহ্মে মায়ার এই প্রকার এক-দেশ-বৃত্তিত্বের বিষয় শ্রুতি কহিয়াছেন॥ ঐ ৪৯।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।
ইতি কৃষ্ণোর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাং॥

মায়ার একদেশবৃত্তিত্ব বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, আমি আপন শরীরের কিয়দংশ দ্বারা

এই সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥ প-দ ২।৫০।

নিরংশেপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে
বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃশ্রোতৃর্হিতৈষিণী॥

পরম হিতৈষিণী শ্রুতি নিরংশ ও নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে যে অংশ আরোপ করিয়াছেন, তাহা কেবল প্রশ্নকারী শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ দিবার জন্য মাত্র, বস্তুতঃ নিরবয়বী পরমাত্মার স্বরূপের অংশ সম্ভব হয় না॥ ঐ ৫২।

সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিযাঃ।
বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥

সেই পরমাত্মশক্তি মায়া সদ্বস্তু পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই নানাপ্রকার বিকার, অর্থাৎ জগৎ কার্য্য সকল কল্পনা করে, যেমন নীল পীতাদি বর্ণ সকল ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ চিত্র বিচিত্র কল্পনা করিয়া থাকে॥প-দ ২।৫৩।

আদ্যোবিকারআকাশঃ সোবকাশস্বভাববান্।
আকাশোহস্তীতি সত্তত্ত্বমাকাশেপ্যনুগচ্ছতি॥

পূর্ব্বোক্ত মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ, তাহার স্বরূপ অবকাশ অর্থাৎ শূন্যস্বভাব; যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, এই কারণে সেই সদ্বস্তু পরমাত্মার সত্ত্বাতেই আকাশের সত্ত্বা প্রতীয়মান হয়॥ প-দ ২।৫৪।

একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশোদ্বিস্বভাবকঃ।
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি সচৈষোপি দ্বয়ং স্থিতং॥

সদ্বস্তু পরমাত্মার কেবল সত্ত্বামাত্র এক স্বভাব হইলেও, তৎকার্য্য আকাশের দুই স্বভাব, অবকাশ ও সত্ত্বা॥ ঐ ৫৫।

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণোনাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ॥

অথবা (প্রকারান্তরে বলা হইতেছে) আকাশের গুণ যে প্রতিধ্বনি তাহা সদ্বস্তুতে নাই, অতএব তাঁহার সত্ত্বামাত্র একগুণ, কিন্তু আকাশের দুই গুণ, সত্ত্বা ও প্রতিধ্বনি॥ ঐ ৫৬।

যা শক্তিঃকল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাং।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ॥

যে মায়াশক্তি আকাশ কল্পনা করে, সে প্রথমতঃ সদ্বস্তু পরমাত্মার সহিত আকাশের অভিন্নতা বা ঐক্যতা কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বিপরীত ক্রমেতেও তদুভয়ের ধর্ম্মিধর্ম্ম-ভাব কল্পনা করে, অর্থাৎ সৎ-বস্তুর স্বরূপ সত্ত্বা হইলেও তাহাকে আকাশের সত্ত্বা বলিয়া যে ব্যবহার করা যায়, তাঁহা কেবল মায়াকর্ত্তৃক কল্পিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৫৭।

সতোব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্বাস্ত লৌকিকাঃ।
তার্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়য়া উচিতং হি তৎ ॥

বস্তুতঃ সদ্বস্তু পরমাত্মার সত্ত্বাতেই আকাশের সত্ত্বা, যেহেতু আকাশ অনিত্য ও জন্য বস্তু মাত্র; কিন্তু তাহাতে সামান্য লোক ও তার্কিক লোক সকল যে তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ করে, অর্থাৎ আকাশকে যে নিত্য বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহা কেবল সেই মায়ারই কার্য্য, কারণ মায়ার স্বভাবই এই যে, সে এক বস্তুকে অন্যরূপে কল্পনা করিয়া থাকে ॥ প-দ ২।৫৮।

ভিন্নেবিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বাষ্বাদিষনুবৃত্তংসৎ নতু ব্যোমেপি ভেদধীঃ ॥

সদ্বস্তু পরমাত্মা হইতে আকাশ ভিন্ন হয়, যেহেতু সৎ ও আকাশ এই উভয় শব্দের বিলক্ষণ ভেদ আছে এবং আকাশের কার্য্য স্বরূপ সত্ত্বা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না এমনও বোধ হইতেছে, অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্ত্বা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থে আকাশ বিদ্যমান থাকে না, ইহাই সকল লোকের অনুমান ॥ ঐ ৬১।

সদ্বস্তুধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোমস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রুহি ব্যোম কিমাত্মকং ॥

সর্ব্বব্যাপী হেতু সদ্বস্তু ধর্ম্মি এবং আকাশ তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থাৎ যেহেতু সৎস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, এই নিমিত্ত তিনিই আকাশাদির আশ্রয় এবং আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম। এইরূপ যুক্তি সহকারে বুদ্ধি দ্বারা সৎবস্তু হইতে আকাশকে পৃথক্ করিলে বল দেখি, আকাশের স্বরূপ আর কি থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকে না ॥ প-দ ২।৬২।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসত্তদিতি চিন্ত্যতাং।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥

যদি আকাশের স্বরূপ অবকাশ বলিয়া নিরূপণ কর, তাহা হইলে সেই অবকাশ সৎ হইতে ভিন্ন হইল, সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার কর। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু তাহা অসৎও নহে, তবে বদতো ব্যাঘাত, অর্থাৎ তুমি একবার যে আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, পুনরায় তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতেছ না। অতএব তুমি আপনিই আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ। ফলতঃ তুমি এমন অসম্ভব কথা বলিতে পার না ॥ ঐ ৬৩।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসত্তাসমানস্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥

যদি বল,প্রত্যক্ষ দৃষ্ট আকাশ যদি অসৎ হইত তবে তাহা প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইত না, এমন কথা বলিতে পার না; কারণ মায়িক পদার্থের লক্ষণই এই যে, অসৎ হইয়াও সত্যবৎ ভাসমান হয়; যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি যে সকল বস্তু অসৎ হইয়াও ভাসমান হয় তাহাদিগকে মিথ্যা বলা যায়,ইহাও সেইরূপ ॥

প-দ ২।৬৪।

জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ॥

জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ, ইহাদিগের পরস্পরের যেমন বিভিন্নতা নিরূপিত হয়, সেইরূপ আকাশ ও সদ্বস্তু এতদুভয়ের বিভিন্নতা নিরূপণ করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে ॥

ঐ ৬৫।

বুদ্ধোপি ভেদোনোচিত্তে নিরূঢ়িংযাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ়্যভাবোঽস্য তে বদ॥

যদি বল, সৎ ও আকাশের পরস্পর বিভিন্নতা আমার বোধগম্য হয় বটে,কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে না,তবে নিশ্চয় বল দেখি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না হইবার কারণ কি? ঐ ৬৬।

অপ্রমত্তোভব ধ্যানাদাস্যেঽস্মিন্ বিবেচনং।
কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততোরূঢ়তমোভবেৎ॥

যদি অনবধানতাই ইহার কারণ হয়, তবে তদ্বিষয়ে ধ্যানস্থ, অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হও,অথবা যদি সংশয়ই ইহার কারণ হয়, তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার কর,তাহা হইলে দৃঢ়তম হইবে, অর্থাৎ আকাশের সত্যত্ব বা সৎবস্তুর আকাশ-ধর্ম্মত্ব জ্ঞান দূরীভূত হইবে॥ প-দ ২।৬৭।

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎ সত্যত্ববাদিনং।
সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ॥

বিষয় বাসনা প্রভাবে আকাশের সত্যত্ববাদীকে,অর্থাৎ পরমার্থ জ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিয়া সৎবস্তুর সত্যত্ব বোধযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির আশ্চর্য্য বোধ হয়, অর্থাৎ যাহারা সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ, তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদিগের নিকটই সদ্বস্তু আকাশধর্ম্মশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ ঐ ৭০।

এবমাকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাং॥

পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার দ্বারা আকাশের মিথ্যাত্ব ও সৎ বস্তুর সত্যত্ব, অর্থাৎ আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথক্করণরূপ বিবেচনা শেষ হইল,

এক্ষণে উক্ত ন্যায়ানুসারে বায়ু প্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই সৎবস্তুর পৃথক্ ভাব বিবেচনা কর ॥ প-দ ২।৭১।

সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগং।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতোবায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥

(আকাশের কার্য্য বায়ুর সহিত কার্য্যকারণরূপে সদ্বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও) যেহেতু সদ্বস্তু পরব্রহ্মের একদেশবর্ত্তী মায়া, মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশ এবং আকাশের একদেশবর্ত্তী বায়ু, ইহারা পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবে ন্যূনাধিক ক্রমে অবস্থিত হয়, অতএব পরম্পরায় কার্য্যকারণ রূপ সম্বন্ধ থাকাতে সৎবস্তুর সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনা সম্ভাবিত হয় ॥ ঐ ৭২।

শোষস্পর্শৌ গতির্বেগোবায়ুধর্ম্মাইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃস্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ॥

রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ, বায়ুর স্বাভাবিক এই চারি গুণ প্রসিদ্ধই আছে; আর সৎবস্তু, মায়া ও আকাশ, ত্রতন্ত্রয়ের তিন গুণও ঐ বায়ুতে উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ অস্তিত্বরূপ সদ্বস্তুর সত্ত্বা গুণ, মায়ার অনিত্যতা গুণ এবং আকাশের শব্দগুণ, এই তিন গুণও বায়ুতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ঐ ৭৩।

বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতোবায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
নিস্তত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগোধ্বনিঃ ॥

"বায়ু অস্তি," অর্থাৎ বায়ু আছে, এবম্বিধ বায়ুতে অস্তিত্বরূপ যে সত্ত্বা তাহাই সৎবস্তু পরমাত্মার গুণ; সেই সৎবস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে বায়ুর যে নিস্তত্ত্বরূপত্ব অর্থাৎ অনিত্যত্ব, তাহা মায়ার গুন এবং বায়ুতে যে শব্দগুণ উপলব্ধ হয় তাহা আকাশের গুণ ॥ প-দ ২।৭৪।

সদ্বস্তুব্রহ্মশিষ্টোঽংশোবায়ুর্ম্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্ম্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥

বায়ুতে সদ্বস্তু পরব্রহ্মের যে সদংশ তাহাকে পৃথক্ করিলে অবশিষ্ট অসৎরূপ যে মায়িক অংশ তাহা মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া বোধগম্য হইবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সহকারে আকাশের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেইরূপ যুক্তি দ্বারা বায়ুরও অনিত্যত্ব নির্ণয় করিয়া তাহাতে নিত্যত্ব জ্ঞান, অর্থাৎ বায়ু সত্য এরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ৮০।

বায়োর্দ্দশাংশতোন্যূনোবহ্নির্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তংতারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে ॥

বায়ুর দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে কল্পিত হয়, এই

প্রকার সকল ভূতেরই দশাংশরূপ তারতম্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে॥ প-দ ২।৮২।

বহ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশাত্মা পূর্ব্বানুগতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ সনিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি॥

অগ্নির নিজগুণ প্রকাশ স্বরূপ এবং ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ সকল হইতে ক্রমান্বয়ে সমাগত চারিগুণ, অর্থাৎ সত্ত্বা, অনিত্যতা, শব্দ ও উষ্ণ-স্পর্শ, এই সকল গুণ অগ্নিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে॥ ঐ ৮৩।

সন্মায়াব্যোমবায়্বংশৈর্যুক্তস্যাগ্নের্নিজগুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং॥

সৎবস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ু, এতচ্চতুষ্টয়ের চারিগুণবিশিষ্ট ও স্বীয় প্রকাশ গুণযুক্ত অগ্নিকে সৎ বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে তাহার মিথ্যাত্ব বোধগম্য হয় কি না, তাহা বিবেচনা কর॥ ঐ ৮৪।

সতোবিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে।
আপোদশাংশতোন্যূনাঃকল্পিতাইতি চিন্তয়েৎ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সৎ বস্তু হইতে বিবেচিত মিথ্যাত্মক অগ্নি হইতে দশাংশ ন্যূন জল অগ্নিতে কল্পিত হয়॥ ঐ ৮৫।

সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়োরসোগুণঃ॥

জলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ সমূহ হইতে ক্রমশঃ আগত সত্ত্বা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই পাঁচ গুণ, আর জলের স্বীয় গুণ রস, সৎবস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া জলেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় কি না, তাহা বিবেচনা কর॥ প-দ ২।৮৬।

সতোবিবেচিতাস্বপ্সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দ্দশাংশতোন্যূনা কল্পিতাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ॥

উক্তরূপ যুক্তি সহকারে সৎবস্তু হইতে বিবেচিত মিথ্যাত্মক জল হইতে দশাংশ ন্যূন ভূমি জলেতে কল্পিত হয়॥ ঐ ৮৭।

অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাঃ শব্দস্পর্শৌ স্বরূপকৌ।
রসশ্চ পরতোনৈজোগন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাং॥

ভূমির কারণসমূহ হইতে আগত সত্ত্বা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই ছয় গুণ ও ভূমির নিজগুণ গন্ধ, ইহাদিগকে সৎবস্তু হইতে পৃথক্ করিলে অবশিষ্ট ভূমির অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় কি না, বিবেচনা কর॥ ঐ ৮৮।

পৃথক্ কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্ম্মিথ্যাবশিষ্যতে।
ভূমের্দ্দশাংশতোন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগং॥

সৎবস্তু পৃথক্ করিলে মিথ্যা ভূমি অবশিষ্ট থাকে। ঐ ভূমির মধ্যগত এবং ভূমি অপেক্ষা দশাংশ ন্যূন পরিমিত এই ব্রহ্মাণ্ড কল্পিত হয়॥ ঐ ৮৯।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহাযথাযথং॥

এই কল্পিত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি হয় এবং ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে প্রাণী সমূহ বাস করে, অর্থাৎ সকল ভুবনে এক প্রকার প্রাণির বসতি নাই, যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, তথায় তদুপযুক্ত প্রাণীগণ বাস করে॥ প-দ ২।৯০।

ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্ কৃতে।
অসন্তোহণ্ডাদয়োভান্তু তদ্ভানেহপীহ কা ক্ষতিঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী লোক সকলের ভৌতিক চতুর্ব্বিধ প্রাণীগণের শরীর হইতে সৎবস্তু পৃথক্কৃত করিলে অবশিষ্ট অসৎ স্বরূপে বিবেচিত ব্রহ্মাণ্ডাদি জাজ্বল্যমান থাকিলেও তাহাদিগের বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত সদ্বস্তুর কোন ক্ষতি হইতে পারে না॥ প-দ ২।৯১।

ভূতভৌতিকমায়ানামসত্বেঽত্যন্তবাসিতে।
সদ্বস্তু দ্বৈতমিত্যেষাধীর্ব্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ॥

আকাশাদি ভূতসকল ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভৌতিক পদার্থ সকল এবং মায়া, ইহাদিগের মিথ্যাত্ব বিবেক ও ধ্যান দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বোধগম্য হইলে পরে সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অদ্বৈত জ্ঞানের আর কখনই বিপর্য্যয় ঘটে না॥ ঐ ৯২।

একাদশ অধ্যায়।

আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব প্রতিপাদন।

(আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ কিছুই নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা আত্মালোচনা করাই কর্ত্তব্য)

মা ন ভূবমহং শশ্বদ্ভূয়াসমিতি রূপকঃ।
নির্নিমিত্তোনুরাগো যঃ স প্রেমা পরমশ্চিতি॥

"আমি তাঁহার ছিলাম না এবং কখনও তাঁহার হইব না" ইত্যাদিরূপে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও অকারণে যে অনুরাগ হয়, তাহার নাম প্রেম, অর্থাৎ প্রকৃত প্রেমের কোন কারণ নাই, কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে প্রেম হয়, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম নহে॥ সাংসা ২।৪।১১।

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বত্র প্রীতিরাত্মা স্বতঃ প্রিয়ঃ।
ইতি শশ্বচ্ছ্রুতিঃ প্রাহ আত্মদৃষ্টিবিধিৎসয়া॥

সর্ব্বত্রই আপনার প্রয়োজনের

নিমিত্ত প্রীতি হয়, কিন্তু আত্মা স্বভাবতই প্রিয়, তাহাতে কোন কারণ নাই, এইরূপে শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ আত্মার প্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে॥

সাং-সা ২।৪।১৯।

প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ং।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥

সকল জীবের আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ এবং আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কোন বস্তুই নাই। শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধানুসারেই প্রেমাস্পদ হইয়া থাকে(১)॥

ম-নি-ত ১৪।১৩৭।

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃপ্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ॥

বিষয় সমূহ আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়, কিন্তু তাহারা স্বয়ং প্রিয় নহে, যেহেতু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব গুণেই সকলের প্রিয়তম হয়েন॥

বি-চূ ১০৮।

পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণ বাহুজাঃ।
লোকাদেবাবেদভূতে সর্ব্বঞ্চাত্মার্থতঃ প্রিয়ং॥

পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ এবং পঞ্চভূত, এই সকলই কেবল আত্মার্থ, অর্থাৎ আপনার প্রীতির নিমিত্তই প্রিয় হয়(১)॥ প-দ ১২।৬।

স্বামিভৃত্যাদিকং সর্ব্বং স্বোপকারায় বাঞ্ছতি।
তত্তৎকৃতোপকারস্তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে॥

স্বামি, ভৃত্য ও মিত্র প্রভৃতি সকলকে যে বাঞ্ছা করা হয়, তাহা কেবল আপনার উপাকারার্থই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের উপকারের উদ্দেশে নহে॥ ঐ ১৮।

(১) আত্মাই যাবতীয় প্রাণির প্রিয় হয়েন। পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয় হয়। অতএব, আপন আপন আত্মার প্রতি দেহীদিগের যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাশ্রয়ী ধন, পুত্র ও গৃহাদির প্রতি সেরূপ হয় না। যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলেন, তাঁহাদিগেরও দেহ যেরূপ প্রিয়, দেহের অনুবর্ত্তী পুত্রাদি সেরূপ নহে। দেহ মমতার পাত্র বটে; কিন্তু আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে। দেখ, দেহ জীর্ণ হইতে থাকিলেও, জীবনের আশা বলবতী থাকে; অতএব নিজের আত্মাই সর্ব্ব দেহীর প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার নিমিত্ত প্রিয় বলিয়া জানিবে॥

(১) যখন পত্নী পতিকামা হয়, তখনই সে পতির প্রতি স্নেহান্বিতা হয়, কিন্তু তৎকালে পতি ক্ষুধা কিম্বা রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে তৎপ্রতি বিরক্তই হইয়া থাকে। অতএব পতির প্রতি পত্নীর যে প্রীতি তাহা কেবল তাহার আপনারই সুখের নিমিত্ত, পতির সুখের নিমিত্ত নহে। আর পত্নীর প্রতি পতির যে প্রীতি, তাহাও উক্তরূপ কারণ বশতঃ পতির আপনার নিমিত্ত ভিন্ন পত্নীর নিমিত্ত নহে। অতএব পতি ও পত্নী ইহাদিগের পরস্পরের যে প্রীতি তাহা কেবল স্বার্থ সাধনার্থ মাত্র।

পিতা যখন পুত্রের মুখচুম্বন করেন, তখন তাঁহার শ্মশ্রুরূপ কণ্টকাঘাতে বালক বেদনাযুক্ত হইয়া রোদন করিলেও তিনি মুখচুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, অতএব সেই যে প্রীতি তাহা বালকের সুখের জন্য নহে, তাহা কেবল আপনারই সুখ জন্য মাত্র।

রত্ন প্রভৃতি, ধনের প্রতি লোকের যে প্রীতি হয়, তাহাও কেবল আপনার উপকারার্থ মাত্র, নতুবা তদ্দ্বারা ধনের কোন উপকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

অথ কেয়ংভবেৎপ্রীতিঃ শ্রূয়তে যা নিজাত্মনি।
রাগোবধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি।
ভক্তিঃস্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছা স্বপ্রাপ্তবস্তুনি॥

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে যে দারাদি বিষয়ে যে প্রীতি তাহা অনুরাগরূপ, যাগাদি কর্ম্ম বিষয়ে যে প্রীতি তাহা শ্রদ্ধারূপ, গুরু ও দেবতাদি বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ভক্তিরূপ এবং অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ইচ্ছারূপ। অতএব নিজের আত্মসম্বন্ধে কিরূপ প্রীতি হইবে? প-দ ১২।২০।

তর্হ্যস্তু সাত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী।
প্রাপ্তে নষ্টেপি সম্ভাবাদিচ্ছাতোব্যতিরিচ্যতে॥

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রীতির অতিরিক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ যে সাত্ত্বিক প্রীতি আত্মসম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাহা কোন সুখানুবর্ত্তী কারণ জনিত নহে এবং ইচ্ছাধীনও নহে, যেহেতু সুখসাধন বিষয় লব্ধ কিম্বা নষ্ট হইলেও আপনার প্রতি যে প্রীতি তাহার অসদ্ভাব কখনই হয় না॥ ঐ ২১।

সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ।
আত্মানুকূল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ।
অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা॥

সুখসাধন জন্য অন্ন পানাদি যেমন প্রিয় হয়, আত্মা সেরূপ প্রিয় নহে, যেহেতু অন্নাপানাদির ন্যায় আত্মা ভোগ্য নহেন এবং তাঁহার ভোক্তাও কেহ নাই, অথচ এক আত্মাতেই ভোগ্য ও ভোক্তৃ এতদুভয় ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও কর্ম্ম কর্ত্তৃ বিরোধ হয়॥ ঐ ২২।

সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।
সুখে ব্যভিচরত্যেবা নাত্মনি ব্যভিচারিণী॥

অতএব বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি

বৃষাদি পশুদিগের ভার বহন প্রভৃতি কার্য্য করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও বণিকেরা তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহাও কেবল বণিকদিগের নিজের প্রীতার্থ মাত্র।

আমি সুব্রাহ্মণ, এহেতু আমি অতি পূজনীয়, এই রূপ ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ যে সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা তাঁহার চৈতন্যবিহীন ব্রাহ্মণত্ব জাতির তুষ্টি বলা যায় না, কিন্তু আত্মাভিমান বশতঃ কেবল সেই পুরুষেরই প্রীতি মাত্র।

আমি ক্ষত্রিয়, এহেতু আমি রাজ্য প্রতিপালন করি, এই যে প্রীতি তাহাও ক্ষত্রিয় জাতির নহে। বৈশ্য প্রভৃতিতেও এইরূপ প্রীতি জানিবে।

আমার স্বর্গলোক অথবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক, এইরূপ যে ইচ্ছা তাহাও আত্মভোগার্থ ভিন্ন সেই সেই লোকের উপকারার্থ নহে।

নিষ্পাপ হওনার্থ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের যে অর্চ্চনা করা হয়, তাহাও তাঁহাদিগের নিমিত্ত নহে, কেবল আপনার হিতার্থ মাত্র।

ব্রাহ্মণেরা যে বেদাধ্যয়ন করেন, তাহাও বেদের উপকারার্থ নহে, কেবল তাঁহাদিগের আত্মপ্রয়োজন সাধনার্থ মাত্র।

মনুষ্যেরা ভূম্যাদি পঞ্চভূতের যে ব্যবহার করেন, তাহাও কেবল আপনাদিগের স্থান, তৃষ্ণানিবৃত্তি, অন্নপাক, জলশোষণ ও অবকাশ জন্য ব্যতীত পঞ্চভূতের উপকারার্থ নহে॥

তাহা কেবল প্রীতিমাত্র, কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি তাহা অতি-প্রীতি। বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি তাহার কখন কখন ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যথা হইয়া থাকে,কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি তাহার কখনই ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই,অর্থাৎ তাহা সর্ব্বদাই সমান ॥ প-দ ১২।২৩।

একংত্যক্ত্বান্যদাদত্তে সুখং বৈষয়িকং সদা।
নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেযস্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথং॥

বিষয় জন্য যে সুখ তাহা সর্ব্বদাই এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে গমন করিয়া থাকে,কিন্তু আত্মা ত্যাজ্য বস্তু নহেন, সুতরাং তাঁহাতে যে সুখ তাহার ব্যভিচার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ঐ ২৪।

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ।
ততোদ্বেষাত্তবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি।
ত্যক্তুংযোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা তক্তুরেব সা।
ন ত্যক্তুর্বস্তি সদ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥

ইহা সত্য বটে যে,কখন কখন রোগ বা ক্রোধে অভিভূত হইয়া দ্বেষ বশতঃ মরণেচ্ছা পূর্ব্বক আত্মার ত্যাজ্যত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আত্মার নহে, কেবল ত্যাগ যোগ্য দেহেরই মাত্র,অর্থাৎ ত্যক্তার প্রতি দ্বেষ নহে, ত্যাজ্য বস্তুর প্রতিই দ্বেষ হইয়া থাকে; অতএব ত্যাজ্য দেহের প্রতি দ্বেষ হইলে কোন ক্ষতি নাই॥ ঐ ২৬।

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
যথাপিতুঃপুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা॥

যেহেতু আপনার প্রয়োজনার্থ সকল বস্তুই প্রিয় হয়, এই কারণে আত্মাই অতি প্রিয় হয়েন, যেমন পুত্রের মিত্রাপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর হয়॥ প-দ ১২।২৭।

মা ন ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্ব্বদেত্যসৌ।
আশীঃসর্ব্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি॥

আর যখন দেখা যাইতেছে যে, আমার অসত্তা কখন না হউক, আমি সর্ব্বদাই জীবিত থাকি, এই-রূপ প্রার্থনা সকল প্রাণিরই হইয়া থাকে, তখন আত্মাতে যে নিরতিশয় প্রীতি তাঁহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ॥ঐ ২৮।

তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ॥

পুরুষের যখন এমন বুদ্ধি হয় যে, আমি তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ লাভ করিব, তখন কর্ত্তৃরূপ জীবের মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মত্ব প্রকাশ পায়, যেহেতু পুরুষ তৎকালে দেহের ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি অতিশয় কঠোর ব্রতানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়॥ ঐ ৪৪।

মোক্ষ্যেহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্।
তদ্বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং নু তু কিঞ্চিৎচিকীর্ষতি॥

যখন পুরুষের এমন মতি হয় যে, আমি মুক্তি লাভ করিব, তখন চৈতন্যেরই মুখ্য আত্মত্ব স্বীকার

করা যায়, যেহেতু তৎকালে পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা তাহা অবগত হয়, (অর্থাৎ যখন পুরুষ এই-রূপ জ্ঞান লাভ করে যে, আমি কর্ত্তা নহি, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, তখন তাহার আর কর্ত্তব্য কিছুই থাকে না॥ প-দ ১২।৪৫।

শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যায়ং সাক্ষ্যেবাত্মা ন চেতরঃ।
কোষান্ পঞ্চবিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা॥

শ্রুতি ও বিবেচনা দ্বারা সাক্ষি-চৈতন্যকেই আত্মা বলা যায়। পঞ্চকোষ হইতে অন্তরাত্মাকে যে পৃথক্ করা যায় তাহাকে বিবেচনা কহে॥ ঐ ৫৪।

জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনং।
যতোভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ॥

যাঁহা হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা (১) নিরন্তর পরি-বর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই স্বপ্রকাশ নিত্য চৈতন্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা হয়েন (১)॥ প-দ ১২।৫৫।

শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তাআসন্নান্তারতম্যতঃ।
প্রীতিস্তথা তারতম্যাত্তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষ্যতে॥

সেই সাক্ষিচৈতন্য ব্যতিরিক্ত প্রাণাদি বিত্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থই আত্মার নিকটতর সম্বন্ধ অনু-

(১) জীবের যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, ত্বক-দ্বারা স্পর্শ, জিহ্বাদ্বারা রস, চক্ষুদ্বারা রূপ এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ উপলব্ধ হয়, তাহাকে জাগ্রৎ কহে। যে অবস্থায় জাগরণকালীন সংস্কার বা অভ্যাস বশতঃ অপ্র-ত্যক্ষ বিষয় সকল অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষবৎ সমুদিত হয়, তাহাকে নিদ্রা বা স্বপ্ন কহে। যে অবস্থায় বুদ্ধির সমুদায় বিষয়-জ্ঞানের অভাব হয়, তাহাকে সুষুপ্তি বলে। জীবরূপী আত্মার তিনটী বসতি স্থান নিরূ-পিত আছে; ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয়। জীবাত্মা জাগ্রদ-বস্থায় ইন্দ্রিয়ে, নিদ্রাবস্থায় মনে ও সুষুপ্তিকালে হৃদয়ে অবস্থান করেন। জাগরণ কালে স্থূল শরীরাভিমান-বিশিষ্ট জীবচৈতন্যকে বিশ্ব, স্বপ্ন কালে সূক্ষ্ম শরীরাভি-মানবিশিষ্ট চৈতন্যকে তৈজস ও সুষুপ্তিকালে কারণ শরীরাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ও স্বপ্নাবস্থার প্রভেদ মাত্র, যেহেতু ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরমার্থ বোধ হয় না, কেবল স্বপ্নবৎ অসদ্বস্তুমাত্র জ্ঞান হইয়া থাকে॥

(১) যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি হইতে অগ্নির শিখা যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার কিছুমাত্র ভেদ নাই, কারণ পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মারও নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপতা বেদান্ত বিচারদ্বারা নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যথা,— "জীবের জাগ্রৎ নামক যে অবস্থায় জগতস্থ পদার্থ সমূহ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, সেই অবস্থায় শব্দস্পর্শাদি জ্ঞেয় বিষয় ও তাহাদিগের আধার আকাশাদি পঞ্চভূত, ইহারা যদিও গো, অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় স্বরূপতঃ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বটে, তথাপি তত্তৎবিষয়ক যে সম্বিৎ বা জ্ঞান, (শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান) তাহা শব্দস্পর্শাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইতে পৃথক্ হইলে একাকারে অবভাসমান হওয়া হেতু এক-মাত্রই হয়। অর্থাৎ শব্দ ও স্পর্শ বলিলে যেমন দুইটী পৃথক্ বস্তুর অনুভব হয়, শব্দজ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান বলিলে সেরূপ দুইটী পৃথক্ জ্ঞানের অনুভব হয় না, কেননা যে জ্ঞানের সহায়তায় শব্দ ও স্পর্শ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত হয়, তাহা একই পদার্থ, কেবল বস্তুভেদে তাহার তত্তৎকালীন কল্পিত ভেদ হইয়া থাকে মাত্র। আবার, যেমন জাগ্রদবস্থায়

সারে তারতম্যরূপে তাঁহার প্রিয় হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ॥

পঞ্চ-দ ১২।৫৬।

জ্ঞেয় পদার্থ সকল পরস্পর পৃথক্ হইলেও তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞানের একরূপতা সিদ্ধ হইল, তদ্রূপ স্বপ্নাবস্থাতে [illegible] পদার্থ সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এতদুভয়াবস্থার বিভিন্নতা এই মাত্র যে, জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যমান বস্তু সকল স্থির এবং স্বপ্নাবস্থায় অনুভূয়মান বস্তু সকল অস্থির। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকলই অলীক, বস্তুতঃ তাহারা কিছুই নহে। কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থা পরস্পর ভিন্ন হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে জ্ঞানের সহায়তায় তত্তৎ জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, স্বপ্নাবস্থায় সেই জ্ঞানেরই সাহচর্য্যে তাহাদিগের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জ্ঞান একমাত্র। আর সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের অনুভব করে, (অর্থাৎ আমি অনেক ক্ষণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই) এইরূপ অনুভবকে স্মৃতি বলে। এই স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত বিষয় হইতে সমুত্থিত হয়, কেননা পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে স্বয়ং কোন বস্তু স্মরণ পথে সমুদিত হইতে পারে না। এই জন্য সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধকে প্রত্যক্ষ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর জ্ঞান ব্যতিরেকেও কোন বস্তুর প্রত্যক্ষতা সম্ভব নহে। অতএব সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পদার্থ সকল পরস্পর পৃথক্ হইলেও উভয়াবস্থাতেই তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান একমাত্র হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানও অজ্ঞানাদি বিষয় হইতে পৃথক্ হইলেও অবস্থান্তরের জ্ঞান হইতে পৃথক্ নহে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান যেমন জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েই এক রূপ, তদ্রূপ এক দিবসের জ্ঞান অন্য দিবসের জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপ নহে। অর্থাৎ অদ্য যে জ্ঞান প্রভাবে জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতে শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল অনুভূত হয়, অন্যান্য দিবসেও সেই জ্ঞানের সহায়তায় সেই সকল বিষয় অনুভূত হইয়া থাকে। লোকে অদ্য যে জ্ঞান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসাদির অনুভব করে, আগামী কল্যও সেই জ্ঞানদ্বারাই সেই সকল বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণাদির এবম্প্রকার জ্ঞান প্রত্যহ নূতন হয় না। এমতে যে জ্ঞান দিন হইতে দিনান্তরেও সমান, তাহা মাস হইতে মাসান্তরেও সমান, যেহেতু দিনের সমষ্টিকেই মাস বলা যায়। এইরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতি সর্ব্বকালেই উদয়াস্তশূন্য নিত্য ও স্বপ্রকাশস্বরূপ যে সম্বিৎ, অর্থাৎ জ্ঞান, তাহা এক মাত্র।

সেই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশস্বরূপ এক মাত্র জ্ঞানই আত্মা এবং পরম প্রেমাস্পদ হেতু তিনিই পরমানন্দ, অর্থাৎ নিরতিশয় সুখস্বরূপ হয়েন। এবিষয়ের নিদর্শন এই যে, যদিও কখন কাহারও উৎকট রোগাদি জনিত অত্যন্ত দুঃখ ভোগ বশতঃ স্বীয় আত্মাতে ধিক্কার জন্মিয়া থাকে, তথাপি আত্মা যে পরম প্রীতির আস্পদ নহে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আমার মৃত্যু হউক বা আমি অসুখী হই, এমন ইচ্ছা কাহারও নাই, বরং আমি চিরজীবী ও চিরসুখী হই, এইরূপ অভিলাষ সকলেরই হইয়া থাকে; অতএব প্রাণিমাত্রেরই আত্মাতে পরম প্রীতি লক্ষিত হয়। অপিচ, পুত্র, কলত্রাদিতে যে প্রীতি হয়, তাহা শুদ্ধ আত্মার নিমিত্তই হইয়া থাকে; যদি তাহা না হইত, তবে আত্মসম্বন্ধি পুত্র কলত্রাদিতে ও নিঃসম্বন্ধি ব্যক্তিতে সমান প্রীতি হইত। পরন্তু আত্মার প্রতি যে প্রীতি তাহা পুত্র, কলত্রাদির সাপেক্ষ নহে, যেহেতু কখন কখন সেই পুত্র কলত্রাদির সহিতও বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মপ্রেমের বিচ্ছেদ কখনই সম্ভবপর নহে। অতএ আত্মা যে নিরতিশয় প্রীতির আস্পদ, সুতরাং আত্মা যে পরমানন্দ স্বরূপ, ইহা সিদ্ধ হইল। এই প্রকার যুক্তি অনুসারে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অর্থাৎ নিত্য; জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হয়েন। আর পরব্রহ্মেরও নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপতা স্বতঃ সিদ্ধই আছে, এই হেতু স্মৃতি সমুদায়ে এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিত্তাৎপুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎপিণ্ডঃপিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ং।
ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা পরঃ প্রিয়ঃ ॥

বিত্ত অপেক্ষা পুত্র, পুত্র অপেক্ষা

শরীর, শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়,ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ এবং প্রাণ অপেক্ষা আত্মা প্রিয়তর হয়েন ॥

প-দ ১২।৫৭।

এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিংত্যক্ত্বা নিজাত্মনি। নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশং ॥

এইরূপ বিবেচনা দ্বারা পুত্র প্রভৃতিতে প্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার আত্মাকে পরম প্রীতির আস্পদ নিশ্চয় করিয়া অহর্নিশি আত্মালোচনা করাই কর্ত্তব্য ॥

প-দ ১[illegible]২।

——০০——

দ্বাদশ অধ্যায়।

মুক্তিসাধনার্থ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এতদুভয় সম্পাদনের আবশ্যকতা কথন।

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ
পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বং।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং
তাভ্যাংবিনা নান্যতরেণ সিদ্ধতি ॥

হে বিচক্ষণ! পক্ষির পক্ষদ্বয়ের ন্যায় পুরুষের জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই দুইটী পক্ষস্বরূপ বলিয়া জানিবে, এতদুভয় পক্ষ ভিন্ন অন্যতরের দ্বারা মুক্তিরূপ অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপরি-

কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, জীবাত্মার সেই পরমানন্দ স্বরূপ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ? যদি অপ্রত্যক্ষ হয়, তবে আত্মা পরম প্রেমাস্পদ হইতে পারে না; কারণ যে বস্তুর সৌন্দর্য্য দেখা না যায়, তাহাতে প্রীতির সম্ভাবনা নাই; আর যদি প্রত্যক্ষই হয়, তথাপি আত্মা পরম প্রীতির আস্পদ হইতে পারে না, কারণ নিত্য যাহাকে দেখা যায়, তাহাতে নিরতিশয় আনন্দানুভবের সম্ভাবনা কি? ইহার মীমাংসা এই যে, আত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ আত্মা অস্পষ্ট-প্রত্যক্ষ, এবং এই কারণেই তিনি পরম প্রীতির আস্পদ হয়েন। কারণ, যাঁহাকে অতিশয় ভালবাসা যায়, অথবা যাঁহাকে দেখিলে যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব হয়, তিনি নয়নের অন্তরাল হইলে মন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয় এবং দর্শন পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। পরম স্নেহাস্পদ পুত্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে পিতামাতার অন্তঃকরণে যে অশেষ আনন্দের উদয় হয়, তাহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। আর, যেমন উচ্চৈস্বরে বেদপাঠকারী বহু বালকের মধ্যে বিশেষ কোন একটী বালকের অধ্যয়ন শব্দ অস্পষ্টরূপে অনুভূত হওয়া প্রযুক্ত সেই শব্দকে শ্রুত ও অশ্রুত উভয়ই বলা যায়, সেইরূপ কোন প্রতিবন্ধ বশতঃ আত্মার আনন্দরূপ অস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হওয়া হেতু তাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয়ই যুক্তিসিদ্ধ হয়। নিত্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে অনিত্য ও অপ্রত্যক্ষ বলিয়া যে বোধ হয় তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। আত্মার আনন্দরূপ নিত্য প্রত্যক্ষ হইলেও বিষয়রূপ বিষম বিষ পান দ্বারা মোহান্ধ হইয়া তাঁহাকে অনিত্য ও অপ্রত্যক্ষ বলিয়া যে বোধ করা হয়, তাহাই এই স্থলে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত বহু বালকের সহিত একত্র অধ্যয়নই যেমন সেই নির্দ্দিষ্ট বালকের ধ্বনি সুস্পষ্টরূপে শ্রবণের প্রতিবন্ধকের একমাত্র কারণ, তদ্রূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই আত্মার আনন্দরূপের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষতার প্রতিবন্ধকের মুখ্য কারণ। এই অবিদ্যাই জীবের কারণশরীর বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং ইহার বিষয় পরেও সুব্যক্ত হইবে ॥ প-দ, তত্ত্ববিবেক।

ভাগে সমারোহণ করিতে কাহা-রও সামর্থ্য নাই॥ বি-চু ৩৭৬।

অত্যন্তবৈরাগ্যরতঃ সমাধিঃ
সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-
র্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥

অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির সমাধি সিদ্ধি হয়, সমাধিসম্পন্ন পুরু-ষের উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, উৎ-কৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানির সংসারবন্ধন মোচন হয় এবং সংসারবিমুক্ত ব্যক্তির নিত্য সুখানুভব হয়॥ ঐ ৩৭৭।

নির্ব্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।
নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি॥

নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) পুরুষের আশাপাশনিকরের খড়্গস্বরূপ। যাঁহার নির্ব্বেদ জন্মায় নাই, তিনি দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারেন না॥ ভা-পু ১১।৮।২৮।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েম্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলং॥

যেমন কাকবিষ্ঠাতে কাহারও ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ সত্যলোকা-বধি মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাশূন্যতা,তাহাকেই বৈরাগ্য বলা যায়। এই বৈরাগ্য অতি নির্ম্মল পদার্থ, ইহাতে রাগাদি কোন প্রকার দোষের সম্পর্ক নাই॥ অ-অ ৪।

যাবৎ সর্ব্বং ন সংত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে।
সর্ব্ববস্তুপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে॥

যাবৎ সমুদায় পদার্থ পরিত্যক্ত না হয়, তাবৎ আত্মলাভ হয় না, কিন্তু সমুদায় বস্তু পরিত্যক্ত হইলে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন॥ যো-বা-রা ৫।৫৮।৩২।

যাবদন্যন্ন সংত্যক্তংতাবৎ সামান্যমেব হি।
বস্তু নাস্বাদ্যতে সাধো স্বাত্মলাভে তু কা কথা॥

হে সাধো! যখন অন্যান্য বস্তু পরিত্যক্ত না হইলে সামান্য বস্তুরই আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন আত্মলাভের কথা ত স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরমাত্মরূপ মহাবস্তু লাভ করিতে হইলে কি প্রকার ত্যাগশীল হইতে হইবে, তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিয়া দেখ॥ ঐ ৩৩।

আত্মাবলোকনার্থন্তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বংকিঞ্চিৎ পরিত্যজ্য যৎ শেষং তৎপরংপদং॥

অতএব সাধক ব্যক্তির আত্মাব-লোকনের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সমুদায় বস্তু পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মা॥ ঐ ৩৪।

ন চাবিরক্তৈর্বিজ্ঞাতুংস্বরূপক্যোহসৌ মহেশ্বরঃ।
তস্মাদ্বিরক্তিং ভো ধীরাঃ সম্পাদয়তমচিরম্॥

বিষয়সমূহে বিরক্তি না জন্মিলে এই মহেশ্বর পরমাত্মাকে বিশেষ-রূপে জানিতে পারা যায় না ; অতএব হে পণ্ডিতগণ ! তোমরা বৈরাগ্য সম্পাদনে যত্নবান্ হও, ইহাতে বিলম্ব করা উচিত হয় না ॥
আত্ম-পু ১।৩৩৯ ।

বিরক্তেরপি চোপায় উক্তো দোষাবলোকনম্ ।
সর্ব্বস্ব বস্তুজাতস্য নিতরাং প্রীতিকারিণঃ ॥

সুখসাধনতারূপে সম্মত জগতস্থ সমস্ত বস্তু মাত্রেরই যে অত্যন্ত দোষাবলোকন, তাহাই বিরক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ঐ ৩৪০ ।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্ব্বন্ধনাঃ সদা ।
ত্যাগে যস্য হুতংসর্ব্বংস ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্ ॥

যাঁহার সর্ব্বদা সকল কর্ম্মানুষ্ঠানই কামনাশূন্য, এবং যিনি বিষয় বাসনা সকল একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উদাসীন ও বুদ্ধিমান্॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১৩।৩২ ।

আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিরাশিত্বমচাপলম্ ।
এতদেব পরংজ্ঞানং সদাত্মজ্ঞানমুত্তমম্ ॥

অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য এবং আত্মজ্ঞান, এই কএকটী বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাদিগকে হৃদয়ে সর্ব্বদা অবকাশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ঐ ৩৫ ।

গুণাগুণমনাসঙ্গমেককার্য্যমনন্তরম্ ।
এতত্তু ব্রহ্মণো বৃত্তমাহুরেকপদং সুখম্ ॥
পরিত্যজতি যো দুঃখংসুখংবাপ্যুভয়ং নরঃ ।
ব্রহ্মপ্রাপ্নোতি সোহত্যন্তমসঙ্গেন চ গচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ এতদুভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই গুণাগুণসম্পন্ন ললনাদি-সঙ্গহীন জীবাত্ম-নিষ্পাপ্ত, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদিসুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন ॥
ম-ভা-বনপর্ব্ব ২১৩।৩৮-৩৯ ।

(জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের প্রতিবন্ধ সকল বর্ণন)

যথা কথঞ্চিজ্জাতাপি মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে নৃণাং ।
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলং ॥

মনুষ্যের অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে শিব (ব্রহ্ম) জ্ঞানের উদয় হয় বটে,কিন্তু তাহা পরে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; আবার কোন কোন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না, অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না ॥ শি-গী ১।১৪ ।

দোগ্ধ্রীধেনুর্যথা নীতা দুঃখদা গৃহমেধিনাং ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো ভবেৎ ।
ত্রিদশাস্তেন বিঘ্নন্তি প্রবিষ্টা বিষয়ং নৃণাং ॥

যাদৃশ দুগ্ধবতী গাভী অপহৃতা হইলে, গৃহস্থের দুঃখ সমুদিত হয়, তাদৃশ জ্ঞানবান্ বিপ্র দেবতাদিগের

দুঃখের কারণ হইয়া থাকেন; এই নিমিত্ত দেবতারা মনুষ্যদিগের জ্ঞান সাধনে বিঘ্নাচরণ করেন (১)॥

শি-গী ১।১২।

স্বাত্মতত্ত্বাভিগমনং ভবতি প্রায়শোনৃণাং।
মুনে বিষয়বৈরস্যং কদর্থাদুপজায়তে॥

(পক্ষান্তরে) তত্ত্বনিচয়ের বিচার দ্বারা প্রায় অনেক মনুষ্যের আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান অনায়াসেই লাভ হইতে পারে; কিন্তু হে মুনে! বিষয়ে বৈরাগ্যোদয় অতি কষ্টে হয় (২)॥

যো-বা-রা ২।২।৬।

বহ্নেরুষ্ণতরঃ শৈলাদপি কষ্টতরক্রমঃ।
বজ্রাদপি দৃঢ়োব্রহ্মন্ দুর্নিগ্রহ মনোগ্রহঃ॥

হে ব্রহ্মন্! জীবের মন, দুষ্পৃশ্য অগ্নি হইতেও উষ্ণতর, অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতেও দুরতিক্রমণীয়, এবং অভেদ্য বজ্র হইতেও দৃঢ়তর, অতএব মনোগ্রহকে নিগ্রহ করা অতীব দুরূহ॥ যো-বা-রা ১।১৬।২১

অপ্যব্ধি পানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপিতুস্পর্শনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্ত নিগ্রহঃ॥

হে সাধো! মহাসমুদ্রের জল-রাশি পান করা যেমন দুঃসাধ্য ও সুমেরু পর্ব্বতের উন্মূলন করা যেমন দুষ্কর, দুস্পৃশ্য মনকে নিগ্রহ করাও সেইরূপ কষ্টতর কর্ম্ম হয়॥ ঐ ২৪।

চেতঃপততি কার্য্যেষু বিহগঃ স্বামিষেম্বিব।
ক্ষণোনবিরতিং যাতি বালঃ ক্রীড়নকাদিব॥

যেমন আমিষলোলুপ (গৃধ্র) পক্ষী

(১) যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ বিপ্রগণ ঘৃতাদি সহ-যোগে অনলে যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই দেবগণের প্রীতি লাভ হয়। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদ করতঃ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে; কারণ, যাগযজ্ঞাদি কার্য্য সকল বিলুপ্ত হইলে সুরগণ দুঃখ প্রাপ্ত হন। এই নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যদিগের জ্ঞানসাধন বিষয়ে নানা বিধ বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

(২) মনুষ্য সর্ব্বদা তত্ত্বসমূহের পর্য্যালোচনা দ্বারা আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের বিষয়বিক্রান্ত অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া অতি সুকঠিন। কারণ, প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই ভোগ বাসনা এত প্রবলা যে, তাহাকে পরিহার করা অতি দুঃসাধ্য। লক্ষের মধ্যে এক জনেরও বিষয় বাসনা ত্যাগ হয় কিনা, ইহাও সন্দেহ। আশারূপা পিশাচী এমন খল-প্রকৃতি, যে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেও সে পরিত্যাগ করে না এবং সে এমন কুহকিনী যে, সে অবলীলা ক্রমে মনুষ্যের মনকে যুগপৎ মুগ্ধ করিয়া আত্মবশীভূত করে; ফলিতার্থে তাহার বশতাপন্ন হইয়া লোক সকল যে কতই ক্লেশ সহ্য করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বদাই আত্মবিষন্ন-তাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়া জঘন্য জন-সমাজের সন্তোষ সাধন করিতে হয়; অভিলাষানুরূপ বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু নিরন্তর অন্তর্দাহ হইতে থাকে, মানাপমান ভয়ে ও মান সংরক্ষণার্থ সততই উদ্বিগ্নান্তঃকরণে কাল যাপন করিতে হয় এবং কামিনী-সম্ভোগ-সুখ-লালসায় অহোরাত্র প্রযত্ন সহকারে দারা পুত্রাদির আনুগত্যে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তথাপি লোকের মনে বিরাগ জন্মে না। অতএব জীবের বৈরাগ্যোদয় হওয়া অতি কষ্টসাধ্য। এই কারণ বশতঃ জ্ঞানসাধক যোগীদিগের অন্তঃকরণে উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য উদ্ভাবন কর-ণার্থ এই গ্রন্থে যথাস্থানে বৈরাগ্যোৎপাদক, কএকটী প্রবন্ধের অবতরণ করা হইয়াছে।

আমিষ দর্শন মাত্র নিঃশঙ্ক হইয়া তাহাতে নিপতিত হয়, বিষয়প্রীয় মনও সেইরূপ বিষয়াভিলাষে কার্য্য সমূহে নিয়ত নিপতিত হইতেছে। এবং যেমন বালকগণ ক্রীড়োপকরণ বস্তুতে,অর্থাৎ ক্রীড়া বিষয়ক কার্য্যে ক্ষণমাত্রও নিবৃত্ত থাকে না, মনও তদ্রূপ ক্ষণকালের নিমিত্তও বিষয় কার্য্যে বিরত থাকে না ॥

যো-বা-রা ১।১৬।২২।

কলাকলঙ্কিতো লোকোবন্ধবোভব বন্ধনং।
ভোগাভবমহারোগা স্তৃষ্ণাশ্চ মৃগতৃষ্ণিকাঃ॥

লোক সকল বিষয়ানুসন্ধান নিবন্ধন নিতান্ত মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ দারুণ বন্ধনস্বরূপ, ভোগ সকল মূর্ত্তিমান মহারোগ এবং তৃষ্ণাও মৃগতৃষ্ণিকার সমান ॥

যো-বা-রা ১।২৬।১০।

শত্রবশ্চেন্দ্রিয়াণ্যেব সত্যং যাতমসত্যতাং।
প্রহরত্যাত্মনৈবাত্মামনসৈব মনোরিপুঃ॥

ইন্দ্রিয়গণও প্রধান শত্রু, সত্যও অসত্যভাবে পরিণত হইয়াছে, এবং মনঃস্বরূপ আত্মা আপনিই আপনাকে নিয়ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে ॥ ঐ ১১।

অহঙ্কারঃকলঙ্কায় বুদ্ধয়ঃ পরিপেলবাঃ।
ক্রিয়াদুষ্ফলদায়িন্যো লীলাঃ স্ত্রীনিষ্ঠতাংগতঃ॥

অহঙ্কার জীবের চিত্তকে কলঙ্কিত করে, তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগের সম্বন্ধ হেতু বুদ্ধিও নিষ্ঠাশূন্যা হয়, ক্রিয়া সকল একমাত্র দুষ্ফলদায়িনী এবং মনের বাসনা কেবল স্ত্রীরূপের প্রতিই ধাবমান হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ১।২৬।১২।

বস্ত্ববস্তুতয়াজ্ঞাতং দত্তং চিত্তমহঙ্কৃতৈঃ।
অভাববেধিতা ভাবা ভবান্তোনাধিগম্যতে॥

জীবের অবস্তুতে (১) বস্তু জ্ঞান হয়, তন্নিমিত্ত মনও সর্ব্বদা অহঙ্কারযুক্ত হইয়া থাকে, এবং মনের ভাব সকল অভাবে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ স্বপ্ন মিথ্যা পদার্থ মাত্রকে বিলাসাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করে,সুতরাং সংসারের অন্ত পাওয়াও সুদুষ্কর ॥ ঐ ১৪।

তপ্যতে কেবলং সাধোমতিরাকুলিতান্তরা।
রাগরোগোবিলসতি বিরাগো নোপগচ্ছতি॥

হে সাধো! জীবের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অস্থির; বুদ্ধি নিরন্তর দহ্যমান হইতেছে এবং রাগ রোগের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, অতএব বৈরাগ্যের লেশমাত্রও স্বয়ং উপস্থিত হয় না ॥ ঐ ১৫।

রজোগুণহতাদৃষ্টিস্তমঃ সংপরিবর্দ্ধতে।
ন চাধিগম্যতে সত্বং তত্ত্বমত্যন্ত দূরতঃ॥

---

(১) সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মই বস্তু এবং অজ্ঞান ও তদবিজৃম্ভিত অন্যান্য যাবতীয় পাদার্থ অবস্তু। যথা,—বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহঃ অবস্তু। বে-সা।

রজোগুণ প্রভাবে জীবের জ্ঞান প্রণষ্টপ্রায়, তমোগুণ প্রায় সর্ব্বদাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সত্ত্বগুণ কদাপি সমুদিত হয় না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভও সুদূরপরাহত হইয়াছে ॥ যো-বা-রা ১।২৬।১৬।

বাগ্মি প্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকং জড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥

আবার, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে বাগ্মী ব্যক্তি মূক হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জড় হন, এবং উদ্যোগশীল ব্যক্তি অলস হন, এই কারণে ভোগাভিলাষী ব্যক্তিরা তত্ত্বজ্ঞান সাধনে যত্ন করে না ॥

অ-সং ১৫।৩।

বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ট্বা কোনাম ন বিরজ্যতে।
সতামুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে ॥

বস্তুতঃ এই বীভৎস (কুৎসিত) বিষয় দর্শন করিলে কাহার না মনে বিরাগ জন্মিয়া থাকে? কিন্তু সাধুলোকদিগের উত্তম বৈরাগ্য বিবেক(১) হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ২।১১।২৩।

তে মহান্তো মহাপ্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈবহি।
বৈরাগ্যং জায়তেযেষাং তেষামমলমানসং ॥

এই জগতে বিনা কারণে যাঁহাদিগের মনে বৈরাগ্যোদয় হয়, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই মহাপ্রাজ্ঞ এবং তাঁহাদিগেরই অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল (১) ॥ যো-বা-রা ২।১১।২৪।

স্ব বিবেকবশাদেব বিচার্য্যেদং পুনঃ পুনঃ।
ইন্দ্রজালং পরিত্যাজ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরং বলাৎ ॥

সেই সাধুগণ আত্মবিবেক দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া এই বিশ্বের বাহ্য ও অভ্যন্তরকে ইন্দ্রজালবৎ নশ্বর জানিয়া বলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন ॥ ঐ ২৭।

যথাভূতমিদং দৃষ্ট্বা সংসারং তন্ময়ীং ধিয়ং।
পরিত্যজ্যপরংযান্তি নিরালানাগজাইব ॥

যদ্রূপ আলাননিবদ্ধ হস্তী বন্ধন ছেদন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ সাধুগণ এই সংসারের গতি অত্যন্ত অসৎ বিবেচনা করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্ময় বুদ্ধিদ্বারা পরব্রহ্মে অধিগমন করেন ॥ ঐ ৩৪।

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষংযঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরংব্রহ্মত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে ॥

(কিন্তু) এই সচরাচর বিশ্বকে

---

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিচারের নাম বিবেক।

(১) এই ধরণীতলে বিষয়াসক্ত জনগণের অন্তঃকরণে কখন কখন সংসার-দুঃখ দৃষ্টে, অভিলাষের অপূরণে, অথবা মানধ্বংসে অপমানাশঙ্কায়, কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ যে বৈরাগ্যভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহাকে রাজস বৈরাগ্য কহে; এই রাজস বৈরাগ্যও উত্তরকালে উৎকৃষ্টরূপে বর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সাধু ব্যক্তির অন্তঃকরণে বিনা কারণে স্বতঃসিদ্ধ যে বৈরাগ্যভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহা সাত্ত্বিক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসনীয় ॥

পরোক্ষ করতঃ অপরোক্ষ পরব্রহ্মকে যে মূঢ় ত্যাগ করে, সেই এই বিশ্বেতেই লীন হয়, অর্থাৎ তাহার এই অসার সংসারে যাতায়াতের নিবারণ হয় না॥

শি সং ৫।১৭৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মুক্তিসাধনার্থ চিত্ত-চিকিৎসার আবশ্যকতা কথন।

(জীবের মনই সংসার-বন্ধের মূল কারণ)

সর্ব্বএব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ।
একংমনঃ শরীরন্তু ক্ষিপ্রকারি চলংসদা।
অকিঞ্চিৎকরমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতং॥

ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত এই সমস্ত জগতে সকল শরীরী জাতি দ্বিশরীর সম্পন্ন। তাহাদিগের উভয় শরীরের মধ্যে এক শরীর মন। এই মন ক্ষিপ্রকারী এবং সর্ব্বদা অতিশয় চঞ্চল। দ্বিতীয় শরীর মাংসনির্ম্মিত, সুতরাং উহা অকিঞ্চিৎকর,—অর্থাৎ মনঃশরীর ব্যতিরেকে মাংসময় শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না॥

যো-বা-রা ৩।৯২।৯।

অনন্তস্যাত্মতত্বস্য সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
সংকল্পশক্তিখচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ॥

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, অনন্ত, মহানুভব ব্রহ্মের সংকল্প দ্বারা "আমি বহু হইব," এই প্রকার প্রকাশিত যে প্রবৃত্তি বিশেষ, তাহাই মনের রূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৩।৯৬।৩।

ভাবঃ সদসতোর্ম্মধ্যে নৃণাংচলতি যশ্চলঃ।
কলনোন্মুখতাং যাতস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ॥

সৎ এবং অসৎ এই উভয়ের মধ্যে নরগণের যে চঞ্চলভাব সঙ্কল্পিত বিষয়ে উন্মুখত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই মনের রূপ বলা যায়॥ ঐ ৪।

মনোহি জগতাং কর্ত্তা মনোহি পুরুষঃস্মৃতঃ।
মনঃকৃতংকৃতংলোকে ন শরীরকৃতং কৃতং॥

মনই সমুদায় জগতের কর্ত্তা এবং মনই পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মন দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহাই কার্য্য, শরীর-কৃত কার্য্যকে কার্য্য বলা যায় না॥

যো-বা-রা ৩।৮৯।১।

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্॥

মনঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ভোক্তা জীবের অশেষবিধ ভোগ্য-বস্তু, শরীর, বর্ণ, আশ্রম, জাতিভেদ ও গুণকার্য্যকারণ ফল সকল নিত্য প্রসব করিয়া থাকে॥ বি-চূ ১৭৯।

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য
দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং
মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু॥

মনঃ "অহং মম," অর্থাৎ "আমি আমার," এবম্বিধ জ্ঞান দ্বারা অসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মাকে বিমোহিত করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করতঃ স্বকৃত কর্ম্ম-ফলভোগরূপ বিষয়মার্গে নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে॥ ঐ ১৮০।

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনোহ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে॥

অবিদ্যা মনঃ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কারণ ভববন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যা মনের প্রকাশেই প্রকাশ পায়। অতএব এক মনের বিকাশেই সকল বিকাশ এবং এক মনের বিনাশেই সকল বিনাশ পায়॥

বি-চূ ১৭১।

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদিবিশ্বং মন এব সর্ব্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি ন বিশেষ-
স্তৎসর্ব্বমেতন্মনসোবিজৃম্ভণং॥

স্বপ্নাবস্থায় মনঃ যেরূপ নিজশক্তি প্রভাবে অসত্য ভোগ্যভোক্ত্রাদি বিশ্ব-সংসার রচনা করে, তদ্রূপ জাগ্রদাবস্থাতেও অভ্যাস-কল্পনা-দ্বারা বিশ্বভাব প্রকাশ করে; অত-এব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার কিছুই বিশেষ নাই॥ ঐ ১৭২।

সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥

সুষুপ্তিকালে মনঃ বিলীন হইলে নাম-রূপাদিবিশিষ্ট পদার্থ সকল কিছুমাত্র থাকে না। অতএব এই বিশ্ব-সংসার কেবল পুরুষের মনঃ কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ ইহা কিছুই নহে॥ ঐ ১৭৩।

চিত্তংকারণমর্থাণাং তস্মিন্‌সতিজগত্রয়ং।
তস্মিন্‌ক্ষীণেজগৎ ক্ষীণংতচ্চিকিৎস্যংপ্রযত্নতঃ॥

মনই সকল কার্য্যের কারণ, মনে-তেই এই ত্রিজগৎ দীপ্তিমান্ হই-

তেছে এবং মনের ক্ষয় হইলেই জগৎ ক্ষয় হয়, অতএব অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক মনেরই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য॥ যো-বা-রা ১।১৬।২৫।

চিত্তাদিমানি সুখদুঃখ শতানিনুন
মভ্যাগতান্যগবরাদিবকানানি।
তস্মিন্‌বিবেকবশতস্তনুতাং প্রযাতে
মন্যেমুনেনিপুণমেবগলন্তিতানি॥

হে মুনে! যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইতে বহুতর কাননের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ চিত্তরূপ পর্ব্বত হইতে নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ কানন উৎপন্ন হয়, অতএব যদি বিবেক বশতঃ ঐ চিত্ত ভ্রষ্টবীজস্বরূপ হয়, তবে যথার্থতঃ এই অনুমান করা যায় যে, চিত্তোদ্ভব কানন স্বরূপ দুঃখাদিও বিগলিত হয়॥ ঐ ২৬।

বিষয়েষ্বাবিশেচ্চেতঃ সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎপুংসঃপ্রবর্ত্তনং॥

চিত্ত প্রথমতঃ বিষয়ে আবিষ্ট হয়, পরে সেই বিষয়ের গুণ সকল সঙ্কল্প করে,ঐ সঙ্কল্প হইতে কাম (ভোগাভিলাষ) জন্মে এবং কাম হইতে পুরুষের সংসার-প্রবৃত্তি হয়॥ বি-চূ ৩২৮।

ততঃস্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্ত পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।
সংকল্পং বর্জ্জয়েত্তস্মাৎ সর্ব্বানার্থস্য কারণং॥

সংসার-প্রবৃত্তি হইতে আত্মস্বরূপের বিভ্রংশ হয়, স্বরূপ বিভ্রষ্ট ব্যক্তি অধঃপতিত হয় এবং অধঃপতিত ব্যক্তির বিনাশ ব্যতীত স্বপদে পুনরারোহণ দৃষ্ট হয় না; অতএব সাধুলোক সমস্ত অনর্থের কারণ যে সংকল্প তাহা পরিত্যাগ করেন॥ ঐ ৩২৯।

যাবন্মনো রজসা পুরুষস্য
সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধং।
চেতোভিরাকুতিভিরাতনোতি
নিরঙ্কুশং কুশলং চেতরম্বা॥

যত দিন পুরুষের মন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণে ব্যাপ্ত থাকে, তত দিন দুর্দ্দান্ত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিস্তার করে॥ ভা-পু ৫।১১।৪।

ভাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষ্যো ভবতি স্থূল সূক্ষ্মঃ।
তস্মান্মনোলিঙ্গ মনো বদন্তি
গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য॥

যত দিন এই মন বর্ত্তমান থাকে, তত দিনই "জাগ্রৎ" ও "স্বপ্ন" এই দুই অবস্থা জীবের সমক্ষে প্রকাশিত থাকে। অতএব মন গুণাভিমানিত্বরূপ অপকৃষ্ট (সংসার) এবং গুণাভিমানরাহিত্যরূপ উৎকৃষ্ট (মুক্তি), এই দুইয়েরই কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৭।

ন যাবদেতন্মন আত্মলিঙ্গং
সংসার তাপাবপনং জনস্থ।
যচ্ছোক মোহাময় রাগ লোভ
বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥

শোক, মোহ, রোগ,রাগ ও লোভ, এই সকল শত্রু আত্মার উপাধিভূত মনেরই সহচর এবং মনই মমতা উৎপাদন করে। অতএব মনুষ্য যত দিন এই মনকে যাবতীয় সাংসারিক দুঃখের বপনভূমি স্বরূপে জানিতে না পারে, তত দিন এই সংসারে ভ্রমণ করে ॥

ভা-পু ৫।১১।১৬।

বায়ুনা লীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব লীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে ॥

যেমন মেঘ সকল বায়ুদ্বারা উদিত হয়, পুনরায় বায়ুদ্বারাই লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বন্ধন মনঃদ্বারা কল্পিত হয় এবং মোক্ষও মনঃদ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ বি-চূ ১৭৪।

দেহাদি সর্ব্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্‌গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ স্থবিধায় পশ্চা-
দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥

মনঃ দেহাদি বিষয় সকলে আসক্তি কল্পনা করতঃ অনুরাগরূপ রজ্জুদ্বারা পুরুষকে পশুবৎ বন্ধন করে। পশ্চাৎ যখন ঐ সকল বিষয় বিষবৎ বিরস বোধ হয়, তখন সেই মনঃ পুরুষকে বন্ধন হইতে বিমোচন করিয়া মুক্তি প্রদান করে ॥ বি-চূ ১৭৫।

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তো-
র্ব্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।
বন্ধস্য হেতুর্ম্মলিনং রজোগুণৈ-
র্ম্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্ ॥

অতএব কেবল মনই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, ঐ মনঃ রজোগুণ দ্বারা মলিন হইলে, আত্মার সংসার বন্ধনের কারণ হয় এবং রজস্তমোরহিত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হইলে, মোক্ষের কারণ হয় ॥

ঐ ১৭৬।

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা-
চ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনোবিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতোবুদ্ধিমতোমুমুক্ষো-
স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥

বিবেক ও বৈরাগ্য গুণের আধিক্য বশতঃ পরিশুদ্ধ মনই মুক্তির কারণ হয়। অতএব বুদ্ধিমান মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিবেক ও বৈরাগ্য অভ্যাসার্থ দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকেন ॥

ঐ ১৭৭।

বিষয়ান্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা হ্যেষা সা যুক্তির্মনসোজয়ে ॥

হে পুত্র! সমস্ত বিষয়ের প্রতি

সম্যক্‌প্রকারে অনাস্থাই মনোজয়ের একমাত্র উৎকৃষ্ট যুক্তি (১) ॥

যো-বা-রা ৫।২৪।১৪।

(১) পূর্ব্বকালে মহারাজ বলি স্বীয় পিতা মহাত্মা বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে মহামতে। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার সুখের শান্তি বিদ্যমান্ আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে সংসার সীমার অন্তস্বরূপে নির্দ্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? কোন্ বস্তুতে মনোমোহ শান্ত হয়? কোন্ বস্তু সর্ব্বপ্রকার বাসনার অতীত? কোন্ বস্তু সকল চেষ্টার অতীত? কোন্ বস্তুর আশ্রয়ে চিরবিশ্রান্তি লাভ হয়? হে তাত! যাহা সুন্দর আনন্দজনক ও যাহাতে অবস্থিত হইলে আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি, তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পিতা কহিলেন, হে পুত্র! যাহাতে বহুসহস্র ত্রৈলোক্য গমনাগমন করে, সেই বিপুল কোটরে অতি বিস্তৃত এক প্রদেশ আছে। তথায় পৃথিবী, আকাশ, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, অনল, লোকেশ ব্রহ্মা, দেব, দানব, দিক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, স্বর্গ, আতপ, আমি, তুমি ও হরিহর প্রভৃতি কিছুই নাই। একমাত্র মহাদ্যুতি, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বময় রাজা অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সঙ্কল্প সমুদ্ভব এক মন্ত্রী আছে। সেই মন্ত্রী অঘটন ঘটনে এবং ঘটন অঘটনে সমর্থ। সে কিছুই ভোজন করিতে পারে না, এবং স্বয়ং কিছুই জানে না, কিন্তু স্বয়ং অজ্ঞ হইয়াও রাজার নিমিত্ত সর্ব্বদা সকল কার্য্যই করিতেছে। বস্তুতঃ সেই মন্ত্রী সেই মহীপতির সর্ব্বকার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা। সেই রাজা কেবল একান্তে স্বস্থভাবে অবস্থিত থাকেন।

"বলি কহিলেন, হে মহামতে! সেই আধিব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত দেশ কোথায়? কি প্রকারেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? কোন্ ব্যক্তি বা উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন? আর সেই রাজাই বা কে? এবং আমরা অবলীলাক্রমে সমস্ত জগৎ বিশীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও যাহাকে জয় করিতে সমর্থ নহি, তাদৃশ বলবান্ সেই মন্ত্রীই বা কে? আমার নিকট এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়াকাশস্থ সংশয়রূপ অম্বুদমণ্ডল তিরোহিত করুন।

"বিরোচন কহিলেন, হে বৎস। লক্ষ লক্ষ দেবাসুরগণ সমবেত হইয়াও সেই বলবান্ মন্ত্রীকে কিছুমাত্র আক্রমণ করিতে সমর্থ হন না। যখন সেই মন্ত্রী ইন্দ্র, যম, কুবের, অমর বা অসুর ইহার কিছুই নহেন, তখন তুমি তাঁহাকে কিরূপে জয় করিতে সমর্থ হইবে? হে পুত্র! কি অসি, কি মুষল, কি অন্যান্য বিষাক্ত হেতি, সমুদয়ই সেই মহাপুরুষে বিফলতা প্রাপ্ত হয়। তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদির গম্য নহেন, সৈনিকগণের গ্রাহ্য নহেন, পরন্তু তিনিই সমস্ত দেবাসুরগণকে বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদেই হিরণ্যাক্ষাদি অসুরগণ কল্পবাত কর্ত্তৃক মেরুর ন্যায় নিপাতিত হইয়াছিল। নারায়ণাদি দেবগণ সকল লোকের বিবেকোপদেষ্টা হইয়াও তাঁহার প্রভাবেই ভৃগু শাপে গর্ভস্বভ্রে নিবেশিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদেই স্মর পঞ্চমাত্র শরসম্পন্ন হইয়াও সগর্ব্বে এই লোকত্রয় আক্রমণ করত সম্রাটের ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। যে দেবাসুরগণকেও আক্রমণ করিয়াছে, সেই গুণহীন দুর্ম্মতি ক্রোধ তাঁহার প্রসাদেই বিরাজিত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র দেবাসুরগণের যে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম তাহা সেই মন্ত্রশালী মন্ত্রীর ক্রীড়াস্বরূপ। হে পুত্র! সেই মন্ত্রী যদি কেবল সেই প্রভুকর্ত্তৃক জিত হন, তাহা হইলেই তিনি সুজেয়; অন্যথা অচলোপম। সেই প্রভুর বিবেকোদয় হইলে, যখন স্বীয় মন্ত্রীকে জয় করিতে ইচ্ছা হয়, তখনই জ্ঞানমাত্রদ্বারা তিনি জিত হইয়া থাকেন। সেই মন্ত্রীরূপ সূর্য্য অভ্যুদিত হইলে ত্রৈলোক্যরূপ কমলাকর বিকাশপ্রাপ্ত এবং অস্তগত হইলে এই জগত্রয় বিলীনতাপ্রাপ্ত হয়। হে সুব্রত! যদি তুমি মোহ পরিহীন একমাত্র বুদ্ধিদ্বারা সেই একমাত্র মন্ত্রীকে জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ধীর পদবাচ্য হইতে পার। সেই মন্ত্রী জিত হইলে এই অজেয় লোক সকলকেও জয় করিতে পারা যায়। আর এই লোকত্রয় চিরকাল জিত হইলেও সেই মন্ত্রী জিত না হইলে কোনরূপেই উহাকে জয় করিতে পারা যায় না। অতএব হে পুত্র। যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয়রূপ সিদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে কষ্টচেষ্টা দ্বারাও তাহাকে জয় করিতে যত্নশীল হও। সেই অতি বলশালী মন্ত্রীকর্ত্তৃক সুর, দানব, নাগ, যক্ষ, নর, মহোরগ ও কিন্নরসমবেত এই ত্রিজগৎ অবলীলাক্রমে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হইয়াছে।

"বলি কহিলেন, পিতঃ! সেই মহাবল মন্ত্রী কি প্রকারে পরাজিত হইতে পারে এবং সেই মন্ত্রীই বা কে? বিরোচন কহিলেন, হে পুত্র! সেই মন্ত্রী একমাত্র যুক্তিদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যেই বশীভূত হয়, কিন্তু যুক্তি ব্যতিরেকে উদ্ধত আশীবিষের ন্যায় দগ্ধ করিতে থাকে। যাঁহারা যুক্তিসহকারে ইহাকে বালকবৎ লালন, অর্থাৎ ইহার অল্পমাত্র বিষয় প্রদান ও বিষয়ের প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক বিষয় হইতে ইহাকে বঞ্চিত করেন, তাঁহারা রাজদর্শন লাভ করতঃ তৎপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই মহীপাল দৃষ্ট হইলে সেই মন্ত্রী বশীভূত এবং সেই মন্ত্রী আক্রান্ত হইলে সেই রাজা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। রাজা অদৃশ্য হইলে, সেই দুর্ম্মন্ত্রী কেবল দুঃখেই নিপাতিত করে এবং মন্ত্রী নির্জ্জিত না হইলে রাজা অত্যন্ত অদৃশ্য হন। অভ্যাসই সেই রাজার দর্শন ও মন্ত্রীকে পরাজয় করিবার একমাত্র উপায়। পৌরুষ প্রযত্নদ্বারা শনৈঃশনৈঃ ঐ উভয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে সেই শুভদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"হে পুত্র! সেই দেশের নাম সমস্ত দুঃখবিনাশন মোক্ষ। তথাকার রাজা সর্ব্বপদাতীত ভগবান্ আত্মা, আর তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রীর নাম মন। সেই মনেই এই জগৎ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই মন জিত হইলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি সেই মন্ত্রীকে অতিশয় দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে। কিন্তু একমাত্র যুক্তিদ্বারা উহা ক্ষণমধ্যে পরাজিত হয়।

"বলি কহিলেন, হে তাত! যে যুক্তিদ্বারা মন পরাজিত হয়, তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বিরোচন কহিলেন, পুত্র! সমস্ত বিষয়ে অনাস্থাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি। এই যুক্তিদ্বারাই মনোরূপ উন্মত্ত মাতঙ্গ ঝটিতি অবনত হয়, কিন্তু অভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচ এই অনাস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না। হে পুত্র। পুরুষার্থ ব্যতিরেকে কদাচ শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দৈবশব্দবাচ্য অবশ্যম্ভাবি নিয়তিও পৌরুষ দ্বারাই পরাজিত হয়। অতএব তুমি পরম পৌরুষ অবলম্বন করিয়া বিষয়ের অনাস্থা উপার্জ্জন কর। যাবৎ ভবনাশিনী ভোগবিরতি সমুপস্থিত না হয়, তাবৎ জয়প্রদায়িনী পরমা নিবৃত্তি লাভ হয় না।

"বলি কহিলেন, হে সর্ব্বসুরেশ্বর! জীবের অন্তরে সেই দীর্ঘ জীবিতদায়িনী বিরতি কি রূপে স্থান প্রাপ্ত হয়? বিরোচন কহিলেন, হে দানবপতে! আত্মদৃষ্টি-রূপ লতা ফলবতী হইয়াই ভোগবিরতিরূপ শুভ ফল প্রদান করে। সেই আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা উত্তম বিষয়বিরতি অম্ভোজ কোটরে শ্রীর ন্যায় স্বয়ং অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি স্বীয় সুন্দর প্রজ্ঞাদ্বারা বিচার করিয়া আত্মাকে অবলোকন করতঃ বিষয়ে বিরতি গ্রহণ কর। অব্যুৎপন্ন চিত্তকে প্রথমে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুইভাগ ভোগাদিতে, একভাগ শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও অপর একভাগ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিযুক্ত হইলে একভাগ ভোগদ্বারা, দুইভাগ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা ও অপর একভাগ শাস্ত্রার্থ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে ব্যুৎপত্তিযুক্ত হইলে দুইভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস ও অপর দুইভাগ ধ্যান ও গুরুপূজাদ্বারা পূর্ণ করিবে। এই প্রকারে চিত্ত নির্ম্মল হইলে যুক্তিপূর্ণ পবিত্রোক্তি সমূহদ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্ত-বালককে লালন করিবে। এইরূপ করিলে, প্রজ্ঞা বিচারপরায়ণ হইয়া ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শমতা ও আত্মদৃষ্টি প্রাপ্ত হইবে। শ্রেয়োরূপ দ্বারের ভোগরূপ দৃঢ় অর্গল ভগ্ন করিতে পারিলেই বিচাররূপ পরম ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বিচারদ্বারা অনায়াসেই শাশ্বত আত্মালোক উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। ভোগনিন্দা দ্বারা বিচার ও বিচারদ্বারা ভোগনিন্দা সমুপস্থিত হয়। অতএব তুমি যখন সেই বিচারদ্বারা যথার্থ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি সদাশিব তুল্য হইয়া পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত ও সকলের নমস্য হইবে।" যো-বা-রা ৫।২৩ ও ২৪ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়-দমন।

(মুমুক্ষুদিগের মনোজয়ের নিমিত্ত কামক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ সংযম পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা কথন)

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্‌ ॥

বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (১), শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (২) এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুষ্টয় অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় (৩) বলিয়া জানিবে ॥

শি-গী ১০।২১।

(১) বাক্ (বাক্য), পাণি (হস্ত), পাদ (চরণ), পায়ু (গুহ্য) ও উপস্থ (স্ত্রী বা পুং চিহ্ন) এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্য ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বাক্য হইতে বিভিন্ন, অথচ বাক্যকেই সমাশ্রয় করিয়া হৃদয়, কণ্ঠ, শির, উর্দ্ধোষ্ঠ, অধরোষ্ঠ, তালুদ্বয় (জিহ্বার উর্দ্ধাধঃস্থান) ও জিহ্বা, এই অষ্ট স্থানে অবস্থিত যে শব্দোচ্চারণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে বাগিন্দ্রিয় বলে। পাণি-ব্যতিরিক্ত, অথচ পাণিতলকে সমাশ্রয় করিয়া পাণিতলে অবস্থিত যে আদান--প্রদান-শক্তি--সম্পন্ন ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাণীন্দ্রিয় বলে। পাদ ব্যতিরিক্ত, কিন্তু পদকে অবলম্বন করিয়া পদতলে অবস্থিত যে গমনা-গমন-শক্তি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাদেন্দ্রিয় কহে। গুহ্য ব্যতিরিক্ত, অথচ গুহ্যদেশকে আশ্রয় করিয়া গুহ্যদেশে অবস্থিত যে পুরীষোৎসর্গ-শক্তি-যুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকে পায়ু ইন্দ্রিয় কহে। উপস্থ ব্যতিরিক্ত, অথচ উপস্থকে আশ্রয় করিয়া উপস্থেই অবস্থিত যে মূত্র ও শুক্রোৎসর্গ-শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে উপস্থেন্দ্রিয় বলে।

(২) শ্রোত্র (কর্ণ), ত্বক্ (চর্ম্ম), নয়ন (চক্ষু), রসনা (জিহ্বা) ও ঘ্রাণ (নাসিকা), এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্ণ ব্যতিরিক্ত, অথচ কর্ণবিবর অধিকার করতঃ নভোদেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত যে শব্দ-গ্রহণ-শক্তি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়, তাহাকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় বলে। চর্ম্ম ব্যতিরিক্ত, তথচ চর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া আপাদ-মস্তক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত যে শীতোষ্ণাদি স্পর্শ-গ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয় কহে। চক্ষুর্গোলক অর্থাৎ নয়নতারা ব্যতিরিক্ত, অথচ চক্ষুগোলককেই আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ তারকার পুরো-ভাগে অবস্থিত যে রূপ গ্রহণ-শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকে নয়নেন্দ্রিয় কহে। জিহ্বা ভিন্ন, অথচ জিহ্বাকেই অবলম্বন করিয়া জিহ্বার পুরোভাগে অবস্থিত যে রস-গ্রহণ-শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়, তাহাকে রসনেন্দ্রিয় কহে। নাসিকা ব্যতিরিক্ত, পরন্তু নাসিকাকেই অবলম্বন করিয়া নাসিকাগ্রভাগে অবস্থিত যে গন্ধ-গ্রহণ-শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলা যায়।

(৩) অন্তঃকরণই একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় বটে, কিন্তু তাহা বৃত্তিভেদ পূর্ব্বোক্ত চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। চিৎস্বরূপ আত্মার সংসার দশায় জীবোপাধিদ্বারা কলঙ্ক যুক্ত যে সম্বিদ, তাহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়। ইহা শরীরের অন্তরে অবস্থিত বলিয়া অন্তঃকরণ শব্দে অভি-হিত হয়। ইহার মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তি। মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, চিত্তের বিষয় ধারণ এবং অহঙ্কারের বিষয় অভি-মান। যাহা সঙ্কল্পবিকল্পময়, তাহার নাম মনঃ, যাহা পদার্থের নিশ্চয় জ্ঞানসাধনময়, তাহার নাম বুদ্ধি; স্বকীয় বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক যে অন্তঃকরণবৃত্তি, তাহার নাম চিত্ত এবং এই শরীর আমি, এইরূপ যে

যথা ঘটপটাদ্যর্থান্ পশ্যস্ত্বেবং শরীরকং।
তথাহন্ত্বং মনোবুদ্ধিবেদনাদ্যপি পশ্য হো॥

যেরূপ বহিঃস্থ ঘটপটাদি পদার্থ সমূহ দেখিতেছ, সেইরূপ মন ও বুদ্ধির স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া এই শরীর এবং আমি তুমি প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর॥ যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি হি।
দীপো ঘটাদিবৎস্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে॥

যেমন একমাত্র প্রদীপ ঘটপটাদি সমুদায় পদার্থকে প্রকাশ করে,সেই রূপ একমাত্র আত্মাই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে প্রকাশ করেন। ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ সকল জড়,তাহারা স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারে না (১)॥ আ-বো ২৭।

মিথ্যাভিমান, তাহার নাম অহঙ্কার। গলদেশে মনের স্থিতি, মুখে বুদ্ধির স্থিতি, নাভিদেশে চিত্তের স্থিতি এবং হৃদয়স্থলে অহঙ্কারের স্থিতি। যেমন মনুষ্যগণ কর্ম্ম বশতঃ পাচক, পাঠক প্রভৃতি নানাবিধ নাম ধারণ করে, মনও তদ্রূপ কর্ম্মভেদে নানা উপাধি ধারণ করেন। "যখন সেই পরাসম্বিদ্ (অবিদ্যা দ্বারা) কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত হন, তখনই ইনি উন্মেষরূপিণী হইয়া নানা কল্পনাত্মক মনোরূপে অবস্থিতি করেন। যখন চিন্তা পরম্পরার বশীভূত হইয়া একতর পক্ষ নিশ্চয় করিয়া (সুস্থিরভাবে) অবস্থিতি করেন, তখন বুদ্ধি নামে কথিত হন। যখন মিথ্যাভিমান(দেহাদিতে আত্মজ্ঞান)দ্বারা স্বীয় সত্তা কল্পনা করেন, তখন তিনি অহঙ্কার শব্দে কথিত হন। এই অহঙ্কার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বীজ, এই নিমিত্ত এই অহঙ্কারোপহিতা সম্বিদ্ ভববন্ধনী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যখন (পূর্ব্বাপর) 'বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের ন্যায় এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ের স্মরণ করেন, তখন এই সম্বিদ্ চিত্ত নামে কথিত হন। যখন স্পন্দন স্বভাব সম্বিদ্ কর্ত্তার স্পন্দফল (শরীর এবং শরীরাবয়বাদির দেশান্তর সংযোগ) সম্পাদনার্থ ধাবমান হন, তখন তিনি কর্ম্মনামে উদাহৃত হইয়া থাকেন। যখন একমাত্র ঘন (বস্তুন্তরের অবকাশ রহিত) পূর্ণ বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ের কল্পনা করেন, তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হন। 'ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা ইহা আমি কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই,' এইরূপ আন্তরিক নিশ্চয় চেষ্টা দ্বারা তিনি স্মৃতি নামে কথিত হইয়া থাকেন। যখন পদার্থ শক্তি স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বাসনা নামে উক্ত হইয়া থাকেন। 'একমাত্র বিমল আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার প্রপঞ্চ প্রতিভা কোন কালেই বিদ্যমান নাই,' যখন এইরূপে প্রবোধিত হন, তখন তিনি বিদ্যা নামে উক্ত হইয়া থাকেন। যখন সেই সম্বিদ্ পরমপদে বিস্মৃত হইয়া মিথ্যা বিকল্পজাল দ্বারা আত্মপ্রদর্শনার্থ প্রস্ফুরিত হন, তখন তিনি তমোনামে কথিত হইয়া থাকেন। এই মনোভূতা সম্বিদ্ শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজনাদি ক্রিয়া দ্বারা জীবভাবাপন্ন পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে কথিত হন। তিনি পরমাত্মাকে দর্শন না করিয়া উপাদান ভিন্ন স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব দ্বারা এই দৃশ্যজাল নির্ম্মাণ করেন বলিয়া, প্রকৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। যখন সৎ এবং অসৎ সত্তাদির বশবর্ত্তিনী হন, তখন তিনি মায়া নামে কথিত হন। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ রসন ও ঘ্রাণাদি দ্বারা কার্য্যকারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে কথিত হন। লোকে এই সম্বিদ্ জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি নামে কথিত হইয়া থাকেন"।

যো-বা-রা ৩।৯৬ অঃ।

(১) আকাশাদি পঞ্চ কারণ হইতে পুর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও রজোহংস হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, আকাশের সত্ত্বাংশে কর্ণ, বায়ুর সত্ত্বাংশে ত্বক, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে

স্ববোধে নান্তবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
ন দীপস্যান্যদীপেচ্ছা যথা স্বাত্মপ্রকাশনে॥

(যদি বল, সেই সর্ব্বপ্রকাশক আত্মাকেই বা কে প্রকাশ করে? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে)—যে প্রকার স্বপ্রকাশক প্রদীপ আপনার প্রকাশের নিমিত্ত অন্য প্রদীপের অপেক্ষা করেনা, সেই প্রকার স্বয়ং বোধস্বরূপ আত্মা আপনার বোধের নিমিত্ত অন্য বোধের ইচ্ছা করেন না, অর্থাৎ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আপনার জ্ঞানবলেই আপনাকে জানিতে সমর্থ হয়েন, অন্যের জ্ঞানদ্বারা আত্মার জ্ঞান হয় না॥ আ-বো ২৮।

সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥

আত্মা সর্ব্বদা সকল পদার্থে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি সকল সময়ে সর্ব্বত্রে প্রকাশ পান না। যে প্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব মৃত্তিকাদি অসচ্ছ পদার্থে প্রকাশ পায় না, কেবল মুকুরাদি স্বচ্ছ পদার্থেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্ব্বগত আত্মা মানবের ইন্দ্রিয়-

নাসিকা সমুৎপন্ন হইয়াছে। আর আকাশের রজোভাগ হইতে বাক্য, বায়ুর রজোভাগ হইতে পাণি, তেজের রজোভাগ হইতে পাদ, জলের রজোভাগ হইতে উপস্থ এবং পৃথিবীর রজোভাগ হইতে পায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে চৈতন্যবিহীন পঞ্চভূত হইতেউৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণ জড় পদার্থ মাত্র।

প্রভৃতি অসচ্ছ পদার্থ সকলে প্রতিবিম্বিত না হইয়া দেহান্তর্বর্ত্তী বুদ্ধির স্বচ্ছতা হেতু কেবল সেই বুদ্ধিতেই প্রতিভাসমান হইয়া থাকেন॥

আ-বো ১৬।

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা॥

আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; তিনি উহাদিগের সকলেরই সাক্ষিস্বরূপ। যেমন রাজা প্রজাগণের অধীশ্বর, সেইরূপ আত্মা উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদির অদ্বিতীয় কর্ত্তা হয়েন॥ ঐ ১৭।

ব্যাবৃত্তেম্বিন্দ্রিয়েম্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনাম্।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী॥

যাদৃশ মেঘ সকল ধাবমান হইলে অজ্ঞানী লোকেরা চন্দ্রকে ধাবমান বলিয়া বোধ করে, তাদৃশ অবিবেকী লোকেরাই ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার দৃষ্টে আত্মাকে ব্যাপারী বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারে আত্মাকে ব্যাপারী বলা যায় না॥

ঐ ১৮।

আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ॥

যেরূপ লোক সকল সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় স্বকীয়

কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা সকলে আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥

আ-বো ১৯।

দেহেন্দ্রিয়গুণা কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যাস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ॥

যেমন অজ্ঞান বশতঃ নির্ম্মল আকাশে নীলত্বাদি বর্ণের আরোপ হয়,তদ্রূপ অবিবেকী লোকেরা চিৎ-স্বরূপ নির্ম্মল আত্মাতে দেহ ও ইন্দ্রি-য়ের গুণ ও কর্ম্ম সকল আরোপিত করে, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার দৃষ্টে আত্মাকে ব্যাপারী বলিয়া জ্ঞান করে, বস্তুতঃ আত্মার গুণ বা কর্ম্ম কিছুই নাই, তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ॥ ঐ ২০।

অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যন্তেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ॥

যে প্রকার জলের চঞ্চলতা হেতু সেই জলগত চন্দ্রপ্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য দৃষ্টে চন্দ্রের চাঞ্চল্য বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান প্রযুক্তই মান-সোপাধিক কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতে কল্পিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ "অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা" ইত্যাদি কল্পনা সকল কেবল মনেরই ধর্ম্ম মাত্র, কিন্তু তাহা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আত্মাতে আরোপ হয়, বস্তুতঃ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম নাই॥

আ-বো ২১।

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ॥

যাবৎ লোকের বুদ্ধি থাকে, তাবৎ রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তি সকল প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সুষুপ্ত্যাবস্থায় যখন বুদ্ধির অভাব হয়, তখন সেই রাগ ইচ্ছাদি কিছুই থাকে না। অতএব উক্ত রাগাদি সকলই বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। রাগাদি যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি কালেও তৎ সমুদায় অনুভূত হইত॥ ঐ ২২।

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ॥

সূর্য্যের প্রকাশতার ন্যায়, জলের শীতলতার ন্যায় এবং অগ্নির উষ্ণ-তার ন্যায় সচ্চিদানন্দময় আত্মার নিত্য নির্ম্মলতাই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বদাই পরিশুদ্ধ, কখনও তাঁহার গুণ বা কর্ম্মাদিরূপ মালিন্য সম্ভবে না॥ ঐ ২৩।

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে॥

আত্মার চিদংশ, অর্থাৎ চৈত-ন্যাংশ ও বুদ্ধির বৃত্তি (অভিমান

বা অহংভাব) এতদ্দ্বয়ের সংমিলন হইলেই, অথবা অবিবেক বশতঃ আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি হইলেই, "আমি জানিতেছি" ইত্যাদিরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ॥ আ-বো ২৪।

আত্মনোবিক্রিয়ানাস্তি বুদ্ধের্ব্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্ব্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥

আত্মার (সত্ত্বাদি গুণ বা কর্ম্মরূপ) কোন বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও কোন বোধ অর্থাৎ জ্ঞান নাই, কিন্তু জীবেরই সকল প্রকার মালিন্য আছে, এই কারণেই জীব "আমি জ্ঞাতা, আমি দ্রষ্টা" ইত্যাদি ভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা কখন মুগ্ধ হন না ॥ ঐ ২৫।

ভোগাভোগাদি বৈধর্ম্মৈ্যনৈকরূপেঽপি চিদ্ঘনে।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুক্তেন ভেদসিদ্ধেঃ পরস্পরম্ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, বুদ্ধি ও চিদাত্মা ইহারা ভোগাভোগাদি ধর্ম্মদ্বারা পরস্পর বিভিন্ন। বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা কিছুই ভোগ করেন না এবং যেহেতু সুখদুঃখাদি কেবল বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে, এহেতু বুদ্ধি ও আত্মা ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ প্রসিদ্ধই আছে ॥ সাং-সা ২।১।২৪।

সুখাদি প্রতিবিম্বাত্মা ভোগোঽপ্যস্ত ন বস্তুতঃ।
তথাপ্যস্ত চিতৌভাবাভাবৌ স্যাতাংহি ভেদকৌ ॥

সুখদুঃখাদি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা তাহা ভোগ করেন না, তথাপি ভাবাভাবই আত্মা ও বুদ্ধির ভেদক, অর্থাৎ আত্মা নিত্য পদার্থ, কদাচ তাঁহার অভাব হয় না এবং বুদ্ধি অনিত্য পদার্থ, সর্ব্বদাই তাহার অভাব সম্ভব আছে। অতএব আত্মা ও বুদ্ধি ইহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ ॥ সং-সা ২।১।২৫।

মনসা তাত পর্য্যেতি ক্রমশো বিষয়ানিমান্।
বিষয়ায়তনস্থেন ভূতাত্মা ক্ষেত্রনিঃসৃতঃ ॥

দেহাভিমানী জীব শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মনোদ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ১৮১।২০।

তত্র চাপি নরব্যাঘ্র মনো জন্তোর্ব্বিধীয়তে।
তস্মাদ্‌যুগপদত্রাস্য গ্রহণং নোপপদ্যতে ॥

হে নরব্যাঘ্র! তখন মন বিষয় গ্রহণে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়; এই জন্য মন কালভেদবশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ঐ ২১।

স আত্মা পুরুষব্যাঘ্র ভ্রুবোরন্তরমাশ্রিতঃ।
বুদ্ধিং দ্রব্যেষু সৃজতি বিবিধেষু পরাবরাম্ ॥

বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে; আত্মা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ দ্রব্যে উত্তমাধম বুদ্ধি প্রেরণ করেন ॥ ঐ ২২।

বুদ্ধেরুত্তরকালাচ্চ বেদনা দৃশ্যতে বুধৈঃ।
এষ বৈ রাজশার্দ্দুল বিধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞভাবনঃ॥

পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ॥ ঐ ২৩॥

স্বপ্রকাশস্বরূপত্বাৎ শুদ্ধত্বাচ্চ চিদাত্মনঃ।
চিত্তং চৈতন্যমাত্রেণ সংযোগাচ্চেতনং ভবেৎ॥

(যদি বল, জীবাত্মা কি প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মনোদ্বারা বাহ্য বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে) চিদাত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ ও নির্ম্মল, এই হেতু চিত্ত সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের সংযোগমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চেতনের ন্যায় হইয়া থাকে॥ সদাচার ৩৬।

অর্থাকারা ভবেদ্বৃত্তিঃ ফলেনার্থঃ প্রকাশতে।
অর্থজ্ঞানং বিজানাতি স এবার্থঃ প্রকাশতে॥

যখন কোন বস্তু আমাদিগের কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন আমাদিগের চিত্ত সেই ইন্দ্রিয়পথদ্বারা সেই বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া তাহার আকার ধারণ করে; অনন্তর সেই চিত্তে জ্ঞানরূপী প্রকাশময় আত্মপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে তাঁহারই জ্যোতিঃদ্বারা সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়; সুতরাং যাহা সমস্ত অর্থকে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যই একমাত্র প্রকাশময় পদার্থ॥ সদাচার ৩৪।

অনেনৈব স্ফুরন্তীহ বিচিত্রেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
তেজসান্তঃ প্রবেশেন যথাগ্নিকণপংক্তয়ঃ॥

যেমন তেজঃ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ অন্তঃপ্রবিষ্ট তেজঃস্বরূপ চৈতন্য দ্বারা বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল বিকাশিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৫।৩৪।২০।

নিঘৃষ্ট নবরত্নাভে যদা নয়নতারকে।
তদা তয়োর্বাহ্যগতঃ পদার্থঃপ্রতিবিম্বতি॥

(এক্ষণে যেরূপে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে কার্য্যক্ষম হয়, তাহা একমাত্র নয়নেন্দ্রিয়ের দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইবে বলিয়া কথিত হইতেছে যে)- যখন নয়ন-তারকা দোষরহিত ও ইন্দ্রনীলাদি নবরত্নের ন্যায় আভাসম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে বাহ্যগত পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়॥

যো-বা-রা ৬।৫০।২৬।

জীবেন ভবতি শ্লিষ্টঃ প্রতিবিম্বতয়া ততঃ।
জীব জ্ঞেয়ত্বমায়াতি বাহ্যং বস্তিতি রাঘব॥

তদনন্তর ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব নয়ন-তারকায় পতন-নিবন্ধন অভিমানী জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শ্লিষ্ট (ঐক্য) ভাব ধারণ করে; এইরূপে বাহ্য ঘটাদি বাহ্যে অব-

ভাসমান হইয়া অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবের জ্ঞেয় হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।৫০।২৭।

যৎ সংশ্লেষমুপায়াতি তন্বালোহপি হি বিন্দতি।
পশুর্বা স্থাবরো বাপি জীব কস্মান্ন বেৎস্যতি ॥

যেরূপে সংশ্লিষ্টভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা যখন বালক, পশু ও স্থাবরেরাও অনুভব করিতে পারে, তখন জীব কেন না পারিবে (১)? ঐ ২৮।

করণানি চ দেহেষু রাজার্থমধিকারিবৎ।
ভোগ্যজাতং মনোমন্ত্রিণ্যর্পয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥

যদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্যগণ রাজার অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীর নিকটে অর্পণ করে, সেইরূপ দেহ-রাজ্যে ইন্দ্রিয়গণ ভোগ্য দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া মনোরূপ মন্ত্রীর সমীপে সমর্পণ করে (১) ॥

সাংসা ২।৫।১৪।

তৈর্ভোগৈগ্যেষু ক্রমাত্মানমাবেদয়তি ধীশ্চিতি।
ঈক্ষামাত্রেণ তদ্ভুঙ্‌ক্তে রাজেবাত্মাখিলেশ্বরঃ ॥

আর যেমন রাজমন্ত্রী সেই সকল প্রদত্ত অর্থ লইয়া রাজাকে অর্পণ করে এবং রাজাও যেমন সেই সকল

---

(১) দৃশ্য পদার্থ সকল নয়ন তারকায় প্রতিবিম্বিত হইয়া যে রূপে জীব-হৃদয়ে সংশ্লিষ্ট ভাব ধারণ করে, তাহাই এই স্থলে কথিত হইতেছে। যথা,—যেরূপ অসংখ্য রশ্মিজাল সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ বহুসংখ্যক নাড়ী হৃদয়দেশ হইতে সমুদ্গত হইয়া সমস্ত দেহে প্রসৃত হইয়াছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে এক শত একটী নাড়ী সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে দশ দশটী নাড়ী প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল নাড়ী প্রভাবেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় অনুভব করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে বিষয়োন্মুখী নাড়ী বলা যায়। জন্মান্তরীন কর্ম্মফলানুসারেই ঐ সকল নাড়ী সমুৎপন্ন হয়। উহারা জীবের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ফলভোক্তা। নদী যেমন সলিলরাশি বহন করে, ঐ নাড়ীপুঞ্জও সেইরূপ কর্ম্মফল বহন করে। এতদ্ভিন্ন অপর যে একটী নাড়ী অবিচ্ছিন্ন ভাবে উর্দ্ধগামিনী হইয়া মূর্দ্ধ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তাহাকে সুষুম্না বলে। ঐ নাড়ীতে চিত্ত সন্নিবেশিত করিলে যোগীদিগের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। উহাতে যে চৈতন্য অবস্থিত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই জীবাত্মা কহেন। জাগ্রদবস্থায় বিজ্ঞানময় আত্মা সম্যক্‌রূপে জ্ঞানবিশিষ্ট থাকেন, এই নিমিত্ত তিনি তৎকালেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়োন্মুখী নাড়ী সমূহের দ্বারা দর্শন ও শ্রবণাদি বিষয় সকল অনুভব করেন। যখন কোন এক বাহ্য পদার্থ নয়নপথে পতিত হয়, তখন যে নাড়ী নেত্রে গমন করিয়াছে, অভিমানী জীব সেই নাড়ী দ্বারাই সেই দৃষ্টপদার্থের আকার ও বিস্তারাদি অনুভব করেন। আবার, কোন একটী স্পর্শনীয় পদার্থ হস্তে পতিত হইলে, যে নাড়ী হস্তাঙ্গুলিতে গমন করিয়াছে, অভিমানী জীব সেই অঙ্গুলিস্থিত নাড়ী প্রভাবে সেই স্পর্শবস্তুর উষ্ণত্ব ও শীতলত্বাদি পরিজ্ঞাত হয়েন। এইরূপে নাসা ও কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অন্যান্য নাড়ী দ্বারা জীবের অনুভূত হইয়া থাকে। শি·গী ১০অঃ।

(১) সমুদায় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে পারে না। মনই সমুদায় বিষয়-জ্ঞানের মূল কারণ। মন বিষয়বোধে উপরত হইলে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থাকে। মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ। উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত এস্থলে মনকে দেহাধিপতি জীবের মন্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অর্থ ভোগ করেন, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয় প্রদত্ত ভোগ্য সকল আত্মাকে নিবেদন করে। আত্মা দৃষ্টিমাত্রই সেই সকল ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন; অর্থাৎ আত্মা সেই সকল ভোগ্য বস্তুর দর্শনকর্ত্তা মাত্র, বস্তুতঃ তিনি ভোক্তা নহেন। যেহেতু রাজা যেমন সাধারণ রাজ্যের ঈশ্বর, সেইরূপ আত্মাই এই দেহরাজ্যের ঈশ্বর ॥ সাং-সা ২।৫।১৫।

ধনাদেরীশ্বরো দেহো দেহস্যেন্দ্রিয়মীশ্বরম্।
ইন্দ্রিয়স্যেশ্বরী বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মেশ্বরঃপরঃ ॥

ধনাদির ঈশ্বর দেহ, যেহেতু দেহই ধনোপার্জ্জন করে এবং সেই দেহের ঈশ্বর ইন্দ্রিয়,কারণ ইন্দ্রিয়-গণই দেহের কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে। বুদ্ধি সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, যেহেতু বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে এবং সেই বুদ্ধিরও ঈশ্বর আত্মা, অতএব আত্মাই সকলের শ্রেষ্ঠ (১) ॥

সাং-সা ২।৫।১৬।

অন্যস্যাগন্তুকৈশ্বর্য্যং বহুব্যাপারসঙ্কুলম্।
নির্ব্ব্যাপারস্য নির্দ্দোষমনাদ্যৈশ্বর্য্যমাত্মনঃ ॥

অন্যান্যের যে ঐশ্বর্য্য তাহা আগন্তুক ও বহুব্যাপারসঙ্কুল, কিন্তু আত্মার যে ঐশ্বর্য্য তাহা নির্ব্ব্যাপার ও নির্দ্দোষ, অর্থাৎ আত্মার ঐশ্বর্য্যে কোনরূপ ব্যাপার বা দোষ নাই ॥

সং-সা ২।৫।১৮।

সর্ব্বাতিশায়ি নির্দ্দোষমৈশ্বর্য্যমিদমাত্মনঃ।
পশ্যতো যোগিনো বাহ্যমৈশ্বর্য্যং তৃণায়তে ॥

যোগীগণ বাহ্য সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে আত্মৈশ্বর্য্যের আতিশয্য ও দোষপরিশূন্যতা দর্শন করিয়া বাহ্য ঐশ্বর্য্যকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করেন,অর্থাৎ জগতস্থ সমুদায় ঐশ্বর্য্য আত্মার ঐশ্বর্য্যের নিকট অতি অকি-ঞ্চিৎকর হয় ॥ ঐ ২০।

সুখাশয়া বহিঃপশ্যন্ দেহি হীন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ।
বাতায়নৈর্গৃহীবান্তঃসুখং বেত্তি ন বাহ্যদৃক্ ॥

যেমন গৃহীব্যক্তি গবাক্ষদ্বার দিয়া দৃষ্টি করিলে কেবল বাহ্য পদার্থই দেখিতে পায়, সেই গৃহাভ্যন্তরস্থিত কোন পদার্থই দেখিতে পায় না,

(১) আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সমূহের সাক্ষিস্বরূপ। যেমন রাজা প্রজাবর্গের কর্ত্তা, তিনিই প্রজাবর্গকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন, সেইরূপ আত্মাই দেহেন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, তিনিই দেহেন্দ্রিয়াদিকে যথেচ্ছরূপে নিয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি জীবদেহ ত্যাগ করিলে যেমন কিঙ্করগণ রাজার অনুগমন করে, তদ্রূপ ক্ষুধা,নিদ্রা, দয়া, ক্ষমা ও কান্তি প্রভৃতি গুণ সকল এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি ও প্রাণ সমুদায় তাঁহার অনুসরণ করে। অতএব ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও চৈতন্য নাই, আত্মার চৈতন্য দ্বারাই দেহাদি সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ আত্মা ভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর।

সেইরূপ দেহী সুখাশয়ে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যে দৃষ্টি করিলে কেবল কতিপয় তুচ্ছ বাহ্যিক পদার্থমাত্র দেখিতে পায়, ফলতঃ তাহারা কখনই অনুপম আন্তরিক আত্মসুখের আস্বাদ জানিতে পারে না॥

সাং-সা ২।৪।২২।

দুঃখলভ্যান্ দুঃখময়ান্ পরিণামেতি দুঃখদান্।
বিষয়োত্থান্ সুখাভাসান্ ধিক্ স্বাত্মসুখরোধকান্॥

অকিঞ্চিৎকর বাহ্যিক সুখও দুঃখ-লভ্য, অথচ তাহা দুঃখময়। যেহেতু ঐ বাহ্য সুখ পরিণামে দুঃখ প্রদান করে, এই নিমিত্ত তাহাকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না। বাহ্য বিষয় হইতে উত্থিত যে সুখ তাহা প্রকৃত সুখের আভাস মাত্র, অথচ তাহা আত্মদর্শনজন্য অনুপম অনন্ত সুখের অবরোধক; অতএব সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তুচ্ছ বিষয়-সুখে ধিক্ থাকুক্॥ ঐ ২৩।

প্রাপ্তেন যেন ন ভূয়ঃপ্রাপ্তব্যমবশিষ্যতে।
তৎপ্রাপ্তৌ যত্নমাতিষ্ঠেৎ কষ্টয়াপি হি চেষ্টয়া॥

যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না, অর্থাৎ সকলই লব্ধ হইয়া থাকে, অতি কষ্টে নিপতিত হইলেও সম্যক্ চেষ্টায় তাহা পাইবার জন্য যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

সর্ব্বভাবান্তরাবস্থা সর্ব্বভাবাতিশায়িনী।
অন্তঃশীতলতা যস্মিংস্তস্মিন্ কিমিব হেলনং॥

যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণ হইতে সকল প্রকার ভাব তিরোহিত হয়, যে বস্তু সকল পদার্থ ও ভাবকে অতিক্রম করিয়া আবির্ভূত হয় এবং যাহাকে পাইলে অন্তর শীতলত্ব অনুভব করিয়া থাকে, তৎপ্রাপ্তিতে অবহেলা করিবার প্রয়োজন কি?

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

জগৎ পদার্থসত্তান্তঃ সামান্যেনাশু ভাবিতে।
মনোঽহঙ্কারবুদ্ধ্যাদি কঃ কলঙ্কোঽমলাত্মনি॥

অন্তরে যে অমল বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে জগতস্থ সমুদায় পদার্থের সত্তা এবং মন, অহঙ্কারও বুদ্ধি প্রভৃতির বিদ্যমানতা থাকে না, তাহা প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা না করা কতদূর কলঙ্কজনক, তাহা বলিতে পারা যায় না॥ ঐ ৮।

স্বভাবং স্বংবিজিত্যাদাবিন্দ্রিয়াণাং সচেতসাং।
প্রবর্ত্ততে বিবেকে যঃ সর্ব্বং তস্যাশু সিদ্ধ্যতি॥

(অতএব) ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট চিত্তশালী লোকদিগের বিষয়ানুধাবনরূপ স্বভাবকে সর্ব্বাগ্রে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, নিত্য বস্তুর সাধনা করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি এরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার

সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ-ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে ;—অন্য ব্যক্তির তাহা ঘটে না ॥

যো-বা-রা-নির্ব্বাণ প্রঃ।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

স্বভাবতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে ; ঐ রাগ ও দ্বেষ উভয়ই মুমুক্ষুদিগের প্রতিবন্ধক ; অতএব তাঁহারা কদাচ উহাদের বশবর্ত্তী হইবেন না ॥ ভ-গী ৩।৩৪।

স্বভাবমাত্রং যেনান্তর্ন জিতং দগ্ধবুদ্ধিনা।
তস্যোত্তমপদপ্রাপ্তিঃ সিকতাতৈলদুর্ল্লভা ॥

যে হতভাগ্য আদৌ অন্তরে স্বভাবকে আয়ত্ত না করে, যেরূপ বালুকাময় তটপ্রদেশে তৈল-পতন হইলে তাহা হইতে উহার উদ্ধার ঘটে না, সেইরূপ সেই ব্যক্তির ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ উত্তম-পদ সুদুর্ল্লভ ॥ যো-বা-রা-নির্ব্বাণ প্রঃ।

সংসারজঙ্গলে শূন্যে দগ্ধং নরমৃগং শঠাঃ।
আখাস্যাখাস্য নিঘ্নন্তি বিষয়েন্দ্রিয়লুব্ধকাঃ ॥

যেরূপ শঠ ব্যাধগণ, শূন্য জঙ্গলে হরিণদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া নিপাত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়েন্দ্রিয়রূপ প্রতারক ব্যাধগণ, সংসাররূপ শূন্য জঙ্গলে দগ্ধ, নররূপী মৃগদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার করে ॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

শরীরসীমান্তগতাং দুরিন্দ্রিয়পতাকিনীং।
যে জেতুমুত্থিতাস্তাত ত এবেহ হি সত্তমাঃ ॥

হে তাত ! শরীরসীমান্তবর্ত্তিনী দুরিন্দ্রিয় সেনাগণকে পরাভূত করিবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়া থাকে, তাহারাই প্রকৃত বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য ॥ ঐ।

সুসাধ্যঃ করটোদ্ভেদো মত্তৈরাবতদন্তিনঃ।
নোৎপথপ্রতিপন্নানাং স্বেন্দ্রিয়াণাং বিনিগ্রহঃ ॥

মত্ত ঐরাবত হস্তীর গণ্ডদেশ বিদারণ করা বরং সুসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, কিন্তু কুপথগামী স্বকীয় ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নহে ॥ ঐ।

পৌরুষস্য মহত্ত্বস্য সত্ত্বস্য মহতঃ শ্রিয়ঃ।
ইন্দ্রিয়াক্রমণং সাধো সীমান্তো মহতামপি ॥
তাবত্তুত্তমতামেতি পুমানপি দিবৌকসং।
কৃপণৈরিন্দ্রিয়ৈর্যাবৎ তৃণবন্নাপকৃষ্যতে ॥

পৌরুষান্বিত, ধৈর্য্যশালী, অতিশয় শ্রীসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তি যত ক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্দয় ইন্দ্রিয়-শাসনের অধীন হইয়া তৃণতুল্য না হন, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি

দেবতাদিগেরও নিকট সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥ যো-বা-র৷ নির্ব্বাণ প্রঃ।

ইন্দ্রিয়োত্তমরোগাণাং ভোগাশাবর্জ্জনাদৃতে।
নৌষধানি ন তীর্থানি ন চ মন্ত্রাশ্চ শান্তয়ে॥

যে কাল পর্য্যন্ত চিত্ত হইতে ভোগ-বাসনা বিদূরিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ রোগের শান্তি-পক্ষে ঔষধ, তীর্থাশ্রয়, বা মন্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতি কোন উপায়ই কার্য্য-কারক হইতে পারে না ॥ ঐ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃকামাৎ ক্রোধোঽভি-
জায়তে॥

দেখ, বিষয়চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রথমে সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে, পরে আসক্তি হইতে কাম (অভি-লাষ) জন্মে, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥ ভ-গী ২।৬২।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ হইতে মোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাব) হয়, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ (বিস্মৃতি) হয়, বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধি-নাশ হইলেই সেই ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ ৬৩।

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় নহে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত নহে, তাহার বুদ্ধি নাই, সুতরাং সে ভাবনাতে অর্থাৎ আত্মচিন্তায় অস-মর্থ; অতএব আত্মচিন্তায় অসমর্থ ব্যক্তির শান্তি হয় না, ফলতঃ শান্তিবিহীন ব্যক্তির সুখ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপ আনন্দের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ভ-গী ২।৬৬।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

যে ব্যক্তির মন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-গণের বশীভূত হয়, তাহার প্রজ্ঞা সমুদ্রমধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক ঘূর্ণায়িতা তর-ণীর ন্যায় বিষয়ে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জল-মগ্ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র মন মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে ॥ ঐ ৬৭।

তস্মাদযস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অতএব, হে মহাবাহো! যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে ক্ষান্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হন, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা এবং তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ ॥ ঐ ৬৮।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও

কায়দণ্ড, এই ত্রিবিধ দণ্ডাধীনে বুদ্ধিকে নিহত করিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই ত্রিদণ্ডী বলা যায়॥ ম-সং ১২।১০।

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

সর্ব্বভূতে এই ত্রিদণ্ড নিক্ষেপ করিলে এবং তৎসাধনার্থ কাম ও ক্রোধকে সংযম করিলে মানবগণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥

ঐ ১১।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই ত্রিবিধ দোষ আত্মনাশের মূল কারণ, অথবা নরকের দ্বারস্বরূপ হয়; অতএব এই ত্রিদোষকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে॥ ভ-গী ১৬।২১।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥

এই কামই ক্রোধ, ইহা রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়; ইহা মহদশন, অর্থাৎ অত্যন্ত আহারশক্তিসম্পন্ন ও মহা উগ্ররূপ হয়; ইহাকেই মোক্ষমার্গের বৈরী বলিয়া জানিবে॥

ভ-গী ৩।৩৭।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং॥

যেরূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, মলদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, তদ্রূপ এই কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে॥ ভ-গী ৩।৩৮।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের চির-বৈরী দুষ্পূরণীয়, অনল সদৃশ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে॥

ঐ ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আধার স্বরূপে কথিত হয়; আর ঐ কামের আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীশব্দবাচ্য আত্মাকে মোহযুক্ত করে॥ ঐ ৪০।

ন স্ত্রীব্যতিকরাপেক্ষামাত্রং কাম উদীরিতঃ।
কিন্তু কামো ভবেদিচ্ছামাত্রমত্র শরীরিণাম্॥

কেবল রমণীসঙ্গমের ইচ্ছাকেই যে কাম বলা যায় এমন নহে, কাম-শব্দে দেহীদিগের ইচ্ছামাত্রই অভিহিত হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ২।১৮০।

কামবীজান্যনন্তানি সম্প্ররোহন্তি যদ্ধৃদি।
তত্রাটবীনিভে জ্ঞানপুণ্যশস্যং ন বর্দ্ধতে॥
দোষদৃষ্ট্যাগ্নিসন্দগ্ধে কামবীজে তু চেতসি।
গুরুশাস্ত্রহলৈঃ কৃষ্টে স্বক্ষেত্রে তদ্বিবর্দ্ধতে॥

মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা

অসংখ্য কামনার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, এই নিমিত্ত হৃদয়াটবীতে জ্ঞানরূপ পুণ্যশস্য বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পরন্তু দোষদৃষ্টিরূপ অগ্নিদ্বারা চিত্তগত কামনার বীজ সকল দগ্ধ হইলে, গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্ররূপ হলদ্বারা সেই চিত্তক্ষেত্রকে কর্ষণ করিলে সেই সুক্ষেত্রস্বরূপ চিত্তভূমিতে জ্ঞানরূপ পুণ্যশস্য অনায়াসেই বর্দ্ধিত হইতে পারে॥

সাং-সা ২।৬।৫-৬।

সঙ্কল্পাজ্জায়তে কামঃ সঙ্কল্পো গুণবোধনাৎ।
গুণবোধস্য নাশঃ স্যাদ্দোষাণামবলোকণাৎ॥

সেই কাম মানসিক কর্ম্মরূপ সঙ্কল্পদ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এই সঙ্কল্পও বস্তু সকলের রমণীয়ত্বাদিগুণের বোধনহেতুক জন্মে; কিন্তু সমস্ত বস্তুর দোষাবলোকন হেতু বস্তু সকলের রমণীয়ত্বাদিরূপ গুণবোধের নাশ হয়, তন্নাশেই সঙ্কল্পাদির নাশ হয়; অতএব সমস্ত বস্তুতে দোষানুসন্ধানই কাম নাশের প্রধান উপায়॥ আ-পু ১।৪৩৮।

দোষাণামবলোকেন মোহোহয়ং জগদান্ধ্যকৃৎ।
অতদ্বে তত্বধীহেতুস্তৃষ্ণাবীজং বিনশ্যতি॥

বস্তু সকলের দোষাবলোকন বশতঃ জগৎআন্ধ্যকারী তদ্ধর্ম্মরহিত বস্তুতে তদ্ধর্ম্ম অধ্যাসের হেতু এবং বিস্তৃত কামতরুর বীজস্বরূপ যে মহামোহ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়॥

আ-পু ১।৪৩৯।

তস্মিন্নষ্টে স্বয়ং কামো নির্ম্মূল ইব পাদপঃ।
বিনশ্যতি ক্ষণাদস্মিন্নষ্টে ক্রোধোহপি নশ্যতি॥

মোহ বিনষ্ট হইলে পর মূলরহিত বৃক্ষের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে কাম স্বয়ং বিনষ্ট হয়; কাম বিনষ্ট হইলেই ক্রোধও বিনষ্ট হয়॥ ঐ ৪৪০।

ইচ্ছাবিঘাতে সত্যেব ক্রোধো দ্বেষাভিধো নৃণাম।
জায়তে নিচ্ছতঃ কেন ক্রোধ উৎপদ্যতে পুনঃ॥

কোন কারণ বশতঃ ইচ্ছারূপ কামের প্রতিরোধ হইলে পর, দ্বেষাভিধ ক্রোধ মনুষ্যগণের জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সেই ইচ্ছা একবারে বিরত হইলে পর কোন্ কারণে আর ক্রোধ উৎপন্ন হইবে?॥

ঐ ৪৪১।

বিবেকবহ্নিনা দগ্ধে কামক্রোধে সমূহকে।
সংসারে ভগবানেষ আনন্দাত্মা প্রসীদতি॥

বিবেকরূপ অগ্নিদ্বারা কাম ও ক্রোধমূল সংসারবাসনা দগ্ধ হইলে পর, চিদানন্দরূপ পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে॥

ঐ ৪৪২।

সতেষসত্তাং প্রচুরাং তথারম্যেষ্যরম্যতাং।
সুখেষু প্রচুরং দুঃখং পশ্যন্ ধীরো বিরজ্যতে।

সত্যেতে অসত্যতা, রম্যেতে

অরম্যত্ব এবং সুখেতে দুঃখ দর্শন করিয়া ধীরব্যক্তি সংসার হইতে বিরক্ত হয়েন, অর্থাৎ পদার্থসকলের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সংসারে যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা অসত্য, যাহা রমণীয় বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা অরমণীয় এবং যাহা সুখ বলিয়া বোধ ছিল, তাহা দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে। ফলতঃ এইরূপে প্রবোধিত হইলেই মনুষ্যের সাংসারিক বিষয়ে বিরক্তি জন্মিতে পারে॥

সাং-সা ২।৬।৭।

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধামোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব॥

বেদান্তাদি মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে যে, কাম্য বিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষ সকলের অনুসন্ধান করাই কামাদি দোষ পরিত্যাগের অসাধারণ উপায়। অতএব সেই সকল দোষানুসন্ধান করতঃ কামাদি দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও॥ প-দ ৪।৫৭।

উত্থিতানুত্থিতাংস্তত্র ইন্দ্রিয়ারীন্ পুনঃ পুনঃ।
বিবেকেনৈব বজ্রেণ হন্যাদিন্দ্রো গিরীনিব॥

ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ করেন, বিবেকী ব্যক্তিও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ বিবেকরূপ বজ্র নিক্ষেপ করিয়া উত্থিত ও অনুত্থিত ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকে হনন করিবেন॥ সাং-সা ২।৬।৭১।

শস্ত্রাণি দয়িতাঙ্গানি নগ্নাঙ্গঙ্গে নিরন্তরে।
যো বুধ্যমানঃ স্বসমঃ স পরস্মিন্ পদে স্থিতঃ॥

আপনার বস্ত্রাদিবিহীন অনাবৃত অঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাত লাগিলে, অথবা যুবতী প্রণয়িনী কান্তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্পৃষ্ট হইলে, যে পরম মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা ব্যক্তি ইহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াও কামপীড়া, বা দুঃখ ভয়াদি নিমিত্ত বিকারের বশবর্ত্তী না হন, প্রত্যুত সর্ব্বাবস্থা-তেই সমান ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তিনিই পরমপদে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ এই প্রকার স্থিতি সংসাধন পর্য্যন্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মনিষ্ঠা করাই সবিহিত॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

তাবৎ পুরুষযত্নেন ধৈর্য্যেণাভ্যাস মাহরেৎ।
যাবৎ সুষুপ্ততোদেতি পদার্থোদয়নং প্রতি॥

যাবৎকাল পুরুষের শস্ত্র বনিতাদি বাহ্যপদার্থ সকল হইতে কামভয়াদি বিকারের প্রকাশে মিথ্যা জ্ঞান উদ্ভূত হইয়া আত্মসুখমাত্রেই বিশ্রান্তি লাভরূপ সুষুপ্ততা উদিত না হয়, তাবৎ তাঁহাকে পুরুষকার, অধ্যা-বসায় এবং ধৈর্য্যের সহিত আত্ম-

নিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়জয়াদি সাধন অভ্যাস করিতে হইবে ॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন এবং পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাতেই যাঁহার আত্মা সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ যিনি তুচ্ছ বিষয়াভিলাষাদি ত্যাগ করিয়া আত্মাতেই রমণবিশিষ্ট হন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ॥ ভ-গী ২।৫৫।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাবিহীন এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, সেই মুনিব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দের বাচ্য হয়েন ॥

ঐ ৫৬।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

যিনি পুত্র মিত্রাদিতে স্নেহ বিবর্জ্জিত, যিনি শুভ, অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন বা প্রশংসা করেন না এবং যিনি অশুভ, অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ বা নিন্দা করেন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দবাচ্য হয়েন ॥ ভ-গী ২।৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শরীরের মধ্যে অনায়াসে সংকোচন করে, সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় ॥

ভ-গী ২।৫৮।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয় ॥

যে ব্যক্তি শ্রবণ (১), স্পর্শ (২), দর্শন (৩), ভোজন (৪) ও ঘ্রাণ (৫) বিষয়ে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত না হন, তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে ॥ ম-স ২।৯৮।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃপাত্রাদিবোদকং ॥

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটীও (কোন বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত-প্রযুক্ত) দূষিত হয়, তবে তন্নিমিত্ত (অন্যান্য সমুদায় নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানে) প্রজ্ঞা ক্ষরিত হয়, যেমন চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্রের একটী মাত্র ছিদ্রদ্বারা পাত্রস্থ সমুদায় জলই নিঃসৃত হইয়া যায় ॥ ঐ ৯৯।

(১) স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ শ্রবণ।
(২) দুকূলাদি সুখস্পর্শ বা কম্বলাদি দুঃখস্পর্শ বস্তু স্পর্শ।
(৩) সুরূপ বা কুরূপ দর্শন।
(৪) স্বাদু বা অস্বাদু দ্রব্য ভোজন।
(৫) সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ দ্রব্য ঘ্রাণ।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥

ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে রাখিয়া মনকে সংযম করতঃ কোন উপায় দ্বারা শরীরকে যাতনা না দিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবে (১)॥

ম-সং ২।১০০।

তাবদেব নিরোধঃ স্যাৎ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
বিদিতে চ পরে তত্ত্বে একমেবানুপশ্যতি॥

যাবৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎ ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, পরে অখণ্ডানন্দ পরমব্রহ্মকে লাভ করিয়া কেবল সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দকেই দর্শন করিবে॥

উ-গী ১।৫৩।

---

(১) আত্মানাত্মবিচার, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করা যায় না। "দেখ, ঈশ্বর পৃথিব্যাদি ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় জীবদেহে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ স্বভাবতঃই ঐ মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি বিষয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথকরূপে অবগত হইতে হইবে। সারথির বশীভূত অশ্বগণের ন্যায় মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করে। জীবাত্মা আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টি সংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণগণ ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা, গুণ সমুদায় জীবের সৃষ্টি বিধানে কদাচ সমর্থ নহে, মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মনদ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন। যোগীগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড় দেহে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভূতে আপনাকে অভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যিনি আত্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপে জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করতঃ বিদ্বান্ সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চাণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিক পথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। * * * পণ্ডিতগণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব যোগীব্যক্তি শান্ত প্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যাননিষ্ঠ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্য হইতে এইরূপ জ্ঞান পরিজ্ঞাত হইবেন। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সংকল্পত্যাগী হইলেই কাম, ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা জয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণদ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষুদ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্যদ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্ দিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবদেহের অসারত্বাদি দোষ বর্ণন।

সর্ব্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনঃ॥

পুরুষ (আত্মা) যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত বাহ্যসংসারে অবস্থিতি করেন, তাহাকেই গৃহির গৃহরূপ স্থূলদেহ বলা যায়॥ বি-চূ ৯২।

পশ্যেদং ভগবন্ সর্ব্বং দেহগেহং মনোরমং।
ত্রিপ্রকারমহাস্থূণং নবদ্বারসমাবৃতং॥

পরিত্যাগ করা উচিত। যোগীব্যক্তি এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম ক্রোধকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করিবেন। * * * যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্জলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। * * * যে মহাত্মা এইরূপ বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া ছয় মাস, ক্রমাগত যোগসাধন করেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। শূদ্র বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারীগণও যদি এইরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম গতি লাভ হয়"।

ম-ভা-শান্তিপর্ব্ব ২৩৯।২৪০ অঃ।

হে মুনীশ্বর! আপনি এই যে মনোরম দেহ সন্দর্শন করিতেছেন, ইহা গৃহতুল্য; বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটি গৃহের মহৎ স্তম্ভস্বরূপ; গৃহটি চক্ষুকর্ণাদি নবদ্বারবিশিষ্ট॥

যো-বা-রা ৬।২৪।১৪।

পুর্য্যষ্টককলত্রেণ তন্মাত্রস্বজনেন চ।
অহঙ্কারগৃহস্থেন সর্ব্বতঃ পরিপালিতং॥

অহঙ্কাররূপ গৃহস্বামী, আপনার লিঙ্গশরীররূপ কলত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত ও তন্মাত্ররূপ স্বজন সমন্বিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৬।২৪।১৫।

অন্তঃপশ্যতি সৎকর্ণশষ্কুলীচন্দ্রশালিকং।
শিরোরুহাচ্ছাদনবদ্বিপুলাক্ষিগবাক্ষকং॥

তুমি স্বয়ং দেহগৃহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছ; এই দেহে কর্ণচ্ছিদ্র প্রকাশ থাকাতে, উহা উচ্চতম গৃহের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে; ইহা শিরোরুহরূপ তৃণাচ্ছাদিত এবং অক্ষিকোটররূপ বিপুল গবাক্ষ সমন্বিত॥ ঐ ১৬।

আস্য প্রধানসুদ্বারং ভুজপার্শ্বোপমন্দিরং।
দন্তালিকেশরস্রগ্‌ভির্ভূষিতদ্বারকোটরং ॥

বদন, এই গৃহের প্রধান দ্বাররূপে প্রকাশিত; ভুজদ্বয় উপমন্দিরের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট এবং ঐ বদনরূপ প্রশস্ত দ্বারটী সর্ব্বদা দন্তরূপ অলিসঙ্কুল কেশররূপ স্রগ্‌দামে বিভূষিত রহিয়াছে ॥

যো-বা-রা ৬।২৪।১৭।

অনারতং রূপরসস্পর্শনদ্বারপালবৎ।
সংকুলালোকবলিতং তারালিন্দকৃতস্থিতি ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ দ্বারপালগণ নিরন্তর রূপরসাদি যাবতীয় বাহ্যবিষয় সমুদয় গৃহস্বামীর গোচর করিতেছে। এই গৃহ লিঙ্গদেহ ব্যাপ্তিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত ও আত্মালোকে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে এবং গৃহস্বামী ইহার অক্ষতারকারূপ অলিন্দ (ঊর্দ্ধতম দ্বার প্রকোষ্ঠ) দ্বয়ে অবস্থান করিতেছেন(১) ॥ ঐ ১৮।

রক্তমাংসবসাদিগ্ধং স্নায়ুসন্ততি বেষ্টিতং।
স্থূলাস্থিকাষ্ঠসংবদ্ধং সুকুড্যং সুসমাহিতং ॥

যেরূপ জল, মৃত্তিকা ও গোময় প্রভৃতি দ্বারা গৃহের বিলেপন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহ-গৃহ রক্ত, মাংস ও বসাদ্বারা উপলিপ্ত, স্নায়ু (শিরা) রূপ রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্থূল অস্থিরূপ কাষ্ঠ সমূহে দৃঢ়বদ্ধ; ফলতঃ এই গৃহ সর্ব্বাংশে সুসমাহিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ যো-বা-রা ৬।২৪।১৯।

ইড়া চ পিঙ্গলা চাস্য দেহস্য মুনিনায়ক।
স্থিতে কোমলে মধ্যে পার্শ্বকোষ্ঠে নিমীলিতে॥

হে মুনিনায়ক! এই দেহের পার্শ্বকোষ্ঠে, অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া এবং পিঙ্গলা নামে দুই কোমল নাড়ী অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিতি করত নাশাপুটদ্বয়ের বায়ু সঞ্চরণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ॥ ঐ ২০।

পদ্মযুগ্মত্রয়ং যন্ত্রমস্থিমাংসময়ং মৃদু।
ঊর্দ্ধাধোনালমন্যোন্যমিলৎ কোমলসদ্দলং ॥

তথায় (পার্শ্বকোষ্ঠে) যাহার নাল ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে অন্যোন্যাভিমুখে পরস্পর মিলিত ভাবে অবস্থিত এবং যাহার দল সমুদায় সুকোমল, এরূপ পদ্মযুগ্মত্রয়যুক্ত অস্থিমাংসময় যন্ত্রত্রয় অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ঐ ২১।

সেকেন বিকসৎপত্রং সকলাকাশচারিণা।
চলন্তি তস্য পত্রাণি মৃদুব্যাপ্তানি বায়ুনা ॥

যে অপান বায়ু শরীরস্থ সকল আকাশে বিচরণ করিতেছে, সেই বায়ুরূপ অমৃত সেকদ্বারা সেই পদ্ম বিকসিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ

(১) জাগ্রৎকালে জ্ঞান অক্ষিতারকায় অবস্থান করেন, এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অপান বায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত ঐ পদ্মপত্র (দল) সকল ঐ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৬।২৪।২২।

চলৎসু তেষু পত্রেষু সমরুৎ পরিবর্দ্ধতে।
বাতাহতে লতাপত্রজালে বহিরিবাভিতঃ ॥

অরণ্যে লতাপত্র সমূহ যেরূপ বায়ুদ্বারা প্রসারিত হইয়া বায়ুর চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই সমুদয় পদ্মপত্র সম্বদ্ধ নাড়ীর ছিদ্র সমূহে বায়ু প্রবেশ দ্বারা বিচলিত হইয়া সেই সমুদায় পদ্মপত্রকে বিচালিত করত স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ঐ ২৩।

বৃদ্ধিং নীতঃ সনাড়ীষু কৃত্বা স্থানমনেকধা।
উর্দ্ধাধোবর্ত্তমানাসু দেহেঽস্মিন্ প্রসরত্যথ ॥

এইরূপে সেই বায়ু উর্দ্ধাধোভাবে বর্ত্তমান একাধিক একশত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী সমুদয়ে প্রসারিত হইয়া এই দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে থাকে ॥ ঐ ২৪।

প্রাণাপানসমানাদ্যৈস্ততঃ সদ্হৃদয়ানিলঃ।
সঙ্কেতৈ প্রোচ্যতে তজ্জ্ঞৈর্বিচিত্রাচারচেষ্টিতৈঃ॥

সেই হৃদয়ানিল বিচিত্র আচারপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রাণ, অপান ও সমান প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৫।

হৃৎপদ্মযন্ত্রত্রিতয়ে সমস্তাঃ প্রাণশক্তয়ঃ।
উর্দ্ধাধঃ প্রসৃতা দেহে চন্দ্রবিম্বাদিবাংশবঃ ॥

যান্ত্যায়ান্তি বিকর্ষন্তি হরন্তি বিহরন্তি চ।
উৎপতন্তি পতন্ত্যাশু তা এতাঃ প্রাণশক্তয়ঃ ॥

চন্দ্রবিম্ব হইতে অংশুমালার ন্যায় হৃৎপদ্ম-যন্ত্রত্রিতয়স্থ প্রাণশক্তি সমুদয় সেই সমস্ত প্রাণের সহিত উর্দ্ধাধোভাবে দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া কখন গমন, কখন আগমন, কখন কর্ষণ, কখন সংহরণ, কখন বিহরণ, কখন উৎপতন এবং কখন নিপতন হইতে থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।২৪।২৬-২৭।

স এব হৃৎপদ্মগতঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অস্য কাচিন্মুনে শক্তিঃ প্রস্পন্দয়তি লোচনে ॥
কাচিৎ স্পর্শমুপাদত্তে কাচিদ্বহতি নাসয়া।
কাচিদন্নং জরয়তি কাচিদ্বক্তি বচাংসি চ ॥

সেই হৃৎপদ্মগত বায়ুই বুধগণ কর্ত্তৃক প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মুনে! এই সমস্ত শক্তির মধ্যে কোনও শক্তি লোচনকে স্পন্দিত করে, কেহ স্পর্শত্ব গ্রহণ করে, কেহ নাসিকা দ্বারা প্রবাহিত হয়, কেহ অন্নকে জীর্ণ করে এবং কেহ বা বাক্স্বরূপে প্রস্ফুরিত হয় ॥ ঐ ২৮—২৯।

বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বমেব শরীরকে।
করোতি ভগবান্ বায়ুর্যন্ত্রেহামিব যান্ত্রিকঃ ॥

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, যন্ত্রের সূত্রধার যেরূপ প্রতিমাদি

যন্ত্রের নর্ত্তনাদি চেষ্টা সম্পাদন করে, তদ্রূপ এই ভগবান্ বায়ু জীবের শারীরিক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৬।২৪।৩০।

অন্নং পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্নিনা।
মলঃ স্থবিষ্ঠোভাগঃ স্যান্মধ্যমো মাংসতাং ব্রজেৎ।
মনঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্যাত্তস্মাদন্নময়ং মনঃ॥

মনুষ্যের ভুক্ত অন্ন জঠরানল (১) দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে মল স্থবিষ্ঠ, মাংস মধ্যম ও মন কনিষ্ঠ ভাগ জানিবে। এই নিমিত্ত মনকে অন্নময় বলা যায়॥ শি-গী ৯।৩৯।

অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্যান্মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ।
প্রাণঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্যাত্তস্মাৎপ্রাণো জলাত্মকঃ॥

সলিলের স্থবিষ্ঠ ভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত এবং কনিষ্ঠ ভাগ প্রাণ; এই হেতু প্রাণকে জলাত্মক কহে॥

ঐ ৪০।

তেজসোঽস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যান্মজ্জা মধ্যমসংভবঃ।
কনিষ্ঠা বাঙ্মতা তস্মাত্তেজোঽবন্নাত্মকং জগৎ॥

তেজের স্থবিষ্ঠ ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা এবং কনিষ্ঠ ভাগ বাক্য; এই নিমিত্ত জগৎকে তেজোবন্নাত্মক বলে॥ ঐ ৪১।

(১) প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষণে জঠরানলের উৎপত্তি হয়।

লোহিতাজ্জায়তে মাংসং মেদো মাংসসমুদ্ভবং।
মেদসোঽস্থীনি জায়ন্তে মজ্জা চাস্থিসমুদ্ভবা॥

রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে মজ্জা সমুৎপন্ন হয়॥

শী-গী ৯।৪২।

নাড্যোঽপি মাংসসংঘাতাচ্ছুক্রং মজ্জাসমুদ্ভবং।
বাতপিত্তকফাস্তত্র ধাতবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

মাংসসংঘাত হইতে নাড়ী সকল সঞ্জাত হয় এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। দেহমধ্যে বাত, পিত্ত ও কফ নামক তিনটী ধাতু বিদ্যমান আছে॥ ঐ ৪৩।

দশাঞ্জলি জলং জ্ঞেয়ং রসস্যাঞ্জলয়ো নব।
রক্তস্যাষ্টৌ পুরীষস্য সপ্ত স্যুঃ শ্লেষ্মণশ্চ ষট্॥
পিত্তস্য পঞ্চ চত্বারো মূত্রস্যাঞ্জলয়স্ত্রয়ঃ।
বসায়া মেদসো দ্বৌ তু মজ্জা ত্বঞ্জলিসংমিতঃ।
অর্দ্ধাঞ্জলিস্ততঃ শুক্রং তদেব বলমুচ্যতে॥

এই দেহের মধ্যে দশ ভাগ জল, নয় ভাগ রস, আট ভাগ রক্ত, সাত ভাগ মল, ছয় ভাগ শ্লেষ্মা, পাঁচ ভাগ পিত্ত, চারি ভাগ মূত্র, তিন ভাগ বসা, দুই ভাগ মেদ এবং এক ভাগের মধ্যে অর্দ্ধভাগ মজ্জা ও অর্দ্ধভাগ শুক্র বিদ্যমান আছে; এই শুক্রকেই শরীরের বল বলা যায়॥ ঐ ৪৪-৪৫।

অস্থ্নাং শরীরে সংখ্যা স্যাৎ ষষ্টিযুক্তং শতত্রয়ম্॥

শরীরাভ্যন্তরে তিনশত ষষ্টিসংখ্যক অস্থি বিদ্যমান আছে॥ ঐ ৪৬।

দ্বে শতে ত্বস্থিসন্ধীনাং স্যাতাং তত্র দশোত্তরে।

শরীরের মধ্যে যে সকল অস্থিসন্ধি বিদ্যমান আছে, তাহাদের সংখ্যা দুই শত দশ ॥

শি-গী ৯।৪৮ শ্লোকার্দ্ধ।

সার্দ্ধকোটিত্রয়ং রোম্নাং শ্মশ্রুকেশাস্ত্রিলক্ষকাঃ।
দেহস্বরূপমেবন্তে প্রোক্তংদশরথাত্মজ ॥

মানবশরীরে সাড়ে তিন কোটি রোম এবং তিন লক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ বিদ্যমান আছে। হে দাসরথে! এই তোমার নিকট দেহস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ঐ ৫০।

তস্মাদসারো নাস্ত্যেব পদার্থো ভুবনত্রয়ে।
দেহেঽস্মিনভিমানেন ন মহাপায়বুদ্ধয়ঃ ॥
অহঙ্কারেণ পাপেন ক্রিয়ন্তে হন্ত সাম্প্রতম্।
তস্মাদেতৎ স্বরূপন্তু বোদ্ধব্যন্তু মুমুক্ষুভিঃ ॥

এই শরীর অতি অসার পদার্থ, ইহা হইতে অসার ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই। অতএব এবম্বিধ দেহে অভিমান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাপরূপ অহঙ্কারই অনিষ্ট বুদ্ধির উৎপাদক; এই নিমিত্ত দেহস্বরূপ বিদিত হওয়া মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ঐ ৫১-৫২।

জলমগ্নির্বিষং শস্ত্রং ক্ষুদ্ব্যাধীপতনং গিরে।
নিমিত্তং কিঞ্চিদাসাদ্য দেহী প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥

জল, অগ্নি, বিষ, অস্ত্র, ক্ষুধা, ব্যাধি ও গিরি হইতে পতন, ইত্যাদি কিঞ্চিৎমাত্র কারণ বশতঃ দেহী-দিগের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥

হি-উ।

পেলবং শরদীবাভ্র মস্নেহইব দীপকঃ।
তরঙ্গকইবালোলং গতমেবোপলক্ষ্যতে ॥

জীবের পরমায়ু শরৎকালীন জল-ধরের ন্যায়, তৈলহীন দীপের ন্যায় ও নদীতরঙ্গের ন্যায় গতপ্রায় বলি-লেই হয় ॥ যো-বা রা ১।১৪।৬।

যুজ্যতেবেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনং।
গ্রন্থনঞ্চতরঙ্গানা মাস্থানায়ুষি যুজ্যতে ॥

বরং বায়ুর বন্ধন, আকাশের খণ্ডন ও তরঙ্গমালার গ্রন্থন বিশ্বাস-যোগ্য হয়, তথাপি পরমায়ুর স্থিরতা বিষয়ে কোন মতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ঐ ৫।

আয়ুঃ পল্লব কীলাগ্রলম্বাম্বুকণ ভঙ্গুরঃ।
উন্মত্তমিব সংত্যজ্য যাত্যকাণ্ডে শরীরকং ॥

জীবের পরমায়ু পত্রাগ্রস্থিত জল-বিন্দুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, অর্থাৎ অত্যল্পকাল মাত্র স্থায়ী; অজ্ঞানান্ধ লোকেরা উন্মত্তের ন্যায় অসার্থক কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করতঃ ঐ স্বল্প কালকে বৃথা ক্ষেপ করিয়া শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করে ॥

যো-বা-রা ১।১৪।১।

বিষয়াশীবিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জর চেতসাং।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানা মায়ুরায়াস কারণং ॥

বিষয়রূপ বিষধরের সংসর্গে

জীবের চিত্ত নিরন্তর জর্জ্জরীভূত হইতেছে, ক্ষণমাত্রও তাহাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকোদয় হয় না; অতএব এবম্প্রকার বিবেকহীন লোকদিগের পরমায়ু কেবল তাহাদিগের পরিশ্রমের কারণ মাত্র॥

যো-বা-রা ১।১৪।২।

অবিশ্রান্তমনা শূন্যামায়ুরাততমীহতে।
দুঃখায়ৈব বিমূঢ়ান্তর্গর্ভমশ্বতরী যথা॥

মূঢ়বুদ্ধি জনগণ অত্যন্ত অলীক পরমায়ুর সংখ্যা বৃদ্ধি করণার্থ যে অশেষ বিধ যত্ন করিয়া থাকে, তাহা অশ্বতরীর গর্ব্ভধারণের ন্যায় কেবল তাহাদিগের মহাদুঃখের হেতুভূত মাত্র (১)॥ ঐ ৮।

রূপমায়ুর্মনো বুদ্ধিরহঙ্কারস্তথেহিতং।
ভারোভারোধরস্যেব সর্ব্বদুঃখায়দুর্ধিয়ঃ॥

যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির ভার বহন কেবল দুঃখেরই কারণ, সেইরূপ দুর্বুদ্ধি আত্মাভিমানী ব্যক্তির রূপ, আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেষ্টিত বিষয়াদি সমস্তই তাহার ভারস্বরূপ দুঃখের কারণ মাত্র॥ যো-বা-রা ১।১৪।১৪।

প্রস্রবাণৈরবিচ্ছেদং তুচ্ছৈরন্তরবাসিভিঃ।
দুঃখৈরাস্বস্যতে ক্রূরৈর্ঘুণৈরিব জরদ্দ্রুমঃ॥

যেমন তুচ্ছ ঘুণকীট নীরস বৃক্ষগণকে নিরন্তর জীর্ণ করে, তদ্রূপ দেহান্তরবাসী রোগসমূহ অনবরত পূয় শোণিত প্রস্রবণ দ্বারা সার তত্ত্বহীন দেহীর দেহকে জীর্ণ করিতেছে॥ ঐ ১৮।

নূনং নিগরণায়াশু ঘনগর্দ্ধমনারতং।
আখুর্ম্মার্জ্জারকেনেব মরণেনাবলোক্যতে॥

মার্জ্জার যেরূপ মূষিক ভক্ষণাভিলাষে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে অবলোকন করিতে থাকে, মৃত্যুও তদ্রূপ প্রাণীগণকে গ্রাস করণার্থ তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর দৃষ্টিপাত করিতেছে॥ ঐ ১৯।

ভূতানিতৈস্তৈর্নিজযোনি কর্ম্মভি-
র্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব্বশঃ।
ন তত্রহাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিত-
স্তস্যাগুণৈরন্যতমোপি বধ্যতে॥

দেবতা প্রভৃতি যাবতীয় শরীর স্ব স্ব কারণভূত লিঙ্গ শরীরের উৎপাদক কর্ম্মের অনুগামী হইয়া কালক্রমে উৎপন্ন আবার কালক্রমেই নষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা

(১) যেমন অশ্ব হইতে গর্দ্দভীতে উৎপন্না অশ্বতরী গর্ব্ভ ধারণকালে অপরিসীম যাতনা ভোগ করে এবং প্রসবকালে গর্ব্ভস্থ সন্তান উদর বিদারণ করিয়া নির্গত হয়, অতএব অশ্বতরীর গর্ব্ভ কেবল তাহার দুঃখ ও মৃত্যুর হেতুমাত্র, তদ্রূপ পরমায়ু রক্ষা করণার্থ যত্নশীল ব্যক্তিগণ বিবিধ নিয়ম গ্রহণ ও ঔষধাদি সেবন জন্য নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু সেই অলীক পরমায়ুর পরিক্ষয়ে তাহাদিগের মৃত্যু হয়।

শরীরে বাস করেন বটে, কিন্তু শরীর-ধর্ম্ম, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতির সহিত লিপ্ত নহেন, কারণ দেহ হইতে তাঁহার বিলক্ষণ ভেদ আছে। শরীর ভৌতিক এবং ইহাকে দর্শন করা যায়, অতএব ইহা দর্শনাতীত অভৌতিক আত্মা হইতে ভিন্ন ॥

ভা-পু ৭।২।৩৬।

ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং
যথা পৃথগ্ভৌতিকমীয়তে গৃহং।
যথোদকৈঃ পার্থিব তৈজসৈ র্জনঃ
কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি ॥

এই শরীর আত্মার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছে। অজ্ঞান ব্যক্তি ভৌতিক দেহকেই আত্মা বলিয়া বোধ করে বটে, কিন্তু বস্তুত দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন। যেরূপ জলীয় পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন বুদ্বুদ, পার্থিব পরমাণুজাত ঘট, এবং তৈজস পরমাণুজন্য স্বর্ণকুণ্ডল নাশ পায়, সেইরূপ সেই ত্রিবিধ পরমাণু হইতে উৎপন্ন দেহও কালক্রমে পরিণত হইয়া নষ্ট হয় ॥

ঐ ৩৭।

যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে
যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্স্থিতঃ।
যথানভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে
তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃপরঃ ॥

যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠের অন্তর্গত হইয়াও কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, যেরূপ বায়ু শরীরের মধ্যস্থিত হইয়াও শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি করে এবং যেরূপ আকাশ যাবতীয় বস্তু আশ্রয় করিয়াও কিছুতেই সম্পৃক্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বগুণের আশ্রয় হইয়াও গুণ ভিন্ন আত্মা গুণের সহিত লিপ্ত হন না ॥ ভা-পু ৭।২।৩৮।

ভূতেন্দ্রিয় মনোলিঙ্গান্দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ।
ভজত্যুৎসৃজতিহ্যন্ত স্তচ্চাপি স্বেন তেজসা ॥

উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট দেহ সকলই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে বিভু ইহাকে ভজন এবং বিবেক বলে পরিত্যাগ করেন, তিনি এই তিন পদার্থ হইতে ভিন্ন ॥ ঐ ৪১।

যাবল্লিঙ্গান্বিতোহ্যাত্মা তাবৎ কর্ম্মনিবন্ধনং।
ততো বিপর্য্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগোহনুবর্ত্ততে ॥

আত্মা যখন লিঙ্গশরীর আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন উপস্থিত হয়। তাহার পরেই দেহ-ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাকে অবলম্বন করে ; তাহাতেই সুখদুঃখ উপস্থিত হয়। আত্মার দেহধর্ম্মাবলম্বনাদি এই সমস্তই মায়াযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪২।

বিতথাভিনিবেশোঽয়ং যদ্‌গুণেষ্বর্থ দৃগ্বচঃ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা॥

গুণ ও গুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদিকে পরমার্থ বলিয়া দর্শন ও ব্যাখ্যা করা মিথ্যা অভিনিবেশ মাত্র। যেরূপ মনোরথ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সমস্তই অলীক॥ ভা-পু ৭।২।৪৩।

অথ নিত্যমনিত্যং বা নেহ শোচন্তি তদ্বিদঃ।
নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং স্বভাবঃ শোচতামিতি॥

অতএব যাঁহারা আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এরূপ স্থলে শোক করেন না। তবে যে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহাকেও শোক করিতে দেখা যায়, সে কেবল স্বভাবকে নিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য বলিয়াই হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৪।

দেহতদ্ধর্ম্মতৎকর্ম্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
স্বত এব স্বতঃ সিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ॥

বস্তুতঃ দেহ ও দেহের ধর্ম্ম (১), কর্ম্ম (২) ও অবস্থা (৩) প্রভৃতির সাক্ষিস্বরূপ ও দেহ হইতে বিভিন্ন যে আত্মা, তিনি আপনা হইতেই নিত্য প্রসিদ্ধ (৪)॥ বি-চূ ১৫৭।

আত্মা নিয়ামকশ্চান্তর্দ্দেহোবাহ্যো নিয়ম্যকঃ।
তয়োরৈক্যম্প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরং॥

আত্মা নিয়ামক, অর্থাৎ নিয়ন্তা ও

(১) জন্ম, জন্মানন্তর স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষীণতা ও বিনাশ, দেহের এই ষড়বিধ ধর্ম্ম।

(২) পাপ ও পুণ্য, দেহের এই দ্বিবিধ কর্ম্ম।

(৩) পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থা, তৎপরে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমারাবস্থা, তদনন্তর পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোরাবস্থা, অতঃপর দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা, তৎপরে অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা, তদনন্তর বৃদ্ধাবস্থা, অন্তে জরাবস্থা, শেষে মৃত্যু অবস্থা।

(৪) শরীর হইতে জীবাত্মা পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। তাঁহারা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া কহেন যে "যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও রূপ রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘৃতের আবির্ভাব হইতেছে, এবং দ্রব্যনিচয় দুই তিন রাত্রি সলিল মধ্যে নিহিত থাকিলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতা শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র শুক্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হুতাশন-সন্তপ্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড়পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে স্মরণজ্ঞান জন্মে। তখন অয়স্কান্ত মণি যেমন লোহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সমুদায় পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।" কিন্তু নাস্তিকদিগের এই মত নিতান্ত দূষিত। কারণ, দেহ নাশ হইলে চৈতন্যের অপগম হওয়াই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রধান হেতু। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহ নাশের পরেও তাহাতে চৈতন্য বিদ্যমান থাকিত। আর, দেহাত্মবাদীদিগের মতে যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি আকার-

অন্তরস্থ, অর্থাৎ পঞ্চকোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং দেহ বাহ্য ও নিয়ম্য, অর্থাৎ আত্মা অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও বাহ্য দেহকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অতএব আত্মা ও দেহের এবম্প্রকার বৈষম্য সত্ত্বেও যাহারা এই উভয় পদার্থের ঐক্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা অজ্ঞান আর কে আছে? ॥ অ-অ ১৮।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহোমাংসময়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যম্প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরং ॥

আত্মা জ্ঞানময়, অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ, অতএব বিশুদ্ধ; কিন্তু দেহ মাংসময়, অর্থাৎ বিকারযুক্ত, অতএব অশুদ্ধ। দেহ ও আত্মার উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও যাহারা এতদুভয়ের ঐক্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে? ॥ ঐ ১৯।

আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যম্প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরং ॥

আত্মা সর্ব্বপ্রকাশক, অর্থাৎ আত্মা সূর্য্যাদির ন্যায় স্বপ্রকাশমান হইয়া অন্যান্য সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন, অতএব তিনি স্বচ্ছ, অর্থাৎ সকল প্রকার গুণদোষবর্জ্জিত; কিন্তু দেহ তামস, অর্থাৎ দেহ ঘটাদি জড় পদার্থের ন্যায় প্রকাশকতা শক্তিরহিত। অতএব যাহারা দেহ ও আত্মার এবম্প্রকার ভেদ সত্ত্বেও এতদ্দ্বয়ের ঐক্য জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান ॥

অ-অ ২০।

আত্মা নিত্যোহি সদ্রূপো দেহোঽনিত্যোহ্যসন্ময়ঃ।
তয়োরৈক্যম্প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরং ॥

যেহেতু আত্মা সৎস্বরূপ, এহেতু তিনি নিত্য, অর্থাৎ কখনও তাঁহার ধ্বংস নাই; কিন্তু দেহ অসৎ, অতএব ইহা অনিত্য, অর্থাৎ ইহার ধ্বংস আছে। আত্মা ও দেহের এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও যাহারা এতদুভয়ের ঐক্য জ্ঞান করে, তাহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত ॥ ঐ ২১।

অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপি চ।
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥

বৃহদারণ্যকে বাজসনেয় উপনিষদে কথিত আছে যে, আত্মপুরুষ অসঙ্গ, অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাঁহার আসক্তি নাই, কিন্তু দেহ অনন্তমলবিশিষ্ট, অতএব কি প্রকারে আত্মার সহিত দেহের ঐক্য সম্ভবিতে পারে? ॥ ঐ ৩৬।

বিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বিরাগকারণস্তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥

আর, যে পুরুষ স্বীয় দেহের অশুচি গন্ধে বিরক্ত না হয়, তাহার বিরক্তির কারণ আর কি আছে? তাহাকে কোন্ উপদেশ দ্বারা বিরাগী করা যাইতে পারে? ॥

মু-উ ২।৬৪।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥

দেহ অতিশয় মলিন এবং আত্মা অতিশয় নির্ম্মল, অতএব এতদুভয়ের ইতর বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাহার শুচি সম্পাদন করা আবশ্যক, তাহা নিশ্চয় করিবে ॥ ঐ ৬৫।

ব্রণমুখমিব দেহং পূতিচর্ম্মাবনদ্ধং
ক্রিমিকুল শতপূর্ণং মূত্র বিষ্ঠানুলেপং।
বিগত বহুরূপং সর্ব্বভোগাদি বাসং
ধ্রুব মরণ নিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যাঃ ॥

এই নবদ্বারবিশিষ্ট যে দেহ, ইহা ব্রণবৎ ক্ষতমুখাদি সংশ্লিষ্ট, দুর্গন্ধ চর্ম্মদ্বারা সমাচ্ছাদিত, শত শত ক্রমি কুলে পরিপূরিত, মলমূত্রাদিতে লেপিত, বাল্যাদি বহুরূপে রূপান্তরিত এবং সুখদুঃখাদি সর্ব্বপ্রকার ভোগের আস্পদ, এবম্বিধ শরীর কেবল অবিদ্যা প্রসঙ্গাধীন, ইহা নিশ্চয় মরণের নিমিত্তই উৎপাদিত হইয়াছে ॥ যো-উ ৮৪।

মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরং।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততি গুল্ফিতং ॥

মাংস, অস্থি, রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা ও শুক্র দ্বারা নির্ম্মিত ও নাড়ীসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত জীবের এই শরীররূপ ভোগ-মন্দির কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ শি-সং ১।৯০।

আর্দ্রান্ত্রতন্ত্রীগহনো বিকারী পরিপাতবান্।
দেহস্ফুরতি সংসারে সোপি দুঃখায় কেবলং ॥

এই জীব-দেহ কেবল কতকগুলি আর্দ্র নাড়ী সংযুক্ত মাত্র, সতত নানাবিধ বিকারবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা পরিপতনশীল এবং ইহাকে যে বাহ্যিক স্ফূর্ত্তিযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাও কেবল দুঃখের কারণ মাত্র ॥

যো-বা-রা ১।১৮।১।

অজ্ঞোপিতজ্জ্ঞ সদৃশো বলিতাত্মচমৎকৃতিঃ।
যুক্ত্যাভব্যোপ্য ভব্যোপি ন জড়ো নাপিচেতনঃ

যুক্তিদ্বারা জীবদেহের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা যথাক্রমে অজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, ভব্য ও অভব্য এবং জড় ও অজড় বলিয়া উল্লেখ করা যায় (১) ॥ ঐ ২।

(১) অর্থাৎ জীবদেহ যথার্থতঃ জড় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে চৈতন্য শক্তির প্রবেশ জন্য ইহা চেতনবিশিষ্ট। সাধুলোকেরা যেরূপ এই দেহের সহায়তায় মুক্তি লাভ করেন, অসাধু লোকেরা সেইরূপ নিরয়গামী হয়।

স্তোকেনানন্দমায়াতি স্তোকেনায়াতিখেদিতাং।
নাস্তিদেহসমঃ শোচ্যোনীচো গুণবহিস্কৃতঃ॥

এই দেহে অল্পেই আনন্দ ও অল্পেই খেদ উপস্থিত হয়, অতএব ইহার তুল্য গুণবর্জ্জিত, নিকৃষ্ট ও শোকাধার আর কিছুই নাই॥

যো-বা-রা ১।১৮।৪।

সচ্ছায়োদেহবৃক্ষোহয়ং জীব পান্থগণাস্পদঃ।
কস্যাত্মীয় কস্যপর আস্থানাস্থাকিলাত্রকে॥

এই দেহরূপ বৃক্ষের কান্তিরূপ ছায়া জীবরূপ পথিকের বিশ্রাম স্থান,ইহা কাহারও আত্মীয় নহে,পরও নহে, অতএব ইহার প্রতি দ্বেষই বা কি এবং প্রীতিই বা কি ? অর্থাৎ দেহের সহিত জীবের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই॥ ঐ ৮।

সংসারারণ্যসংরূঢ়োবিলসচ্চিত্ত মর্কটঃ।
চিন্তামঞ্জরিতাকারো দীর্ঘদুঃখঘুণক্ষতঃ॥

সংসাররূপ নিবিড় অরণ্য মধ্যে চিন্তারূপ মঞ্জরীবিশিষ্ট ও দুঃখরূপ ঘুণদ্বারা ক্ষতবিক্ষত দেহরূপ সুদীর্ঘ জীর্ণ বৃক্ষে চিত্তরূপ চঞ্চল মর্কট আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে॥

যো-বা-রা ১।১৮।১২।

তৃষ্ণাভুজঙ্গমীগেহঃকোপকাককৃতালয়ঃ।
স্মিত পুণ্যোদ্গমঃ শ্রীমাংশ্চ ভাশুভ মহাফলঃ॥

এই সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্ত দেহরূপ পুণ্যবৃক্ষে তৃষ্ণারূপা ভুজঙ্গী নিয়ত বাস করিতেছে ; ইহা ক্রোধরূপ কাকের আলয় স্বরূপ এবং হাস্যরূপ পুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছে। ইহাতে শুভাশুভরূপ দুইটী ফল বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ঐ ১৩।

মূর্দ্ধসংজনিতাদীর্ঘশিরোরুহ তৃণাবলিঃ।
অহংকার গৃধ্রকৃতকুলাপঃ শুষিরোদরঃ॥

এই বৃক্ষের উপরিভাগে শিরোরুহরূপ তৃণরাশি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে অহঙ্কার নামা গৃধ্র বাস করিয়া অনবরত বিকৃত চিৎকার ধ্বনি করিতেছে, তদ্দ্বারা কর্ণবিবর নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে॥ ঐ ১৬।

রক্তমাংসময়স্যাস্য সবাহ্যোভ্যন্তরং মুনে।
নাশৈকধর্ম্মিণোব্রূহি কৈবকায়স্যরম্যতাং॥

হে মুনে! এই রক্তমাংসময় দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, একমাত্র মরণ ধর্ম্ম ব্যতীত ইহাতে সারতা বা রমণীয়তা কিছুই নাই॥

ঐ ৩৮।

যেমন লৌহপিণ্ডে দাহিকা শক্তির অভাবে ইহা স্বভাবতঃ শীতল থাকে, কিন্তু ইহাতে অগ্নি প্রবেশ দ্বারা দাহিকাশক্তির উদয় হইলে বুদ্ধিমান লোকেরা তাহাতে নানাবিধ কর্ম্ম করিতে পারে, অজ্ঞেরা কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ যোগযুক্ত ভবা পুরুষের পক্ষে চিদাভাস প্রবেশ জন্য এই দেহ চেতনবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেহেতু তাঁহারা ইহাদ্বারা মোক্ষপদ পর্য্যন্ত সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু অযোগীদিগের পক্ষে দেহকে জড় ও জরামরণাদির নিদানভূত বলা যায়।

মরণাবসরে কায়াজীবং নানুসরন্তি যে।
তেষু তাতকৃতঘ্নেষু কৈবাস্থাবদধীমতাং॥

এই দেহ জীব কর্ত্তৃক চিরকাল পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও মৃত্যুকালে ইহা জীবের অনুগমন করে না। অতএব, হে তাত! এমন অকৃতজ্ঞ দেহের প্রতি কোন্ বুদ্ধিমান লোক আস্থা করিতে পারে?॥ যো-বা-রা ১।১৮।৩৭।

ভুক্ত্বাপীত্বা চিরংকালং বালপল্লব পেলবাং।
তনুতামেত্য যত্নেন বিনাশমেব ধাবতি॥

চিরকাল যত্নপূর্ব্বক পান ভোজনাদি দ্বারা পরিপালন করিলেও এই দেহ বালপল্লবের ন্যায় শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিনাশ পথে গমন করে। অতএব এমন দেহের গৌরব কি?॥ যো-বা-রা ১।১৮।৪২।

তান্যেব সুখদুঃখানি ভাবাভাব ময়ান্যসৌ।
ভুয়োপ্যনুভবন্ কায়ঃ প্রাকৃতো হি ন লজ্জতে॥

এই শরীর পূর্ব্ব ভাবাভাবানুভূত (পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মজনিত) সুখ দুঃখ বারম্বার অনুভব করিয়াও লজ্জাযুক্ত হয় না, অতএব ইহা অতি প্রাকৃত অর্থাৎ পামর (১)॥ ঐ ৪৩।

সুচির প্রভুতাং কৃত্বা সংসেব্য বিভবশ্রিয়ং।
নোচ্ছ্রায়মেতি ন স্থৈর্য্যং কায়ঃ কিমিতি পাল্যতে॥

যে দেহ চিরকাল প্রভুত্ব করিয়া এবং বিবিধ বিভবযুক্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও উৎকর্ষ ও স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তাহার বৃথা পরিপালনে ফল কি? অর্থাৎ যে কোনরূপে শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবিনাশিতা লাভ করণার্থ পরম তত্ত্বানুসন্ধান করাই উচিত॥ যো-বা-রা-১।১৮।৪৪।

জরাকালে জরামেতি মৃত্যুকালে তথামৃতিং।
সমএবাবিশেষজ্ঞঃ কায়োভোগি দরিদ্রয়োঃ॥

এই দেহ জরাকালে জরাবস্থা প্রাপ্ত ও মৃত্যুকালে মৃত্যুগ্রস্ত হয়; ইহাতে ভোগী ও দুঃখীর কোন বিশেষ নাই, সকলেরই সমান দশা॥ ঐ ৪৫।

রক্তমাংসাস্থি যন্ত্রাণি বহুন্যতিতরাণি চ।
পদার্থানভিকর্ষন্তি নাস্তিতেষু সচেতনঃ॥

এই জগতে রক্ত, মাংস ও অস্থিময় যন্ত্রবিশিষ্ট দেহাভিমানী

(১) যেমন বুদ্ধিমান লোকেরা এক বার যে কর্ম্ম করিয়া লজ্জা প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার সে কর্ম্ম করেন না, কিন্তু প্রাকৃত পামর লোকেরা বারংবার লজ্জিত ও অপমানিত হইলেও সেই কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকে, মানব দেহেরও সেই প্রকার ধর্ম্ম, যেহেতু মানবগণ পূর্ব্ব দেহে যে যে কর্ম্মফলে যে যে লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় অনুভব করিয়াও ইহজন্মে ভুয়ঃ ভুয়ঃ সেই সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করতঃ সেই সেই রূপ লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি তাহাতে বিরত হয় না, অতএব এই দেহ অতি অধম ও নির্লজ্জ।

জনগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবল সামান্য পদার্থ সকল উপভোগ করে, কিন্তু তাহারা তত্তৎ পদার্থের সদসৎ বিচার করণে অসমর্থ বিধায় তাহা-দিগকে অচেতন পদার্থ বলিলেও বলা যায়॥ যো-বা-রা ১।৩৩।৩৫।

অচেতনাইবজনাঃ পবনৈঃ প্রাণনামভিঃ।
ধ্বনন্ত সংস্থিতাব্যর্থং যথা কীচক বেণবঃ॥

যদ্রূপ অচেতন সরন্ধ্র কীচক বেণু (তলদা বাঁশ) বায়ুদ্বারা পরিপূরিত হইয়া শব্দায়মান হয়, তদ্রূপ পুরু-ষার্থ যোগবিহীন মনুষ্যগণ নাশা-ছিদ্র দ্বারা দেহ মধ্যে প্রাণাদি বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে পরিপূরিত করিয়া বাক্যোচ্চারণরূপ ব্যর্থ শব্দমাত্র করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্বানুশীলন ও তদ্গুণ কীর্ত্তন ব্যতীত ইতর আলাপ মাত্র করে॥ যো-বা-রা ১।১২।২০।

বদ্ধাস্থায়ে শরীরেষু বদ্ধাস্থায়ে গতিস্থিতৌ।
তান্ মোহমদিরোন্মত্তান্ ধিগ্ধিগস্তু পুনঃ পুনঃ॥

যাহারা এই অসার ও অনিত্য শরীরের গতি স্থিতিকে সারবৎ জ্ঞান করতঃ অস্থায়ী কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়, সেই মোহ-মদিরোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে পুনঃ পুনঃ ধিক্॥

যো-বা-রা ১।১৮।৫২।

ন কিঞ্চিদপিদৃশ্যেস্মিন্ সত্যংতেন হতাত্মনা।
চিত্রং দগ্ধশরীরেণ জনতাবিপ্রলভ্যতে॥

যখন এই সংসারে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয়ের মধ্যে কিছুই সত্য নহে, তখন যাহাকে আপনার শরীর বলা যায়, তাহাও মিথ্যা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই দগ্ধপ্রায় অসৎ শরীর কর্ত্তৃক মানবগণ নিয়ত প্রতারিত হইতেছে॥ যো-বা-রা ১।১৮।৫৭।

তড়িৎ স্বশরদভ্রেষু গন্ধর্ব্বনগরেষু চ।
স্থৈর্য্যং যেন বিনিনীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে॥

যাহারা ক্ষণবিধ্বংসী বিদ্যুৎ, শরৎকালীন বারিদমণ্ডল ও ঐন্দ্র-জালিক ক্রীড়াকে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করুক॥ যো-বা-রা ১।১৮।৬১।

সত্যংকথমিবাস্থেহজায়তে জালপঞ্জরে।
বালাএবাত্তুমিচ্ছন্তিফলং মুকুরবিম্বিতং॥

কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা এই জাল-পঞ্জরস্থিত দেহের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করেন না। যেমন অল্পবুদ্ধি বালকগণ মুকুর মধ্যগত প্রতিবিম্বিত ফল ভক্ষণার্থ যত্নবান্ হয়, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহাতে আস্থা সম্পন্ন হয় (১)॥

যো-বা-রা ১।২৩।২।

(১) এই জীবদেহ শুদ্ধ মায়াজালে বদ্ধ, এহেতু ইহাকে মায়াময় বলা যায় এবং মায়াময় লেহদ্বারা যে সকল

দহনৈকার্থ যোগ্যানি কায়কাষ্ঠানি ভূরিশঃ।
সংসারাব্ধাবিহোহ্যন্তে কঞ্চিত্তেষু নরং বিদুঃ॥

জীবদেহ সকল অগ্নিদাহ্য কাষ্ঠের ন্যায় সংসার জলধিতে নিরন্তর ভাষমান হইতেছে, তন্মধ্যে কোন কোন দেহকে ধীমান্ লোকেরা নর-দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (১)॥

যো-বা-রা ১।১৮।৪৭।

আত্মনশ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরংজ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতো দেঁহং পুষ্ণাতিলম্পটঃ

যিনি পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, জ্ঞানযোগে তাঁহার বাসনা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; অতএব তিনি আর কোন্ ইচ্ছায়, কি কারণে লোভী হইয়া দেহ পোষণ করিবেন? ॥ ভা-পু ৭।১৫।৩১।

অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামর্ম্মভিঃ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুসজ্জতে॥

অতএব, যে পণ্ডিত ব্যক্তি এই দেহকে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম দ্বারা বিরচিত বলিয়া জানিতে পারেন, সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আর ইহাতে আসক্ত হন না (১)॥ ভা-পু ৪।২০।৫।

অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে।
অপত্যে দ্রবিণে চাপি কঃ কুর্য্যান্মমতাং বুধঃ॥

যে পণ্ডিত ব্যক্তি দেহে আসক্ত না হইলেন, তিনি আর এই দেহ দ্বারা সমুৎপাদিত গৃহ, অপত্য এবং ধনাদিতে কেন মমতা করিবেন? ॥

ঐ ৬।

নাহং দেহস্য নোদেহো মমনায়মহন্ততঃ।
ইতি বিশ্রান্তচিত্তা যে তে মুনে পুরুষোত্তমাঃ॥

হে মুনে! আমি দেহের নহি, দেহও আমার নহে, সুতরাং আমিও নহি এবং দেহও নহে, বিচার দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাদিগের চিত্ত বিশ্রামযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই পুরুষোত্তম॥

যো-বা-রা ১।১৮।৫৩।

বিষয়সুখ ভোগ হয় তৎসমুদায় অলীক, সুতরাং বিবেকী সাধু লোকেরা এমন দেহকে সত্য বলিয়াবিশ্বাস করেন না এবং অলীক বিষয় ভোগেও ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না।

(১) অর্থাৎ বিনাশোন্মুখ দেহ সমুহের মধ্যে যে যে দেহদ্বারা পরোপকার, সচ্চর্য্যা, সদনুশীলন, আত্মবন্ধমোক্ষোপায় ও অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়, পণ্ডিতেরা সেই সেই দেহকেই নরদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

(১) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকী মহাত্মারা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করেন না, কারণ তাঁহারা নিশ্চয়রূপে জানিয়াছেন যে, এই মায়াময় দেহ নষ্টই হউক, বা ক্ষতই হউক, অথবা ক্ষীণই হউক, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতি নাই। যেমন ভস্ত্রা দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ এই দেহ পতিত হইলে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না, যেহেতু আত্মার ভেদাভেদ বিকার নাই, তিনি সকল অবস্থাতেই উত্তম রূপসম্পন্ন। মেঘ ও বায়ুর এবং পদ্ম ও ভ্রমরের যেরূপ সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মারও সেইরূপ সম্বন্ধ। যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু এবং অব্জ শুষ্ক হইলে ষট্পদ অনন্ত আকাশে গমন করে, তদ্রূপ দেহ ক্ষীণ হইলে আত্মা সেই অনন্তাত্মার সহিত মিলিত হন।

ষোড়শ অধ্যায়।

জীবের জন্মদুঃখ বর্ণন॥

জীবঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সুকৃতী দুষ্কৃতী পুনঃ।
নরকাচ্চ ততোভূয়ো নিজকর্ম্মানুসারতঃ।
নানাবিধানাং জন্তূনাং যোনোঃ প্রাপ্নো-
ত্যনিচ্ছয়া॥

কোন জীব, ভোগদ্বারা সুকৃত ক্ষয় হইলে পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট, কেহ বা যম যাতনাদি রূপ দুষ্কৃত ভোগানন্তর নরক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার নিজ কর্ম্মানুসারে নানাবিধ জীবযোনি অনিচ্ছাবশতই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

আত্ম-পু ১।৩৫৬।

সুকৃতী সুকৃতং সর্ব্বং স্বর্গে লোকেঽনুভূয়সঃ॥
বৃষ্ট্যা সহৈতমায়াতি লোকমন্নাদ্যপূরিতম্॥

সুকৃতশালী জীবগণ স্বর্গ লোকে সমস্ত সুকৃত অনুভব করতঃ বৃষ্টির সহিত অন্নাদি পরিপূরিত এই লোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ধান্যাদি দ্বারা অন্নাদি হইয়া ভক্ষ্যরূপে ভক্ষককে প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ৩৫৭।

উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যামন্নেন সহ মূর্চ্ছিতঃ।
দেহে রেতঃসিচোঽন্তঃ স প্রবিশত্যবশঃ পুনঃ॥

মানবদেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পুণ্য ও পাপ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত সেই জীব ওষধি সকলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরাধীন বশতই রেতঃসেককারী পুরুষের দেহমধ্যে প্রবেশ করে॥ আত্ম-পু ১।৩৫৮।

রজ্জুবদ্ধো ঘটো যদ্বৎ কূপে প্রবিশতি ক্ষণাৎ।
কর্ম্মবদ্ধস্তথা জন্তুঃ পিতুর্দ্দেহং সমাবিশেৎ॥

রজ্জুবদ্ধ ঘট যেমন ক্ষণকালমধ্যে কূপে প্রবিষ্ট হয়, কর্ম্মবদ্ধজীবও সেইরূপ পিতার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৫৯।

রাজভৃত্যৈর্যথা দোষী শৃঙ্খলাবদ্ধগাত্রকঃ।
কারাগৃহং প্রবেশ্যেতহৃতসর্ব্বস্ববান্ধবঃ॥
এবং জন্তুঃ স্বকর্ম্মাখ্যশৃঙ্খলাভিঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নীয়তে পিতৃগাত্রং তদেকাকী ত্যক্তবান্ধবঃ॥

যেমন রাজভৃত্য কর্ত্তৃক শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধগাত্র কৃতাপরাধ পুরুষ হৃতসর্ব্বস্ব ও হৃতবান্ধব হইয়া কারাগৃহে প্রবেশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবগণ স্বকর্ম্মরূপ শৃঙ্খলদ্বারা সুযন্ত্রিত হইয়া বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত একাকী ঈশ্বরপ্রযুক্ত করণাভিমানী দেবগণ কর্ত্তৃক পিতার গাত্রে নীত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৬০-৩৬১।

অন্ধকূপ ইবাভাতি পিতুর্দ্দেহঃ শরীরিণঃ।
সর্পোপমৈঃ কৃমিগণৈর্নিবীতোঽথতি ভয়ঙ্করৈঃ॥

ভয়ঙ্কর সর্পতুল্য কৃমিগণ কর্ত্তৃক

পরিব্যাপ্ত পিতৃদেহ জন্তুমাত্রের সম্বন্ধে অন্ধকূপের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৩৬২।

জাঠরো জাতবেদাশ্চ পিতুস্তং জঠরং গতম্।
সন্তাপয়তি কারাস্থং ধনার্থে কিঙ্করা যথা ॥

রাজকিঙ্করগণ ধনের নিমিত্ত কারাগারস্থ পুরুষকে যেরূপ সন্তাপিত করে,সেইরূপ পিতার উদরাভ্যন্তরস্থিত বহ্নি, ওষধাদিজাত অন্নের সহিত পিতৃ জঠরগত সেই জীবকে সন্তাপিত করে, এজন্য অন্ধকূপাপেক্ষা পিতৃশরীরে কষ্টের আধিক্য লক্ষিত হয় ॥ ঐ ৩৬৩।

সংশোষয়তি তং প্রাণঃ পিতুর্জ্জঠরগং ভৃশম্।
ব্যাধিতং দুর্ব্বলং যদ্বন্মহাবাতো মহাগিরৌ ॥

মহাপর্ব্বতে প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সংশোষণ করে, পিতার জঠরগত সেই জীবকে প্রাণবায়ু তদ্রূপ সংশোষণ করে ॥ ঐ ৩৬৪।

জননীজঠরে যাবদ্দুঃখং সোঽনুভবিষ্যতি।
তাবদেব সমাপ্নোতি জন্তুর্জঠরগঃ পিতুঃ ॥

সেই জীব জননীজঠরে যতকাল দুঃখানুভব করে, পিতার জঠরগত হইয়াও ততকাল দুঃখানুভব করে, অতএব মাতৃগর্ভের ন্যায় পিতৃজঠরেও জীবগণের সমান দুঃখানুভব অনিবার্য্য ॥ ঐ ৩৬৭।

যথা তৈলে সুসন্তপ্তে ত্বচমুৎপাট্য নিঃক্ষিপেৎ।
শ্লেষ্মাশয়াদয়ং পিত্তমেবং পতিত দুঃখিতঃ ॥

তদনন্তর, সুতপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত ত্বচরহিত মৎস্যাদির ন্যায় সেই দুঃখগ্রস্ত জীব শ্লেষ্মাধার হইতে পিত্তকোষে নিপতিত হয় ॥ আত্ম-পু ১।৩৭২।

পিত্তাৎ প্রাণাগ্নিসন্তপ্তাদিতশ্চেতশ্চ ধাবতঃ।
মর্কটাদিব দুঃখানি প্রাপ্নোত্যেষ জনো হৃদি ॥

যে হৃদয়দেশ সর্ব্বদা প্রাণাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত এবং যথায় বানরের ন্যায় পিত্ত নিয়তই ইতস্তত ধাবমান হইতেছে, তথায় স্থিত হইয়া জীব যে অতিশয় দুঃখানুভব করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ঐ ৩৭৩।

অধঃ ক্বচিৎ কচিচ্চোর্দ্ধং ক্বচিত্তির্য্যক্ ক্বচিৎপুনঃ।
পিত্ত এবৈতি গতিমাংস্তপ্ততৈলে যথা জলং ॥

প্রতপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় পিত্তকোষে নিপতিত সেই জীব কখন ইহার অধোদেশে ভ্রমণ করে, কখন উর্দ্ধদেশে, কখন বা তির্য্যক্ ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥

ঐ ৩৭৪।

এবং পিত্তাশয়ে স্থিত্বা পুনরায়াতি মারুতম্।
পুরী তদ্দুর্গমধ্যস্থং নাভিপর্ব্বতনির্গতম্ ॥

এইরূপে জীব পিত্তাশয়মধ্যে স্থিত হইয়া পুনরায় পুরীরূপ দুর্গমধ্যস্থ নাভিরূপ পর্ব্বত হইতে নির্গত বায়ুর আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ঐ ৩৭৫।

বাস্যাভিরিব সর্ব্বাঙ্গৈশ্ছিন্নৈর্ব্বিহ্বলিতেন্দ্রিয়ঃ।
বাতাশয়ে নিপতত্যতি তৃণং তদ্বৎ প্রভঞ্জনে॥

কুঠারাদি দ্বারা ছিন্ন কাষ্ঠাদির ন্যায় ছিন্ন সর্ব্বাঙ্গ প্রযুক্ত ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই জীব, বাতাহত তৃণের ন্যায়, বাতাশয়ে নিপতিত হয়॥

আত্ম-পু ১।৩৭৬।

তস্মিন্নগ্নিসমস্পর্শে বায়ৌ রুক্ষেঽতিদুঃসহে।
স্থিত্বা কালাৎ প্রযাত্যেষ জাঠরং জাতবেদসম্॥

জঠরাগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ অগ্নিসমস্পর্শ রুক্ষ ও অতি দুঃসহ সেই বাতাশয়ে জীব কিছু কাল স্থিত হইয়া পরে জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয়॥

ঐ ৩৭৭।

তত্র পাকোঽস্য ভবতি ম্রিয়তে ন চ তেন সঃ।
ত্রিধাভূতে ততস্তস্মিন্নন্নে মধ্যমভাগতঃ॥
ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থি মজ্জারূপাণি গচ্ছতি।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং ততঃ প্রাপ্য পরস্পরমতো ব্রজেৎ॥

সেই জঠরাগ্নিতে জীবের পাক অর্থাৎ রূপান্তর হয়, কিন্তু ইহাতেও তাহার মৃত্যু হয় না। সেই পাক হইতে জীবের অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে উত্তম ভাগ মনোরূপে ও অধম ভাগ বিষ্ঠারূপে পরিণত হইলে, মধ্যম ভাগ হইতে ঐ জীব ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জারূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহার নিয়ম এই যে, প্রথমে ভুক্ত অন্ন রসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমানাখ্য বায়ুর সাহায্যে ত্বক্‌রূপ হয়, ত্বক্ হইতে ক্রমে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, ক্রমে অস্থি ও মজ্জা রূপতা প্রাপ্ত হয়॥

আত্ম-পু ১।৩৭৮-৩৭৯।

অস্থামন্তস্ততস্তেষাং মজ্জানং সাররূপিণীম্।
প্রয়াতি কাষ্ঠগং যদ্বন্নীরমন্তঃ শনৈঃ শনৈঃ॥

সেই জীব, অস্থি সকলের মধ্যে সাররূপে স্থিত যে মজ্জা তন্মধ্যে কাষ্ঠলগ্ন জলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করে॥ ঐ ৩৮৭।

এবং স্থিতেঽথ কালেন কামবহ্নি পিতুর্যদা।
হৃদি যাতি তদা মজ্জা সারং মুঞ্চতি সর্ব্বতঃ॥

উক্ত প্রকার মজ্জাতে জীব স্থিত হইলে, যখন নিমিত্তভূত কাল কর্ত্তৃক পিতার হৃদয়ে অগ্নিতুল্য কাম প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেই মজ্জা সর্ব্বপ্রকারে স্বীয় সারাংশ মোচন করে॥

ঐ ৩৮৮।

আমস্তকং তথাপাদমঙ্গাদঙ্গাদ্ধি সর্ব্বতঃ।
মজ্জারসো বিনির্যাতি দুঃসহো জনকেন সঃ॥

জনকের আপাদ মস্তকাদি সমস্ত অবয়ব হইতে, পিতা কর্ত্তৃক দুঃসহ হইয়া সেই মজ্জা রসাকারে বিনির্গত হয়॥ ঐ ৩৮৯।

আর্দ্রোবনস্পতির্যদ্বৎ সহ তেন হি কোটরে।
বহ্নিং তথাস্য জনকঃ সহ তেন কথঞ্চন॥

আর্দ্র বনস্পতি যেমনতৎ কোটরা-

রাভ্যন্তরবর্ত্তী বহ্নিকে সহ্য করিতে পারে না, পিতাও তদ্রূপ সেই মজ্জা-রসকে কোনরূপেই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না॥ আ-পু ১।৩৯১।

তথাভিচারদুষ্টস্য ন মনো নিশ্চলং ভবেৎ।
এবং কামাগ্নিতাপেন ন ভবেন্নিশ্চলং মনঃ॥

যেমন শত্রুকৃত অভিচারাদি কর্ম্ম-দ্বারা প্রকৃতির বিপর্য্যয় প্রাপ্ত ব্যক্তির মন নিশ্চল হয় না, সেইরূপ কামাগ্নি তাপে তাপিত পিতার মনও নিশ্চল হয় না॥ ঐ ৩৯২।

মজ্জারসো রেতইতি কামাগ্নিনির্গতঃ সদা।
স্থিতিং ন কুরুতে ক্বাপি দেহে পাররসো যথা॥

নির্গত পারদ যেমন কোন দেহেই স্থিতি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ রেতো-রূপ মজ্জারসও কামাগ্নি দ্বারা দ্রবী-ভূত হইয়া সর্ব্বতোভাবে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥

ঐ ৩৯৩।

কামগ্রহসমাবেশাদুপস্থাহেশ্চ ভক্ষণাৎ।
রেতোগর্ভেণ খিন্নঃ সন্ গর্ভন্তং মোক্তুমিচ্ছতি॥

(রেতোরূপ গর্ভধারী পুরুষ) কামরূপ গ্রহের সমাবেশ এবং উপস্থরূপ সর্পের দংশন হেতু রেতোময় গর্ভকর্ত্তৃক খিন্ন হইয়া তাহাকে মোচন করিতে ইচ্ছুক হয়॥

ঐ ৪৪৫।

প্রাচো প্রাবণো বিনির্গত্য তেজোহস্যাত্মস্বরূপকম্।
নিষেক্তুর্যোনিমায়াতি বধ্বাস্তদ্গ্রাম্যধর্ম্মতঃ॥

তখন নিষেককারী পুরুষের আত্ম-স্বরূপ রেত স্ত্রীপুরুষসঙ্গরূপ গ্রাম্য-ধর্ম্মানুসারে বধূর যোনিদেশ প্রাপ্ত হয়॥ আত্ম-পু ১।৪৪৭।

যথা ভারাতুরো জন্তুস্ত্যক্তে ভারে সুখী ভবেৎ।
গর্ভসন্ত্যাগতো গর্ভী তদ্বৎসুখমবাপ্নুয়াৎ॥

ভারাতুরব্যক্তি ভার পরিত্যাগ করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভব করে, গর্ভীব্যক্তি রেতোরূপ গর্ভ সম্যক্-রূপে ত্যাগ করিয়া তাদৃশ সুখ অনুভব করে॥ ঐ ৪৪৮।

এবমস্য নিষিক্তস্য রেতসো যোনিমণ্ডলে।
নৃগর্ভনির্গমাখ্যং তৎপ্রথমং জন্ম গদ্যতে॥

এই প্রকারে স্ত্রীর যোনিমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত রেত সংপিড়িতরূপ জীবের পুরুষগর্ভ হইতে নির্গম নামক এই প্রথম জন্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৫৮।

অপ্যস্য জননী জায়া গর্ভিণস্তৎ প্রবেশতঃ।
যস্মাৎ পুনর্নবো ভূত্বা তস্যামেব প্রজায়তে॥

রেতোরূপ গর্ভযুক্ত পুরুষ রেতো-রূপে স্ত্রীতে প্রবেশ করে, এই নিমিত্ত জায়া ইহার জননী হয়, কারণ ইহাতে সেই পুরুষ নূতন হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে॥

ঐ ৪৬৫।

নিষেককালমারভ্য স্বার্ত্তবৈনৈকতাং গতম্।
স্বদেহবদ্ধধাত্যেষা যাবদ্‌যোনিবিনির্গমম্॥

নিষেককাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীর স্বকীয় শোণিতের সহিত একতা প্রাপ্ত যে রেতোরূপ পুরুষাংশ তাহা যত দিন যোনি হইতে স্বয়ং বিনির্গত না হয়, তত দিন সেই স্ত্রী তাহাকে নিজ দেহের ন্যায় ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকে॥

আত্ম-পু ১।৪৬৬।

যোনি প্রবেশে জঠরে কৃমিবিষ্ঠাদিদূষিতে।
অনুভূয়াতিদুঃখানি যোনিদ্বারাদ্বহির্ব্রজেৎ॥

যে জঠরে প্রবেশ করণার্থ যোনিই একমাত্র দ্বার এবং যাহা কৃমি ও বিষ্ঠাদি দ্বারা সর্ব্বদা দূষিত, সেই জঠরাভ্যন্তরে স্থিত হইয়া জীবগণ অতিশয় দুঃখ অনুভব করতঃ যোনিদ্বার দিয়া পুনরায় বহির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪৬৭।

এতদ্দুঃখভয়াৎ সর্ব্বো ব্রহ্মজ্ঞানং সমিচ্ছতি।
করোতি ধর্ম্মমব্যগ্রঃ শাস্ত্রোক্তং সর্ব্বদা পুমান্॥

এই সমস্ত গর্ভদুঃখ ভয়ে ভীত হইয়াই লোক সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করে এবং আলস্য-শূন্য হইয়া নিরন্তর শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়॥ ঐ ৪৬৮।

দুঃখং হি মরণে নৃণাং নরকানুভবে তথা।
প্রসিদ্ধং তৎকোটিকোটি গুণিতং যোনিযন্ত্রকে॥

মনুষ্যগণের মৃত্যু ও নরকানুভবকালীন দুঃখ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ দুঃখ যোনিযন্ত্রে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গম কালে জীবগণের অনুভূত হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৪৬৯।

নির্গমশ্চ প্রবেশশ্চ মরণার্ত্তিশতৈঃসমঃ।
যোনৌ মাতুরুদরে বাসো নরকাবাসতোঽধিকঃ॥

যোনিযন্ত্রমধ্যে প্রবেশ ও তাহা হইতে নির্গম কালে যে দুঃখ তাহা মরণকালীন পীড়া হইতে শতগুণ অধিক, আর মাতার উদরে বাস নরক বাস হইতেও অধিক ক্লেশকর॥ ঐ ৪৭০।

তত্র দুঃখান্যনন্তানি প্রাপ্যন্তে দেহধারিভিঃ।
উক্তান্যপি হি যান্যত্র সম্মোহং জনয়ন্তি নঃ॥

দেহধারী জীব মাতার উদরে যে অপরিমিত দুঃখ অনুভব করে, তাহা বর্ণনা করিতেও আমাদের সম্মোহ জন্মে॥ ঐ ৪৭১।

বিষ্ঠামূত্রগৃহে বাসাৎ পূয়াহস্বক্ চর্চ্চিতান্তরে।
কফপিত্তাদি চিত্রাঢ্যে মাংসভিত্তৌ সুদুঃসহে॥
কৃমিসর্পশতাকীর্ণে ব্যাধিবৃশ্চিক পূরিতে।
মাতৃপ্রাণমহাবাতবিনিঃসারিতবন্ধনে॥
অন্তর্ব্বহ্ন্যাবদ্ধদগ্ধে সঙ্কীর্ণস্বাবকাশকে।
সুদুঃসহমিদং দুঃখং প্রসিদ্ধং হি বিবেকিনাম্।
স্মর্য্যতেঽপি চ কৈশ্চিদ্ধি নরৈর্জ্জাতিস্মরৈরিহ॥

মাতার উদর বিষ্ঠা ও মূত্রের আলয়, পূয় ও রক্তদ্বারা ইহার অন্তর

লিপ্ত, নানাবর্ণবিশিষ্ট কফপিত্তাদি ধাতুদ্বারা ব্যাপ্ত, ইহার দুঃসহ মাংসময়ী ভিত্তি, ইহা অসংখ্য কৃমিরূপ সর্প ও ব্যাধিরূপ বৃশ্চিকদ্বারা পূরিত, মাতার প্রাণবায়ুদ্বারা নাড়ীরূপ রজ্জু সমস্ত হইতে চালিত এবং ক্ষুধার সময়ে জঠরাগ্নিদ্বারা অর্দ্ধদগ্ধপ্রায় হইলে ইহার অবকাশ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এবম্বিধ গর্ভমধ্যে বাসে যে দুঃসহ দুঃখ, তাহা বিবেকীগণের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধই আছে; আর যোগবিৎ জাতিস্মরগণও এই দুঃখ স্মরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সাধারণ লোক ইহার কিছুই জানিতে পারে না ॥ আত্ম-পু ১।৪৭২-৪৭৪।

সুকুমারতনুর্গর্ভে জন্তুর্বহুমলাবৃতে।
উল্বসংবেষ্টিতো ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ ॥

সুকুমারশরীর প্রাণিগণ বহুবিধ মলযুক্ত জরায়ুবেষ্টিত গর্ভে এরূপে অবস্থিতি করে যে, তাহাদের পৃষ্ঠ গ্রীবা, অস্থি প্রভৃতি ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র হইয়া থাকে ॥ বি-পু ৬।৫।১০।

অত্যম্লকটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণৈর্মাতৃভোজনৈঃ।
অতিতাপিভিরত্যর্থং বর্দ্ধমানাতিবেদনঃ ॥

সেই গর্ভাবস্থায় মাতা যদি অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ প্রভৃতি ক্লেশদায়ক দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করেন, তাহা হইলে ঐ গর্ভস্থ বালকের ক্লেশের পরিসীমা থাকে না ॥

বি-পু ৬।৫।১১।

প্রসারণাকুঞ্চনাদের্নাঙ্গানাং প্রভুরাত্মনঃ।
শকৃন্মূত্রমহাপঙ্কশায়ী সর্ব্বত্র পীড়িতঃ ॥

গর্ভস্থ শিশুগণ আপনাদিগের অঙ্গ প্রসারিত বা আকুঞ্চিত করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহারা বিষ্ঠা ও মূত্ররূপ মহাপঙ্কে শয়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইতে থাকে ॥ ঐ ১২।

নিরুচ্ছ্বাসঃ সচৈতন্যঃ স্মরন্ জন্মশতান্যথ।
আস্তে গর্ভেঽতিদুঃখেন নিজকর্ম্মনিবন্ধনঃ ॥

তৎকালে তাহাদের চৈতন্য থাকে বটে, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা অতিদুঃখে গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক শতজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে থাকে ॥ ঐ ১৩।

জায়মানঃ পুরীষাসৃক্ মূত্রশুক্রাবিলাননঃ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থিবন্ধনঃ ॥

জীব যখন পুরীষ, শোণিত, মূত্র, শুক্র প্রভৃতি দ্বারা লিপ্তশরীর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, তৎকালে প্রজাপতিবিনিযুক্ত গর্ভসংকোচক বায়ুদ্বারা অস্থিবন্ধন সমুদায় নিপীড়িত

হওয়াতে সাতিশয় ক্লিশ্যমান হইতে থাকে ॥ বি-পু ৬।৫।১৪।

অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
ক্লেশৈর্নিষ্ক্রান্তিমাপ্নোতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ ॥

তৎকালে প্রসূতিবায়ু দ্বারা জীব অধোমুখ হইয়া মাতৃজঠর হইতে অতিক্লেশে নিষ্ক্রান্ত হয় ॥ ঐ ১৫।

ক্রকচাগ্রসহস্রেভ্যঃ কর্কশাদ্যোনিযন্ত্রকাৎ।
স্বল্পচ্ছিদ্রাদ্বিনিষ্ক্রাম্য ভূমৌ পততি কীটবৎ ॥

করাতের অগ্রভাগ হইতেও সহস্রগুণে কঠিন ও স্বল্পছিদ্রবিশিষ্ট যোনিযন্ত্র হইতে বিনির্গত হইয়া জীব কীটের স্থায় ভূমিতে পতিত হয় ॥ আত্ম-পু ১।৪৮৫।

পূতিব্রণবিভেদেন সর্পাদের্নির্গমে হি যৎ।
সুখংভবতি নারীণাং গর্ভমোক্ষেঽপি তৎসুখম্ ॥

দুর্গন্ধযুক্ত ব্রণবিদারণের পর তাহা হইতে কীটাদি বিনির্গত হইলে যাদৃশ সুখ বোধ হয়, নারীগণের গর্ভ-মোচনেও তাদৃশ সুখ অনুভব হয় ॥ ঐ ৪৮৮।

সুখং যথা বিসর্গে স্যাত্তয়োশ্চিরনিরুদ্ধয়োঃ।
গর্ভিণ্যা গর্ভমোক্ষেঽপি তথা তজ্জায়তে সুখম্ ॥

বহুসময়নিরুদ্ধ মল ও মূত্র পরিত্যাগে যাদৃশ সুখ জন্মে, গর্ভিণীগণের গর্ভমুক্ত হইলে পর তাদৃশ সুখ অনুভব হয় ॥ ঐ ৪৯০।

বিংশত্যঙ্গুলমাত্রশ্চেদ্দীর্ঘঃ সাস্থিঃ কৃমিঃশ্বসন্।
বিতস্তিমাত্রো বিস্তারাভাবাংশ্চ পরিণাহতঃ ॥

অস্মাকং জঠরে যাবত্তস্থাবস্থানতো ভবেৎ।
দুঃখং তাবত্তবেৎ স্ত্রীণাং গর্ভধারণতঃ সদা ॥

বিংশতি অঙ্গুল দীর্ঘ, দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তার এবং দ্বাদশাঙ্গুল বিশাল, অস্থিযুক্ত কৃমি যদি শ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অস্মদাদির উদরে অবস্থান করে,তাহাতে আমাদের যাদৃশ দুঃখ বোধ হইবার সম্ভাবনা,স্ত্রীগণের গর্ব্ভ-ধারণেও নিরন্তর তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৪৯১-৪৯২।

বিনির্গমে পায়ুমার্গাদ্যাবদস্মাকমাপতেৎ।
দুঃখং তস্য ভবেত্তাবদ্গর্ভিণ্যা গর্ভমোক্ষণাৎ ॥

উক্ত প্রকার কৃমি পুরুষগণের পায়ুদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলে যাদৃশ দুঃখ আপতিত হয়, গর্ব্ভিণীগণের গর্ব্ভমোক্ষণেও তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪৯৩।

ষোড়শাঙ্গুলকচ্ছিদ্রাদ্বর্ত্তুলাৎ ক্রকচাদ্যথা।
নির্গমে নো ভবেদ্দুঃখং তথা জন্তোশ্চ গর্ভতঃ ॥

বর্ত্তুলাকার ষোড়শাঙ্গুল পরিমিত ছিদ্রযুক্ত করাতের মধ্য হইতে নির্গম কালে আমাদিগের যাদৃশ দুঃখ বোধ হয়, প্রাণিগণের মাতৃগর্ব্ভ হইতে যোনিদ্বার দিয়া বিনির্গমেও তাদৃশ দুঃখ অনুভব হয়॥ ঐ ৪৯৪।

এবমেতদনৌপম্যং দুঃখং জন্তোঃ প্রজায়তে।
সমাতৃকস্য গর্ভান্তস্তম্বন্নিঃসরণেঽপি চ ॥

এইরূপে গর্ব্ভমধ্যে অবস্থানে ও

গর্ত্ত হইতে বিনির্গমে জীবগণের অনুপম দুঃখ জন্মে এবং গর্ভ-ধারিণীরও গর্ভধারণে ও গর্ভমোক্ষণে অসীম দুঃখ জন্মিয়া থাকে ॥

আত্ম-পু ১।৪৯৫।

এবমেব বিনিষ্ক্রান্তো লোকসন্ততি হেতুতঃ।
গর্ভাৎ স্বদর্শনেনৈব পিতুরানন্দদো ভবেৎ ॥

যেহেতু সন্তান জন্মিলে বংশ-লোপের সম্ভাবনা থাকে না, এহেতু বহুকষ্টে মাতৃগর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত আত্মজকে দর্শন করিয়া পিতা অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে ॥

ঐ ৪৯৬।

স্বর্গস্থাপি ভবেদ্ধেতুঃ পুত্রঃ কিন্ত্বাস্থ কারণম্।
লোকস্থ তস্য বিজয়ঃ প্রজাসন্ততিতো যতঃ।
এতদস্য ভবেজ্জন্ম দ্বিতীয়ং পিতৃজন্মতঃ ॥

দেব, পিতৃ ও মনুষ্যলোক মধ্যে কেবল মনুষ্যলোকের সাধক পুত্র সন্মার্গবর্ত্তী হইলে স্বর্গেরও হেতু হইয়া থাকে, অতএব প্রজাসন্ততি হইতে ইহলোকে ও পরলোকে বিজয় (সুখ) লাভ হয়,এই নিমি-ত্তই পুত্রের প্রয়োজন,কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত কদাচ পুত্র প্রয়োজনীয় নহে ; এই পুত্রের মাতৃগর্ভে যে জন্ম তাহা পিতৃশরীরে জন্মাপেক্ষায় দ্বিতীয় জন্ম বলিতে হইবে ॥

ঐ ৫০০।

মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীঃ সংস্পৃষ্টো বাহ্যবায়ুনা।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতশ্চ মুনিসত্তম ॥

হে মহর্ষে! যৎকালে জীব ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে সে বাহ্য বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়াতে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে ॥ বি-পু ৬।৫।১৬।

কণ্টকৈরিব তুন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং ক্রিমিকো যথা ॥

জীব যখন দুর্গন্ধময় ব্রণবৎ পদার্থ হইতে ক্রিমির ন্যায় পৃথিবীতে নিপ-তিত হয়, তখন তাহার বোধ হইতে থাকে যেন শরীর কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ ও ক্রকচ দ্বারা বিদারিত হইতেছে ॥

ঐ ১৭।

কণ্ডুয়নে চাপ্যশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্তন্যপানাদিকাহারমবাপ্নোতি পরেচ্ছয়া ॥

তৎকালে সে নিজ শরীর কণ্ডুয়নে সমর্থ হয় না, পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করি-তেও পারে না ; পরের ইচ্ছানুসারে স্তন্যপানরূপ আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৮।

অশুচিঃপ্রস্তরে সুপ্তঃ কীটদংশাদিভিস্তথা।
ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবেষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥

তৎকালে জীব অশুচি হইয়া প্রস্তর খণ্ডে শয়ন করিয়া থাকে। কীট, দংশ প্রভৃতি দংশন করিলেও

তাহাদিগকে নিবারণ করিতে তাহার সামর্থ্য থাকে না॥ বি-পু ৬।৫।১৯।

জন্মদুঃখান্যনেকানি জন্মনোহনন্তরাণি বৈ।
বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভৌতাদিকানি চ॥

এইরূপে জীব এক জন্মের পর জন্মান্তর পরিগ্রহকালে বহুবিধ দুঃখ-ভোগ করিয়া বাল্য কালেও নানা-বিধ আধিভৌতিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে॥ বি-পু ৬।৫।২০।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—oo—

জীবের বাল্যাবস্থা বর্ণন।

লব্ধাপিতরলাকারে কার্য্যভাব তরঙ্গিণি।
সংসার সাগরে জন্ম বাল্যং দুঃখায় কেবলং।

অতি অসৎ কার্য্যরূপ তরঙ্গাকুলিত সংসার-সাগরে জীব জন্ম-গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল কেবল দুঃখেই অতিবাহিত করে॥

যো-বা-রা ১।১৯।১।

অশক্তিরাপদস্তৃষ্ণামূকতা মূঢ়বুদ্ধিতা।
গৃধ্নুতালোলতাদৈন্যং সর্ব্বং বাল্যে প্রবর্ত্ততে॥

জীব বাল্যকালে শারীরিক শক্তি-হীনতা প্রযুক্ত নানাপ্রকার আপদ ও ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নিবারণে অক্ষমতা, মূকতা, মূঢ়বুদ্ধিতা, লুব্ধতা, চঞ্চলতা ও দীনতা প্রভৃতি দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২।

রোষরোদনরৌদ্রাস্থ দৈন্য জর্জ্জরিতাস্বচ।
দশাস্বন্ধনং বাল্যমালানং করিণামিব॥

বাল্যাবস্থায় অকারণ ক্রোধ, রোদন ও ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আলাননিবন্ধ হস্তীর ন্যায় নিয়ত দীনতা ও জীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হয়॥ যো-বা-রা ১।১৯।৩।

ন মৃতৌ ন জরারোগ ন চাপদি ন যৌবনে।
তাশ্চিন্তাবিনিকৃন্তন্তি হৃদয়ং শৈশবেষুযাঃ॥

পরাধীনতা প্রযুক্ত শৈশবকালীন চিন্তাদ্বারা হৃদয় যেরূপ জর্জ্জরীভূত হয়, কি মরণকালে, কি জরাকালে, কি আপৎকালে, কি যৌবনকালে সেরূপ হয় না॥ ঐ ৪।

তির্য্যগ্‌জাতি সমারম্ভঃ সর্ব্বৈরেবাবধীরিতঃ।
লোলোবাল সমাচারো মরণাদপি দুঃসহঃ॥

বাল্যকালে পশু, পক্ষী, সর্প ও সরীসৃপাদি হিংস্র জন্তুগণের সহিত অকুতোভয়ে ক্রীড়া কৌতুক নিবন্ধন গুরুজনের নিকট সতত তিরস্কৃত হইতে হয়; অতএব বাল্যকাল

মরণাপেক্ষাও দুঃসহ দুঃখপ্রদায়ক হয়॥ যো-বা-রা ১।১৯।৫।

প্রতিবিম্ব ঘনাজ্ঞানং নানাসঙ্কল্পপেলবং।
বাল্যমানূন সংশীর্ণং মনঃ কস্য সুখাবহং॥

বাল্যকালে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ গাঢ় অজ্ঞানতা নিবন্ধন বাল-স্বভাবোপযোগী নানাবিধ অতি তুচ্ছ কল্পনা সকল মনোমধ্যে সমুদিত হয় এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে ক্ষণকালমাত্র চিত্ত আহ্লাদযুক্ত হয়, কিন্তু কল্পনা সিদ্ধ না হইলে চিত্ত সাতিশয় ক্ষোভযুক্ত হয়; অতএব এমন অসুখপ্রদ বাল্যাবস্থা কোন্ ব্যক্তির সুখাবহ হয়?॥ ঐ ৬।

জলবহ্ন্যানিলাজস্রজাতভীত্যা পদে পদে।
যন্তয়ং শৈশবেবুদ্ধ্যা কস্যাপদিহি তন্তবেৎ॥

বাল্যকালে অজ্ঞানতা নিবন্ধন জল, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি হইতে পদে পদে যেরূপ ভয় উৎপন্ন হয়, কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিলে মহা বিপদ হইতেও সেরূপ ভয় উৎপন্ন হয় না॥ ঐ ৭।

লীলাস্বদুর্বিলাসেষু দুরীহাস্বদুরাশয়ে।
পরসংমোহমাধত্তে বালোবলবদাপতৎ॥

বাল্যলীলা সময়ে বিবিধ দুশ্চেষ্টা, দুরাশা ও অত্যন্ত ভ্রম উপস্থিত হওয়াতে, সারে অসার ও অসারে সার জ্ঞান হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ১।১৯।৮।

বিকল্পকলিতারম্ভং দুর্বিলাসং দুরাস্পদং।
শৈশবং শাসনায়ৈব পুরুষস্য ন শান্তয়ে॥

বাল্যাবস্থা, নিষ্ফল কার্য্যসমূহে প্রবৃত্তি, অসৎ বিষয়ে অভিলাষ ও অশেষ দুষ্ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ; সুতরাং সর্ব্বদাই গুরুগণের শাসন ও তাড়নাদি দুঃখের নিমিত্ত পুরুষের শৈশবকাল কখনই সুখজনক নহে॥ ঐ ৯।

যে দোষা যে দুরাচারাদুঃক্রমা যে দুরাধয়ঃ।
তে সর্ব্বে সংস্থিতাবাল্যে দুর্গর্ত্তইব কৌশিকাঃ॥

দিবসে দুর্গর্ত্তাবরুদ্ধ পেচকের ন্যায় আধি, ব্যাধি এবং দুষ্টাচারাদি দোষ সকল বাল্যকালে জীবের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে॥

ঐ ১০।

বাল্যংরম্যমিতিব্যর্থং বুদ্ধয়ঃ কল্পয়ন্তি যে।
তান্মূর্খ পুরুষান্‌ব্রহ্মন্ ধিগস্তু হত চেতসঃ।

এই বাল্যকালকে রমণীয় বলিয়া যাহারা কল্পনা করে তাহারা ব্যর্থ-বুদ্ধি; হে ব্রহ্মন্! সেই অবোধ মুর্খ পুরুষদিগকে ধিক্॥ ঐ ১১।

যত্র দোলাকৃতি মনঃ পরিস্ফুরতি বৃত্তিষু।
ত্রৈলোক্যাভব্যমপি তৎ কথং ভবতি তুষ্টয়ে॥

ত্রিলোক মধ্যে জনসমূহের যাহাতে সর্ব্বপ্রকার অভব্য অর্থাৎ অমঙ্গলের

সম্ভাবনা,যে অবস্থায় কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ও যাহাতে কোন অভিনব বিষয় দর্শন বা শ্রবণ মাত্র মনের ব্যগ্রতা জন্মে,এরূপ বাল্যাবস্থা কি প্রকারে সন্তোষকর হইতে পারে ? ॥ যো-বা-রা ১।১৯।১২।

স্ত্রীলোচনৈস্তড়িৎ পুঞ্জৈর্জ্বালাজালৈ স্তরঙ্গকৈঃ।
চাপলংশিক্ষিতং ব্রহ্মন্ শৈশবাক্রান্ত চেতসঃ ॥

হে ব্রহ্মন্! ললনাগণের নয়নযুগল, তেজঃপুঞ্জ তড়িৎ, জাজ্বল্যমানা অগ্নিশিখা ও নদ্যাদির তরঙ্গমালা ইহারা বোধ হয় শিশুচিত্তের চাঞ্চল্য দেখিয়া চঞ্চলতা শিক্ষা করিয়াছে। ঐ ১৫।

শৈশবঞ্চ মনশ্চৈব সর্ব্বাস্বেবহি বৃত্তিষু।
ভ্রাতয়াবিবলক্ষেতে সততং ভঙ্গুরস্থিতী ॥

মনের যেরূপ চঞ্চলস্বভাব বালকের স্বভাবও সেইরূপ ; অতএব ইহারা পরস্পর সমানপ্রকৃতি হওয়াতে উভয়কে সহোদর ভ্রাতা বলিলেও বলা যায় ॥

ঐ ১৬।

অন্তশ্চিত্তেরশক্তস্য শীতাতপনিবারণে।
কোবিশেষো মহাবুদ্ধে বালস্যোর্ব্বীরুহস্তথা ॥

হে মহাবুদ্ধে! যেমন বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্গণের অন্তরে চৈতন্য আছে, কিন্তু অচলত্ব বিধায় তাহারা শীতাতপ নিবারণে একান্ত অশক্ত হইয়া নিয়ত যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে, বালকেরাও সেইরূপ ; সুতরাং বালকের সহিত মহীরুহের বিশেষ কি আছে ? ॥

যো-বা-রা ১।১৯।২৮।

অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ।
ন জানাতি কুতঃ কোঽহং ক্বাহং গন্তা
কিমাত্মকঃ ॥
কেন বন্ধেন বদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিংকার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিংবাচ্যং
কিন্ন বোচ্যতে ॥
কোঽধর্ম্মঃ কশ্চ বৈ ধর্ম্মঃ কস্মিন্‌বর্ত্তেত বা কথম্।
কিংকর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥

বাল্যকালে জীব এত দূর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ও মুগ্ধান্তঃকরণ হইয়া পড়ে যে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আছি ও কোথায় গমন করিব এবং আমার স্বরূপ কি ? ইহা জানিতে পারে না। তৎকালে তাহার এরূপ জ্ঞানও থাকে না যে, আমি কিরূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। কোন্‌টী কারণ, কোন্‌টী অকারণ, কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী অকার্য্য, কোন্‌টী বক্তব্য, কোন্‌টী অবক্তব্য, কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম, কোন্ পথে কিরূপে দণ্ডায়মান থাকা উচিত, কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, কাহার কি গুণ, কাহার কি দোষ, সে

ইহাও জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না ॥ বি-পু ৬।৫।২১-২৩।

সকলদোষ দশাভিহতাশয়ং
শরণমপ্যবিবেক বিলাসিনঃ।
ইহ ন কস্যচিদেব মহামুনে
ভবতিবাল্যমলং পরিতুষ্টয়ে ॥

হে মুনিবর! সকল প্রকার দোষ-দূষিত বাল্যাবস্থা দ্বারা সর্ব্বদা অন্তঃকরণ দূষিত হইয়া থাকে; ইহা অবিবেকের আলয় স্বরূপ, সুতরাং এই জগতে বাল্যাবস্থা কাহারও পক্ষে তুষ্টিজনক না হইয়া কেবল দুঃখেরই কারণ হয় ॥

যো-বা-রা ১।১৯।৩১।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—০০—

জীবের যৌবনাবস্থার দোষ বর্ণন।

বাল্যানর্থমথত্যক্ত্বা পুমানভিমতাশয়ঃ।
আরোহতি নিপাতায় যৌবনং সম্ভ্রমেণ তু ॥

সদোষচিত্ত পুরুষগণ অনর্থক বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া স্বাভিমত বিষয় ভোগের আশয়ে সসম্ভ্রমে কেবল আত্মনিপাতের জন্যই উৎসাহের সহিত যৌবনে আরোহণ করে (১) ॥ যো-বা-রা ১।২০।১।

তত্রানন্তবিলাসস্য লোলস্য স্বস্যচেতসঃ।
বৃত্তীরনুভবন্ যাতি দুঃখাদ্দুঃখান্তরং জড়ঃ ॥

যৌবনকালে জনগণ বিবিধ বিলাস ও রাগদ্বেষাদি অনুভব করতঃ দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হয় (১) ॥ যো-বা-রা১।২০।২।

(১) বাল্যকালে মনুষ্যদিগকে পারবশ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু আচতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা নিবন্ধন বালকদিগের কোন পাপ কার্য্যের ফলভোগস্বরূপ নরক পাতাদির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যৌবনকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মজনিত পাপোদ্ভব হইয়া থাকে, অতএব ইহা কেবল আত্মনিপাতের কারণ হয়, ফলতঃ বাল্যাপেক্ষা যৌবন অতিশয় দুঃখপ্রদ ॥

অত্র স্ত্রীপুংসভেদেন দুঃখানি বিবিধানি সঃ।
প্রাপ্নোত্যনীশ্বরো জন্তুঃ কর্ম্মপাশবশঙ্গতঃ ॥

এই যৌবনকালে অনীশ্বর সেই প্রাণী কর্ম্মরূপ পাশের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞানে নানাবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

আত্ম-পু ১।৫৩১।

(১) পুরুষ বাল্যাবস্থায় একা থাকে, তখন তাহার কিঞ্চিৎ দুঃখমাত্র আত্মার্থে উৎপন্ন হয়, কিন্তু যৌবনকালে বিবাহ করিলে পর বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততির লালন পালন জন্য ঐ দুঃখের দ্বৈগুণ্য হয়, এই নিমিত্ত দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হয় বলিয়াছেন ॥

কামক্রোধমদান্ধঃ সন্ন কাংশ্চিদপি বীক্ষ্যতে।
অস্থিমাংসশিরালায়া বামায়া মন্মথালয়ে ॥
উত্তানভূতমণ্ডূক পাটিতোদরসন্নিভে।
আসক্তঃ স্মরবাণার্ত্ত আত্মানং দহ্যতে ভৃশম্ ॥

যৌবনকালে পুরুষ কাম, ক্রোধ ও মদগর্ব্বে অন্ধপ্রায় হইয়া কাহারও প্রতি নেত্রপাতও করে না। এই অবস্থায় যুবা অস্থিমাংসশিরাবিশিষ্টা নারীর উত্তানভাবাপন্ন মণ্ডূকের উৎপাটিত উদর সদৃশ মন্মথালয়ে অনুরাগী হইয়া কামশরে নিরন্তর প্রপীড়িত ও সন্তাপিত হইতে থাকে ॥ শি-গী ৮।৪৫-৪৬।

স্বচিত্তবিল সংস্থেন নানা সংভ্রমকারিণা।
বলাৎকামপিশাচেন বিবশঃ পরিভূয়তে ॥

যৌবনকালে স্বীয় চিত্তরূপ বিল মধ্যে নানাবিধ ভ্রমোৎপাদক কামরূপ পিশাচ আবির্ভূত হইয়া বিবেককে তিরস্কার করতঃ পুরুষকে আত্মবশীভূত করে ॥

যো-বা-রা ১।২০।৩।

তেতেদোষা দুরারম্ভাস্তত্র তত্তাদৃশাশয়ং।
তদ্রূপংপ্রতিলুম্পন্তি দৃষ্টান্তেনৈব যে মুনে ॥

হে. মুনে! কাম, ক্রোধপ্রভৃতি যে সকল দোষ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ, যৌবনকালে সেই সকল দোষ উপস্থিত হইয়া কামাদি চিন্তাসক্ত পুরুষকে অসংশয় বিনষ্ট করে (১) ॥ যো-বা-রা ১।২০।৫।

মহানরকবীজেন সতত ভ্রমদায়িনা।
যৌবনেঽনেন যে নষ্টা নষ্টানান্যেন তে জনাঃ ॥

যৌবনকাল মহানরকবীজস্বরূপ, সতত ভ্রমদায়ক ও অতি ভয়ঙ্কর; ইহা দ্বারা যে ব্যক্তি বিনষ্ট না হয়, তাহাকে আর কেহই বিনাশ করিতে পারে না ॥ ঐ ৬।

নানারসময়ীচিত্র বৃত্তান্তনিচয়োম্ভিতা।
ভীমাযৌবন ভূর্যেনতীর্ণাধীরঃ স উচ্যতে ॥

(শৃঙ্গারাদি) নানারসসমন্বিতা ও আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত সমূহে পরিপূর্ণা ভয়ঙ্করী যৌবনভূমি যে ব্যক্তি

(১) জীবগণ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনকালে পদার্পণ করে, তখন ক্রমশঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপু আসিয়া উহাদিগকে আশ্রয় করে। তদবধি তাহারা নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যজনক কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু উক্ত রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ি কর্ম্মই অধিক পরিমাণে করিতে থাকে এবং নিরন্তর পাপ কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া এমন দুর্লভ মানবজন্ম বিফলে ক্ষেপণ করে। ফলতঃ তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া যে দেহের ভোগের নিমিত্ত ঐ সকল অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই দেহ যে পুরুষ হইতে ভিন্ন, ইহা একবারও তাহাদিগের মনে উদয় হয় না এবং অহঙ্কার ও দম্ভাদিতে প্রমত্ত থাকিতে থাকিতে প্রায় অকালেই তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হয়। তখন অকস্মাৎ সকল আশার বিচ্ছেদকারী মৃত্যু সমুপস্থিত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে স্বীয় ভয়ঙ্কর কবলে কবলিত করে ॥

নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারে,তাহা-কেই পণ্ডিত বলা যায় ॥

যো-বা-রা ১।২০।৭।

হার্দ্দান্ধকারকারিণ্যা ভৈরবাকারবানপি।
যৌবনাজ্ঞানযামিন্যা বিভেতি ভগবানপি॥

যৌবনাবস্থা হৃদয়ান্ধকারকারিণী অজ্ঞানরূপা যামিনীস্বরূপ; ভগবান্ ভূতনাথ ভৈরবাকার হইয়াও ইহা হইতে ভীত হইয়া থাকেন॥ ঐ ১৫।

স্ববিস্মৃতং শুভাচারং বুদ্ধিবৈধুর্য্যদায়িনং।
দদাত্যতিতরাং ব্রহ্মন্ ভ্রমঃ যৌবনসম্ভ্রমঃ॥

হে ব্রহ্মন্! যৌবনকালে পুরুষের হৃদয়ে মোহ উপস্থিত হইয়া তাহার সদাচার নষ্ট ও সদ্বুদ্ধির বিপর্য্যয় করে এবং তাহাকে নিরন্তর ভ্রম-প্রমাদে নিক্ষিপ্ত করে॥ ঐ ১৬।

কান্তাবিয়োগজ্বালেন হৃদিদুঃস্পর্শবহ্নিনা।
যৌবনে দহ্যতে জন্তুস্তরুর্দাবাগ্নিনা যথা॥

যেমন দাবাগ্নি তরুগণকে দগ্ধ করে, সেইরূপ যৌবনকালে প্রাণী-গণের হৃদয় কান্তাবিচ্ছেদরূপ দুঃ-স্পর্শ অগ্নিতে নিরন্তর দাহ হইতে থাকে॥ ঐ ১৭।

সুনির্ম্মলাপি বিস্তীর্ণা পাবন্যপি হি যৌবনে।
মতিঃ কলুষতামেতি প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী॥

অতি বিস্তীর্ণা, সুনির্ম্মলা, পবিত্র-তোয়া তরঙ্গিণী যেমন বর্ষাকালে মলিনা হয়, তদ্রূপ অশেষ গুণশালী উদারস্বভাব পুরুষদিগের মনও যৌবনকালে কলুষিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ১।২০।১৮।

শক্যতে ঘনকল্লোলাভীমা লঙ্ঘয়িতুং নদী।
নতু তারুণ্যতরলাতৃষ্ণাতরলিতান্তরা॥

প্রবল তরঙ্গসমাকুলা ভীষণস্বরূপা নদীও বরং উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, কিন্তু তরলস্বভাবা তৃষ্ণা দ্বারা তরলীকৃতান্তরা যৌবনাবস্থাকে কদাচ উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না॥ ঐ ১৯।

সাকান্তাতৌস্তনৌ পীনৌ তে বিলাসাস্তদাননং।
তারুণ্য ইতি চিন্তাভির্যাতি জর্জ্জরতাং জনঃ॥

সেই মনোহর লাবণ্যবতী কামিনী, সেই পীনোন্নত পয়োধরযুগল, সেই সকল রহস্যজনক বিবিধ কেলিবিলাস, সেই প্রিয়সীর সুচারু প্রসন্ন বদন, যৌবনকালে এই সকল অনিত্য চিন্তায় পুরুষগণ জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে॥ ঐ ২০।

নরং তরলতৃষ্ণার্ত্তং যুবানমিহসাধবঃ।
পূজয়ন্তি নতুচ্ছিন্নং জরত্তৃণলবং যথা॥

সাধুগণ, চঞ্চলচিত্ত ও অনিত্য বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত যৌবনাবস্থ ব্যক্তিদিগকে জীর্ণ তৃণ অপেক্ষাও লঘু বোধ করিয়া থাকেন॥ ঐ ২১।

মনো বিপুলমূলানাং দোষাশীবিষধারিণাং।
শোষরোদনবৃক্ষাণাং যৌবনং বতকাননং॥

মনুষ্যের যৌবন কাননস্বরূপ, দারা-পুত্রাদি বিয়োগজনিত রোদন ইহার শুষ্ক বৃক্ষস্বরূপ, মন ইহার মূল এবং দোষরাশি আশীবিষস্বরূপ হইয়া ইহাতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, অতএব এই যৌবন-কাননে দুঃখ ব্যতীত কিছুই সুখ নাই॥যো-বা-রা ১।২০।২৩।

যৌবনজ্বরসংমূঢ়ো জন্তুর্গায়তি বল্গতি।
হসত্যপি ক্ষিপত্যন্যান্ বৃদ্ধান্ পিতৃসমানপি॥

যৌবনরূপ জ্বরদ্বারা অনবস্থিত-চিত্ত পুরুষ সন্নিপাত জ্বরাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় গান করে, বিবিধরূপ গতি প্রদর্শন করে, হাস্য করে এবং মত্তগজের ন্যায় পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ও মাননীয় ব্যক্তিগণকেও পাতন করে॥ আত্ম-পু ১।৫৪০।

যুদ্ধ্যত্যাস্ফোটয়ত্যুচ্চৈর্নৃত্যত্যপি চ ধাবতি।
অহঙ্করোতি দুর্দান্তঃ শ্বসিত্যেব মুহুর্মুহুঃ।
দুশ্চেষ্টা বিবিধা এবং যৌবনে কুরুতে পুমান্॥

দুর্দ্দান্ত যুবাপুরুষ কখন যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, কখন যুদ্ধ্যমান ব্যক্তিকে পরাভূত করে, কখন অত্যন্ত নৃত্য করে, কদাচ ধাবমান হয়, কোন সময়ে অহঙ্কার প্রকাশ করে এবং কখন বা মুহুর্মুহু শ্বাস পরিত্যাগ করে; যৌবনকালে যৌবন-মত্ত পুরুষ এইরূপ বিবিধ দুশ্চেষ্টা করিয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৫৪১।

এবং হি কুর্ব্বতস্তস্য জন্তোর্যৌবনবর্ত্তিনঃ।
যৌবনে তৃপ্তিহীনস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ॥
বধূজনগৃহীতাত্মর্স্মানসস্য দুরাত্মনঃ।
পরস্বস্যাপহারার্থং নিত্যমুৎকণ্ঠিতস্য চ।
উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ শীঘ্রং কালো যাতি মহানয়ম্॥

এইরূপে কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানরহিতত্ব-প্রযুক্ত অকার্য্যের অনুষ্ঠানকারি যৌবনাবস্থ পুরুষ যৌবনসুখে তৃপ্তি-হীন হইয়া কেবল স্ত্রীজনেই আত্ম-সমর্পণ করতঃ তৎসুখসম্পাদনার্থ অসৎস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পর-ধনাপহরণে নিত্যই উৎকণ্ঠিত হয় এবং শাস্ত্রবিহিত কার্য্যে অনাস্থা-পূর্ব্বক যাদৃচ্ছিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া কালাতিবাহিত করিতে থাকে॥ ঐ ৫৪২-৫৪৩।

পুরুষস্য সদা ভীতিঃ শাস্ত্রজ্ঞস্য যমাদিতঃ।
পিত্রাদিভ্যশ্চ মূঢ়স্য রাজাদিভ্যশ্চ ধীমতঃ॥

যৌবনস্থ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের যমাদি হইতে ভয়, মূঢ় (অশাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের পিতা প্রভৃতি হইতে ভয় এবং ব্যাপার-কুশল পুরুষের রাজাদি হইতে ভয় হইয়া থাকে॥

আত্ম-পু ১।৫৩৬।

উদ্বোধয়তি দোষালিং নিকৃন্ততি গুণাবলিং।
নরাণাং যৌবনোল্লাস বিলাসোদ্ধৃতশ্রিয়াং॥

মনুষ্যের যৌবনকাল সকল প্রকার

দোষের উদ্বোধক ও সমস্ত গুণ-রাশির বিনাশক হয় এবং ইহা মনুষ্যকে উল্লাস ও বিলাসের অধীন করে॥ যো-বা-রা ১।২০।২৯।

দিনানিকতিচিদ্বেয়ং ফলিতাদেহজঙ্গলে।
যুবতাশরদস্যাংহি ন সমাশ্বাসমর্হথ॥

মনুষ্যের দেহরূপ কাননে যৌবন-কাল শরৎকালের ন্যায় অল্পদিন মাত্র প্রকাশ পায়, অতএব এবম্বিধ ক্ষণবিকাশি যৌবনের প্রতি বিশ্বাস কি?॥ ঐ ৩৪।

বিনয়ভূষিতমার্য্যজনাস্পদং
করুণয়োজ্জ্বলমাবলিতংগুণৈঃ।
ইহহিদুর্লভমেব সুযৌবনং
জগতিকাননমম্বরগং যথা॥

সর্ব্বশোভালঙ্কৃত দেবোদ্যান (নন্দনকানন) যেমন মানবগণের একান্ত দুর্লভ, তদ্রূপ বিনয়বিভূষিত, আর্য্যজনসেবিত ও শমদমাদি গুণালঙ্কৃত সুযৌবন ইহলোকে দুষ্প্রাপ্য॥ ঐ ৪৩।

নবে বয়সি যঃ শান্তঃ সশান্তঃ ইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃকস্য ন জায়তে॥

যে ব্যক্তি নব্য বয়সে শান্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত শান্ত বলা যায়। ধাতু ক্ষীণ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে কাহার না শান্তি হইয়া থাকে?॥ গ-পু ১।১১৪।৭৪।

(এক্ষণে বক্ষ্যমাণ চারিটী শ্লোক দ্বারা স্ত্রীজাতির বিষয় কথিত হইতেছে)

জন্তুর্ভবতি চেন্নারী তদাপত্যাদিতো ভয়ম্।
অস্বাতন্ত্র্যং তথা নিত্যং ব্যাপারশ্চ মহান্ গৃহে॥

প্রাণী যদি স্ত্রীজাতি হয়, তাহা হইলে তাহার পতি প্রভৃতি বান্ধবগণ হইতে নানাপ্রকার ভয় এবং অস্বাধীনতা ও নিত্য গৃহব্যাপার জন্য মহাক্লেশ ঘটিয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৫৩২।

পুরুষাণাং যথৈবেচ্ছা কামিনাং হি বধূং প্রতি।
এবং বধূজনস্যাপি কামিনঃ পুরুষং প্রতি॥

কামি পুরুষগণের স্ত্রীর প্রতি যাদৃশী ইচ্ছা, স্ত্রীজনেরও কামি পুরুষের প্রতি তাদৃশী ইচ্ছা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে॥ ঐ ৫৩৩।

পত্যাদিভিঃ কুলেনৈব ধর্ম্মলোপেন চাপরঃ।
নিরুদ্ধঃ স্ত্রীজনঃ কালং শৃঙ্খলাবদ্ধবন্নয়েৎ॥

স্ত্রীগণ, স্বীয় পতি, কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মলোপাদির ভয়ে বাধ্য হইয়া নিয়তই শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় কালাতিপাত করিয়া থাকে॥ ঐ ৫৩৪।

পুরুষাণামসম্প্রাপ্ত্যা প্রাপ্তানামপ্যনিচ্ছয়া।
পুত্রেচ্ছয়াপি গর্ভেণ নারী দুঃখার্ণবে পতেৎ॥

নারীগণ, স্বাভিলষিত পুরুষের অসংপ্রাপ্তি, প্রাপ্তপুরুষে অরুচি, পুত্রলাভেচ্ছা এবং তজ্জননে গর্ভযন্ত্রণা, এই চতুষ্টয় দুঃখরূপ সমুদ্রে নিয়তই নিপতিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৫৩৫।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

---**---

যোষিৎসংসর্গের দোষ বর্ণন।

নানারসবতীচিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মুনে।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহহি সংস্থিতিঃ॥

হে মুনে! নানাবিধ রসবিশিষ্টা ও বহুরূপে চিত্রিতা এই ভোগভূমি কেবল স্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে॥ যো-বা-রা ১।২১।২২।

যস্যস্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্থ ক্বভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখীভবেৎ॥

যাহার স্ত্রী থাকে তাহারই ভোগেচ্ছা থাকে, স্ত্রীহীন ব্যক্তির ভোগেচ্ছা কোথায়? অতএব স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয় এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই পরম পবিত্র অখণ্ড সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়॥ ঐ ৩৫।

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥

বীজের অঙ্কুর হইতে ফলপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যোষিৎসঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মে॥ আ-পু ৫।২৬।

মন্দুরেঞ্চ তুরঙ্গানামালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাংমন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা॥

বামলোচনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দুরার ন্যায়, মাতঙ্গগণের আলানের ন্যায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষদিগের সংসারবন্ধের কারণ হয়॥ যো-বা-রা ১।২১।২১।

মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যামপ্যবাঞ্ছিতং॥

পূর্ব্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াবী জনের মায়াস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা বিষরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব ইহারা মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে (১)॥ ব্র-বৈ-পু। ২।১৬।৬১।

---

(১) এই সংসারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবসমূহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য॥

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া ॥

বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্টিসম্বন্ধে কোন বিষয়েরই অন্যথা হইবার নহে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৬১।৩৪।

সর্ব্বমায়া করণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গোর্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চতপসাং দোষাণামাশ্রয়ং পরং ॥

নারীরূপ সর্ব্বমায়ার করণ্ড (চুপড়ী), মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল,তপস্যার বিঘ্নকর এবং অশেষ দোষের আকরস্বরূপ ॥ ঐ ৩৫।

কর্ম্মবন্ধ নিবন্ধানাং নিগূঢ়ং কঠিনং স্মৃত।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশ' যথা।
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখ মারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ ॥

উহা কর্ম্মবন্ধনিবন্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড় স্বরূপ এবং উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষম দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখভ্রমে প্রজ্বলিত দীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৬১।৩৬-৩৭।

স্ত্রীপুংসোর্ব্বর্দ্ধতে প্রেম নিত্যং তন্নিত্যনূতনং।
পরমাত্মজ্ঞানশূন্যং ভক্তিদ্বারকপাটকং।
মোক্ষমার্গব্যবহিতং চিরং বন্ধনকারণং ॥
গর্ভাবাসস্য বীজঞ্চ পরং নরককারণাৎ।
পীযূষবুদ্ধ্যা গরলং ভুঙ্‌ক্তে পাপী নরাধমঃ ॥

স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ক্রমেই বর্দ্ধমান এবং ক্রমেই নিত্য নূতন হয়। দম্পতিপ্রেমে পরমাত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, ভক্তিদ্বার রোধ হয়, মোক্ষমার্গ সুদূরপরাহত হয়, চিরকাল সংসারবন্ধনে বদ্ধ থাকিতে হয়, গর্ভযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই থাকে না। এমন কি, সেই পাপপঙ্কনিমগ্ন নরাধম অমৃতবোধে গরল পান করিয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১৩০।৩১-৩২।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করতঃ তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ভা-পু ১১।৮।৭।

চিত্তপাত্রকৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।
দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্মায়াতিসুন্দরী ॥

যতদিন মায়াসুন্দরী (অবিদ্যা) বিদ্যমান থাকে, ততদিনই চিত্তরূপ চিত্রপটে রূপসম্পদা নারী বিচিত্র দেখায়॥ বো-সা ৪৩।

সন্মার্গস্তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবে-
ন্দ্রিয়াণাং, লজ্জাতাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি
সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টযুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ
এতে, যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদিপরিণতা
দৃষ্টিবাণাঃপতন্তি॥

পুরুষ তাবৎকাল সৎপথে থাকে, তাবৎকাল ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হয়, তাবৎকাল লজ্জার অধীন থাকে এবং তাবৎকাল বিনয়াবলম্বন করে, যাবৎ তাহার হৃদয়ে ললনাগণের শ্রবণ-পথাকৃষ্ট ভ্রূচাপে যোজিত নীল-পক্ষ্মযুক্ত অব্যর্থ দৃষ্টিবাণ পতিত না হয়॥ হি-উ।

নানা মুদ্রা বয়োদার রাগিণাং সন্ততংরতিঃ।
স্তনাভিধেয়া' সাপিণ্ডে ধারণানলয়ে শুচৌ॥

যাহারা নারীর নবযৌবন, বিবিধ হাব, ভাব ও হাস্যের অনুরাগী, তাহারা সতত রমণীর বক্ষঃস্থিত স্তনাভিধেয় মাংসপিণ্ডকে পরম পদার্থ জ্ঞান করে, পবিত্র নীতিমার্গে তাহাদিগের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮১।

শ্রোণি বক্তু স্তনং তাসাং কামদেবালয়ং সদা।
তস্মাত্তাং নহি পশ্যন্তি সন্তোহি ধর্ম্মভীরবঃ॥

যোষিদ্‌গণের শ্রোণি, মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল সতত কন্দর্পের আলয়-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই জন্য ধর্ম্ম-ভীরু সাধুগণ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮২।

প্রাণাপহারৈকপরা নরাণাং
মনোমহাহারিতয়া হরন্তি।
রক্তচ্ছদাশ্চঞ্চলষট্‌পদাক্ষ্যো
বিষক্রমালোললতাস্ত্রিয়শ্চ॥

চঞ্চল ভ্রমরযুক্তা লোহিতপত্রা বিষলতার ন্যায় তরলায়তলোচনা লোহিতচ্ছদা ললনাগণ মনোহর রূপলাবণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষ-দিগের প্রাণ ও মন যুগপৎ হরণ করে॥ যো-বা-রা ১।২৭।২৪।

স্ত্রিয়া মোহিকয়া কে ন নিহতা ভুবনত্রয়ে॥
কচ্ছো যথা জ্বলদ্বহ্নিং দৃষ্ট্বোল্লসিতো ভবেৎ।
দাহদুঃখং না জানাতি স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তথা পুমান্॥

স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তিতে ত্রিভুবনে কে না বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে। কচ্ছ (ঝিল্লীকীট) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শন করত উল্লসিত হয় এবং তাহার ক্রোড়স্থ হইয়াও স্বীয় দাহজনিত দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ রমণী সন্দর্শনে পুরুষেরও ঘোর সংসার-দুঃখ অনু-ভব হয় না॥ আ-পু ৭।১-২।

দেহংমূত্রপুরীষৈশ্চ পূরিতং মন্যতে বরম্।
মেদোঽস্থিরক্তমজ্জাঢ্যংরমতে তত্র মোহিতঃ ॥

তাহারা মূত্র-পুরীষ-পূরিত মেদো-রক্তমজ্জাস্থিসমন্বিত দেহকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে মোহিতচিত্তে তাহাতেই রত হয় ॥ আ-পু ৭।৩।

যথা বিষ্ঠাসমুদ্ভূতঃ কীটস্তত্রৈব মোদতে।
তথাপবিত্রে স্ত্রীদেহে মোদতে মোহিতো ভৃশম্ ॥

বিষ্ঠা হইতে সমুৎপন্ন কীট যেমন সেই বিষ্ঠাতেই প্রমোদ করে, তদ্রূপ পুরুষও স্ত্রীদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া পুনরায় সেই অপবিত্র দেহেই মুগ্ধ হইয়া অতীব আনন্দ সম্ভোগ করে। ঐ ৪।

তদর্থংদুঃখমাপ্নোতি সুখবন্মন্যতে গৃহে।
ধনার্জ্জনে পরংযত্নং করোত্যশুভকর্ম্ম চ ॥

সেই কারণবশতঃ মনুষ্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তথাপি গৃহে থাকিয়া তাহাকেই সুখের ন্যায় মনে করে। অপিচ, সেই কাল্পনিক সুখের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জনে অশেষ যত্ন এবং বিবিধ অশুভ কর্ম্মও করিয়া থাকে ॥ ঐ ৫।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং দানেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং ॥

স্ত্রীগণ যাঁহার মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? একান্ত সেবায় কি? বাক্-দমনেই বা কি? অর্থাৎ তাঁহার সকলপ্রকার সাধনই ব্যর্থ হয় ॥ ভা-পু ১১।২৬।১২।

আপাতরমণীয়ত্বং কল্পতে কেবলং স্ত্রিয়ঃ ॥
মন্যেতদপিনাস্ত্যত্র মুনে মোহৈককারণং ॥

হে মুনে! রমণী-শরীর আপাত-রমণীয় বলিয়া সকলে কল্পনা করে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা কেবল মোহের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ যো-বা-রা ১।২১।৮।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যা মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কোবিশেষো বিকারিণ্যা মদিরায়াস্ত্রিয়াস্তথা ॥

বিপুল উল্লাসদায়িনী চিত্তবিকার-কারিণী, কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদ্যের বিশেষ কি? ॥ ঐ ৯।

ললনালানসংলীনা মুনে মানবদন্তিনঃ।
প্রবোধং নাধিগচ্ছন্তি দৃঢ়ৈরপি সমাঙ্কুশৈঃ ॥

ললনাগণ মানবরূপ হস্তীর আলান স্বরূপ, পুরুষগণ তাহাতে এমন নিগূঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে যে, তাহারা উপদেশরূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশা-ঘাতেও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় না ॥ ঐ ১০।

মথিতংমানিনীলোকৈর্মনো মকরকেতুনা।
কোমলং খুরনিষ্পেষৈঃ কমলং করিণা যথা ॥

যেমন করীগণ তীক্ষ্ণ খুর নিষ্পেষণ করতঃ সুকোমল কমল বনকে মথিত

করে, তদ্রূপ মকরকেতন-মানিনীগণ পুরুষজাতির মনকে মথন করে ॥

যো-বা-রা ১।২৯।১১।

জলতামতি দূরেপি সরসা অপিনীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনা মিন্ধনঞ্চারুদারুণং ॥

কামিনীগণের অত্যাশ্চর্য্য দাহিকা শক্তি আছে, যেহেতু তাহারা দূরে থাকিয়াও গাত্র দাহ উপস্থিত করে এবং আপাততঃ রসপূর্ণা বোধ হয় বটে,কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত নীরসা-জ্ঞান হয়, ফলতঃ নারীজাতি দারুণ নরকাগ্নি উদ্দীপক সুচারু ইন্ধন স্বরূপা ॥ যো-বা-রা ১।২১।১২।

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী নরমারণ তৎপরা।
দদাত্যুন্মত্তবৈবশ্যংকান্তাবিষলতা যথা ॥

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী, চিত্তোন্মাদ-কারিণী, বিবশতাপ্রদায়িনী রমণী-গণ বিষলতার ন্যায় পুরুষদিগের প্রাণ সংহার করে ॥ ঐ ১৬।

সৎকার্য্যোচ্ছ্বাসমাত্রেণ ভুজঙ্গদলনোৎকরা।
কান্তয়োদ্ধ্রিয়তে জন্তুঃ করভোবোরগোবিলাৎ॥

ভুজঙ্গদলনকারি জন্তুগণ যেরূপ নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও ফুৎকারাদি দ্বারা আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বিল হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণ করত গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কামিনীগণ সৎকর্ম্মরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে ॥

যো-বা-রা ১।২১।১৭।

কামনামাকিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাং।
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরাঃ ॥

কামনামক কিরাত মুগ্ধচিত্ত নর-রূপ বিহঙ্গমগণকে অবরুদ্ধ করণার্থ নারীরূপ বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তাহাতে বদ্ধ হওয়া উচিত নহে ॥

ঐ ১৮।

ললনাবিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
রতিশৃঙ্খলয়াব্রহ্মন্ বদ্ধস্তিষ্ঠতি মূকবৎ ॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন মত্তহস্তী আলান-নিবদ্ধ হইয়া মূকবৎ অব-স্থিতি করে, তদ্রূপ মনোরূপ মত্ত-মাতঙ্গ ললনারূপ স্তম্ভে রতিক্রিয়া-রূপ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া জড়বৎ অবস্থিতি করিতেছে ॥ ঐ ১৯।

ভূতপঞ্চক সংঘট্টসংস্থানং ললনাভিধং।
রসাদভি পতন্ত্বেতৎ কথং নামধিয়াম্বিতঃ ॥

নারী নামে যে দেহ খ্যাত হয়, তাহা কেবল পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত আকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব এমন অসার বস্তুর প্রতি অনুরাগী হইয়া ধীমান্ ব্যক্তিরা কেন নিরর্থ পতিত হয়? ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ঐ ৩১।

কিংস্তনেন কিমক্ষ্ণা বা কিং নিতম্বেন কিং ভ্রুবা।
মাংসমাত্রৈকসারেণ করোম্যহমবস্তুনা ॥

নারীজাতির স্তনে বা নয়নে অথবা নিতম্বে কিংবা ভ্রূযুগলে কি সারত্ব আছে ? কেবল মাংসমাত্রই সার, অতএব এই সকলকে অবস্তু বলিয়া আমি বিবেচনা করি ॥

যো-বা-রা ১।২১।২৪।

ইতোমাংসমিতোরক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতিস্ত্রী বিশরারুতাং ॥

হে ব্রহ্মন্ ! এই মাংস, শোণিত ও অস্থিমাত্র স্ত্রীলাবণ্য কতিপয় দিবসের মধ্যে বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতাকার ধারণ করে ॥ ঐ ২৫ ॥

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসি গঙ্গাজলরয়োপমাং।
দৃষ্টাযস্মিংস্তনেমুক্তাহারস্যোল্লাস শালিতা ॥
শ্মশানেষু দিগন্তেষু সএব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ডইবান্ধসঃ ॥

যেমন প্রবাহিত গঙ্গাসলিলের তরঙ্গমালা দ্বারা উন্নত মেরুশৃঙ্গ শোভায়মান হয়, সেইরূপ মুক্তা-হারে মণ্ডিত পীনোন্নত কুচগিরি অত্যুল্লাসশালী দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ললনাগণের এবম্বিধ পয়োধর যুগল, কালক্রমে দিগন্তে শ্মশান ভূমিতে কুক্কুরগণ অত্যুত্তম অন্নপিণ্ড বোধে ভক্ষণ করে ॥ ঐ ৫-৬।

ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক কান্তিশোভা সৌরভ্য কমনীয়াদয়োগুণাঃ ॥

শ্লেষ্মাদির পিণ্ডস্বরূপ সেই কামিনী-শরীরই বা কোথায় এবং তাহাদিগের অঙ্গের সেই শোভা, সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণই বা কোথা (১) ? ॥

বি-পু ১।১৭।৬২।

মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎপ্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি মাংস, শোণিত, পূয়,বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থি সমুদায়ের সমষ্টিস্বরূপ দেহে প্রীতি-যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকেও প্রীতি লাভ করিতে পারে ; যেহেতু নরকেও ঐ সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে ॥

ঐ ৬৩।

স্তনয়োশ্চ স্ফিজোনৃণাংনির্লোম্নোর্নাস্তি বৈ ভিদা।
অনির্গতশ্মশ্রুমুখং পুংসাংস্ত্রীণাং চ বৈ সমম্ ॥

স্ত্রীগণের স্তনদ্বয়ের সহিত মনুষ্য-গণের লোমরহিত কটীর অধো-দেশস্থ মাংসপিণ্ডের কোন ভেদ নাই এবং স্ত্রীগণের মুখের সহিত অনির্গতশ্মশ্রু পুরুষগণের মুখেরও কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না ; তবে

(১) অর্থাৎ কামিলোকেরা ভ্রান্তি বশতঃ শ্লেষ্মা প্রভৃতি তুচ্ছ পদার্থ সমূহের দ্বারা বিনির্ম্মিত নারী দেহকেই কমনীয়তাদি গুণের একমাত্র আধার বলিয়া বিবেচনা করে, ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

যে ইহাদের ভেদ, তাহা কেবল ভ্রান্তিমূলক মাত্র॥ আত্ম-পু ১।২৮৬।

নপুংসকানাং স্ত্রীণাং চ নাস্তি ভেদো বিনাধিয়ং।
পুরুষাণাং বধূনাং চ শরীরে কাপি নো ভিদা॥

নপুংসকের সহিত স্ত্রীগণেরও কোন রূপেই ভেদ লক্ষিত হয় না, ইহাদের ভেদ কেবল কল্পনামাত্র; আর, পুরুষগণের শরীরের সহিত স্ত্রীগণের শরীরেরও কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না॥ ঐ ২৮৭।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং সমুদায়ঃ শরীরকম্।
তত্ত্বমাত্রস্থ তত্ত্বেকং পুরৈবাস্মাভিরীরিতম্॥
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে চাহমহং প্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অনাধারঃসর্ব্বগশ্চিদানন্দাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥

পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমুদয়ের নাম শরীর, অতএব প্রাণিমাত্রের দেহেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ব্যবস্থিত রহিয়াছে। আর, অহংশব্দের বাচ্য অন্যাধার রহিত, সর্ব্বগত, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরমাত্মা সেই সকল প্রাণির হৃদয় মধ্যে প্রকাশিতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ঐ ২৮৮-২৮৯।

এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে কামগ্রহবশঙ্গতাঃ।
পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়শ্চেতি কল্পয়িত্বা পরস্পরম্।
পিবন্তি লালাং মুখজাংমলাংশ্চাদদতেঽপি চ॥

এবম্বিধ আত্মা ও অনাত্মা স্বরূপে ব্যবস্থিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে উন্মাদাদির(১) হেতু কামরূপ গ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীগণ "ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ", এই প্রকার কল্পনা করিয়া পরস্পরের মুখজাত লাল পান করিতেছে এবং শুক্রাদিরূপ মলা সকলও গ্রহণ করিতেছে॥

আত্ম-পু ১।২৯০।

আস্ফালয়ন্তি চান্যোন্যং গাত্রাণ্যুন্মাদদূষিতাঃ।
মেষা ইব পিশাচা বা যদ্বদ্ধরবিনোদকাঃ॥

আর উক্ত কামজন্য উন্মাদাদি দোষে দূষিত চিত্তে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ শম্ভুর হর্ষজননোদ্যত পিশাচ কিংবা মেষের ন্যায় অন্যান্যের গাত্রে গাত্রসংযোগরূপ আস্ফালন করিতেছে॥ ঐ ২৯১।

এবং হি কুর্ব্বতামেষাং হৃদি কামো হসন্নিব।
গাত্রেভ্যো নির্গতো নৈব বিনির্গচ্ছতি কর্হিচিৎ॥

এইরূপ ক্রিয়মাণ লোকদিগের শরীরান্তঃস্থিত কামদেব যেন হাস্যবেগ হেতুই (রেতোরূপে) গাত্র হইতে কখন নির্গত হন, কখন বা নাও হন, যেমন কোন ব্যক্তি সভ্যগণের প্রীত্যর্থ আরব্ধ নাট্যপ্রযুক্ত নটের অঙ্গবিকার দর্শন করতঃ হর্ষবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া

(১) উন্মাদাদি পদে কামদেবের পঞ্চশর বুঝায়। পঞ্চশর যথা,—১ম সম্মোহন, ২য় উন্মাদন, ৩য় শোষণ, ৪র্থ তাপন, ৫ম স্তম্ভন।

সভার বহির্দ্দেশে নির্গত হন, কখন বা নির্গত না হইয়া ধৈর্য্যবশতঃ হাস্যবেগ সহ্য করিয়া থাকেন॥

আত্ম-পু ১।১৯২।

অতীসারো যথা নৃণাং সর্ব্বতেজোঽপহারকঃ।
রেতসো নির্গমস্তদ্বদ্বলবীর্য্যাপহারকঃ॥

অতীসার যেরূপ লোকের সমুদায় তেজঃ অপহরণ করে,রেতোনির্গমও সেইরূপ পুরুষের সমুদায় বল বীর্য্য অপহরণ করে॥ ঐ ৪৫১।

অস্থাবস্থানতঃ পুংসামোজো নামাষ্টমী দশা।
ভবত্যয়ংযয়া জন্তুস্তেজস্বী সন্ হি জীবতি॥

রেতোরূপ সপ্তম ধাতু নিরুদ্ধ হইলে, ইহার ওজ নামে একটী অষ্টমী দশার উৎপত্তি হয়, ইহা পীতবর্ণ ও হৃদয়মধ্যস্থিত জীবের আবাসভূত এবং ইহা দ্বারাই জীবগণ তেজস্বী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে॥ ঐ ৪৫২।

অস্য সংস্থাপনে নৃণাং জরা বৈরূপ্যকারিণী।
মৃত্যুশ্চ ন ভবেৎ শীঘ্রং বলঞ্চেহ ন নশ্যতি॥

এই রেতের সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করিলে জীবের শরীর-বিরূপ-কারিণী জরাবস্থা ও মৃত্যুও শীঘ্র ঘটে না এবং শরীরের বলও নাশ হয় না॥ ঐ ৪৫৩।

পরলোকে ব্রহ্মলোক অধস্তাদ্‌ব্রহ্মচারিণাম্।
কীর্ত্তিশ্চ বিপুলা লোকদ্বয়ং তেষাং ভবেৎ সদা॥

যে ব্যক্তি রেতোনিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তাহার পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং মনুষ্যলোকে বিপুলা কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়, অতএব সেই ব্যক্তির লোকদ্বয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে॥

আত্ম-পু ১।৪৫৪।

অস্য বন্ধনতো যোগাঃ খেচরত্বং বদন্তি হি।
ঐশ্বর্য্যংচাষ্টধা নৃণামণিমাদিকমেব হি॥

এই রেতোনিরোধ হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা যোগবিৎ, তাহাদের আকাশগমনেও ক্ষমতা জন্মে এবং অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও লাভ হয়॥ ঐ ৪৫৫।

যথেক্ষুদণ্ডো নিঃসারঃপীড়িতস্তদ্বদেব হি।
পুমান্‌ভবতি নিঃসারো বধূবাহুনিপীড়নাৎ॥

পীড়িত ইক্ষুদণ্ড যেমন অসার হয়, সেইরূপ বধূবাহু দ্বারা নিপীড়িত পুরুষও রেতোরূপ সার-নির্গমজন্য নিতান্ত অসার হইয়া পড়ে॥ ঐ ৪৫৬।

আত্মনশ্চোদ্ধৃতং তেজস্তস্যামেব নিষিঞ্চতি।
আয়ুর্ব্বলকরং মূঢ়ো মোহিতো মায়য়া স্বয়া॥

মূঢ় অর্থাৎ বিপরীতদর্শী ব্যক্তি-রাই স্বকীয় মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া আয়ু ও বলকর আত্মীয় তেজোরূপ রেতকে নারীযোনিতে উৎসর্গ করে॥ ঐ ৪৫৭।

ন হি মৈথুনধর্ম্মেণ কামনাশঃকচিদ্ভবেৎ।
ন হি কামে বিনষ্টেঽপি প্রবৃত্তিস্তত্র দৃশ্যতে॥

মৈথুনধর্ম্মে কামনাশ কোথাও লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের কাম বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব প্রবৃত্তিই কামের চিহ্ন, সেই প্রবৃত্তির নাশ হইলেই কামনাশ হইয়া থাকে, এজন্য প্রবৃত্তি নাশ করাই বিধেয়॥ আত্ম-পু ১।২৯৫।

কিন্তু যাবৎশ্রমং তত্র প্রবর্ত্তন্তে পরস্পরম্।
শ্রান্তা অপি নিবর্ত্তন্তে সুখং নৈবাত্র কিঞ্চন॥

কিন্তু মৈথুনধর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষ এই পরস্পরের যখন শ্রমোৎপত্তি হয়, তখন তাহারা বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি লাভ করে, অতএব ইহাতে কিছু সুখই নাই॥ ঐ ২৯৬।

মল্লয়োর্য্যুধ্যতোর্যদ্বৎ শ্রমোৎপত্তৌ নিবর্ত্তনম্।
স্ত্রীপুংসয়োর্গ্রাম্যধর্ম্মে তদ্বন্নাত্রাস্তি বৈ সুখম্॥

যেমন যুধ্যমান মল্লগণের পরস্পরের শ্রমোৎপত্তি হইলেই যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের শ্রমোৎপত্তি হইলে মৈথুনকার্য্যে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে কোনরূপ সুখই নাই॥ ঐ ২৯৭।

রেতসো নির্গমে যাবৎ সুখং তাবদ্ধি বিদ্যতে।
বিণ্মূত্রয়োর্বিসর্গেঽপি ততো নাত্রাধিকং পুনঃ॥

রেতোবিনির্গমে যাদৃশ সুখ জন্মে, বিষ্ঠা ও মূত্র নির্গমেও তাদৃশ সুখ জন্মে, অতএব তাহা হইতে রেতোনির্গমে অধিক সুখ কোনরূপেই লক্ষিত হয় না॥ আত্ম-পু ১।২৯৮।

অপি নাম সুখং চেৎস্যান্নারী ন নরমাব্রজেৎ।
নরোঽপ্যেবং ততোনাত্র সুখং দেহেঽস্তি কস্যচিৎ॥

যদি সুখ দেহ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নারীগণ কখনই পুরুষে উপগতা হইত না, আর পুরুষগণও নারীসকলে উপগত হইত না; অর্থাৎ শরীর সুখের কারণ হইলে স্বীয় দেহরূপ সুখকারণ সত্ত্বে সুখরূপ কার্য্যের সর্ব্বদাই উৎপত্তি হইতে পারিত, অন্য দেহরূপ কারণান্তরের অপেক্ষা থাকিত না, অতএব দেহ যে সুখের কারণ নহে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ঐ ৩০০।

স্ত্রীপুংসয়োর্ন যোগোঽপি সুখকারণমিষ্যতে।
রত্যন্তে স তয়োরেব সন্তাপায় যতো ভবেৎ॥

স্ত্রীপুরুষের সংযোগকেও সুখকারণ বলা যায় না, যেহেতু রতির অবসানে সেই স্ত্রীপুরুষসংযোগই সন্তাপের কারণ হইয়া থাকে॥ ঐ ৩০১।

ন চ প্রজায়া উৎপত্তৌ সুখংভবতি কর্হিচিৎ।
কন্যাস্মৎকুণকীটাদেরুৎপাদান্ন সুখং হি নঃ॥

প্রজার উৎপত্তিও কদাচ সুখের

কারণ হইতে পারে না, যেহেতু মৎ-কুণ (ছারপোকা) প্রভৃতি কীটরূপ প্রজার উৎপত্তি হইলে আমাদিগের কোন সুখই জন্মে না ॥

আত্ম-পু ১।৩০২।

ন বা সমানজাতীয়সমুৎপাদাৎ সুখং ভবেৎ।
প্রজাবন্তো হি দৃশ্যন্তে প্রজয়া পীড়িতাঃস্বয়া ॥

সমান জাতীয় প্রজার উৎপত্তি-কেও সুখকারণ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রজাবিশিষ্ট মনুষ্যে-রাও স্বীয় প্রতিকূলবর্ত্তী প্রজা দ্বারা পীড়িত এবং অনুকূলবর্ত্তী প্রজার শারীরিক মঙ্গলচিন্তায় সর্ব্বদা ক্লেশ-যুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সমান জাতীয় প্রজাও সুখকারণ কোন-রূপেই হইতে পারে না ॥

ঐ ৩০৩।

কা ক্রীড়া কিং সুখং পুংসো বিণ্মূত্র পূয় বেশ্মনি।
তেজঃপ্রনষ্টং সম্ভোগে দিবালাপে যশঃক্ষয়ং ॥
ধনক্ষয় মতিপ্রীতৌ চাত্যাশক্তৌ বপুক্ষয়ং।
সাহিত্যে পৌরুষং নষ্টং কলহে মান্য নাশনং ॥
সর্ব্বনাশশ্চ বিশ্বাসে ব্রহ্মণ্ নারীষু কিং সুখং।
যাবদ্ধনী চ তেজস্বী স শ্রীকো যোগ্যতাপসঃ ॥
পুমান্নারী বশীকর্ত্তুং সমর্থস্তাবদেব হি।
রোগিনং নির্দ্ধনং বৃদ্ধং যোষিদ্বা প্রেক্ষতে প্রিয়ং ॥

বিষ্ঠা, মূত্র ও ক্লেদের আগার-স্বরূপা যে নারীজাতি তাহা কিরূপে পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের স্থান হইতে পারে? রমণী সম্ভোগ করিলে তেজঃ বিনষ্ট হয়, তাহাদের সহিত দিবসে আলাপ করিলে যশঃ ক্ষয় হয় এবং অধিক প্রণয় করিলে ধনক্ষয় হয়। নারীতে অধিক আসক্ত হইলে দেহ নষ্ট হয়, তাহাদের সহিত সহবাস করিলে পৌরুষ নষ্ট হয় এবং কলহ করিলে মান নাশ হয়। অধিক আর কি কহিব, রমণীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! নারী হইতে কি সুখ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পুরুষগণ যত-কাল ধনী, তেজস্বী, শ্রীমান্ ও যোগ্যতাশালী থাকে, ততকালই নারী-দিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পুরুষেরা রোগী বা নির্দ্ধন অথবা বৃদ্ধ হইলে নারীগণ ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্-পাতও করে না ॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।৩৪-৩৭।

অমেধ্য পূর্ণে কৃমিজাল সংকুলে
স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

যে কলেবর অস্পৃশ্য অপবিত্র পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ, কৃমিজালে পরিবেষ্টিত, স্বাভাবিক দুর্গন্ধে বিনি-ন্দিত এবং বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত, তাহাতে নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞানীরাই আসক্ত হইয়া রমণ করে, কিন্তু

বিবেকী জ্ঞানীগণ তাহাতে সততই বিরত হয়েন॥ যো-উ ৮৩।

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্যস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃস্ত্রিয়াঃকিমিবশোভনং॥

শকটাদি যন্ত্রবৎ চঞ্চলগতিবিশিষ্ট অঙ্গপঞ্জরধারিণী এবং স্নায়ু, অস্থি ও গ্রন্থিশালিনী মাংসময়ী পুত্তলিকা-সদৃশী রমণীগণের শোভাই বা কি? যো-বা-রা ১।২১।১।

ত্বঙ্মাংস রক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্‌কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয়রম্যঞ্চেৎ কিংমুধা পরিমুহ্যতি॥

নারী-শরীর হইতে ত্বক্,মাংস,রক্ত, বাষ্প ও জল পৃথক্ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, তাহাতে যদি কিছু রমণীয় বলিয়া দৃশ্য হয়, তবেই তাহাতে মোহিত হওয়া বিধেয়, নতুবা বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি?॥ ঐ ২।

মধুমত্তাৎ সুরামত্তাৎ কামমত্তো বিচেতন।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ॥

কামমত্ত পুরুষকে মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচেতন বলিতে হয়, যেহেতু কামী কামাসক্ত হইয়া আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করে না॥ ব্র-বৈপু- ৪।৫৯।১১৫।

শ্লেষ্মণস্তু সমুদ্রেকাদ্‌যথা মধুরতাং ব্রজেৎ।
নিম্বাদিঃ কামজোদ্রেকান্নারীদেহস্তথা সুখং॥

যেমন কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মাদির অধিকতর উদ্রেক হইলে নিম্বাদি তিক্ত বস্তুও মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ কামিদিগের কামকৃত রেতের উদ্রেক হইলে, নিম্বাদিতুল্য নারী-দেহও সুখজনক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৩৯৪।

মুখংদুর্গন্ধনীরাঢ্যং চন্দ্রবদ্ভাতি কামিনঃ।
অক্ষিণী মলসম্পূর্ণে পদ্মপত্রোপমে যথা॥

কামিগণের কামোদ্রেক বশতঃ হর্ষবিরোধি ও গ্লানিজনক দুর্গন্ধ জলাদি বিশিষ্ট নারীমুখও সুধাপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং মলাপূর্ণ চক্ষুদ্বয়ও সুনির্ম্মল পদ্মপত্রের ন্যায় দৃশ্য হয়॥ ঐ ৩৯৫।

কটাক্ষা বামনেত্রণাং নরকগ্রামমার্গণাঃ।
পুষ্পাণীব প্রমত্তস্য কামিনো ভান্তি সর্ব্বদা॥

নরকসমূহের হেতুভূত বিষাক্ত বাণসদৃশ বামলোচনাগণের কটাক্ষও প্রমত্ত কামিদিগের পক্ষে প্রফুল্ল পুষ্প সমূহের ন্যায় দীপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৯৬।

নাসিকা শ্লেষ্মণো মার্গঃ পয়োবদ্ভাতি কামিনঃ।
অধরঃ পায়ুসদৃশো মধুরো ভাতি কামিনঃ॥

শ্লেষ্মানির্গমনের পথস্বরূপ যে নাসিকা কামিদিগের সম্বন্ধে দুগ্ধের ন্যায় আভাত হয় এবং পায়ুসদৃশ অধর-দেশও কামিগণের সম্বন্ধে মধুরের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৯৭।

কেশাস্তমঃসমা অস্যা নেত্রাপ্যায়নকারিণঃ।
মাংসগ্রন্থীস্তনৌ তদ্বদ্ধেমকুম্ভৌ সুপূরিতৌ।
অমৃতেনেব নির্ভাতঃ কামিনো নিজদোষতঃ॥

নারীগণের অন্ধকার সদৃশ শ্যামল কেশজালও কামিগণের তৃপ্তিজনক হয় এবং নারীদিগের প্রচুর মাংসময় স্তনযুগলও কামিগণের নিজদোষ প্রযুক্ত অমৃতপূর্ণ হেমকুম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হয়॥ আত্ম-পু ১।৩৯৮।

উদরং মাংসলং চাস্যা নির্মাংসমথবা পুনঃ।
শ্বশূকরোদরাকারং বিণ্মূত্রাস্থালয়ঃ পরম্।
ভাতি কামগ্রহার্ত্তস্য সদানন্দস্য কারণম্॥

শূকরের উদরতুল্য মাংসল, অথবা কুক্কুরের উদরতুল্য সামান্য মাংসবিশিষ্ট এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের আলয় স্বরূপ যে নারীগণের উদর, তাহাও কামার্ত্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা আনন্দের কারণ হয়॥ ঐ ৩৯৯।

স্ফিজৌ পায়ুনদীতীরভূতে বিষ্ঠানুলেপিতে।
পীবরে জঘনং রম্যং নির্ভাত ইতি কামিনঃ॥

পায়ুরূপ নদীর তীরস্বরূপ বিষ্ঠানুলিপ্ত যে নারীজঘন, তাহাও কামিদিগের সম্বন্ধে রম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০০।

ভগন্দরসমা যোনির্মূত্রগন্ধবিদূষিতা।
কামিনঃ সর্গসদৃশী প্রতিভাতি বিমোহতঃ॥

ভগন্দররোগসদৃশ এবং মূত্রগন্ধাদি দ্বারা বিশেষরূপে দূষিতা যে যোনিদেশ, তাহাও মোহ বশতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে স্বর্গসুখের আস্পদ স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৪০১।

এবমূর্ব্বাদিকৌ পাদাবস্থিস্থূণৌ চ মাংসলৌ।
স্বর্ণরম্ভাসমৌ ভাতঃ কামিনো নিজদোষতঃ॥

এই প্রকারে কামিদিগের নিজদোষ বশতঃ প্রচুর মাংসযুক্ত অস্থিস্তম্ভস্বরূপ উরু প্রভৃতি পাদাগ্র পর্য্যন্ত অবয়বও স্বর্ণনির্ম্মিত রম্ভার ন্যায় দীপ্যমান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০২।

পুরুষস্য যথা কামান্নারী ভাত্যমৃতোপমা।
নার্য্যা অপি তথা কামাৎপুমানমৃততাং ব্রজেৎ॥

আর, কাম বশতঃ পুরুষগণের সম্বন্ধে নারিগণ যদ্রূপ অমৃততুল্য প্রতিভাত হয়, কামহেতু নারীগণের সম্বন্ধে পুরুষগণও তদ্রূপ অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০৩।

এবংকামাগ্নিজে পিত্তে কামিনঃ কুপিতে সতি।
বেত্তি ধর্ম্মং ন চাধর্ম্মং রাত্রিংবা বাসরং তথা॥
আত্মনং চ পরং চৈব সুহৃন্মিত্রাদিকং তথা।
পশ্যন্নপ্যন্ধবৎ স স্যাৎ শৃণ্বন্ স বধিরোপমঃ॥
জিঘ্রন্নিব ঘ্রাণদোষী রসয়ন্ রসনাং বিনা।
ত্বগ্দোষীব স্পৃশন্ বক্তি পণ্ডিতোঽপি জড়ো যথা॥

উক্ত প্রকারে যেমন পিত্তাদি প্রাদুর্ভূত হইলে বিপরীত জ্ঞানের

উদয় হয়, সেইরূপ উন্মাদাদির হেতু কামাগ্নি প্রকুপিত হইলে কামিগণ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাত্রি, দিবা, আত্মীয়, পর, সুহৃৎ (স্নেহবান্) এবং মিত্র প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারে না ; তখন তাহারা নারীগণের অবয়বে দোষ দর্শন করিয়াও দর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বে অন্ধের ন্যায় তাহা অবলোকন করে না এবং দোষ শ্রবণ করিয়াও শ্রবণেন্দ্রিয় সত্ত্বে বধিরের ন্যায় তাহা শ্রবণ করে না, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সত্ত্বে ঘ্রাণরোগির ন্যায় আঘ্রাণ করে না, রসনা ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়াও রসনারহিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করে, স্পর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বেও ত্বগ্দোষীর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে এবং পণ্ডিত হইলেও মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

আত্ম-পু ১।৪০৪-৪০৬।

সপ্রাণোঽপি মৃতপ্রাণো দরিদ্র ইব ভূতিমান্।
প্রভুশ্চ ভৃত্যবদ্ভাতি কামগ্রহসমাবৃতঃ ॥

কামরূপ গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তি বলবান্ হইলেও বলহীনের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও দরিদ্রের ন্যায় এবং প্রভু হইলেও ভৃত্যের ন্যায় নারীগণের নিকট লক্ষিত হইয়া থাকে ॥

ঐ ৪০৯।

বুদ্ধিমানপি দুর্ব্বুদ্ধিঃ সমনা নির্ম্মনা ইব।
নিরহঙ্কারবদ্ভাতি সাহঙ্কারস্বরূপবান্।
অচিত্ত ইব চিত্তেঽস্মিন্ স্থিতে কামী প্রজায়তে ॥

কামুক ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায়, মনোবিশিষ্ট হইয়াও নির্ম্মনের ন্যায়, অহঙ্কারযুক্ত হইয়াও নিরহঙ্কারের ন্যায়, এবং চিত্তবান্ হইয়াও অচিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৪১০।

স তদা ললনাং নেত্রৈঃ পিবত্যবিরতং সদা।
কর্ণাভ্যামপি তামেব শৃণোত্যেকাগ্রমানসঃ ॥

তখন সেই কামার্ত্ত পুরুষ স্ত্রীকে পেয় দুগ্ধাদির ন্যায় চক্ষু দ্বারা আপনার অন্তরে প্রবেশ করায় এবং সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে কর্ণদ্বারা সেই স্ত্রীকৃত শব্দাদি শ্রবণ করিতে থাকে ॥ ঐ ৪১২।

জিঘ্রত্যেতাময়ং কামী ঘ্রাণেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্বাদয়ত্যমুষ্যাঃ সরসং রসনয়া মুহুঃ ॥

তৎকালে সেই কামরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকাদ্বারা ঐ স্ত্রীকেই আঘ্রাণের বিষয় করে এবং রসনেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সরস রসনাদিকেই আস্বাদনের বিষয় করে ॥ ঐ ৪১৩।

স্পৃশত্যেনাং সর্ব্বগাত্রৈঃ স্পর্শনেনাদৃতো হি সঃ।
বক্তি চৈতাং সুখকরীং বচনেন স কামভৃৎ ॥

তখন সেই কামিব্যক্তি কৃতাদর

হইয়া সর্ব্বগাত্রদ্বারা সেই স্ত্রীকেই স্পর্শ করিতে থাকে এবং সর্ব্বদা বাক্যদ্বারা তাহাকেই সুখকরী বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে ॥

আত্ম-পু ১।৪১৪।

আদত্তে চ তথৈবৈনাং হস্তাভ্যামাদৃতো মুহুঃ।
গচ্ছত্যেনামযং কামী পত্ভ্যাং দেবগুরূপমাম্॥

অতঃপর সেই কামুক মনুষ্য পরম সমাদরে তাহাকেই হস্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহাকে দেব বা গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুগমন করিবার কামনায় পদ বিক্ষেপ করিতে থাকে ॥ ঐ ৪১৫।

প্রবর্ত্ততে স্বয়ং কামী বিসর্জ্জয়িতুমপ্যমূম্।
পায়ুনা কিন্তশক্যত্বাৎ কর্ম্মণোহস্মান্নিবর্ত্ততে ॥

সেই কামার্ত্ত পুরুষ পায়ুদ্বারা ঐ স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে অশক্যতা প্রযুক্তই তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্ত হয় ॥

ঐ ৪১৬।

মনসাপি স্মরত্যেব ললনাং নিজদৈববৎ।
ধিয়াপি প্রমিণোত্যেনামাত্মানমিব যোগভৃৎ॥

সেই কামুক ব্যক্তি মনদ্বারা সেই স্ত্রীকেই নিজ ইষ্টদেবের স্থায় স্মরণ করিয়া থাকে এবং যেমন যোগী-গণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে নিশ্চয় করেন, সেইরূপ কামিগণ বুদ্ধিদ্বারা স্ত্রীকেই নিশ্চয় করিয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৪১৭।

চিন্তয়ত্যেব ললনাং কামী বিষ্ণুমহর্নিশম্।
যোগা রুরুক্ষুর্যদ্বৎ স বিশুদ্ধধিষণো নরঃ॥

যোগমার্গে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তি যেমন বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া দিবানিশি কেবল বিষ্ণুরই চিন্তা করে, সেইরূপ কামিগণ একমাত্র স্ত্রীকেই নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ঐ ৪১৮।

আত্মানমপি তামেব মন্যতে কামদীপনাৎ।
যতোহনয়া ভর্ৎসিতোঽপি তামেব বহুমন্যতে ॥

যেহেতু স্ত্রীকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলেও কামোদ্রেক বশতঃ কামি-গণ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করে, এহেতু তাহারা স্ত্রীকেই যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

ঐ ৪১৯।

সাপ্যেনং কামুকং স্বস্য ক্রীড়ামৃগসমং নরম্।
নর্ত্তয়ত্যনিশং দীনং নরো যদ্বদ্ধি মর্কটম্॥

তখন সেই স্ত্রী স্বকীয় ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় ঐ কামাসক্ত পুরুষকে স্বাভিপ্রায় অনুসারে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাইতে থাকে, যেমন মনুষ্য স্বকীয় পালিত দীন বানরকে নিরন্তর স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করায় ॥ ঐ ৪২০।

কচিদেনং মানয়তি বিবিধৈরুপচারকৈঃ।
ভর্ৎসয়ত্যপি কুত্রাপি কর্ণবাণৈঃ সুদুঃসহৈঃ॥

কোন সময়ে ঐ স্ত্রী নানাবিধ সেবাদ্বারা কামুক পুরুষের সম্মান করে, কখন বা কর্ণকুহরে অসহ্য বাক্যরূপ বাণ বর্ষণদ্বারা তাহাকে ভর্ৎসনাও করিয়া থাকে॥

আ-অ-পু ১।৪২১।

পুরুষান্তরসং সক্তা ক্বাপি সুপ্তং নিপাতয়েৎ।
পতিং স্বকীয়ং কুত্রাপি বঞ্চয়েদ্বচনাদিনা॥

কোন সময়ে ঐ স্ত্রী পুরুষান্তরে আসক্তা হইয়া তদ্দ্বারা নিদ্রিত নিজ পতির প্রাণ সংহার করে, কখন নানাপ্রকার কৌশল বাক্যদ্বারা পতিকে বঞ্চনাও করে॥ ঐ ৪২৪।

যোষিত্ত্রিবিধাব্রহ্মন্ গৃহীণাং মূঢ়চেতসাং।
সাধ্বী ভোগ্যাচ কুলটা স্তাঃ সর্ব্বা স্বার্থতৎপরাঃ॥

হে ব্রহ্মন্! বিষয়াসক্ত মূঢ়বুদ্ধি গৃহীগণের স্ত্রী তিন প্রকার। সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। ইহারা সর্ব্বদা কেবল স্বার্থসাধনে তৎপরা॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।২১।

পরলোকভির্বী সাধ্বী তথেহ যশসাত্মনঃ।
কাম স্নেহাচ্চ কুরুতে ভর্ত্তুঃ সেবাঞ্চ সন্ততং॥

উক্ত ত্রিবিধ স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি সাধ্বী, তিনি পরলোক ভয়ে ভীতা হইয়া ইহলোকে আত্মযশঃ প্রকাশ করণার্থ কামের অনুরোধে নিরন্তর পতিসেবা করিয়া থাকেন॥ ঐ ২২।

ভোগ্যা ভোগার্থিনী শশ্বৎ কামস্নেহেন কেবলং।
কুরুতে কান্তসেবাঞ্চ ন চ ভোগাদৃতেক্ষণং॥

আর, ভোগ্যা স্ত্রী ভোগাভিলাষিণী হইয়া কেবল কামানুরোধেই কান্ত সেবা করিয়া থাকে, নতুবা তদ্বিপরীত ভাবই প্রত্যক্ষ হয়॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।২৩।

বস্ত্রালঙ্কার সংভোগং সুস্নিগ্ধাহার মুত্তমং।
যাবৎ প্রাপ্নোতি সাভোগ্যা তাবচ্চ বশগা প্রিয়া॥

সেই ভোগ্যা স্ত্রী যত কাল বস্ত্রালঙ্কার ও সুস্নিগ্ধ আহারাদি উত্তম ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, তত কালই পতিসেবা করিয়া থাকে॥ ঐ ২৪।

কুলাঙ্গার সমানারী কুলটা কুলনাশিনী।
কপটাৎ কুরুতে সেবাং স্বামিনো নচ ভক্তিতঃ॥

এবং কুলটা স্ত্রী কুলনাশিনী ও কুলের অঙ্গার স্বরূপ। কুলটা কামিনী সর্ব্বদা কপটভাবেই স্বামীসেবা করে, কখনই ভক্তি সহকারে পতিসেবা করে না॥ ঐ ২৫।

জারার্থে স্বপতিংতাত হন্তুমিচ্ছতি পুংশ্চলী।
তস্যাং যো বিশ্বাসেন্মূঢ়ো জীবনং তস্য নিষ্ফলং॥

হে তাত! অধিক আর কি বলিব, সেই কুলটা কামিনী উপপতির নিমিত্ত স্বীয় পতিকে হত্যা করিতেও ইচ্ছা করে। অতএব এরূপ নীচাশয়া কামিনীগণকে যে

মূঢ় বিশ্বাস করে, তাহার জীবনই নিষ্ফল ॥ ব্র-বৈ-পু ১।২৩।২৭।

এবং পত্যাদিভিশ্চাত্মান্ স্বানিষ্টান্ পুরুষানপি।
ঘাতয়ত্যাত্মনো নারী সাধ্বী স্বায়তমেধিহ ॥

এইরূপ সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাতা স্ত্রীগণও নিজ গৃহমধ্যে আপনার অনভীষ্ট পুরুষকে পত্যাদির দ্বারা বিনাশ করাইয়াও থাকে ॥

আত্ম-পু ১।৪২৫।

সাধূনপি ক্বচিন্নারী বিড়ম্বয়তি সংসদি।
পিতরং ভ্রাতরং পুত্রং ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
অপ্যল্পে হি স্বকার্য্যে সা বধূর্হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

নারীগণ সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণকেও কোন সময়ে সভামধ্যে মিথ্যাবাক্য দ্বারা উপহাসের যোগ্য করিয়া থাকে এবং তাহারা কখন স্বকীয় অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকেও অনায়াসে বিনাশ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই ॥

ঐ ৪২৭।

সঙ্গে বধ্বা ভবেদ্দুঃখমিহ জন্মনি নিশ্চিতম্।
মৃতস্তু নরকস্তদ্বৎ কোঽস্যাঃ সঙ্গং সমাচরেৎ ॥

অতএব স্ত্রীগণে আসক্ত হইলে ইহলোকে যে দুঃখভোগ করিতে হয়, ইহা নিশ্চয়, আর মরণান্তে পরলোকে এই প্রকার নরকবাসরূপ দুঃখভোগও অনিবার্য্য ; এই নিমিত্ত উভয় লোকে সুখেচ্ছুক পুরুষ স্ত্রীগণে আসক্ত হইবেন না ॥

আত্ম-পু ১।৪২৮।

যথা নারী দুঃখকরী কামিনঃ পুরুষস্য হি।
নার্য্যা অপি চ কামিন্যাঃ পুমান্ দুঃখকরস্তথা ॥

আর কামুক পুরুষের সম্বন্ধে নারী যেরূপ দুঃখকরী, কামুক স্ত্রীগণের সম্বন্ধে পুরুষও তদ্রূপ দুঃখকর, ইহার কোন সংশয় নাই ॥

ঐ ৪৩৬।

ততো দুঃখকরঃ কামো ন নারী ন নরোঽপি চ।
এবং বিজ্ঞায় মতিমান্ কামংশত্রুমিমং ত্যজেৎ ॥

অতএব স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে কেহ কাহারও দুঃখকর নহে, কেবল কামই পুরুষ ও স্ত্রীগণের দুঃখকর, এইরূপ অবধারণ করতঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই কামরূপ শত্রুকে পরিত্যাগ করিতে সচেষ্টিত হইবেন, তাহা হইলে কোনরূপ দুঃখানুভব করিতে হইবে না ॥

ঐ ৪৩৭।

কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাস মিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেত্ততোঽস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥

স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আভাসমাত্র বোধ করিয়া জীব যত দিন স্বতন্ত্র না হয়, তত দিন তাহার "আমি পুরুষ" ও "ইনি স্ত্রী" এইরূপ

ভেদজ্ঞান বিরত হয় না। ভেদ-জ্ঞান বিরত না হওয়াতে "আমি ভোগী ও ইনি আমার ভোগ্যা" এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥ ভা-পু ৭।১২।৮।

ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং ন পুংসকঃ।
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা দেহী স জীবিনঃ॥

বস্তুতঃ স্ত্রী কেহ নহে, পুরুষও কেহ নহে এবং নপুংসকও কেহ নাই; কেবল একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই দেহ ধারণ করিয়া সকল বিষয় দর্শন করেন ॥ শি-গী ২।১৪।

আত্মা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃকান্তঃ সর্ব্ব এব সহোদরাঃ॥

যখন একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই সর্ব্বদেহে বিরাজমান রহি-য়াছেন, তখন কে কাহার স্ত্রী এবং কেই বা কাহার পতি হইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই সহোদর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে॥ ঐ ১৮।

কাকস্য পত্নী কঃ কোবা কন্তা বা ভুবনত্রয়ে।
মূর্খাংশ্চ বঞ্চনং কর্ত্তুং করোতি মায়য়া হরেঃ॥

ত্রিভুবনে কেহ কাহারও পত্নী বা কেহ কাহারও পতি নহে। কেবল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীহরির মায়াতে মুগ্ধ হইয়া ঐ অনিত্য বিষয়ে আসক্তি নিবন্ধন পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৮০।

কাদিগ্‌ভূতত্তয়াচেতো ঘনগর্দ্ধান্ধমাকুলং।
পরংমোহমুপাদত্তে যূথভ্রষ্টমৃগো যথা॥

আবার যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ দিগ্‌ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া কোন্ দিকে ধাবমান হইবে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না, তাহার ন্যায় পুরুষগণ স্ত্রীর ভরণ-পোষণার্থ ধনলোভে অন্ধপ্রায় হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহামোহ প্রাপ্ত হয় ॥ যো-বা-রা ১।২১।৩৩।

যত্যসত্তিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোত্তমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥

জীব যদি সৎপথে থাকিয়াও শিশ্ন ও উদরের প্রয়াস-সহকারে অসাধু ব্যক্তিদিগের সহিত ক্রীড়া করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ভা-পু ৩।৩১।৩২।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সঙ্ক্ষয়ম্॥
তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্ম স্ব সাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥

অশান্ত, মূঢ় ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের এবং শোচনীয় ক্রীড়ামৃগ স্ত্রীগণের সাহ-চর্য্যে সত্য, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, মুনিব্রত

বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে॥

ভা-পু ৩।৩১।৩৩-৩৪।

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথাসৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥

স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সাহচর্য্যে পুরুষের যেরূপ মোহ এবং বন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য কাহারও সংসর্গে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ঐ ৩৫।

জহ্যাদ্যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বাপি তরংগুরুং।
তস্যাং সত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্যস্তেনহ্যজিতোজিতঃ॥

দেখ, এই জগতে কেহই ঈশ্বরকে জয় করিতে পারে না বটে, কিন্তু যে স্ত্রীর নিমিত্ত মনুষ্য আপনার প্রাণকেও পরিত্যাগ করে এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকেও নষ্ট করে, যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীতে মমতা পরিত্যাগ করেন, তিনিই সেই ঈশ্বরকে পরাজয় করেন॥ ভা-পু ৭।১৪।১১।

কৃমি বিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং কেদংতুচ্ছংকলেবরং।
ক তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্কায়মাত্মানভশ্ছদিঃ॥

যাহা অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবে, তাহাই এই তুচ্ছ কলেবর, এই কলেবরের নিমিত্ত যাহাতে আসক্তি হইয়া থাকে, সেই এই স্ত্রী; আর যিনি (আপন মহিমা দ্বারা) আকাশকেও আচ্ছন্ন করেন, তিনিই এই আত্মা; অহো! এই তিন বস্তু পরস্পর কি বিসদৃশ!॥

ভা-পু ৭।১৪।১২।

যদান পশ্যত্যযথাগুণেহাং
স্বার্থেপ্রমত্তঃ সহসাবিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্বিন্দতি তত্রতপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ॥

স্বার্থসাধনে উন্মত্ত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যত দিন ইন্দ্রিয়চেষ্টাকে অহিতসাধক বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তত দিন আপনার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত এবং মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীসঙ্গজন্য সুখে পরিপূরিত গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাপিত হন॥ ভা-পু ৫।৫।৭।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনী ভাবমেতং
তয়োর্মিথোহৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতোগৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোয়মহং মমেতি॥

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনই তাহাদিগের উভয়ের হৃদয়-গ্রন্থি স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই মিলন হইতেই গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় ব্যক্তিগণের প্রতি মনুষ্যের "আমি" ও "আমার" এইরূপ অভিমান জন্মে॥ ঐ ৮।

যদা মনো হৃদয়গ্রন্থিরস্য
কর্ম্মানুবদ্ধো দৃঢ় আশ্লথেত॥

তদা জনঃ সংপরিবর্ত্তেহস্ম-
মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুং ॥

যখন জ্ঞান প্রভাবে কর্ম্মজনিত সুদৃঢ় মনোরূপ হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়া আইসে, পুরুষ তখনই স্ত্রীর সাহচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদে আরোহণ করে ॥ ভা-পু ৫।৫।৯।

বিংশ অধ্যায়।

——oo——

জীবের বৃদ্ধাবস্থার দোষ বর্ণন।

অপর্য্যাপ্তংহি বালত্বং বলাৎ পিবতি যৌবনং।
যৌবনঞ্চ জরাপশ্চাৎ পশ্যকর্কশতাং মিথঃ ॥

অপর্য্যাপ্ত বাল্যাবস্থাকে যৌবনাবস্থা পান করে, পশ্চাৎ কর্কশ জরাবস্থা সমাগত হইয়া যৌবনাবস্থাকে দূরীভূত করিয়া শরীরের সমস্ত অনিষ্টাচরণ করে ॥ যো-বা-রা ১।২২।১।

হিমাশনি রিবাম্ভোজং বাত্যেব শরদম্বুকং।
দেহং জরানাশয়তি নদীতীর তরুং যথা ॥

হিম যেমন পদ্মকে, প্রবল বাত্যা যেমন শরদম্বুকণাকে এবং নদী যেমন তৎতীরস্থিত তরুগণকে বিনষ্ট করে, জরাও সেইরূপ জীবদেহকে বিনাশ করে ॥ ঐ ২।

শিথিলা দীর্ঘসর্ব্বাঙ্গং জরাজীর্ণ কলেবরং।
সমংপশ্যন্তি কামিন্যঃ পুরুষং করভং যথা ॥

সর্ব্বশিথিলাঙ্গ ও জরাজীর্ণ কলেবর পুরুষকে কামিনীকুল করভ অর্থাৎ নাসাবিদ্ধ গোবৃষের ন্যায় দর্শন করে ॥ যো-বা-রা ১।২২।৩।

অনায়াস কদর্থিন্যা গৃহীতেজ্জরসাঙ্গনে।
প্রলাপ্যগচ্ছতিপ্রজ্ঞা সপত্নোবাহতাঙ্গনা ॥

যেমন এক পত্নী অন্য সপত্নী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ দুঃখ প্রদায়িনী জরা পুরুষকে বশীভূত করিলে পর সর্ব্বভাব নিশ্চয় কারিণী প্রজ্ঞা জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, অর্থাৎ জরাবস্থায় বুদ্ধির লোপ হয় ॥ ঐ ৪।

শশিনীর হিমার্ত্তানাং ঘর্ম্মার্ত্তানাং রবাবিব।
মনো ন রমতে স্ত্রীণাং জরাজীর্ণেন্দ্রিয়ে পতে ॥

যেমন হিমার্ত্ত লোকের চন্দ্রকিরণে ও ঘর্ম্মার্ত্ত লোকের রবিকিরণে মনোরঞ্জন হয় না, স্ত্রীলোকের পক্ষে জীর্ণেন্দ্রিয় পতিও তদ্রূপ ॥ হি-উ।

দাসাঃ পুত্রাস্ত্রিয়শ্চৈব বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
হসন্ত্যুন্মত্তকমিব নরং বার্দ্ধককম্পিতং॥

স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, বান্ধব ও সুহৃদ্‌গণ, বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত পুরুষের কম্পিত কলেবর দর্শন করিয়া তাহাকে উন্মত্ত বোধ করতঃ হাস্য করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ১।২২।৫।

পুত্রাদয়োঽপি তন্নৈব মন্যন্তে জরঠং জনাঃ।
অপি বিদ্যাধনৈর্যুক্তং কিমু মূর্খঞ্চ নির্দ্ধনং॥

যখন বিদ্বান্ ও ধনশালী বৃদ্ধকে তাহার পুত্রাদিও আদর করে না, তখন নির্দ্ধন ও মূর্খ ব্যক্তিকে অপর লোকে যে অনাদর করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? ॥ আত্ম-পু ১।৫৪৯।

যামবস্থাং পুরা বালো প্রাপ্তবাংস্তাং পুনর্জনঃ।
প্রাপ্নোতি বৃদ্ধতাং প্রাপ্যনিন্দয়া সহিতামিহ॥

মনুষ্য বাল্যকালে যে পারতন্ত্র্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধকালেও পুনরায় সেই পরাধীনতাবস্থাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বাল্যকালে পরাধীনতায় কোন নিন্দা থাকে না, বৃদ্ধকালে বিশেষরূপ নিন্দা প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহাই বৃদ্ধাবস্থার বিশেষ॥ ঐ ৫৫০।

বালং নৈববিনিন্দন্তি শক্তিহীনং মলাবৃতং।
বৃদ্ধন্ত তামসং দৃষ্ট্বা নিন্দন্তি প্রাকৃতা জনাঃ॥

শক্তিহীন ও মলাবৃত বালককে দর্শন করিয়া কেহই নিন্দা করে না, কিন্তু মালিন্যাদি তমোগুণের লক্ষণযুক্ত বৃদ্ধকে দেখিয়া পামর লোকেরা প্রায়ই নিন্দা করিয়া থাকে॥

আত্ম-পু ১।৫৫১।

দুঃপ্রেক্ষ্যংজরঠং দীনং হীনং গুণ পরাক্রমৈঃ।
গৃধ্রোবৃক্ষমিবাদীর্ঘং গর্দ্ধোহভ্যেতি বৃদ্ধকং॥

গৃধ্রপক্ষী যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে, বিষয়াভিলাষও সেইরূপ দুষ্প্রেক্ষ (দৃষ্টিহীন), ভোগহীন, গুণপরাক্রমবর্জ্জিত জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে সকল সুখে বঞ্চিত হইলেও বিষয়াশার শান্তি হয় না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ১।২২।৬।

দৈন্য দোষময়ীদীর্ঘ। হৃদিদাহ প্রদায়িনী।
সর্ব্বদা মে বালসখী বার্দ্ধকে বর্দ্ধতেস্পৃহা॥

দৈন্যদোষময়ী অন্তর্দ্দাহপ্রদায়িনী সুদীর্ঘ বিষয়বাসনা বালসখীর ন্যায় বৃদ্ধকালে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে॥ ঐ ৭।

কর্ত্তব্যং কিং ময়াকষ্টং পরত্রাপ্যতি দারুণং।
অপ্রতীকার যোগ্যং হি বর্দ্ধতে বার্দ্ধকে ভয়ং॥

হায়! কি কষ্ট, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? এবম্প্রকার প্রতীকার-

বিহীন পারলৌকিক দারুণ ভয় বার্দ্ধক্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥

যো-বা-রা ১।২২।৮।

কোহং বরাকঃ কিমিব করোমি কথমেব চ।
তিষ্ঠামি মৌনমেবেতি দীনতোদেতি বার্দ্ধকে ॥

আমি কে? আমি অতি অধম! আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি! এখন কি করি? কি রূপেই বা অবস্থিতি করি? অথবা এক্ষণে আমি মৌন হইয়াই থাকি, ইত্যাদি রূপ দীনতা বৃদ্ধাবস্থায় উদয় হয় ॥ ঐ ৯।

কথং কদামে কিমিব স্বাদুস্বাদ্ভোজনং জনান্।
ইত্যজস্রং জরাচৈবাং চেতোদহতি বার্দ্ধকে ॥

বার্দ্ধক্যে জরার উদয় হইলে কিরূপে,কখন,কি স্বাদু দ্রব্য ভোজন করিব, অজস্র এই সকল চিন্তায় নিরন্তর চিত্তদাহ হইতে থাকে ॥

ঐ ১০।

ধনাশা জীবিতাশা চ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাংসদা।
বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী ॥

প্রাণীমাত্রেরই ধনাশা ও জীবিতাশা সর্ব্বদা অতি গুরুতরা কিন্তু বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষা গুরুতরা ॥ হি-উ।

নোপভোক্তুং ন চ ত্যক্তুংশক্নোতি বিষয়ান্ জরা।
অস্থিনির্দ্দশনঃ শ্বেব জিহ্বয়া লেঢ়ি কেবলং ॥

বৃদ্ধলোক বিষয়াদি উপভোগ করিতেও পারে না এবং ত্যাগ করিতেও পারে না, যেমন দশনহীন কুক্কুর জিহ্বা দ্বারা অস্থি কেবল লেহন করে মাত্র ॥ হি-উ।

গর্দ্ধোভ্যুদেতিনোল্লাসমুপভোক্তুং ন শক্যতে।
হৃদয়ং দহ্যতেনূনং শক্তিদৌস্থ্যেন বার্দ্ধকে ॥

বার্দ্ধক্যে বিষয়ভোগস্পৃহা সমুদ্ভূতা হয়, কিন্তু উপভোগ করণের শক্তি না থাকায় বিষাদ জন্মে এবং শক্তিহীনতা প্রযুক্ত হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে ॥ যো-বা-রা ১।২২।১১।

শূন্যংনগরমাভাতি ভাতিছিন্নলতোদ্রুমঃ।
ভাত্যনাবৃষ্টিমান্ দেশো ন জরা জর্জ্জরংবপুঃ ॥

বরং জনশূন্য নগর, লতাবিরহিত বৃক্ষ ও বৃষ্টিহীন দেশ কথঞ্চিৎ সুদৃশ্য বলিয়া বোধ হয়, তথাপি জরা জর্জ্জরিত দেহের কিছুমাত্র শোভা নাই ॥ ঐ ১৬।

মরণস্যমুনেরাজ্ঞো জরাধবলচামরা।
আগচ্ছতোগ্রেনির্যাতি স্বাধিব্যাধি পতাকিনী ॥

হে মুনে! মৃত্যুরাজ অনতিবিলম্বেই আগমন করিবেন, এই নিমিত্ত আধি ব্যাধিরূপ তদীয় সৈন্য সামন্তগণ জরারূপ শ্বেতচামর ধারণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইতে থাকে ॥

ঐ ২৯।

জরাতুষারবলিতে শরীরসদনান্তরে।
শক্তু বন্ত্যক্ষশিশবঃ স্পন্দিতুংনমনাগপি ॥

যেমন শীতার্ত্ত বালকগণ তুসারা-

চ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করতঃ শরীরের অবশতা প্রযুক্ত ক্রীড়া করণে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ জরাক্রান্ত শরীরের অবশতা জন্য ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অশক্ত হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে ক্রমে অবশ হইয়া যায়, ফলতঃ অকর্ম্মণ্য হইতে হয়॥ যো-বা-রা ১।২২।৩১।

জরাজর্জ্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃক্রমাৎ।
বিগলচ্ছীর্ণদশনো বলী স্নায়ুশিরাবৃতঃ॥

মানবগণের বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, তাহাদের সমুদায় অঙ্গাবয়ব ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। শরীর জরা দ্বারা জর্জ্জর হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের দন্ত শীর্ণ হইয়া বিগলিত হইতে থাকে এবং তাহাদের শরীর বলি, স্নায়ু ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়। বি-পু ৬।৫।২৭।

দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমান্তর্গততারকঃ।
নাসাবিবরনির্যাতলোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ॥

তাহাদের চক্ষু এরূপ তেজোহীন হয় যে, তাহারা ক্ষুদ্র বস্তু মাত্রই দেখিতে পায় না। তাহাদের চক্ষুর তারা নিম্নগত হয়, নাসাবিবর হইতে লোমপুঞ্জ নির্গত হইয়া পড়ে এবং শরীর সর্ব্বদা কম্পিত হইতে থাকে॥ ঐ ২৮।

প্রকটীকৃতসর্ব্বাস্থির্নতপৃষ্ঠাস্থিসংহতিঃ।
উৎসন্নজঠরাগ্নিত্বাদল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ॥

তাহাদিগের সমুদায় অস্থি প্রকটিত হয় এবং পৃষ্ঠাস্থির সমুদায় সন্ধিস্থল বক্রভাব ধারণ করে। তাহাদিগের জঠরাগ্নি বিধ্বস্ত হওয়াতে তাহারা যথোপযুক্ত আহার বা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না॥

বি-পু ৬।৫।২৯।

কৃচ্ছ্রচংক্রমণোত্থানশয়নাসনচেষ্টিতঃ।
মন্দীভবচ্ছ্রোত্রনেত্রঃ স্রবল্লালাবিলাননঃ॥

বৃদ্ধগণ অতিকষ্টে গমন, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। তাহাদিগের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি অতীব ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাহাদিগের মুখে লাল নির্গত হওয়াতে তাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত অবস্থায় অবস্থান করে॥ ঐ ৩০।

অনায়ত্তৈঃ সমস্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ।
তৎক্ষণেঽপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাখিলবস্তুনাম্॥

কোন ইন্দ্রিয়ই তাহাদিগের আয়ত্ত থাকে না। তাহারা সর্ব্বদাই মৃত্যুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করে। তাহারা ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে বস্তু দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহাও তাহাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না॥ ঐ ৩১।

সকৃদুচ্চরিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ।
শ্বাসকাশমহায়াসসমুদ্ভূত প্রজাগরঃ॥

একটী বাক্য মাত্র উচ্চারণ করিতে হইলেও তাহারা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্বাস, কাশ প্রভৃতি দ্বারা মহাকষ্ট হওয়াতে রাত্রিকালে তাহাদিগের নিদ্রাও হয় না॥ বি-পু ৬।৫।৩২।

অন্যেনোত্থাপ্যতেঽন্যেন তথা সংবেশ্যতে জরী।
ভৃত্যাত্মপুত্রদারাণামবমানাস্পদীকৃতঃ॥

জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি উত্থাপন ও উপবেশন করাইয়া দেয়। আপনার ভৃত্য, পুত্র ও স্ত্রী ইহারা সকলেই তাহাকে অবমাননা করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৩।

প্রক্ষীণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসস্পৃহঃ।
হাস্যঃ পরিজনস্যাপি নির্ব্বিণ্ণাশেষবান্ধবঃ॥

বৃদ্ধ ব্যক্তি শৌচাচারের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সে ব্যক্তি আহার বিহারে স্পৃহাবান্ হয়, কিন্তু তাহার পরিজনগণ তাহাকে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে এবং তাহার পূর্ব্বকার বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়॥ ঐ ৩৪।

অনুভূতমিবান্যস্মিন্ জন্মন্যাত্মবিচেষ্টিতম্।
সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিশ্বসিত্যভিতাপিতঃ॥

তাঁহারা জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের ন্যায় যৌবন কালের বিষয় সকল স্মরণ করতঃ সাতিশয় পরিতপ্ত হৃদয়ে নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে॥ বি-পু ৬।৫।৩৫।

এবমাদীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় বৈ।
মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি॥

মানবগণ বার্দ্ধক্যাবস্থায় এতৎ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া মরণকালে যে সকল দুঃখ অনুভব করে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ঐ ৩৬।

শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা ভৃশম্।
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানলবান্বিতঃ॥

মৃত্যুকালে প্রাণিগণের গ্রীবা ও হস্ত পদাদি সমুদায় শ্লথ হইয়া পড়ে এবং ভীষণ কম্প উপস্থিত হয়; কখন কখন অল্পমাত্র জ্ঞানের উদয় হয়, কখন বা শারীরিক গ্লানির অধীন হইয়া পড়ে॥ ঐ ৩৭।

হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু।
এতে কথং ভবিষ্যন্তি মমেতি মমতাকুলঃ॥

তৎকালে আমার সুবর্ণ, ধান্য, তনয়, ভার্য্যা, ভৃত্য ও গৃহ এই সকলের উপায় কি হইবে, এইরূপ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তি যার পর নাই আকুল হইয়া পড়ে॥ ঐ ৩৮।

মর্ম্মভিদ্ভির্ম্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিববন্ধনঃ॥

তৎকালে ক্রকচ অর্থাৎ করাতের ন্যায় ও দারুণ যমরাজের শরসমুহের ন্যায় উগ্র ও মর্ম্মভেদক মহারোগ দ্বারা তাহাদিগের অস্থিবন্ধন সমুদায় ছিদ্যমান হইতে থাকে॥ বি-পু ৬।৫।৩৯।

বিবর্ত্তমানতারাক্ষিহস্তপাদঃ মুহুঃক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠকণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে॥

তৎকালে তাহাদিগের অক্ষিতারকা বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহারা পুনঃ পুনঃ হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হয় এবং কণ্ঠদেশে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইতে থাকে॥ ঐ ৪০।

নিরুদ্ধকণ্ঠো দোষৌঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা॥

মৃত্যুকালে শ্লেষ্মাদি দোষে মনুষ্যদিগের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তৎকালে তাহারা উদান শ্বাস দ্বারা নিপীড়িত,মহাতাপে সন্তপ্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা অতীব কাতর হইতে থাকে॥ ঐ ৪১।

নীয়তে মৃত্যুনা জন্তুঃ পরিষক্তোঽপি বন্ধুভিঃ।
সাগরান্তর্জ্জলগতো গরুড়েনেব পন্নগঃ॥

গরুড় যেরূপ সমুদ্রগর্ভস্থ সর্পকে লইয়া প্রস্থান করে, মৃত্যুও সেইরূপ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেহীকে লইয়া গমন করে॥ শি-গী ৮।৫৪।

বান্ধবেষু ভৃশং শব্দান্ মুঞ্চৎসু যমকিঙ্করাঃ।
নয়ন্ত্যেনং যথা রাজভৃত্যা জ্ঞাতাপরাধকম্॥

তৎকালে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বান্ধবগণ শোকে অভিভূত হইয়া অতিশয় শব্দ করিয়া রোদন করিতে থাকে, কিন্তু যমকিঙ্করগণ তাহাদের রোদনে অনাদর করিয়া কৃতাপরাধী ব্যক্তিকে যেমন রাজভৃত্যগণ লইয়া যায়, তদ্রূপ সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে লইয়া স্বস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়॥

আত্ম-পু ১।৫৭২।

দ্বাসপ্ততিসহস্রাণাং নাড়ীনামিহ বন্ধনম্।
শরীরে ছিদ্যতে তস্য মৃত্যুনা জনঘাতিনা॥
মৃত্যুঃকালকুঠারেণ ছিনত্ত্যস্যাঙ্গবন্ধনম্।
যথা প্রকুপিতঃ কশ্চিদ্ধালিকঃ কদলীবনম্॥

তখন জনঘাতী নির্দ্দয় মৃত্যু সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীরান্তর্বর্ত্তী দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর বন্ধন ছেদন করিয়া যেমন কোন হলবাহক প্রকুপিত হইয়া কদলীবন বিনাশ করে, তদ্রূপ কালরূপ কুঠার দ্বারা তাহার দেহ বন্ধন, অর্থাৎ প্রাণের সহিত দেহসম্বন্ধ অনায়াসেই ছেদন করিয়া ফেলে॥ ঐ ৫৭৩-৫৭৪।

পাদাগ্রাৎ কেশপর্য্যন্তং সর্ব্বতো রোমকূপকে।
কার্য্যন্তে বেদনাস্তত্র মৃত্যুনা দুঃসহা নৃণাম্ ॥

মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির পাদাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত রোমকূপে অতি দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয় ॥ আত্ম-পু ১।৫৭৫।

কোট্যর্দ্ধ সহিতাস্তিস্রঃ কোট্যঃ সূচ্যঃ সুতীক্ষ্ণকাঃ।
যাদৃক্ শরীরিণঃ কুর্য্যুস্তাদৃগ্দুঃখং মৃতৌ নৃণাম্ ॥

জীবিত শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র এককালীন বিদ্ধ করিলে শরীরিদিগের যাদৃশ দুঃখ বোধ হয়, মৃত্যুকালে মনুষ্যগণের তাদৃশ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে (১) ॥ ঐ ৫৭৬।

ত এনংভৎর্সয়ন্ত্যাদাবাগত্যাপুরতো ভটাঃ।
ধিক্ ত্বাং মনুষ্যদেহস্থং পাপিনং স্বাত্মঘাতকম্।
যেন ত্বয়া শরীরেঽস্মিন্ন কৃতং স্বহিতংকচিৎ ॥

যমদূতগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট আগমন করতঃ সেই পাপীকে স্বস্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়া তাহাকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভৎর্সনা করিতে থাকে যে—রে আত্মঘাতি মনুষ্যদেহধারী পাপি! তোমায় ধিক্, যেহেতু তুমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবধি স্বীয় হিতজনক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল আপনার পুত্রকলত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণার্থ নিয়ত ভ্রমণ করিয়াছ ॥ আত্ম-পু ১।৫৮৬।

অয়ং শত্রুরিদং মিত্রমুদাসীনস্ত্বযং মম।
ইত্যাদি বুদ্ধিমোহেন ভবতা বঞ্চিতা ভবান্ ॥

এবং এই ব্যক্তি আমার শত্রু,

(১) শরীর হইতে প্রাণ বহির্গমনকালে শরীরিগণ মহাদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এস্থলে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, মৃত্যু কি সকলের পক্ষেই দুঃখজনক অথবা কোন ব্যক্তিদিগের সুখজনক বলিয়া বোধ হয়? কিম্বা সকলেরই তুল্যগতি, কেবল যোগিগণের বিশেষ আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে যে "দেহান্তে মূর্খ (শাস্ত্রজ্ঞানরহিত), ধারণাভ্যাসী (যিনি নিয়তকাল প্রাণ ও মনকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করিতে সমর্থ) এবং যুক্তিমান্ (নাড়ীদ্বার বিশেষ নির্গমন প্রবেশ দ্বারা পরশরীরে প্রবেশের কৌশলজ্ঞযোগী) এই তিন প্রকার মুমূর্ষু পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অভ্যাস ধারণানিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখানুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদিগের ধারণা অভ্যাস নাই ও যাহারা যুক্তিযুক্তও নহে, সেই বিষয়নিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তিরাই মৃত্যুকালে দুঃখ ভোগ করে। বাসনার বশীভূত অস্বাধীন চিত্ত ব্যক্তিরা ছিন্ন অম্বুজের ন্যায় পরমদীনতা প্রাপ্ত হয়। অশাস্ত্র দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে এবং যাহারা অসজ্জনপরায়ণ, তাহারা মৃত্যুকালে অনলদগ্ধের ন্যায় অন্তর্দাহ অনুভব করে। যখন ঘর্ঘরকণ্ঠত্ব ও দৃষ্টিবৈরূপ্য উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি দীনচেতা হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার দিবা পরম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, আলোকরহিত ও সমুদিত তারকা সম্পন্ন এবং দিঙ্মণ্ডল বারিদমণ্ডল সমাকুল, নভোমণ্ডল শ্যামীভূত, মর্ম্মবেদনা সমুপস্থিত এবং দৃষ্টিমণ্ডল একবারে ভ্রমসমাকুল হইয়া উঠে। তখন সেই ঘন নিদ্রোন্মুখ ব্যক্তি কখন বসুধাকে আকাশীভূত, কখন খাম্বর পৃথ্বীভূত, কখন অর্ণবের আবর্ত্তের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল বিঘূর্ণিত এবং আপনাকে কখন আকাশে নীয়মান, কখন অন্ধকূপে নিপতিত ও কখন বা শিলান্তর্যোজিত বলিয়া অনুভব করে। তৎকালে সেই স্বদুঃখ বর্ণনোন্মুখ ব্যক্তি বর্ণোচ্চারণে অসমর্থ হইয়া ভিন্ন হৃদয়ের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া থাকে ॥" যো-বা-রা ৩।৫৪ অধ্যায়।

এই ব্যক্তি আমার মিত্র, এই ব্যক্তি উদাসীন, অর্থাৎ শত্রুও নহে, মিত্রও নহে,ইত্যাদি প্রকার মোহযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা তুমি আপনিই আপনার আত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছ ॥

আত্ম-পু ১।৫৮৭।

শত্রুস্ত্বমেব ভবতো নান্যঃ কোঽপি হি বিদ্যতে।
যেন ত্বয়া নৈব কৃতমাত্মনো বন্ধমোচনম্ ॥

তোমার শত্রু বলিয়া তুমি সর্ব্বদা যাহাদিগের দ্বেষ করিয়াছিলে, তাহারা কেহই তোমার প্রকৃত শত্রু নহে, কিন্তু তুমি আপনিই আপনার শত্রু, কারণ মোক্ষসাধনের প্রধান উপায় স্বরূপ মানবদেহ লাভ করিয়া আপনার বন্ধনমোচনের উপায় কিছুই কর নাই, অতএব তুমি আপনিই যে আপনার শত্রু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

ঐ ৫৮৮।

দেহোপভোগসিদ্ধ্যর্থং পুত্রদারধনাদিকম্।
আশ্রিত্য ভবতা কিঞ্চিন্ন কৃতং সুকৃতংবত ॥

এই বিনাশশীল দেহের উপভোগ সিদ্ধির নিমিত্ত দারা, পুত্র ও ধনাদিকে আশ্রয় করতঃ পুণ্যলেশমাত্রও না করিয়া রাশি রাশি পাপসঞ্চয় করিয়াছ ॥ ঐ ৫৯৪।

অপি ক্লেশো হি ভবতি সুকৃতস্য সমর্জ্জনে।
স্বল্পঃ সোঽপি ন চাত্রাস্তি পরমাত্মবিচিন্তনে ॥

সুকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে স্বল্পমাত্রও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পরমাত্ম-চিন্তায় কোন কষ্টই নাই, অতএব কেনই বা পরমাত্মার চিন্তা না করিয়াছ? ॥ আত্ম-পু ১।৫৯৫।

অপি চেন্নির্গুণং ব্রহ্ম জ্ঞাতুং নৈব ভবান্ ক্ষমঃ।
কস্মাত্তদুপাসনং তস্য ন কৃতং সু...ত্বয়া ॥

যদিও নির্গুণ ব্রহ্মের পরিজ্ঞান বিষয়ে অসমর্থ হইয়াছিলে, তবে কেনই বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর নাই, যাহা অপেক্ষা সুখাস্পদ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঐ ৫৯৬।

অপি পাপকৃতো যাবৎ ক্লেশস্তে সমভূদিহ।
তস্য লেশোঽপি সুকৃতে ন ভবেৎ স্বর্গদে নৃণাম্ ॥

যদিও উপাসনাদি কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাক, তবে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যতদূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহার লেশমাত্রও যাহাতে নাই, এতাদৃশ স্বর্গফলপ্রদ ভগবানের নামকীর্ত্তনই বা কেন না করিয়াছ ?॥

ঐ ৫৯৭।

পরদোষাস্ত্বয়া যদ্বৎ সাবধানেন নিশ্চিতাঃ।
সর্ব্বদৈব তথাত্মা কিং ক্ষণমাত্রং ন চিন্তিতঃ ॥

যেমন তুমি সর্ব্বদা সাবধানে পরদোষের অবধারণ করিয়াছিলে,

সেইরূপ ক্ষণমাত্রও আত্মাবধারণ বিষয়ে কেন চিন্তা কর নাই ? ॥

আত্ম-পু ১।৫৯৮।

যথা পরবিনাশার্থমুদ্যমো ভবতা কৃতঃ।
তথা স্বল্পোঽপি কস্মান্ন স্বর্গমোক্ষকৃতে কৃতঃ ॥

তুমি যে পরিমাণে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিয়াছিলে, তাহা অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণেও স্বর্গ ও মোক্ষের নিমিত্ত কেনই বা উদ্‌যোগ কর নাই ? ॥ ঐ ৫৯৯।

মত্তো ন বলবান্ কশ্চিল্লোকেঽস্মিন্ বিদ্যতে পুমান্।
এবং প্রবৃত্তং কো বা মাং শিক্ষয়েদিতি দুর্দ্ধিয়া ॥
বিচার্য্যবহুশোদর্পাৎ প্রবৃত্তঃ পাপকর্ম্মণি।
ভবাম্মুজ্‌ঝিতমর্য্যাদো লোকশোককরঃ সদা ॥

তুমি পূর্ব্বে নিজবলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া বলিয়াছিলে যে, "আমি অতি বলবান্, আমা অপেক্ষা জগতে বলবান্ পুরুষ আর কে আছে এবং আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই বিষয়ে আমাকে কে শিক্ষা প্রদান করিতে পারে" ? এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-বলে তুমি বহুবিধ বিচার করিয়া সদর্পে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া মর্য্যাদা ত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা লোকের শোকোৎপাদন করিয়াছিলে ॥ ঐ ৬০১-৬০২।

তস্ত তে দুর্দ্ধিয়ো নিত্যং লোকোপদ্রবকারিণঃ।
শাসিতারো বয়ম্প্রাপ্তাস্ত্বত্তোঽপি বলবত্তমাঃ ॥

তুমি লোক সকলের উপদ্রবকারী এবং সর্ব্বদা দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন, আমরা তোমার শাসনকর্ত্তা ও তোমাপেক্ষা অধিকতর বলশালী, অতএব এক্ষণে আমরা তোমার শাসনার্থ আগমন করিয়াছি ॥ আত্ম-পু ১।৬০৩।

ত্বৎকৃতং সকলস্মিল্লো দুষ্কৃতং যমকিঙ্করাঃ।
বাসরাদিভিরত্যর্থং শ্রাবিতং যমসংসদি ॥

পুণ্য ও পাপকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ দিবা প্রভৃতি যমচরগণ কর্ত্তৃক যম-সভায় শ্রাবিত ত্বৎকৃত পাপ সকল আমাদের অবিদিত নাই, কারণ আমরা যমের কিঙ্কর ॥ ঐ ৬০৪।

ইত্যাদিবচনান্যুক্ত্বা বধ্বা পাশৈঃ সুদারুণৈঃ।
কশাদিভিশ্চ সন্তাড্য নয়ন্তি যমকিঙ্করাঃ ॥

যমদূতগণ এইরূপ নানাবিধ বাক্য দ্বারা সেই পাপাত্মাকে ভৎর্সনা করতঃ সুদারুণ পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া কশাঘাত করিতে করিতে যমালয়ে লইয়া যায় ॥ ঐ ৬০৭।

যেন দ্বারেণ সম্প্রাপ্যঃ পুরীঃ দ্বারবতীঃ প্রভুঃ।
তেনৈব চেদ্‌ব্রজেদ্ব্রহ্মলোকং পাতি ন সংশয়ঃ ॥

জীবাত্মা যে দ্বার দিয়া এই দ্বারা-বতী পুরী, অর্থাৎ দেহরূপ পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেই যে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

ঐ ৬১২।

চক্ষুরাদিভিরুৎক্রম্য সুকৃতী স্বর্গমেত্যসৌ।
অপরো দুষ্কৃতং কৃত্বা প্রযাতি যমসাদনম্॥

সুকৃতশালী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া নির্গত হইলে স্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হয়; তদ্ভিন্ন দুষ্কৃতশালী পুরুষ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া নির্গত হইলেও যমালয়ে গমন করে॥

আত্ম-পু ১।৬১৩।

যংবিনা নৈব দারাদ্যা ভুঞ্জতে কবলং পুরা।
অদন্ত্যস্মিন্ গতে সর্ব্ব আকণ্ঠং স্বাদু বান্ধবাঃ॥

দারাপ্রভৃতি বান্ধবগণ জীবিত-কালে যাহার ভোজন না হইলে গ্রাসমাত্রও ভোজন করিত না, সেই ব্যক্তির মরণান্তে তাহারা নিরপেক্ষ হইয়া সুস্বাদু ভোজনীয় বস্তু সকল আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়॥ ঐ ৬১৪।

যংপুরা শয়নে শুভ্রে মৃদৌ কেশাদিবর্জ্জিতে।
শায়য়ন্তি ক্ষিপন্ত্যেনং জ্বলিতে জাতবেদসি॥

পূর্ব্বে জীবিতাবস্থায় যাহাকে আত্মীয়গণ কেশাদি বর্জ্জিত অতি শুভ্রবর্ণ কোমল শয্যায় শয়ন করা-ইত, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পরে তাহাকে তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে॥ ঐ ৬১৫।

যং পুরা মৃদুলস্পর্শা গন্ধপুষ্পকরা অপি।
স্পৃশন্তো ভয়মায়ান্তি কাষ্ঠৈস্তীক্ষ্ণৈঃস্পৃশন্তি তম্॥

পূর্ব্বে জীবিতাবস্থায় যাহাকে বান্ধবগণ কোমলস্পর্শহস্তে গন্ধ ও পুষ্পসংযোগপূর্ব্বক স্পর্শ করিতেও শঙ্কিত হইত, এক্ষণে তাহারাই সেই চিতাগত ব্যক্তিকে তীক্ষ্ণাগ্র-কাষ্ঠ দ্বারা নির্ভয়ে স্পর্শ করিয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।৬১৬।

বাজিনা বা শিবিকয়া যংগজেন রথেন বা।
নয়ন্তি তং নয়ন্ত্যেতে বদ্ধা কাষ্ঠেন কাষ্ঠবৎ॥

পূর্ব্বে বান্ধবগণ যাহাকে ঘোটক, শিবিকা, গজ ও রথদ্বারা লইয়া যাইত, অধুনা তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় কাষ্ঠদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যায়॥ ঐ ৬১৭।

মঙ্গলৈরপি বাদিত্রৈঃ প্রয়াণং কুরুতে হি যঃ।
স প্রযাত্যধুনা স্ত্রীণাং সশোকৈরোদনৈঃ সহ॥

যিনি পূর্ব্বে মঙ্গলজনক পটহাদি বাদ্যোদ্যমের সহিত গমন করিতেন, এক্ষণে তিনি স্ত্রীগণের শোকজনিত রোদনধ্বনির সহিত গমন করিতে থাকেন॥ ঐ ৬১৮।

যঃ পুরা জনবক্ত্রাব্জভাস্বরোঽভবৎ স্বরোপমঃ।
তস্য সন্দর্শনে স্নানং স্পর্শনে চ প্রকুর্ব্বতে॥

পূর্ব্বে যিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় জনসমূহের মুখরূপ পদ্মের বিকাস করিতেন, অদ্য তাঁহার দর্শন ও স্পর্শনে তাহারাই স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয়॥ ঐ ৬২২।

পাদাগ্রান্নির্গতং যস্ত নীরং মূর্দ্ধনি বিভ্রতি।
তস্ত সংস্পর্শতঃ স্নানং স্পর্শং নৈব প্রকুর্ব্বতে॥

পূর্ব্বে যাহার পাদাগ্র হইতে নির্গত জল লোক সকল মস্তকে ধারণ করিত, অধুনা তাহার সংস্পর্শে লোক সকল স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয়, বস্তুতঃ তাহাকে স্পর্শও করে না॥ আত্ম-পু ১।৬২৩।

এবং প্রত্যক্ষদোষেহপি জনঃ সংসারশূলকে।
পতিতো বেত্তি নো দুঃখং মোহিতো দেবমায়য়া॥

এইপ্রকার প্রত্যক্ষ দোষযুক্ত সংসাররূপ শূলে পতিত লোক সকল দৈবমায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া কোন দুঃখই জানিতে পারে না॥ ঐ ৬২৪।

এবং শরীরং সন্ত্যজ্য গচ্ছতোযোহতি দুঃখিতঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তো ভৎর্সিতো যমকিঙ্করৈঃ॥
অনেকশতকোটীনাং যোজনানি যমালয়ম্।
স্বল্পেনৈব হি কালেন নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ॥

এইরূপে জীব মানবদেহ পরিত্যাগ করতঃ ক্ষুধা ও পিপাসায় অবসন্ন ও যমদূতগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অতিশয় দুঃখিত ভাবে অনেক শতকোটি যোজন বিস্তৃত যমালয়ে স্বল্পকাল মধ্যেই নীত হয়॥

ঐ ৬২৫-৬২৬।

অত্র দুঃখান্যনেকানি মৃতনাং যমশাসনাৎ।
ভবন্তি তানি কো নাম বক্তুং শ্রোতুংচ বা ক্ষমঃ॥

যমালয়ে যমশাসনবশতঃ সেই মৃতব্যক্তিকে যে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা বর্ণন করিতে অথবা শ্রবণ করিতে কে সক্ষম হইবে?॥ আত্ম-পু ১।৬২৮।

বহ্নিশস্ত্রজলোর্ব্বীনাং বায়োশ্চাপি বিকারতঃ।
যমালয়ে হি নরকা দুঃখদাঃ পাপকারিণাম্॥

সেই যমালয়ে পাপিষ্ঠদিগকে অগ্নি, শস্ত্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারাদির বিকারজনিত নানাবিধ নরকযন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়॥

ঐ ৬৩২।

এবং স নারকং দুঃখমনুভুয়াথ কালতঃ।
দুষ্কৃতী বীজতাংপ্রাপ্য লোকমেতং পুনর্ব্রজেৎ॥

এইরূপে দুষ্কৃতশালী ব্যক্তি নারকীয় দুঃখ অনুভব করিয়া কালানুসারে অন্নাদি ভোজনীয় বস্তুরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে॥ ঐ ৬৩৫।

সুকৃতী চ তথা স্বর্গে হ্যনুভূয় সুখং মহৎ॥
সুকৃতান্তে পতত্যস্মিন্ লোকে পর্জন্যধারয়া॥

এবং সুকৃতশালী ব্যক্তিও স্বর্গলোকে মহৎ সুখ অনুভব করিয়া কালানুসারে সুকৃত ভোগাবসানে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে বৃষ্টিধারার সহিত পুনর্ব্বার এই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ৬৩৬।

মৃতো জাতঃ শিশুস্তদ্বদ্যুবা বৃদ্ধঃ পুনর্মৃতঃ।
অন্তভ্রমতি সংসারে যাবদাত্মাববোধনম্ ॥

এইরূপে জীবগণ মৃত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তদনন্তর বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত হয়; জীবগণের যাবৎ আত্মার স্বরূপজ্ঞান না হয়, তাবৎ তাহারা পূর্ব্বোক্তরূপে জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া সংসারমধ্যে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৬৩৯।

বাল্যেগতেকল্পিত কেলিলোলে
মনোমৃগে দারদরীবুজ্জীর্ণে।
শরীরকেজর্জ্জরতাং প্রয়াতে
বিদূয়তে কেবলমেবলোকঃ ॥

বাল্যকাল কল্পিত কেলি কৌতুকে অতিবাহিত হইলেই মনোরূপ মৃগ নারীরূপ গিরিগুহানুসন্ধানে ধাবিত হইতে হইতে যৌবনকাল পর্য্যবসিত হয়, তদনন্তর বৃদ্ধাবস্থা সমুপস্থিত হইলে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া নিষ্ফল হওয়াতে লোক সকল কেবল ব্যর্থ পরিতাপ মাত্র করিয়া থাকে (১) ॥ যো-বা-রা ১।২৭।২।

শতং জীবিতমত্যল্পং রাত্রিস্তস্যার্দ্ধহারিণী।
ব্যাধিশোকজরায়াসৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলং ॥

শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃও অত্যল্প বলিয়া বোধ হয়, কারণ পরিমিত আয়ুর অর্দ্ধাংশ রাত্রিতে নিদ্রায় গত হয় এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ ব্যাধি, শোক, জরাপ্রভৃতি নিষ্ফল করিয়া রাখে ॥ গ-পু ১।১১৫।২৮।

অত্যচেৎ স্বচ্ছয়াবুদ্ধ্যা মুনীন্দ্র ন চিকিৎস্যতে।
ভূয়শ্চিত্ত চিকিৎসায়াস্তৎ কিলাবসরঃকুতঃ।

হে মুনীন্দ্র! যদি প্রথম বয়সে স্বচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা বিকৃত চিত্তের চিকিৎসা না করা যায়, তবে চিত্ত স্বাস্থ্য

(১) মানবগণ কালপ্রতীক্ষা করিয়া অনর্থক জীবন নষ্ট করে। "আমি বালক, এ সময়ে সুখস্বচ্ছন্দে আহার বিহার করি, যৌবনকালে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিব; আমি যুবা, এ সময়ে পরম সুখে বিষয় ভোগ করি, বৃদ্ধাবস্থায় আত্মার হিতসাধনার্থ ধর্ম্মচিন্তা করিব; আমি বৃদ্ধ, এ সময়ে আমার ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হওয়াতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে নিতান্ত অক্ষম হইয়াছি," এরূপ বিবেচনা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যে সকল লোক মূঢ়তা নিবন্ধন এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৃথা কাল হরণ করে, পরিণামে তাহারা অনুতাপগ্রস্ত হইয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে থাকে যে, "হায়! আমরা অতি অধম, আমাদিগের তুল্য মূর্খ কেহই নাই, যেহেতু যখন আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সবল ও অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় সতেজ ছিল, তখন আমরা শ্রেয়োলাভার্থ যত্নবান্ না হইয়া যৎপরোনাস্তি কুকর্ম্ম করিয়াছি। প্রায় সকল লোকই এইরূপ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ মানবগণ বাল্যাবস্থায় ক্রীড়াশক্ত ও যৌবনকালে বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া সময় বৃথা অতিক্রম করে এবং বৃদ্ধাবস্থায় অসামর্থ্যতা প্রযুক্ত মঙ্গলজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত হইয়া পড়ে। এমতে কোন কালেই তাহাদিগের পরমার্থ চিন্তা ঘটিয়া উঠে না। অতএব বাল্যকালাবধি অন্তঃকরণে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্নবান হওয়া উচিত।

নিমিত্ত তচ্চিকিৎসার আর অবসর কোথা? যো-বা-রা ১।২৯।১২।

পিতৃমাতৃময়ো বাল্যে যৌবনে দয়িতাময়ঃ।
পুত্রপৌত্রময়ঃ পশ্চান্মূঢ়ো নাত্মময়ঃ ক্বচিৎ॥

মনুষ্যগণ বাল্যকালে পিতৃমাতৃময়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে পিতামাতার অধীন থাকে, এইরূপে যৌবনে প্রিয়াতে আসক্ত থাকে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রপৌত্রাদিতে অনুরক্ত থাকে, তবে মূঢ়গণ কখন্ আত্মময় হইবে? ॥ গ-পু ২।২।১৭।

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নোমহান্
সংদীপ্তে ভবনে হি কূপখননপ্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

যাবৎ এই শরীর স্বস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ জরা দূরে অবস্থান করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ুর ক্ষয় না হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাবৎকালই আত্মকল্যাণের নিমিত্ত মহাপ্রযত্ন করিবেন। দেখ, প্রদীপ্ত ভবনমধ্যে কেহ কি কখন কূপখননের উদ্যম করে? ॥ গ-পু ২।৩।১৮।

একবিংশ অধ্যায়।

বিষয়-বাসনার দোষ বর্ণন।

ঐশ্বর্য্যং বিপদাং বীজংজ্ঞানপ্রচ্ছন্ন কারণং।
মুক্তিমার্গার্গলংদার্ঢ্যং হরিভক্তি ব্যবায়কং॥
জন্মমৃত্যুজরারোগ শোক ভীতাঙ্কুরং পরং।
সম্পত্তি তিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি॥

ঐশ্বর্য্য বিপজ্জালের বীজ, জ্ঞান-প্রচ্ছাদনের কারণ, মুক্তিমার্গের দৃঢ়তর অর্গল, হরিভক্তিবিলোপের হেতু এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও ভয়ের বিষম অঙ্কুরস্বরূপ। ঐশ্বর্য্যতিমিরে অন্ধ ব্যক্তি কখনই মুক্তিমার্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ২।৩৬।৪৮-৪৯।

সম্পন্মদে প্রমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্বমার্গং ন পশ্যতি॥

ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত বিষয়ান্ধ মহা-কামী অজ্ঞান পুরুষ রাজসিক নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই ব্যক্তি কখন মুক্তিপথ দর্শন করিতে সক্ষম হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ২।৩৬।৫১।

দ্বিবিধো বিষয়ান্ধশ্চ রাজসস্তামসঃ স্মৃতঃ।
অশাস্ত্রজ্ঞস্তামসশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো রাজসঃস্মৃতঃ॥

বিষয়ান্ধ ব্যক্তিরা রাজস ও তামস এই দ্বিবিধরূপে কথিত হয়। তন্মধ্যে

যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি রাজস এবং যিনি অশাস্ত্রজ্ঞ, তিনি তামসরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন॥ব্র-বৈ-পু ২।৩৬।৫২।

জরামরণমাপচ্চ গণনং সম্পদস্তথা।
আবির্ভাব তিরোভাবৈ বির্বর্দ্ধন্তে পুনঃ পুনঃ॥

সম্পদ কেবল জরা মরণাদি অনর্থের কারণ বলিয়া গণনা করা যায়, ফলতঃ জীবের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা ক্রমশঃ অনর্থ পরম্পরাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ১।১২।১৮।

বিষংবিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্নাবিষয়া একদেশহরংবিষং॥

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু বিষয়কেই বিষম বিষ বলিতে হয়, যেহেতু বিষ এক জন্মমাত্র হরণ করে, কিন্তু বিষয় জন্ম জন্মান্তর নষ্ট করে॥ যো-বা-রা ১।২৯।১৩।

দোষেণ তীব্রোবিষয়ঃকৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষংনিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারংচক্ষুসাপ্যয়ং॥

বিষয় কৃষ্ণসর্পের বিষ অপেক্ষা অতিশয় তীব্র দোষবিশিষ্ট হয়,যেহেতু সর্পবিষ ভক্ষণ করিলে মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষয়-বিষ দর্শন করিলেই মৃত্যু॥ বি-চূ ৭৯।

মোহয়ন্তি মনোবৃত্তিংখণ্ডয়ন্তি গুণাবলিং।
দুঃখজালংপ্রযচ্ছন্তি বিপ্রলম্ভ পরাঃশ্রিয়ঃ॥

শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সকল নিরন্তর জনগণের মনকে মোহযুক্ত করতঃ গুণরাশি নাশ করিয়া দুঃখ সমূহ প্রদান করে॥ যো-বা-রা ১।১২।২৫।

ইয়মস্মিং স্থিতোদারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপিনূনং কদর্থদা॥

হে মুনে! এই সংসারে বিষয়-সুখ প্রদায়িনী যে শ্রী, তিনি কেবল অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতুভূতা হয়েন; মূঢ় লোকেরাই উহাকে উৎ-কৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করে(১)॥
যো-বা-রা ১।১৩।১।

চিন্তাদুহিতরোবাস্যা ভূরিদুর্ললিতৈধিতাঃ।
চঞ্চলাপ্রভবন্ত্যস্যা তরঙ্গা সরিতো যথা॥

চিন্তা সেই বিষয়শ্রীর দুহিতা; যেমন নদী হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া বায়ু সহকারে বিপুলতররূপে সম্বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বিষয়শ্রী হইতে চিন্তা সমুদ্ভূত হইয়া বহুবিধ দুশ্চেষ্টা দ্বারা প্রবলরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে॥ ঐ ৩।

এষাহি পদমেকত্র নবধ্নাতীতি দুর্ভগা।
দগ্ধেবানিয়তাচার মিতশ্চেতশ্চ ধাবতি॥

যেমন কোন দুর্ভগা রমণী পাদ দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করতঃ দগ্ধপদা

(১) শ্রী আত্মবিস্মৃতি উৎপাদন করে। যে শ্রীতে বিদ্বান্ এবং সংযুত ব্যক্তিও মুগ্ধ হন, সেই শ্রী থাকিতে কোন ব্যক্তিই যথার্থস্বরূপে আত্মার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না, এই তাৎপর্য্য॥

হইয়া জ্বালায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে, বহুবিধ চেষ্টা করিলেও কোথাও পদস্থাপন করিয়া সুস্থা হইতে পারে না, সেইরূপ বিষয়শ্রী শাস্ত্রবিহিত আচারভ্রষ্ট পুরুষের হস্তগতা হইয়া কখন স্থিরভাবে থাকিতে পারেন না, নিয়ত নানা স্থানে ধাবমানা হয়েন ॥

যো-বা-রা ১।১৩।৪ ।

জনয়ন্তীপরংদাহং পরামৃষ্টাঙ্গিকা সতী ।
বিনাশমেবধত্তেন্তর্দীপালেখেব কজ্জলং ॥

যেমন প্রজ্বলিত দীপশিখা কোন স্থানে সংলগ্ন হইয়া সেই স্থানকে উত্তপ্ত ও কজ্জলের ন্যায় মলিন করে, বিষয়শ্রীও তদ্রূপ যে পুরুষকে আশ্রয় করেন, তাহাকে তিনি সন্তাপযুক্ত করিয়া তাহার চিত্ত-ভূমিকে মলিন করেন, অর্থাৎ চিত্তকে তমোবিশিষ্ট করেন ॥ ঐ ৫ ।

তাবচ্ছীল মৃদুস্পর্শঃপরেস্বে চ জনেজনঃ ।
বাত্যয়েব হিমংযাবৎশ্রিয়া ন পরুষীকৃতঃ ॥

যেরূপ সমীরণ যাবৎ হিমসংলগ্ন না হয়, তাবৎসুখস্পর্শ থাকে, সেইরূপ মনুষ্যগণ যাবৎ বিষয়শ্রী কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট হইয়া পরুষ অর্থাৎ কুৎসিত স্বভাবসম্পন্ন না হয়, তাবৎ কি স্বজন কি পরজন সকলের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ১।১৩।৮ ।

প্রাজ্ঞাঃশূরাঃকৃতজ্ঞাশ্চ পেশলা মৃদবশ্চ যে ।
পাংশুমুষ্টৈব মণয়ঃশ্রিযাতে মলিনীকৃতাঃ ॥

যাদৃশ মণি ভস্মাচ্ছাদিত হইলে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া প্রভারহিত হয়, তাদৃশ সুবুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, শূর, কৃতজ্ঞ,কর্ম্মনিপুণ ও নম্রশীল লোকেরা বিষয়শ্রী কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট হইয়া আত্ম-মলিনতা ধারণ করেন, অর্থাৎ বিষয়-শ্রীর প্রভাবে মনুষ্যের সদ্‌গুণ ও সৎস্বভাব সকলই বিনষ্ট হয় ও তৎ-পরিবর্ত্তে অসদ্‌গুণ ও অসৎস্বভাবের প্রাদুর্ভাব হয় ॥ যো-বা-রা ১।১৩।৯ ।

শ্রীমান্‌জননিন্দ্যশ্চ শূরশ্চাপ্য বিকত্থনঃ ।
সমদৃষ্টিঃপ্রভুশ্চৈব দুর্ল্লভাঃপুরুষাস্ত্রয়ঃ ॥

এই সংসারে শ্রীমান্ হইয়া লোকের নিন্দাস্পদ না হয়, শূর হইয়া আত্মশ্লাঘা না করে এবং রাজা হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি সম-দর্শী হয়, এই ত্রিবিধ পুরুষ অতি দুর্ল্লভ ॥ ঐ ১১ ।

সৎকার্য্য পদ্মরজনী দুঃখকৈরব চন্দ্রিকা ।
সুদৃষ্টিদীপিকাবাত্যা কল্লোলৌঘতরঙ্গিণী ॥

বিষয়শ্রী সাধুলোকদিগের সৎ-কর্ম্মরূপ পদ্মের সঙ্কোচকারিণী যামিনী স্বরূপা, দুঃখরূপ কুমুদবিকাশকারিণী চন্দ্রিকাস্বরূপা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি পর-মার্থ দৃষ্টিরূপ দীপনির্ব্বাণকারিণী প্রবল বায়ুস্বরূপা এবং ভবসাগর-

পারেচ্ছু ব্যক্তিদিগের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-সমাকুলা তটিনীস্বরূপা ॥

যো-বা-রা ১।১৩।১৩।

হিমংবৈরাগ্যবন্দীনাংবিকারোলূকযামিনী।
রাহুদংষ্ট্রাবিবেকেন্দো র্মোহ কৈরবচন্দ্রিকা ॥

বিষয়শ্রী বৈরাগ্যরূপ বন্দীগণের হিমানিস্বরূপা, বিকাররূপ পেচকের যামিনীস্বরূপা, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহুদংষ্ট্রাস্বরূপা এবং মোহরূপ কৈরবের চন্দ্রিকাস্বরূপা (১) ॥

ঐ ১৫।

ইন্দ্রায়ুধবদালোল নানারাগ মনোহরা।
লোলাতড়িদিবোৎপন্ন ধ্বংসিনীচ জড়াশ্রয়া ॥

নানা রাগরঞ্জিত মনোহর শোভায় শোভিত ইন্দ্রধনু যেমন অনতিবিলম্বেই বিলীন হয় এবং চপলা যেমন উৎপন্ন মাত্রেই বিনষ্ট হয়, আপাতমনোরম পরম শোভাসম্পন্ন বিষয়শ্রীও সেইরূপ অচিরস্থায়িনী হন, তিনি কেবল মূঢ়তম লোক-দিগকেই আশ্রয় করেন ॥ ঐ ১৬।

মনোরমাকর্ষতি চিত্তবৃত্তিং
কদর্থসাধ্যাক্ষণভঙ্গুরা চ।
ব্যালাবলীগাত্র বিবৃত্তদেহা
শ্বভ্রোত্থিতা পুষ্পলতেবলক্ষ্মীঃ ॥

গর্ত্ত হইতে সমুত্থিত ভুজঙ্গাবলি বেষ্টিত পুষ্পলতার ন্যায় এই লক্ষ্মী অতি মনোরমা, চিত্তবৃত্ত্যাকর্ষণ-কারিণী, কদর্থসাধ্যা ও ক্ষণভঙ্গুরা হয়েন (১) ॥ যো-বা-রা ১।১৩।২২।

জড়সংসর্গিনী তৃষ্ণাকৃতোর্দ্ধাধো গমাগমা।
কূপকাগ্রন্থিমতী নিত্যমাবদ্ধদাগ্র রজ্জুবৎ ॥

যেমন কূপ হইতে জলোত্তোলনের ঘট রজ্জুদ্বারা বদ্ধ থাকে, কোন মতে তাহা হইতে স্খলিত হইতে পারে না, জীবগণও তদ্রূপ বিষয়তৃষ্ণা-স্বরূপ রজ্জুতে মমতারূপ দৃঢ় গ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে কোন রূপেই তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিয়া নিয়ত স্বর্গ ও নরকরূপ ঊর্দ্ধাধঃ স্থানে গমনাগমন করিতে থাকে ॥ যো-বা-রা ১।১৭।১৩।

(১) যেমন বিষম হিমজালে বস্ত্রহীন কারাবদ্ধ বন্দীগণের কলেবর নিরন্তর কম্পান্বিত ও পরিশোষিত হইতে থাকে, বিষয়শ্রীর প্রভাবে সংসারী জনগণের বৈরাগ্যভাবও সেইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেরূপ যামিনীযোগে পেচকাদি রাত্রিচরগণ পরমাহ্লাদে বিচরণ করে, সেইরূপ রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগণ শ্রীরূপা মোহ-যামিনীতে নিরুদ্বেগে আনন্দ চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যেমন শশধর রাহুতুণ্ডে নিপতিত হইলে বিষম দশা প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ বিবেক-চন্দ্র ঐশ্বর্য্য-দংষ্ট্রে নিপতিত হইলে বিনষ্ট হয়। যেমন জ্যোৎস্নার সমাগমে কুমুদকুল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের সমাগমে মহামোহ বিকশিত হইয়া থাকে।

(১) সংসার-কূপ হইতে উত্থিতা ও নানাবিধ শত্রুরূপ বিষধর সমূহে পরিবেষ্টিতা পুষ্পলতিকাকারা রাজ্যলক্ষ্মী, দস্যুবৃত্তি ও বঞ্চনাদি নানাপ্রকার কুৎসিত কার্য্যদ্বারা বহুকষ্টে উপার্জ্জিতা হইলেও তিনি কোন ক্রমেই চিরস্থায়ী হয়েন না ; কিন্তু তিনি এমন মনো-হারিণী যে তিনি অনায়াসেই মানবগণের চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণ করেন,।

অন্তঃস্থিতয়াদেহে সর্ব্বত্র দুশ্ছেদ্যয়া তথা।
রজ্জুবদ্ধো বলীবর্দ্দস্তৃষ্ণয়া বাহ্যতেজনঃ॥

মানবগণের দেহান্তর্বর্ত্তী মন রজ্জু-বদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় দুশ্ছেদ্য বিষয়-তৃষ্ণা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর ভ্রাম্যমান হইতেছে॥

যো-বা-রা ১।১৭।১৪।

পুত্রমিত্রকলত্রাদি তৃষ্ণয়া নিত্যকৃষ্টয়া।
খগেষ্বিব কিরাত্যোদংজালং লোকেষুরচ্যতে॥

যেরূপ কিরাতপত্নী পক্ষীগণকে আবদ্ধ করণার্থ লোভনীয় সামগ্রী সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক জাল বিস্তার করিয়া রাখে, সেইরূপ বিষয়াশা সাংসারিক সুখের লোভ প্রদর্শন দ্বারা জীবগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুত্র, মিত্র, কলত্রাদিরূপ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে॥

ঐ ১৫।

কুটিলাকোমলস্পর্শা বিষবৈষম্য শংসিনী।
দশত্যপিমনাক্ পৃষ্টাতৃষ্ণা কৃষ্ণেবভোগিনী॥

কালভুজঙ্গিনী যেরূপ কুটিলা, অথচ কোমলস্পর্শা, কিন্তু দংশনমাত্র প্রাণাপহারিণী হয়, বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ; ইহার গতি অতিশয় কুটিলা এবং ঐশ্বর্য্যসুখ হেতু কোমল স্পর্শা, কিন্তু পরিণামে বিষদায়িনী॥

ঐ ১৭।

জরাকুসুমিতারূঢ়া জাতোৎপাত ফলাবলিঃ।
সংসারজঙ্গলে দীর্ঘেতৃষ্ণা বিষলতাতথা॥

এই সংসারাখ্য বিস্তীর্ণ গহন কাননে তৃষ্ণারূপা সুদীর্ঘা বিষলতা উৎপন্না হইয়াছে, জরা মরণাদি উহার প্রস্ফুটিত কুসুম ও নানাবিধ উৎপাত উহার ফলস্বরূপ॥

যো-বা-রা ১।১৭।২৪।

ক্ষণমায়াতিপাতালং ক্ষণংযাতি নভস্তলং।
ক্ষণংভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণাহৃৎপদ্মষট্‌পদী॥

মানবগণের হৃদয়-পদ্মের ভ্রমরী-স্বরূপা আশা মনকে লইয়া কখন পাতালে, কখন নভস্থলে, কখন বা ভূমণ্ডলস্থ দিক্‌রূপ কুঞ্জে কুঞ্জে পরি-ভ্রমণ করিতেছে॥ ঐ ৩১।

ন প্রাপ্নোতিক্কচিৎকিঞ্চিৎপ্রাপ্তৈরপি মহাধনৈঃ।
নান্তঃসংপূর্ণতা মেতিকরণ্ডকইবাম্বুভিঃ॥

অভিমানী লোকেরা ধনাশা-প্রযুক্ত নানাস্থানে নানাবিধ চেষ্টা করে, কিন্তু কখন কোথাও কিছু ধন লাভ করে, কোথাও বা কিছুই প্রাপ্ত হয় না, কোথাও বা প্রভূত ধন লাভ করে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের আশা পূর্ণ হয় না, যেমন সচ্ছিদ্র চুবড়িতে কোন মতে জল পূরণ করিতে পারা যায় না॥

যো-বা-রা ১।১৬।৩।

ভোগদূর্ব্বাঙ্কুরাকাঙ্ক্ষী শ্বভ্রপাতমচিন্তয়ন্।
মনোহরিণকোব্রহ্মন্ দূরং বিপরিধাবতি॥

যেমন লোভাকৃষ্ট মৃগগণ নিম্নস্থ গর্ত্তে পতন-চিন্তা না করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুর লোভে দ্রুতবেগে বহু দূর ধাবমান হয়, জীবের মনঃহরিণও তদ্রূপ নরকনিপাতনাশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া ভোগলাভ প্রত্যাশায় বহুদূর ধাবমান হইতেছে॥ যো-বা-রা ১।১৬।৮।

সর্ব্বসংসারদোষাণাংতৃষ্ণৈবদীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে॥

এই সংসারস্থ সকল প্রকার দোষের মধ্যে তৃষ্ণাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়িনী; ইহা অন্তঃপুরস্থিত ব্যক্তিগণকেও বড়িশবৎ আকর্ষণ করিয়া বিষম সঙ্কটে নিপতিত করে॥ যো-বা-রা ১।১৭।৩২।

জরামরণদুঃখানামেকারত্নসমুদ্রিকা।
আধিব্যাধিবিলাসানাং নিত্যমত্তাবিলাসিনী॥

এই নিত্যোন্মাদপরায়ণা বিলাসশালিনী বিষয়তৃষ্ণা জীবের জরা, মরণ, আধি, ব্যাধি প্রভৃতির একমাত্র পেটিকা (আধার) স্বরূপা হয়॥ ঐ ৩৯।

গচ্ছত্যুপশমংতৃষ্ণাকায়ব্যায়ামশান্তয়ে।
তমীঘনতমঃকৃষ্ণাযথারক্ষোনিবৃত্তয়ে॥

যেমন কৃষ্ণপক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন যামিনী ক্ষয় হইলে রাত্রিঞ্চরদিগের সঞ্চার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ জীবের বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলে কায় পরিশ্রমাদি সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হয়॥ যো-বা-রা ১।১৭।৪১।

তৃণপাষাণকাষ্ঠাদি সর্ব্বমামিষশঙ্কয়া।
আদদানাস্ফুরত্যন্তে তৃষ্ণামৎসীহ্রদেযথা॥

যেমন জলাশয়স্থ মৎস্যগণ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, উপাদেয় ভক্ষ্য জ্ঞানে বড়িশবিদ্ধ আমিষ আহার করিয়া অহ্লাদযুক্ত হয়, সেইরূপ তৃণ, পাষাণ ও কাষ্ঠাদি অতি তুচ্ছ পদার্থ সকলের দ্বারা গঠিত সংসারোপযোগী দ্রব্য সকল লাভ করিয়া মনুষ্যদিগের আশা স্ফূর্ত্তিমতী হয়॥ ঐ ৪৪।

আশাপ্রতিবিপাকেন ক্ষীরস্নানেন রম্যতাং।
উপৈতি পুষ্পশুভ্রেণ মধুনেববসুন্ধরা॥

যেমন বসন্তকালে প্রস্ফুটিত কুসুম সমূহ দ্বারা বসুন্ধরার শোভা মনোরমণীয়া হয়, সেইরূপ দুরাশা পরিত্যাগরূপ দুগ্ধস্নানদ্বারা এই অশেষ দোষাকর সংসারও মনোরম হয়. অর্থাৎ আশা পরিত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে সকলই আনন্দজনক হয় (১)॥ যো-বা-রা ১।৩১।৯।

(১) যে আশারূপ দুস্তরা নদীতে মনোরথরূপ জল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহাতে বিষম তৃষ্ণা তরঙ্গরূপে আকুলিত হইতেছে, যাহাতে মোহরূপ কুম্ভীর নিয়ত বাস করিতেছে, যাহার তীরভূমিতে নানাবিধ বিবাদ

লোকোঽয়মখিলং দুঃখংচিন্তয়োঽক্ষিতয়োঽক্ষতি।
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে॥

এই সংসারে লোক সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, অতএব বিষম বিসূচিকা রোগরূপা ও মৃত্যুর কারণভূতা বিষয়-বাসনা নিবারণার্থ চিন্তাত্যাগই একমাত্র ঔষধ বলিয়া কথিত হয়॥ যো-বা-রা ১।১৭।৪৩।

অর্থেঽস্ববিদ্যমানেঽপি সংসৃতি র্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমো যথা॥

যদিও বিষয় মাত্রই অবাস্তবিক, তথাপি এই সংসার স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় নিরন্তর পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী থাকাপ্রযুক্ত তিনি সর্ব্বদাই বিষয়চিন্তায় রত থাকেন, কখনই সেই চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হন না॥

ভা-পু ৩।২৭।৪।

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্॥

অতএব সংসার-নিস্তারার্থি পুরুষ সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্য অবলম্বন দ্বারা চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিয়া অসৎ (বিষয়) পথ হইতে নিবৃত্ত করিবেন॥

ভা-পু ৩।২৭।৫।

অতঃকবির্নামসু যাবদর্থঃ
স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র
পরিশ্রমংতত্র সমীক্ষমাণঃ॥

এই নিমিত্ত যে পরিমাণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্তি অনাসক্ত ও কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই পরিমাণেই বিষয় ভোগ করেন, যেহেতু তাহাতে সুখ নাই বলিয়া তাঁহারা নিশ্চয় জানেন। আর যদি অন্য কোন প্রকারে দেহ ধারণ-রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, কেবল পরিশ্রম মাত্রই সার জানিয়া, বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হয়েন॥

ভা-পু ২।২।৩।

সত্যাংক্ষিতৌ কিং কশিপোঃপ্রয়াসৈ-
র্ব্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিংদুকূলৈঃ॥

এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী থাকিতে শয্যার প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা কি? এই স্বভাবসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি থাকিতে ভোজন-পাত্রের জন্য কেন চেষ্টা করিতে হইবে? দিক্ ও

বিসম্বাদরূপ বিহগকুল সঞ্চরণ করিতেছে এবং যাহা ধৈর্য্যরূপ কল্পবৃক্ষকে সমূলে নিপাতিত করিতেছে, যে বিশুদ্ধমনা মহাত্মাগণ সেই জগদ্ব্যাপ্ত আশা নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই এই অশেষ দোষাকর সংসারে পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন।

বল্কলাদি থাকিতেই বা দুকূলের আবশ্যকতা কি? ভা-পু ২।২।৪।

চীরাণি কিংপথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃসরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাগুহাঃকিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

পথিমধ্যে কি বস্ত্র খণ্ডও পতিত নাই? পরপোষণপ্রবৃত্ত পাদপগণ কি ফল পুষ্পাদি ভিক্ষা প্রদান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? গিরিগুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? আর ভক্তবৎসল ভগবান্ কি শরণাগত প্রতিপালনেপরাঙ্মুখ হইয়াছেন (১)? তবে কেন জ্ঞানবান্ পুরুষগণ ধন দুর্ম্মদান্ধ জনগণের উপাসনা করেন?॥ ঐ ৫।

কস্তাংত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তা-
মৃতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতংবৈতরণ্যাং
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণং॥

জীবদিগকে সংসাররূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া স্বকীয় কর্ম্মজন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়াও পশুতুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তিই বা সেই ভগবচ্চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিন্দনীয় বিষয় চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়?॥

ভা-পু ২।২।৭।

তস্যৈব হেতোঃপ্রযতেত কোবিদঃ
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

জীব ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবরলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না, বিবেকী ব্যক্তি সেই পরম বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ বিষয়সুখ, দুঃখের ন্যায়, কালবশে আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হয় না॥ ভা-পু ১।৫।১৮।

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে,যাহারা অনন্যচিত্তে আমাকে নিরন্তর চিন্তা ও আমারই উপাসনা করে, তাহারা প্রার্থনা না করিলেও তাহাদিগের অলব্ধ ধন বা অভাব সকল আমি স্বয়ং বহন করিয়া আনি এবং স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ করি। যথা,—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃপর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥ ভ-গী ৯।২২।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

কাম্যকর্ম্মের দোষ বর্ণন।

সর্ব্বং দেহোপভোগায় কুরুতে কর্ম্ম মানবঃ।
দেহশ্চান্যো যদা পুংসস্তদা বন্ধায় তৎ পরম্॥

মানবগণ কেবল শরীরের ভোগের নিমিত্তই সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ যখন সেই শরীর হইতে ভিন্ন, তখন ঐ সকল কর্ম্ম কেবল পুরুষের বন্ধের কারণ মাত্র (১)॥ বি-পু ৬।৭।১৬।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

বস্তুতঃ এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করেন না এবং কর্ম্মফলেও লিপ্ত হয়েন না॥ ভ-গী ১৩।৩১।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

যাদৃশ আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত কোন পদার্থেই লিপ্ত হয় না, তাদৃশ আত্মা সমুদায় দেহে অবস্থান করিলেও কখন তাহাতে ও তৎকৃত কর্ম্মে উপলিপ্ত হয়েন না॥ ভ-গী ১৩।৩২।

কর্ম্মপ্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং
বেদে বিবিচ্যোভয়োলিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্‌যৌগপদৈককর্ত্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নর্চ্ছতি॥

নিবৃত্তি (১) ও প্রবৃত্তি(২), কর্ম্ম এই দুই প্রকারই বটে; কারণ, বেদে বিশেষ বিবেচনার পর এই দুই প্রকারেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এই দুই প্রকার কর্ম্ম এক কর্ত্তাতে থাকিলে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রহ্মে উহার একটীও থাকিতে পারে না; কারণ তাঁহার কোন কার্য্যই নাই॥ ভা-পু ৪।৪।২০।

কার্য্যপ্রবর্দ্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্য্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্য্যং নিরোধয়েৎ॥

কর্ম্মের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধিহেতু সংসারবীজের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি এবং কর্ম্মের প্রকৃষ্ট নাশ হেতু সংসারবীজেরও প্রকৃষ্ট নাশ দেখা যায়, এই নিমিত্ত

(১) ইহলোকে জনগণ যজ্ঞাদি যে কোন কার্য্য করে, তৎসমুদায়ই দেহরক্ষার নিমিত্ত; ফলতঃ আত্মার তাহাতে কোন উপকার নাই। জনগণ ত্রিভুবনের রাজত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করুক, তথাপি আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে কুত্রাপি বিশ্রান্তি লাভে সমর্থ হইবে না।

(১) শম দমাদি। (২) অগ্নিহোত্রাদি।

কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করা কর্ত্তব্য ॥ বি-চু ৩১৪।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃসংসারো ন নিবর্ত্ততে॥

বাসনার বৃদ্ধি হইতে কর্ম্মের বৃদ্ধি হয় এবং কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে বাসনার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং পুরুষের সংসার নিবৃত্তি হয় না॥ ঐ ৩১৫।

কামার্থরাগবিদ্বেষপরিনিষ্ঠিতপৌরুষাঃ।
কর্ম্মণ্যাপাতমধুরে রমন্তে দগ্ধবুদ্ধয়ঃ॥

যাহাদের পুরুষার্থ কাম, রাগ ও বিদ্বেষভাবে পরিপূর্ণ, সেই সকল দগ্ধবুদ্ধি মানব আপাতমধুর কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া সুখানুভব করিয়া থাকে॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণপ্রঃউত্তরার্দ্ধ।

সংক্ষীয়তে জগতি জন্মপরম্পরাসু
লোকস্তৈরিহ কুকর্ম্মভিরায়ুরেতৎ।
আকাশপাদপলতা কৃতপাশকল্পং
যেষাংফলংনহিবিচারবিদোপিবিদ্মঃ॥

এই জগতে লোক সকল পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর কুৎসিত কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া পরমায়ু বৃথা ক্ষয় করে, কিন্তু আকাশ-পাদপ-লতা-ফলের ন্যায় অলীক কাম্য কর্ম্মের ফল বিচারবিৎ পণ্ডিতেরাও বুঝিতে অসমর্থ হন (১)॥

যো-বা-রা ১।২৬।৪২।

ক্রিয়াপরাস্তাবদলং চক্রাবর্ত্তিভিরাবৃতাঃ।
ভ্রমন্তীহজনাযাবন্নপশ্যন্তি পরং পদং॥

(ভোগ সাধনার্থ সকাম) কর্ম্মপরায়ণ জীবগণ যাবৎ পরমপদ লাভে সমর্থ না হয়, তাবৎ তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে॥

যো-বা-রা ২।১১।৩৩।

---

(১) বিচারবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে,- "জীব নামক অনাদি লিঙ্গ শরীরই জগৎ, তাহার অন্ত অর্থাৎ নাশ না দেখিয়া মোক্ষের অনুপযোগি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর একমাত্র; তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের শ্রেষ্ঠ; এবং আপনাতেই অবস্থিত। পুরুষ সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার কোনটাই ঈশ্বরে সমর্পিত নহে, অতএব সে সকল কর্ম্মে কি হইবে? যেরূপ পাতালে প্রবেশ করিলে বহির্গত হওয়া যায় না, সেইরূপ যে জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, পুরুষ সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশয়ে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল কার্য্যের কি ফল দেখিবে? পুরুষের নিজ নিজ বুদ্ধি রজঃপ্রভৃতি গুণের সহিত সম্পৃক্ত। উহা পুংশ্চলীর ন্যায় পুরুষের মোহ উৎপাদন করে। পুরুষ উহার অন্ত না জানিয়া যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কি ফল দর্শিবে? যেরূপ দুষ্ট ভার্য্যাকে বিবাহ করিয়া পুরুষের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সংসর্গে জীবের স্বাতন্ত্র্য দূরীভূত হয়। তিনি বুদ্ধির অবস্থাভূত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। পুরুষ এই জীবকে জানিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, সে সমুদায় বুদ্ধির বিচার করিয়া করা হয় না, অতএব

অক্লিষ্টপর্য্যন্তফলাভিরামা
নদৃশ্যতেকস্যচিদেবকাচিৎ।
ক্রিয়াদুরাশাহতচিত্তবৃত্তি-
র্যামেত্য বিশ্রান্তিমুপৈতিলোকঃ॥

ইহলোকে শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত এরূপ ক্রিয়া কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না যাহার অনুষ্ঠান করিলে দুরাশা পিশাচী লোকের চিত্তবৃত্তিকে অভি-হিত করিতে না পারে ও যাহা পরিণামে অনায়াসে লোকের বিশ্রামরূপ সুখময় ফলোৎপাদন করিতে পারে॥

যো-বা-রা ১।২৭।১০।

কামার্থ ধর্ম্মাতি কৃতান্তরাভিঃ
ক্রিয়াভিরাদৌ দিবসানিনীত্বা।
চেতশ্চলদ্বর্হিনপিচ্ছলোলং
বিশ্রান্তিমাগচ্ছতু কেনপুংসঃ॥

মানবগণ মোক্ষপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মার্থ কাম লাভার্থ তদুপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করে, সুতরাং অন্তিমকালে বাত-কম্পিত ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় তাহা-দিগের চঞ্চল মনের শান্তি কি প্রকারে হইতে পারে?

যো-বা-রা ১।২৭।১৫।

লব্ধেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞান বিজ্ঞান সংভবাং।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিৎক্ষেমমাপ্নুয়াৎ॥

মনুষ্য-জন্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপাদক; এই সংসারে সেই জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাকে বুঝিতে না পারেন, তিনি আর কোন স্থানেই শান্তি লাভ করিতে পারেন না॥ ভা-পু ৬।১৬।৫৩।

স্বপ্নেহায়াং পরিক্লেশং ততঃফল বিপর্য্যয়ং।
নোভয়ং চাপ্যনীহায়াং সংকল্পাদ্বিরমেৎ কবিঃ॥

প্রবৃত্তিমার্গে অনেক ক্লেশ আছে, এবং তদ্দ্বারা বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়; কিন্তু নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিলে কোন ভয় থাকে না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি সংকল্প হইতে বিরক্ত হইবেন॥ ঐ ৫৪।

সে কর্ম্মে কি ফল দর্শিবে? উৎপত্তি ও ধংসকরী মায়াই নদী। জলপতিত ব্যক্তি যে স্থান দিয়া উত্থান করিবে, সেই স্থানেই ঐ নদীর বেগ অধিক। মনুষ্য ঐ নদীতে মগ্ন, সুতরাং বিবশ হইয়া যে কার্য্য করে, সে সমুদায়ই মায়াময়। সে কর্ম্মে কি হইবে? অন্ত-র্যামী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অদ্ভুত আশ্রয়। মনুষ্য সেই কার্য্য-কারণের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে না জানিয়া বৃথা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বরপ্রতিপাদক, জ্ঞানঘন বস্তুর প্রকাশক এবং মোক্ষ ও বন্ধনের উপ-দেশক শাস্ত্র না জানিয়া মনুষ্য যে সকল কার্য্য করে, সে সমুদায়ই বাহ্যিক, তাদৃশ কর্ম্মে কি হইতে পারে? ভ্রমণ-শীল তীক্ষ্ণ কালচক্র সর্ব্বজগৎ আকর্ষণ করিয়া স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে; সেই চক্রকে না জানিয়া পুরুষ সে সকল কার্য্য করে, সে সকল কেবল কর্ম্ম করিব বলিয়াই করা হয়; অতএব তাহার কি ফল হইবে? শাস্ত্রই আমাদিগের পিতা; কর্ম্ম করিতে নিষেধ করাই তাঁহার আজ্ঞা। যে ব্যক্তি সেই আজ্ঞা না জানিয়া গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে রত হয়, সে কিরূপে আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে"?

ভা-পু ৬।৫ অঃ।

সুখায় দুঃখমোক্ষায় কুর্ব্বতে দম্পতীক্রিয়াঃ।
ততোঽনিবৃত্তিরপ্রাপ্তি র্দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥

স্ত্রীপুরুষ সুখ লাভ এবং দুঃখ শান্তির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তাহা হইতে সুখ-প্রাপ্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি হয় না॥

ভা-পু ৬।১৬।

অন্তরায়ৈ রবিহতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নিজ্জিতংস্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন, কর্ম্মানুষ্ঠানে বহুবিধ বিঘ্ন থাকিলেও এক্ষণে স্বীকার করিলাম যে, সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম বিঘ্নশূন্যই; কিন্তু তদ্দ্বার উপার্জ্জিত স্থান যেরূপে লাভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর॥ ভা-পু ১১।১০।২১।

ইষ্টেহ দেবতাযজ্ঞৈঃ স্বর্লোকংযাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্স্বনির্জ্জিতান॥

যাজ্ঞিক ইহলোকে যজ্ঞ সকলের দ্বারা দেবগণের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; তথায় দেবতার ন্যায়, নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিতে পান॥ ঐ ২২।

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈ র্বিহরন্মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্॥

তথায় তিনি মনোহর বেশ ধারণ করতঃ নিজ পুণ্যদ্বারা সর্ব্ব-ভোগ-সম্পন্ন শুভ্র বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবকামিনীদিগের মধ্যে বিহার করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীত হইয়া থাকেন॥ ভা-পু ১১।১০।২৩।

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্নবেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্ব্বিতঃ॥

দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান সকলে তিনি কিঙ্কিণীজালমালি কামগামী যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করতঃ সুখিত হইয়া আপনার পতন জানিতে পারেন না॥ ঐ ২৪।

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ কর্ম্ম সমাপ্যতে।
ক্ষীণ পুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥

যত কাল পুণ্য সমাপ্ত না হয়, তত কাল তিনি স্বর্গে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; পুণ্য ক্ষয় পাইলে পর কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, তিনি অধঃপতিত হন॥ ঐ ২৫।

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাঞ্চাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণোভূত বিহিংসকঃ॥
পশূনবিধিনা লভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকান্ বহুশো জন্ত গত্বা যাত্যুল্বণংতমঃ॥

যদি বা অসৎব্যক্তিদিগের সঙ্গহেতু জীব অধর্ম্মনিরত, অজিতেন্দ্রিয়, নিচাশয়, লুব্ধ, স্ত্রৈণ এবং প্রাণীগণের হিংসক হইয়া, পশু লাভ করত, অবিধিক্রমে প্রেতভূতগণের যাগ করেন, তাহা হইলে ত অবশ

হইয়া বিবিধ নরকে গমন করতঃ ভয়ানক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ স্থাবরতা প্রাপ্ত হন ॥

ভা-পু ১১ ১০।২৬-২৭।

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃপুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥

কর্ম্ম সকলের উত্তরকাল দুঃখপ্রদ; দেহদ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করত তাহাদিগের দ্বারাই অবার দেহ লাভ করে; অতএব মর্ত্ত্যধর্ম্মীদিগের সে সকলে সুখ কি ? ॥ ঐ ২৮।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তেকর্ম্ম ফলান্যসৌ ॥

গুণ সকল কর্ম্মনিবহ সৃজন করে; গুণ সকল ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করে; এই জীব ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সকল ভোগ করিয়া থাকেন।। ঐ ৩০।

যাবৎ স্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।
যাবদস্যা স্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ং ॥

যত কাল গুণগণের বৈষম্য (অহঙ্কারাদি কার্য্য) থাকে, তত কাল আত্মার নানাত্ব থাকে; যতকাল আত্মার নানাত্ব, তত কাল ইহাঁর পারতন্ত্র্য; যত কাল ইহাঁর পারতন্ত্র্য, তত কাল ইহাঁর ঈশ্বর হইতে ভয়॥

ঐ ৩১।

য এতৎ সমুপাসীবংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥

যাঁহারা এই (গুণবৈষম্যকে এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মকে) সেবন করেন, তাঁহারা শোকে গ্রথিত হইয়া মুগ্ধ হন ॥ ভা-পু ১১।১০।৩২।

ক্বচিদ্‌গুণোপি দোষঃস্যাদ্দোষোপি বিধিনাগুণঃ
গুণদোষার্থ নিয়ম স্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥

দেখ, শাস্ত্রীয় বিধিবলে দোষও কখন গুণ এবং গুণও কখন দোষ হয় (১); এই প্রকারে গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই ঐ উভয়ের ভেদকে বাধিয়া থাকে ॥ ভা-পু ১১।২১।১৬।

সমান কর্ম্মাচরণং পতিতানাং [illegible] পাতকং।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥

সমান অর্থাৎ একবিধ কর্ম্মেরই আচরণ পতিত ব্যক্তিদিগের পাতক নহে, যেহেতু পূর্ব্বস্বীকৃত সঙ্গই গুণ (২); শয়ান ব্যক্তি আর অধঃপতিত হয় না ॥ ঐ ১৭।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাংক্ষেমঃ শোকমোহ ভয়াপহঃ ॥

যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতেই মুক্ত হইবে; এই ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের শোক-মোহ-ভয়-নাশক মঙ্গল ॥ ঐ ১৮।

(১) যেমন আপৎকালে প্রতিগ্রহ গুণ এবং সম্পৎকালে প্রতিগ্রহ দোষ।

(২) যেমন ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিলে, গৃহস্থের পক্ষে ইহা গুণ; কিন্তু যতির পক্ষে স্ত্রীগমন দোষ।

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলিনৃ্ণাং॥
কলেদুর্ব্বিষহঃ ক্রোধ স্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসাগ্রস্যতে পুংস শ্চেতনাব্যাপিনী দ্রুতং॥
তয়াচ রহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥

(এক্ষণে বেদের প্রবৃত্তিমার্গের অনর্থহেতুতা প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে)-বিষয় সকলের কেবল গুণই মাত্র গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে সেই সকল বিষয়ে পুরুষের আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে সেই সকলে অভিলাষ জন্মে; অভিলাষ হইতেই মনুষ্যগণের কলহ; কলহ হইতে দুর্ব্বিষহ ক্রোধ জন্মে; অবিবেক উহার অনুবর্ত্তন করে। অবিবেক কর্ত্তৃক পুরুষের অনপায়িনী চেতনা (স্মৃতি) শীঘ্র গ্রস্ত হয়। হে সাধো! তখন জীব চৈতন্যরহিত হইয়া অসৎতুল্য হয়; তদনন্তর সে মূর্চ্ছিততুল্য ও মৃততুল্য হইয়া পুরুষার্থবিহীন হয়॥

ভা-পু ১১।২১।১৯-২১।

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদনাপরং।
বৃক্ষজীবকয়া জীবন্ ব্যর্থংভস্ত্রে বয়ঃ শ্বসন্॥

যে ব্যক্তি বিষয় সকলে অভিনিবেশ হেতু আপনাকে এবং পরমাত্মাকে জানে না, সে বৃক্ষজীবের ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ এবং ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে॥ ভা-পু ১১।২১।২২।

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্য রোচনং॥

মনুষ্যগণের এই ফলশ্রুতি (১) পরম পুরুষার্থপরা নহে; রুচি উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য; মোক্ষ উদ্দেশে ইহা বলা হইয়াছে, যেমন ঔষধে রোগীর রুচি উৎপাদন করা হইয়া থাকে॥ ঐ ২৩।

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোনর্থহেতুষু॥

অভিলষিত বস্তু, প্রাণ এবং (দারা পুত্রাদি) স্বজন; নিজের অনর্থের কারণীভূত এই সকলে স্বভাবতই মর্ত্ত্যদিগের মন আসক্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২৪।

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥

অতএব তাহারা পরম সুখকে জ্ঞাত নহে। সুতরাং "বেদ যাহা বুঝাইবে তাহাই মোক্ষ", যাহাদিগের এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে; (এইরূপ হইয়া যাহারা দেবাদি যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে, (পরে) বৃক্ষাদি যোনিতে প্রবেশ করিতে

(১) কর্ম্মফল প্রতিপাদক বেদবাক্য।

যাইতেছে, তাহাদিগকে বেদ (স্বয়ং) কি করিয়া আবার ঐ সকল (কাম্যেতেই) প্রবর্ত্তিত করিবে ?॥

ভা-পু ১১।২১।২৫।

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥

(বেদের) এইরূপ অভিপ্রায় না জানিয়া কতকগুলিন কুবুদ্ধি কুসুমিতা (১) ফলশ্রুতি বিধান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞেরা (২) করেন না॥ ঐ ২৬।

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বংলোকংন বিদন্তি তে॥

যাহারা কামী, (অতএব) কৃপণ, (সেই হেতু) লুব্ধ হইয়া পুষ্পকেই ফলবোধ করে (৩), (অতএব) অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অভিনিবেশ দ্বারা বিবেকহীন হয়, (সুতরাং) ধূমমার্গ (৪) যাহাদিগের শেষে (রহিয়াছে), তাহারা নিজ লোক জানে না॥ ঐ ২৭।

ন তে মামঙ্গজানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উকৃথ শস্ত্রাহ্যসুতৃপো যথা নীহার চক্ষুষঃ॥

কর্ম্মই তাহাদিগের শাস্ত্র (৫), (সুতরাং) তাহারা প্রাণই পরিতোষ করিয়া থাকে। যাহা হইতে, (অতএব) যিনি, এই জগৎ, তাহারা সেই হৃদিস্থিত আমাকে (আত্মাকে) জানে না (১); যেমন অন্ধকার দ্বারা আবৃত-চক্ষুঃ ব্যক্তি নিকটস্থ পদার্থকেও দেখিতে পায় না॥

ভা-পু ১১।২১।২৮।

তে মে মতম বিজ্ঞায পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদিরাগঃ স্যাদ্‌যজ্ঞ এবচ ন চোদনা॥
হিংসাবিহারাহ্যা লব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃন্ ভূতপতীন্‌খলাঃ॥

বিষয়াত্মক ঐ সকল খল, "যদি হিংসাতে অনুরাগ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞেতেই হিংসা করিবে", বিধি নহে (২); আমার এই অস্ফুট মত না জানিয়া, হিংসা-বিহারী হইয়া প্রাপ্ত পশু সকলের দ্বারা নিজসুখেচ্ছায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদিগের যাগ করে॥

ঐ ২৯-৩০।

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ং।
আশিষো হৃদিসঙ্কল্প্য যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্॥

স্বপ্নোপম, অসৎ, কর্ণপ্রিয় এই পরলোককে মনে মনে "অখিল

(১) অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের প্ররোচনা দ্বারা দেখিতে রমণীয়া।

(২) ব্যাসাদি।

(৩) পুষ্পস্বরূপ আপাতমনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকেই পরম ফল বোধ করে; সুতরাং তাহারা কুবুদ্ধি।

(৪) নরকে গমনের পথ।

(৫) অর্থাৎ কর্ম্মই কথনীয়, কিম্বা পশুহিংসাসাধন।

(১) অর্থাৎ আত্মরূপী আমিই যে তাহাদিগের নিজ লোক তাহা তাহারা জানে না।

(২) অর্থাৎ হিংসা অবশ্যই করিতে হইবে, এরূপ বিধি নাই।

মঙ্গল” কল্পনা করিয়া বণিকের ন্যায় অর্থ সকল পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মে ধনক্ষয় করে ॥

ভা-পু ১১।২১।৩১।

রজঃ সত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখান্ দেবাদীন্ন যথৈব মাং॥

রজঃ-সত্ত্ব—তমোনিষ্ঠ লোকেরা রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-সেবী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা করে; আমার (ঈশ্বরের) যথাবৎ (১) উপাসনা করে না॥ ঐ ৩২।

ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বারংস্যা মহেদিবি।
তস্যান্ত ইহভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ॥

“ইহলোকে দেবতাদিগের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করতঃ বিহার করিব,” (হৃদয়ে এইরূপ কল্পনা করে); উহার অবসানে (২) পুনরায় ইহলোকেই মহাকুলোদ্ভব মহাগৃহস্থ হয়॥ ঐ ৩৩।

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাংনৃণাং।
মানিনাঞ্চাতিস্তব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে॥

এবম্প্রকার পুষ্পিত বাক্য দ্বারা বিচালিতমনাঃ, অভিমানী ও অতিলুব্ধ মনুষ্যদিগের আমার বার্ত্তাও ভাল লাগে না॥ ঐ ৩৪।

(১) ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আমার অংশ; সুতরাং তাহাদিগের সেবা করিলে যদিও আমার সেবা করা হয় বটে, তথাপি যথাবৎ অর্থাৎ যেরূপ উচিত, সেরূপ করে না; কারণ ভেদ দর্শন করিয়া থাকে।

(২) স্বর্গভোগের অবসানে।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া স্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মমপ্রিয়ং॥

ত্রিকাণ্ড (১) বিষয়ক এই সকল বেদ ব্রহ্মাত্মপর (২); মন্ত্র সকল পরোক্ষবাদক; পরোক্ষই আমার প্রিয়॥ ভা-পু ১১।২১।৩৫।

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়ং।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥

শব্দ-ব্রহ্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ (৩); প্রাণময়, ইন্দ্রিয়ময় ও মনোময় (৪) এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত-পার, গম্ভীর (৫) ও দুর্ব্বিগাহ্য (৬)॥

ঐ ৩৬।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে॥

ভূমা অনন্তশক্তি ব্রহ্মা আমা-কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া মৃণালসকলে ঊর্ণা (সূত্রের) ন্যায় প্রাণিগণে নাদরূপে লক্ষিত হন॥ ঐ ৩৭।

যথোর্ণনাভিহৃর্দয়াদূর্ণা মুদ্বহতে মুখাৎ।
আকাশাদঘোষবান্ প্রাণো মনসাস্পর্শরূপিণা॥

(১) কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড।

(২) অর্থাৎ “ব্রহ্মই আত্মা; সংসারী জীব আত্মা নহেন,” এইরূপ নির্দ্ধারণই ইহার উদ্দেশ্য।

(৩) স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ। শব্দব্রহ্ম দুই প্রকার,—সূক্ষ্ম ও স্থূল।

(৪) সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্ম স্বরূপতও দুর্ব্বোধ।

(৫) অর্থাৎ যাহার অর্থ নিগূঢ়।

(৬) অর্থাৎ প্রবেশের যোগ্য নহে।

ছন্দোময়োম্বৃতময়ঃ সহস্র পদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থ ভূষিতাং।
বিচিত্রভাষা বিততাংছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ং ॥

যাদৃশ ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) হৃদয় হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণা বমন করে, তাদৃশ (প্রাণরূপে) বেদমূর্ত্তি, কিন্তু স্বয়ং অমৃতময় প্রাণোপাধিক হিরণ্যগর্ব্ভ-রূপ ভগবান্ নাদরূপ-উপাদান-সম্পন্ন হইয়া স্পর্শাদি-বর্ণ-সঙ্কল্প-কারী মনোদ্বারা হৃদয়াকাশ হইতে বহুপথা; বক্ষঃ ও কণ্ঠাদি-সম্বন্ধদ্বারা ব্যঞ্জিত স্পর্শবর্ণ (১), স্বরবর্ণ (২), উষ্মবর্ণ (৩) ও অন্তস্থবর্ণ (৪) দ্বারা ভূষিতা; বিবিধ ভাষা (৫) দ্বারা বিস্তৃতা; উত্তরোত্তর চারি চারি অক্ষরে পরিবর্দ্ধিত (বক্ষ্যমাণ) ছন্দ সকলের দ্বারা চিহ্নিতা; (এইরূপে) অপরা বৃহতী (৬) সৃজন এবং স্বয়ং সংহরণ করেন॥ ভা-পু ১১।২১।৩৮।

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্ জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতি জগদ্বিরাট্ ॥
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদকশ্চন ॥

গায়ত্রী (১), উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট্; (ইত্যাদি ছন্দ সকলের দ্বারা চিহ্নিতা বেদ) কি বিধান করে (২), কি প্রকাশ করে (৩), আবার কি বলিয়া তাহার অন্যথা করে, আমি ভিন্ন ইহার (৪) এই প্রকার তাৎপর্য্য লোকে অন্য কেহ জানেন না॥ ৩৯-৪০।

মাংবিধত্তে ভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেত্যয়ং ॥

(ঐ বেদ) আমাকে বিধান করে, আমাকে প্রকাশ করে, এবং আমিই বাদীর তর্কিত-অর্থ-রূপে অভিহিত হইয়া প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কথিত তর্কান্তর দ্বারা নিরস্ত হই॥ ঐ ৪১।

এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাংবিদাঃ।
মায়ামাত্র মনূদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধ্য প্রসীদতি ॥

সকল বেদের অর্থ এই মাত্র; বেদ আমাকে (৫) আশ্রয় করতঃ "ভেদ সকল মায়ামাত্র" এই প্রতি-

(১) কবর্গ হইতে পবর্গ পর্য্যন্ত।
(২) অকারাদি ষোড়শ।
(৩) শ, ষ, স, এবং হ।
(৪) য র ল ব।
(৫) বৈদিক ভাষা ও লৌকিক ভাষা।
(৬) মুখদ্বারা উচ্চারিত ব্যক্ত শব্দ।

(১) চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গ্রথিতা ছন্দ। এই ছন্দের পরে উত্তরোত্তর যে সকল ছন্দ বলা হইতেছে, পরপরটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা চারি চারিটী অধিকতর অক্ষরে গ্রথিত।
(২) কর্ম্মকাণ্ডে,—বিধিবাক্য সকলের দ্বারা।
(৩) দেবতাকাণ্ডে,—মন্ত্রবাক্য সকলের দ্বারা।
(৪) বেদ বাক্যের।
(৫) পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে।

পাদন করিয়া পরে নিষেধ (১) করত প্রসন্ন হয় (২)॥

ভা-পু ১১।২১।৪২।

জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ
বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য॥

(এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত জগতস্থ সমুদায় পদার্থের অভেদত্ব দর্শাইবার নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে)—এই গ্রহ নক্ষত্র সকল বিষ্ণুময়, ভুবন সকল বিষ্ণুময়, বন সকল বিষ্ণুময়, পর্ব্বত সকল বিষ্ণুময়, দিক্ সকল বিষ্ণুময়, সমুদ্র সকল বিষ্ণুময়; অধিক কি, এই জগতে যে কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে, ছিল বা থাকিবে, অথবা যাহা জগতে নাই, তৎসমুদায়ই বিষ্ণুময়॥ বি-পু ২।১২।৩৭।

জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ
অশেষমূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি॥

সেই ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার অশেষ মূর্ত্তি, অথচ তিনি কোন বস্তুভূত নহেন। তাঁহা হইতে পর্ব্বত, সমুদ্র ও ধরণী প্রভৃতি যে কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় কেবল তাঁহারই বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিত, অর্থাৎ মায়া-বিলসিত মাত্র॥

বি-পু ২।১২।৩৮।

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ॥

পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পরে, যখন যে ব্যক্তি অতি বিশুদ্ধ পরম জ্ঞান লাভ করে, তখন তাহার বস্তু-ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান তিরোহিত-হইয়া যায় এবং সঙ্কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ যে পৃথিব্যাদি বস্তুতে বস্তুজ্ঞান তাহা নিরস্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৯।

বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্॥

হে ব্রহ্মন্! আদি, মধ্য ও অন্ত-বিহীন সর্ব্বদা একরূপ কোন পদার্থ কি কোথাও বিদ্যমান আছে? যাহা পরিণামান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হয় না। অতএব স্বরূপচ্যুত উপলব্ধ বস্তুতে শুক্তি-রজতাদির ন্যায় কিরূপে পারমার্থিকতা থাকিতে পারে? ঐ ৪০।

(১) "বস্তুতঃ ইহ সংসারে নানা কিছুই নাই" ইত্যাকার নিষেধ।

(২) উহার ব্যাপারে নিবৃত্তি পায়।

মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ
আলক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥

(এই জগৎ যে মিথ্যা তাহার উদাহরণ দেখ) মৃত্তিকা ঘটরূপে, ঘট কপালরূপে, এবং কপাল-চূর্ণ রজরূপে লক্ষিত হয় এবং রজতে পরমাণু উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব পাপ পুণ্যরূপ স্বকর্ম্মদ্বারা যাহাদিগের আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহারা এই পরিণামি সংসারে ঘটকপালাদির মধ্যে কোন্ বস্তুকে বস্তুবোধে অবলোকন করিবে, বল? ॥ বি-পু ২।১২।৪১।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদ-
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্॥

অতএব হে ব্রহ্মন্! এই জগতে বিজ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই। স্ব স্ব কর্ম্মভেদ দ্বারা বিভিন্নচিত্ত মনুষ্যেরা সেই একমাত্র বিজ্ঞানকেই নানারূপ অবলোকন করে॥ ঐ ৪২।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥

বৃত্তিজ্ঞানাবচ্ছিন্ন বিবিধ শোকাদির সহিত যাঁহার সংস্রব নাই, সেই শোক-তাপাদি-রহিত বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানই ভগবান্ বাসুদেব। তিনি বিকারশূন্য পরিণাম বিরহিত পরম পরমেশ্বর। তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই॥

বি-পু ২।১২।৪৩।

সদ্ভাব এবো ভবতো ময়োক্তো
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে॥

এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বিষয় কহিলাম। একমাত্র জ্ঞানই সত্য ও জ্ঞান ভিন্ন সমুদায় মিথ্যা, ইহাও প্রতিপন্ন করা হইল; পরন্তু জ্ঞান ব্যতিরিক্ত এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, ইহা পরমার্থোপযোগী ব্যবহারাশ্রিত মাত্র, ইহা বস্তুতঃ সত্য নহে॥ ঐ ৪৪।

যজ্ঞঃ পশুর্বহ্নিরশেষ ঋত্বিক্
সোমঃসুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ।
ইত্যাদি কর্ম্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং
ভূরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্॥

যজ্ঞ, পশু, বহ্নি, অশেষ ঋত্বিক্, সোম, সুরা ও স্বর্গময় কামনা, এ সমুদায় কাম্যকর্ম্মাশ্রিত পথদ্বারা

দৃষ্ট হইতেছে এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি ভোগ ইহার ফলস্বরূপ ॥

বি-পু ২।১২।৪৫।

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াম অজ্ঞানাৎতাত জায়তে।
বালোঽগ্নিংকিং ন খদ্যোতম্ অসুরেশ্বর মন্যতে॥

হে তাত! মোহ বশতই অবিদ্যাতে বিদ্যা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে অসুরেশ্বর! দেখুন, বালক কি খদ্যোতকে অগ্নি বলিয়া বিবেচনা করে না?॥

বি-পু ১।১৯।৪০।

তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্॥

যাহা দ্বারা সংসার-বন্ধনের মোচন হয়, তাহাই কর্ম্ম এবং যাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়, তাহাই বিদ্যা। অর্থ কামাদি সাধক অন্য কর্ম্ম কেবল আয়াসের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে এবং অন্য বিদ্যা ঐন্দ্রজালিকাদি শিল্পবিদ্যার ন্যায় কেবল কৌশল মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৪১।

তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা॥

অতএব যে ব্যক্তি মহতী শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য॥ বি-পু ১।১৯।৪৬।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ সরীসৃপ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই অনন্তদেবের স্বরূপ, উহারা কেবল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত মাত্র॥

বি-পু ১।১৯।৪৭।

এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাব জঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥

যিনি এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দর্শন করেন, কারণ ভগবান্ বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ঐ ৪৮।

এবংজ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ॥

মনুষ্যের এই প্রকার জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে অনাদি ভগবান্ পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তিনি প্রসন্ন হইলে তাহার সমুদায় ক্লেশ দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৯।

জ্ঞানং হি পরমংশ্রেয়ঃ কৈবল্যং তেন বেত্ত্যলং।
কালাতিবাহনায়ৈব বিনোদায়োদিতা ক্রিয়া॥

ফলতঃ একমাত্র জ্ঞানই প্রধান মঙ্গলকর বিষয়, লোকে ইহাকেই কৈবল্য বলিয়া জানে (১)। আর

(১) "এই জগতে কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস আছে। দান, যজ্ঞ,

ক্রিয়া, স্বর্গভোগাদি প্রবৃত্তি এবং কালাতিবাহনের নিমিত্তই করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥

যো-বা-রা ৬।৮৭।১৫।

অলব্ধজ্ঞানদৃষ্টীনাং ক্রিয়া পুত্র ন দূষিতা।
যস্য নাস্ত্যম্বরং পট্টং কম্বলং কিং ত্যজত্যসৌ ॥

হে পুত্র! অলব্ধ জ্ঞানদৃষ্টি ব্যক্তি-দিগের পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান দূষ্য নহে; কারণ যাহার পট্টবস্ত্র নাই, সে কি তদভাবে কম্বল পরিত্যাগ করিয়া নগ্নবেশ ধারণ করিয়া থাকিবে?

যো-বা-রা ৬।৮৭।১৬।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সংসার-সুখের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ বর্ণন।

কিংনামেদংভবসুখং যে হয়ং সংসার সন্ততিঃ।
জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায়চ ॥

এই সংসারে যে সুখ আছে তাহার নাম কি? এবং ইহাতে যে ধারা প্রবাহিত আছে তাহাই বা কি? ইহাতে লোক সকল কেবল জন্মাইবার নিমিত্তই মরিয়া থাকে এবং মরিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে ॥ যো-বা-রা ১।১২।৭।

তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের ফল কাল-ক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞান প্রভাবেই সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্ম-প্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়, তাঁহাকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ইন্দ্রিয় সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যোগীগণ ঐ আত্মপ্রসাদ প্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্ম সমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিবৃত্তি ধর্ম্মই বিষয়রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মা-দিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য"। অ-গী ৫১ অধ্যায়।

অস্থিরাঃ সর্ব্বত্রবেমে সচরাচর চেষ্টিতাঃ।
আপদাং পতয়ঃ পাপা ভাবাবিভব ভূময়ঃ॥

সুগন্ধ ঘ্রাণ,সুরস পান ও ভোজন, সুবসন পরিধান ও অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ প্রভৃতি সংসার--চেষ্টিত বিষয়-কার্য্য সমুদয় নিতান্ত অস্থির, অভাবনীয় আপদের আস্পদ এবং সকল প্রকার পাপ ও ভয়ের আশ্রয় স্বরূপ মাত্র॥ যো-বা-রা ১।১২।৮।

অয়ঃশলাকসদৃশাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ।
শ্লিষ্যন্তে কেবলংভাবা মনঃ কল্পনয়াস্বয়া॥

এই সংসারস্থ সুখকর পদার্থ সমুদায় লৌহ শলাকার ন্যায় পরস্পর অসংলগ্ন; উহা কেবল জীবগণের স্ব স্ব মনঃকল্পনা দ্বারা সুখরূপে আশ্লিষ্ট হইয়া থাকে (১)॥ ঐ ৯।

মনঃ সমায়ত্তমিদং জগদাভাতি দৃশ্যতে।
মনশ্চাস দিবাভাতি কেনস্ম পরিমোহিতাঃ॥

এই জগৎ ও জগতের সুখ সকলই মনের অধীন, অর্থাৎ মনেতেই প্রতিভাত হয়, কিন্তু মনকেও সুখের কারণ বলা যায় না, যেহেতু মন শূন্য অর্থাৎ আকাশবৎ; সুতরাং আমরা বিবেকের অভাবে কাহার দ্বারা সুখী হইব এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরন্তর পরিমোহিত হইয়া রহিয়াছি॥ যো-বা-রা ১।১২।১০।

অসদেববয়ং কষ্টংবিকৃষ্টমূঢ়বুদ্ধয়ঃ।
মৃগতৃষ্ণাম্ভসাদূরে বনে মুগ্ধ মৃগাইব॥

যেরূপ পিপাসা-কাতর হরিণগণ মরীচিকা দর্শন করতঃ জলভ্রমে মুগ্ধ হইয়া দূর বনে ধাবমান হয়, সেইরূপ মূঢ়চেতা জনগণ সুখলাভ প্রত্যাশায় নিয়ত সংসারগহনে পরিভ্রমণ করিতে থাকে॥ ঐ ১১।

ন কেনচিচ্চবিক্রীতা বিক্রীতাইব সংস্থিতাঃ।
ধনমূঢাবয়ং সর্ব্বেজানানা অপিশাম্বরং॥

এই সংসারে আমাদিগকে কেহই বিক্রয় করে নাই, তথাপি আমরা দারাপত্যাদির নিকট নিয়ত ক্রীতদাসের ন্যায় হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি,তথাপি আমরা শম্বরাসুরকৃত মায়ার ন্যায় ভগবন্মায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি॥ ঐ ১২।

আজ্ঞাতং বহুকালেন ব্যর্থমেববয়ং বনে।
মোহেনিপতিতামুগ্ধাঃ শ্বভ্রেমুগ্ধামৃগাইব॥

বনমধ্যে মৃগগণ যেমন গর্ত্তে নিপতিত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে,

(১) সুখ সকল লৌহ শলাকা অর্থাৎ সূচের ন্যায় পরস্পর অসংলগ্ন বা সম্বন্ধরহিত, কেহ কাহারও সংযোগে থাকে না, যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় সুখের সহিত দর্শনেন্দ্রিয় সুখের কোন সম্বন্ধ নাই, দর্শনেন্দ্রিয় সুখের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখের কোন সম্বন্ধ নাই, ইত্যাদি; অতএব সুখ সকল পরস্পর অসংলগ্ন, কেবল মনে মনে "এইবস্তু দ্বারা আমি এই সুখ সাধন করিব" বলিয়া সুখকে কল্পনা করা যায় মাত্র এবং এই কল্পিত সুখ ভোগের অনুরোধে জীব আপনাকে "অহংকর্ত্তা," "অহংসুখী" জ্ঞান করিয়া সংসারে বদ্ধ হয়।

আমরাও সেইরূপ এই ভ্রমাত্মক সংসারগহনে বৃথা সুখের আশয়ে মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া রহিয়াছি ॥ যো-বা-রা ১।১২।১৪।

আলোক্যতেচেতনয়ান্থবিদ্ধা
পয়োম্বুবদ্ধোস্তনয়োনভঃস্থা।
পৃথগ্বিভাগেণ পদার্থলক্ষ্যা
এতজ্জগন্নেতরদস্তিকিঞ্চিৎ ॥

স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ লোকেরাই বুদ্ধিদ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক জগৎকে অন্যবিধ পদার্থে বিনির্ম্মিত বলিয়া মান্য করে, কিন্তু জ্ঞানবান্ পুরুষেরা, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতের সমবায় ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ বিবেচনা করেন, অর্থাৎ তাঁহারা এই জগতস্থ কোন পদার্থকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মান্য করেন না ॥ যো-বা-রা ১।২৭।৩৪।

বুধস্ত্বাভরণং ভারঃ মলমালেপনং তথা।
মন্যতে স্ত্রী চ মূর্খশ্চ তদেব বহু মন্যতে ॥

জ্ঞানবান্ পুরুষেরা সুবর্ণাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত আভরণকে কেবল ভারমাত্র ও চন্দনাদি বিলেপন বস্তুকে মলস্বরূপ জ্ঞান করেন, কিন্তু মূর্খ ও স্ত্রীলোকেরা সেই সকলকে অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া মনে করে ॥ দ-সং ৭।২৭।

পঞ্চভূতাত্মকৈর্ভোগৈঃ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
আপ্যায়তে যদি ততঃ পুংসো গর্ব্বোহত্র কিংততঃ ॥

যদি পঞ্চভূতময় ভোগদ্বারা পঞ্চভূতময় শরীর আপ্যায়িত হয়, তাহা হইলে পুরুষ তাহাতে কি জন্য গর্ব্ব করিবে? ॥ বি-পু ৬।৭।১৮।

মৃণ্ময়ংহি গৃহং যদ্বন্মৃদা লিপ্তং স্থিরংভবেৎ।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥

যেমন মৃণ্ময় গৃহ মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই মানব দেহ পার্থিব অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পাঞ্চভৌতিক পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এই মানবদেহও পঞ্চভূতময় ॥

বি-পু ২।১৫।২৯।

সর্ব্বত্রপাষাণময়া মহীধ্রা-
মৃদামহীদারুভিরেব বৃক্ষাঃ।
মাংসৈর্জ নাঃ পৌরুষবদ্ধভাবা-
নাপূর্ব্বমস্তীহবিকারহীনং ॥

আর, যাহাকে পর্ব্বত বলা যায় তাহা কেবল পাষাণময়, যাহাকে পৃথিবী বলা যায় তাহা মৃত্তিকাময়, যে সকল বৃক্ষ তাহারা দারুময়, এবং যাহারা মানব তাহারা মাংসপিণ্ডময়। ফলতঃ এই সংসার জড়বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেবল পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বস্তু সকলের নাম রূপ প্রভৃতি কেবল কল্পিত মাত্র ॥

যো-বা-রা ১।২৭।৩৩।

যবগোধূমমুদ্গাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি।
গুড়ংফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ॥

যব, গোধূম, মুদ্গ, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, দধি, গুড় ও ফলাদি সমস্ত দ্রব্যই পার্থিব (পাঞ্চভৌতিক) পরমাণু সমূহের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ বি-পু ২।১৫।৩০।

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিংপ্রয়োজনং॥

বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে যে যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই কেবল মাত্র জিহ্বা ও উপস্থ জন্যই গ্রাহ্য হয়, পরন্তু সেই জিহ্বা ও উপস্থকে পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে আর প্রয়োজন কি?॥ উ-গী ৩।৫।

অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টং মৃষ্টাদুদ্বিজতে জনঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্॥

আবার দেখ, এই জগতে কখন বিস্বাদু দ্রব্য সুস্বাদু হয়, কখন সুস্বাদু দ্রব্যও বিস্বাদু হয়, অতএব আদি, মধ্য ও অন্তকালে, অর্থাৎ সর্ব্ব সময়েই রুচিকর হয় এমন দ্রব্য কি আছে (১)॥ বি-পু ২।১৫।২৮।

বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু দুঃখাত্মকং ততঃ॥

(স্রক্ চন্দন বনিতা প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু সুখসাধন বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে দেশ, কাল ও পাত্রাদির অবস্থা ভেদে) এক বস্তুই কখন দুঃখদায়ক, কখন সুখজনক, কখন ঈর্ষোৎপাদক এবং কখন ক্রোধোদ্দীপক হইয়া থাকে, অতএব সমস্ত বস্তুকেই দুঃখের নিদান বলা যায়॥ বি-পু ২।৬।৪৩।

তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে॥

দেখ, ঐ এক বস্তু কখন প্রীতি উৎপাদন করে, কখন দুঃখ উৎপাদন করে, কখন বা ক্রোধের কারণ হয়, কখন বা তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে॥ ঐ ৪৪।

তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎসুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ॥

অতএব এই জগতে কোন পদার্থই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নহে; ফলতঃ সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র (১)॥ ঐ ৪৫।

(১) এক সময়ে যে দ্রব্য অতিতৃপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বিস্বাদু বোধ হয়, তাহাই আবার অন্য সময়ে অতি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে সুস্বাদু বোধ হয়; অতএব সকল সময়েই সমান সুখজনক হয় এমন পার্থিব বস্তু কিছুই নাই।

(১) বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ বা কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধির ধর্ম্ম। দেখ, কখন পরম সুখকর সামগ্রী লাভেও সুখ হয় না, কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখ লাভ হয়; আর কাহার রাজ্যলাভে এবং পল্যঙ্কে শয়নেও সুখ বোধ হয় না, কেহ বা ভিক্ষালাভে ও ছিন্ন মন্দোরীতে শয়ন করিয়াও পরম আনন্দ ভোগ করে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুখকর বা দুঃখকর কিছুই অনুগত নাই, যখন যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কল্পনা করা যায়, তখনই তাহা

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্য্যয়ে।
সুখং দুঃখঞ্চ তদ্ধর্ম্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ॥

জীব বিষয়ের অনুকূলতা জন্য সুখী ও প্রতিকূলতা জন্য দুঃখী হয়; কিন্তু সুখ ও দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম; নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম্ম এ সকল নহে॥ বি-চূ ১০৭।

দোষাষ্টকমিদং নিত্যং ন স্পৃশেদ্ধি কথঞ্চন।
আত্মানং মন আদিভ্যো মামন্যং সুখরূপকং॥

মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ হইতে ভিন্ন, কেবলমাত্র সুখস্বরূপ আত্মাকে ইচ্ছা ও দ্বেষাদি অষ্টবিধ দোষ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয় ও মোহ মনের ধর্ম্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম্ম, নিদ্রা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং বিষ্ঠা ও মূত্র নিবন্ধন পীড়া দেহের ধর্ম্ম; অতএব মন প্রভৃতি হইতে ভিন্ন যে আত্মা তাঁহার মন প্রভৃতির ধর্ম্ম যে ইচ্ছাদি তাহা হওয়া অসম্ভব॥

আত্ম-পু ১।৬৬৭।

ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমংতদ্বৎ শীতাদ্যুপশমংসুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎপুনঃ॥

যাহাদের বালকের ন্যায় বুদ্ধি, সেই সকল লোকেরাই ভ্রান্তি বশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণাদির উপশম ও শীত গ্রীষ্মাদির অপনয়ন প্রভৃতিকেই সুখ-সাধন বলিয়া বোধ করে, পরন্তু ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নিবারণোপযোগী দ্রব্য সকল আহরণ কালে মানবদিগকে অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়॥ বি-পু ১।১৭।৬০।

অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বংতদ্ বিলোমস্য চেতরৈঃ॥

শীতের সময় অনল, তৃষ্ণার সময় জল ও ক্ষুধার সময় অন্ন সুখজনক বোধ হয় বটে, কিন্তু শীতাদি অতীত হইলে ঐ অনলাদি তাহার বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়া সমধিক দুঃখজনক হইয়া থাকে, ফলতঃ এই সংসারে বাস্তবিক সুখ কিছুই নাই॥ ঐ ৬৪।

এবমন্নোদকেনৈব সুখকারণমীরিতম্।
ভুক্তপীতাস্তু এতে হি যতো দুঃখস্য কারণম্॥

আর, অন্ন ও পানাদিকেও সুখ-কারণ বলিতে পার না, যেহেতু ভোজন ও পানাবসানে অন্নপানাদির দুঃখ-কারণতা দৃষ্ট হইতেছে॥

আত্ম-পু ১।৩০৪।

যথা হি জ্বলতোবহ্নের্ভবেৎ কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ঃ।
ক্ষিপ্তস্তত্র ক্ষণং প্রৌঢ়জ্বালানাং বিনিবারণম্॥
যথা বা সরসং দেশং বায়ো রুক্ষং হি কুর্ব্বতঃ।
ক্ষণং তদ্বারণোপায়স্তত্র নীরাবসেচনম্॥

যারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ হইয়া উঠে, অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মার নহে। আত্মা সুখ-দুঃখাদি ও সত্ত্বাদি গুণশূন্য।

এবং জঠরগাবেভাবগ্নিপ্রাণাবহর্নিশম্।
ক্ষুৎপিপাসে জনয়তো জন্তূনামনিবারিতৌ ॥
অত্রোদকাভ্যাং ক্ষিপ্তাভ্যাং দেহস্থাস্তঃ ক্ষণংনৃভিঃ।
যথাকথঞ্চিৎস্মৃকরা ক্ষান্তিঃ স্যাৎ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ॥

যেমন কাষ্ঠরাশি বহ্নিপুঞ্জে নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রজ্জলিত বহ্নির অতিশয় জ্বালার উপশম হয় এবং নিরন্তর প্রবাহিত বায়ুদ্বারা আদ্রদেশ শুষ্ক হইলে জলসেচন যেমন ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই আদ্রদেশের শুষ্কতা নিবারণের উপায় হয়, সেইরূপ জীবগণের জঠরস্থিত অগ্নি ও প্রাণ-বায়ু অনবরত ক্ষুধা ও পিপাসা জন্মাইতেছে, আর মনুষ্য কর্ত্তৃক দেহাভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত অন্ন ও জলাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎপরিমাণে সেই ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৩০৫-৩০৮।

ক্ষুত্তৃষোঃ ক্ষণমাত্রংযা শান্তিঃ প্রাণাগ্নিরোধনাৎ
তস্যাং সুখমিতি ভ্রান্তা বদন্ত্যল্পধিয়ো নরাঃ ॥

দেহাভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত অন্ন ও জলাদি দ্বারা জঠরাগ্নি ও প্রাণবায়ুর রোধহেতু ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যে শান্তি হয়, অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ভ্রান্ত হইয়াই তাহাতে সুখ হয় বলিয়া থাকে ॥

ঐ ৩০৯।

এবংশব্দাদিলাভেঽপি সুখং নৈবপ্রজায়তে।
কিন্তু স্যাত্মন ঔৎসুক্যনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ক্ষণংনৃণাম্॥

এইরূপে প্রীতিজনক শব্দস্পর্শাদি বিষয় লাভেও মনুষ্যদিগের কোন সুখ জন্মায় না, কিন্তু তাহাদিগের তত্তৎ বিষয়ে অভিলাষ প্রযুক্ত চিত্তের চঞ্চলতার ক্ষণকাল নিবৃত্তি হইয়া থাকে মাত্র ॥ আত্ম-পু ১।৩১০।

ততো ন জায়তে কিঞ্চিৎসুখং বিষয়তো নৃণাম্।
কিন্তু দুঃখেষু সুখধীঃক্রিয়তে ভ্রান্তবুদ্ধিভিঃ ॥

অতএব বিষয় হইতে মনুষ্যগণের কিছুমাত্র সুখ জন্মায় না, কিন্তু ভ্রান্ত বুদ্ধি ব্যক্তিগণ দুঃখজনক কার্য্যেতেই সুখজ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ঐ ৩১১।

ন হি বৈষয়িকং নাম সুখংকিঞ্চ ন বিদ্যতে।
কিন্তুদুঃখে হি বিভ্রান্ত্যা সুখধীর্জায়তে নৃণাম্ ॥

বৈষয়িক নামে কোন সুখই নাই; কিন্তু অন্তঃকরণের পরিণামরূপ দুঃখেই মনুষ্যগণের পূর্ব্বসংস্কারো-দ্ভুত ভ্রমবশতঃ সুখবুদ্ধি জন্মে, অত-এব বিষয়াগত সুখ, সুখপদবাচ্য হইতে পারে না ॥ আত্ম-পু ১।২৮৪।

পুনরালিঙ্গ্যতে কান্তা পুনরেব তু ভুজ্যতে।
তমেব ভুক্তবিরসং ব্যাপারৌঘং পুনঃ পুনঃ।
দিবসে দিবসে কুর্ব্বন্ প্রাজ্ঞঃ কস্মান্ন লজ্জতে ॥

লোক সকল পুনঃ পুনঃ কান্তাকে আলিঙ্গন করে, পুনঃ পুনঃ ভোজ-নাদি উপভোগ করে এবং পুনঃ

পুনঃ আলিঙ্গন ও ভোজনাদির পরে বিরসতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু (কি আশ্চর্য্য!) যাঁহারা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা (শিশুদিগের ন্যায়) দিন দিন এইরূপ ভুক্তবিরস ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া কি নিমিত্ত যে লজ্জিত হন না, তাহা বলিতে পারি না ॥

যো-বা-রা ৫।২১।২৬-২৭।

পুনর্দিনং পুনারাত্রিঃ পুনঃকার্য্যপরম্পরা।
পুনঃ পুনরহং মন্যে প্রাজ্ঞস্যেয়ং বিড়ম্বনা ॥

পুনর্ব্বার দিন, পুনর্ব্বার রাত্রি এবং পুনর্ব্বার কার্য্য পরম্পরা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু (তা বলিয়া) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এক কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে হইলে, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ঐ ২৮।

ভোগস্তে রেবতৈরেব তুচ্ছৈরয়মমীকিল।
পশুজর্জ্জরতাং নীতা বাতৈরিব গিরিদ্রুমাঃ ॥

যেমন পর্ব্বতের উপরিস্থিত বৃক্ষ সকল বাতাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া সমূলে উৎপাটিত হয়, সেইরূপ বায়ুবৎ জরামরণাদি অবস্থাদ্বারা ভোগ সকল সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ভোগ থাকিলেই রোগাদি দ্বারা শরীর বিনষ্ট হয় ॥

যো-বা-রা ১।১২।১৯।

কুরঙ্গালিপতঙ্গেভমীনা হ্যেকৈকশো হতাঃ।
সর্ব্বৈরেতৈরনর্থৈস্তু ব্যাপ্তস্য হি কুতঃসুখং ॥

আবার, যখন এক এক অনর্থ বিষয়ে লোভ করিয়া কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মাতঙ্গ ও মীন ইহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন যে মনুষ্য সকল প্রকার অনর্থেই আক্রান্ত, তাহার সুখ কিরূপে সম্ভবিতে পারে (১) ॥

যো-বা-রা ৫।৫২।১৩।

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভির্ধ্যায়তিধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থা-
ন্মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥

আর, শব্দব্রহ্ম বেদের পন্থাই এই যে, স্বর্গ প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক নাম সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের বুদ্ধিকে তত্তৎ চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনুষ্য সুখ লাভের বাসনায় স্বপ্নদর্শীর ন্যায়, সেই সকল মায়াময়

(১) কুরঙ্গগণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখাভিলাষে বীণাধ্বনিতে বিমোহিত হইয়া ব্যাধহস্তে নিহত হয়। ভৃঙ্গগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক লোভবশতঃ পদ্মোদরে বদ্ধ হইয়া অনাশ্রয়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। পতঙ্গগণ চক্ষুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নির কান্তি দর্শন করতঃ তাহাতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। মাতঙ্গগণ স্পর্শসুখে মত্ত হইয়া বদ্ধ হস্তিনীর সহবাস কামনায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। মীনগণ জিহ্বার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া নিন্দিত মিষ্টান্নাদির রসলালসায় বড়িশযুক্ত ভক্ষ্যবস্তুর লোভে বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিধ অনর্থই একাধারে মানব শরীরে বিদ্যমান আছে, অতএব মনুষ্যগণের সুখ কিরূপে সম্ভবিতে পারে?।

স্বর্গাদি লোকে পর্য্যটন করিয়াও স্বীয় অভিলষিত সুখলাভে কখনই সমর্থ হয় না (১) ॥ ভা-পু ২।২।২।

ন সুখংস্বর্গগংতদ্বদ্ব্রহ্মলোকস্থিতং পরম্।
সসাধনং মনুষ্যেভ্যঃ কদাচিদ্বিদ্যতে হিতম্ ॥

পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলোক এবং উপাসনাফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ স্থানে অধিকতর সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্যশেষে পুনর্ব্বার যখন এই মনুষ্যলোকে অবশ্যই আগমন করিতে হয়, তখন সেই স্বর্গাদিভোগ মনুষ্যগণের সম্বন্ধে কোন প্রকারেই হিতজনক নহে ॥

আত্ম-পু ২।১০৭।

কুতো মনুষ্যলোকাদৌ স্থিতং নশ্বরমল্পকম্।
হিতং ভবেন্মনুষ্যেভ্যো বনিতাদিসমুদ্ভবম্ ॥

অতএব স্বর্গাদি লোকাপেক্ষা অতি সামান্য ও নশ্বর মনুষ্যলোকে যে স্ত্রীসম্ভোগাদি হইতে সমুদ্ভূত সুখ কোন রূপেই মনুষ্যগণের পক্ষে হিত-কর নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ আত্ম-পু ২।১০৮।

কদলীস্তম্ভবৎসর্ব্বো দেহঃ সারবিবর্জ্জিতঃ।
জলবুদ্বুদবচ্চাপি বিনশ্যত্যেব তৎক্ষণাৎ।
অস্মিন্ যৎসাধনৈঃ সাধ্যং সুখং তদ্দুঃখমেব হি॥

আর, যখন মানব দেহ সকল কদলীস্তম্ভ সদৃশ অসার এবং জল-বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহদ্বারা যে সুখাদি সাধিত হয় তাহা প্রকৃত সুখ পদ বাচ্য নহে, প্রত্যুত দুঃখ বলিয়াই গণ্য ॥ ঐ ১০৯।

ততো হিতং জগত্যস্মিন্নাস্তি কিঞ্চিৎ কদাচন।
কুতো হিততরং বা স্যাদাশা হিততমং প্রতি ॥

যেহেতু এই জগতে কোন রূপে হিতজনক কিছুই নাই, এই হেতু হিততর বা হিততমের প্রত্যাশা জগতে আর কিছুতেই নাই ॥

ঐ ১১১।

তথাপি নরদেবাদেঃসুখং হিতমিতীরিতম্।
বিরাগস্তস্য লোকেঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো হিততরস্ততঃ॥

তথাপি ইহলোকে রাজাদি সুখ হিত বলিয়া গণ্য(১), আর সেই সুখে

(১) একমাত্র বৈরাগ্য দ্বারা মনুষ্যের যাবতীয় প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। বৈরাগ্য হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে অনায়াসেই আত্মধারণায় অধিকার হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনাফলে ঐরূপ সাধন করা সম্ভব নহে। অতএব বৈরাগ্য সম্পাদন করণের অভিপ্রায়েই বেদোক্ত সমুদায় কর্ম্মফলের নিন্দা করা হইয়াছে। নতুবা শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদের নিন্দা করা মহাপুরুষের অভিপ্রায় নহে ॥

(১) এই সংসারে রাজপদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সমুদায় পার্থিব সুখের আস্পদ বলিয়া মনুষ্যমাত্রেরই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, রাজাদিগেরও সুখ-স্বচ্ছন্দতার লেশ মাত্র নাই। দেখুন, "যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবীর

বিরাগই হিততর এবং জ্ঞান হিততম বলিয়া গণ্য ॥ আত্ম-পু ২।১১২।

ব্রহ্মলোকে তথা স্বর্গে মানুষে বা ন বিদ্যতে।
বিশেষঃ কো হি রাজেন্দ্র সুখে বিষয়জে সদা ॥

ব্রহ্মলোকে, স্বর্গলোকে অথবা মনুষ্যলোকে বিষয়জন্য সুখে এবং রাজাদি সুখে কোন বিশেষই লক্ষিত হয় না ॥ আত্ম-পু ২।১১৩।

আহারোঽস্তি হি সর্ব্বত্র বিবিধঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
দেহাশ্চ সেন্দ্রিয়াস্তদ্বল্ললনাশ্চ মনোরমাঃ।
পারতন্ত্র্যঞ্চ সর্ব্বত্র বিদ্যতে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥

কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, কি ব্রহ্ম-লোকে দেহীমাত্রেরই বিবিধ প্রকার আহার, ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ, তদ্রূপ মনোরমা স্ত্রীসম্ভোগ এবং পরাধীনতা বিদ্যমান আছে ॥

ঐ ১১৪।

ব্রহ্মা মহেশ্বরাধীনস্তথাহং ব্রহ্মণোঽপি চ।
সুখস্যাতিশয়ো দৃষ্টঃ সর্ব্বলোকস্থিতস্য হি ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বরের অধীন এবং

শাসন করেন, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত একমাত্র পুরমধ্যে অবস্থান করিতে হয়। রাত্রিযোগে আবার তিনি সেই পুরমধ্যস্থ একমাত্র নির্দ্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করেন। তৎকালে সেই খট্টারও সমুদায় অংশে তাঁহার অধিকার থাকে না। তাঁহার পত্নী উহার অর্দ্ধাংশ অধিকার করে। অতএব যখন নরপতির একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করা নিতান্ত নিষ্ফল। ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদন বিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। আর দেখুন, রাজাকে সতত পরাধীন থাকিতে হয়। যখন রাজাকে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসম্ভোগ, ক্রীড়া, বিহার, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণদোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময়ে রাজা অন্যকে কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন, তখন তাঁহাকে কার্য্যের অধীন হইতে হয়। তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়াও কার্য্যার্থিগণের অনুরোধে সুখে শয়ন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষ-গণ রাজাকে স্নান, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্যপ্রয়োগ ও শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমুদায় কার্য্যের অধীন করিয়া থাকে। অর্থিগণ সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ধন প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যের অধীন হইয়া তাহাদিগকে দান করিতে পারেন না। দান করিলে কোষক্ষয় এবং দান না করিলে অন্যের সহিত শত্রুতা হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত রাজাকে অনেক সময় ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বিরক্তভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি ধনবান্, কি জ্ঞানী, কি ধনশালী, কি নির্ভয়, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই রাজাকে ভীত হইতে হয়। উহারা অনায়াসেই রাজার অনিষ্ট করিতে পারে। আরও দেখুন, দেশ উচ্ছিন্ন, পুরদগ্ধ ও প্রধান হস্তী মৃত হইলে নরপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অনুতাপ করেন, এবং সর্ব্বদা ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ ও শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হন। বিশেষত তাঁহাদিগকে দিনসংখ্যা নিরূপণ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য পালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল তৃণাগ্নি ও ফেনবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।' * * * "রাজা নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার পৃথিবী দান সহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সহজ নহে। রাজাদিগের এইরূপ সহস্র সহস্র কষ্টের বিষয় আছে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র"। ম-ভা শান্তিপর্ব্ব ৩২১ অঃ।

আমি (ইন্দ্র) ব্রহ্মার অধীন; অতএব যে কোন স্থানেই হউক সর্ব্বত্রই সুখের তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ২।১১৫।

পরব্রহ্মণ আনন্দানূন্যোনোঽসৌ শতভাগতঃ।
চতুর্ম্মুখস্য যো নাম স্বানন্দোঽস্ত্যধিকোঽধুনা ॥

ব্রহ্মার আনন্দ আমার (ইন্দ্রের) আনন্দ হইতে অধিক হইলেও পরব্রহ্মের আনন্দাপেক্ষা শতভাগে ন্যূন ॥ ঐ ১১৬।

চতুর্ম্মুখস্য চানন্দান্মম ন্যূনতমস্তথা।
অযুতাংশেন চানন্দঃ কোঽন্যো ন্যূনো ভবেন্নচ ॥

ব্রহ্মার আনন্দ হইতে আমার আনন্দ দশসহস্রাংশে হীন, অতএব জগতে অন্যান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে আনন্দের যে অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

ঐ ১১৭।

ভবতাং জায়তে যদ্বল্ললনালিঙ্গনাৎসুখম্।
সুখংতদ্বন্মমাপ্যেতদ্ব্রহ্মণোঽপীশ্বরস্য হি ॥

আর, ললনাগণের আলিঙ্গনে মনুষ্যগণের যেরূপ সুখবোধ হয়, আমার (ইন্দ্রের) এবং ব্রহ্মারও সেইরূপ সুখজ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ঐ ১১৮।

বিনশ্যতি যতঃ সর্ব্বং সুখজাতং যথা ঘটঃ।
নাশং নৈতি বিরাগোঽয়ং জাতঃ সৎপুরুষস্য হি ॥

যেহেতু সমুদায় বৈষয়িক সুখই ঘটের ন্যায় নশ্বর, এই নিমিত্ত তাহাতে সৎপুরুষের একবার বৈরাগ্য জন্মিলে তাহা কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে ॥ আত্ম-পু ২।১২০।

যে হি সংস্পর্শজাভোগাদুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

বিষয় হইতে সমুৎপন্ন ভোগরূপ সুখ কেবল দুঃখের কারণ ও আদ্যন্ত বিশিষ্ট হয়, অতএব হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ সেই বৈষয়িক সুখ ভোগে আসক্ত হয়েন না ॥

ভ-গী ৫।২১।

স্বপ্নভোগে যথৈবেচ্ছা প্রবুদ্ধস্য ন বিদ্যতে।
অসৎস্বর্গাদিকে ভোগে নৈবেচ্ছা জ্ঞানিনস্তথা ॥

যাদৃশ নিদ্রোত্থিত ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নকল্পিত স্রকচন্দন বনিতাদি ভোগে অভিলাষ হয় না, তাদৃশ কল্পিত ও অনিত্য স্বর্গাদি সুখ ভোগে জ্ঞানী ব্যক্তির ইচ্ছা হয় না ॥ অদ্বৈতানুভূতি ৫০।

এতদৈবানুবর্ত্তেত ভোগা হি ক্ষণভঙ্গিনঃ।
স্নিগ্ধেষু বিবিদস্নোঽস্য পতয়ো যন্ন সজ্জতে ॥

ফলতঃ এই জগতে ভোগ সকল ক্ষণভঙ্গুর ইহাই সকলে মনে করিবেন। অতএব স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহযুক্ত দারাপত্যাদি স্বজন-

গণের প্রতি বিশেষ স্নেহ করি-
বেন না ॥ গ-পু ১।১১৪।৬৪।

যত্র স্নেহো ভয়স্তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎসুখং ॥

কারণ,যাহার সমধিক স্নেহ থাকে, তাহারই সর্ব্বদা ভয় থাকে, যেহেতু স্নেহই দুঃখের ভাজন এবং স্নেহই দুঃখের মূল কারণ। অতএব পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিলেই মহৎ সুখ লাভ হয় (১) ॥
গ-পু ১।১১৩।৫৭।

জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনং।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্নাস্তি পুত্রসমো রিপুঃ ॥

পুত্র জন্মমাত্র স্ত্রীর যৌবন হরণ করে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধন হরণ করে এবং ম্রিয়মাণ হইলে প্রাণ হরণ করে, অতএব পুত্রের সমান শত্রু জগতে আর কেহই নাই (১) ॥
গ-পু ১।১১৪।৬১।

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাংপদাৎ।
নির্ব্বিদ্যেত গৃহাম্মর্ত্ত্যো যৎ ক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥

শোকের আস্পদীভূত সুসন্তান

(১) পুত্র, কলত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে স্নেহ করিলে নিরন্তর যে কেবল দুঃখ পরম্পরাই ভোগ করিতে হয়, তাহা এক সন্তানের দৃষ্টান্তেই প্রত্যক্ষ হইবে। যথা,—সন্তান না জন্মিলে পিতা মাতার জাবজ্জীবন মনস্তাপ থাকে, জন্মিলে গর্ভস্রাবের ভয় সমুদিত হয় এবং প্রসব কালে বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। জাত বালকের বাল্যাবস্থায় নানাবিধ গ্রহ পীড়াদি জন্য, কুমার বয়সে বাক্যের অস্ফূর্ত্তি নিমিত্ত, আর উপনয়নান্তে বিদ্যার্জ্জন না হওয়া হেতু, অথবা বিদ্বান্ হইলে তাহার বিবাহ নিমিত্ত পিতামাতারই দুঃখ হয়। পুত্রের যৌবন-কালে পরদারাদি দোষ জন্মিলে পিতামাতারই মনঃপীড়া এবং পুত্রের বহু পরিবার হইলে তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য, আর পুত্র ধনবান্ বা গুণবান্ হইলেও তাহার মরণাশঙ্কা হেতু পিতামাতারই দুঃখ হয়। এই-রূপে এক সন্তানের নিমিত্ত পিতামাতাকে সর্ব্বদাই দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পতিত হইতে হয়। দারা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ জানিবে। অতএব দেখ, স্নেহই মানসিক দুঃখের মূল, জীবগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। স্নেহ যে কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ ও আয়াসেরও প্রবর্ত্তক। স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়। কোটরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অতাল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবেন। জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান্ কৃতাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিতে আসক্ত হইতে পারে না ॥

(১) পুত্র না জন্মিলে, সংসারিগণ যে মনঃ কষ্ট অনুভব করেন, পুত্র হইতে ততোধিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। দেখ, এই সংসারে কেহ ঋণ সম্বন্ধী, কেহ ন্যাসাপহারী, কেহ রিপু, কেহ বা প্রিয়, এইরূপ ভেদ চতুষ্টয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের বশবর্ত্তী এবং স্ব স্ব সম্বন্ধের অনুসারী হইয়া, পিতামাতা, স্বজন, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, মিত্র ও ভৃত্যাদি রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি ন্যাসাপহার সহযোগ যাহার কিছু হরণ করে, সেই ন্যাসস্বামী গুণবান্ ও রূপবান্ পুত্র হইয়া, সেই ন্যাসা-পহর্ত্তার গৃহে জন্ম গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ন্যস্ত দ্রব্যের অপহরণ জন্য তাহার যে দুর্নিবার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্ন গুণ-বান্ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা-

অপেক্ষা কুসন্তান বরং প্রার্থনীয়;	কারণ, কুসন্তান হইতে গৃহ অশেষ

স্বই প্রতিশোধ প্রদানের চেষ্টা করে। এইজন্য দিন দিন বহু ভক্তি ও বহু স্নেহ প্রদর্শন এবং প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া ন্যাসাপহর্ত্তার প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ এবং প্রণয় ও বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া থাকে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে স্নেহ ও প্রশ্রয়ে তাহাকে হতচেতন করিয়া, আপনার সমুদায় দ্রব্য সমুদায় ইচ্ছানুসারে সম্ভোগ করে এবং পোষণচ্ছলে অবশেষে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে প্রস্থান করে। ফলতঃ পিতা ও পুত্র সম্বন্ধ এইরূপ ন্যাসাপহারক্রমেই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ পিতা ন্যাসাপহর্ত্তা এবং পুত্র ন্যাসস্বামী। পিতা পূর্ব্বে ন্যাসাপহরণ করিয়া, প্রাণান্তিক দারুণ মহৎ দুঃখ প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে পুত্রও ঐ রূপে দ্রব্য সমুদায় প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক তদনুরূপ দুঃখ বিধান করতঃ অল্পায়ু হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। শোক ও বিষাদ বর্দ্ধন পূর্ব্বক জন্মান্তরীণ বৈরেব প্রতিশোধ বাসনায়, এইরূপে আপনার মুদ্রাঙ্কিত দ্রব্য সমুদায় পুনঃ পুনঃ হরণ ও দুর্নিবার দুঃখ সমুৎপাদন পূর্ব্বক অনায়াসেই প্রস্থান করিয়া থাকে। তৎকালে পিতা দুর্ভর শোকভরে অবসন্ন হইয়া, হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে সে কর্ণপাত করিতেও কোন ক্রমে সম্মত হয় না। প্রত্যুত, ইহাই বলিয়া হাস্য করিয়া থাকে, ইনি কাহাকে পুত্র বলিয়া আহ্বান ও শোক করিতেছেন? ইহার সহিত-আমার সম্পর্ক কি? সংসারে কে কাহার পিতা? কে কাহার পুত্র? ইনি পূর্ব্বে দস্যুর ন্যায় আমার ন্যাস হরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে কিছুমাত্র মমতা বা স্নেহ প্রদর্শন করেন নাই। ইনিই সেই আমার ন্যাসাপহর্ত্তা দস্যু, এক্ষণে পিতা হইয়াছেন। আমি আমার দ্রব্য পুনর্গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম। তবে কেন ইনি আমার জন্য শোক করিতেছেন এবং বৃথা মোহে অভিভূত হইতেছেন? ইহাঁর কি কিছুই মনে নাই; আঘাত করিলেই প্রতিঘাত পাইতে হয়। এই দুরাত্মা পূর্ব্বে যখন দয়া মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া অকারণে আমার ন্যস্ত দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, তৎকালে আমি যে দারুণ দুঃখ ও দুরন্ত বেদনায় অভিহত হইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হয় নাই। বলিতে কি, সেই দারুণ দ্রব্যাপহার দুঃখের সুদুঃসহ অভিঘাত প্রযুক্তই আমার প্রাণ বহির্গত হয়; তাহাতেও এই দুরাত্মার কুটিল হৃদয় কিছুমাত্র আহত হয় নাই। এক্ষণে আমি তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ তৎকালে যেরূপ মহৎদুঃখে নিপীড়িত হইয়াছিলাম, এই দুরাত্মাকে তদনুরূপ দুঃখ প্রদান করিয়া, অদ্য আমার অভিলাষ সম্পন্ন হইল। আমি আত্ম দ্রব্যের উদ্ধার জন্য পুত্ররূপ গুপ্ত চর হইয়া, এই দস্যুর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলাম। আজি মনোরথ সিদ্ধ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলাম। আমি যে এত দিন পিতা বলিয়া ইহাকে সম্বোধন করিয়াছি, সে কেবল বিশ্বাস সমুৎপাদন নিমিত্তক। আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রভৃতিও ছলনামাত্র। ন্যাসস্বামী হাস্য সহকারে বারংবার এই প্রকার কহিয়া স্বস্থানে গমন করে। যাহার বীর্য্যে সমুদ্ভূত, যাহার রক্তে সংবর্দ্ধিত ও যাহার অন্নে প্রতিপালিত, সেই পিতামাতার করুণ বিলাপে একবারও কর্ণপাত করে না। অতএব পুত্রের সহিত সম্বন্ধ কি? পুত্রের উৎপাদনে ক্লেশ, ধারণে ক্লেশ, পালনে ক্লেশ এবং শিক্ষাদানে ক্লেশ। আবার পুত্র যদি মূর্খ হয়, দুরাচার হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহাতেও ক্লেশের সীমা নাই। এইরূপে পুত্র সর্ব্বথা ক্লেশবহুল হইয়া থাকে। মনীষিগণ এই জন্য তাহাকে শত্রুস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ পুরুষ কখন তাহার অভিলাষী হয়েন না। সংসারে এইরূপ ন্যাসসম্বন্ধ সমুদ্ভূত দুঃখবহুল পুত্র যত্র তত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। অধুনা ঋণসম্বন্ধী পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি যাহার ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই ঋণস্বামী ঋণকার্ত্তার অন্নদাতা পুত্র, পিতা, ভ্রাতা হইয়া সমুদ্ভূত হয় এবং অন্তরে দুষ্টভাব গোপন করিয়া বাহিরে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার আকার সাতিশয় নিষ্ঠুর ও স্বভাব অতিশয় ক্রূর হয়। সে কখন গুণ দর্শন করিতে পারে না। সর্ব্বদাই দোষ গ্রহণে তৎপর হইয়া, অকৃতাপরাধে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মীয়গণের মর্ম্ম বিদারণ করে; পরিবারদিগকে

ক্লেশে পরিপূর্ণ হইলেই মনুষ্যের তাহাতে বিরক্তি জন্মে ॥

ভা-পু-৪।১৩।৪৬।

বঞ্চনা করিয়া, স্বয়ং সর্ব্বদা মিষ্ট ভক্ষণ ও মিষ্টভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকে, কাহারও প্রতি দয়া মমতার লেশ নাই; কাহারও দুঃখে ভ্রূক্ষেপ নাই; কেহ অনশনে বা অন্য কোন রূপে মুমূর্ষু ভাবাপন্ন হইলেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না; আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইলেই সংসারের স্বার্থ সিদ্ধ হইল, সর্ব্বদা এইরূপ ভাবে কাল যাপন করে; কখন দ্যূত কর্ম্মে রত, কখন বা চৌর্য্য বৃত্তিতে সংসক্ত হইয়া বল পূর্ব্বক গৃহ হইতে দ্রব্যজাত হরণ করিয়া থাকে। কেহ নিবারণ করিলে, ক্রোধে অভিভূত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে সমুদ্যত হয়, অথবা নানা প্রকার ভয়াবহ বিভীষিকা প্রদর্শন করে। ভক্তি জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া, সর্ব্বদাই পিতা মাতার কুৎসা করে, কৃতজ্ঞতায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিপ্রিয় সাধনে সংসক্ত হয় এবং গৃহের দ্রব্যলুণ্ঠন ও ত্রাস সমুৎপাদন পূর্ব্বক নিতান্ত অনাত্মীয় ও অপরিচিতের ন্যায় নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়া প্রদান করে। বাল্য কালে জাত কর্ম্মাদি দ্বারা এবং বিবাহ সময়েও নানা প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। এইরূপে কেবল নির্ম্মম ও নিঃস্নেহের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পিতা মাতাকে দোহন করিয়া দস্যুর ন্যায় তাঁহাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ও বহুযত্নোপার্জ্জিত ধন সকল ক্ষয় ও হরণ করিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে কদাচ কপর্দ্দমাত্র প্রদান করে না। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা এই বলিয়া ভৎসনা করে যে, গৃহ, ক্ষেত্র, ভূমি ও শস্যাদি সমুদায় বস্তুই আমার, তোমারা কি জন্য তাহা ভোগ করিতেছ? তোমাদের ইহাতে অধিকার কি? কখন বা ক্রোধে অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া জনক জননীকে দণ্ড ও মুষলাদি দ্বারা প্রহারও করিয়া থাকে। তাঁহারা ক্রন্দন করিলে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ বা কর্ণপাতও করে না। অথবা তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিলে নিষ্ঠুর, নিঘৃণ ও নিস্নেহের ন্যায়, শোক করিতেও কুণ্ঠিত হয়। এবং তাঁহাদের উদ্দেশে দান বা শ্রাদ্ধ করা কদাচ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে না। প্রত্যুত

পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চধনঞ্চ বুদ্ধ্যা
প্রকল্পয়েত্তোত্ত রসায় লাভং।
সর্ব্বস্ততস্লোপকরোত্যথান্তে
যত্রাভিরম্যা বিষমুচ্ছ নৈব ॥

দারা, পুত্র ও ধন প্রভৃতি যে

নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া তাঁহাদের সঞ্চিত দ্রব্য জাত আপনার অভিলষিত ভোগে নিয়োজিত করে। কেহ এবিষয়ে উপদেশ প্রদান বা নিন্দা করিলে, তাহার প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে সম্মুখ হইতে দূরীকৃত করে। এক দিন এক ক্ষণের জন্যও মৃত পিতা মাতার নাম করিতে সম্মত হয় না। তাহার স্বভাব ও প্রকার দেখিলে, বোধ হয়, যেন সে আপনা আপনি সমুদ্ভূত হইয়াছে। পিতা মাতা তাহার জন্মের কারণ নহে। জগতে এইরূপ ঋণ সম্বন্ধী পুত্রের অভাব নাই। ঋণ সম্বন্ধী পিতা ও ভ্রাতার স্বভাবও এই প্রকার কুটিল ও অসরল হইয়া থাকে। ঐরূপ পিতা প্রীতিময় ও স্নেহময় পুত্রের কিছুমাত্র মঙ্গল কামনা না করিয়া, কেবল তাহাকে দোহন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে রিপু পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি যাহার বৈর সাধন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে, সেই কৃতবৈর বৈরকর্ত্তার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং নানা প্রকার উপায় আবিষ্কার পূর্ব্বক পূর্ব্ব বৈর প্রতিশোধের চেষ্টা করে। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই কুটিল বৈরবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়। সে বাল্য সীমায় পদার্পণ করতঃ ক্রীড়া করিতে করিতে শত্রুর ন্যায় পিতা মাতাকে প্রহার করিয়া থাকে। প্রহার করিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করত প্রস্থান করে। এবং পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে তাড়না করে। পিতা মাতা কোনরূপে প্রতিবেধ করিলে, রাগ ও অভিমান করিয়া, অকারণে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করে এবং যতক্ষণ না তাঁহারা পুনরায় প্রহার করিতে দেন, তাবৎ নিতান্ত দুর্ললিত হইয়া, রোদন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব বৈর কোন রূপেই তাহার স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হয় না। সে তাহার বশীভূত হইয়া নিরন্তর পিতা মাতার ক্লেশ সমুৎপাদন করে। তাঁহাদিগকে যথা-

সকল বস্তু সুখসাধন বলিয়া পরি- কল্পিত হয়, অন্তিমকালে তাহা-

কালে আহার বিহার বা শয়ন উপবেশন করিতে দেয় না। ক্ষুধা বা তৃষ্ণার লেশ নাই; প্রচুররূপে পান ও ভোজন করিয়া, সর্ব্বথা উদর পূর্ণ করিয়াছে; তথাপি পিতা মাতাকে আহার করিতে দেখিলে, ক্রোধ ও রোদন করিয়া তাঁহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন ও অভিমান করিয়া তাঁহাদিগের সুখস্বস্তি সমুদায় হরণ করিয়া থাকে। এক অভিলাষ পূর্ণ হইলে, পুনরায় অভিলাষান্তর সম্পাদনে ধাবমান হয় এবং তাহা পূর্ণ না হইতেই, অন্যতর অভিলাষের সৃষ্টি করে। কখন দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিয়া বা দুঃসাধ্য সাধনে প্রেরণা করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করে এবং না পাইলে বা না হইলে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া গৃহের লক্ষ্মী দূর করে। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে যখন মনোবৃত্তি সমুদায় বিকসিত হইয়া উঠে, তখনও তাহার শত্রুবুদ্ধি বিগলিত বা পিতৃভক্তি সমুদিত হয় না। পূর্ব্বে যেমন, এখনও তেমন, ফলতঃ সে সর্ব্বকাল সমান ভাবেই যাপন করে। তাহার পিতামাতা তাহার জন্য একদিনও সুস্থ হইতে পারেন না। যদিও অপার স্নেহ ও করুণাগুণে তাহার সমুদায় দৌরাত্ম্য অবিকৃত চিত্তে সহ্য করেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে দারুণ যাতনা অনুভব করেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, উক্তরূপ শত্রুতা করিতে করিতে যখন তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়, তখন সে না বলিয়া, না কহিয়াই সহসা প্রাণত্যাগ করে। জনকজননী যে গর্ভধারণ হইতে এতকাল তাহার জন্য দুর্নিবার যাতনাভার বহন করিলেন, যাইবার সময় তাহা একবারও তাহার নিষ্ঠুরচিত্তে সমুদিত হয় না। বিধাতা যাহাকে সর্ব্বথা সৌভাগ্যশালী করিয়াছেন, কেবল তাহাকেই এইরূপ রিপুপুত্রের মুখদর্শন বা হস্তে পতিত হইতে হয় না। কিন্তু এরূপ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ জগতে অতি বিরল।

এক্ষণে প্রিয়পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে পুত্র জাতমাত্র পিতামাতার প্রীতি সমুৎপাদন করে, তাহাকেই প্রিয়পুত্র বলা যায়। ঐরূপ পুত্র বাল্যকালে ধীর ও শান্তভাবে সর্ব্বদা ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্যনৃত্য করিয়া তাঁহাদের প্রিয় সম্পাদন করে। কখন অকারণে ক্রন্দন বা দুরভিমান করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করে না এবং দুর্ল্লালিত ও অবাধ্য হইয়া, নূতন নূতন মনোরথ দ্বারা তাঁহাদিগের অশান্তি ও উদ্বেগ সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় না। বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইলে, যখন বয়ঃপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তখনও সে তাঁহাদের প্রিয় সম্পাদন করিয়া থাকে। অনন্তর যৌবন পরিণামে কর্ম্মশক্তি প্রাদুর্ভূত হইলে, সতত ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট ও কায়মনে প্রতিপালন করে এবং সস্নেহবাক্যে প্রিয় সম্ভাষণ দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। ভ্রমক্রমেও তাঁহাদের বিপ্রিয়পথে পদার্পণ করিতে বা মনে মনেও তাঁহাদের অপ্রিয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহারা ভক্ষণ করিলে ভক্ষণ করে, পরিধান করিলে পরিধান করে, শয়ন করিলে শয়ন করে এবং নিদ্রিত হইলে নিদ্রা যায়। তাঁহারা গর্ভধারণ হইতে জন্মগ্রহণ পর্য্যন্ত এবং জন্মগ্রহণ হইতে বর্দ্ধন পর্য্যন্ত যে প্রযত্নাতিশয় সহকৃত স্নেহ ও মমতা করিয়াছেন এবং অদ্যাপি যে প্রীতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কোন কালেই তাহা বিস্মৃত হয় না। পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতা ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ, সর্ব্বদাই এইরূপ নিশ্চয়বোধে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন ও অকপট অনুরাগ সহকারে প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের পরিপালন করিয়া থাকে। সাধ্যসত্ত্বে বা অসাধ্য হইলেও, কোনমতে তাহার ক্রটি করিতে মনে মনেও কল্পনা করে না। কালবশে স্নেহময়ী জনকজননী মৃত্যুকবলে পতিত হইলে, স্নেহে ও মমতায় অভিভূত এবং শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া, রোদন ও পরিবেদন করিয়া আন্তরিক অকপট ভক্তি প্রদর্শন করে। অনন্তর দুঃখিত চিত্তে বিষণ্ণ বদনে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ যথাবিধানে সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রেতলোকে সুখবসতি প্রদান করিয়া থাকে এবং আপনাকেও পিতৃঋণ হইতে মোচন করে। শুদ্ধ তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হয় না; যতদিন এই পৃথিবীতে বাস করে, তাবৎ তাঁহাদের প্রীতিময়ী প্রতিমা স্মরণ ও গুণরাশি গান করিয়া তাঁহাদেরই উদ্দেশে জীবন

দিগের দ্বারা কোন উপকার হয় না, প্রত্যুত তাহারা বিষ মুর্চ্ছনার ন্যায় কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে (১)॥ যো-বা-রা ১।২৭।১৩।

ন স্বর্গং তাতপুত্রেণ ন যশো নৈব পৌরুষং।
পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং লোকা যান্তি যমালয়ং॥

হে তাত! পুত্রদ্বারা স্বর্গ, যশঃ এবং পুরুষত্বাদির কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু পুত্রের উৎপত্তি হইলেও জনগণ নিরন্তর যমালয়ে গমন করিয়া থাকে॥ যো-উ ১১৬।

পিতৃমাতৃ সহস্রাণি পুত্রদারা শতানি চ।
জন্ম জন্ম মনুষ্যাণাং কস্ত বা কুত্র বান্ধবাঃ॥

পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্রাদি সম্বন্ধ যখন মনুজগণের সহস্র সহস্র শত শত অভিনবরূপে প্রতিজন্মে সংঘটিত হইতেছে,তখন কে কাহার বন্ধু বান্ধব? অর্থাৎ যথার্থ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে ইহাই বোধগম্য হইবে যে, কেহ কাহারও কেহই নহে॥

ঐ ৪৮।

অজস্রমাগচ্ছতি সত্বরৈব-
মনারতং গচ্ছতি সত্বরৈব।
কুতোপি লোলা জনতাজগত্যাং
তরঙ্গমালাক্ষণভঙ্গুরেব॥

এই জগতীতলে তরঙ্গমালার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর লোকপ্রবাহ অনবরত কোথা হইতে আগমন করিতেছে এবং কোন স্থলেই বা নিরন্তর গমন করিতেছে, তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারা যায় না॥

যো-বা-রা ১।২৭।২৬।

ধারণ করিয়া থাকে। মনীষিগণ এইরূপ পুত্রকেই প্রিয়পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নিতান্ত ভাগ্যশালী ও পুণ্যকৃৎ না হইলে, প্রিয়পুত্রের মুখদর্শন করিতে পারা যায় না। আবার, সংসারের গতি যেরূপ ভয়াবহ, তাহাতে কখন কখন প্রচুর পুণ্যসঞ্চয় দ্বারাও ঐরূপ পুত্রলাভ দুর্ঘট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ আর এক প্রকার পুত্রের কথা উল্লেখ করেন, তাহার নাম উদাসীন। উদাসীন পুত্র সর্ব্বদাই উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করে। কখন দান বা কখন গ্রহণ করে না; কখন রুষ্ট বা কখন সন্তুষ্ট হয় না; কখন অভিমান বা কখন ক্রন্দন করে না; কখন গমন বা কখন প্রত্যাগমন করে না; কখন উপকার বা কখন অনিষ্টচেষ্টায় ধাবমান হয় না এবং তাড়না বা কখন প্রহার করে না। ঐরূপ পুত্রে পিতামাতার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি বা কিছুই ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। সে যেমন ক্লেশেরও নহে, সেইরূপ হর্ষেরও উৎপাদক নহে।

এই ত সর্ব্বপ্রকার পুত্রের স্বভাব ও স্বরূপ কীর্ত্তন করা হইল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বান্ধব, কন্যা, স্ত্রী, ভৃত্য, গো, গজ, মহিষ এবং অন্যান্য সমুদায় বস্তুই পুর্ব্বোক্তরূপে ঋণসম্বন্ধী, ন্যাসাপহারী, রিপু ও প্রিয়রূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুমাত্রেরই উল্লিখিত ভেদচতুষ্টয় দেখিতে পাওয়া যায়। মনীষিগণ এই নিমিত্তই বৈরাগ্যযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বারংবার উপদেশ বিধান করেন॥ প-পু ভূমিখণ্ড ১১।১২অধ্যায়।

(১) এই সংসারে দারাপত্য বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি যাহারা স্বজন বলিয়া পরিকল্পিত হয়, তাহারা অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দোষাশ্রিত হয়। কেন না নিরন্তর স্বজনগণের সঙ্গদোষে মনুষ্যের অন্তঃকরণে মমতা সংবর্দ্ধিত হইয়া অশেষবিধ দুঃখ উৎপাদন করে এবং সেই মমতাই ভব বন্ধনের মূল কারণ হয়॥

কেবা কেষাঞ্চ পিতরঃ কেবা কেষাং সুতাঃসুত।
কর্ম্মোর্ম্মি প্রেরিতাঃ সর্ব্বে ভবাব্ধৌ দুস্তরে পরং॥

এই সংসারে কে কাহার পিতা ও কে কাহার পুত্র ? প্রত্যুত কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। কেবল জীব সমূহ দুস্তর ভবসাগরে নিয়ত কর্ম্মতরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া থাকে॥

ব্র-বৈ-পু ৩।২৭।৬১।

কোহং ভবাব্ধৌ যুষ্মাকং কারায়ূয়ং মমাম্বিকাঃ।
তৎকর্ম্ম শ্রোতসা সর্ব্বং পুঞ্জীভূতঞ্চ ফেনবৎ॥

এই ভবসাগরে আমার সহিত তোমাদিগের অথবা তোমাদিগের সহিত আমার কি আত্মীয়তা আছে ? কারণ এই সংসার সমুদ্রে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাক্তন কর্ম্মস্রোতে সমস্ত ফেনবৎ একত্র পুঞ্জীভূত হয়॥

ব্র-বৈ-পু ৩।১৬।৮।

তংশ্লেষং বিপরীতং বা তৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছয়া।
ব্রহ্মাণ্ডমীশ্বরাধীন মস্বতন্ত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

জগতের যাবতীয় বস্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কখন পরস্পর সংবদ্ধ ও কখন বা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরাধীন অসতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ঐ ৯।

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাংমহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন॥
এবংভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্যব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ॥

যেমন অর্ণবমধ্যে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে অপর কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া আবার ক্ষণকাল মধ্যে বিযুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, ও ধনরত্ন পরস্পর মিলিত হইয়া পুনরায় ব্যবহিত হইয়া যায়। এইরূপে এই দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ স্থির নিশ্চয়॥ বা-রা ২।১০৫।২৬-২৭।

যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূত সমাগমঃ॥

যেরূপ পথিক লোকেরা কোন বৃক্ষের ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ পুনর্ব্বার যথাস্থানে গমন করে, এই সংসাররূপ পাদপ ছায়াতে প্রাণীগণের সমাগমও তদ্রূপ॥ হি-উ।

ইতোন্যতশ্চোপগতামুধৈব
সমানসঙ্কেত নিবন্ধভাবাঃ।
যাত্রাসমাসঙ্গসমানরাণাং
কলত্রমিত্র ব্যবহারমায়াঃ॥

যেমন কোন যাত্রা বা মহোৎসব উপলক্ষে লোক সকল নানাস্থান হইতে আগমন করতঃ অভিপ্রায়ানুসারে সঙ্কেতস্থানে একত্র সমবেত

হয়, জীবগণও সেইরূপ আপন আপন কর্ম্মবশে ইহলোক হইতে স্বর্গ বা নরকে এবং স্বর্গ বা নরক হইতে ইহলোকে পুত্র, কলত্র ও মিত্রাদিরূপে একত্র মিলিত হয় ॥

যো-বা-রা ১।২৭।২৫ ।

গন্ধর্ব্বনগরস্যার্থে দূষিতে ভূষিতেঽথবা ।
অবিদ্যাংশে সুতাদৌ বা কঃ ক্রমঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥

অতএব, রমণীয় ধন, পুত্র ও দারাদি বিনষ্ট হইলে, তাহার নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন নাই ; ইন্দ্রজাল ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইলে তাহাতে পরিবেদনার আবশ্যক কি ? যখন এই সমস্ত রত্নবিভূষিত স্ত্রীপুত্রাদি গন্ধর্ব্বনগর (ইন্দ্রজালের) ন্যায় অসৎ ও অবিদ্যার অংশভূত, তখন ইহাতে সুখদুঃখক্রম কোথায় ?

যো-বা-রা ৪।৪৬।১ ।

ধনদারেষু বৃদ্ধেষু দুঃখং যুক্তং ন তুষ্টতা ।
বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ ॥

যেমন মৃগতৃষ্ণা নদী পরিবর্দ্ধিত হইলে, সলিলার্থীর তাহাতে কিছুই আনন্দ নাই, বরং দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ অর্থ ও স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধি পাইলে কেবল দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়, সন্তোষ কখনই সমুপস্থিত হয় না। মহামোহ পরিবর্দ্ধিত হইলে কোন্ ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে ? ॥ ঐ ২ ।

বিকল্পকল্পনানল্পজল্পিতৈরল্পবুদ্ধিভিঃ ।
ভেদৈরুদ্গুরুক্তাংনীতঃ সংসারকুহরে ভ্রমঃ ॥

সংসার-গহ্বরে নিপতিত অল্প-বুদ্ধি জনগণ নানাপ্রকার অলীক বিকল্প কল্পনা জাল বিস্তার করতঃ তন্নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ অতিশয় গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসত্যকে সত্যবৎ প্রতিপন্ন করে (১) ॥ যো-বা-রা ১।২৩।১ ।

অদ্যোৎসবোয় মৃতুরেষতথেহযাত্রা
তেবন্ধবঃ সুখমিদং সবিশেষভোগাঃ ।
ইত্থং মুদৈবকলয়নস্থবিকল্পজাল
মালোলপেলবমতির্গলতীহলোকঃ ॥

অদ্য এই মহোৎসব, এই মহাযাত্রা, এই বন্ধু, এই সুখ, এই ভোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিত্য সুখময়ী কল্পনায় অস্থির ব্যক্তি-

(১) এই বস্তু উৎকৃষ্ট, এই বস্তু আমার, আমি ইহার ভোক্তা, আমি ইহার দ্বারা চিরসুখী হইব ; ইহা আমার প্রাপ্য, ইহা প্রাপ্ত হইলে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, আমি এবিষয়ের কর্ত্তা, আমার দ্বারা এই কার্য্য সাধন হইয়াছে বা হইবে, ইত্যাদি প্রকার মানস কল্পনাকে বিকল্প কল্পনাবলে। যাহারা এইরূপ বহুতর অনর্থক বাক্য জল্পনা করত অনিত্য দেহ গেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া অত্যল্প সুখ লাভে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি বোধ করে এবং শত্রু, মিত্র, হেয়, উপাদেয়, রাগ দ্বেষাদি ভেদ দ্বারা সর্ব্বদা অনিত্য চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, সেই সকল প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধির অল্পতা জন্য সংসারকূপে পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। তাহাদিগেরই বিলক্ষণ রূপে অসারে সারভ্রম জন্মিয়া থাকে ; ফলতঃ জগৎ মিথ্যা এবং আত্মাই সত্য, এই নিত্য জ্ঞানের অভাবে তাহারা অনবরত সংসার কুহরে ভ্রাম্যমান হয় ॥

দিগের মন ও বুদ্ধি রাত্রিন্দিব বিগলিত হইতেছে; অর্থাৎ ইহারা পরমার্থ চিন্তায় ক্ষণমাত্রও ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে না, ইহাই আশ্চর্য্য ॥ যো-বা-রা ১।২৬।৪৩।

ইমাস্বমূনীতিবিভাবিতানি
কার্য্যাণ্যপর্য্যন্ত মনোরমাণি।
জনস্য জায়াঞ্জন রঞ্জনেন
জরাঞ্জরান্তং জরয়ন্তিচেতঃ ॥

অদ্য এই কর্ম্ম করিব, কল্য অমুক কর্ম্ম করিব, মানবগণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিয়া নানাবিধ পরিণামবিরস কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং অহর্নিশ পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গের সন্তোষ সাধনার্থ দেহকে জরাযুক্ত ও চিত্তকেও সুজীর্ণ অর্থাৎ একেবারেই বিবেকহীন করিয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ১।২৭।১৭।

পর্ণানি জীর্ণানি যথা তরূণাং
সমেত্য জন্মাশুলয়ং প্রয়ান্তি।
তথৈব লোকাঃ স্ববিবেকহীনাঃ
সমেত্য নশ্যন্তি কুতোপ্যহোভিঃ ॥

কিন্তু যেমন তরুগণের পত্র সকল পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ জীর্ণ ও লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিবেকহীন লোক সকল কতিপয় দিনের মধ্যে এই সংসারে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া বারংবার জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয় ॥

যো-বা-রা ১।২৭।১৮।

কান্তাদৃশোযাস্বনসন্তিদোষাঃ
কান্তাদৃশোযাস্বনদুঃখদাহঃ।
কাস্তাঃ প্রজাযাস্ব নভঙ্গুরত্বং
কাস্তাঃ ক্রিয়াযাস্বননামমায়া ॥

এই সংসারে এরূপ দৃশ্য পদার্থ কি আছে যে, তাহাতে দোষের সম্পর্ক নাই; এমন বিষয় কি আছে যে, তাহাতে দুঃখদাহ উপস্থিত হয় না; এমন প্রজা কে আছে যে, তাহার বিনাশ নাই এবং এমন ক্রিয়াই বা কি আছে যে, তাহাতে মায়ার সম্বন্ধ নাই? ॥ ঐ ৩১।

যচ্চেদংদৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
তৎসর্ব্বমস্থিরং ব্রহ্মন্স্বপ্নসঙ্গমসন্নিভং ॥

হে ব্রহ্মন্! এই সংসার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ দৃশ্যমান হইতেছে, তৎসমুদায় স্বপ্নলব্ধের ন্যায় অস্থির ॥

যো-বা-রা ১।২৮।১।

যত্রাঙ্গনগরং দৃষ্টং বিচিত্রাচারচঞ্চলং।
তত্রৈবোদেতিদিবসৈঃ সংশূন্যারণ্যধর্ম্মতা ॥

অদ্য যে সকল নগর ভিন্ন ভিন্ন ও চঞ্চল আচারবিশিষ্ট মানবগণে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাই পুনরায় কতিপয় দিবসের মধ্যে

জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ১।২৮।৫।

যঃপুমানদ্যতেজস্বী মণ্ডলান্যধিতিষ্ঠতি।
স ভস্মকূটতাংরাজন্ দিবসৈরধিগচ্ছতি॥

হে ঋষিরাজ! অদ্য যে তেজস্বী পুরুষকে মণ্ডলাধিপত্য করিতে দেখা যায়, সেই পুরুষ কিছু দিন পরে ভস্মসাৎ হইয়া থাকেন॥ ঐ ৬।

অরণ্যানী মহাভীমা যা নভোমণ্ডলোপমা।
পতাকাচ্ছাদিতাকাশা সৈবসংপদ্যতে পুরী॥

নভোমণ্ডল সন্নিভ মহাভয়ঙ্কর অরণ্যানীও কালক্রমে আকাশ সদৃশ পতাকাপরিব্যাপ্ত পুরীরূপে পরিণত হইয়া থাকে॥ ঐ ৭।

সলিলংস্থলতাংযাতি স্থলীভবতি বারিভূঃ।
বিপর্য্যস্যতি সর্ব্বংহি সকাষ্ঠাম্বুতৃণং জগৎ॥

কালক্রমে জলও স্থলরূপে এবং স্থলও জলাশয়রূপে পরিণত হইতেছে, অতএব কাষ্ঠ, জল ও তৃণ প্রভৃতি সম্বলিত সমস্ত জগৎ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৯।

তির্য্যক্ত্বং পুরুষাযান্তি তির্য্যঞ্চোনরতামপি।
দেবাশ্চাদেবতাং যান্তি কিমিবেহবিভোস্থিরং॥

কর্ম্মফলানুসারে মনুষ্যও তির্য্যক্ত্ব এবং তির্য্যক্‌জাতিও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দেবতা অদেবত্ব ও অদেবও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব এই সংসারের স্থিরতা কোথা?॥ যো-বা-রা ১।২৮। ১৭।

দ্যৌঃ ক্ষমাবায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতোদিশঃ।
বিনাশবাড়বস্যৈতৎ সর্ব্বং সংশুষ্কমিন্ধনং॥

কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি বায়ু, কি আকাশ, কি নদী, কি দিক্, ইহারা সকলেই বিনাশরূপ বাড়বানলের পরিশুষ্ক ইন্ধনস্বরূপ মাত্র, অর্থাৎ বাড়বানল সদৃশ কাল ইহাদিগকে একেবারে কবলিত করিবেন॥ ঐ ২২।

ক্ষণমৈশ্বর্য্যমায়াতি ক্ষণমেতিদরিদ্রতাং।
ক্ষণংবিগতরোগত্বং ক্ষণমাগতরোগতাং॥

ইহলোকে মনুষ্যগণ ক্ষণকাল মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষণকাল মধ্যে দারিদ্র হয় এবং ক্ষণকাল মধ্যে রোগহীন ও ক্ষণকাল মধ্যে রুগ্ন হয়॥ ঐ ২৫।

বাল্যমল্পদিনৈরেব যৌবনশ্রীস্ততোজরা।
দেহেপিনৈকরূপত্বং কাস্থাবাহ্যেষু বস্তুষু॥

বাল্য ও যৌবনশ্রী অল্পদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইলে জরার প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব যখন দেহেরই একরূপত্ব নাই, তখন বাহ্য বস্তুর প্রতি কি আস্থা হইতে পারে?॥

ঐ ৩৭।

ক্ষণমানন্দিতামেতি ক্ষণমেতিবিষাদিতাং।
ক্ষণং সৌম্যত্বমায়াতি সর্ব্বস্মিন্নটবন্মনঃ॥

মনুষ্যের মনও কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত, কখন বা সাম্যভাবে অবস্থিত, অতএব মন সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে নটের ন্যায় কার্য্য করে; অর্থাৎ মনেরও ক্ষণমাত্র স্থিরতা নাই॥

যো-বা-রা ১।২৮।৩৮।

প্রাগাসীদন্যদেবেহ জাতস্ত্বন্যোনরোদিনৈঃ।
সদৈকরূপং ভগবন্ কিঞ্চিদস্তি ন সুস্থিরং॥

হে মহর্ষে! বস্তু পূর্ব্বে একরূপ থাকে; কতিপয় দিনান্তরে মনুষ্য কিংবা অন্য কোন আকারে উৎপন্ন হয়। অতএব এই সংসার একরূপ নিয়মে স্থিরভাবে কখনই পরিচালিত হয় না, অর্থাৎ কে কোথা কিরূপ হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই॥ ঐ ৩২।

অশূরেণ হতঃ শূর একেনাপি হতং শতং।
প্রাকৃতাঃপ্রভুতাং যাতাঃ সর্ব্বমাবর্ত্ততে জগৎ॥

কখন দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্ ব্যক্তিকে বিনাশ করে, কখন এক ব্যক্তিও শত শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে, কখন বা এক জন সামান্য লোকও উচ্চপদস্থ হইয়া অনেকের উপর প্রভুতা করে, সুতরাং এই জগতে সকলেই বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৫।

আবির্ভাব তিরোভাব ভাগিনোভবভাগিনঃ।
জনস্যস্থিরতাং যান্তি নাপদোন চ সম্পদঃ॥

কি বিপদ্, কি সম্পদ্ সকলই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, কখনই একরূপে চিরদিন স্থির থাকে না॥

যো-বা-রা ১।২৮।৪১।

তনোত্যুৎপাদয়ত্যত্তি নিহন্ত্যাসৃজতিক্রমাৎ।
সততং রাত্র্যহানীব নিবর্ত্তন্তে নরংপ্রতি॥

যেরূপ দিবারাত্রির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের ক্রমশঃ হ্রাসবৃদ্ধি ও জন্মমৃত্যুও পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৩৪।

জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ।
বিপ্রয়োগাবসানশ্চ সংযোগঃ সঞ্চয়াৎক্ষয়ঃ॥

জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয় এবং সঞ্চয় হইলেই ক্ষয় হয়॥ বি-পু ৫।৩৮।৮৭।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতং॥

সঞ্চয়ের অন্ত ক্ষয়, উচ্চতার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মরণ; অতএব সকলই অনিত্য (১)॥

গ- পু ১।১১৫।৬১।

(১) এই জগতে সমুদায় পদার্থই আদ্যন্তবিশিষ্ট। একক্ষণে যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের আদি এবং যে যে পদার্থ যে যে পদার্থের অন্ত, তাহা এই স্থলে কথিত

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ।
ত্রৈলোক্যেতং ন পশ্যামি যোভবেদজরামরঃ॥

এই সচরাচরাখ্য অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীপুঞ্জমধ্যে এমন এক জনও দৃষ্ট হয় না যে, তিনি অজর এবং অমর॥ যো-উ ৬৪।

ধনানি বান্ধবাভৃত্যা মিত্রাণি বিভবাশ্চ যে।
বিনাশভয়ভীতস্য সর্ব্বংনীরসতাংগতং॥

আর, মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে ধন, জন, বন্ধু,বান্ধব,ভৃত্য,মিত্র ও বিভবাদি বিষয় সকলই নিতান্ত নীরসবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ১।২৮।২৩।

যদন্তে তাবদেবৈতে ভাবাজগতিধীমতে।
যাবৎ স্মৃতিপথং যান্তি ন বিনাশ কুরাক্ষসঃ॥

হে ধীমতে! যাবৎ মৃত্যুরূপ কুটিল রাক্ষস লোকের স্মৃতিপথে আগমন না করে, তাবৎ ধন জনাদি সাংসারিক বিষয় সমুদায় রুচিকর বোধ হয়; অর্থাৎ মরিতে হইবে এই কথা স্মরণ হইলে জগৎ পদার্থে আর রুচি থাকে না॥ ঐ ২৪।

আত্মানমনুশোচত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তহীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ॥

লোকে বসিয়াই থাকুক, বা নানা কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া নানা স্থানে গমনই করুক, প্রতিক্ষণেই তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। অতএব ইহ ও পরকালে আপনার কি গতি হইবে, তাহাই চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য, অন্যের বিষয় ভাবিবার প্রয়োজন নাই॥ বা-রা ২।১০৫।২১।

সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে॥

তুমি যে স্থানে গমন করিবে, মৃত্যু তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে,

হইতেছে। যথা,—"দিবস রাত্রির, শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্র সমুদায়ের,শিশির ঋতুনিচয়ের,ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের, সাবিত্রী বিদ্যা সমুদায়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঙ্কার বেদ সকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের,ব্রাহ্মণ মনুষ্য সমুদায়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের,আহুতি যজ্ঞ সমুদায়ের,সর্প সরীসৃপগণের, সত্যযুগ সমুদায় যুগের, সুবর্ণ সমুদায় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের, জল দ্রব-দ্রব্য ও পানীয় সমুদায়ের, পাদপ স্থাবর সমুদায়ের, ব্রহ্মা প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভূ ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্সমুদায়ের, গঙ্গা নদী-গণের, সাগর জলাশয় সকলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর,কিন্নর ও যক্ষগণ সম্বলিত সমুদায় জগতের এবং গার্হস্থ্য সমুদায় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদায় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্তগমন সময় দিবসের, সূর্য্যের উদয় কাল রাত্রির,সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের,ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর,পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিত কালের অন্ত। ফলতঃ ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদায়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কখনই ধ্বংস হয় না॥"

ম-ভা আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৪৪ অঃ।

যেখানে উপবেশন করিবে, মৃত্যুও তথায় তোমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে, বহু দূরপথে যাইলেও সহচর হইবে; তুমি সেই দূরপথ হইতে যখন প্রত্যাগমন করিবে, তখনও সেই মৃত্যু তোমার সহচর থাকিবে, অতএব জানিবে মৃত্যু অপরিহার্য্য ॥ বা-রা ২।১০৫।২২।

অয়ংহি দগ্ধসংসারো নীরন্ধ্রকলনাকুলঃ।
কথং সুস্বাদুতামেতি নীরসোমূঢ়তাং বিনা॥

এই অনন্ত দুঃখাকর দগ্ধ সংসারের কিছুমাত্র স্বাদ বা রস নাই, তবে যে ইহাকে সুস্বাদু বা সরস বলিয়া বোধ করা হয়, তাহা মূঢ়তা না থাকিলে হয় না ॥

যো-বা-রা ১।৩১।৮।

জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জগত্রয়ং।
মায়ামনিত্যে কুর্ব্বন্তি মায়য়া মূঢ় চেতসঃ॥

এই জগত্রয় জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর, মূঢ়বুদ্ধি জনগণ কেবল মায়াতে মোহিত হইয়া অনিত্য পদার্থ নিত্য জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাতে মমতা করিয়া থাকে ॥ ব্র-বৈ-পু ৩।১৬।১০।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভ্রমং সর্ব্বং নিশাময়।
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জলে রেখা যথা তোয়স্য বুদ্বুদং॥

ক্ষণপ্রভার প্রভা, জলের রেখা ও তোয়ের বুদ্বুদ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তদ্রূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই অলীক ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১২৮।৬।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরি নদী বেগোপমং যৌবনং।
মানুষ্যং জলবিন্দুলোল চপলং ফেনোপমং জীবনং।
ধর্ম্মংযো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলং যাতনং।
পশ্চাত্তাপ হতো জরা পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥

এই নশ্বর সংসারে অর্থ সকল পদরেণু প্রায় অস্থায়ী, যৌবন পর্ব্বত হইতে পতিত নদীবেগের ন্যায় অত্যল্পকাল স্থায়ী, আর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ কুটুম্বত্ব প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে যে আনন্দ লাভ, তাহাও চঞ্চল জলকণাবৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী এবং জীবন নদীফেন সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর, অতএব এতাদৃশ অপার ভবসাগর মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আত্মধর্ম্মযোগে বুদ্ধি যোগ না করে, সে স্বয়ং স্বর্গের প্রতিরোধক খিল স্বরূপ হইয়া কেবল যাতনাই প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে শোকে হতাশ এবং জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মনঃপীড়ারূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় ॥

যো-উ ১১৮।

চতুৰ্ব্বিংশ অধ্যায়।

—oo—

জীবের অহঙ্কারের দোষ বর্ণন।

সত্যন্তে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ॥

মুক্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ পুরুষের যে সকল সংসারবন্ধের হেতুভূত বিকার দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ের মূলস্বরূপ প্রধান বিকার অহঙ্কার॥

বি-চু ৩০০।

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্ত্তা বিলক্ষণা॥

যাবৎ এই দুর্ব্বৃত্ত অহঙ্কারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ পৰ্য্যন্ত নিশ্চয় জানিবে যে, উৎকৃষ্ট মুক্তির কথা কিছুমাত্রই সম্ভব হয় না॥

ঐ ৩০১।

অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ং প্রভঃ॥

জীব অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে বিমুক্ত হইলে, রাহুগ্রহ হইতে নির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আপনার নির্ম্মল পূর্ণ সদানন্দ স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন॥

ঐ ৩০২।

ব্রহ্মানন্দনিধির্ম্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা,
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈ-
স্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং,
নির্ম্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরংধীরোঽনু-
ভোক্তুংক্ষমঃ॥

মহা বলবান্ অহঙ্কাররূপ ভয়ঙ্কর সর্প আত্মাকে সংবেষ্টন করতঃ ত্রিগুণরূপ উগ্র মস্তকত্রয় দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ অমূল্য রত্নকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যিনি অতিশয় ধীর ও বিবেকী হয়েন, কেবল তিনিই শ্রুত্যুক্ত বিজ্ঞান নামক মহাখড়্গ দ্বারা সেই ত্রিগুণরূপ শীর্ষত্রয় ছেদন করতঃ অহঙ্কার নামা সর্পকে বিনাশ পূর্ব্বক উক্ত ব্রহ্মানন্দরূপ পরম সুখকর রত্নকে লাভ করিতে সক্ষম হয়েন॥

বি-চূ ৩০৪।

যাবদ্বা যৎকিঞ্চিদ্বিষদোষস্ফূর্ত্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদহন্তাপি যোগিনো
মুক্ত্যৈ॥

সর্প সংবেষ্টনজন্য দেহে যাবৎ অল্পমাত্র বিষদোষ থাকে, তাবৎ যেমন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসী ব্যক্তির দেহে কিঞ্চিৎমাত্র অহংভাব বর্ত্তমান

থাকে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তিলাভ কদাচ হয় না ॥ বি-চূ ৩০৫।

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে দেহী মোহতমোবৃতঃ।
অহমেতদিতীত্যুচ্চৈঃ কুরুতে কুমতির্ম্মতিম্ ॥

দুর্ম্মতি জীব পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া (আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি, ইত্যাদি প্রকার) অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ বি-পু ৬।৭।১২।

অহঙ্কারবশাদাপদহঙ্কারদ্দুরাধয়ঃ।
অহঙ্কারবশাদীহা ত্বহঙ্কারোমমাময়ঃ ॥

এই অহঙ্কার বশতঃ সমস্ত আপদ, দুঃখ, আধি, ব্যাধি ও দুষ্ট বাসনার উদয় হয়, অতএব অহঙ্কারকে একটী রোগ বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে (১) ॥ যো-বা-রা ১।১৫।৩।

সংসাররজনীদীর্ঘামায়ামনসিমোহিনী।
তদহঙ্কারদোষেণ কিরাতেনেব বাগুরা ॥

যামিনীযোগে কিরাতগণ যেমন বাগুরা বিস্তার করিয়া মুগ্ধ মৃগদিগকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ অহঙ্কার সংসাররূপ সুদীর্ঘ রজনীতে জীবগণের হৃদয়ে মনোমোহিনী মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতেছে ॥ যো-বা-রা ১।১৫।৫।

অহঙ্কারঘনেশান্তে তৃষ্ণানবতড়িল্লতা।
শান্তদীপশিখাবৃত্ত্যাক্বাপি যাতাতিসত্বরং ॥

যাবৎ অহঙ্কাররূপ মেঘ হৃদয়াকাশে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাবৎ বিষয়তৃষ্ণা স্বরূপা বিদ্যুল্লতাও প্রকাশমানা থাকে, আর ঐ অহঙ্কাররূপ মেঘ তিরোহিত হইলে তৃষ্ণারূপা বিদ্যুল্লতাও নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় অতি সত্বরেই অন্তর্হিতা হয় ॥ ঐ ১৩।

ইহদেহমহারণ্যে ঘনাহঙ্কার কেশরী।
যোয়মঙ্কতিসম্ফার স্তেনেদং জগদাততং ॥

এই দেহরূপ মহারণ্যে গাঢ় অহঙ্কাররূপ মত্ত কেশরী সগর্ব্বে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; বৈরাগ্যবিহীন হইলে ঐ অহঙ্কারই জগৎ বিস্তারক হয় (১) ॥ ঐ ১৫।

তৃষ্ণাতন্তুলব প্রোতা বহুজন্ম পরং পরা।
অহঙ্কারোগ্রথিঙ্গেন কণ্ঠমুক্তাবলীকৃতা ॥

যেমন লম্পট পুরুষেরা আত্ম-

(১) অহঙ্কার সকল প্রকার রোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রোগ বিশেষ। কেন না জরা রূপ নষ্ট করে, আশা ধৈর্য্য নষ্ট করে, লোভ শ্রী ও মান নষ্ট করে, ক্ষুধা বল নষ্ট করে, মৃত্যু প্রাণ নষ্ট করে, কিন্তু অভিমান একাকীই উক্ত সকল প্রকার অনিষ্ট সাধন করে ॥

(১) এই জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। ঐ অহঙ্কার হইতেই এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে এবং অহঙ্কারের অবসানে সৃষ্টিকার্য্যের অবসান হয়, অতএব যাঁহারা জন্মমৃত্যুর আশঙ্কা করেন, তাঁহারা জন্মরহিত প্রাপ্তীচ্ছায় নিরহঙ্কারী হওনের প্রার্থনা করেন ॥

বেশভূষার নিমিত্ত মুক্তামালা সূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করে, সেইরূপ অহঙ্কার জন্মজন্মরূপ মুক্তা সকলকে আশাসূত্রে গ্রথিত করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেছে (১) ॥ যো-বা-রা ১।১৫।১৬।

সুখ্যহং দুঃখ্যহঞ্চেতি জীব এবাভিমন্যতে।
নির্লেপোপি পরং জ্যোতির্মোহিতঃশম্ভুমায়য়া॥

--পরম জ্যোতির্ম্ময় জীব সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াও ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করে॥ শি-গী ২।৩৫।

কামঃক্রোধস্তথা লোভো মদো মাৎসর্য্যমেব চ।
মোহশ্চেত্যরিষড়্বর্গমহঙ্কারগতং বিদুঃ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্বর্গ অহঙ্কারের অন্তর্গত, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বানিষ্টকারী কামাদি রিপুগণ একমাত্র অহঙ্কার হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৬।

স এব বোধ্যতে জীবঃস্বপ্নজাগ্রদবস্থয়োঃ।
সুষুপ্তৌ তদভাবাচ্চ জীবঃশঙ্করতাং গতঃ॥

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় জীব ঐ কামাদি রিপুগণ দ্বারা প্রবোধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতেই জীবের অহংজ্ঞানের প্রাবল্য হেতু কামক্রোধাদির অনুভব হয়, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের অহংজ্ঞানের তিরোধান হেতু উহাদিগের অভাব হয়, সুতরাং তৎকালেই জীব শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ শি-গী ২।৩৭।

অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥

দেখ, শরীর প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ আমার নহে, কিন্তু ঐ সকল আমার বলিয়া প্রতীতি হওয়ার নাম মায়া এবং উহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে॥

অ-রা ৩।৪।২২।

রূপে দ্বে নিশ্চিতে পূর্ব্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন॥
বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ।
লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ॥
অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে॥

হে কুলনন্দন! পূর্ব্বোক্ত মায়ার আদি দুই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—বিক্ষেপশক্তি ও আবরণ শক্তি; ইহার মধ্যে প্রথমটী মহত্তত্ত্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে এবং অপরটী অখিল জ্ঞান আবরণ করিয়া অব-

(১) যাবৎ অহঙ্কার থাকে, তাবৎ আশার শান্তি নাই। জীবগণ কেবল আশাপাশে বদ্ধ হইয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করে॥

স্থিতি করে। চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ-শক্তি-কল্পিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে (১)॥

অ-রা ৩।৪।২৩-২৫।

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতোদেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়॥

আবরণ ও বিক্ষেপ নামক এই মায়িক শক্তিদ্বয় দ্বারা পুরুষের বন্ধন হয়; এতদুভয় শক্তি দ্বারা পুরুষ বিমোহিত হইয়া দেহকেই আত্মা বোধ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করে॥

বি-চু ১৪৬।

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমোদেহাত্মধীরঙ্কুরো-
রাগঃ পল্লবমম্বুকর্ম্ম তু বপুঃস্কন্ধোঽসবঃশাখিকাঃ।

(১) বেদান্তসারে কথিত আছে যে, "অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে,—আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। যেমন মনুষ্যের নয়নাবরণকারী, অল্পস্থান-ব্যাপী মেঘমণ্ডলকে সুবিস্তীর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদক বলা যায়, সেইরূপ অবিবেকী মনুষ্যের জ্ঞানাচ্ছাদক এবং সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মের আচ্ছাদকরূপে বিখ্যাত অজ্ঞান শক্তিকে আবরণ শক্তি বলা যায়। যেমন ভ্রম-বশতঃ রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্পজ্ঞান জন্মে, সেইরূপ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মার স্বরূপের জ্ঞান না জন্মিয়া তাহার আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি, মোহজালব্যাপ্ত সংসারের সংসারী বলিয়া বোধ হয়। যেমন রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান, স্বীয় শক্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্পের রূপ প্রদর্শন করে, সেইরূপ যে শক্তি অজ্ঞানাবৃত আত্মাতে আকাশাদি পঞ্চভূতের ভ্রম উদ্ভাবন করে, সেই শক্তিকে বিক্ষেপ শক্তি বলা যায়। এই বিক্ষেপ শক্তিই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎউৎপাদন করে"॥

অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখংফলং
নানাকর্ম্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাঽত্রজীবঃখগঃ॥

সংসাররূপ যে পাদপ, তাহার বীজ তমঃ, দেহে অহংবুদ্ধি (১) তাহার অঙ্কুর, অনুরাগ তাহার পল্লব, শুভাশুভ কর্ম্ম তাহার জল-সেক, শরীর তাহার স্কন্ধ, প্রাণাদি বায়ু সকল তাহার শাখা প্রশাখা, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অগ্রভাগ, বিষয় সমূহ তাহার পুষ্প, নানাবিধ কর্ম্ম-জনিত বহুবিধ দুঃখ তাহার ফল এবং ভোক্তা জীব তাহার পক্ষী॥

বি-চু ১৪৭।

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো-
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাত্যয়ং ব্যাধির্জ্জরাদি দুঃখ-
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥

এই অনাত্মবন্ধের মূল অজ্ঞান। আত্মা স্বভাবসিদ্ধ অনাদি ও অনন্ত হয়েন, কিন্তু কেবল অনাত্মবন্ধই তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখপ্রবাহ প্রকাশ করে (২)॥ ঐ ১৪৮।

(১) অর্থাৎ আমি এই শরীর, এবম্প্রকার বুদ্ধি।

(২) অজ্ঞান শব্দার্থে যে একেবারে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব বুঝায় এমন নহে। মলিন সত্ত্বগুণসম্পন্না পরমাত্ম-শক্তি স্বরূপা প্রকৃতি, যাহাকে অবিদ্যা বলা যায়, তাহা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের আবরণকারী বা বিরোধী থাকা হেতু উহাই অজ্ঞান শব্দের বাচ্য হয়।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ
সর্ব্বে বিকারা বিষয়াঃসুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলঞ্চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্য্যন্তমিদংহ্যনাত্মা॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি বিকার সকল এবং ইহাদিগের বিষয়বর্গ, সুখ, দুঃখ, আকাশাদি পঞ্চভূত, অখিল জগৎ এবং অব্যক্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থই অনাত্মা, অর্থাৎ জড়-পদার্থ মাত্র॥ বি-চু ১২৪।

অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্ব্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎ সত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈ স্তন্তুভিঃ কোষকৃদ্বৎ॥

এই অনাত্মাতে (স্থূলদেহাদি জড় পদার্থে) অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষের জননমরণ-ক্লেশরূপ বন্ধন কেবল অজ্ঞান প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। যেমন কোষকারকীট (গুটি-পোকা) আপনার তন্তু দ্বারা আপনিই বদ্ধ হয়, সেইরূপ পুরুষ এই অনিত্য দেহকে সত্য জ্ঞান করতঃ বিষয় দ্বারা ভরণ, পোষণ ও পালন করিয়া স্বয়ং বদ্ধ হয়েন॥

বি-চু ১৩৯।

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতোনিপততি সমাদাতুরধিক-
স্ততোযোঽসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃশৃণুসখে॥

হে সখে! শ্রবণ কর,—বিবেকাভাবপ্রযুক্ত তমোগুণ দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তির অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান হয়। যে ব্যক্তি সর্পকে রজ্জুবুদ্ধিক্রমে গ্রহণ করে, তাহার অত্যন্ত অনর্থ সমূহ উপস্থিত হয়। অতএব অসতের যে পরিগ্রহ, তাহাই বন্ধনের কারণ হয়॥

ঐ ১৪০।

অথগুনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা
স্ফুরন্তমাত্মানমনন্তবৈভবং।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ চৈতন্যময় পরব্রহ্মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেবতা, মনুষ্য, স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণাশ্রম, বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতি সমুদায় কল্পিত বিষয়কে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকেই অজ্ঞান বলা যায়। অপিচ, বেদান্তসারে ব্যক্ত আছে যে,—"অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভবাৎ"। অর্থাৎ সৎবা অসৎ হইতে বিভিন্ন সত্ত্বরজস্তমোগুণময় প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী ভাবরূপ কোন পদার্থের নাম অজ্ঞান। এই বিষয়ে স্বকীয় অনুভবই প্রমাণ, যথা,—'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে জানি না', ইহাই অজ্ঞানের আকার। অতএব অজ্ঞানের কোন কারণই নাই, ইহা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়। এই অজ্ঞান হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে অভিমান এবং অভিমান হইতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হয়। বিষয়ের অনুকূলে রাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব ঐ রাগদ্বেষাদি হইতে সমগ্র কর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং কর্ম্মসমূহ হইতে নানাপ্রকার শরীর পরিগ্রহ হয়। শরীর পরিগ্রহ হইতে অনন্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়॥

সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা
তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বং ॥

রাহু যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ এই তমোময়ী আবৃতিশক্তি স্বীয় অখণ্ড, নিত্য ও অদ্বয় জ্ঞানশক্তি দ্বারা জাজ্বল্যমান ও অনন্ত বিভবশালী আত্মাকে সমাবৃত করিয়া রাখে ॥বি-চু ১৪১।

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমাননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি ॥

স্বকীয় সুনির্ম্মল তেজোময় আত্মভাব তিরোভূত হইলে, পুরুষ মোহ বশতঃ অনিত্য শরীরকে অহং পদের বাচ্য স্থির করেন। তৎপরে বিক্ষেপনাম্নী রজোগুণের প্রবলাশক্তি কামক্রোধাদিরূপ রজ্জু দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করতঃ অতিশয় ব্যথিত করিতে থাকে ॥ ঐ ১৪২।

অহং বুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতৈর্ব্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ ॥

বিক্ষেপশক্তি, মোহজনিকা অহংবুদ্ধি দ্বারা পুরুষকে বলপূর্ব্বক আবরণ করতঃ বিষয়ে যোজনা করিয়া অহংবুদ্ধির কার্য্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে ॥ ঐ ৩৪৫।

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমোবিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তি নিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ ॥

নিঃশেষে আবরণশক্তির নিবৃত্তি না হইলে বিক্ষেপশক্তিকে জয় করা দুষ্কর। প্রকাশিত নীর ও ক্ষীরের ন্যায় দৃক্ ও দৃশ্য এতদুভয় পদার্থের বিভাগ হইলে, অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই, এরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে,স্বভাবতঃ আত্মার সেই আবরণ বিনষ্ট হয় (১) ॥ বি-চু ৩৪৬।

আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিত দুঃখনিবৃত্তিঃ ॥

পদার্থ সমূহের সম্যক্ তত্ত্ব দর্শন হইতে আবরণ নিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবৃত্তি হইলে মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বিক্ষেপজনিত দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় ॥ ঐ ৩৪৭।

এতত্ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্‌রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা

(১) দৃক্, অর্থাৎ যিনি দর্শন করেন, তিনিই দ্রষ্টা বা সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্ম এবং দৃশ্য, অর্থাৎ দর্শনীয় পদার্থ তাহাই এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়া। দ্রষ্টা (জীব) চৈতন্যময় এবং দৃশ্য (জগৎ) মায়াময়। অতএব যৎকালে বিবেক-দ্বারা উক্ত উভয় পদার্থের বিভিন্নতা বিশেষরূপে বোধগম্য হয়, তৎকালে দ্রষ্টা (জীব) সম্বন্ধে দৃশ্য (মায়া) তিরোহিত হয়, ফলতঃ তখন তিনি জীবোপাধি শূন্য হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতি করেন ॥

মিথ্যা সর্পভ্রম বিদূরিত হয়, সেই-রূপ তত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা আবরণ, বিক্ষেপ ও মিথ্যাজ্ঞান এতত্রয় সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধন বিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষকে অবগত হইবেন॥ বি-চু ৩৫০।

অনাদিরাত্মাপুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥

(এক্ষণে সেই প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয়ে কথিত হইতেছে যে)—অনাদি আত্মারই নাম পুরুষ। তিনি নির্গুণ, প্রকৃতির সঙ্গ-শূন্য, সর্ব্বতোভাবে স্ফূর্ত্তিমান্ এবং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ। এই বিশ্ব তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশিত হয়॥ ভা-পু ৩।২৬।৩।

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাংদেবী গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিংপ্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥

যৎকালে বিষ্ণুশক্তি-স্বরূপা অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি লীলাবশে সেই পুরুষের সমীপস্থা হন, তৎকালে তিনি যদৃচ্ছা (অবজ্ঞা) ক্রমে তাঁহাতে উপগত হন। তৎকালে প্রকৃতি নিজ গুণদ্বারা আপনার অনুরূপ প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন; পুরুষ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া জ্ঞানের আবরণকারিণী মায়াদ্বারা আত্ম-বিস্মৃত (মুগ্ধ) হইয়া পড়েন॥

ভা-পু ৩।২৬।৪-৫।

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥

এইরূপে পুরুষ প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া গুণদ্বারা নিষ্পাদিত কার্য্য সকলে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন॥ ঐ ৬।

তদস্য সংসৃতির্ব্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্য কর্ত্তরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥

কর্তৃত্বের অভিমান হইলেই সেই পুরুষের সংসার ভাবনা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যু প্রবাহ, বন্ধ ও বন্ধকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ তিনি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহেন, কেবল সাক্ষীমাত্র ও স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ॥ ঐ ৭।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥

সূর্য্য যেমন জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াও জলের সহিত লিপ্ত হন না, পুরুষও সেইরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণের সহিত সম্পৃক্ত হন না, যেহেতু তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা॥ ভা-পু ৩।২৭।১।

স এব যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভি বিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

কিন্তু পুরুষ যখন সুখদুঃখাদিরূপ প্রাকৃতিক গুণে আসক্ত হয়েন, তখনই তিনি অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন॥ ভা-পু ৩।২৭।২।

তেন সংসার পদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥

তিনি সেই অভিমান বশতই প্রকৃতির সঙ্গজন্য কর্ম্মদোষে সংসার পদবী প্রাপ্ত হন এবং দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি সদসৎ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন অবস্থাতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন না॥ ঐ ৩।

অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥

যাবৎকাল জীবাত্মা অবিবেক বশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি (১) পরিত্যাগ না করেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন॥ অ-রা ৪।৩।১৮।

জলস্য নাগ্নিসংসর্গঃ স্থালীসঙ্গাত্তথাপি হি।
শব্দোদ্রেকাদিকান্ ধর্ম্মাংস্তৎ করোতি যথামুনে॥

তথাত্মা প্রকৃতেঃ সঙ্গাদহংমানাদিদূষিতঃ।
ভজতে প্রাকৃতান্ ধর্ম্মানভ্যন্তেভ্যো হিসোঽব্যয়ঃ॥

হে মুনে! যেমন অগ্নির সংসর্গে প্রতপ্ত স্থাল্যাদির সংযোগ হেতু জলের শব্দোদ্রেক ও উষ্ণত্বাদি নানাবিধ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, বস্তুতঃ জলের সে সকল ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ (প্রাকৃত শরীরে আত্মাভিমান থাকাতে দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি শরীর-স্থিত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সমুদায় নির্ম্মল জ্ঞানময় আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে।) প্রকৃতির সংসর্গ হেতু এবং প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হেতু আত্মা দূষিত হইয়া প্রাকৃত ধর্ম্ম সমুদায় ভজনা করেন। বস্তুতঃ আত্মা তাদৃশ ভাবাপন্ন নহেন; তিনি (স্বভাবতই জ্ঞানময়, নির্ম্মল এবং) অব্যয় পুরুষ॥ বি-পু ৬।৭।২৩-২৪।

অহন্ত্বেব পরাবিদ্যা নির্ব্বাণপদরোধিনী।
তথৈবান্বিষ্যতে মূঢ়ৈস্তদিত্যুন্মত্তচেষ্টিতং॥

ফলতঃ "আমি, তুমি" ইত্যাদি যে জ্ঞান, তাহাকেই প্রধান অবিদ্যা বলা যায় এবং তাহাই নির্ব্বাণ পথের ব্যাঘাতক; অজ্ঞানীরা উহাকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং উহাতেই উন্মত্ত ব্যক্তিদিগের নানাবিধ চেষ্টা হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

(১) অর্থাৎ "এই আমার দেহ, এই আমার ইন্দ্রিয়" ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধি।

অহস্তেবালমজ্ঞানাদজ্ঞত্বস্য নিদর্শনং।
ন হি তজ্জ্ঞস্য শান্তস্য মমাহমিতি বিদ্যতে॥

অজ্ঞানপ্রযুক্ত "আমি, তুমি" ইত্যাকার জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয় এবং উহাই অজ্ঞত্বের নিদর্শন; শান্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ মিথ্যাজ্ঞান থাকে না॥ ঐ।

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

পিণ্ডঃপৃথগ্ যতঃপুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ।
ততোঽহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহং॥

পাদ, পাণি প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট শরীর যখন পুরুষ হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি "অহং" (আমি) শব্দ কখনই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না॥ বি-পু ২।১৩।৮৪।

যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম।
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে॥

যদি এই সমস্ত শরীরে এক এক জন স্বতন্ত্র আত্মা থাকিতেন, তাহা হইলে "এই আমি," "উনি আমা হইতে ভিন্ন," ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলিতে পারা যাইত॥ ঐ ৮৫।

যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ।
তদা হি কো ভবান্ কোঽহমিত্যেতদ্বিফলং বচঃ॥

যখন একমাত্র পুরুষ সমস্ত দেহে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন "তুমি কে? আমি কে?" এমন প্রশ্নই নিষ্ফল হয়॥ ঐ ৮৬।

পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথং॥

যখন পুরুষ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী, তখন "কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোথায় যাইবেন," এরূপ প্রশ্নও নিরর্থক হয়॥ বি-পু ২।১৫।২৪।

নাহং গন্তা নচাগন্তা নৈকদেশনিকেতনঃ।
ত্বঞ্চান্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নান্যে নৈবাহমপ্যহং॥

বস্তুতঃ আমি কোথাও হইতে আসিতেছি না, কোন স্থানে যাইবও না এবং কোন এক পরিচ্ছিন্ন প্রদেশে অবস্থান করি না। তুমি ও অন্যান্য সকলেই ঐরূপ। লৌকিক তুমি প্রকৃত তুমি নহ, লৌকিক অন্য ব্যক্তি প্রকৃত অন্য ব্যক্তি নহে এবং লৌকিক আমিও প্রকৃত আমি নহি॥ ঐ ২৫।

ইদং রক্তমিদং মাংসমিমান্যস্থীনি দেহকে।
ইমে তে শ্বাসমরুতঃ কোঽসাবহমিতি স্থিতিঃ॥

(যদি বল, লৌকিক আমিও কি প্রকারে প্রকৃত আমি নহি বলিয়া বিবেচনা করা যায়? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে)—যে দেহে এই রক্ত, এই মাংস, এই অস্থি এবং

এই শ্বাসবায়ু বর্ত্তমান, (বল দেখি) তাহার কোন্ স্থানে "অহং" (আমি) বিদ্যমান আছে ? এবং সেই অহংই বা কি ? ॥

যো-বা-রা ৫।৫২।২৩।

মাংসমস্তদসৃক্ চাস্থদস্থীন্যানি চিত্ত হে।
বোধোঽয়ং স্পন্দনং চাস্তৎ কোঽসাবহমিতি স্থিতিঃ ॥

হে চিত্ত ! মাংস, রক্ত, অস্থি, বোধ, স্পন্দন, এই সমুদায়ই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন্‌টীতে "অহং" বিরাজমান আছে ? ॥

ঐ ২৫।

ইদংঘ্রাণমিয়ং জিহ্বা ত্বগিয়ং শ্রবণে ইমে।
ইদঞ্চক্ষুরয়ং স্পন্দঃ কোঽসাবহমিতি স্থিতিঃ ॥

এই নাসিকা, এই জিহ্বা, এই ত্বক্, এই কর্ণ, এই চক্ষু, এই স্পন্দন-ক্রিয়া, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টীতে "অহং" অবস্থিত আছে, বল ? ॥ ঐ ২৬।

রক্তমাংসাস্থিযন্ত্রেঽস্মিন্ কঃ স্যামহমিতি স্বয়ং।
যাবদ্বিচার্য্যতে তাবৎ সর্ব্বমাশু বিলীয়তে ॥

ফলতঃ এই রক্তমাংসাস্থিসঙ্কুল দেহে অহং বলিয়া কে অভিহিত হইতে পারে ? বিচার করিলে শীঘ্র সমস্তই বিলীন হইয়া যায় ॥

যো-বা-রা ৬।১০।৩২।

জড়ং দেহাদিচিত্তান্তং বিচার্য্য সকলং বপুঃ।
লভ্যতে নাহমস্মীতি তস্মান্নাস্মীতি সত্যতা ॥

(এইরূপে) দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্ত পর্য্যন্ত যে কিছু জড় পদার্থ দেখিতে পাও, বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে যে, কুত্রাপি অহংভাবের সত্তা নাই ; সুতরাং "নাহমস্মি" অর্থাৎ আমি নাই, এই কথাই স্থির।

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

বর্জ্জয়িত্বাহমিত্যেব নাবিদ্যাস্তীতরাত্মিকা।
শান্তে ত্বভাবনাদস্মিন্ নান্যো মোক্ষোঽস্তি কশ্চন ॥

সর্ব্বভাবনা বিনিবৃত্ত, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অহম্ভাব শান্তি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অবিদ্যার আর আধিপত্য থাকে না এবং অহম্ভাব নিবারিত হইলে, মোক্ষপ্রাপ্তির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ঐ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

—oo—

কালবিলাস কথন।

যুগবৎসরকল্পাখ্যৈঃ কিঞ্চিৎ প্রকটতাং গতঃ।
রূপৈরলক্ষ্যরূপাত্মা সর্ব্বমাক্রম্যাতিষ্ঠতি ॥

যুগ, বৎসর ও কল্পাদিরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশমান কাল অলক্ষ্যরূপী হইয়াও সমস্ত জগৎকে আক্রান্ত করিয়া স্বয়ং দণ্ডায়মান রহিয়াছেন (১)।। যো-বা-রা ১।২৩।৭।

রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাংভয়ম্ ॥

যিনি বস্তু সকলের রূপভেদের কারণ, তিনিই কাল নামে অভিহিত হয়েন। কালের প্রভাব অতি অদ্ভুত। ভিন্নদর্শী জীবগণের ভয় ঐ কাল হইতেই উৎপন্ন হয় ॥

ভা-পু ৩।২৯।৩৭।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাংপ্রভুঃ

কাল ভূতগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূতগণের দ্বারাই ভূতগণকে সংহার করিতেছেন। কাল ভগবান্ বিষ্ণুর এক নামমাত্র, অতএব যজ্ঞের ফলদাতা এবং যে সকল পদার্থ বশীভূত করে, সে সকলেরই প্রধান, অর্থাৎ সকলই কালের অধীন ॥ ভা-পু ৩।২৯।ঐ ৩৮।

ন চাস্য কশ্চিদ্ দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্য প্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তজনমন্তকৃৎ ॥

কালের কেহ প্রিয় নাই, অপ্রিও

(১) কালশব্দে সময় বুঝায়। কালের কোন প্রত্যক্ষ বিশেষ রূপ নাই। তিনি কেবল নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, পল, দণ্ড, প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন বৎসর, যুগ ও কল্পাদিরূপে ঈষৎ প্রকাশমান হয়েন। এই কালপুরুষ অলক্ষ্যরূপী হইয়াও একাকী এই জগৎকে আক্রমণ করতঃ স্বয়ং বিরাজমান রহিয়াছেন। এই কাল হইতেই সমুদায় প্রাণির সৃষ্টিও সংহার হইতেছে এবং কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা ও উৎপত্তি-বিনাশের কারণ। জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

যাঁহারা তত্ত্বপর্য্যালোচনা করেন, তাঁহাদের ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে, জগতস্থ সমস্ত কার্য্যই কালবশে সাধিত হইয়া থাকে। এই মোহপ্রদ কালকে নিরন্তর সমুদাত্ত দর্শন করা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, প্রাণিগণ কাল প্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করা মূর্খতার কার্য্য। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে কালকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অপ্রতিহত-বলশালী কালের অদ্ভুত প্রভাব কিঞ্চিৎ বর্ণনা করণার্থ এই অধ্যায়ের অবতারণা ॥

নাই, বান্ধবও নাই। প্রাণী সকল নিতান্ত অসাবধান, কিন্তু কাল নিরন্তর সাবধান হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতেছেন॥ ভা-পু ৩।২৯।

ধত্তেহজস্রোত্থিতোধ্যান্তান্ সর্গানমিতভাস্বরান্।
অন্যান্দধদ্দিবানকং বীচীরব্ধিরিবাত্মনি॥

সমুদ্র যেমন বায়ু সহযোগে উত্থিত অজস্র তরঙ্গমালা ধারণ করতঃ আপনাতে বিলীন করে, তদ্রূপ কাল মায়া সহকারে উদ্যোগী হইয়া পরিকল্পিত সৃষ্টিপ্রবাহ নিয়ত আপনাতে প্রকাশ করিয়া আপনাতেই বিলীন করিতেছেন॥

যো-বা-রা ১।২৩।২৫।

ভূয়ঃ করোতি ভুবনানিবনান্তরাণি
লোকান্তরাণি জনজালককল্পনাঞ্চ
আচার চারুকলনামচলাঞ্চলাঞ্চ
পঙ্কাদ্যথার্ভকজনোরচনামথিন্নঃ॥

বালক যেরূপ কর্দ্দমদ্বারা পুত্তলিকা প্রভৃতি গঠিত করিয়া পরক্ষণেই তাহাদিগকে ভগ্ন করে, সেইরূপ কাল কল্পনা দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বন ও দেশ, লোকান্তর, নানাপ্রকার জনতা ও শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবহার পরম্পরা অচলরূপে রচনা করিয়া পুনরায় চলরূপে তৎসমুদায় সংহার করেন (১)॥

যো-বা-রা ১।২৫।৩২।

প্রেরয়ন্ লীলয়া কেন্দুং ক্রীড়তীব নভস্থলে।
নিক্ষিপ্তলীলযুগলো নিজেবালইবাঙ্গনে॥

বালকেরা যেরূপ নিজ নিজ গৃহাঙ্গনে কন্দুক যুগল দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, কালও সেইরূপ গগণাঙ্গনে চন্দ্র সূর্য্যের পুনঃ পুনঃ গতায়াত দ্বারা নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন॥

যো-বা-রা ১।২৩।২১।

নখিদ্যতে নাদ্রিয়তে নপাতি ন চ গচ্ছতি।
নাস্তমেতি নচোদেতি মহাকল্পশতৈরপি॥

শত শত মহাকল্প অতীত হইলেও কাল খেদান্বিত বা আদরযুক্ত হয়েন না; ফলতঃ কালের গতি, স্থিতি, উদয় বা অস্ত কিছুই নাই, অর্থাৎ কাল চিরকাল একভাবেই অবস্থিতি করিতেছেন (১)॥ ঐ ৩২।

সমস্তসামান্যতয়াভীমঃ কালমহেশ্বরঃ।
দৃশ্যসত্তানিমান্ সর্ব্বান্ কবলীকর্ত্তুমুদ্যতঃ॥

কালই মহেশ্বর, কালই সর্ব্বসাধা-

(১) কাল কর্ত্তৃক সত্যযুগে যে সকল শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবহারাদি অচল অর্থাৎ চিরস্থায়ী রূপে সৃষ্ট হয়, তাহাই আবার ত্রেতাদি যুগে বিচলিত হইয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। অতএব সকলই কাল কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও বিনষ্ট হয় এবং কালই সদসৎ প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক হয়েন॥

(১) কালের এই জগৎ উৎপাদনে হর্ষ নাই ও জগৎ বিনাশে বিষাদও নাই; সকলই কালে গমন করে, কিন্তু কালের গমনাগমন কোথাও নাই; কোটি কোটি কল্পের খণ্ড হইতেছে, কিন্তু অখণ্ড দণ্ডায়মান্ কাল এক রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব তাঁহার উদয়ও নাই এবং অস্তও নাই।

রণের ভয়ানক এবং কালই প্রলয়-কালে রুদ্ররূপে এই জগতের দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থকেই কবলীকৃত করণার্থ উদ্যত হয়েন, অর্থাৎ কালই সকলকে গ্রাস করেন ॥

যো-বা-রা ১।২৩।৫।

মহতামপিনোদেবঃ প্রতিপালয়ন্তিক্ষণং।
কালঃ কবলিতানন্ত বিশ্বোবিশ্বাত্মতাংগতঃ ॥

প্রত্যেক বিশ্বে বিশ্বাত্মকরূপে দেদীপ্যমান্ কাল ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া মহাভূতাদি বস্তুগণ সহ বিশ্ব সমূহকে নিরন্তর গ্রাস করিতেছেন, অর্থাৎ সামান্য বস্তুর কথা কি ? এই বিরাটস্বরূপ কাল সকল বিশ্বকেই গ্রাস করেন (১) ॥ ঐ ৬।

যে রম্যা যেশুভারম্ভা স্মমেরুগুরবোপি যে।
কালেনবিনির্জীর্ণাস্তে গরুড়েনেব পন্নগাঃ ॥

যাহা রমণীয়, যাহা শোভনীয় ও যাহা অরমণীয় এবং যাহা সুমেরু তুল্য গুরুতর, তৎসমুদায় কাল কর্ত্তৃক জীর্ণ হইয়া থাকে, যেমন পতগরাজ গরুড় পন্নগদিগকে জীর্ণ করেন ॥ ঐ ৮।

নির্দ্দয়ঃ কঠিনঃ ক্রূরঃ কর্কশঃকৃপণোধমঃ।
ন তদস্তি যদদ্যাপি নকালোনিগিরত্যয়ং ॥

কি নির্দ্দয়, কি কঠিন, কি ক্রূর, কি কর্কশ, কি কৃপণ এবং কি অধম, এমন কেহই অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই যাহাকে কাল কবলিত করেন নাই ; অর্থাৎ কালকে জয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই ॥ যো-বা-রা ১।২৩।৭।

হরত্যয়ংনাশয়তি করোত্যত্তিনিহস্তি চ।
কালঃসংসারবৃত্তং হি নানারূপং যথানটঃ ॥

যেমন নটগণ নাট্যশালায় নানা রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ কাল এই সংসাররূপ নাট্যশালায় হরণ, নাশন, ভক্ষণ ও নিধন প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ নাট্যাভিনয় করিতেছেন ॥ ঐ ১১।

ভিনত্তি প্রবিভাগস্থ ভূতবীজাস্থনারতং।
জগত্যসত্তয়াবদ্ধাদ্দাড়িমানি যথাশুকঃ ॥

শুক পক্ষী যেমন দাড়িম্ব ফল বিদীর্ণ করত তাহার বীজ সমুদায় ভক্ষণ করে, কালও সেইরূপ অসৎ জগৎকে ভেদ করত তদন্তর্গত বীজবৎ চতুর্ব্বিধ জীবকে অনবরত ভক্ষণ করিতেছেন ॥ ঐ ১২।

শুভাশুভবিষাণাগ্র বিমূলজনপল্লবঃ।
স্ফূর্জিতক্ষীভজনতা জীবরাজীবনীগজঃ ॥

যেমন বন্য হস্তী সপল্লব তরুরাজীকে সমূলে উৎপাটিত করে, এই কালও

---

(১) বস্তুতঃ কালই পরমেশ্বর ; তিনি লীলাবশে রূপত্রয় ধারণ পূর্ব্বক বিশ্ব সমূহের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে লোকের বৈরাগ্য উদয়ের নিমিত্ত উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল সংহারাবস্থারই ব্যাখ্যা করিয়া কালের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে ॥

তদ্রূপবর্দ্ধিতজনসমূহরূপ পল্লববিশিষ্ট বিশ্ববৃক্ষকে বাসনারূপ শুণ্ডে আকৃষ্ট করতঃ শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বিষাণাগ্রভাগ দ্বারা সমূলে উন্মূলিত করিতেছেন ॥ যো-বা-রা ১।২৩।১৩।

জগজ্জীর্ণকুটীকীর্ণা মর্পয়ত্যুগ্রকোটরে।
ক্রমেণ গুণবল্লোক মণীন্মৃত্যুসমুদ্গকে ॥

যদ্রূপ জীর্ণগৃহে পতিত রত্নাদিকে দেখিয়া গৃহস্বামী প্রযত্ন সহকারে পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করে, তদ্রূপ জগৎরূপ গৃহস্বামী কাল সংসারে পতিত গুণবান্ লোক সমুদায়কে যত্ন পূর্ব্বক মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপন করেন (১) ॥ ঐ ৩৮।

এষোনার্য্যসমাচারঃ কালঃ কবলনোন্মুখঃ।
জগত্যবিরতং লোকং পাতয়ত্যাপদর্ণবে ॥

এই অনার্য্যচরিত, দুরাচার ও সংসার-সংহারক কাল, এই জগতে লোক সকলকে নিরন্তর আপৎসাগরে নিপাতন করিতেছেন (২) ॥ যো-বা-রা ১।২৬।৩।

দহত্যন্তর্দুরাশাভি র্দৈবোদারুণ চেষ্টয়া।
লোকমুক্তপ্রকাশাভির্জ্বালাভি র্দহনোযথা ॥

প্রখর শিখাবলয় পরিবৃত হুতাশনের ন্যায় এই কাল অনিবার্য্য দারুণ দুশ্চেষ্টারূপ শিখাপ্রকাশ দ্বারা দুরাশাভিভূত জন সমূহের অন্তর প্রদাহক হয়েন (১) ॥

যো-বা-রা ১।২৬।৪।

ধৃতিং বিধুরয়ত্যেবা মর্য্যাদারূপ বল্লভা।
স্ত্রীত্বাৎস্বভাবচপলা নিয়তি নিয়তোন্মুখী ॥

কালের মর্য্যাদাবল্লভা অর্থাৎ মর্য্যাদাপ্রতিপালিকা নিয়তিনাম্নী প্রিয় কামিনীও কালাপেক্ষা গুরুতর কার্য্যসাধিনী হয়েন, যেহেতু তিনি স্ত্রীস্বভাববশতঃ চপলা বল্লভার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিজয়ী সমাধিতৎপর যোগীদিগকেও ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করেন ॥ ঐ ৫।

গ্রসতেহবিরতং ভূতজালং সর্পইবানিলং।
কৃতান্তঃ কর্কশাচারোজরাং নীত্বাজরাং বপুঃ ॥

সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ক্রূরহৃদয় কৃতান্ত তরুণ শরীরেও জরা উপস্থিত করিয়া জগতস্থ প্রাণী সমূহকে গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ঐ ৬।

---

(১) এস্থলে গুণবান্ পদে সকাম ক্রিয়াপর ব্যক্তিদিগকে বুঝায়, যেহেতু তাহারা কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য কাল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর উদরে সংস্থাপিত হয়, কিন্তু নৈর্গুণ্যাপন্ন যোগীগণ যোগবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন ॥

(২) কাল অতি কুটিল এবং ভদ্রোপযোগী ব্যবহাররহিত, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অনার্য্যচরিত বলা হইয়াছে। এই কাল অপূর্ণকাম ও অসমাপ্তজীবিত মনুষ্যগণকে সংসারে বারম্বার ভ্রমণ করাইতেছেন, অতএব বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা কালকে জয় করাই কর্ত্তব্য।

(১) এই সংসারে পতিত লোক সকল যে নানা প্রকার দুশ্চেষ্টা ও দুরাশাতে নিরত অভিভূত হইতেছে, তাহাও সেই কাল কর্ত্তৃক হইতেছে ॥

যমোনির্ঘৃণ রাজেন্দ্রোনার্ত্তং নামাসু কল্প্যতে।
সর্ব্বভূতাদয়োদারোজনো দুর্লভতাং গতঃ ॥

এই কৃতান্তরূপী কাল অতি নির্ঘৃণ, ইহাঁর যে রাজেন্দ্র নাম, তাহা শুদ্ধ কল্পিতমাত্র; যেহেতু তিনি রোগার্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিও করুণা প্রকাশ করেন না। আবার ইহাঁর উদারতাও জন-দুর্লভ, যেহেতু জগতে কাহারও প্রতি ইহাঁর পক্ষপাত নাই, সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন (১) ॥

যো-বা-রা ১।২৬।৭।

অত্রৈব দুর্বিলাসানাং চূড়ামণিরিহাপরঃ।
করোত্যত্তীতি লোকেস্মিন্ দৈবংকালশ্চ কথ্যতে॥

দুর্ব্বিলাসচূড়ামণি কাল এই জগৎকে এক রূপে সৃষ্টি ও অপর রূপে সংহার করেন। কালের এক রূপ ফলজনক দৈব ও অপর রূপ ক্রিয়া (২) ॥ যো-বা-রা ১।২৫।১।

তৃতীয়শ্চ কৃতান্তেতি নামবিভ্রৎ সুদারুণং।
কাপালিক বপুর্মত্তঃ দৈবং জগতি নৃত্যতি ॥

কৃতান্ত নামক তৃতীয়রূপধারী অতি-ভীষণস্বভাব কাল কাপালিক বেশ ধারণ করিয়া এই জগতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ॥

যো-বা-রা ১।২৫।৫।

নৃত্যতোহি কৃতান্তস্য নিতান্তমিব রাগিণঃ।
নিত্যং নিয়তি কান্তায়াং মুনে পরমকামিতা ॥

হে মুনে! সেই নর্ত্তনশীল কৃতান্ত-রূপী কাল স্বীয় ভার্য্যা নিয়তিনাম্নী প্রিয়তমা ললনাতে সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ কৃতান্ত জগৎ সংহারে সমুদ্যত হইলেও নিয়তি ব্যতিরেকে তাহা সাধন হয় না ॥ ঐ ৬।

চন্দ্রার্কমণ্ডলে হেম কটকৌ করমূলয়োঃ।
লীলাসরসিজং হস্তে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণ্ডকর্ণিকা ॥

হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল কালের করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড কর্ণিকা এবং সুমেরু তাঁহার ক্রীড়া সরসিজ স্বরূপ হইয়াছে; অর্থাৎ লোকে যাহাদিগকে অখণ্ড বলিয়া জ্ঞান

(১) যম সকলের প্রতি সমান আচরণ করেন, যেহেতু তিনি কাহাকেও পণ্ডিত বলিয়া মান্যরূপে ত্যাগ করেন না, কাহাকেও মূর্খ বলিয়া ঘৃণাও করেন না, বলবানের প্রতি ভীতও হন না, বলহীনের প্রতি দয়াও করেন না, ধনবান্ বলিয়া সম্মানও রাখেন না এবং দুঃখী দরিদ্রের প্রতি করুণাও করেন না। যথা—

"পণ্ডিতেচৈব মূর্খেচ বলিন্যপ্যথ দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতাম্ ॥"

(২ কালের বিলাস অতীব দুর্জ্ঞেয়, ইহা সামান্যবুদ্ধি মানবগণের বোধগম্য নহে, এই কারণে কালকে দুর্ব্বিলাসচূড়ামণী বলা হইয়াছে। এই কাল এক হইয়াও উপাধি ভেদে দুই রূপ ধারণ করেন, তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি ও শিবরূপে সংহার করেন। শারীরিক আয়াস সাধ্য কর্ম্মফল প্রাপ্ত হওন মাত্রই জীবের প্রয়োজন, এই হেতু কালবশে সময়ে সময়ে মনুষ্যের যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহাকে ক্রিয়াকাল বলে এবং কৃত কর্ম্ম ফলে জীবের যে বিনাশ হয়, তাহাকে ফলজনক-দৈবকাল বলা যায় ॥

করে, তাহারা সকলেই কালের করতলস্থ॥ যো-বা-রা ১।২৫।৮।

তারাবিন্দুচিতং লোলপুষ্করাবর্ত্ত পল্লবং।
একার্ণবপয়োধৌত মেক মম্বরমম্বরং॥

বিন্দু বিন্দু তারা সমূহে পরিবৃত আকাশমণ্ডল কালের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র এবং পুষ্কর ও আবর্ত্তাদি প্রলয়কালীন মেঘগণ সেই বস্ত্রের অলক্তক স্বরূপ; এই বস্ত্র মলিন হইলে তাহাকে তিনি একার্ণব জলে ধৌত করিয়া থাকেন; অর্থাৎ কল্পান্ত সময়ে সকলই বিনষ্ট হয়, কেবল অখণ্ড কাল দণ্ডায়মান থাকেন॥ ঐ ৯।

এবংরূপস্য তস্যাগ্রে নিয়তির্নিত্য কামিনী।
অনন্তমিত সংরম্ভমারম্ভৈঃ পরিনৃত্যতি॥

এবম্প্রকার রূপধারী কালের নিয়তিনাম্নী নিত্য কামিনী কালের পুরোভাগে অনস্তমিত গর্ব্ব ও প্রযত্নসহকারে নিয়ত নৃত্য করিতেছেন; অর্থাৎ কালের অগ্রে অগ্রে প্রাণীগণ নিয়তি কর্ত্তৃক মুগ্ধপ্রায় হইয়া আপনাদিগের মৃত্যুকে বিস্মৃত হইয়া অবিরত প্রযত্ন সহকারে সম্ভোগানুকূল কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছে॥ ঐ ১০।

তস্যানর্ত্তন লোলায়া জগন্মণ্ডল কোটরে।
অরুদ্ধস্পন্দরূপায়া আগমাপায় চঞ্চুরে॥

জগন্মণ্ডলরূপ কোটর মধ্যে অপ্রতিবন্ধ ক্রিয়াশক্তিরূপা নিয়তির নৃত্য দর্শনলোলুপ প্রাণীনিকরের গমনাগমন হইতেছে, অর্থাৎ নিয়তিবশে জীবগণের নিয়ত জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে॥

যো-বা-রা ১।২৫।১১।

চারুভূষণমঙ্গেষু দেবলোকান্তরাবলী।
আপাতালং নভোলম্বং কবরীমণ্ডলংবৃহৎ॥

দেবলোকাদি সমুদায় লোক নিয়তির সুচারু অঙ্গভূষণ এবং আপাতাল লম্বমান নভোমণ্ডল তাঁহার বৃহদাকার কবরীভূষণস্বরূপ; অর্থাৎ তিনি পাতাল হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন॥

ঐ ১২।

নরকালীচমঞ্জীর মালা কলকলোজ্জ্বলা।
প্রোতাহৃষ্কৃতসূত্রেণ পাতালচরণেস্থিতা॥

সেই নিয়তির পাতালরূপ চরণে দুষ্কৃত সূত্রে গ্রথিত নরলোকস্থিত জীবমালা কলকলশব্দযুক্ত উজ্জ্বলামঞ্জীরমালারূপে শোভমান হইতেছে (১)॥ ঐ ১৩।

(১) দুষ্কৃত শব্দে পাপ বুঝায়, ঐ পাপসূত্রে গ্রথিত মঞ্জীরমালা অর্থাৎ ঘুঙ্গুরমালা; নরকস্থ প্রাণীগণ আর্ত্তস্বরে যে ক্রন্দন করে, তাহাই ঘুঙ্গুরমালার ধ্বনিস্বরূপ হয়। কালকামিনী নিয়তি এইরূপে অলঙ্কৃতা হইয়া সংসার রূপ রঙ্গশালায় নৃত্যমানা হইয়াছেন।

কস্তূরিকাতিলককং ক্রিয়াসখ্যোপকল্পিতঃ।
চিত্রিতঃ চিত্রগুপ্তেন সমে বদনপাদকে ॥

শুভাশুভ ক্রিয়ারূপা সখীগণ কর্ত্তৃক উপকল্পিত (ক্রিয়াজনিত ফলরূপ) কস্তূরিকা তিলক দ্বারা চিত্রগুপ্ত নিয়তির আপাদ মুখমণ্ডল সুচিত্রিত করিয়াছে; অর্থাৎ জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মফল দ্বারা নিয়তির আপাদমস্তক পরিশোভিত হইয়াছে ॥

যো-বা-রা ১।২৫।১৪।

লম্বলোলজটাচন্দ্র বিকীর্ণ হরমূর্দ্ধভিঃ।
উচ্চরচ্চারুমন্দার গৌরীকবরচামরৈঃ ॥

লম্বমান চঞ্চল জটাজূটমণ্ডিত অর্দ্ধচন্দ্রে পরিশোভিত মহাকাল হর পঞ্চানন, বিকসিত সুচারু মন্দার পুষ্পমালা মণ্ডিত কবরীচামর দ্বারা সুশোভিতা গৌরীরূপা নিয়তির সহিত নিত্য বিরাজমান হয়েন (১) ॥

ঐ ১৭।

কালাস্তঃ সমুপাদায় কল্পান্তেষুকিলাকুলা।
নৃত্যত্যেষাপুনর্দেবীস্ফুটচ্ছৈলঘনারবং ॥

কল্পান্তকালে পুনরায় ঐ নিয়তি দেবী স্বীয় পতি কালের ইঙ্গিতযুক্ত মুখভাব ভঙ্গিতে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে সাতিশয় চাঞ্চল্য সহকারে নৃত্য করিয়া থাকেন; তৎকালে পর্ব্বতস্ফোট জনিত ভয়ঙ্কর শব্দ তাঁহার নর্ত্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালে কাল নিয়তির দ্বারা এই জগৎকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ১।২৫।১৫।

সর্ব্বভূতাস্থিমালাভিরাপাদবলিতাকৃতিঃ।
বিলসত্যেবকল্পান্তে কালঃ কলিতকল্পনঃ ॥

এই কাল কল্পান্তকালে প্রাণী সমূহকে বিনাশ করতঃ তাহাদিগের অস্থিমালা দ্বারা আপাদমস্তক পরিশোভিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ১।২৩।২২।

কল্পকেলি বিলাসেন পিষ্টপাতিত জন্তুনা।
অভাবো ভাবভাসেন রমতেস্বাত্মনাত্মনি ॥

এই কাল কল্পান্তে কেলিবিলাসচ্ছলে যাবতীয় জন্তুগণকে সংহার করতঃ সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় তমঃপ্রকাশকরূপে একমাত্র ব্রহ্মকেই সমাশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৪৩।

---

(১) হরগৌরী রূপে কালনিয়তির রূপ ও কর্ম্মাদি বর্ণন করা হইয়াছে। আয়ু, বিত্ত, কর্ম্ম, বিদ্যা ও নিধন কালের এই পঞ্চ আনন এবং প্রলয় মেঘে চঞ্চল বিদ্যুৎবৎ জটা মণ্ডিত মস্তক। চন্দ্র শব্দে মন বুঝায়, মনের কার্য্য দুই প্রকার, সঙ্কল্প ও বিকল্প, অতএব এই অর্দ্ধার্দ্ধ মাত্রাই কাল ও কালীর ললাটভূষণ। রবিকিরণমালাকে গৌরী বলে, অতএব প্রলয়কালে যে দ্বাদশাদিত্যের প্রভায় ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত হয়, তাহাই নিয়তির রূপ, এই হেতু তাঁহাকে গৌরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মনোহর নক্ষত্রমালা মণ্ডিত পুষ্করাদি মেঘমালাই নিয়তির কেশপাশ স্বরূপ ॥

অন্তুতে সত্তয়াপিত্থৌভুর্বনঞ্চাপি ভুজ্যতে।
ধরাপি যাতি বৈধুর্য্যং কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সহিত সমুদায় ভুবন প্রলয়কবলে নিপতিত হয়, অতএব অস্মদ্বিধ ব্যক্তিদিগের এই ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের প্রতি কি বিশ্বাস হইতে পারে? ॥ যো-বা-রা ১।২৬।২৪।

পরমেষাতি নিষ্ঠাব নৃক্রিয়তে হরিরপ্যজঃ।
ভবোপ্যভাবমায়াতি কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহাঁরাও পরব্রহ্মে লীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে মাদৃশ ব্যক্তিদিগের ক্ষণভঙ্গুর শরীরের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? ॥ ঐ ২৯।

কালঃ সংকাল্যতে যেন নিয়তিশ্চাপি নীয়তে।
খমপ্যানীয়তেনন্তং কৈবাস্থামাদৃশেজনে॥

জগন্নিয়ন্তা কাল, বিশ্ব-সংহারকারিণী নিয়তি ও আকাশাদি মহাভূতগণ অনন্তস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে, অতএব অস্মদ্বিধ ক্ষুদ্র জীবগণের দেহগেহাদিতে আস্থা কি? ঐ ৩০।

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সঙ্গংতমস্তীব্রং তিতীরষুঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্॥

অতএব, যে সকল বস্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক, যে ব্যক্তি এই ভয়ানক সংসার অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখন সে সকল বস্তুর সাহচর্য্য করিবেন না॥ ভা-পু ৪।২২।৩৫।

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। কারণ, প্রথম তিন বর্গে সর্ব্বদাই কালভয় আছে॥ ঐ ৩৬।

পরেঽবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু।
ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষেমমীশবিধ্বংসিতাশিষাম্॥

যে সকল উৎকৃষ্ট (ব্রহ্মাদি) ও অপকৃষ্ট (অস্মদাদি) পদার্থ গুণক্ষোভের পর উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল নাই; কালই তাঁহাদিগের যাবতীয় মঙ্গল নষ্ট করিয়াছেন॥ ঐ ৩৭।

তত্বং নরেন্দ্র জগতামথতস্থুষাঞ্চ
দেহেন্দ্রিয়াসুধিষণাত্মভিরাবৃতানাম্।
যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ
প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবাংস্তমবেহি সোঽস্মি॥

অতএব, হে নরেন্দ্র! যে ভগবান্ সেই ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেরই হৃদয়-মধ্যে জীবাত্মার

নিয়ন্তাস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তুমি একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও। তিনিই একাকী অবস্থিতি করিতেছেন॥ ভা-পু ৪।২২।৩৮।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

জগতের ঈশ্বরাধীনত্ব প্রতিপাদন।

ধাতৈব খলু ভূতানাং সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
দধাতি সর্ব্বমীশানঃ পুরস্তাৎশুক্রমুচ্চরন্॥

একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় ও অপ্রিয় এবং সুখ ও দুঃখের বিধাতা; তিনি তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সকল বিষয়ের বিধান করেন॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩০।২২।

যথা দারুময়ী যোষা নরবীর সমাহিতা।
ঈরয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তথা রাজন্নিমাঃ প্রজাঃ॥

হে নরবীর! যেমন সূত্রধর দারুময়ী নারী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে, সেইরূপ বিধাতা এই সমুদায় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন॥ ঐ ২৩।

আকাশ ইব ভূতানি ব্যাপ্য সর্ব্বাণি ভারত।
ঈশ্বরো বিদধাতীহ কল্যাণং যচ্চ পাপকম্॥

হে ভারত! ঈশ্বর আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া ইহ সংসারে কি শুভ কি অশুভ সকল বিষয়েরই বিধান করিতেছেন॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩০।২৪।

শকুনিস্তন্তুবদ্ধো বা নিয়তোঽয়মনীশ্বরঃ।
ঈশ্বরস্য বশে তিষ্ঠেন্নান্যেষাং নাত্মনঃ প্রভুঃ॥

সকল প্রাণীই তন্তুবদ্ধ শকুনির ন্যায় ঈশ্বরের অধীন হয়, কেহই আপনার বা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না॥ ঐ ২৫।

মণিঃ সূত্রইব প্রোতো নস্যোত ইব গোবৃষঃ।
স্রোতসো মধ্যমাপন্নঃ কূলাদ্বৃক্ষইব চ্যুতঃ॥
ধাতুরাদেশমন্বেতি তন্ময়ো হি তদর্পণঃ।
নাত্মাধীনো মনুষ্যোঽয়ংকালং ভজতি কঞ্চন॥

লোক সকল সূত্রগ্রথিত মণির ন্যায় ও নস্যাসংযত বৃষের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া আত্মারূপী ঈশ্বরের শাসনেই চলিতেছে; কারণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়। যেমন বৃক্ষ নদীকূল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া

ক্ষণকাল মাত্রও স্থির থাকিতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যগণ স্বতন্ত্র হইয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্রও অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয় না ॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩০।২৬-২৭।

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়-মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেষিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব চ ॥

অজ্ঞান-তিমিরাবৃত জন্তুগণ স্বীয় সুখ দুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না; তাহারা ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে ॥ ঐ ২৮।

যথাবায়োস্তৃণাগ্রাণি বশংযান্তি বলীয়সঃ।
ধাতুরেবংবশং যান্তি সর্ব্বভূতানি ভারত ॥

হে ভারত! যেমন তৃণের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া গমন করে, সেইরূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে ॥ ঐ ২৯।

আর্য্যকর্ম্মণি যুঞ্জানঃ পাপে বা পুনরীশ্বরঃ।
ব্যাপ্য ভূতানি চরতে ন চায়মিতি লক্ষ্যতে ॥

ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্যকর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু এই পরমেশ্বর ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ঐ ৩০।

হেতুমাত্রমিদং ধাতুঃ শরীরং ক্ষেত্রসংজ্ঞিতম্।
যেন কারয়তে কর্ম্ম শুভাশুভফলং বিভুঃ ॥

মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ তদীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাস স্বরূপ বীজনিবাপস্থান সংজ্ঞিত হইয়া কর্ত্তা হইতেছে; তিনি তদ্দ্বারাই শুভাশুভ ফলোৎপাদক কর্ম্ম করাইতেছেন ॥ ম-ভা বনপর্ব্ব ৩০।৩১।

পশ্য মায়াপ্রভাবোঽয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ।
যো হন্তি ভূতৈর্ভূতানি মোহয়িত্বাত্মমায়য়া ॥

দেখ, ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য মায়াপ্রভাব বিস্তার করিয়াছেন! তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন ॥ ঐ ৩২।

অন্যথা পরিদৃষ্টানি মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অন্যথা পরিবর্ত্তন্তে বেগাইব নভস্বতঃ ॥

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই ভূত সৃষ্টি সকল স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বায়ুবেগের ন্যায় ভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে ॥ ঐ ৩৩।

অন্যথৈব হি মন্যন্তে পুরুষাস্তানি তানি চ।
অন্যথৈব প্রভুস্তানি করোতি বিকরোতি চ ॥

মানবগণ ভূতজাতকে নিত্য, শুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদি দ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণত্বাদি দ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন ॥ ঐ ৩৪।

যথা কাষ্ঠেন বা কাষ্ঠ-মশ্মানঞ্চাশ্মনা পুনঃ।
অয়সা চাপ্যয়শ্ছিন্দ্যাৎ নির্ব্বিচেষ্টমচেতনম্ ॥
এবং স ভগবান্ দেবঃ স্বয়ম্ভুঃ প্রপিতামহঃ।
হিনস্তি ভূতৈর্ভূতানি ছদ্মকৃত্বা যুধিষ্ঠির ॥

হে যুধিষ্ঠির! যেমন কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠ, পাষাণ দ্বারা পাষাণ ও লৌহ দ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান্ স্বয়ম্ভু মায়াসহকারে ভূত দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন॥

ম-ভা বনপর্ব্ব ৩০।৩৫-৩৬।

সংপ্রযোজ্য বিযোজ্যাহং কামকারকরঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্ব্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব॥

যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান্ কখন সংযোগ কখন বা বিযোগ করিয়া ভূতগণ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন॥ ঐ ৩৭।

য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো
যত্ররক্ষত্যবলুম্পতে চয়ঃ।
তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরংনিগ্রহসংগ্রহেপ্রভুঃ॥

অক্ষয় ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, এই চরাচর তাঁহারই ক্রীড়া-সামগ্রী; সুতরাং পালন ও সংহার তাঁহারই অধীন॥ ভা-পু ৭।২।৩৪।

পথিচ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহেস্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেভি গুপ্তোস্যহতো ন জীবতি॥

মনুষ্য পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াও ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে, আবার গৃহে থাকিয়াও তাঁহা হইতেই বিনাশ পাইতেছে। যদি তাঁহার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে বনমধ্যে একাকী বাস করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে; আর যদি তিনি বিমুখ হন, তাহা হইলে নানা সহায়সম্পন্ন হইয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিয়াও বিনষ্ট হয়॥

ভা-পু ৭।২।৩৫।

অহংকারকলামেত্য সর্ব্বত্রান্তরবাসিনা।
ন সোস্তি ত্রিষুলোকেষু যস্তেনেহ নবাধ্যতে॥

ত্রিলোক মধ্যে এমন অহঙ্কারী পুরুষ কে আছে, যে দেহ ধারণ করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের শাসনাধীন নহে? অর্থাৎ সকলই ঈশ্বরাধীন॥

যো-বা-রা ১।২৬।৩২।

শিলাশৈলকবপ্রেষু সর্ব্বভূতো দিবাকরঃ।
বনপাষাণবন্নিত্যমবশঃ পরিচোদ্যতে॥

যেমন প্রস্তরখণ্ড প্রস্রবণ বেগে পর্ব্বত হইতে নিম্নে পতিত হয়, তাহার ন্যায় সর্ব্বভূতাশ্রয় প্রভাকর পরমাত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা, শৈল, ক্ষেত্র প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশ সকল আলোকময় করতঃ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন;

অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রও ঈশ্বরাধীন ॥ যো-বা-রা ১।২৬।৩৩।

ধরাগোলকমন্তঃস্থ সুরাসুরগণাস্পদং।
বেষ্ট্যতেধিষ্ঠচক্রেণ পক্কাক্ষোটমিবত্বচা ॥

এই ধরণীমণ্ডলও সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রভাবে সুরাসুরগণের অধিষ্ঠানভূত ও পরিপক্ক আক্ষোট (আখ্‌রোট) ফলের ন্যায় জ্যোতিশ্চক্ররূপ ত্বকে পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ঐ ৩৪।

দিবিদেবাভুবিনরাঃ পাতালেষু চ ভোগিনঃ।
কল্পিতাকল্পমাত্রেণ নীয়ন্তেজর্জরাং দশাং ॥

স্বর্গস্থ দেবগণ, মর্ত্যস্থ নরগণ ও পাতালস্থ ভুজঙ্গগণ, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন ও তদিচ্ছাক্রমে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়; (অতএব এই জগতে কেহই আপন বশে ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না ॥) ঐ ৩৫।

কামশ্চজগদীশান বললব্ধপরাক্রমঃ।
অক্রমেণৈববিক্রান্তো লোকমাক্রমাবল্‌গতি ॥

জগদ্বিজয়ী অতুল বিক্রমশালী কামদেবও সেই জগদীশ্বরের প্রভাবে লব্ধপরাক্রম হইয়া আকীট দেব পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে আক্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় বল প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব কাহারও ঈশ্বরাতীত স্বাধীনতা নাই ॥ ঐ ৩৬।

বসন্তোমত্তমাতঙ্গোমদৈঃ কুসুমবর্ষণৈঃ।
আমোদিত ককুচ্চক্রশ্চেতো নয়তি চাপলং ॥

যাদৃশ মত্ত মাতঙ্গ মদ বর্ষণ দ্বারা দশ দিক্ সুরভিত করে, তাদৃশ ঋতুরাজ বসন্ত সেই পরমাত্মার সহায়তায় বিকসিত কুসুমরাশি বর্ষণ দ্বারা দিক্‌চক্র আমোদিত করিয়া যাবতীয় লোকের চিত্তকে চঞ্চলিত করে; কিন্তু ইহাতেও তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই ॥ যো-বা-রা ১।২৬।৩৭।

অনুরক্তাঙ্গনালোললোচনা লোকিতাকৃতেঃ।
স্বস্থীকর্তুং মনঃশক্তো ন বিবেকোমহানপি ॥

কামিনীকুল অনুরাগ ভরে চঞ্চল নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া মহাধৈর্য্যশালী বৈরাগ্যযুক্ত মহাত্মাদিগেরও চিত্তকে যে দ্রবীভূত করে, তাহাও শুদ্ধ সেই পরমাত্মার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও নারীদিগের নিজ ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই ॥

ঐ ৩৮।

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকংবীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তিধীরা-
স্তেষাংসুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥

এই জগতে একমাত্র পরমাত্মাই স্বাধীন, জীব স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য

করিতে সমর্থ হয় না। যে সকল জীব "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি-রূপ কল্পনা দ্বারা আপন শরীরকে আত্মজ্ঞান করে, তাহাদিগেরও কারণ সেই পরমেশ্বর। যিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে যাঁহারা আত্মস্থ করিয়া ধ্যানযোগে দর্শন করেন, সেই সকল পণ্ডিতেরাই নিত্য সুখলাভ করেন, অন্যের ভাগ্যে তাহা ঘটে না॥

শ্বে-উ ৬।১২।

নিত্যোঽনিত্যানাংচেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

যতপ্রকার নিত্য পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সেই পরমেশ্বরই প্রধান, তিনিই চেতনাশালিদিগের চৈতন্য প্রদাতা এবং তিনিই প্রাণী সমূহের ভোগ্য বস্তুর বিধানকর্ত্তা। অতএব জীব সেই সাংখ্যযোগাধিগম্য জগৎ-কারণ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া সকল প্রকার মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে॥

শ্বে-উ ৬।১৩।

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥

তিনিই বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্ববেত্তা, তিনিই সকলের আত্মা ও সকলের কারণ, তিনিই কালকর্ত্তা, সত্ত্বাদি সর্ব্বগুণাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, অব্যক্ত, বিজ্ঞানাত্মা, জিবাত্মার অধিপতি ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ঈশ্বর এবং তিনিই সংসারের স্থিতি, মোক্ষ ও বন্ধনের কারণ॥ ঐ ১৬।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

যিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি বেদ চতুষ্টয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যিনি আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সেই পরমদেবের শরণাপন্ন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন॥ ঐ১৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

——oo——

জগতের মায়াময়ত্ব ও পরব্রহ্মের সত্যত্ব প্রতিপাদন।

(সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই জগদুৎপত্তির কারণ।)

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, পদার্থ সমূহের স্বাভাবিক গুণদ্বারা এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে; অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কালই জগৎ সৃষ্টির কারণ। ঐ সকল পণ্ডিত অবিবেকী ও প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ হয়েন। কারণ, অতি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য এই জগদুৎপত্তির প্রকৃত কারণ হয়। সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য-বলেই এই ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমান হইতেছে (১)॥ শ্বে-উ ৬।১।

(১) কাল, স্বভাব প্রভৃতিকে জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা তাহাতে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, কাল, স্বভাব, আকাশাদি পঞ্চ-ভূত ও আত্মা ইহারা সকলে সংমিলিত হইয়া কি এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, কিংবা পৃথগ্‌রূপে ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদন করিতেছে? ইহাদিগকে পৃথগ্‌রূপে সৃষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, যেহেতু বিলক্ষণরূপে দেখা যাই-তেছে যে, দেশ কাল ও নিমিত্ত ব্যতিরেকে জগতের একটী বস্তুও উৎপন্ন হইতে পারে না। আকাশাদি পঞ্চ-

কার্য্যকারণতা নিত্য মাস্তে ঘটমৃদোর্যথা।
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চ ব্রহ্মণোরিহ॥

শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জানা

ভূত মিলিত হইয়া এই জগৎ উৎপাদন করাও সম্ভবপর বোধ হয় না, যেহেতু পঞ্চভূত বিনষ্ট হইলে আত্মার বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। জীবাত্মাকেও ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির কারণ বলা যায় না; কারণ জীবাত্মা স্বাধীন নহে, জীব সর্ব্বদাই সুখদুঃখের হেতুভূত পাপপুণ্যজনক কর্ম্মের বশীভূত থাকে। সুতরাং কর্ম্মানুগত আত্মার ত্রিজগৎ সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব নিতান্ত অসম্ভব। আর যদি স্বভাবই সমু-দায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারিত। কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবলে কৃষ্যাদি কার্য্যসমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান,আসন,আবাসগৃহ,ক্রীড়াগৃহ ও রোগের ঔষধপ্রভৃতি সমুদায় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়। নরপতিরা প্রজ্ঞাবলেই রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবলে ভূতসমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তি প্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হয়, আবার বিদ্যাতেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমাত্মার কোন অনির্ব্বচনীয় বিদ্যাশক্তিই এই অনন্ত জগদুৎপত্তির কারণ হয় ও সেই শক্তি অজ্ঞের অলক্ষ্য ও সর্ব্বদা স্বীয় গুণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষই স্বীয় বিদ্যাসক্তি প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত কাল ও স্বভাবাদি কারণ সমূহকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাল ও আকাশাদি ভূতগণও তাঁহার অধীনে রহিয়াছে। অতএব প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টির কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও জগৎ উৎপাদনের ক্ষমতা নাই॥

যাইতেছে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ ও পরব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাব আছে; যেমন মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য, সেই-রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ কার্য্য এবং পরব্রহ্ম ইহার কারণ। যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কখনও কার্য্যোৎ-পত্তি হইতে পারে না ॥ অ-অ ৬৬।

গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃত্তিকা যাতি বৈ বলাৎ।
বীক্ষমাণে প্রপঞ্চেপি ব্রহ্মৈবাভাতি ভাসুরং ॥

যেমন ঘট দর্শন করিলে মৃত্তিকাই ঘটের কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে পরংব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জগতের কার্য্য-প্রণালী দর্শন করিলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও এই অনন্ত জগৎ উৎপাদন করিবার শক্তি নাই ॥

ঐ ৬৭।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিণ্ময়ঃ ॥

এই চরাচর জগৎ সমস্তই এক চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে। দেহমধ্যে সেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রযুক্তই এইরূপ কল্পনা করা যায়, তদ্ভিন্ন তাঁহার অস্তিত্ব বিশ্বাস হয় না। অতএব চৈতন্যময় এক পুরুষ অবশ্যই আছেন, ইহা নিশ্চয় ॥ শি-সং ১।৭৭।

অনেন চেতনেনেমে সর্ব্বে ঘটপদাদয়ঃ।
সূর্য্যান্তা অবভাসন্তে দীপেনোত্তমতেজসা ॥

যদ্রূপ উত্তমালোকসম্পন্ন প্রদীপ সাহায্যে নানাবিধ বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই চেতন দ্বারাই সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটপটাদি সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে ॥

যো-বা-রা ৫।৩৪।১৮।

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ।
সতি পুষ্প ইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা ॥

যেমন দীপ-প্রকাশে আলোক, দিবাকর-প্রকাশে দিন এবং পুষ্প-বিকাশে সৌরভ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সত্তা-তেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে (১)॥

যো-বা-রা ৪।৩৯।৩৯।

(১) পরম পুরুষ পরমাত্মার সত্তাতেই সংসারের সত্তা, ইঁহার অধিষ্ঠানেই সংসারের অধিষ্ঠান, ইঁহার প্রকাশেই সংসারের প্রকাশ এবং ইঁহার চেষ্টাতেই সংসারের চেষ্টা। যদি ইনি আনন্দরূপে, চৈতন্যরূপে, পরম জ্যোতিরূপে এবং নিত্য প্রকাশময় আত্মারূপে চিরদিন না থাকিতেন, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসার আনন্দশূন্য, চৈতন্যশূন্য, প্রকাশশূন্য ও সত্তাশূন্য হইত। ফলতঃ তিনি ভিন্ন সংসার কিছুই নহে; ইঁহার প্রত্যেক অণুও তাঁহার সত্তা বা স্ফূর্ত্তি শূন্য নহে ॥

পরমার্কঃ প্রকাশাস্ত ত্রিজগৎ ত্রসরেণবঃ।
উৎপত্ত্যোৎপত্ত্যলীনা যে ন সংখ্যামুপযান্তিতে॥

পরমার্ক অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশিত হইলে তাঁহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ত্রসরেণু সকল উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে; ঐ সকল ত্রসরেণুর সংখ্যা নাই॥ যো-বা-স্থা ২।৩।৪।

বর্ত্তমানাশ্চ যাঃ সন্তি ত্রৈলোক্যগণকোটয়ঃ।
শক্যান্তেতাশ্চ সংখ্যাতুং নৈবকাশ্চ ন কেনচিৎ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে, ইহার সংখ্যা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই, অথবা কেহ কখন সংখ্যা করিয়াছে বলিয়া শুনাও যায় নাই॥ ঐ ৫।

ভবিষ্যন্তি পরাম্ভোধৌ জগৎসর্গ তরঙ্গকাঃ।
তাংশ্চবৈপরিসংখ্যাতুং সাকথৈব ন বিদ্যতে॥

পরমাত্মারূপ মহাসমুদ্রে জগৎ-রূপ তরঙ্গ যে কত উত্থিত হইতেছে, তাহার পরিসংখ্যা নাই এবং সংখ্যা করাও কেবল কথা মাত্র॥ ঐ ৬।

জগদ্বৃক্ষস্য চৈতন্যং সারোঽসারস্তথেতরৎ।
প্রপঞ্চস্য স্থিরাংশো হি চিতিরেবাবিকারতঃ॥

এই জগদ্রূপ বৃক্ষের মধ্যে চৈতন্যই সার এবং অন্যান্য সমুদায় পদার্থই অসার। এই জগৎ প্রপঞ্চের চৈতন্যাংশই স্থির, যেহেতু তাহার কোন বিকার হয় না। অন্যান্য সকল পদার্থই বিকারী, অতএব তাহারা অনিত্য॥ সাং-সা ২।২।১২।

বৃক্ষস্ত সকলং বিদ্যাচ্ছায়া তস্যৈব নিষ্কলা।
সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥

(যদি বল, নিত্য পরমাত্মা হইতে অনিত্য জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে)—বৃক্ষ একটী যথার্থ পদার্থ এবং তাহা হইতে যেমন অযথার্থ ছায়ার উৎ-পত্তি হয়, সেইরূপ নিত্য পদার্থ পরব্রহ্ম হইতে অনিত্য জগতের উৎপত্তিতে কোন বাধা নাই। (আর যদি বল, বৃক্ষ হইতে ছায়ার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জগৎকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে ঈশ্ব-রের দ্বৈতত্বাপত্তি হয়, এই বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন যে)—যেহেতু পরমব্রহ্ম নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থেই আত্মরূপে অবস্থিত আছেন, অতএব দ্বৈতত্বাপত্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বময়, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ কিছুই নাই॥ ধ্যা-উ ১০।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়্সা) কোন কারণান্তর অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সূত্র বাহির করে এবং পুনর্ব্বার সেই সকল সূত্রকে আপন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশিত করিয়া থাকে; যেমন পৃথিবীতে ওষধি, বৃক্ষ প্রভৃতি অতিরিক্তরূপে প্রাদুর্ভূত হয়; যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি স্বতঃ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর পরমাত্মা হইতে কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়া এই অনন্ত বিশ্ব ক্রমশঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে॥ মু-উ ১।৮।

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথালোকঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথৈবায়ং জগদ্গণঃ॥

যেমন রত্নের দীপ্তি প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার সন্নিধান মাত্র দ্বারাই গৃহ আলোকিত হয়, সেইরূপ ইচ্ছারহিত পরম দেবের সত্তাসন্নিধানমাত্র দ্বারা এই জগৎ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৪।৫৬।১৬।

অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতং।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥

ইচ্ছাশূন্যতাপ্রযুক্ত আত্মা কর্ত্তা নহেন, কিন্তু সন্নিধান বশতঃ জগতের স্থিতি হইয়া থাকে বলিয়া কর্ত্তা হইয়া থাকেন; অতএব আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে॥ যো-বা-রা ৪।৫৬।১৭।

মায়াবী দারকো যদ্বচ্চেষ্টতে ব্যর্থমেব হি।
আনন্দাত্মাপি তদ্বদ্ধি চেষ্টতে ব্যর্থমেব হি॥

মায়াবী বালক যেমন বৃথা নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকে, আনন্দাত্মাও সেইরূপ বৃথা নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বালকের ন্যায় তাঁহার চেষ্টার কোন প্রয়োজনই পরিলক্ষিত হয় না, কেবল জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি চেষ্টা তাঁহার ক্রীড়া মাত্র॥

আত্ম-পু ১।৮-১৫।

মদিরামদমন্দাক্ষঃ পুরঃ পশ্যতি ভিত্তিকাম্।
অসতীঃ তদ্বদেবেদমানন্দাত্মাপি পশ্যতি॥

মদ্যপানে মত্ত কোন পুরুষ যেমন চক্ষুদ্বারা সম্যক্‌রূপ দর্শনে অসমর্থ প্রযুক্ত সম্মুখে মিথ্যারূপা ভিত্তিতুল্য আবরণ দর্শন করিয়া থাকে, সেই প্রকার আনন্দাত্মাও মিথ্যারূপ এই জগৎকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন, প্রত্যুত আত্মা কোন রূপেই জগতে লিপ্ত নহেন॥ ঐ ৮-১৬।

যথা স্বাশয়দোষেণ পিত্রাদৌ দোষবর্জ্জিতে।
দোষং বিলোকয়েৎ কশ্চিত্তদ্বদাত্মাত্মনাত্মনি॥

যেমন কোন পুরুষ নিজ চিত্তের দোষ বশতঃ নির্দ্দোষ পিতা প্রভৃতি আত্মীয় জনের দোষ দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মাও আত্মাতে

সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোরূপ ত্রিদোষ দর্শন করতঃ জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥ আত্ম-পু ১।৮১৭।

কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মদেহঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥

আত্মা স্বয়ংই আপনাকে কল্পনা করেন, তিনি কোনরূপ কারণাদির সাহায্য অপেক্ষা রাখেন না। আত্মা আপন মায়াবলে আপনাকে কল্পনা করিয়া থাকেন। সকল পদার্থ মিথ্যা হইলেও মায়াদ্বারাই কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যবহারের সিদ্ধি আছে,সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সেই আত্মাই সকলের ভেদ জানিতে পারেন। এক অদ্বিতীয় আত্মাতেই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা কল্পিত আছে,ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের নিশ্চয় ॥ মা-উ ২।১২।

অশ্রাব্যাবাচ্যদুর্দ্দর্শতত্ত্বেনাজ্ঞাতমূর্ত্তিনা।
ভুবনানি বিড়ম্ব্যন্তে কেন চিন্ত্যমদায়িনা ॥

অশ্রাব্য (শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অগোচর), অবাচ্য (বাগেন্দ্রিয়াতীত), দুর্দ্দর্শ (চক্ষুরাদির অগম্য) ও অচিন্তনীয় (বুদ্ধির অগম্য) চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা আপনার মায়াযোগে আপনাতেই আপনার স্থূলরূপ এই জগৎকে প্রদর্শন করাইয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ১।২৬।৩১।

সর্ব্বশক্তিময়ো হ্যাত্মা শক্তিমণ্ডলতাণ্ডবঃ।
সংসারং তন্নিবৃত্তিঞ্চ মায়য়াপ্নোতি হেলয়া ॥

আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, আত্মাই ঐ শক্তি সকলকে নিয়োজিত করেন। তিনি স্বকীয় মায়াদ্বারাই এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মায়াতেই এই সংসারের নিবৃত্তি করিতেছেন ॥

সাং-সা। ২।৫।১৯।

(সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের আনন্দই জগতের কারণ)

রজ্জুরেব যথাসর্পঃ সর্পোৎপত্তেঃ পুরা স্থিতা।
আনন্দাত্মা তথাঽনাত্মা নাম্মোৎপত্তেঃ পুরাস্থিতঃ॥

যেমন সর্পের উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্পভ্রম ছিল না, রজ্জুই কেবল এই নিশ্চয় ছিল, সেইরূপ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে অনাত্মরূপ জগৎ সত্য এপ্রকার ভ্রমও ছিল না, কেবল আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই ছিলেন ॥

আত্ম-পু ১।৬৩।

যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্নাতি বৈভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ ॥

যেমন রজ্জু দর্শন করিলেও ভ্রমবশতঃ সেই রজ্জুকে রজ্জুরূপে জ্ঞান না হইয়া সর্পরূপে গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞান বশতঃ পরংব্রহ্মকে সত্যরূপে না জানিয়া এই জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, অর্থাৎ যেমন ভ্রমই

রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের প্রতি কারণ, তদ্রূপ অজ্ঞানই এই জগৎ প্রপঞ্চের প্রতি কারণ॥ অ-অ ৯৫।

রজ্জুরূপে পরিজ্ঞানে সর্পত্বস্তু ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথাজ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাঙ্গতঃ॥

যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূত রজ্জুর স্বরূপ পরিজ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়, সেইরূপ এই জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূত আত্মার তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে এই প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে॥ ঐ ৯৬।

আকাশাদি স্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতিরীতং।
জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈত ব্রহ্মতা ততঃ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ হইতে স্বদেহ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মিথ্যা এবং আনন্দ হইতে সত্য বস্তু আর নাই, অর্থাৎ কেবল আনন্দই সত্য; সুতরাং সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেরই অদ্বৈতত্ব-স্বতঃ সিদ্ধ॥ প-দ ১৩।২।

আনন্দাদ্ধ্যেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্॥

এই জগৎই আনন্দময়, যেহেতু আনন্দ হইতেই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া সেই আনন্দদ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তকালেও এই জগৎ আনন্দেতে বিলীন হয়। অতএব এই জগৎ আনন্দ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইবে? সুতরাং আনন্দকেই জগতের কারণ বলিয়া জানা যায়॥ প-দ ১৩।৩।

কুলালাদ্ঘট উৎপন্নোভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাং।
মৃদ্বদেষ উপাদানং ন নিমিত্তং কুলালবৎ॥

(যদি বল কুম্ভকার ঘট উৎপাদন করে, কিন্তু যখন সেই কুম্ভকার হইতে ঘট পৃথক্ দেখা যায়, তখন কি প্রকারে আনন্দ হইতে জগৎ পৃথক্ নহে বলিয়া স্বীকার করা যায়? ইহার মীমাংসা এই যে)— কুম্ভকার যেরূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ, আনন্দ সেরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন, কিন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান কারণ, আনন্দও সেইরূপ জগতের উপাদান কারণ হয়েন, সুতরাং আনন্দ হইতে জগৎ ভিন্ন নহে॥ ঐ ৪।

স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তোন হি ক্বচিৎ।
দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃশ্রুতেঃ॥

যে প্রকার নিমিত্তকারণরূপ কুম্ভকারে ঘটের স্থিতি ও লয় কখনও সম্ভব হয় না, কিন্তু কেবল উপাদানকারণরূপ মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্ভব হয়, তদ্রূপ উপাদানকারণরূপ আনন্দেতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি

ও প্রলয় হইয়া থাকে। শ্রুতি সকলই সেই আনন্দের জগৎকারণত্ব বিষয়ের প্রমাণস্থল॥ প-দ ১৩।৫।

উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকঞ্চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেহবকাশিনৌ॥

পূর্ব্বোক্ত উপাদানকারণ তিন প্রকার,—বিবর্ত্ত উপাদান, পরিণামী উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান। এই ত্রিবিধ উপাদানের মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকার উপাদানকারণ সেই নিরবয়ব ব্রহ্ম বস্তুতে অসম্ভব, অর্থাৎ পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান কেবল সাকার পদার্থেই সম্ভবিতে পারে, নিরাকার পদার্থে তাহা সম্ভবিতে পারে না॥

ঐ ৬।

আরম্ভবাদিনোহন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃপটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু॥

আরম্ভক উপাদানবাদীরা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করে, যেমন তন্তু হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়। এস্থলে তাহারা তন্তু হইতে বস্ত্রকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া স্বীকার করে; সুতরাং আরম্ভক উপাদান হইতে কার্য্য পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল॥ ঐ ৭।

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥

বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে পরিণাম বলা যায়; যে বস্তুর অবস্থান্তর হইয়া অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন বস্তুর পরিণামী উপাদানকারণ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম কুম্ভ এবং সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল ইত্যাদি। এস্থলে দুগ্ধ, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা যথাক্রমে দধি, কুম্ভ ও কুণ্ডলাদির পরিণামী উপাদানকারণ হয়॥ প-দ ১৩।৮।

অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তোরজ্জু সর্পবৎ।
নিরংশেপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥

যথার্থতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়, যেমন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়। এস্থলে যখন রজ্জু অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়াও সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদানকারণ বলিয়া কথিত হয়। নিরবয়ব পদার্থেও এই প্রকার বিবর্ত্ততা সম্ভব হয়, যেমন নিরাকার নির্ম্মল আকাশের মলিনতা কল্পিত হয়॥ ঐ ৯।

ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাং।
মায়াশক্তিঃকল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিক শক্তিবৎ॥

অতএব যেমন নিরাকার আকাশ বিবর্ত্তকারণ হয়, সেইরূপ নিরবয়ব আনন্দস্বরূপকে এই জগতের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলা যায়। যদ্রূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তি বাহ্য পদার্থের রূপান্তর কল্পনা করে, তদ্রূপ মায়া-শক্তিই সেই আনন্দস্বরূপের রূপান্তর কল্পনা করে॥ প-দ ১৩।১০।

শক্তিঃশক্তাৎ পৃথঙ্নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্ন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥

(যদি এমন আশঙ্কা কর যে, আনন্দাতিরিক্ত স্বতন্ত্র মায়াশক্তি স্বীকার করিতে হইলে দ্বৈতাপত্তি উপস্থিত হয়, তবে সেই আশঙ্কা নিবা-রণার্থ কহিতেছেন যে)—আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর হইতে মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, যেহেতু লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ দেখা যায় যে, শক্ত বস্তু হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু শক্তি শক্ত বস্তুর সহিত অভিন্ন অর্থাৎ ঐক্যও নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে শক্তির প্রতিবন্ধকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি শক্তি শক্ত বস্তুর সহিত অভিন্ন হইত, তবে সে প্রতিবন্ধক কাহার হইবে?॥

ঐ ১১।

শক্তেঃকার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনং।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধতা॥

বস্তুর শক্তি কেবল কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়, অর্থাৎ কার্য্যদর্শন ব্যতিরেকে বস্তুর শক্তির অনুমান করা যায় না। অতএব কারণ সত্ত্বে কার্য্য না হইলেই তাহাকে প্রতিবন্ধ বলা যায়। প্রজ্বলিত অগ্নি মন্ত্রাদির শক্তিতে যদি দাহ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই মন্ত্রাদি-কেই অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রতি-বন্ধক বলিতে হইবে॥

প-দ ১৩।১২।

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োবিদন্।
পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা॥

(পূর্ব্বোক্তরূপে লৌকিক শক্তি প্রতিপাদন করণান্তর এক্ষণে দেব-শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন)—মুনি-গণ (কাল ও স্বভাবাদির দোষ দর্শন করিয়া জগতের কারণ অবগত হওনার্থ যোগাবলম্বন পূর্ব্বক) জানি-য়াছেন যে, সেই পরম দেবতা পর-মেশ্বরের শক্তি সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি স্বীয় গুণদ্বারা নিগূঢ়রূপে আবৃত আছে। পরব্রহ্মের জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বল প্রভৃতি জগতের কারণী-ভূত বিবিধ প্রকার পরম শক্তি আছে॥ ঐ ১৩।

ইতি বেদবচঃপ্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ং।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শক্তি যে কেবল শ্রুতিসিদ্ধ এমন নহে, কিন্তু স্মৃতি-সিদ্ধও বটে, যেহেতু বশিষ্ঠ ঋষিও শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, যথা,—নিত্য,পরিপূর্ণ,সর্ব্ব-শক্তিমান্, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম যখন যে শক্তিদ্বারা বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি সেইরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ প-দ ১৩।১৪।

চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণোরাম শরীরেষ্পলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি॥

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন, হে রাম! দেব, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্য-শক্তি অনুভূত হয়, বায়ুতে স্পন্দন-শক্তি, মৃত্তিকাও প্রস্তরাদিতে কাঠিন্য শক্তি, জলেতে দ্রবশক্তি, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, আকাশে শূন্য শক্তি, এবং বিনাশশীল পদার্থে বিনাশ শক্তি, এই প্রকারে সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশ পায়॥ ঐ ১৫-১৬।

যথাণ্ডান্তর্মহাসর্পোজগদস্তি তথাত্মনি।
ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণিস্থিতং॥

যদ্রূপ কারণ অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র অণ্ড মধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্প অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে নিহিত থাকে, অথবা যদ্রূপ এক অণুমাত্র বীজ মধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূল-বিশিষ্ট বৃহদাকার এক বৃক্ষ অবস্থিতি করে, সেইরূপ কারণ অবস্থায় এই জগৎ সেই পরমাত্মাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত হয়॥ প-দ ১৩।১।

ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদযন্তিশক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ॥

যেমন দেশ কাল বিশেষে ভূমি হইতে বীজাঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কোন সময়ে কোন স্থানে কোন শক্তি সেই পরমাত্মা হইতেই উদ্ভূত হয়॥ ঐ ১৮।

স আত্মা সর্ব্বগোরাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ।
যন্মনাঙ্মননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে॥

হে রাম! সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বদা প্রকাশমান মহাবপু, অর্থাৎ দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদরহিত চিন্ময়বপু পরমাত্মা যখন মায়াশক্তি প্রভাবে মননী শক্তি অর্থাৎ স্ব পরাববোধন সামর্থ্য ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে মন শব্দে কহা যায়॥ ঐ ১৭।

আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা-
মাখ্যায়িকা সুভগবালজনোদিতেব॥

উক্ত প্রকারে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়, তদনন্তর বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই কল্পিত হয়, তৎপশ্চাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন নামে এই বিচিত্র প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। এইরূপ স্বভাবে এই জগৎ স্থিরতর রহিয়াছে, অতএব বালকের প্রতি কথিত নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা (১) যেমন সত্য, এই জগৎ প্রপঞ্চও সেইরূপ জানিবে॥ প-দ ১৩।২০।

(১) কোন বালকের প্রীতির নিমিত্ত এক ধাত্রী এই আশ্চর্য্য উপন্যাস কহিয়াছিল। ধাত্রী কহিল, বৎস! কোন কালে আকাশমণ্ডলে কোন এক বিস্তীর্ণ, শূন্য, অসৎ ও বিচিত্র নগরে পরম সুন্দর তিন জন রাজপুত্র বাস করিতেন। তন্মধ্যে দুইজন অজাত, আর এক জন মাতৃগর্ভে অবস্থিতও ছিলেন না। এ কদা তাঁহারা স্বজন শূন্য, খিন্নবদন ও শোকোপহত চিত্ত হইয়া উত্তম স্থান লাভের মানসে স্বকীয় শূন্য নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সেই সুকুমার বালকত্রয় গ্রীষ্মতাপার্ত্ত পল্লবের ন্যায় পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে দিবাকর কিরণে সাতিশয় বিবর্ণ হইলেন; তাঁহাদিগের সুকোমল চরণকমল উত্তপ্ত বালুকারাজি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা যূথভ্রষ্ট মৃগকুলের ন্যায় হা তাত! হা তাত! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি ধারণ করত দূরপথ অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে পক্ষিকুলের আধারস্বরূপ প্রফুল্ল পল্লববিশিষ্ট সুপক্ক ফলশালী বৃক্ষত্রয় দর্শন করিলেন। সেই তিনটী বৃক্ষের মধ্যে দুইটী অজাত, অপর একটী বীজ হইতেও সমুৎপন্ন নহে। তখন রাজপুত্রেরা পথ পর্য্যটনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া সেই বৃক্ষত্রিতয়ের মধ্যে বৃক্ষৈক মূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং সেই বৃক্ষের অমৃতকল্প ফলসমূহ ভক্ষণ, তাহার সুস্বাদু রসরাশি পান ও গুচ্ছ সমূহে মালা গ্রন্থন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তথা হইতে বহুদূর গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত হইল; তখন তাঁহারা সেই পথিমধ্যে বহুল তরঙ্গসঙ্কুল সরিত্রয় দর্শন করিলেন। সেই তিনটী নদীর মধ্যে একটী সম্পূর্ণ শুষ্ক ও অপর দুইটীতে অন্ধলোচনে দৃষ্টিশক্তির ন্যায় কিছুমাত্রও জল ছিল না। কিন্তু সেই নদীত্রয়ের মধ্যে যে নদীটী সম্পূর্ণ শুষ্ক, সেই রাজপুত্রত্রয় ধর্ম্মার্ত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গঙ্গাস্নানের ন্যায় পরমাদর সহকারে তাহাতেই স্নান করিলেন এবং তথায় অবগাহনপূর্ব্বক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলক্রীড়া ও সেই নদীর ক্ষীরোপম সলিলরাশি পান করিয়া প্রহৃষ্টমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দিবসের শেষভাগে দিবাকর লম্বমান হইলে, সেই কুমারত্রয় এক নবনির্ম্মিত, অত্যুচ্চ পর্ব্বতসন্নিভ, পতাকা ও পদ্মিনীসমূহে পরিব্যাপ্ত উল্লাসধ্বনীশালী, গীতাশক্ত নগরবাসী জনগণসঙ্কুল, মনোহর ভবিষ্যৎ নগর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় মণিকাঞ্চননির্ম্মিত গৃহসমূহে সমাকীর্ণ তিনটী সৎভবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটী গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, অপর একটীর ভিত্তিও নাই। অনন্তর সেই বরানন নরত্রয় সেই ভিত্তিশূন্য মনোহর গৃহেই প্রবেশ করত তথায় উপবেশনপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন এবং তথায় দেখিতে পাইলেন যে, তিনটী তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ স্থালী বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে দুইটী ভাঙ্গিয়া কর্পর সদৃশ ও অপর একটী একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই প্রশস্তবুদ্ধি বহুভোজী বালকত্রয় অন্নপচনের নিমিত্ত সেই চূর্ণস্থালীই গ্রহণ করিয়া তাহাতে নবনবতি দ্রোণ পরিমিত তণ্ডুল পাক এবং ভোজনার্থ তিন জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই তিনটী ব্রাহ্মণের মধ্যে দুই জন দেহহীন, অপর এক

(জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার শরীর-গ্রহণ-ক্রম কথন)

অস্ত্যনন্তবিলাসাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।
চিদাকাশোঽবিনাশাত্মা প্রদীপঃসর্ব্ববস্তুষু॥

সকলপদার্থের আধারভূত সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বান্তর্যামী, অনন্তমায়াবিলাসী, অবিনশ্বর, চৈতন্যাকাশস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক একমাত্র আত্মাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন॥

যো-বা-রা২।১০।১১।

স্পন্দাস্পন্দসমাকারস্ততো বিষ্ণু রজায়ত।
তস্যাপি হৃদয়াম্ভোজে পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত॥

সেই ব্রহ্ম পদার্থ স্পন্দ (অজড়) ও অস্পন্দ (জড়) এই দুয়ের সমাকার, বিষ্ণু তাঁহা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন; পরমেষ্ঠী প্রজাপতি তাঁহার (বিষ্ণুর) হৃদয়-পদ্ম হইতে আবির্ভূত হন॥ ঐ ১২।

সোঽস্মৎসকলং স্বাঙ্গাৎ বিকল্পৌঘং যথামনঃ।
এতস্মিন্ ভারতে বর্ষে নানাব্যসনসঙ্কুলং॥

এই ভারতবর্ষে (জীবের একমাত্র) অন্তঃকরণ হইতে বিবিধ ব্যসনবিশিষ্ট অনর্থ পরম্পরা যেমন উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মা আপন অঙ্গ হইতে সকল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন॥

যো-বা-রা ৪।১০।১৪।

ব্রাহ্মাং শৃণু মহাবাহো শরীরগ্রহণক্রমং।
নিদর্শনেন তেনৈব জাগতীং জ্ঞাস্যসি স্থিতিং॥

হে মহাবাহো! যে প্রকারে সেই ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; তুমি ইহা জানিতে পারিলে, জগতের স্থিতি জানিতে পারিবে॥

যো-বা-রা ৪।৪৪।১২।

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নমাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ।
লীলয়ৈব যদাদত্তে দিক্কালকলিতং বপুঃ॥

যে পরমব্রহ্মের দিক্কালাদিতে অবচ্ছেদ নাই, সেই ব্রহ্ম, স্বকীয় লীলা ও শক্তির সাহায্যে দিক্‌কালাদির স্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন॥ ঐ ১৩।

তদৈতজ্জীবপর্য্যায়ং বাসনাবেশতঃ পরং।
মনঃ সম্পদ্যতে লোলং কলনাকলনোন্মুখং॥

তদনন্তর তিনি বাসনার বশবর্ত্তী হইলে, জীব নাম ধারণ করিয়া থাকেন; জীবরূপা সংকল্পা, উন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে, চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয়॥ ঐ ১৪।

জনের মুখ নাই। কিন্তু সেই নির্ম্মুক ব্রাহ্মণ সেই নবনবতি দ্রোণ পরিমিত তণ্ডুলোৎপন্ন অন্নের দ্রোণশত পরিমিত অন্ন ভক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন সেই কুমারত্রয় ভোজন করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

হে পুত্র! এই প্রকারে সেই ভবিষ্যন্নগরে রাজপুত্রত্রয় মৃগয়াব্যবহার দ্বারা পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হে অনঘ! আমি তোমার নিকট এই রমণীয় উপন্যাস কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ইহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে পণ্ডিত হইতে পারিবে॥ যো-বা রা উৎপত্তি প্রঃ ১০১ অধ্যায়।

কলয়ন্তী মনঃশক্তিরাদৌ ভাবয়তি ক্ষণাৎ।
অকাশভাবনামচ্ছাং শব্দবীজরসোন্মুখীং॥

সেই মনঃশক্তি প্রথমতঃ আকাশ ভাবনা করেন, সেই নির্ম্মল আকাশ ভাবনার দ্বারা শব্দবিশিষ্ট আকাশ হইয়া থাকে ॥যো-বা-রা ৪।৪৪।১৫।

ততস্তদ্‌ঘনতাং যাতং ঘনস্পন্দং ক্রমান্মনঃ।
ভাবয়ত্যনিলংস্পন্দং স্পর্শবীজরসোন্মুখীং॥

তাহার পর আকাশ ভাবনা ঘন ঘন হওয়াতে স্পর্শযুক্ত বায়ু প্রকাশ পায়॥ ঐ ১৬।

তাভ্যাং আকাশবাতাভ্যাংদৃঢ়াভ্যাসবশাত্ততঃ।
শব্দস্পর্শস্বরূপাভ্যাংসংঘর্ষাজ্জায়তেহনলঃ॥

দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ শব্দস্পর্শস্বরূপ আকাশ বায়ুদ্বারা সংঘর্ষণ নিবন্ধন অগ্নি প্রকাশ পায়॥ ঐ ১৭।

মনস্তাদৃক্ গুণগতংরসতন্মাত্রবেদনঃ।
ক্ষণাচ্চেতত্যপাং শৈত্যং জলসম্বিত্ততো ভবেৎ।

মন সেই সকল আকাশাদির গুণ গ্রহণ করে; রসজ্ঞাননিপুণ মন, ক্ষণকাল মধ্যে জলের শৈত্যাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতেই সরস জলের উৎপত্তি হয়॥ ঐ ১৮।

ততস্তাদৃক্‌গুণঘনং মনো ভাবয়তি ক্ষণাৎ।
গন্ধতন্মাত্রমেতস্মাত্ভূমিসম্বিত্ততো ভবেৎ॥

তদনন্তর সেই সকল গুণ ভাবনা করিয়া মন, গন্ধ তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই গন্ধ হইতে ভূমি সৃষ্টি হয়॥ ঐ ১৯।

অথেত্থং ভূততন্মাত্রবেষ্টিতং তনুতাং জহৎ।
বপুর্বহ্নিকণাকারং স্ফুরিতং ব্যোম্নি পশ্যতি॥

এই প্রকারে পঞ্চভূত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন, আকাশে বহ্নিকণার ন্যায় দীপ্ত হইয়া দৃশ্য হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৪।৪৪।২০।

অহঙ্কারকলাযুক্তং বুদ্ধিবীজসমন্বিতং।
তৎপুর্য্যষ্টকমিত্যুক্তং ভূতকৃৎ পদ্মষট্‌পদঃ॥

পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারবিশিষ্ট বুদ্ধি-বীজসমন্বিত পুর্য্যষ্টক (১) নামে যে ভূতকৃৎ জীবহৃদয়, তাহাকেই পদ্মের ভ্রমর তুল্য বলিয়া জানিবে॥

ঐ ২১।

তস্মিংস্তু তীব্রসংযোগাত্তদ্ভাবত্তাস্বরং বপুঃ।
স্থূলতামেতি পাকেন মনোবিল্লফলং যথা॥

মন, এই পুর্য্যষ্টকের তীব্র সংযোগ দ্বারা দীপ্তিমান দেহকে ভাবনা করিয়া পরিপক্ক বিল্লফলের ন্যায় স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২২।

মূষাস্থদ্রুতহেমাভং স্ফুরিতং বিমলাম্বরে।
সন্নিবেশ মথাগত্তে তত্তেজঃ স্বস্বভাবতঃ॥

(অগ্নির উত্তাপে) পাত্রস্থ গলিত স্বর্ণের যেরূপ দীপ্তি বিকাশ হয়,

---

(১) "কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণ মনোগণাঃ।
অবিদ্যাকাম কর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ"॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাভূত, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম এই অষ্ট প্রকারসমন্বিত লিঙ্গপুরি অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহকে পুর্য্যষ্টক কহে॥

তাহার ন্যায় আপনার স্বভাবানুসারে সেই তেজ নির্ম্মল আকাশে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে ॥যো-বা-রা ৪।৪৪।২৩।

ঊর্দ্ধে শীরঃ পীঠময়মধঃ পাদময়ং তথা।
পার্শ্বয়োর্হস্তসংস্থানং মধ্যে চোদরধর্ম্মিণং।
কালেন স্ফুটতামেত্য ভবত্যমলবিগ্রহঃ॥

সেই শরীর, ঊর্দ্ধে মস্তক ও পীঠ-বিশিষ্ট এবং অধোদেশে পাদযুক্ত হইয়া থাকে; তাহার দুই পার্শ্বে হস্তস্থিতি এবং মধ্যে উদরসন্নিবেশ। সেই শরীর যথাকালে স্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল কান্তি ধারণ করে॥ ঐ ২৪।

বুদ্ধিসত্ত্ববলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যসংস্থিতঃ।
স এব ভগবান্‌ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

সেই শরীর বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান এবং সিদ্ধি এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সকলের পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হন॥ ঐ ২৫।

অবলোক্য পুনর্ব্রহ্মা কান্তমাত্মীয়মুত্তমং।
চিন্তামভ্যেতি ভগবাংস্ত্রিকালামলদর্শনঃ॥
এতস্মিন্ পরমাকাশেচিন্ময়ৈকাত্মরূপিণি।
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তে প্রথমং ভূকিমদিতি॥

ত্রিকালনির্ম্মলদৃষ্টি ব্রহ্মা, পুনর্ব্বার আপনার কান্তিবিশিষ্ট শরীর দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন যে, চিদাত্মস্বরূপ এই পরমাকাশের সীমা কেহ দর্শন করেন নাই, অতএব, ইহার প্রথমে কি হইয়াছিল, (জানা যাউক)॥ যো-বা-রা ৪।৪৪।৩২।

ইতি চিন্তিতবান্ ব্রহ্মা সদ্যোজাতোঽমলাত্মদৃক্।
সংপশ্যন্ সর্গবৃন্দানি সমতীতান্যনেকশঃ॥

অমলাত্মদর্শী সদ্যোজাত ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মিবামাত্র এই চিন্তা করিয়া (নির্ম্মল আত্মজ্ঞান দ্বারা) অতীত সর্গ (সৃষ্টি) সমূহ অনেক বার দর্শন করিলেন॥ ঐ ৩৩।

স্ফুরত্যভ্যাসসকলান্ বর্ণধর্ম্মগুণক্রমান্।
লীলয়া কল্পয়ত্যেষ চিত্রাঃ সংকল্পিতাঃপ্রজাঃ॥

তিনি আপনার পূর্ব্বসৃষ্টি জানিয়াও লীলা-প্রভাবে স্বীয় সঙ্কল্পসমুদ্ভূত বর্ণ ও ধর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র প্রজা সকলের কল্পনা করিলেন॥ঐ ৩৪।

নানাচার সমারম্ভং গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তাসাং স্বর্গাপবর্গার্থং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

গন্ধর্ব্বনগর যেরূপ সদাচার ও সদনুষ্ঠানের স্থান, তাহার ন্যায় প্রজাপতি, প্রজালোকদিগের ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য স্বর্গ ও অপবর্গের কল্পনা করেন॥ ঐ ৩৫।

অনন্তানি বিচিত্রাণি শাস্ত্রাণি সমকল্পয়ৎ।
সৃষ্টিরেবমিয়ংরাম সর্গেঽস্মিন্ স্থিতিমাগতা॥
বিরিঞ্চি রূপাত্মনসঃ পুষ্পলক্ষ্মীরিব ক্রমাৎ॥

তিনি (এতদ্ব্যতীত) অপূর্ব্ব অনন্ত শাস্ত্র সকলও কল্পনা করিয়াছেন। হে রামচন্দ্র! সেই সর্গে এই সৃষ্টিই

স্থিতি করিতেছে। যেরূপ পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পসৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় বিরিঞ্চিস্বরূপ মন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ॥

যো-বা-রা ৪।৪৪।৩৬।

সর্ব্বগত্বাচ্চিদ্ঘনস্য কার্য্যাংস্বপ্ননরোঽপি হি।
যথা করোত্যাশু তথা জীবোঽদ্যাপি শরীরধৃক্॥

স্বপ্নাবস্থায় লোকে যেরূপ বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিদ্ঘন-ব্রহ্মের সর্ব্বত্র গতি প্রযুক্ত ঐ জীব, সত্বর তদীয় (সৃষ্টি) কার্য্য সমাধা করেন এবং তাহার প্রভাবে তিনি অদ্যাপিও দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥

যো-বা-রা ৬।৪২।৩।

সনাতনোঽহমব্যক্তঃ পুমানিত্যভিধাং ততঃ।
করোত্যাত্মনি তেনাশু প্রথমঃ প্রথিতঃ পুমান্॥

সেই সনাতন আত্মা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া, পরে পুরুষ-পদ-বাচ্য হইয়া থাকেন ; ইনি আত্মারূপে প্রকাশিত হইয়া প্রথম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন ॥ ঐ ৪।

এবং স সর্গে কস্মিংশ্চিৎপ্রথমোঽথ সদা শিবঃ।
কস্মিংশ্চিদ্বিষ্ণুরিত্যুক্তো নাভ্যুৎপন্নো পিতামহঃ

এই প্রকারে সেই পুরুষ কোনও সৃষ্টিব্যাপারে সদাশিব, কোনও সৃষ্টিব্যাপারে যাঁহার নাভিদেশ হইতে পিতামহ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুরূপে প্রাদুর্ভূত হন ॥ যো-বা-রা ৬।৪২।৫।

পিতামহঃ স কস্মিংশ্চিৎকস্মিংশ্চিদপি চেতরঃ।
স চ সংকল্পপুরুষঃ সংকল্পান্মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ॥

সেই সনাতন পুরুষ, কোনও সর্গে পিতামহ এবং কখনও কখনও অন্যান্য রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সেই সংকল্পপুরুষ সংকল্পবশতঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছার অধীন হইলে, গুণসংযোগে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং ইচ্ছাধীনত্ব প্রযুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন ॥ ঐ ৬।

পুষ্টঃপ্রথমসংকল্পস্তামনো মূর্ত্তিমাশ্রিতঃ।
যদ্যথা কল্পয়ত্যাশু তত্তথানুভবত্যলং॥

তিনি প্রথমতঃ সংকল্প দ্বারা মনোমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তদনন্তর তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করেন, আশু তাহাই অনুভব করেন ॥

ঐ ৭।

তত্ত্বসদ্রূপমখিলং শূন্যবেতালকে যথা।
ভ্রমদৃষ্ট্যা তু সদ্রূপমিত্যহংতা জগদ্গতিঃ॥

যেরূপ শূন্যবেতাল, অর্থাৎ ভূতাদি কেবল কল্পনা মাত্র, সেইরূপ তিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা জগৎকে অসৎরূপে এবং ভ্রমদৃষ্টি দ্বারা সদ্রূপে দর্শন করেন। যেহেতু অহংতাই জগতের গতি ॥ ঐ ৮।

দ্রষ্টাদিপুরুষস্ত্বেবং স্বয়ং সংপদ্যতে হি যঃ।
স নিমেষং প্রতিব্যোম সমুদেত্যথ নীয়তে ॥

এই প্রকারে যে আদিপুরুষ স্বয়ং স্বীয় দ্রষ্টারূপে সম্পাদিত হন, তিনিই নিমেষ মধ্যে আপনার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া চিদাকাশ মাত্রে সমুদিত হইয়া থাকেন; যিনি স্বীয় স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তিনিই আবার অনন্ত অপার সংসার রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ৬।৪২।৯।

নিমেষ এব কল্পো যো মহাকল্পপরম্পরাং।
প্রতিভাসবিপর্য্যাসমার্গেণানুভবত্যলং ॥

যিনি নিমেষকালকে কল্পনা করিতে পারেন, তিনি স্বকীয় তেজের ব্যতিক্রম-নিবন্ধন মহাকল্প পরম্পরা অনুভব করিতে পারেন ॥ ঐ ১০।

পরমাণৌ পরমাণৌ ব্যোম্নি ব্যোম্নি ক্ষণে ক্ষণে।
সর্গকল্পমহাকল্পভাবাভাবা ভবন্তি তে ॥

প্রত্যেক পরমাণুতে আকাশ ও প্রত্যেক আকাশে ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি, কল্প, মহাকল্প, ভাব ও অভাব সমুদায় সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১১।

আকাশস্ফুরদাকারঃসংকল্প পুরুষো যথা।
পৃথ্ব্যাদিরহিতো ভাতি স্বয়ম্ভূর্ভাসতে তথা ॥

সংকল্প পুরুষের ন্যায় এই ব্রহ্মার শরীর আকাশ হইতেই দীপ্তি পাইতেছে; ইনি পৃথিব্যাদি শূন্য চিদাকার ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাঁর দৃশ্য বা দ্রষ্টা নাই; ইনি চিন্মাত্র স্বভাব হেতু কেবল পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করেন। ইনি পৃথিব্যাদিরহিত মনঃস্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহাঁকে স্বয়ম্ভু কহিয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৩।২।৪৬।

চিদ্ব্যোম কেবলমনন্তমনাদিমধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্তবশাৎ স্বয়ম্ভূঃ।
আকারবানিব পুমানিব বস্তুতস্তু
বন্ধ্যাতনুজ ইবাতস্য তু নাস্তি দেহঃ ॥

আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে (১) প্রকাশমান, এই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, স্বকীয় চিত্তদ্বারা শরীরী হইয়া আকারবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বাস্ত-

(১) মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, "হে রাঘব! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও ভূতাকাশ এই তিন প্রকার আকাশ বিস্তীর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আকাশত্রয় শুদ্ধ চিত্তশক্তি দ্বারা লব্ধসত্ত হওয়াতে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র স্ব স্ব কার্য্যে অবস্থিত রহিয়াছে। যাহা বাহ্য এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত, যাহা সত্তা ও অসত্তার বোধক ও যাহা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাই চিদাকাশ বা চৈতন্যাকাশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যাহা সর্ব্বভূতের ব্যবহার পরম্পরার শ্রেষ্ঠ কারণ, যাহা কালের প্রকাশাত্মা ও যাহা দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই চিত্তাকাশ নামে উক্ত হইয়া থাকে। যে আকাশ দশ দিকে পরিব্যাপ্ত ও যাহা পবন ও মেঘাদির আশ্রয়, তাহাই ভূতাকাশ নামে কথিত হয়। আকাশ ও চিত্তাকাশ একমাত্র চিদাকাশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। দিন যেরূপ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণ, এই চিদাকাশও তদ্রূপ সকলের কারণ। "আমি জড় এবং অজড়" চিত্তের যে এইরূপ নিশ্চয় মলিনতা .

বিক বন্ধ্যাসুতের ন্যায় ইহাঁর শরীর মিথ্যা॥ যো-বা-রা ৩।২।৪৮।

সর্ব্বেষামেব দেহৌ দ্বৌ ভূতানাং কারণাত্মনাং।
অজস্য কারণাসত্বাদেক এবাতিবাহিকঃ॥

যদি বল, সকল জীবেরই আতিবাহিক (সূক্ষ্ম) ও আধিভৌতিক (স্থূল) এই দুই শরীর আছে, কিন্তু ব্রহ্মার একমাত্র শরীর হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতেছেন,—অন্যন্য সকল প্রাণী কারণবিশিষ্ট, সুতরাং তাহাদিগের দুই দেহ হইয়া থাকে; কিন্তু কারণের অভাবপ্রযুক্ত ব্রহ্মা এক আতিবাহিক শরীর ধারণ করিয়া থাকেন॥ যো-বা-রা ৩।৩।৪।

অন্যেষাং কারণং ব্রহ্ম প্রতিভাসোত্থিতং জগৎ।
অজস্য কারণং ব্রহ্ম তেনাসাবেকদেহবান্॥

ব্রহ্মা অন্যান্য সকল ভূতের কারণ, তাঁহার প্রতিভা বলেই (এই স্থূল) জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মার কারণ কেবল ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার একমাত্র দেহ হইয়াছে॥

যো-বা-রা ৩।৩। ৫।

ব্রহ্মা সংকল্পপুরুষঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ।
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎ স্থিতেঃ।

ব্রহ্মা সংকল্প পুরুষ, তাঁহার আকৃতিতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত নাই। তিনি কেবল চিত্তমাত্র স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ত্রিজগতের কারণ হইয়াছেন॥ ঐ ১২।

ব্রহ্মণা তন্যতে বিশ্বং মনসৈব স্বয়ম্ভুবা।
মনোময়মতো বিশ্বং যন্নাম পরিকীর্ত্ত্যতে॥

সেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মানসে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিশ্বের নাম মনোময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (১)॥ ঐ ১৫।

তাহাই মন এবং সেই মন দ্বারাই আকাশাদি কল্পিত হইয়া থাকে। অপ্রবুদ্ধদিগের উপদেশার্থই এই আকাশত্রয় কল্পিত হইয়াছে, ইহা প্রবুদ্ধদিগের বোধের নিমিত্ত কল্পিত হয় নাই। বস্তুত সর্ব্বপ্রকার কল্পনা বর্জ্জিত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত একমাত্র পরব্রহ্মকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনিই প্রবুদ্ধ। দ্বৈতাদ্বৈত বিচারযোগ্য বাক্য সন্দর্ভ দ্বারা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই উপদেশের যোগ্য; প্রবুদ্ধ ব্যক্তি কোন রূপেই উপদেশের উপযুক্ত নহেন। হে রামচন্দ্র! যাবৎ তুমি অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাবৎ তোমার বোধার্থে আকাশত্রয় কল্পনা দ্বারা তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব। দাবানল হইতে যেরূপ মরুভূমিতে মরীচিকার উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আকাশ এবং চিত্তাকাশাদি চিদাকাশ হইতে কলঙ্কিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। চিৎ চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনের রূপ প্রকাশ করেন। সেই মন দ্বারাই এই জগৎ রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হইয়া থাকে"॥

(১) ব্যবহার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অসৎ বিনশ্বও সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম যেরূপ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার ন্যায় প্রতিভাসমাত্র আকৃতি হইতে প্রতিভামাত্ররূপধারী এই সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই সর্ব্বভূতেশ ব্যোমশরীর স্বয়ম্ভু দেহবিহীন হইয়াও পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি বিস্তার দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি সঙ্কল্পরূপতা ও স্বীয় স্বরূপের স্বায়ত্ততাপ্রযুক্ত কখন অনুদিত বা কখন সমুদিত হইয়া

রামাস্থ মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতেঃ ॥

যদি বল, যে মন হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হয়, সেই মনের স্বরূপ কি? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন,—হে রামচন্দ্র! যেমন শূন্য জড়াকৃতি আকাশের নাম ভিন্ন রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মনেরও নামমাত্র ব্যতীত আর কিছুই দৃশ্য হয় না॥ যো-বা-রা ৩।৪।৩৩।

নো বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপঃ বিদ্যতে মনঃ।
সর্ব্বত্রৈব স্থিতঞ্চৈতৎ বিদ্ধি রাম যথা নভঃ॥

মন অন্তরে কিম্বা বাহ্যে কোন স্থানেই সদ্রূপে বিদ্যমান নহে; অথচ উহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করিতেছে॥

যো-বা-রা ৩।৪।৩৪।

সাধো যদেতদর্থস্য প্রতিভানং পৃথাগতং।
সতোবাপ্যসতোবাপি তন্মনো বিদ্ধি নেতরৎ॥

হে সাধো! সৎ কিম্বা অসৎ বস্তুর যে প্রকাশ, তাহাকেই মন বলিয়া জানিও; তদ্ব্যতীত মনের অন্য কোন আকার নাই॥ ঐ ৩৬।

যদর্থপ্রতিভানং তন্মন ইত্যভিধীয়তে।
অন্যন্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মনো নাম কদাচন॥

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পদার্থের যে প্রকাশ তাহাই মন; কারণ, মন নামে অন্য বস্তু কিছুই নাই॥ ঐ ৩৭।

সংকল্পনং মনো বিদ্ধি সংকল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোহস্তীত্যবগম্যতাং॥

সংকল্পকেই মন বলিয়া জানিও; কারণ, যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও কদাচ সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে। যাহাতে সংকল্প করা যায়, তাহাতেই মন থাকে॥ ঐ ৩৮।

সংকল্পমনসাংভিন্নে ন কদাচন কেচন॥

সংকল্প ও মনে যে ভেদ আছে, একথা কোনখানে কোন ব্যক্তি বলেন নাই॥ ঐ ৩৯।

থাকেন। ফলতঃ সেই চিত্তমাত্রাকৃতি ব্রহ্মাই ত্রিজগৎ স্থিতির কারণ। তাঁহার সঙ্কল্প সকল যে পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি সেই পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। যখন তিনি শুদ্ধ মনোমাত্র এবং পৃথ্ব্যাদিময়াত্মক নহেন, তখন তদুৎপন্ন এই বিশ্বও মনোময় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন সেই অজের কোন সহকারি কারণ নাই, তখন তাঁহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরও সহকারি কারণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কার্য্যকারণের কিছুমাত্র বৈচিত্র নাই; তাঁহার যাহা কার্য্য, তাহাই কারণ। অতএব এই জগৎ কার্য্য-কারণ সম্ভূত নহে। আর, যখন এই জগতে কার্য্য-কারণভাব কিছুই নাই, তখন ইহা সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। জলের তরলতা যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ, তদ্রূপ সেই অনন্তাত্মা ব্রহ্মার স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। মনে যেরূপ নগর-সৃষ্ট প্রভৃতি অলীক বিষয়ের উদয় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মার মন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাঁহার মন দ্বারাই ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মার মনই রূপ, মনই শরীর, তাঁহাতে পৃথিব্যাদি ভূত সমস্তের অধিষ্ঠান নাই; পরন্তু তাঁহা দ্বারাই পৃথিব্যাদি কল্পিত হইয়াছে॥ যো·বা·রা·৩·৩ অধ্যায়।

অবিদ্যা সংস্থতিশ্চিত্তং মনোবন্ধো মলন্তমঃ।
ইতি সংকল্পজালস্য নামান্যেতানি রাঘব ॥

হে রাঘব ! সংকল্প সমূহের নাম অবিদ্যা, সংসৃতি (সংসার), চিত্ত, মন, বন্ধ, মল এবং তম বলিয়া জানিবে ॥ যো-বা-রা ৩।৪।৪০।

যোঽসৌ ব্রহ্মাদিশব্দার্থঃ সংবিদংবিদ্ধি কেবলং।
সা বেদ্যমিহ গচ্ছন্তী যাতি চিন্নামযোগাতাং ॥

যদি এমন প্রশ্ন কর যে, এই জগৎ অবিদ্যমান হইয়াও কি নিমিত্ত বিদ্যমানের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ? ইহার উত্তরে কহিতেছেন যে,—ব্রহ্মাদি শব্দার্থকে কেবল সম্বিদ্ অর্থাৎ চৈতন্য মাত্র বলিয়া জানিবে ; যখন সেই সম্বিদ্ চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েন, তখনই বেদ্যতা প্রাপ্ত, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ৬।৪১।২৪।

অপাবেদ্যবতী নূনমুন্মজ্জন্তপমস্থিতা।
ক্ষণাদ্ভাবিতবেদ্যত্বাদহংতামনুগচ্ছতি।
পুরুষত্বাৎ পুমাম্ স্বপ্নে বনবারণতামিব ॥

সেই সম্বিদ্ যখন অবেদ্যবতী হইয়া থাকেন, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রসিদ্ধ চিদানন্দ-রস-স্বভাবে অবস্থিতি করেন ; তখন, পুরুষ যেরূপ পুরুষত্ব প্রযুক্ত স্বপ্নাবেশে বন-বারণ-দেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই সম্বিদ্ চেতন্ ভাবনা প্রযুক্ত ক্ষণ কাল মধ্যে অহংতার অনুগত হন, অর্থাৎ তখন তাঁহার অহংভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৬।৪১।২৫।

অস্যাহন্তাদিরূপায়া দেশতাং কালতাং গতাঃ।
সংপদ্যন্তে ততঃ শূন্যরূপিণ্যঃ সখ্য এব তাঃ ॥

অনন্তর সেই অহংতাদি রূপা চিৎ হইতে দেশকালাদি কল্পনা সকল সখীর ন্যায় শূন্যরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৬।

তাভিঃ সংবলিতা সৈব সত্তা জীবাভিধানিকা।
ভবতি স্পন্দবিজ্ঞানা পবনস্যেব লেখিকা ॥

অহংতা সেই সমস্ত কল্পনা সম্বলিত হইয়া স্পন্দসংস্কার বশতঃ বাতলেখার ন্যায় প্রাণস্পন্দিতা হইয়া জীবনাম ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ঐ ২৭।

শব্দশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যানুগম্যতে।
প্রত্যেকং প্রস্ফুরত্যন্তরপ্রদর্শিতরূপয়া ॥

অনন্তর চিৎ শব্দশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিদ্বারা অহংতার অনুগামিনী হইয়া অদৃশ্যরূপে প্রত্যেকের অন্তরে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে ॥ ঐ ২৮।

মিলিত্বৈবগণঃ ক্ষিপ্রং স্মৃতিং সমনুকূলয়ন্।
মনো ভবতি ভূতাত্মবীজং সংকল্পশাখিনঃ ॥

চিৎ ঐ সমস্ত শক্তির সহিত মিলিত হইয়া স্মৃতিকল্পনা করিলে,

সকল প্রাণী ও নিখিল বাসনার বীজ স্বরূপ মনের উৎপত্তি হয়॥

যো-বা-রা ৬।৪১।২৯।

আতিবাহিকদেহোক্তিভাজনং তদ্বিদূর্বুধাঃ।
অন্তস্থয়া ব্রহ্মশক্ত্যা জ্ঞরূপং স্বাত্মনাত্মদৃক্॥

সেই মনই বুধগণ কর্ত্তৃক আতিবাহিক দেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। আত্মাদ্বারা আত্মদর্শী সেই মন অন্তস্থ ব্রহ্মশক্তিদ্বারা সকলই জানিতে পারেন॥ ঐ ৩০।

সম্পদ্যমানা এবাস্মিংশ্চেতসীমা হি শক্তয়ঃ।
পশ্চাদিহ বহিষ্ঠা স্যা উদন্তাহ্যুদিতা অপি॥

চিত্তে ঐ সমস্ত ব্রহ্মশক্তি সম্পাদিত হইলে পরে, বক্ষ্যমাণ সেই সমস্ত সত্তা রূপে অনুদিত হইয়াও বাহিরে উদিত হইয়া থাকে॥ ঐ৩১।

বাতসত্তা স্পন্দসত্তা স্পার্শসত্তা তথৈব চ।
ত্বকসত্তা তেজসাংসত্তা তথা সত্তাপ্রকাশিনী॥
সর্ব্বসত্তাগণশ্চৈতৎ ক্রোড়ীকৃতা স্বরূপবৎ।
স্ফুরত্যাশ্রিত্য পত্রাদি বীজংবীজাদিতাং গতং॥

অনন্তর বাতসত্তা, স্পন্দসত্তা, স্পর্শসত্তা, ত্বকসত্তা, তেজঃসত্তা, প্রকাশিনীসত্তা, রূপসত্তা, জলসত্তা, স্বাদুসত্তা, গন্ধসত্তা,ভূমিসত্তা, দেশসত্তা ও সর্ব্বাকার বর্জ্জিত কালসত্তা, এই সমস্ত সত্তা, বীজ যেরূপ উত্তরোত্তর অঙ্কুর,কাণ্ড, শাখা ও পত্রাদি ক্রোড়ীকৃত করিয়া প্রস্ফুরিত হয়, তাহার ন্যায় প্রস্ফুরিত হইতে থাকে, (এই সর্ব্বসত্তা ক্রোড়ীকৃতরূপকে পুর্য্যষ্টক কহে এবং ইহাই আতিবাহিক দেহ)॥

যো-বা-রা ৬।৪১।৩২-৩৩।

পরস্পরে প্রস্ফুরিতং কেবলং কেবলাত্ম সৎ।
জলপীঠস্থ জঠরে জলদ্রববিলাসবৎ॥

অপরিচ্ছিন্ন বোধস্বরূপ ব্রহ্ম এইরূপে অঙ্গবিভাগ ক্রমে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন। তিনি এইরূপ আত্মাঙ্গসম্পন্ন হইয়াও তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা কিছুই সম্পন্ন নহে। বস্তুতঃ সমুদ্রজঠরে জলবিলাসের ন্যায় কেবল সৎস্বরূপ পরমাত্মা আত্মাতেই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন॥ ঐ ৩৫।

সাক্ষিণি স্ফার আভাসে গৃহে দীপ ইব ক্রিয়াঃ।
সত্যে তস্মিন্ প্রকাশন্তে জগচ্চিত্রপরম্পরাঃ॥

গৃহে দীপক্রিয়ার ন্যায় সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্য স্বরূপ আভাস হইতে জগৎ-চিত্রপরম্পরা প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৩৭।১১।

অপ্রমেয়স্য শান্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌম্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্য নাকৃতেরপি॥
ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত॥
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ॥

হে সুব্রত! অপ্রেমেয়,শান্ত,সৌম্য, চিন্মাত্ররূপ, আকৃতিবিহীন পরমাত্মা মহাদেবের ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তা ও মহাসত্তা

এবং জ্ঞানশক্তি,ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃতা এবং অকর্তৃতা ইত্যাদি শক্তির অন্ত নাই॥ যো-বা-রা ৬।৩৭।১৪-১৬।

শিবস্যানন্তরূপস্য এবা চিন্মাত্রতাত্মনঃ।
এষা হি শক্তিরিত্যুক্তা তস্মাদ্ভিন্না মনাগপি॥

অনন্তরূপী চিন্মাত্রাত্মা শিব হইতে পূর্ব্বোক্ত শক্তিসমূহের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই॥ ঐ ১৮।

জ্ঞত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বসাক্ষিত্বাদি বিভাবনাৎ।
শক্তয়ো বিবিধং রূপং ধারয়ন্তি বহূদকং॥

সমুদ্রে তরঙ্গাদি ভেদের আবির্ভাবের ন্যায় সেই পরমাত্মা জ্ঞত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্বাদি ভাবনাদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ পুর্ব্বক বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বশক্তিময়,তিনি যখন যেরূপ ভাবনা করেন, তখন স্বীয় সঙ্কল্প-বিজৃম্ভিত সেইরূপই দর্শন করিয়া থাকেন॥ ঐ ১৯।

এবংনৃত্যন্তি নিয়তং ব্রহ্মাণ্ডেনৃত্যমণ্ডপে।
কালেন নর্ত্তকেনেব ক্রমেণ পরিশিক্ষিতাঃ॥

এই প্রকারে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নৃত্য-মণ্ডপে কালরূপী নর্ত্তককর্ত্তৃক পরিশিক্ষিত নটের ন্যায় সেই শক্তি সকল নিরন্তর নৃত্য করিতেছে॥ ঐ ২০।

আমহারুদ্রপর্য্যন্তমিদমিত্থমিতি স্থিতেঃ।
আতৃণাপদ্মজস্পন্দং নিয়মান্নিয়তিঃ স্মৃতা॥

মহারুদ্র পর্য্যন্ত সেই শক্তি এই প্রকারেই অবস্থিতি করিতেছে; তৃণ হইতে পদ্মজ (ব্রহ্মা) পর্য্যন্ত ইহাঁর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া স্পন্দিত হওয়াতে ইনি নিয়তি নামে উক্ত হইয়া থাকেন॥ যো-বা-রা ৬।৩৭।২২।

নিয়তির্নিত্যমুদ্বেগবর্জ্জিতা পরিমার্জ্জিতা।
এষা নৃত্যতি বৈ নৃত্যং জগজ্জালকনাটকং॥

এই নিয়তি নিত্য উদ্বেগবর্জ্জিতা ও পরিমার্জ্জিতা; ইহা দ্বারাই জগজ্জাল রূপ নাটক নৃত্য করিতেছে (১)॥ ঐ ২৩।

---

(১) "লোকে যেমন স্বপ্নকালীন সম্বিদ্ ও আকাশ গমনাদি অনুভব করে, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম স্বীয় চিৎ স্বরূপতা প্রযুক্ত 'আমি তেজঃকণ স্বরূপ' এই প্রকার অনুভব করিয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম তেজঃস্বরূপ আত্মা আত্মাতে স্থূলত্ব অনুভব করেন। তাঁহার সেই স্থূলভাব হইতেই এই অসত্য ব্রহ্মাণ্ড সত্যস্বরূপে অনুভূত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থিতি করত 'আমিই হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা' আত্মাকে এই রূপ জানিয়া সঙ্কল্প স্বরূপে মনোরাজ্য করিতেছেন। তাঁহার সেই সত্যসঙ্কল্প স্বরূপ মনোরাজ্যই জগৎ। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে স্বীয় সংকল্পবৃত্তির অনুসারে যে প্রকারে, যে নিয়মে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। চিত্ত যে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, চৈতন্যও তদনুসারে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে; সুতরাং এই জগতের কোন কার্য্যই অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। হেম যেমন কটক কুণ্ডলাদিরূপেই অবস্থিতি করে, এই জগৎ বস্তু সমুদয়ও পরমাত্মা স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ এই জগতের কোন বস্তুই সেই বিশ্বরূপী হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্টির আদিতে চিৎ আত্মাতে শৈত্যোষ্ণাদি স্বভাব দ্বারা যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,

(স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার এই মনকল্পিত জগতের মায়াময়ত্ব কথন)

বিচিত্ররচনোপেতং মনস্তত্ত্রান্তবিভ্রমং।
সংকল্পকলনামাত্রং তথেদমবভাসনং।
যথা কল্পিত আভাসো মনসোব্জজতাং গতঃ॥

মনের আন্তরিক সঙ্কল্প হইতে এই বিভ্রমময় বিচিত্র রচনোপেত জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে। যেরূপ মন কল্পিত আভাস হইতে পদ্মজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ এই আভাসন সঙ্কল্পকলনা মাত্র॥

যো-বা-রা ৬।২৮।৩০।

সংকল্পনির্ম্মাণমিব মনোরাজ্য বিলাসবৎ।
ইন্দ্রজালামালইব যথার্থ প্রতিভাসবৎ॥

এই জগৎ মানসিক সংকল্প মাত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা শুদ্ধ মনোরাজ্য বিলাসবৎ মাত্র এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার ন্যায় সত্যবৎ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, ফলতঃ ইহা কিছুই নহে (১)॥

যো-বা-রা ২।৩।১১।

দুর্ব্বাতভূকম্পইব ত্রস্তবাল পিশাচবৎ।
মুক্তালীবামলে ব্যোম্নি নৌস্পন্দতরু যানবৎ॥

বায়ুরোগে শিরোঘুর্ণন জনিত

অদ্যাপি সেই প্রকার স্বভাব দ্বারা বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং নিয়তির কদাচ বিনাশ নাই। এই ব্যোম রূপী পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায় সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, এই নিয়তির অনুসারে অদ্যাপি সেই রূপেই অবিচলিত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সত্যবৎ প্রতীয়মান প্রতিভান স্বরূপ অসত্য জগৎ স্বভাবের সম্পত্তি স্বরূপ। ভুতগণ এই স্বভাব সম্পত্তি দ্বারা জীবন মরণাদি পদার্থ সমূহের অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রস্ফুরণশীল যে যে সম্বিদ্ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে সমারূঢ় হইয়াছে, অদ্যাপিও তাহা অবিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে"। যো বা-রা ৩।৫৪ অঃ।

(১) এই জগৎ চিদাভাস ও মনোবিলাস মাত্র, ইহাতে দেশকালাদির কিছুই নাই। ইহা মহাকারূপ সম্পন্ন হইলেও গগণাকার মাত্র। সঙ্কল্প মাত্রাত্মক স্বপ্নপুরীর ন্যায় ইহা ভাস্বর হইলেও চিদাকাশ স্বরূপ ও সেই চিদাকাশেই অবস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াদ্বারা সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ করেন। ঐন্দ্রজালিক যেমন মায়াদ্বারা নভোমণ্ডলে বিস্তীর্ণনগর, লতার উপরিভাগে পর্ব্বত, প্রস্তরে লতা প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্যজনক পদার্থ সকলের কল্পনা করে, তিনিও সেইরূপ চিদাকাশে মায়াদ্বারা নানাপ্রকার পদার্থজাল রচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ একমাত্র অব্যক্তরূপ ঈশ্বরই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। দীপে আলোকের ন্যায়, সূর্য্যে প্রভার ন্যায় এবং পুষ্পে গন্ধের ন্যায় এই জগৎ স্বভাবতই আত্মাতে প্রস্ফুরিত হয়। তাপ হইতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই অসত্য হইয়াও কল্পনা দ্বারা সত্য স্বরূপে সমুত্থিত হইতেছে। যে বস্তু আত্মার আত্মভূত নহে, তাহা কখনই জাত বা বিনষ্ট হয় না। একমাত্র আত্মা হইতেই সমুদায় বস্তু সমুদিত হইয়া থাকে। সেই সমুদায় বস্তুর উদয় কালে অগ্রে অবিদ্যা আবির্ভূত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান আর দৃঢ়তা অবলম্বন করে না। সেই অবিদ্যা উদিত হইলে তৎপশ্চাৎ এই অনন্ত সংসাররূপ বৃহৎ বৃক্ষ আবির্ভূত হয়। যেমন দোষদূষিত দৃষ্টি নভোমণ্ডলে দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, সেইরূপ অবিদ্যাভিভূত অজ্ঞ লোকেরা এই মনোরথস্বরূপ মিথ্যা ভ্রমময় ঘনাকার জগৎকে সত্যস্বরূপে সন্দর্শন করিয়া থাকে। ফলতঃ মনের মনন নির্ম্মিত অসন্ময় সত্যাকার জগৎকে ইন্দ্রজাল মায়ার ন্যায় জানিবে॥ যো-বা-রা-৩।৩৯ অধ্যায়॥

ভূকম্পের ন্যায়,ত্রস্ত বালকদিগের ভয় প্রদর্শনার্থ কল্পিত পিশাচাদির ন্যায়, রোগাদি দ্বারা দৃষ্টিবৈগুণ্য জন্য নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দৃশ্যমান মৌক্তিক-মালা সমূহের ন্যায় এবং গমনশীল নৌকা হইতে দৃশ্যমান তীরস্থিত গমনশীল বৃক্ষাদির ন্যায়, এই জগৎ কেবল ভ্রমময় মাত্র॥

যো-বা-রা ২।৩।১২।

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যতত্ত্ব ধিয়াপরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বংনাস্তি তদা খলু॥

মায়াই এই জগতের উৎপাদিকা হয়েন, অন্য কেহ নহে। যখন সমাধিযোগপ্রভাবে এই অজ্ঞান-জননী মায়া বিনষ্ট হয়, তখন তত্ত্ব-জ্ঞানীর চিত্তে জগৎ ভ্রম থাকেনা॥

শি-সং ১।৬৪।

চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥

এই সমুদায় চরাচর জগৎ,দেহ,বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু দর্শন বা শ্রবণ করিতেছ, তৎসমুদায়কে প্রকৃতি বলে। আবার, বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥

অ-রা ৬।৬।৫০।

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্য কারণম্।
লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা॥

সেই মায়া সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের এবং জগৎরূপ বৃক্ষের মূল স্বরূপ। তিনিই শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের জীব সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন॥ অ-রা ৬।৬ ৫১।

কামক্রোধাদি পুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদি কন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মনং স্বৈর্গুণৈর্ব্বিভুম্॥

কামক্রোধাদি রিপুগণ তাঁহার পুত্র এবং হিংসা, তৃষ্ণা প্রভৃতি তাঁহার কন্যা। তিনি নিজগুণদ্বারা অহর্নিশি আত্মাদেবকে মুগ্ধ করিতে-ছেন॥ ঐ ৫২।

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা॥

এবং তিনি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সুখচয় এবং স্বীয় গুণ সমূহ, আত্মারূপী ঈশ্বরে আরোপ করিয়া, আর পূর্ব্বোক্ত সকলকে স্ববশে রাখিয়া, নিরন্তর সেই আত্মা দেবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন॥

ঐ ৫৩।

বিক্ষেপাবরণাশক্তির্দুরন্তা সুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃ সত্ত্বতমোগুণাঃ॥
সা মায়া বরণাশক্ত্যাবৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ॥

বিক্ষেপ ও আবরণ নামক ভগ-

যানের যে দুরন্তা শক্তিদ্বয় আছে, তাঁহারা উভয়েই সুখরূপিণী হয়েন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্না মহামায়া জড়রূপা হয়েন। সেইবিজ্ঞানরূপিণী মহামায়া স্বভাবতঃ নিজ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিতে আবৃত করিয়া পরমাত্মাকে জগদাকারে প্রদর্শন করান্॥ শি-সং ১।৭৯-৮০।

প্রাক্তনৈস্তৈর্নিহত্যেব স্বমনো মননেহিতৈঃ।
কর্ম্মব্রাতৈর্ব্বিচিত্রৈস্তৈঃ পরিপীবরতাং গতৈঃ॥
মনস্তয়াগতা শক্তিঃ সজ্জড়েবাগতা চিতেঃ।
সা স্ফুরত্যনয়া ব্রহ্মন্ উচিতা শক্তিভূতয়া॥

হে ব্রহ্মন্! মায়ারূপা ব্রহ্মশক্তি স্বীয় আবরণ শক্তিদ্বারা স্বীয় আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মের অবিদ্যমানতারূপ প্রতীতি জন্মাইয়া অনাদি কাল হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত ও বহুপ্রকার বাসনাযুক্ত হইয়া কায়, বাক্ ও চেষ্টাস্বরূপ বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনকে ব্রহ্মভাবে পরিনয়ন পূর্ব্বক চিৎকে স্বকীয় স্বভাবানুসারে জড়ের ন্যায় মিশ্রভাব প্রাপ্ত করিয়া স্বীয় শক্তিভুত জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যুক্ত হইয়া দ্রষ্টৃ, দর্শন ও দৃশ্যাদি বিবিধ সংসাররূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৬।৩২।২-৩।

অস্যাঃ প্রসাদাদিহ সা চিৎ কলঙ্কবতী মুনে।
জগদ্গন্ধর্ব্বনগরং করোতি ন করোতি চ॥

এই মায়াশক্তির প্রভাবে চিৎ কলঙ্কবতী হইলে, তাহা দ্বারা এই জগৎরূপ গন্ধর্ব্বনগর কৃত বা অকৃত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৪।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিঃ
অনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া
যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥

অব্যক্ত নাম্নী পরমেশ্বরশক্তি অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরমা মায়া কার্য্যদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়া দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়॥ বি-চূ ১১০।

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃস্বয়ং॥

এই মায়া তমোরূপা, অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপা বলিয়া তাপনীয় উপনিষদে কথিত আছে। এই মায়া সকল প্রাণিরই অনুভব সিদ্ধ; অতএব অনুভবই যে এ বিষয়ের প্রমাণ, ইহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে॥

প-দ ৬।১২৫।

জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ॥

মায়া যে জড়স্বরূপা ও মোহাত্মিকা তাহা শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে এবং সেই শ্রুতিতেই

মায়ার অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিত্ব কথিত হইয়াছে, কারণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেতেই মায়া স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে॥প-দ ৬।১২৬।

অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎস্বরূপং জড়ংহি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিঃ সমোহইতি লৌকিকাঃ॥

লৌকিক মতে অচেতন ঘটাদি বস্তুর যে স্বভাব তাহাকে জড় বলা যায় এবং বুদ্ধি যে বস্তুতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয় তাহাকে মোহ বলা যায়॥ ঐ ১২৭।

ইত্থং লোকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্ব্বাচ্যং নাসদাসীদিতিশ্রুতেঃ॥

উক্তরূপ লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ার অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিত্ব লক্ষণ যদিও সর্ব্বানুভব সিদ্ধ হয়, তথাপি জ্ঞান দ্বারা তাহার নাশ হয় (১), কেননা যুক্তি দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না এবং শ্রুতিতেও তাহা না সৎ ও না অসৎ বলিয়া অনিশ্চিত-রূপে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই মায়া অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচ-নীয়রূপা॥ ঐ ১২৮।

নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছংতস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ॥

সর্ব্বানুভব সিদ্ধ হেতু মায়াকে অসৎ বলা যায় না, এবং জ্ঞাননাশ্য হেতু তাহাকে সৎও বলা যাইতে পারে না, পরন্তু জ্ঞান দৃষ্টিতে নিত্য নিবৃত্ত হেতু তুচ্ছমাত্র বলা যায়॥

প-দ ৬।১২৯।

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক-লৌকিকৈঃ॥

উক্ত মায়াকে জ্ঞানদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক, এই ত্রিবিধ প্রকারে ব্যক্ত করা যায়॥

ঐ ১৩০।

অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতোদর্শয়ত্যসৌ।
প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাৎ যথা চিত্রপটস্তথা॥

এই মায়াই জগতের সত্ত্বাবলোকন ও অসত্ত্বাবলোকনের কারণ হয়,যেমন চিত্রপটের প্রসারণ ও সঙ্কোচ দ্বারা চিত্রিত পুত্তলিকাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দৃষ্ট হয়॥ ঐ ১৩১।

অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতের্ব্বিনা চিতিং।
স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ॥

চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ার প্রতীতি হয় না, এই কারণে তাহাকে পরা-ধীন বলা যায় এবং ঐ মায়া অসঙ্গ চৈতন্যের অন্যথা ভাব প্রকাশ করে, এই হেতু তাহাকে স্বাধীনও বলা যায়॥ ঐ ১৩২।

(১) যেমন রজ্জুর স্বরূপবিজ্ঞান দ্বারা সর্পভ্রম নাশ হয়, সেইরূপ কেবল অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞানানুভবদ্বারা মায়ার নাশ হয়॥

কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জড়ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্ম্মমে ॥

ঐ মায়ার এমনই ক্ষমতা যে, কূটস্থ অসঙ্গ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জড়ত্ব প্রতীয়মান করায় এবং আভাস চৈতন্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া পরস্পরের প্রভেদ প্রতীত করায় (১) ॥

প-দ ৬।১৩৩।

(১) কূটস্থ--অসঙ্গ--চৈতন্য এবং আভাস-চৈতন্য এতদুভয়ের স্বরূপ ও প্রভেদ কিরূপ, তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে,—"যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টান্তানুসারে এক আকাশই উপাধি ভেদে মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ নামে প্রসিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক অখণ্ড অদ্বিতীয় চৈতন্যই উপাধি ভেদে ব্রহ্মচৈতন্য,কূটস্থচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য নামে অভিহিত হয়েন। অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্ব-ব্যাপী আকাশের নাম মহাকাশ, ঘটমধ্যস্থিত পরিচ্ছিন্ন আকাশের নাম ঘটাকাশ, ঘট সবার প্রভৃতির মধ্যস্থিত জলে মেঘ নক্ষত্রাদির সহিত প্রতিবিম্বিত যে আকাশ তাহাকে জলাকাশ বলা যায় এবং উর্দ্ধদেশে মহাকাশ ও মধ্যদেশে বাষ্পরূপে অবস্থিত যে মেঘমণ্ডল, তাহা কেবলই জলের পরিণাম বিধায় তাহাতেও যে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহাকে মেঘাকাশ বলে। পূর্ব্বোক্ত মহাকাশের ন্যায় অপরি-চ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য বলা যায়। ঘটা-দির ন্যায় পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য অন্নময় কোষরূপ স্থূল শরীর ও অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য প্রাণময়াদি কোষত্রয় রূপ সূক্ষ্ম শরীর এতদুভয় শরীরাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ উভয় শরীরে উপহিত সর্ব্বাধারভূত যে চৈতন্য কূট অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিকারে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে কূটস্থচৈতন্য বলে। যেমন উপাধির ভেদ ব্যতি-রেকে ঘটাকাশ ও মহাকাশের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, সেইরূপ কেবল নামগত ভেদ ব্যতিরেকে কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের কিছুমাত্র ভেদ নাই। উক্ত সর্ব্বা-ধারভূত কূটস্থচৈতন্যেতে কল্পিত বুদ্ধিতে সেই কূটস্থ চৈত-ন্যের যে প্রতিবিম্ব, তিনি প্রাণ সকলকে ধারণ করেন বলিয়া জীবচৈতন্য নামে কথিত হয়েন এবং তিনিই সংসারের সুখদুঃখে মগ্ন হয়েন। আর মেঘরূপ মায়াতে স্থিত জলরূপ বাসনা সমূহে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি ঈশ্বরচৈতন্য নামে অভিহিত হয়েন। যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ উভয়েই জল ও মেঘরূপ উপাধিদ্বয়ের অধীন হয় এবং এতদ্দ্বয়ের আধারভূত ঘটাকাশ ও মহাকাশ উভ-য়েই নির্ম্মলরূপে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ আনন্দময় স্বরূপ ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময় স্বরূপ জীব ইহারা মায়া ও বুদ্ধির অধীন হয়, কিন্তু তদুভয়ের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্য, ও ব্রহ্মচৈতন্য উভয়েই নির্ম্মলরূপে অবস্থিত হয়েন। জীব ও ঈশ্বর হইতে কূটস্থচৈতন্য অতিরিক্ত হয়েন,কারণ তিনি কেবল স্বয়ম্প্রকাশ স্বভাব মঙ্গল স্বরূপ চৈতন্যমাত্র। জীব ও ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার মায়িকত্ব সম্ভাবিত নহে, যে হেতু তাঁহার স্বরূপের মায়িকত্ব সম্ভাবনার কোনরূপ প্রমান নাই।

"যেমন সামান্যতঃ সূর্য্যকিরণ দ্বারা প্রকাশিত ভিত্তি প্রভৃতিতে দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মিদ্বারা দ্বিগুণ প্রকাশ রূপে প্রকাশিত বা আলোকিত হওয়া অনুভূত হয়,সেই-রূপ সামান্যতঃ কূটস্থচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত জীব শরীর সকল বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্যদ্বারা পুনর্ব্বার দ্বৈগুণ্যরূপে বিশেষপ্রকাশিত হয়। যদিও কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বব্যাপিত্ব-রূপে ঘটাদি জড়পদার্থেও সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন,তথাপি তদ্দ্বারা চেতনাচেতনের বিভেদ হয় না, পরন্তু বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যদ্বারা বিভেদ হয়, যেহেতু যেমন পার্থিবরূপে অবিশেষ হইলেও মৃৎকুম্ভ অপেক্ষা কাচকুম্ভ স্বচ্ছ হয়, সেইরূপ অন্নবিকাররূপে সমান হইলেও দেহ হইতে মনঃ স্বচ্ছ হয়। ফলতঃ জীবচৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থকে সচেতন ও নির্জ্জীব পদার্থকে অচেতন বলা যায়। আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘটাদি বিষয়ের বিশেষ

কূটস্থমনপাকৃত্য করোতি জগদাদিকং।
দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ ॥

মায়ার আরও চমৎকার ক্ষমতা

এই যে, সে আত্মার অন্যথা ভাব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপের অপকার না করিয়া তাঁহাতেই জগৎ ভাসমান করে। দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী মায়ার এই সকল কার্য্য করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে॥

প-দ ৬।১৩৪।

দ্রবত্বমুদকে বহ্নাবৌষ্ণ্যং কাঠিন্যমশ্মনি।
মায়ায়াদুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যথা॥

যেমন জলে দ্রবত্ব, অগ্নিতে উষ্ণত্ব ও প্রস্তরে কঠিনত্ব স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ আছে, সেইরূপ মায়াতে দুর্ঘট কার্য্য কারিত্ব স্বভাব স্বতঃ সিদ্ধই আছে॥

ঐ ১৩৫।

নবেত্তি মায়িনং লোকোযাবত্তাবচ্চমৎকৃতিং।
ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়ৈবেত্যুপশাম্যতি॥

লোকে যাবৎ মায়ার প্রয়োজক ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ না জানে, তাবৎ মায়ার চমৎকার স্বরূপ বোধ করে, পরন্তু তাঁহাকে জানিলে পরে মায়ার মিথ্যা স্বরূপ অবগত হইয়া নিবৃত্ত হয়॥

ঐ ১৩৬।

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে॥

যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ যাহা স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান থাকে, এমন যে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাহাকেই লোকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে, অতএব তুমি কি প্রকারে তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিবে?॥

ঐ ১৪১।

প্রত্যক্ষ হয় এবং কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা তাহার সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়। ঘটাকারাকারিত একমাত্র বুদ্ধিস্থ আভাস চৈতন্য কেবল ঘটমাত্রকে প্রকাশ করে এবং সেই ঘটের জ্ঞানতা কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। অতএব জ্ঞাত ঘটেতে দ্বিগুণ চৈতন্য অর্থাৎ আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই প্রকাশ পায়। তত্তদ্বিষয়ে আভাস চৈতন্যের উদয়ের পূর্ব্বে অজ্ঞাতরূপে যে ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ জ্ঞাতরূপে তাঁহারই দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণস্থ জীবচৈতন্য ও নিরুপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভেদ এই মাত্র। যেমন প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি ওতপ্রোতরূপে মিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ অহঙ্কার বৃত্তি ও কামক্রোধাদি বৃত্তি সকলেতে আভাস চৈতন্য ওতপ্রোতরূপে মিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত আছেন। আর যেমন সেই লৌহপিণ্ড কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করে, অন্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আভাসমিশ্রিত সেই বৃত্তি সকল কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করে। ঐ সকল বৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা বা সমাধি অবস্থায় তাহারা সকলেই বিলীন হয়। যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা সেই সকল বৃত্তি ও তাহাদিগের সন্ধি ও অভাব সকল প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য রূপে স্বীকার করা যায়।

"যেমন বাহ্য ঘটাদি বিষয়েতে দ্বিগুণ চৈতন্য পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, সেইরূপ অন্তরস্থ বৃত্তি সমুদায়েতেও দ্বিগুণ চৈতন্য স্বীকার করা যায় এবং সেই সকল বৃত্তি বিষয়েতে সন্ধিস্থান থাকা প্রযুক্ত বাহ্য বিষয় হইতেও তাহাতে প্রকাশের আধিক্য স্বীকার করা যায়। সেই দ্বৈগুণ্য চৈতন্যেতেই জন্ম ও বিনাশ অনুভব হয়, অতএব তিনিই জীব ও তদ্ভিন্ন কূটস্থ চৈতন্য অধিকারী পরব্রহ্ম"। প দ।

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণং।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ॥

এই যে সচরাচর জগৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যে কোন এক বস্তুর তথ্যানুসন্ধান করণার্থ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিশেষ যত্ন করিলেও কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না, এই কারণেই এই জগৎকে মায়াময় বলা যায়; অতএব পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা কর যে মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা দুষ্কর কি না॥

প-দ ৬।১৪২।

নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥

যদি জগতস্থ সমস্ত পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া এই জগতের কোন এক পদার্থের তথ্য নিরূপণ করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি অগ্রেই কোন না কোন এক বিষয়ে তাঁহাদিগের অজ্ঞানতা আবশ্য প্রকাশ পাইবে॥

ঐ ১৪৩।

দেহেন্দ্রিয়াদয়োভাবাবীর্য্যেণোৎপাদিতাঃকথং।
কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরং॥

যদি ঐ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এক বিন্দু মাত্র বীর্য হইতে এই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি সকল কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং কোথা হইতে কি কারণেই বা তাহাতে চৈতন্য আগত হয়? তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দেন?॥

প-দ ৬।১৪৪।

বীর্য্যস্যৈষস্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ ব্যর্থবীর্য্যতঃ॥

যদি তাঁহারা এমন উত্তর দেন যে, বীর্য্যেরই ঐ প্রকার স্বভাব, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা যায় যে, বীর্য্যের ঐ প্রকার স্বভাব বলিয়া কিরূপে নিশ্চয় করিলেন? কেন না বীর্য্যের ব্যর্গতা দ্বারা ঐ স্বভাবের অন্যথাও দৃষ্ট হয়॥

ঐ ১৪৫।

নজানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
অতএব মহান্তোহস্যাঃ প্রবদন্তীন্দ্রজালতাং॥

অবশেষে "জানিনা" বলিয়া তাঁহারা অবশ্যই অবিদ্যার শরণাপন্ন হইবেন (১); এই কারণে মহৎ জ্ঞানী লোকেরা অবিদ্যার ইন্দ্রজালত্ব ও ও জগতের ঐন্দ্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন॥

ঐ ১৪৬।

---

(১) "জানিনা" এই শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানতাই মায়া ও অবিদ্যাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়া হইতেই সমুদায় নির্ব্বাহ হইতেছে। "আদিকবি ব্রহ্মা সহস্র বৎসর যোগ করিয়াও কি পরিণত বুদ্ধি দ্বারা ভগবানের মহিমা জানিতে পারিয়াছেন? অতএব ভগবানের

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্‌গর্ভবাসস্থিতং
রেতশ্চেতত্তি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরং।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরারোগৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥

ইহা অপেক্ষা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আর কি আছে যে, গর্ব্ভস্থিত বিন্দু-মাত্র রেত চেতন প্রাপ্ত হইয়া হস্ত, পদ, মস্তকাদি নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অঙ্কুরবিশিষ্ট হয় এবং পর্য্যায়-ক্রমে শৈশব, যৌবন ও জরাবস্থা প্রাপ্ত ও নানা প্রকার রোগাদি দ্বারা আবৃত হয়, অথচ দর্শন করে, শ্রবণ করে, ঘ্রাণ লয়, ভোগ করে এবং গমনাগমনও করে॥ প-দ ৬।১৪৭।

দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্যাবলোক্যতাং।
ক্ক ধানা কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু॥

উক্ত দেহের ন্যায় বট বৃক্ষাদির বিষয়ও সুবিচার পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যে, সেই বীজের আকৃতি কিরূপ এবং তাহা হইতে কিরূপেই বা প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়। অতএব এইরূপ আলোচনা দ্বারা মায়ার ইন্দ্রজালত্ব নিশ্চয় কর॥ প-দ ৬।১৪৮।

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে॥

(যেহেতু অচিন্ত্যনীয় পদার্থমাত্রই তর্কদ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, এই কারণে) এই জগতের অচিন্ত্য রচনা শক্তির বীজস্বরূপ মায়াকে নিশ্চয় কর এবং মায়ার কারণ স্বরূপ সেই এক অখণ্ড চৈতন্যকে সুষুপ্তি কালে অনুভব কর॥ ঐ ১৫১।

জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজইব ক্রমঃ।
তস্মাদশেষজগতোবাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ॥

যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষশক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎ দৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট এই উভয় প্রকার জগৎ সুষুপ্তিকালে সেই চৈতন্যে লীন হয়, অতএব সমুদায় জগতের বাসনা অতি সূক্ষ্ম ভাবে তাঁহাতেই অবস্থিতি করে॥ ঐ ১৫২।

যাবুদ্ধি বাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি।
মেঘাকাশবদস্পষ্টশ্চিদাভাসোঽনুমীয়তাং॥

অন্তঃকরণের বাসনা সমুদায়ে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, এবং সেই প্রতিবিম্বিত চিদাভাস মেঘাকাশের ন্যায় অন্তঃকরণে অস্পষ্টরূপ অনুভূত হয়॥ ঐ ১৫৩।

মায়া মায়ীদিগকেও মুগ্ধ করে। অপরের কথা দূরে থাকুক, হরি আপনিই আপনার মায়াগতি বুঝিতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁহার মায়ার অন্ত নাই"। যথা—

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া॥
অহো ভাগবতীমায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎস্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে॥

ভা-পু ৩।৬।৩৩-৩৪।

সাভাস্মেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।
অতোবুদ্ধৌ চিদাভাসোবিস্পষ্টং প্রতিভাসতে ॥

বীজস্বরূপ সেই আভাস সহিত চৈতন্যই পশ্চাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এই কারণেই সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ প-দ ৬।১৫৪।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতং।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপে মায়া উভয় প্রকার আভাস দ্বারা অখণ্ড চৈতন্যকে জীব ও ঈশ্বর রূপে কল্পনা করে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। ঐ জীব ও ঈশ্বর উভয়ে জলাকাশ ও মেঘাকাশের ন্যায় অবস্থিতি করেন ॥ ঐ ১৫৫।

মেঘবদ্বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ ॥

(ঈশ্বর চৈতন্যকে মেঘাকাশের ন্যায় বর্ণন করিবার কারণ এই যে) মেঘরূপ মায়াতে স্থিত জলরূপ বুদ্ধি-বাসনা সমূহে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস তিনি মেঘাকাশের ন্যায় অবস্থিত হয়েন ॥ ঐ ১৫৬।

মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতোমায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্যামী চ সর্ব্বজ্ঞোজগদ্যোনিঃ স এব হি ॥

মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে শ্রুতিতে মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ও জগদ্যোনি নামে উক্ত করিয়াছেন (১) ॥ প-দ ৬।১৫৭।

অচেতনানাংহেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা।
চিদাভাসাংশতস্তেষ্বজীবানাং কারণং ভবেৎ ॥

সেই ঈশ্বর জড়রূপ উপাধিদ্বারা অচেতন বস্তু সকলের কারণ হয়েন এবং চিদাভাসদ্বারা সচেতন জীব-গণের কারণ হয়েন ॥ ঐ ১৮৭।

জগদ্যোনির্ভবেদেষপ্রভবাপ্যয়কৃৎ যতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥

যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, এই কারণে তিনি জগদ্যোনি শব্দে অভিহিত হয়েন। জগতের আবি-র্ভাব ও তিরোভাবকে উৎপত্তি ও প্রলয় বলা যায় ॥ ঐ ১৮২।

আবিভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটোযদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥

প্রলয়কালে স্বীয় শরীরে বিলীন এই জগৎকে ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম পরিপাক বশতঃ সৃষ্টিকালে আবি-র্ভূত করেন, যেমন পট প্রসারিত

(১) ঈশ্বর জীবের ন্যায় মায়িক হয়েন বটে, কিন্তু তিনি জীবের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ নহেন, কারণ মায়াই ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর, যে মহামায়া ঈশ্বরকেই কল্পনা করিতে সমর্থ হয়, ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে।

হইলে তাহাতে চিত্রিত পুত্তলিকা সকল আবির্ভূত হয় ॥ প-দ ৬।১৮৩ ।

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সংকোচিত পটোযথা ॥

পুনর্ব্বার ঈশ্বর জীবগণের কর্ম্মক্ষয়ে প্রলয়কালে এই অখিল জগৎকে স্বীয় শরীরে তিরোভাব করেন, যেমন পট সঙ্কুচিত হইলে তত্রস্থ চিত্রিত পুত্তলিকা সকল তিরোভূত হয়(১) ॥ ঐ ১৮৪ ।

রাত্রিঘস্রৌ স্বপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে ।
তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥

যেমন জীবগণের রাত্রি ও দিবা, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ, চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন, তূষ্ণীম্ভাব ও মনোরাজ্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, ঈশ্বরে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবও সেইরূপ জানিবে ॥ ঐ ১৮৫ ।

যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্তদেবাদ্য চোপরি ।
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥

শ্রুতিতে প্রতিপাদিত যে অদ্বৈত বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাজিত ছিলেন, তিনি এক্ষণেও সেই ভাবেই বর্ত্তমান আছেন, এবং উত্তর কালে ও মুক্তি কালেও সমান ভাবে অবস্থিত হয়েন, কিন্তু কেবল মায়াই এই জনসমূহকে বৃথা ভ্রমণ করাইতেছে, অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান রহিতত্বহেতু লোকসকল মিথ্যা মায়াকল্পিত জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকে সত্যবৎ জ্ঞান করি-তেছে ॥ প-দ ৬।২৬৮ ।

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে ।
কলাত্রয়েণাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে-
ন হ্যম্বুবিন্দুর্ম্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥

যদ্রূপ রজ্জুতত্ত্ব বোধ হইলে রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পভ্রম থাকে না এবং মরীচিকা-তত্ত্ব বোধ হইলে মৃগতৃষ্ণাতে দৃষ্ট জলভ্রম থাকে না, সেইরূপ পরম-তত্ত্ব বোধ হইলে নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মপদার্থে ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়াবচ্ছেদে জগদ্ভ্রম থাকে না ॥ বি-চূ ৪০৬ ।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥

এই দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র, "পরম বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈত" এই কথা

(১) প্রলয়কালে এই পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলেতে নিমগ্না হয়, জল পৃথিবীর সহিত অগ্নিতে, অগ্নি পৃথিবী ও জলের সহিত বায়ুতে, বায়ু পৃথিবী, জল ও অগ্নির সহিত আকাশে এবং আকাশ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর সহিত অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে অবিদ্যাও বিষ্ণুর পরম পদে লীনা হয়েন। যথা,—

পৃথ্বী শীর্ণা জলেমগ্না জলমগ্নঞ্চ তেজসি ।
লীনংবায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ংযযৌ ।
অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে ॥

শি-স ১।৭৮ ।

সাক্ষাৎ শ্রুতি কহিতেছেন, ইহার প্রমাণ সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয়; অর্থাৎ যখন সুষুপ্তি অবস্থায় মায়াচ্ছন্ন একমাত্র আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু উপলব্ধি হয় না, তখন এই জগৎ যে মায়িক ও মিথ্যা, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ বি-চূ ৪০৭।

এবঞ্চ তর্হিশৃণু দ্বৈতমসন্মায়াময়ত্বতঃ।
তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্বিভাসতে ॥

অতএব, শ্রবণ কর, মায়াময়ত্ব হেতু দ্বৈত বস্তুমাত্রই অসৎ, সুতরাং অদ্বৈত বস্তু যে স্বরূপতঃ নিত্য, তাহা সিদ্ধ হইল ॥ প-দ ৬।২৪৫।

অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ।
ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশিষ্যতাং ॥

অচিন্ত্য রচনারূপ এই সমস্ত দ্বৈত জগৎ কেবল মায়ারই কার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করতঃ অদ্বৈত বস্তুর নিত্যত্ব অবধারণ কর ॥ ঐ ২৪৬।

কল্পকৈঃ কল্পিতাবিদ্যা মিথ্যাজাতা মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥

মিথ্যাত্মিকা অবিদ্যাকল্পিত এই জগৎ মিথ্যা। সুতরাং এমন মায়ামূলক জগৎ কিরূপে সত্য হইতে পারে? (১) ॥ শি-সং১।৪৮।

প্রপঞ্চস্য ততো জন্ম মায়য়াপি ন সম্ভবেৎ।
ন হি বন্ধ্যাতনুজস্য মায়য়াপি জনির্ভবেৎ।
সতাং মায়াবিমুখ্যানাং জন্মদৃষ্টং হি মায়য়া ॥

যদি বল,এমন অঘটঘটন-পটীয়সী মায়াকে কিপ্রকারে মিথ্যা বলা যায়? এই হেতু কহিতেছেন যে,—জগৎ রূপ কার্য্যের অন্য প্রকারে অনুপপত্তি হেতু মায়ার সত্যতা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ যেমন অসত্য বন্ধ্যাপুত্রের মায়াদ্বারা জন্ম সম্ভব হয় না, তদ্রূপ অসত্য জগতেরও মায়াদ্বারা জন্ম সম্ভব হইতে পারে না, আর মায়াবিমুখ্য সৎপুরুষের যে জন্ম, অর্থাৎ নানারূপে প্রাদুর্ভাব,যাহা নিমিত্তভূত মায়াদ্বারা দৃষ্ট হয়, মায়া তাহাতে পরিণামী উপাদান নহে, কিন্তু মায়াবিষয়ীভূত মায়াবী আত্মাই তত্তৎরূপে ভাসমান হয়। অতএব অসৎজননে মায়ার সামর্থ্য দৃষ্ট হয় না, সুতরাং মায়া স্বতন্ত্রা নহে ॥ আত্ম-পু ১।২৫২।

মায়ায়া অপি বিশ্বস্য জনিনা শান্তিহেতুতা।
শ্রূয়তে সাপি নাস্ত্যেব মায়ায়া অপ্যসত্ত্বতঃ ॥

এবং মায়ার অসত্ত্বতাপ্রযুক্ত ইহার অস্তিত্বত্ত শ্রুত হয় না, আর মায়া যে জগদ্‌যোনি ইহারও শান্তিহেতুতা নাই, অতএব মায়ার শ্রুতি প্রসিদ্ধতাও হইল না ॥ ঐ ২৫৩।

(১) মিথ্যাত্মিকা মিথ্যাজাতা অবিদ্যারূপা মায়া যে জগতের মূল,সেই জগৎও যে মিথ্যা হইবে,ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুগ্ধজনগণ ব্যতীত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই অমূলক জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

সচ্চিদানন্দরূপং স্বং যদাসৌ নাবগচ্ছতি।
তদেমাং কল্পয়ত্যেস শিশুঃ স্বং রাক্ষসং যথা॥

পরমাত্মা অবিবেকী হইয়া যখন স্বকীয় সচ্চিদানন্দরূপ অবগত না হন, তখন "আমি অজ্ঞ" এইরূপ অনুভব করিয়া এই মায়াকে কল্পনা করেন, যেমন বালক স্বীয় দেহকে রাক্ষস বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১।২৫৪।

শয়ানোবালকঃকাপি স্বদেহজ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স্বদেহং রাক্ষসং মত্বা বিভেত্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আনন্দাত্মাহময়প্যেবং সচ্চিদ্রূপং নিজং বপুঃ।
বিস্মৃত্যৈনাং কল্পিতবানাত্মনৈবাত্মনি স্বয়ম্॥

যেমন স্বদেহজ্ঞানরহিত শয়ান, কোন বালক নিজ দেহকেই রাক্ষস জ্ঞান করতঃ ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আনন্দাত্মাও সচ্চিদ্রূপ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্বাত্মাদ্বারা আত্মাতেই স্বয়ং এই মায়াকে কল্পনা করেন॥

ঐ ২৫৫।২৫৬।

তত এবাপি নাস্ত্যেব ময়ি নির্দ্বয়রূপিণি।
নৈবা মত্তো বিভিন্নাস্তি বালকাদিব রাক্ষসঃ॥

অতএব অদ্বয়রূপী পরমাত্মায় মায়ার অস্তিত্ব নাই এবং বালক হইতে রাক্ষস যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে, মায়া বিভিন্ন নহে, কেবল পরমাত্মার স্বরূপের অপ্রতীতই মায়াদি পদে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্ব কোথাও লক্ষিত হয় না॥ আত্ম-পু ১।২৫৭।

ইয়মন্তঃস্থিতা ভূমিঃ সংকল্পাদর্শয়োরিব।
তস্য সত্যাবভাসস্য চিদ্ব্যোম্নঃ কোষকোটরে॥

যদি এমন আশঙ্কা কর যে, চিৎ-স্বরূপ পরমাত্মা কি প্রকারে স্বকীয় কল্পিত মায়াদ্বারা জগদাকারে প্রতিভাত হন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে যে,—অন্তঃকরণ-স্বরূপ দর্পণে সঙ্কল্প সকল যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ এই অসত্য পৃথিব্যাদি সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের চিদ্ব্যোমরূপ কোষ কোটরে সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে (১)॥

যো-বা-রা ৩।২০।১৭।

(১) "যেরূপ বাত দ্বারা স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই রূপ সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় অবিদ্যা সলিদ্ দ্বারা স্বীয় রূপ ও হৃদয় স্বরূপ এই চিন্মাত্রাত্মক সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনুভব করিয়া থাকেন। তখন সেই চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম চিচ্চমৎকার রূপধারী (মায়িক রূপসম্পন্ন) শব্দ তন্মাত্র সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পের ন্যায় স্বয়ং আকাশস্বরূপে প্রকাশিত হন। অনন্তর স্থির পবন যেরূপ কালক্রমে স্পন্দতা অনুভব করে, সেইরূপ সেই আকাশভূত ব্রহ্ম স্পর্শ-তন্মাত্র সংস্কার দ্বারা আত্মাতে অনিলতা অনুভব করেন। এইরূপে সেই ব্রহ্ম অনিল স্বরূপে প্রকাশিত হন। অনন্তর রূপতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা স্বয়ং তেজঃ-স্বরূপে প্রকাশিত হন। তদনন্তর রসতন্মাত্র দ্বারা সেই তেজোভূত পরব্রহ্ম সলিলতা অনুভব করেন। এইরূপে

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাজনে।
প্রতিভামাত্রকাদন্যচ্চিদ্বিলাসৈকরূপিণঃ ॥

এই জগৎ সেই চিদ্বিলাসী পরব্রহ্মের প্রতিভামাত্র, সুতরাং যেমন ইহার কিছুমাত্র দীর্ঘতা নাই, তদ্রূপ প্রতিভামাত্র স্বরূপ ক্ষণকল্পাত্মক কালেরও কিছুমাত্র দীর্ঘতা নাই। কেবল ভ্রান্তিদ্বারাই দেশ ও কালের হ্রাস ও দীর্ঘতা অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই ভ্রান্তিমূলক (১)॥

যো-বা-রা ৩।২০।২৫।

সেই পরমাত্মাই দ্রবতার ন্যায় রসতন্মাত্রাত্মক জলরূপে প্রকাশিত হন। তদনন্তর সেই সলিলভূত চিদ্‌ব্রহ্ম গন্ধ-তন্মাত্র সংস্কারদ্বারা আত্মাতে উর্ব্বীত্ব অনুভব করেন। তাহাতে সেই পরমাত্মা স্বসত্তাত্মিকা সেই উর্ব্বী স্বরূপে প্রকাশিত হন।

"বস্তুতঃ একমাত্র বিশুদ্ধ, সৎস্বরূপ,নিত্য, স্বপ্রকাশক, অনাময় ও নিরাধার ব্রহ্মই স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্য ও প্রলয় স্বরূপ। সেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম সর্গ (সৃষ্টি) বুদ্ধি দ্বারা সর্গস্বরূপে ও বিসর্গ (প্রলয়) বুদ্ধি দ্বারা বিসর্গ স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সেই চিৎস্বরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মাদ্বারা আত্মাতে যে প্রকারে যে যে রূপে বিবেচিত হন, সেই সেই অঙ্গও শক্তিবিশিষ্ট হইয়া সেই প্রকারেই অনুভূত হইয়া থাকেন। অতএব এই জগৎ সেই ব্রহ্মের অনুভব স্বরূপ চিদ্বিলাস ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নহে, ইহাই সত্য। ফলতঃ ইহার যে মনঃ প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়ত্ব ও তদনুযায়ী নামাদি প্রাপ্তি, ইহা সম্পূর্ণ অলীকমাত্র। এই জগৎ বাতসরণের ন্যায় পরব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়াছে। বায়ু যেমন সঞ্চরণকালে সত্যস্বরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্যস্বরূপে অনুভূত হয় না,সেইরূপ এই জগৎ অজ্ঞানতা দ্বারা সৎস্বরূপে এবং জ্ঞানদ্বারা অসৎস্বরূপে প্রতীয়মান হয়। * * * পরব্রহ্মরূপ মরুভূমিতে এই ত্রিজগৎরূপ অসত্য মৃগতৃষ্ণিকা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম চিন্ময়ত্বপ্রযুক্ত কখন সর্গাত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন, কখন বা বীজের ন্যায় স্বীয় আত্মাতেই লীন হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মরত্নের বিকাশস্বরূপ এই জগৎ অকারণ, এই হেতু ইহা সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু বাসনাময়-চিত্ত জীবের যদ্দ্বারা অনুভব শক্তি আবির্ভূত হয়,ইহা সেই মন হইতেই সমুদিত হইয়াছে। স্বীয় পৌরুষ ও যত্নদ্বারা সেই বাসনাময় মনকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, ইহাও অনুদিত থাকে। ফলতঃ এই জগৎ কদাচ উদিত ব অস্তমিত হয় না। ইহা কেবল সেই শান্ত অজ ব্রহ্ম স্বরূপ"। যো-বা-রা ৩।৬১ অঃ।

(১) জগতের সত্যত্ববাদিরা কহিয়া থাকেন যে এই সচরাচর জগৎ সমস্তই মহাপ্রলয়কালে বীজস্থিত অঙ্কুরের ন্যায় পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া পুনরায় উৎপঃ হয়। এই বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রবে কহিয়াছিলেন,—"হে রাঘব! এই দৃশ্যজাল বীজে অঙ্কুরে ন্যায় মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, যাঁহার এরূপ কহেন, তাঁহারা বালকের ন্যায় নিতান্ত অজ্ঞ। বক্ত ও শ্রোতার মোহজনক এইরূপ বিপরীত বোধ ভ্রান্তিমাত্র বীজ স্বয়ং দৃশ্য এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর পত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যিনি চিত্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি অতি সূক্ষ্ম, যাঁহার কোন কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি পরাৎপর পরমাত্মা, যিনি অবিদ্যমান ন হইয়াও অসদাভাস, তাঁহার বীজতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এবং বীজাভাবে অঙ্কুরই বা কোথায়? আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ শূন্য পরমপদে মেরু সমুদ্র গগণাদিসম্পন্ন বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে? যাহা কিছুই নহে, তাহা কি প্রকারে কিঞ্চিৎ? এবং যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহাতে বস্তু সমুদায় কিরূপে থাকিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত তাহাতে দৃষ্ট না হয়? যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহা হইতে কি প্রকারে কোথায় কি বস্তু উৎপন্ন হয়? শূন্য হইতে কি কখন পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে

যস্ত্ব শুদ্ধমতি মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ॥

যে নির্বোধ ব্যক্তির চিত্ত পরম পদে দৃঢ় নিবদ্ধ নহে, তাহার সম্বন্ধেই এই অসৎ জগৎ বজ্রসার ও সৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়॥

যো-বা-রা ৩।৪২।১।

পারে? আতপে ছায়ার ন্যায়, সূর্য্যকিরণে তিমিরের ন্যায়, অনলে হিমকণার ন্যায় ও অণু মধ্যে সুমেরুর ন্যায়, সূক্ষ্ম পরমাত্মাতে কখনই এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। ফলত আতপছায়াদি বিষদৃশ পদার্থ সমূহের পরস্পর ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সাকার বট ধান্যাদিতে অঙ্কুরস্থিতি যুক্তিযুক্ত; কিন্তু নিরাকার বস্তুতে এই মহাকার জগৎস্থিতি কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইবে? দেশান্তরে বা ব্যক্ত্যন্তরে যাদৃশ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি দৃষ্ট হয়, কালান্তরে অন্য ব্যক্তিতে তাদৃশ শক্তির কিছুই দৃষ্ট হয় না। অতএব যদিও কেহ প্রলয়কালে পরমাত্মাতেই জগৎ স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। যিনি ব্রহ্মকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা তাঁহার বিমূঢ় বোধমাত্র। অতএব যদি কারণ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে এই কার্য্য কোন্ কারণে সমুদিত হইবে? দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণই কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা করিয়া থাকে। ফলতঃ উহা সমস্তই মিথ্যা; একমাত্র সত্য অনাদি মধ্যবিহীন ও অন্তবর্জ্জিত দেবই এই জগৎস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

"হে বেদ্যবিদাম্বর! যদি প্রলয়কালে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির অতীত নির্ম্মল চিদ্ব্যোমেই জগদঙ্কুর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বল দেখি, সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারি কারণ দ্বারা সমুদিত হয়? ফলতঃ সহকারি কারণের অভাবে বন্ধ্যার কন্যার ন্যায় কেহ কখন অঙ্কুরের উদ্ভব দর্শন করে নাই। হে অঙ্গ! যদি সহকারি কারণের অভাবেই এই অঙ্কুর সমুদিত হয়, তাহা হইলে মূল কারণ যে, সেই অঙ্কুর স্বভাব প্রাপ্ত হন, ইহার সন্দেহ নাই। সর্গের (সৃষ্টির) আদিতে নিরাকার যথাস্থিত ব্রহ্মই সর্গরূপে আত্মাতে অবস্থান করেন; সুতরাং জন্য জনক ক্রম কোথায়? যদি সহকারি কারণস্বরূপ অন্য কেহ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বে কে সহকারি কারণ ছিল? অতএব প্রলয়কালে জগৎ স্বীয় সহকারি কারণের সহিত পরম পদে শান্ত থাকে, ইহা কেবল বালকের উক্তি মাত্র, ফলতঃ পণ্ডিতগণ কখনই এরূপ কহেন না। হে রাম! জগৎ হয় নাই, হইবেও না। কেবল চেতনাকাশই এইরূপে অংশুসম্পন্ন পরমাত্মাতে প্রস্ফুরিত হইতেছে। যখন এই জগতের অত্যন্তাভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার অন্যথা নাই। এই জগৎ যে প্রধ্বংস হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, উহা উপশম নহে, উহা কেবল চিত্তের উপশমমাত্র জানিবে। এই জগৎ সমস্ত ভাবের সহিতই উপশম প্রাপ্ত হইলে অত্যন্তাভাবই সমুপস্থিত হয়, কিন্তু উহা যে সমস্ত ভাবের সহিত উপশম প্রাপ্ত হয়, চিত্ত বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্ত কামাদি বাসনা সমুদয়ই চিত্তে বিদ্যমান থাকে; অতএব জগতের শান্তি সম্ভাবনা কোথায়? চিত্তই শান্ত হইয়া থাকে। হে রাম! 'জগতেরই সর্ব্বথা অত্যন্তাভাব, ইহাতে অন্য কোন যুক্তি নাই, এই প্রকার বোধরূপ অনর্থ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই প্রস্ফুরিত জগৎ কিছুই নহে, ইহা কেবল চিদাকাশের বোধমাত্র। এই আমি, ইহা আমি নহি, এইরূপ বোধ, বিচিত্র কথার ন্যায় নিতান্ত অলীক। এই কল্পান্তের সংরম্ভ, এই মহাকল্পান্ত, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই ভাবাভাবক্রম, এই লক্ষণ, এই কল্প, এই ব্রহ্মাণ্ডকোটি, এই সমস্তই গত, এই সমস্তই ভূয়োভূয় উপগত, এই সমস্ত বিভ্রজাল এবং এই সেই সমস্ত দেশকালাদি, এই সকল আর কিছুই নহে, কেবল একমাত্র পরাৎপর যথাস্থিত অনন্ত অনাবৃত শান্ত পরমাকাশই এই সমস্ত রূপে স্বয়ং প্রস্ফুরিত হইতেছেন। সেই মহাচিদাকাশের এই সমস্ত আভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংশুর আভাসের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন। এই চিৎসমুদিত অন্তশ্চমৎকার আভাস, অরূপ ও অনাধার হইলেও সর্গরূপে প্রতি-

যথা বালস্য বেতালস্থিতিপর্য্যন্তদুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতে র্জগৎ॥

যেরূপ বালকদিগের পক্ষে বেতাল-গণ, অর্থাৎ কল্পিত ভয়ের বস্তু সকল আজীবন দুঃখপ্রদ হয়, সেইরূপ মূঢ়মতিদিগের পক্ষে এই অসদাকার জগৎ সর্ব্বদা আকারসম্পন্ন হইয়া দুঃখদায়ক হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৩।৪২।২।

তাপ এব যথা বারি মৃগাণাং ভ্রমতো ভবেৎ।
অসত্যমেব সত্যাভংতথা ভ্রমমতের্জ্জগৎ॥

যেমন মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণই বারিস্বরূপ হইয়া অজ্ঞ মৃগদিগের বারিভ্রমের কারণ হয়, সেইরূপ মূঢ়মতিদিগের নিকটেই এই অসত্য জগৎ সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩।

অব্যুৎপন্নস্য কনকে কানকে কটকে যথা।
কটকজ্ঞপ্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ॥

তথাজ্ঞস্য পুরাগারনগনাগেন্দ্রপত্তনা।
ইয়ং দৃশ্যদৃগেবাস্তি নত্বন্যা পরমার্থদৃক্॥

যেমন কনকের স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের হেমনির্ম্মিত বলয়ে বলয় ভিন্ন কদাচ হেমবুদ্ধি হয় না, সেই-রূপ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই পুর, আগার, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও নগরাদি দৃশ্য দৃষ্টি ভিন্ন পরমার্থের স্বরূপ অনুভূত হয় না॥ যো-বা-রা ৩।৪২।৫-৬।

চিদ্ব্যোমৈব কিলাস্তীহ পারাবারবিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বত্রাসংভবচ্চেত্যং যৎকল্পান্তেঽবশিষ্যতে॥

বস্তুতঃ যাহা পারাবার বিবর্জ্জিত (অসীম), যাহা কল্পান্তে অবশিষ্ট থাকেন, এই জগতে একমাত্র সেই চিদ্ব্যোমই বিদ্যমান আছেন॥

যো-বা-রা ৬।২৯।১১৮।

শুদ্ধসংবিত্তিমাত্রত্বাদৃতেঽন্যৎ স্বপ্নপত্তনে।
যথা ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তথাস্মিন্ ভুবনত্রয়ে॥

কেবল সম্বিদ্‌মাত্র ব্যতিরেকে যেমন স্বপ্ন পত্তনে অন্য কিছুই নাই, তদ্রূপ এই ভুবনত্রয়ে একমাত্র সম্বিদই বিদ্যমান আছে॥ ঐ ১৩১।

যঃকাশ্চন দৃশো যে যে ভাবাভাবাস্ত্রিকালগাঃ।
স দেশকালচিত্তান্তৎ সর্ব্বং চিদ্ব্যোমমাত্রকং॥

ফলতঃ দৃশ্য বস্তু সমুদায়, ত্রিকাল-গত ভাবাভাব সমুদায় ও দেশ-কাল প্রভৃতি সকলই সেই চিদ্ব্যোম-মাত্র॥ ঐ ১৩২।

ভাত হইতেছে। ইহার আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই নাই; ইহা জাত বা বিনষ্ট হয় না। মহা-স্ফটিক শিলাতে দূষিত দৃষ্টিদ্বারা প্রতীয়মান চিরস্থায়ী লেখা সন্নিবেশের ন্যায় এই সমস্ত সর্গ নির্ম্মল আত্মাতে আত্মাদ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে। সলিলের দ্রবত্বের ন্যায়, বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, অম্ভোদিতে আবর্ত্তের ন্যায়, গুণবান্ ব্যক্তিতে গুণের ন্যায়, ও নভোমণ্ডলে নিরাকার নভোভাগের ন্যায় এই উদয়াস্তময় অনন্ত জগৎ একমাত্র শান্ত বিজ্ঞানরূপ অনন্ত ব্রহ্মেই বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ সহকারি কারণাদির অভাব নিবন্ধন শূন্য হইতেই স্বয়ং জাত হইয়াছে, এরূপ বোধ কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র।" যো বা-রা ৪।১ম ও ২য় অঃ।

সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য জগতোঽন্যস্য তে মম।
দেহো হি চেতনাকাশং পরমাত্মৈব নেতরৎ ॥

কি জগৎ বা জগতের বস্তুসমূহ, কি অন্য পদার্থ সকল, কি তুমি, কি আমি, সকলই চেতনাকাশ স্বরূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

যো-বা-রা ৬।২৯।১৩৪।

সংকল্পনে স্বপ্নপুরে শরীরং
চিদ্ব্যোমতোঽন্যন্ন যথাস্তি কিঞ্চিৎ।
তথেহ সর্গেপ্রথমৈকসর্গাৎ
মুনে প্রভৃত্যাস্তি ন রূপমন্যৎ ॥

যেমন স্বপ্নকালে সংকল্পময় শরীরে চিদ্ব্যোম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, হে মুনে! তদ্রূপ হিরণ্যগর্ব্ভ হইতে এই সৃষ্টি পরম্পরার অন্যরূপ কিছুই নাই ॥ ঐ ১৩৫।

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥

ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়াদ্বারা কল্পিত ও মিথ্যা, একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, জীব ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী অর্থাৎ মুক্তি-ভাগী হইতে পারে ॥

ম-নি-ত ১৪।১১৬।

মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহদাদিদেহপর্য্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্ ॥

(অতএব) মরুভূমিতে কল্পিত মৃগতৃষ্ণার ন্যায় মায়া, মায়াকার্য্য এবং মহদাদি দেহপর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুকেই অসৎ ও জড় বলিয়া জান ॥ বি-চূ ১২৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জগৎ ও জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরংস্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরংজয়তি ॥

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, বিশুদ্ধস্বরূপ, ও স্বতঃসিদ্ধ নিত্যানন্দৈকরসস্বরূপ প্রত্যগভিন্নরূপ (প্রতিভূতগত আত্মা হইতে অভিন্ন-রূপ) পরব্রহ্ম নিরন্তর উৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ বি-চূ ২২৭।

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎসম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধ-দশায়াম্ ॥

সেই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অভাব হেতু তিনিই সৎস্বরূপ ও পরম অদ্বৈতস্বরূপ হয়েন। পরমার্থতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানদশাতে কেবল সেই

একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না॥ বি-চু ২২৮।

যদিদংসকলং বিশ্বং নানারূপংপ্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্॥

এই সচরাচর বিশ্ব যাহা অজ্ঞান-প্রযুক্ত নানারূপে প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায় অশেষ ভাবনারূপ দোষ-নাশক এক ব্রহ্মমাত্র॥ ঐ ২২৯।

মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ
কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ
কুতো মৃষাকল্পিতনামমাত্রঃ॥

দেখ, মৃত্তিকার কার্য্যরূপে যে সকল পদার্থ পরিণত হয়, তাহা কদাচ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, আর সর্ব্বত্রই মৃৎস্বরূপ পদার্থ হইতে কুম্ভ উদ্ভব হয়, কিন্তু মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, অতএব "কুম্ভ" এই নাম মিথ্যা কল্পিত মাত্র; অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে॥ ঐ ২৩০।

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং
ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহা-
ন্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতা॥

কোন ব্যক্তিই মৃত্তিকা হইতে ঘটের বিভিন্ন স্বরূপতা দর্শাইতে সমর্থ হয় না, অতএব "ঘট" এই যে নাম তাহা কেবল মোহ প্রযুক্তই কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য॥ বি-চু ২৩১।

সদ্ব্রহ্মকার্য্যংসকলং সদেব
তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো
বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ॥

সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের কার্য্য সকলও সৎস্বরূপ, এই সচরাচর জগৎ সমস্ত এক ব্রহ্ম মাত্র, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই; ব্রহ্মভিন্ন বস্তু আছে বলিয়া যে ব্যক্তি বলে, তাহার মোহ (ভ্রম) বিদূরিত হয় নাই এবং তাহার বাক্য সকল নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাবেশে কথিত প্রলাপ বাক্যের ন্যায় জানিবে॥ বি-চু ২৩২।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী
শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্ব্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং
নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতাস্য॥

এই বিশ্ব যে ব্রহ্মমাত্র,ইহা অথর্ব্ববেদোক্ত প্রধান শ্রুতি সকল ব্যক্ত করিয়াছেন; এই হেতু এই সমুদায় বিশ্বকে ব্রহ্মমাত্র বলা যায়। অধিকন্তু, বিশ্বাধার ব্রহ্ম হইতে আধেয়

বিশ্বের বিভিন্নতা কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হয়॥ বি-চু ২৩৩।

সত্যং যদিস্যাজ্জগদেতদাত্মনো-
হনন্তত্বহানি নিগমাপ্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যা-
ন্নৈতত্রয়ং সাধুহিতং মহাত্মনাং॥

যদি এই জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার অনন্তত্বের হানি হয়, বেদ-প্রমাণের বিরোধ জন্মে এবং ঈশ্বরের অসত্যবাদিতা প্রকাশ পায়, কিন্তু এই তিন বিষয় সাধু মহাত্মাগণের সম্মত নহে॥ ঐ ২৩৪।

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহন্তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচিক্লপৎ॥

সকল বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আমি ভূত সকলে অবস্থিতি করি না এবং ভূত সকলও আমাতে অবস্থিতি করে না (১)॥ ঐ ২৩৫।

যদি সত্যংভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাং।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোহসৎস্বপ্নবন্মৃষা॥

জগৎ যদি যথার্থই হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি অবস্থায় তাহার উপলব্ধি হইত, কিন্তু যখন তৎকালে জগতের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, তখন জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান এই জগৎ যে স্বপ্নবৎ মিথ্যা, ইহা প্রমানসিদ্ধ হইল॥ বি-চু ২৩৬।

অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ
পৃথক্‌প্রতীতিস্তু মৃষা গুণা হি বৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তা-
ধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ॥

পরমাত্মা হইতে জগৎ পৃথক্ পদার্থও নহে; যাদৃশ সত্যরূপ রজ্জু হইতে মিথ্যারূপ সর্পজ্ঞান সমুদিত

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, (আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের অগোচর হেতু) আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। আর (যেহেতু শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সেই ব্রহ্ম সংসার সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ কারণ) চরাচরাত্মক ভূত সকল কারণস্বরূপ আমাতেই অবস্থিতি করে, কিন্তু এমত হইলেও আমি ভূত সকলে অবস্থিত নহি, যেহেতু আমি আকাশের ন্যায় সঙ্গ-রহিত। অপিচ, (আমার অসঙ্গত্ব হেতু) আমাতে কোন ভূতই অবস্থিতি করে না। (তাহাতে যদি এমত বল যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাধারত্ব বাক্য এতদ্বাক্যের বিরুদ্ধ হইল, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন যে) আমার ঐশিকী অঘটন ঘটনারূপ চাতুরী নিরীক্ষণ কর, অর্থাৎ আমার যোগমায়ার বৈভব যুক্তি দ্বারা বুঝিবার অযোগ্য হেতু, মদীয় পূর্ব্বোক্ত বাক্য কোন অংশেই বিরুদ্ধ নহে এবং (আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতে কহিতেছেন যে) আমি (ভূত সকলকে ধারণ করি বলিয়া) ভূতভৃৎ এবং (ভূত সকলকে পালন করি বলিয়া) ভূতভাবন হইয়াও আমার যে উৎকৃষ্ট স্বরূপ (আত্মা) তিনি ভূতস্থ হয়েন না, অর্থাৎ আমি ভূত সকলকে লালনপালন করিয়াও নিরভিমানিত্ব হেতু তাহাতে মিলিত নহি। যথা—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বংজগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ"॥

ভ-গী ৯।৪-৫।

হয়, তাদৃশ সত্যরূপ আত্মা হইতে মিথ্যারূপ জগতের পৃথক্ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এমন ভ্রমাত্মক মিথ্যা জগতের আলোচনা করা নিরর্থক, ইহাতে কেবল একমাত্র সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মই দীপ্তি পাইতেছেন॥ বি-চূ ২৩৭।

ভ্রান্তস্য যদ্যদ্ ভ্রমতঃ প্রতীতং
ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈক রূপ্যতে
ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্॥

ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রমবশতঃ যে যে পদার্থ প্রতীত হয়, সেই সেই পদার্থই ব্রহ্ম। যাদৃশ ভ্রমপ্রযুক্ত শুক্তিকাতে রজত আরোপিত হয়, তাদৃশ ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মেতে যে "জগৎ" নাম তাহা কল্পিত মাত্র॥ ঐ ২৩৮।

অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং
নিরন্তরানন্দরসস্বরূপং॥

অতএব সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন নিরঞ্জন প্রশান্ত আদ্যন্তবিহীন অক্রিয় সদানন্দস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন॥ ঐ ২৩৯।

অবিচ্ছিন্নবিদাত্মৈকঃ পুমানস্তীহ নেতরৎ।
স্বসঙ্কল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পশ্চমুচ্যতে॥

(যদি বল, এই বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, ইহাতে নানাবিধ জীবরাশি কোথা হইতে সমাগত হইল? এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে)—একমাত্র অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় পরমাত্মা পরম পুরুষ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। তিনি স্বীয় মানস-সঙ্কল্পদ্বারা এই সংসারে জীবভাবে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, সঙ্কল্পবিহীন হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন॥ যো-বা-রা ২।১।৩৬।

আত্মানমজ্জঃ সঙ্কল্প্য বিমুচ্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মনাত্মনি সন্তুষ্ট আত্মারামঃ স্বয়ং হরিঃ॥

পরমাত্মস্বরূপ হরি স্বয়ংই আপনাকে অজ্ঞরূপে ধারণা করিয়া সংসারে জীবভাবে আবদ্ধ হন; আবার আপনাদ্বারাই আপনাকে মুক্ত করিয়া, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আত্মারামরূপে বিহার করেন (১)॥ বো-সা।

(১) এই জগৎউৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্বয়ং ইচ্ছা মাত্রে মায়াশক্তি দ্বারা জগদাকার প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই মোহবশতঃ অশেষবিধ জীবোপাধি অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদিগের উত্তম দেহ কল্পনা করিয়া তাহাতে প্রবেশ করতঃ স্বয়ং দেবতা হইয়াছেন এবং মনুষ্য প্রভৃতি অধম শরীর কল্পনা করিয়া তাহাতে প্রবেশ করতঃ দেবতাদিগের উপাসক হইয়াছেন। "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত তুচ্ছ শরীরপংক্তি এই জগতে

স্থূলংসূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্ব্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥

চিন্ময় পরমাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয়রূপ উপাধির সহিত মিলিত হইলেই তাঁহার জীব-সংজ্ঞা হয়; আর উক্ত উপাধিত্রয় হইতে বিযুক্ত হইলেই তিনি পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত হন ॥

অ-রা ২।১।২৩।

যথা সত্ত্বমুপেক্ষ্য স্বং শনৈর্ব্বিপ্রোহুরীহয়া।
অঙ্গীকরোতি শূদ্রত্বং তথা জীবত্বমীশ্বরঃ ॥

যেমন কোন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী কামনা করিয়া তৎ-সম্ভোগ ও সহবাসাদি হুরীহাদ্বারা ক্রমশ স্বীয় ব্রাহ্মণত্ব উপেক্ষা করিয়া চিরকালের নিমিত্ত শূদ্রত্ব স্বীকার করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদি সঙ্গতি-দ্বারা তৎপ্রযুক্ত ভোগাশয়ের বশ-বর্ত্তী হইয়া স্বীয় নিত্যশুদ্ধ পূর্ণানন্দ স্বভাব উপেক্ষা করিয়া জীবত্ব অঙ্গী-কার করেন ॥ যো-বা-রা ৬।১২৪।১।

যথা বিভ্রান্তধীঃ শ্রীমান্ বিস্মৃত্য স্বংহি তাদৃশম্।
লোকে দারিদ্র্যমাপ্নোতি ব্যর্থমেবাতিদুঃখদম্ ॥
তদ্বদাত্মানিজংরূপং সুখোদধিসমং মহৎ।
ত্যক্ত্বা সুখার্থমভ্যেতি দশান্দীনতমাং প্রভুঃ ॥

ধনশালী ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া আপনার তাদৃশ ধন বিস্মরণ পূর্ব্বক জগতে যেমন ব্যর্থ দরিদ্রতাভিমান প্রযুক্ত দুঃখ-ভাগী হইয়া থাকে, আত্মাও তদ্রূপ নিজ সুখাত্মকস্বরূপ বিস্মরণপূর্ব্বক সংসাররূপ দীনতমা দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥

আত্ম-পু ১।৮২২-৮২৩।

কিঞ্চিৎক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছক্তি শ্চিন্মহার্ণবে।
তন্ময়েব স্ফুরত্যচ্ছা তত্রৈবোর্ম্মিরিবার্ণবে ॥

(যদি বল, পরমাত্মা কিরূপে

স্পন্দন দ্বারা পবনের ন্যায় উল্লসিত, বিলীন ও আনন্দিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কেহ কেহ প্রধান; যথা—হরিহরাদি; কেহ কেহ অল্প বিমোহিত, যথা—নর ও অমরগণ; কেহ কেহ অত্যন্ত বিমোহিত, যথা—তরুতৃণাদি; কেহ কেহ অজ্ঞান দ্বারা মূঢ়, যথা—কৃমিকীটাদি; কেহ কেহ এই ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে যোগরূপ তীরভূমি প্রাপ্ত না হইয়া মুক্তি হইতে দূরে তৃণবৎ উহ্যমান হয়, যথা—উরগ, নগাদি; কেহ কেহ শাস্ত্রাদি অভ্যাস দ্বারা সত্যমাত্র অবলোকন করিয়া তদভিমুখীন হইলেও বিঘ্নকারী দূরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাদিগকে খনন করে। কেহ কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাম্বুধির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সশরীরে সেই ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, যথা—ব্রহ্মা হরাদি। কেহ কেহ অল্প মোহপ্রযুক্ত পার প্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মপারাবারে অবস্থিত থাকে। কোন কোন ভূতজাতি জন্মকোটি উপভোগ করিয়াও পুনরায় জন্মৌঘ সহস্র ভোগ করিবার নিমিত্ত রাগাদিদ্বারা অন্ধ প্রায় হইয়া অবস্থান করে। কেহ কেহ হস্ত হইতে ফলের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ কেহ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে ও কেহ কেহ বা অধো হইতে অধস্তর স্থানে গমন করে। হে মুনে! এইরূপ সুখদুঃখের আকরস্বরূপিণী অক্ষয়জীবতা কেবল ব্রহ্মের অস্মরণ প্রযুক্তই সমুদ্ভূত ও গরুড়ের স্মরণদ্বারা বিষব্যথার ন্যায় ব্রহ্মের স্মরণ মাত্র দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়" ॥ যো-বা-রা ৪।১২ অঃ।

জীবোপাধি ধারণ করেন ? তন্নিমিত্ত এক্ষণে জীবোৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে)—সমুদ্রগর্ভের জল যেরূপ অস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিলেও উহাতে তরঙ্গ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ চিৎস্বরূপ মহাসমুদ্রে নির্ম্মলশক্তি-বিশিষ্ট চিচ্ছক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুভিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৪।৪২।৪।

আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি যথা সরতি মারুতঃ।
তথেহাত্মা স্বশক্ত্যৈব স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাং॥

বায়ু যেরূপ আকাশমণ্ডলে স্বয়ং প্রসারিত হয়, সেইরূপ আত্মা নিজ-শক্তি দ্বারা আত্মাতে স্বয়ং চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ঐ ৫।

ক্ষণং স্ফুরন্তী সা দেবী সর্ব্বশক্তিতয়া তয়া।
দেশকালক্রিয়াশক্তির্বা যস্যাঃ সংপ্রকর্ষতি॥

সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত সেই চিদ্‌ব্রহ্ম-শক্তি ক্ষণকালমধ্যে পরমাত্মা হইতে সমুদিত হইয়া দেশ-কাল-ক্রিয়াশক্তি-রূপ স্বীয় সখীগণকে আকর্ষণ (আহ্বান) করিয়া থাকেন॥ ঐ ১২।

স্বংস্বং ভাবংবিদিত্বোচ্চৈরপ্যনন্তপদংস্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ ভাবয়ত্যবিভাবিতা॥

তখন তিনি স্বকীয় রূপ স্বয়ং পরি-জ্ঞাত হইয়া অনাদি অন্তরহিত পরম-পদে স্থিতি পূর্ব্বক অভাবিত হইলেও পরিমিতের ন্যায় হইয়া অসত্য রূপা-দির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন॥

যো-বা-রা ৪।৪২।১৩।

যদৈব ভাবিতং রূপং তয়া পরমকান্তয়া।
তদৈবৈনামনুগতা নামসংখ্যাদিকাদৃশঃ॥

যখন তিনি রূপাদির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন, তখন নামসংখ্যাদি দৃশ্য সমুদয় তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে॥ ঐ ১৪।

বিকল্পকলিতাকারং দেশকালক্রিয়াস্পদং।
চিতোরূপং মহাবাহো ক্ষেত্রজ্ঞইতি কথ্যতে॥

হে মহাবাহো! সেই চিচ্ছক্তি বিকল্পকলিতাকার এবং দেশ-কাল-ক্রিয়ার আস্পদ; তিনি (ক্ষেত্র-নামক শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞাত আছেন বলিয়া) ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত হন; অর্থাৎ তিনিই প্রতি-বিম্বস্বরূপ জীবাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েন॥ ঐ ১৯।

বাসনাং কলয়ন্ সোপি যাত্যহঙ্কারতাং পুনঃ।
অহঙ্কারো বিনির্ণেতা কলঙ্কী বুদ্ধিরুচ্যতে॥

সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনা কল্পনা করিয়া অহঙ্কৃতি প্রাপ্ত হন। অহ-ঙ্কার, নির্ণয়কর্ত্তা হইয়া কলঙ্কীবুদ্ধি (মলিনবুদ্ধি) শব্দে উদাহৃত হয়॥

ঐ ২০।

বুদ্ধিঃসংকল্পকলিতা প্রযাতি মননাস্পদং।
মনসোনির্বকমস্ত গচ্ছতীন্দ্রিয়তাং শনৈঃ॥

বুদ্ধি সংকল্পবিশিষ্ট হইলে মনো-নামে অভিহিত হয়। মন যখন বিকল্প দ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়॥

যো-বা-রা ৪।৪২।২১।

পাণিপাদময়ং দেহমিন্দ্রিয়াণি বিদুর্বুধাঃ।
এবং জীবোহি সংকল্পবাসনারজ্জুবেষ্টিতঃ॥

ইন্দ্রিয় এই পাণিপাদময় দেহ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; এইরূপে জীব বাসনারজ্জুতে পরিবেষ্টিত হয়॥

ঐ ২২।

দুঃখজালপরীতাত্মা ক্রমাদায়াতি চিত্ততাং।
ইতি শক্তিময়ঞ্চেতোঘনাহঙ্কারতাং গতং॥

সেই জীব, দুঃখজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে চিত্ততা প্রাপ্ত হন এবং এই শক্তিবিশিষ্ট চিত্ত হইতেই ঘন অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে॥

ঐ ২৩।

কোষকারক্রিমিরিব স্বেচ্ছয়া যাতি বন্ধনং।
স্বসংকল্পিততন্মাত্রজালাভ্যন্তরবর্ত্তি চ॥

এইরূপে চিত্ত প্রগাঢ় অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কোষকার কীটের ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মসংকল্পিত জগদ্বস্তু সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে॥

ঐ ২৬।

ক্বচিন্মনঃ ক্বচিদ্বুদ্ধিঃ ক্বচিজ্ জ্ঞানং ক্বচিৎ ক্রিয়া।
ক্বচিদেতদহঙ্কারঃ ক্বচিৎপুর্য্যষ্টকং মতং॥
ক্বচিৎপ্রকৃতিরিত্যুক্তং ক্বচিন্মায়েতি কল্পিতং।
ক্বচিদর্থ ইতি জ্ঞাতং ক্বচিচ্চিত্তমিতি স্ফুটং॥
প্রোক্তং ক্বচিদবিদ্যেতি ক্বচিদিচ্ছেতি সম্মতঃ॥

এই চিত্ত কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, কখন পুর্য্যষ্টক, কখন প্রকৃতি, কখন মায়া,কখন অর্থ, কখন (স্পষ্টতঃ) চিত্ত, কখন অবিদ্যা এবং কখন ইচ্ছা শব্দে কথিত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৪।৪২।৩১-৩৩।

ইদং সংসারমখিলমাশাপাশবিধায়কং।
দধদন্তঃ ফলৈর্হীনং বটধানা বটং যথা॥

যেরূপ বটধান বটবৃক্ষকে ধারণ করে, তদ্রূপ এই চিত্ত যাবতীয় আশাপাশ—বিধায়ক অন্তঃফলশূন্য অখিল সংসারকে ধারণ করিয়া থাকে (১)॥ ঐ ৩৭।

(১) "অর্ণব হইতে সমুত্থিত কল্লোলের ন্যায় সেই পরব্রহ্ম হইতে এই চিত্ত সমুত্থিত হইয়া স্বভাবত বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। এই মন হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং আশু দীর্ঘকে হ্রস্ব করে। মন প্রাদেশপ্রমাণ বস্তুকে ভাবনাদ্বারা ভাস্বর অগ্নির ন্যায় দর্শন করেন; এই উল্লাসযুক্ত মন সেই পরমাত্মা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ (লব্ধসত্ত) হইয়া নিমেষ মধ্যে সংসার পরম্পরা বিস্তার করে এবং কখন বা এই সংসার বিস্তৃতি বিষয়ে বিরত থাকে। এই বহুবিধ বস্তুপুর্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরি-দৃশ্যমান জগৎ সেই চিত্ত হইতেই সমাগত হইয়াছে। এই চঞ্চল স্বভাব মন দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তি দ্বারা পর্য্যাকুলীকৃত হইয়া নটের ন্যায় ভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চল মন স্বীয় আপ্ত বস্তু (কর্ম্ম সমুৎপন্ন হস্ত পদাদি ভোগ্য বস্তু) সকল যখন যে প্রকার সঙ্কল্প দ্বারা গ্রহণ করে, তখনই তাহার সেইরূপ

চিন্তানলশিখাদগ্ধং কোপাজগরচর্ব্বিতং।
কামাব্ধিকল্লোলহতং বিস্মৃতাত্মপিতামহং ॥

এই চিত্ত (যদিও সর্ব্বদা) চিন্তানল-শিখায় দগ্ধীভূত, কোপরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত এবং কামরূপ সমুদ্র-কল্লোলে হত হইতে থাকে, তথাপি ইহা নিজ পিতামহ ব্রহ্মকেও বিস্মৃত হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৪।৪২।৩৮।

এবং জীবাশ্চিতো ভাবা ভাবভাবনয়া স্থিতা।
ব্রহ্মণঃকলিতাকারাৎ লক্ষাশাপ্যথ কোটিশঃ ॥
সংখ্যাতীতাঃ পুরাজাতা জায়ন্তেঽদ্যাপি চাভিতঃ।
উৎপৎস্যন্তে তথৈবান্যে কণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ ॥

এইরূপে সঙ্কল্পাকার পরব্রহ্ম হইতে সলিলবুদ্বুদের ন্যায় চিদ্ভাবাপন্ন অসংখ্য জীবসংঘাত উৎপন্ন হইতেছে এবং নির্ঝর হইতে জল-কণার ন্যায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীব পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, এখনও জন্মিতেছে এবং পরেও জন্মিবে ॥

যো-বা-রা ৪।৪৩।১-২।

কেচিৎ প্রথমজন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিচ্চাসংখ্যজন্মানঃ কেচিৎ দ্বিত্রিভবান্তরাঃ ॥

তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রথম জন্মগ্রহণ করিতেছে, কতক-গুলি শত জন্মেরও অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কতকগুলির জন্মের সংখ্যা নাই এবং কতকগুলি কেবল দুই বা তিন বার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ঐ ৩।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বংচিৎ সংবিদ্বিদ্যতেঽনঘ।
কিং ত্বস্যাভূততন্মাত্রবশাদভ্যুদয়ঃ ক্বচিৎ ॥

(যদি বল, অনবচ্ছিন্ন চিৎ (চৈতন্য) কি নিমিত্ত জীবদেহে পরিচ্ছিন্নভাবে ভূত-তন্মাত্রের অধীন হইয়া সমুদিত হন, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন যে)—হে অনঘ! চিৎসম্বিদ্ সর্ব্বদা

কল্পনানুসারে হস্ত পদাদি সমুদয় সমুদিত হইয়া থাকে। এবং সেই হস্ত পদাদির প্রবর্ত্তকারিণী ক্রিয়া, (বাসনা) যথাকালে পরিষিক্ত লতার অঙ্কুর গ্রহণের ন্যায় আশু চিত্ত সঙ্কল্পিত সুখ দুঃখ পরম্পরা গ্রহণ করিয়া থাকে। যেরূপ শিশুগণ আদ্র মৃৎপিণ্ড দ্বারা গৃহে বহুবিধ খেলনা নিৰ্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মন এই বিকল্প জগৎ নির্ম্মাণ করে। অতএব মনের নরদেহাদি পদার্থরূপ পঙ্কদ্বারা এই সর্ব্বজন নির্ম্মাণ ক্রীড়ায় সত্য স্বরূপে যাহা কল্পিত হয়, তাহা কিছুই নহে। যেরূপ ঋতুকর কাল বৃক্ষদিগের ভিন্ন রূপত্ব সম্পাদন করে, তদ্রূপ চিত্তই এই সমস্ত পদার্থের ভিন্ন রূপতা সম্পাদন করিতেছে। চিত্তের মনোরথ, স্বপ্ন ও সঙ্কল্পকলনা প্রভৃতি স্বীয় লীলাতে বহু যোজনও গোষ্পদের ন্যায় অত্যাল্পরূপে প্রতীয়মান হয়। এই মন কল্পকে ক্ষণ এবং ক্ষণকে কল্পস্বরূপ করিয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত দেশ কাল ক্রিয়াক্রম সেই একমাত্র মনের আয়ত্ত ব্যতিরেকে যে অন্য কিছুই নহে, ইহা পণ্ডিত মাত্রেরই সম্মত। যেরূপ অম্ভোধি জল ব্যতি-রেকে ও অনল উষ্ণতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিবিধ সংরম্ভসম্পন্ন সংসার চিত্ত ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ফলতঃ এই চেত্যভাব প্রাপ্ত এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যসঙ্কুল জগৎ চিত্ত-স্বরূপ মাত্র। যেরূপ কাঞ্চনবুদ্ধি জনগণ দ্বারা কাঞ্চনের কেয়ূরাঙ্গদ প্রভৃতি কল্পিতরূপ সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়া কেবল হেম মাত্রই লক্ষিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী জন-গণদ্বারা চিত্তের আত্মভেদ সমুত্থিত এই বনসঙ্কুল জগৎ চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেবল একমাত্র চিত্তই সংলক্ষিত হইয়া থাকে।" যো-বা-রা ৩।১০৩ অঃ।

সর্ব্বত্রে সকল পদার্থেই বিদ্যমান্ আছেন, অতএব তাঁহার ভূত-তন্মাত্রের বশবর্ত্তিনী হইয়া কখন অভ্যুদয়ের অসম্ভাবনা কি ? অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা হেতু কখন কোনও কোনও স্থলে স্পষ্ট-রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ৬।৮০।৪০।

সর্ব্বত্র বিদ্যমানাপি দেহেষু তরলায়তে।
সর্ব্বগোপ্যাতপঃ সৌরো ভিত্ত্যাদৌ বৈ বিজৃম্ভতে॥

যেরূপ সূর্য্যাতপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্ত্যাদিতে বিশেষরূপে প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ চিৎসম্বিদ্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান(১) থাকিলেও দেহ-মধ্যেই চঞ্চলভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৪১।

চেতনাচেতনং ভূতজাতং ব্যোম তথাখিলং।
সর্ব্বং চিন্মাত্রং সন্মাত্রং শূন্যমাত্রং যথা নভঃ॥

যেরূপ শূন্যমাত্র পদার্থ নভ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ কি চেতন, কি অচেতন, সমুদায় প্রাণী এবং নিখিল অন্তরীক্ষ, সকলই সেই সৎস্বরূপ চিন্মাত্র॥ ঐ ৪৪।

(১) সেই চিদ্বস্তু মূর্চ্ছিতাদিতে নষ্ট (অদর্শন-প্রাপ্ত), দেব মনুষ্যাদিতে স্পষ্ট এবং বৃক্ষাদিতে প্রচ্ছন্ন-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে চিৎসম্বিদ্ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন॥

তদ্ধি চিন্মাত্রসন্মাত্রমবিকারমনাময়ম্।
ক্বচিৎ স্থিতংসংবিদেব ভূততন্মাত্রপঞ্চকং॥

অতএব, সেই সৎস্বরূপ বিকার-রহিত অনাময় চিন্মাত্র কখন ভূত-তন্মাত্ররূপে পঞ্চীকৃত হইয়া অব-স্থিতি করেন॥ যো-বা-রা ৬।৮০।৪৫।

তৎপঞ্চধা গতং দ্বিত্বং লক্ষ্যসে ত্বং স্বসংবিদঃ।
অন্তর্ভূতবিকারাদি দীপাদ্দীপশতং যথা॥

সেই সৎস্বরূপ চিন্মাত্র প্রাণাদি পঞ্চক, অর্থাৎ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই পঞ্চধা-গত হইয়া দীপ হইতে শত দীপের ন্যায় জন্মাদি বিকার ও জাগ্রদাদি অবস্থাভেদবিশিষ্ট অসংখ্য জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; (তুমি তাহা-তেই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ) (১) ॥ ঐ ৪৬।

(১) সেই সৎস্বরূপ চিন্মাত্র পঞ্চীকরণদ্বারা দেব, মনুষ্য ও তির্য্যকাদিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। "প্রাণাদি পঞ্চক ঘটিত লিঙ্গদেহ প্রাধান্য বশতঃ দেব মনুষ্যাদি মুখ্য চেতন ; তির্য্যকাদির লিঙ্গ এবং স্থূল দেহের সমপ্রাধান্য হেতু জড়, এবং স্থাবরাদির লিঙ্গদেহের অন্তঃসংবেদন মাত্র হেতু ও বাহ্য চেতনের অভাব হেতু উহারাও জড় নামে প্রসিদ্ধ। ফলতঃ এই চিৎ নর, তির্য্যক ও স্থাবরদেহে চঞ্চলরূপে, অর্থাৎ কখন ঈষচ্চঞ্চল ও কখন জড় এইরূপে অবস্থিতি করেন। সেই প্রাণাদি পঞ্চক বিকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া ঘৃত সমুদ্রের ন্যায় এখানে স্থির এখানে চঞ্চল এইরূপে অবস্থিতি করেন। প্রাণাদি পঞ্চক যখন দেহাদি আকারে পরিণত হন, তখন স্পন্দ এবং চৈতন্য দ্বারা জীবনামে কথিত হন ; শৈলাদিতে জড়-রূপে ও স্থাবরাদিতে স্বভাববশত অনিলরূপে বিহার করেন। প্রাণাদি পঞ্চক বাসনার অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক

যথা স্ফুরত্যতিজড়ময়োঽয়স্কান্তসন্নিধৌ।
তথা স্ফুরতি জীবোঽয়ংসতি সর্ব্বগতে পরে॥

যেরূপ অয়স্কান্ত সন্নিধানে অত্যন্ত জড়ত্ত প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ এই জীব সেই সর্ব্বগত পরম বস্তু যুক্ত হইয়াই স্ফুরিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৬।

সর্ব্বস্বয়াত্মশক্ত্যৈব জীব এষ স্ফুরত্যলং।
মুকুরোবিম্বমাদত্তে দ্রব্যাত্মস্থিতাদপি॥

মুকুর যেরূপ দ্রব্যস্বভাবে অবস্থিত না হইয়াও প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বগামী আত্মশক্তি (মায়াশক্তি) প্রভাবে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে॥ ঐ ৭।

প্রবিস্মৃতস্বভাবত্বাজ্জীবোঽয়ং জড়তাং গতঃ।
মোহাদ্বিস্মৃতভাবত্বাচ্ছূদ্রতামিব সদ্দ্বিজঃ॥

সৎদ্বিজ যেরূপ মোহবশতঃ স্বীয় দ্বিজভাব বিস্মৃত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই জীব মোহবশত স্বীয় স্বভাব বিস্মৃত হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৩২। ৮।

প্রবিস্মৃতস্বভাবা হি চিচ্চিত্তত্বমুপাগতা।
মোহোপহতচিত্তত্বাৎস্বমহানিব দীনতাং॥

যেরূপ মোহবশত মহাত্মাগণেরও চিত্ত দৈন্যভাব ধারণ করে, সেইরূপ স্বীয় স্বভাব বিস্মৃত হইলে চিৎও চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ চৈতন্যেরও মালিন্য জন্মিয়া থাকে॥ ঐ ৯।

জড়য়াবশয়া দেহো বাতশক্তিসমানয়া।
সঞ্চাল্যতে ভদনয়া বারীব বীচিমালয়া॥

তরঙ্গমালা যেরূপ জলকে সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ এই চিৎ বায়ুশক্তি দ্বারা জড় ও অবশ দেহকে সঞ্চালিত করে, অর্থাৎ প্রাণশক্তিদ্বারা জীবদেহ সঞ্চালিত হয়॥ ঐ ১০।

কর্ম্মাত্মনা বরাকেণ জীবেন মনসামুনা।
চাল্যন্তে দেহযন্ত্রানি পাষাণা ইব বায়ুনা॥

যেরূপ লৌকান্তন্তনিবদ্ধ দীর্ঘ বস্ত্রগত বায়ু দ্বারা নৌকা সহিত তদাভ্যন্তরস্থ পাষাণ বিচলিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাত্মা মূঢ় জীব মনন শক্তিদ্বারা এই দেহযন্ত্রকে অভিমত দেশে সঞ্চালিত করে॥ ঐ ১১।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থান করেন। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি স্থাবর জাতি প্রভৃতি প্রসুপ্ত বাসন; নর সুরাদি ঈষৎ প্রবুদ্ধবাসন; তির্য্যক প্রভৃতির চিত্ত স্বীয় বাসনাদ্বারা আবিল এবং মোক্ষভাগিদিগের চিত্ত বাসনারহিত। বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ দেবনরাদি রাশিপঞ্চক আকাশ ও ভূমি গমনাদি বিচিত্র ব্যবহারে সক্ষম ও কল্পিত হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া দেব নরাদি যোগ্য মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শ প্রভৃতি সাঙ্কেতিক ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে পশুগণ চারিপাদ, শৃঙ্গ ও পুচ্ছ; পক্ষীগণ চঞ্চু, দুই পক্ষ ও দুই পাদ; সর্প সকল ফণা, আভোগ এবং পুচ্ছ, প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কৃমিকীটাদির স্ব স্ব বাসনানুরূপ ব্যবহারযোগ্য অবয়ব সঙ্কেতিত হইয়াছে।" যো বা রা ৬।৮০ অঃ।

শরীরশকটানাং হি কর্ষণে পরমাত্মনা।
মনঃপ্রাণোদয়ৌ ব্রহ্মন্ কৃতৌ কর্ম্মকৃতৌ দৃঢ়ৌ ॥

হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মা শরীর-শকটকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মন এবং প্রাণ এই দুইটি দৃঢ় বলীবর্দ্দকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥

যো-বা-রা৬।৩২।১২।

চিজ্জড়ং তুররীকৃত্য রূপং জীবত্বমেত্য চ।
মনোরথমুপারুহ্য বহৎপ্রাণতুরঙ্গমং ॥

চিৎ, জড়কে বিস্তার করিয়া পশ্চাৎ রূপ এবং জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনোরূপ রথে আরোহণ করত প্রাণরূপ তুরঙ্গমকে সঞ্চালিত করিতেছেন ॥ ঐ ১৩।

কচিজ্জাতপদার্থত্বং কচিন্নষ্টপদার্থতাং।
কচিদ্বহুপাদার্থত্বং কচিদেকপদার্থতাং ॥

চিৎ, স্বীয় পদ পরিত্যাগ না করিয়া কখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে জাত পদার্থত্ব, সুষুপ্ত সময়ে নষ্ট-পদার্থত্ব, কখন বহুপদার্থত্ব ও কখন বা একপদার্থত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥

ঐ ১৪।

উপজীব্যাত্মনোরূপং পরং স্ফুরতি বৃত্তিষু।
আলোকমুপজীব্যেমং রূপশ্রীর্দৃশ্যগা যথা ॥

রূপশ্রী যেরূপ আলোক অবলম্বন করিয়া দৃশ্যগামিনী হয়,সেইরূপ চিৎ আত্মরূপ অবলম্বন করিয়া ব্যবহার বিষয়ে মনোবৃত্তিতে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ৬।৩২।১৫।

পরমাত্মনি চিত্তত্বে স্থিতে সতি নিরাময়ে।
জীবো জীবতি সলোকং দীপে সতি গৃহংযথা ॥

দীপ বিদ্যমান থাকিলে গৃহ যেরূপ আলোকযুক্ত থাকে, সেইরূপ নিরাময় পরমাত্মা চিত্তে অবস্থান করিলে জীব জীবিত থাকে, অর্থাৎ তখন পরমাত্মা জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ঐ ১৬।

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব প্রযান্ত্যস্য প্রপীনতাং।
অপামিব তরঙ্গত্বং বীচিত্বস্যেব ফেনতা ॥

তখন জল হইতে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় ও বীচির ফেনতাপ্রাপ্তির ন্যায় চিত্ত হইতে আধিব্যাধি সমুদায় উৎপন্ন হইয়া এই জীবকে আক্রমণ করে ॥ ঐ ১৭।

আধিব্যাধিভিরাকীর্ণশরীরাম্ভোজষট্পদঃ।
জীবো বৈষম্যমায়াতি তরঙ্গত্বে যথা পয়ঃ ॥

জল হইতে যেরূপ তরঙ্গের উদ্ভব হয়, সেইরূপ শরীর-পদ্মের ষট্পদতুল্য জীব আধিব্যাধি দ্বারা দৈন্যদুঃখাদিরূপ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৮।

চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্বাহং চিদিতি ভাবনাৎ।
অত্র সৈবেতি বৈবশ্যং সূর্য্যোদীপ্তেরিবাম্বুদৈঃ ॥

দিবাকর যেরূপ মেঘবৃন্দদ্বারা তিরোধানাদি বিবশতা প্রাপ্ত হয়,

সেইরূপ চিচ্ছক্তি সর্ব্বশক্তিত্বপ্রযুক্ত "আমি চিৎ নহি" এই ভাবনা বশত বৈবশ্য প্রাপ্ত হন॥

যো-বা-রা ৬।৩২।১৯।

বৈবশ্যাচ্চরতী মৌঢ়্যান্ন বিন্দত্যাত্মসংবিদং।
ঘনজাড্যপরাভূতঃ স্বাঙ্গাবদলনং যথা॥

যাদৃশ অত্যন্ত মদিরোন্মত্ত পুরুষ জড়তাভিভূত হইয়া খড়্গাদি দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ছেদন করিয়া তদ্বেদনা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ চিৎ বৈবশ্যতা প্রযুক্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া বিবিধ যোনি ধারণ করিলেও আত্মসংবিদ্‌কে অবগত হইতে পারে না॥ ঐ ২০।

প্রাপ্য চাপ্যনুসন্ধানমস্যামোহো বিনশ্যতি।
ঘনমোহরতো জন্তুঃস্বকার্য্যাস্মরণং যথা॥

মদোন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ কাল-ক্রমে স্বকর্ম্ম স্মরণ করিয়া নির্ম্মদ হয়, সেইরূপ অনুসন্ধানদ্বারা এই চিতের মোহ বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ঐ ২১।

যদাঙ্গসংবিদাং বাতস্পন্দশক্তিঃ প্রমোষতঃ।
ন করোত্যনুসন্ধানং কুষ্ঠী স্পন্দৈষণংযথা॥
অসম্বিৎ স্পন্দতো দেহে পদ্মপত্রংহৃদি স্থিতং।
ন স্ফুরত্যপরামৃষ্টং দারুপাত্রং যথা বহিঃ॥

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ গলিত অঙ্গুল্যাদির স্পন্দন চেষ্টা করে না, তদ্রূপ যখন প্রাণস্পন্দ-শক্তি অঙ্গপ্রবিষ্ট জীবশক্তির অনু-সন্ধান না করে, তখন, যাদৃশ যজ্ঞ-স্থলে যাজ্ঞিকেরা স্পর্শ না করিলে দারুপত্র স্পন্দিত হয় না, তাদৃশ অজ্ঞান-স্পন্দন-নিবন্ধন হৃৎপদ্মপত্র প্রাণসঞ্চার দ্বারা আর কম্পিত হয় না॥ যো-বা-রা ৬।৩২।২২-২৩।

নিঃস্পন্দে পদ্মপত্রেহন্তঃ প্রাণাঃ শান্তিংপ্রযান্ত্যমী।
তালবৃন্তে যথা স্পন্দে বহিঃ পবনশক্তয়ঃ॥

যেমন তালবৃন্ত স্পন্দিত না হইলে বাহ্য পবনশক্তি স্পন্দিত হয় না, তদ্রূপ হৃৎপদ্মের অন্তর অস্পন্দিত থাকিলে প্রাণ সমুদয় শান্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ২৪।

প্রাণে শান্তে তরস্পর্শে জীবো নিষ্পূর্ণমূকতাং।
যাতি শান্তে নভোবায়ৌ ন দৃশ্যন্তংযথা রজঃ॥

বায়ু শান্ত হইলে যেরূপ আকাশ-মণ্ডলে রজঃ দৃশ্য হয় না, সেইরূপ প্রাণ শান্ত হইলে জীব পূর্ণতা এবং সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জীব, নাম ও উপাধি-লয়-নিবন্ধন কারণাত্মা প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ২৫।

বিরজঃবিগতাধারং মনো হি শিষ্যতে মুনে।
তিষ্ঠত্যাত্মপদংলব্ধা জলাদিতরুবীজবৎ॥

হে মুনে! তখন জলাদিতে বৃক্ষ-বীজের অবস্থিতির ন্যায়,মন মালিন্য-রহিত ও আধার শূন্য হইয়া আত্ম-পদ লাভ করিয়া স্থিতি করে॥

ঐ ২৬।

ইতি বৈকল্যমায়াতৈঃ কারণৌঘৈঃ সমং ততঃ।
পুর্য্যষ্টকে শমং যাতেদেহঃ পততি নিশ্চলঃ॥

তদনন্তর এই প্রকার বৈকল্য-প্রাপ্ত কারণসমূহদ্বারা পুর্য্যষ্টক শমতা প্রাপ্ত হইলে, দেহ বিকল ও নিশ্চল হইয়া পতিত হয় (১)॥

যো-বা-রা ৬।৩২।২৭।

দেহে পুর্য্যষ্টকং যাবদস্তি তাবৎ স জীবতি।
শান্তেপুর্য্যষ্টকে দেহো মৃত ইত্যুচ্যতে দ্বিজ॥

দেহে যাবৎ পুর্য্যষ্টক বিদ্যমান থাকে, তাবৎ দেহ জীবিত থাকে। হে দ্বিজ! পুর্য্যষ্টক শান্ত হইলেই দেহী মৃত নামে অভিহিত হয়॥

ঐ ২৮।

বিরুদ্ধমলসংরোধাচ্ছেদভেদদশাবশাৎ।
ন প্রস্ফুরতি হৃৎপদ্মযন্ত্রমভ্যন্তরে যদা॥
তদা পুর্য্যষ্টকং শান্তিমুপৈতি গগণে শনৈঃ।
সংরোধিতে বাতযন্ত্রে যথা পবনসন্ততিঃ॥

পরস্পর বিরুদ্ধ বাত, পিত্ত ও কফ-রূপ মলের প্রকোপ এবং শস্ত্রদ্বারা ছেদ ভেদাদি কারণ বশতঃ যখন হৃৎপদ্মযন্ত্র দেহাভ্যন্তরে প্রস্ফুরিত না হয়, তখন যেরূপ ব্যজন বিনিবারিত হইলে বায়ু প্রশান্তভাব ধারণ করে, সেইরূপ পুর্য্যষ্টক ক্রমে ক্রমে আকাশে শান্তি লাভ করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৩২।২৯-৩০।

বাসনাবিমলা যেষাং হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
স্থিরৈকরূপজীবাস্তে জীবন্মুক্তাশ্চিরায়ুষঃ॥

যাহাদের নির্ম্মল বাসনা হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়, তাহারাই চিরকাল দীর্ঘায়ু হইয়া জীবন্মুক্ত-ভাবে একরূপে অবস্থিতি করে॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৩১।

সুচিরাভ্যস্তভাবস্থ বাসনাগ্রথিতং মনঃ।
যত্র যত্র ভ্রমৎস্বর্গনরকাদি প্রপশ্যতি॥

বাসনাবিশিষ্ট মন চিরকাল যে ভাব অভ্যাস করে, তাহাতেই জড়িত হইয়া স্বর্গ ও নরকাদি দর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে থাকে॥ ঐ ৩২।

শরীরং শবতামেতি মনোমারুতবর্জ্জিতং।
গতে গৃহজনে দূরং গৃহং সংশূন্যতামিব॥

গৃহস্থ ব্যক্তিরা দূরগত হইলে গৃহের শূন্যতার ন্যায় শরীর মনো-মারুত বর্জ্জিত হইলেই শব হইয়া যায়॥ ঐ ৩৩।

সর্ব্বগা চিচ্চেতনতো জীবীভূয় মনঃ স্থিতা।
পুর্য্যষ্টকবপুর্ভূত্বা সাতিবাহিকদেহিনী॥

সর্ব্বগা চিৎ চেতনের অনুপ্রবেশ বশত জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন স্বরূপে অবস্থিতি করেন; তদনন্তর পুর্য্যষ্টক বপু হইয়া আতিবাহিক দেহ (১) ধারণ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৩৪।

(১) এইরূপে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, হৃৎপদ্মযন্ত্রের স্ফুরণ হেতু পুর্য্যষ্টক স্ফুটরূপে প্রকাশিত ও হৃৎপদ্মযন্ত্র রুদ্ধ হইলে পুর্য্যষ্টক ক্ষয় হইয়া যায় এবং পুর্য্যষ্টক ক্ষয় হইলেই দেহ নিশ্চল হইয়া পড়ে।

(১) মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, দশেন্দ্রিয় ও প্রাণ-ঘটিত বাসনাময় সূক্ষ্ম দেহ।

তন্মাত্রপঞ্চকং চিত্তং ক্রোড়ীকৃত্য ব্যবস্থিতা।
স্বপ্নভ্রমবদাকারং ভাবাৎস্থূলং প্রপশ্যতি ॥

পশ্চাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রময় চিত্তকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিতি পূর্ব্বক স্বপ্নভ্রমের ন্যায় স্থূলভাব দর্শন করিয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ৬।৩২।৩৫।

দৃঢ়ভাবনয়া পশ্চাত্তত্রৈব রসশালিনী।
আতিবাহিকদেহত্বং বিস্মরত্যখিলং ক্ষণাৎ ॥
অসত্যেব শরীরেঽস্মিন্ কৃতকৃত্রিমভাবনা।
নয়ত্যসত্যং সত্যত্বং সত্যং চাসত্যতামপি ॥

অনন্তর দৃঢ়ভাবনা দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক ভাব বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে এই অসত্য স্থূল শরীরে কৃত্রিম ভাবনা করত এই অসত্য জগৎকে সত্যস্বরূপে ও সত্য ব্রহ্মভাবকে অসত্যরূপে স্বীয় প্রতীতি যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন ॥

ঐ ৩৬-৩৭।

সর্ব্বগা হি চিদংশেন জীবীভূয়াভবন্মনঃ।
মনঃ পুর্য্যষ্টকরথমাক্রামতি ততোজগৎ ॥

সর্ব্বগামিনী চিৎ অংশদ্বারা অগ্রে জীব হইয়া পরে মন, মন পুর্য্যষ্টক দেহ, তদনন্তর জগৎরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৩৮।

পুর্য্যষ্টকং বাতময়ং দেহমুত্থাপয়ত্যলং।
হৃৎস্পন্দি বেতাল ইব জীবতীত্যুচ্যতে তদা ॥

যখন সেই চিৎ পুর্য্যষ্টক সূত্রভূত প্রাণপ্রচুর দেহ উত্থাপিত করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তখন বেতালাক্রান্ত শবের ন্যায় দেহ স্পন্দিত হইতে থাকে, বুধগণ তাহাকেই জীবিত বলিয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৩৯।

ক্ষীণে পুর্য্যষ্টকে চিত্তং যদা ব্যোমনি লীয়তে।
তদা স্ফুরতি দেহোঽয়ং মৃত ইত্যুচ্যতেঽপি চ ॥

আবার, পুর্য্যষ্টক ক্ষীণ হইলে, যখন চিত্ত আকাশে লীন হয়, তখন কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি অচেতনের ন্যায় এই দেহকে মৃত বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন ॥ ঐ ৪০।

স্বভাববশতো জীবো বিস্মৃত্যাশক্তিমৃচ্ছতি।
বৈবশ্যাৎকালবশতঃ পর্ণং জজ্জরতামিব ॥

জীব স্বভাববশতঃ স্বকীয় অজরামর ব্রহ্মরূপকে বিস্মৃত হইয়া শক্তিহীনতা প্রাপ্ত হইলে বিবশতাপ্রযুক্ত কালবশে বৃক্ষপত্রের ন্যায় জীর্ণ হইতে থাকে ॥ ঐ ৪১।

জীবশক্ত্যা পরামৃষ্টে নিরুদ্ধে পদ্মযন্ত্রকে।
প্রাণে সংরোধমায়াতে ম্রিয়তে মানবোমুনে ॥

হে মুনে! হৃৎপদ্মযন্ত্র জীবসম্বন্ধিনী শক্তিদ্বারা অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট) হইয়া সঙ্কলনে নিরুদ্ধ হইলেও প্রাণসংরোধ উপস্থিত হইলে, মানব মৃত্যুর অধীন হয় ॥

ঐ ৪২।

প্রাণহীনং পরিস্পন্দং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি মূকবৎ।
চালনী পাবনী শক্তিঃ শক্তিঃ সংবেদনী চিতিঃ॥

চিৎদেহের চলনানুকূল ক্রিয়াশক্তি ও পবনপ্রযুক্তা সম্বেদনীশক্তিসম্পন্না। তিনি প্রাণ বিহীন হইয়া স্পন্দনশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূকের ন্যায় অবস্থিতি করেন॥ যো-বা-রা ৬।৩৫।৭।

সা মূর্ত্তা খাদপি স্বচ্ছা সসত্ত্বৈবাত্র কারণং।
বিনশ্যতঃ প্রাণদেহৌ বিয়োগান্মরুদেব চ॥

সেই ক্রিয়াশক্তি মূর্ত্তিবিহীন, আকাশ হইতেও নির্ম্মল, সৎসত্ত্বাই ইহার কারণ। প্রাণ এবং দেহ বিনষ্ট হইলে, ইহা বায়ুর ন্যায় দেহ হইতে বিনির্গত হয়॥ ঐ ৮।

চিদাত্মা খাদপি স্বচ্ছো ন বিনশ্যতি কিংভ্রমৈঃ।
মনঃ প্রাণময়ে দেহে চিত্তত্বং পরিজায়তে॥

চিদাত্মা আকাশ হইতেও স্বচ্ছ, তিনি কোন ক্রমেই বিনাশ প্রাপ্ত হন না। (স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলে, তিনি মন ও প্রাণময় (সূক্ষ্ম) দেহে চিত্তরূপে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৯।

মুকুরে হ্যমলাভাসে প্রতিবিম্বং প্রবর্ত্ততে॥
যথা নাস্তি মলোপেতে মুকুরে মুনিনায়ক।
তথা নাস্তি গতপ্রাণে বিদ্যমানেঽপি দেহকে॥

নির্ম্মল মুকুরেই বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। হে মুনিনায়ক! যেরূপ মলোপেত মুকুরে প্রতিবিম্ব নিপতিত হয় না, তদ্রূপ গতপ্রাণ দেহ বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায় না, (সুতরাং ক্রিয়াশক্তিও থাকে না)॥

যো-বা-রা ৬।৩৫।১০-১১।

যথা জাতানি জাতানি চান্যান্যন্যানি কালতঃ।
বৃক্ষাৎপত্রাণি শীর্য্যন্তে শরীরাণি তথা নৃণাং॥

জীব যে যে রূপে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, কালবশতঃ তাহাতেই জরা-মরণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে পর্ণের ন্যায় তাঁহার সেই শরীর বিশীর্ণ হইবেক॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৪৩।

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ শরীরাণি শরীরিণাং।
পাদপানাঞ্চ পর্ণানি কা তত্র পরিবেদনা॥

শরীরিগণের শরীর পাদপপর্ণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জাত ও মৃত হয়, অতএব তাহাতে পরিবেদনা কি?॥

ঐ ৪৪।

চিদম্বুধৌ স্ফুরন্ত্যেতা দেহবুদ্বুদপংক্তয়ঃ।
ইতশ্চান্যা ইতশ্চান্যা এতা স্বাস্থা ন ধীমতঃ॥

চিৎস্বরূপ অম্বুধিতে এই সমস্ত দেহরূপ বুদ্বুদ পংক্তি এখানে এক প্রকার, ওখানে অন্য প্রকার এই-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ধীমান্ ব্যক্তিরা ইহাতে আস্থা করিবেন না॥ ঐ ৪৫।

সর্ব্বগাপি চিদেতস্মিংশ্চেতসিপ্রতিবিম্বতি।
পদার্থমন্তরাদন্তে স্থান্যো হি মুকুরাদৃতে॥

সর্ব্বগামিনী চিৎই এই চিত্তে

অবস্থিতি করিয়া প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতেছেন, মুকুর ব্যতীত আর কে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে॥

যো-বা-রা ৬।৩২।৪৬।

চিদমলনভসি প্রযত্নরূপাঃ
পরিবিততে তদস্ময়াঃস্ফুরন্তি।
কলকলমুখরাঃ স্ফুটাভিরামা
বিবিধশরীর বিমোহতাপনায়॥

পূর্ণ চিৎস্বরূপ নির্ম্মল নভঃপ্রদেশে পূর্ব্বতন শুভাশুভ প্রযত্নে পরিণত দেহ সমুদয় সুখদুঃখভোগনিবন্ধন কোলাহলদ্বারা মুখর হইয়া বিবিধ শরীরধারী (জীবের) মোহসন্তাপ প্রদানের নিমিত্তই প্রকাশ পাইতেছে॥ ঐ ৪৭।

সঞ্জাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়াবিসর্জ্জিতাঃ।
আধিক্যেঃ সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তিহিবিদ্যতে॥

এই দেহাদি সমস্তই স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ন্যায় মিথ্যা এবং বিকৃত দেহাদি যেমন মায়াদ্বারা স্থাপিত হয়, এই দেহও সেই প্রকার অবিদ্যারূপ আত্মমায়াদ্বারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তির্য্যগাদির দেহ হইতে দেবাদি দেহের পূজ্যতমত্ব থাকিলেও তাহাতে গুণের কোন আধিক্য দেখা যায় না। তির্য্যগাদির দেহের ন্যায় দেবাদির দেহও পাঞ্চভৌতিক ও অসত্য, অতএব ইহাদিগের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। আর, যদি সকল দেহই সমান বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাতে কোন অনুপপত্তি দৃষ্ট হয় না॥ মা-উ ৩।১০।

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাস্তৈত্তিরীয়কে।
তেষামাত্মা পরো জীবঃ খংযথা সম্প্রকাশিতঃ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বর্ণিত আছে, আত্মা সেই পঞ্চকোষের অভ্যন্তরবর্ত্তী এবং অধীশ্বর, যেহেতু আত্মাদ্বারাই পঞ্চকোষবিশিষ্ট প্রাণীগণ জীবিত থাকে। সেই আত্মা আকাশের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। তিনি নিত্য পদার্থ, তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কেবল পঞ্চকোষেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব সেই আত্মাকেই জীব বলা যায়, ফলতঃ আত্মা ও জীব পৃথক্ পদার্থ নহে॥

মা-উ ৩।১১।

ন পরাণুর্ন চ স্থূলঃ ন শূন্যঃ ন চ কিঞ্চন।
চিন্মাত্রং স্বানুভূত্যাত্ম সর্ব্বগং জীব উচ্যতে॥

জীবের পারমার্থিক রূপ সূক্ষ্ম বা স্থূল নহে; শূন্য বা কিঞ্চিন্মাত্র নহে; উহা চৈতন্যময় এবং স্বকীয় আত্মার অনুভবশালী; সর্ব্বগত সেই সদ্বস্তুই জীব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

ইহ চামুত্র সদ্রূপান্নান্যথা ভবতি ক্বচিৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তেচ দেহকুম্ভাঃ সহস্রশঃ॥

দেহকুম্ভের সহস্রবার উৎপত্তি ও মৃত্যু সঙ্ঘটন হইলেও ইহ ও পরকালে (শোষণ, দহন, ক্লেদন ও ভেদনাদি বিকার ভাব দ্বারা) সেই স্বরূপের কখনও অন্যথা ঘটে না॥

যো-বা-রা ৬।৫৪৮।১৪।

দেহনাশে মহাবাহো ন কিঞ্চিদপি নশ্যতি।
আত্মনাশো হি নাশঃ স্যান্ন চাত্মা নশ্যতি ধ্রুবঃ॥

—হে মহাবাহো! জন্মাদি বিকারবিশিষ্ট দেহের নাশ হইলে কিছুই নষ্ট হয় না; আত্মার নাশকেই নাশ বলিয়া বোধ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মা সত্য, তাহা বিনষ্ট হয় না(১)॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।৩।

এবমেতন্মহাবাহো ন কিঞ্চিৎ নশ্যতি ক্বচিৎ।
আত্মৈবাত্মাবিনাশাত্মা কিন্তস্য ক বিনশ্যতি॥

(যদি বল, ঐরূপ হইলে দেহাত্মবুদ্ধি লোকদিগের দেহ নাশে তাহাদের কোন ইষ্ট বস্তুর বিনাশ হয় না, তন্নিমিত্ত কহিতেছেন যে)—হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে তাহাই সত্য, কদাচ কিছুই বিনষ্ট হয় না; যখন একমাত্র অবিনাশী আত্মাই আছেন, তখন তাঁহার কি বিনষ্ট হইবে॥ যো-বা-রা ৬।৫৫।৭।

ইদং নষ্টমিদং যুক্তমিতি মোহভ্রমাদৃতে।
অন্যত্তথা ন পশ্যামি বন্ধ্যা স্ত্রী তনয়ংযথা॥

ইহা নষ্ট হইল, বা ইহা লাভ হইল, এইরূপ দর্শন বন্ধ্যা স্ত্রীর তনয়ের ন্যায় মোহভ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না॥ ঐ ৮।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অসতের বিদ্যমানতা ও সতের অবিদ্যমানতা নাই, এই উভয় বিষয় তত্ত্বদর্শীরাই দর্শন করেন, মূঢ়েরা নহে॥ ঐ ৯।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥

যে বস্তু দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই অবিনাশী; কেহই এই অব্যয় বস্তুর নাশ করিতে সমর্থ হয় না॥ ঐ ১০।

---

(১) আত্মা নির্ব্বিকার, তাঁহাতে ভেদাভেদ বিকারের নামমাত্রও নাই। অতএব দেহ নষ্ট, ক্ষত ও ক্ষীণ হইলে আত্মার তাহাতে ক্ষতি কি? ভস্ত্রা দগ্ধ হইলে কি কখন ভস্ত্রাপুর (বায়ু) নষ্ট হয়? যেমন পুষ্প নষ্ট হইলে কোন প্রকার গন্ধ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ এই দেহ পতিত বা উদিত হউক, আমাদিগের তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। এই দেহ পতিত, উদিত বা গগণান্তরে জাত হউক, আত্মা সকল অবস্থাতেই উত্তম রূপসম্পন্ন, অতএব আত্মার তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। যখন এই আত্মা কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত বা গত হয় না, তখন আমাদিগের দেহ নাশে পরিতাপের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। জীবগণের আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে এই সংসারবিহারী মনও বিনষ্ট হয় না। যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে তদন্তর্গত আকাশ আকাশে বিচলিত হয়, তদ্রূপ দেহ বিচলিত হইলে আত্মা সেই পরমাকাশে বিলীন হয়।

আত্মা চৈকোঽস্তি ন দ্বিত্বমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ।
অবিনাশস্ত্বনন্তোঽসৌ সতোনাশো ন বিদ্যতে॥

একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান আছেন, অসৎ দ্বিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি অবিনাশী ও অনন্ত; সেই সদ্বস্তুর কিছুতেই বিনাশ নাই॥ যো-বা-রা ৬।৫৫।১২।

অনন্তচিদ্ঘনানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতে দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ কোবদ্ধঃ কোঽর্থমুচ্যতে॥

যাঁহার অন্ত নাই এবং যিনি চিদ্ঘন আনন্দমাত্র ও নির্ব্বিকল্প, সেই আত্মার দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু তিনি কি কারণে কাহা দ্বারা বদ্ধ হইবেন? অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ অনন্ত আত্মার বন্ধন ও মোচন কখনই সম্ভবে না॥

যো-বা-রা ৩।১০২।৭।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

সেই চিন্ময় আত্মার নাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, সাধনা নাই এবং মুক্তির ইচ্ছাও নাই, ইহাই পারমার্থিক॥

প-দ ৬।২৩৫।

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খম্মনোবুদ্ধিরেব চ।
এতত্তন্মাত্রজালাত্মা জীবো দেহেষু তিষ্ঠতি॥

(যদি বল, "আমি মৃত" এইরূপ ভাবাপন্ন নরগণের কি প্রকারে নিয়তির অনুসারে কৃতান্তের নিকট স্থিতি হয় এবং কি প্রকারেই বা লোকের স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ হয়? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন যে)—জীব ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এই সমস্ত তন্মাত্রাত্মা হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিতি করেন॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।১৫।

স কৃষ্যতে বাসনয়া রজ্জেব পশুপোতকঃ।
স তিষ্ঠতি শরীরান্তঃ পঞ্জরে বিহগো যথা॥

পশুচালক যেরূপ পশুগণকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া মনোমত দিকে প্রচালিত করে, তদ্রূপ সেই জীব বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর ধারণ করত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষির ন্যায় শরীরা-ভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ১৬।

স কালদেশতো দেহাজ্জর্জরত্বমুপাগতাৎ।
বাসনাবশতো যাতি প্লক্ষপর্ণাদ্রসো যথা॥

যেরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্র হইতে রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব স্বকীয় বাসনার অধীন হইয়া দেশকাল-নিবন্ধন এই দেহ জর্জ্জরী-ভূত হইলে পুনরায় নূতন শরীর সমাশ্রয় করে॥ ঐ ১৭।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

পুষ্প হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের

ন্যায় সেই জীব পূর্ব্ব শরীর হইতে চক্ষু, শ্রোত্র, স্পর্শন, রসন এবং ঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় জাত হয়॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।১৮।

বাসনাবান্ পরাপুষ্টো ভূত্বা ভ্রাম্যতি যোনিষু।
জীবো ভ্রমভরাভারো মায়াপুরুষকো যথা॥

বাসনাবিশিষ্ট জীব, আত্মভূত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও ভ্রম-ভারাচ্ছন্ন হইয়া ঐন্দ্রজালিক পুরুষের আকাশে ভ্রমণের ন্যায় যোনি পরম্পরা ভ্রমণ করে॥ ঐ ১৯।

অক্ষস্বভাবানখিলাঞ্ছরীরাদ্বাসনাবশঃ।
জীবো গৃহীত্বা সংযাতি পুষ্পাদ্গন্ধমিবানিলঃ॥

কুসুম হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় বাসনার বশীভূত জীব, শরীর হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব, অর্থাৎ রূপ রসাদি শক্তি সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে॥ ঐ ২০।

দেহো নিস্পন্দতামেতি জীবে কৌন্তেয় নির্গতে।
নিস্পন্দাবয়বাভোগঃ শান্তবাত ইব দ্রুমঃ॥

হে কৌন্তেয়! জীব দেহ হইতে নির্গত হইলে পর, সমীরণ শান্তভাব অবলম্বন করিলে বৃক্ষের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার ন্যায় দেহ নিস্পন্দ হইয়া যায় এবং তাহার ভোগাদি বিনিবৃত্ত হয়॥ ঐ ২১।

অচেষ্টংছেদভেদাদি দোষৈরায়াত্যদৃশ্যতাং।
মৃত ইত্যুচ্যতে তেন দেহো বিগতজীবিতঃ॥

বিগতজীব দেহকে ছেদ ভেদাদি যে কোন দোষেই ইহাকে লিপ্ত কর, তখন তাহার আর কোন চেষ্টাই থাকে না; এই হেতু তাহাকে "মৃত" বলে॥ যো-বা-রা ৬।৫৫।২২।

মরণং সর্ব্বনাশাত্ম ন কদাচন বিদ্যতে।
স্বসংকল্পান্তরস্থৈর্য্যং মৃতিরিত্যভিধীয়তে॥

মনুষ্যের মৃত্যু হইলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় নাশাত্মক পদার্থেরও মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা অজ্ঞানীদিগের ধারণা; কিন্তু তাহা হইতে পারে না; প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার পূর্ব্বসংকল্পের স্থিরতা অর্থাৎ পূর্ব্বভাববিস্মৃতিই মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণপ্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

মৃতে পুংসি নভোবাতৈ র্মিলন্তি প্রাণবায়বঃ।
সরিজ্জলৈ রিবাম্ভোধিজলান্যাত্মরূতানি হি॥

মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার প্রাণবায়ু, নদীর জল যেরূপ আপনার দ্রবভাব নিবন্ধন সমুদ্রের জলের সহিত মিলিত হয়, তাহার ন্যায় বহিঃস্থ নভোবায়ুর সহিত সমানস্বভাবপ্রযুক্ত সম্মিলিত হইয়া থাকে॥ ঐ।

খবাতেঽন্তর্মৃতপ্রাণা প্রাণানামন্তরে মনঃ।
মনসোঽন্তর্জ্জগদ্বিদ্ধি তিলে তৈল মিব স্থিতং॥

যাদৃশ তিলমধ্যে তৈলের অবস্থিতি, তাদৃশ আকাশ-বায়ুমধ্যে মৃতব্যক্তির প্রাণ বিরাজিত থাকে; প্রাণাভ্যন্তরে মনের অবস্থিতি এবং মনের অন্তরে জগতের অবস্থান (১)॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণপ্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

স জীবঃ প্রাণমূর্ত্তিঃখে যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে।
তৎতং স্ববাসনাভ্যাসাৎ পশ্যত্যাকারমাততং॥

সেই প্রাণমূর্ত্তি জীব আকাশে যেখানে যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই সেইখানে স্বকীয় পূর্ব্বাভ্যস্ত বাসনানুরূপ আকার দর্শন করেন॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।২৩।

অয়ং দেহো হি জীবেন ত্বসন্নেবাবলোকিতঃ।
অস্য নাশে ত্বমপ্যেবং পশ্য মা বা সুষুপ্তবৎ॥

জীব এই দেহকে অসৎ বলিয়া অবলোকন করেন না, অর্থাৎ ইহাকে সৎস্বরূপেই দর্শন করেন; কিন্তু ইহার নাশ হইলে তুমি ইহাকে তদ্রূপে দর্শন করিও না। তখন তুমি ইহাকে সুষুপ্তবৎ অর্থাৎ অচেতন পদার্থ বলিয়া দর্শন করিও॥ ঐ ২৪।

(১) একমাত্র মনেরই সঙ্কল্প হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ ও জগতস্থ পদার্থ সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং মনেতেই এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। "ব্রহ্মাত্ম স্বরূপ জগৎ সংস্থাপনের মনই একমাত্র কারণ। এই অনন্ত জগৎ চিত্ত স্বরূপ, তত্ত্বদর্শী জনগণ ইহাই অনুভব করিয়া থাকেন। চিত্তবিহীন ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়াও দেখেন না। সচিত্ত ব্যক্তিরাই শুভাশুভ বিষয় দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা অন্তঃকরণে হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করেন। আলোক যেমন রূপ প্রতীতির কারণ, মনও সেইরূপ অর্থ সকলের কারণ। যদি চিত্ত ব্যতিরেকে কিছু বিদ্যমান থাকে, তবে সেই চিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে জগৎ কিছুই নহে, যেহেতু বিলীনচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে সমুদায় জগৎ বিলীন; ফলতঃ বিলীনচিত্ত ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করেন। অতএব কেবল মনই আমাদিগের বিচার্য্য। সেই মন ব্যতিরেকে শুদ্ধ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা সকল পদের অতীত, সর্ব্বগ ও সকলের আশ্রয়। মন সেই আত্মার প্রসাদে সংসারে ধারিত হইতেছে। মনই শরীর সমুদায়ের কারণ এবং মনই জাত ও মৃত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা মনই বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং মন বিলয় প্রাপ্ত হইলে, পরম শ্রেয় (মুক্তি) লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মানুরক্ত মন ক্ষীন হইলে জীবগণ মুক্তি লাভ করত পুনরায় আর জাত হয় না। (যো-বা-রা ৩।৯৬—৯৭ অঃ) পরম তত্ত্বদৃঢ়রূপে অভ্যাস করিলে এই মন একবারেই শান্ত হইয়া যায়। আর মন শান্ত হইলে প্রাণও শান্তিপ্রাপ্ত হয়। কারণ, মনের স্পন্দন প্রাণ এবং প্রাণের স্পন্দন মন, এই উভয় পরস্পর পরস্পরের রথসারথিরূপে বিহার করে। ইহারা পরস্পর আধার আধেয় স্বরূপ, ইহাদিগের মধ্যে একের অভাব হইলে অপর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বায়ুস্পন্দন শান্ত হইলে যেরূপ গন্ধ প্রশান্ত হয়, মনস্পন্দন রহিত হইলে তদ্রূপ প্রাণবায়ুও প্রশান্ত হইয়া যায়। কিন্তু "মরণে মন বা প্রাণের নাশ হয় না, তখন সলিলে বিলীন সৈন্ধবের ন্যায় মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হইলে উহা বাসনাবিশিষ্ট আত্মার সহিত অবিদ্যাতে অবস্থিতি করে। যখন প্রাণ চেষ্টাশূন্য হইয়া এই শরীর পরিত্যাগ করে, তখন উহা ভাবি দেহ অনুভব করত বাহ্যাকাশে তাদৃশ দেহ ধারণের উপযোগি ভূততন্মাত্রের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে। সেই সেই ভূততন্মাত্র তাদৃশ বাসনা ও মনোবিশিষ্ট প্রাণের সহিত সঙ্গত হয়, ইতরের সহিত নহে। যেহেতু প্রাণ ভাবি দেহ বাসনা বিশিষ্ট হইয়াই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে, এইহেতু উহা দেহান্তরে সেই দেহ

যথৈব পশ্যতাকারাং স্তেষাং নাশাংস্তথৈব সঃ।
আদিসর্গে ভাবনয়া কিলৈষেবং বিভাবতঃ॥

দেখ, জীব যেরূপ আকার দর্শন করে (প্রাপ্ত হয়) তাহার নাশ হইলে পুনরায় তাহাই হয়; ফলতঃ সৃষ্টির আদিতে যিনি যেরূপ ভাবনা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।২৫।

তির্য্যক্ পুরুষ দেবাদে র্যো নাম সবিনশ্যতি।
যস্মিন্নেব প্রদেশেঽসৌ তদৈবেদংপ্রপশ্যতি॥

কি পশুপক্ষী, কি মনুষ্য, কি দেবতা, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা যে প্রদেশে যখন মৃত হয়, তাহারা সেই প্রদেশে তখন এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ২।৩।৮।

বাসনা বিশিষ্ট হইয়াই উৎপন্ন হয়। এবং যেমন কুসুম গন্ধ তিলমধ্যে প্রবেশ করত তিলান্তর্গত তৈলের সহিত সংযুক্ত হইলে যন্ত্রনিষ্পীড়নাদি দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণ দেহান্তরে সেই দেহান্তর্গত আকাশ ও বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দুঃখই অনুভব করে। যেরূপ জলবিশিষ্ট ঘট সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াও শান্তভাবে অবস্থিতি করে না, তদ্রূপ বাসনাযুক্ত মন কদাচ সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করে না। এবং সূর্য্যে যেরূপ তেজের অসম্ভব হয় না, সেইরূপ মনোবিহীন প্রাণ সম্ভাবিত নহে। মন জ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ প্রাণকে পরিত্যাগ করে না; যখন জ্ঞানদ্বারা বাসনা ক্ষয় হয়, তখন মন ও প্রাণ উভয়ই নাশপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রাণের আর স্পন্দশক্তি না থাকায়, উহা সমস্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানদ্বারা পদার্থ সমূহের অসৎভাব সমুদিত হয়; তদনন্তর বাসনার নাশ হেতু প্রাণ এবং চিত্ত উভয়ই নাশ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর প্রশান্ত ভাবাপন্ন মন আর দেহ দর্শন করে না। তখন মন আত্মনাশ দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়"॥

যো বা রা ৬।৬৯ অঃ।

এবং মৃতা ম্রিয়ন্তে চ মরিষ্যন্তি চ কোটয়ঃ।
ভূতানাংযাং জগন্ত্যাশা মুদিতানি পৃথক্ পৃথক্॥

এই সংসারে কোটি কোটি জীব মৃত্যুকালে যেরূপ ভাবনা বা বাসনা করিয়া থাকে, মরণোত্তর তাহারা সকলেই স্ব স্ব বাসনানুসারে স্মরণ ফলে পৃথক্ পৃথক্ সেই রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে (১)॥

যো-বা-রা ২।৩।৯।

আতিবাহিক নাম্নান্তঃ স্বপ্নস্তেব জগত্রয়ং।
ব্যোম্নিচিত্তশরীরেণ ব্যোমাত্মাস্থ ভবত্যজঃ॥

এই জীব চিদাকাশ স্বরূপ ও জন্মরহিত; ইনি আতিবাহিক অর্থাৎ বাসনাময় সূক্ষ্মশরীর সহযোগে স্বীয় অন্তরাকাশেই ভুবনত্রয় অনুভব করেন॥ ঐ ১০।

স্বপ্নসংবিত্তিপুরবৎ স্মৃতিজাত খপুষ্পবৎ।
জগৎসংস্মরণং স্বান্তঃ মৃতোঽনুভবতি স্বয়ং॥

এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট মনোহর পুরী ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক হইলেও মরণান্তর ইহা পুনর্ব্বার জীবগণের স্মৃতিপথে সত্যবৎ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ মরণান্তর ইহা মনুষ্যাদির স্মরণের বিষয়ীভূত হয়॥ ঐ ১৩।

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি অন্তকালে একান্তমনে যে যে বস্তু, অর্থাৎ যে কোন দেবতা অথবা যে কোন বিষয় স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

ভ-গী ৮।৬

তত্রাপি পরিণামেণ তদেবঘনতাং গতং।
ইহলোকোয়মিত্যেব জীবাকাশেবিজৃম্ভতে॥

জগতের অবস্থা এরূপ হইলেও মরণোত্তর জীবগণ (পঞ্চভূতাংশ পঞ্চীকরণানুক্রমে) নিত্যাভ্যাস বশতঃ পুনরায় স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যাকাশে প্রকাশমান হইতে থাকে, ইহাকেই ইহলোক বলে॥

যো-বা-রা ২।৩।১৪।

পুনস্তত্রৈবজন্মেহা মরণাত্মনুভূতিমান্।
পরংলোকং কল্পয়তি মৃতস্তত্রতথা পুনঃ॥

এই রীতি অনুসারে জীব মায়াবশে পুনর্ব্বার মরণানন্তর জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ব্বের ন্যায় শুভাশুভ বিষয়ানুভব করে। এই স্থূলদেহের জীবদ্দশাকে ইহলোক এবং জন্মগ্রহণানন্তর মৃত্যুকেই পরলোক বলিয়া কল্পনা করা যায় (১)॥

ঐ ১৫।

ভূতানি বিবিধান্যেব প্রতিসর্গংস্ফুরন্তি বৈ।
আত্মবিস্পন্দজাতানি তানি নিষ্কারণানি বৈ॥

এইরূপে প্রতি সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ হইতে বিবিধ প্রাণী সকল প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে এবং প্রথমে গর্ভাদির

(১) জীবগণ যে প্রকারে মৃত ও যে প্রকারে পুনর্বার জাত হয়, এই বিষয় পাঠকগণের বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত এই স্থলে কথিত হইতেছে। যথা—"দেবী সরস্বতী কহিলেন, হে লীলে! নাড়ীপ্রবাহ রহিত হইলে, যখন জন্তুগণের প্রাণবায়ু শান্তিভাব অবলম্বন করে, তখন ইহাদিগের চেতনাও শান্তিভাব প্রাপ্ত হয়। চেতন শুদ্ধ ও নিত্য; ইনি কখন উদিত বা শান্তিভাব প্রাপ্ত হন না। ইনি আকাশ, শৈল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থেই অবস্থিতি করিতেছেন। কেবল শরীর-বায়ু সংরুদ্ধ হইলে, যখন দেহের স্পন্দন প্রশান্ত হয়, তখনই ইহাকে মৃত বলে। এই মৃত দেহই জড় নামে অভিহিত হয়। এই দেহ শবীভূত হইলে, যখন প্রাণবায়ু অনিলতা (প্রকৃতি) প্রাপ্ত হয়, তখন চেতনা বাসনা সমূহের সহিত পরমাত্মভাবে অবস্থিতি করেন। সেই পুনর্জন্মের বীজীভূত বাসনাযুক্ত সূক্ষ্ম চেতন জীবনামে অভিহিত হন। যখন সেই জীব ও শব গুহাকাশে অবস্থিতি করত স্বীয় বাসনানুসারে পরলোকে গমনাদি অনুভব করে, তখন ব্যবহারিগণ কর্ত্তৃক সেই জীব প্রেত শব্দে অভিহিত হন। এবং যখন সেই চেতন অনিলমিশ্র সুরভির ন্যায় বাসনামিশ্র হইয়া অবস্থিতি করত প্রাক্তন দৃশ্যবস্তু সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহাদি দর্শনান্তরে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় স্বীয় প্রাক্তন বাসনানুযায়ী ভোগ্যাদি নানাবিষয়িণী কৃতি সমুদ্ভূত হইতে থাকে। আবার, যখন ঐ জীব সেই লোকান্তরে প্রাগ্জন্মকালীন স্মৃতির ন্যায় স্মৃতিমান হন, তৎকালে আবার সেই প্রাক্তনবৎ মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করত অন্য শরীর অনুভব করেন।

বৎস! প্রেত ছয় প্রকার। আমি সেই ষড়্বিধ প্রেতের ভেদ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর:—সামান্য পাপী, মধ্যপাপী ও স্থূলপাপী এবং সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্য ধর্ম্মজ্ঞ এবং উত্তম ধর্ম্মবান্। এই ষড়্বিধ প্রেতমধ্যে কোন কোন বিভাগ দুই তিন ভাগেও বিভক্ত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত পাপাত্মাগণের মধ্যে বিমূঢ় ও পাষাণ হৃদয় মহাপাতকিগণ অন্তরে সম্বৎসরকাল পর্য্যন্ত মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করে। অনন্তর কালক্রমে জাগরিত হইয়া চিরকাল বাসনা জঠরোদিত অক্ষয় নরকদুঃখ অনুভব, শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নানাপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করত, কদাচিৎ কোন ক্রমে এই সংসাররূপ স্বপ্ন সম্ভ্রমে শমতা প্রাপ্ত হয়। অথবা মরণ মূর্চ্ছান্তে শত শত জড়দুঃখ সমাকুল বৃক্ষাদিভাব প্রাপ্ত

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়; ফলতঃ ঐ সমস্ত জীব নিষ্কারণ,—অর্থাৎ যেরূপ ঘটাদির উৎপত্তি দণ্ডচক্রাদি সামগ্রীরূপ কারণসাপেক্ষ, ভূতসৃষ্টি তদনুরূপ নহে॥

যো-বাশি ৬।১২৪।২।

হইয়া সেই অবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকে। এবং স্বীয় বাসনানুরূপ দুঃখ পরম্পরা অনুভব করত পুনরায় ভূতলে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

অনন্তর সেই ষড়্‌বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্য-পাপাত্মা, তাহারা মৃতিমোহের পর কিঞ্চিৎকাল শিলা-জঠরের ন্যায় জাড্য (মূর্চ্ছা) অনুভব করিয়া থাকে। পরে কালক্রমে প্রবুদ্ধ হয়। অথবা তৎকালে তির্য্যগাদি নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করত ক্রমে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সামান্য পাতকিগণ মৃত হইয়াই পুনরায় স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের ন্যায় তাদৃশ মনুষ্যদেহ অনুভব করে ও তৎকালে তাহার প্রাগুক্ত প্রকারে জন্ম মরণ ভোগাদি স্মৃতি সমুদিত হইতে থাকে। বৎসে! যাঁহারা মহাপুণ্যশীল, তাঁহারা মৃতিমোহের পর স্বীয় স্মৃতিদ্বারা আশু স্বর্গস্থিত বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করিয়া থাকেন। অনন্তর অন্যত্র স্বীয় অন্য কর্ম্মানুযায়ী ফল-ভোগ করত মনুষ্যলোকে শ্রীসম্পন্ন সজ্জনাস্পদে জন্ম-গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা মধ্য ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারা মরণান্তর আশু ব্যোমমারুত বলিত ওষধি পল্লবে সুন্দর ফলস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদি নর-গণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করত তাঁহাদিগের স্ত্রীগণের ক্রমোচিত গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে সেই প্রেতগণ মরণমূর্চ্ছান্তে বাসনানুসারে স্বীয় অন্তরে ক্রমে ক্রমে এইরূপ ব্যবস্থিতি সমূহ অনুভব করে। তখন 'আমরা আদৌ মৃত হইয়া বান্ধবগণের পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছি, তদনন্তর এই সমস্ত কাল পাশ সমন্বিত যম-ভটগণ কর্তৃক নীয়মান হইয়া সম্বৎসরকালে যমরাজ-ধানীতে আগমন করিতেছি,' তাহারা অনুক্রমানুসারে এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় প্রাক্তন উত্তম কর্ম্মদ্বারা পুনঃ পুনঃ সুন্দর উদ্যান সকল ও সুশোভন বিমানরাজি প্রতিগ্রহণ করেন। মহাপাতকিগণ স্বীয় প্রাক্তন দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা হিমপূর্ণ, কণ্টক, শ্বভ্র ও শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্যস্থান প্রাপ্ত হয়। মধ্যম পুণ্যশীল 'এই আমার সুশীতল নব নব তৃণসঙ্কুল পদগমনসুখপ্রদ পন্থা ও স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন বাপিকা সম্মুখে সংস্থাপিত রহিয়াছে, আমি এই যমপুরে আগমন করিয়াছি, এই আমার সম্মুখবর্ত্তী লোকপ্রসিদ্ধ যম এই সভায় চিত্রগুপ্তাদির দ্বারা আমার প্রাক্তন কর্ম্মের বিচার করিতেছেন' এইরূপ অনুভব করেন। এই প্রকারে প্রেতগণ এই অশেষ পদার্থাচার ভাস্বর বিশাল সংসার খণ্ডক সত্যবৎ অনুভব করে। ফলত স্বরূপ দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, এই আকাশ সদৃশ নিঃশূন্যে একমাত্র শূন্যাত্মাই প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন এবং দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দৈর্ঘ্যাদি দ্বারা ভাস্বর এই যে জগৎ ইহা কিছুই নহে।

হে লীলে! 'আমি যমরাজ কর্তৃক স্বকর্ম্মের ফল-ভোগে আদিষ্ট হইয়া সেই যমসভা হইতে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছি। এই যমসভা হইতে যমরাজ নির্দ্দিষ্ট সেই সুখজনক স্বর্গ বা দুঃখজনক নরক ভোগের নিমিত্ত গমন করিয়াছি। আমি যমরাজ কর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া স্বর্গ বা নরক ভোগের উপযোগী যোনি সমুদায় ভোগ করিয়াছি, পুনরায় আবার সংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আমি ব্রীহ্যাদিস্বরূপে অঙ্কুর কাণ্ডাদি ক্রমে ফলস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিয়াছি।' জনগণ উত্তর-কালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণ জন্য বোধ প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিবেচনা করে। যখন বাসনা সকল সংসুপ্ত হয় (অর্থাৎ যখন শরীরাভাবে বাহ্যান্তঃকরণ মূর্চ্ছিত থাকে), তখন সেই জীব ফলস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া ভুক্ত অন্নাদি দ্বারা পিতৃ শরীরে প্রবেশ করত বীজতা (রেতোভাব) প্রাপ্ত হয় এবং সেই বীজ যোনি হইতে গলিত হইয়া মাতৃশরীরে গর্ভরূপে অবস্থিত করে। সেই গর্ভ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সুখসৌভাগ্যাদি সাধুচরিত্র অথবা তদ্বিপরীত ভাবে সুকোমল শরীর বালকরূপে জাত হয়। তদনন্তর তাহার চন্দ্রপ্রভার ন্যায় উপচয় এবং ক্ষয়শীল চঞ্চল যৌবনকাল সমাগত হয়। অনন্তর

ঈশ্বরাৎ সমুপাগত্য পুনর্জন্মান্তরাণি চ।
ভূতান্যনুভবত্যঙ্গ স্বকৃতৈরেব কর্ম্মভিঃ॥

উহারা ঈশ্বর হইতে সমুপাগত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্মান্তর অনুভব করে॥

যো-বা-রা ৬।১২৪।৬॥

নরকস্বর্গসর্গাদিবাসনাবশতোঽভিতঃ।
প্রপশ্যতি চিরাভ্যস্তং জীবো জরঠমোহধীঃ॥

জীব আদিকাল হইতে অজ্ঞান ও মূঢ়বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরাভ্যস্ত বাসনাবশতই স্বর্গ, নরক ও সৃষ্ট্যাদি বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৫৫।২৮।

স্বপ্নোপমানা তেনেহ শ্রেয়সে বাসনাক্ষয়ঃ।
চিরাভ্যাসবশাৎ প্রৌঢ়া সংসারভ্রমকারিণী॥

চিরাভ্যাসবশতঃ স্বপ্নসদৃশ বাসনা প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া জীবের (জগৎস্থিতির নিমিত্তভূত স্বর্গনরকাদি) সম্ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব (তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসদ্বারা) এই সংসার-ভ্রমদায়িনী বাসনার ক্ষয় করাই শ্রেয়স্কর॥ ঐ ৩০।

অনেক জন্মসাহস্রীংসংসারপদবীংব্রজন্।
মোহশ্রমংপ্রয়াতোঽসৌ বাসনারেণুগুণ্ঠিতঃ॥

যাহাতে সহস্র সহস্র জন্ম যাতায়াত করিতে হয়, তাদৃশ সংসারপথে ধাবমান হইয়া মানবগণ, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিনিবেশরূপ মোহভ্রমে অভিভূত ও মিথ্যাজ্ঞান সংস্কাররূপ বাসনাময় ধূলিসমূহে ধূষরিত হইয়া থাকে॥

বি-পু ৬।৭।১৯।

প্রক্ষাল্যতে যদা সোঽস্য রেণুর্জ্ঞানোষ্ণবারিণা।
তদা সংসারপান্থস্য যাতি মোহশ্রমঃ শমম্॥

যৎকালে জ্ঞানরূপ উষ্ণবারি দ্বারা উক্ত বাসনারেণু সকল প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তৎকালে সংসারপথের

পদ্মমুখে হিমাশনি নিপাতের ন্যায় সেই দেহ জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎপরে বিবিধ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মরণ মূর্চ্ছনা অনুভব করত পুনরায় বন্ধুদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডপ্রদ দেহ ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় যমলোকে গমন করে।

জীব এই প্রকারে নানা যোনিতে উদিত হইয়া ভূয়োভূয় এইরূপ ভ্রমক্রম অনুভব করিতে থাকে। ব্যোমরূপী জীব যাবৎ মুক্ত না হয়, তাবৎ এই আকাশে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে থাকে।

লীলা কহিলেন, হে দেবি! সৃষ্টির আদিতে যে প্রকারে এই ভ্রম প্রবর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় তাহা কীর্ত্তন করুন। দেবী কহিলেন, বৎসে! ঘন পরমাত্মাই (অবিদ্যাসবল ব্রহ্মই) শৈল সমুদয়, সেই ঘন পরমাত্মাই দ্রুম, সেই ঘন পরমাত্মাই পৃথিবী, এবং সেই ঘন পরমাত্মাই আকাশ; সেই শুদ্ধাত্মা পরমাকাশ চিদীশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত যে প্রকারে সমুদিত হইয়াছেন, অদ্যাপি সেই প্রকারই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সেই ঈশ্বরই স্বপ্ন পুরুষের ন্যায় আদি প্রজাপতিরূপে সৃষ্টিযোগ্য সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টির আদিতে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্যাপি সেই ব্যবস্থাই বিদ্যমান রহিয়াছে। জলড পদার্থ সমূহের প্রথম সাঙ্কল্পিক প্রকচনরূপে বিবর্ত্তন স্বরূপ যে প্রজাপতি, ইনি সেই ঈশ্বরের বিম্বক এবং এই প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহাই বিদ্যমান আছে।"

যো-বা-রা ৩।৫৫ অধ্যায়

পথিকদিগের সমুদায় মোহভ্রম অপনীত হইয়া থাকে॥

বি-পু ৬।৭।২০।

মোহভ্রমে শমংযাতে স্বস্থান্তঃকরণঃপুমান্।
অনন্তাতিশয়াবাধং পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

এইরূপে মোহভ্রম অপনীত হইলে পুরুষ সুস্থান্তঃকরণ হইয়া নিরুপদ্রব নিরতিশয় পরম নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে॥ ঐ ২১।

মনসি গ্রথিতা ভাবাস্তৃষ্ণামোহমদাদয়ঃ।
মনসৈব মনো রাম চ্ছেদনীয়ং বিজানতা॥

তৃষ্ণা, মোহ ও মদ প্রভৃতি ভাব সকল জীবের মনোমধ্যেই গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; জ্ঞানশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক মনদ্বারাই মন ছেদনীয় হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।১২৪।১২।

ক্ষালয়ন্তি মলেনৈব মলং ক্ষালনকোবিদাঃ।
বারয়ন্ত্যস্ত্রমস্ত্রেণ বিষং প্রতিবিষেণ চ॥

অতএব,ভ্রম শান্তির নিমিত্ত তীক্ষ্ণ বিবেক আশ্রয়পূর্ব্বক, ক্ষালনবিশারদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক মলদ্বারা মলক্ষালনের ন্যায়, অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র নিবারণের ন্যায় এবং বিষদ্বারা বিষ সংহরণের ন্যায়, মনদ্বারা মনকে ছেদন কর॥ ঐ ১৩।

যৈষা হি চঞ্চলা স্পন্দশক্তিশ্চিত্তত্বমাগতা।
তাংবিদ্ধি মানসীং শক্তিং জগদাড়ম্বরাত্মিকাং॥

যে চঞ্চলা স্পন্দশক্তি চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে জগদাড়ম্বরাত্মিকা মানসী শক্তি বলিয়া জানিবে॥ যো-বা-রা ৩।১১২।৬।

যত্ত চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে॥

চঞ্চলতাহীন মনকেই মৃত ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তপস্যার ফলস্বরূপ মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥

ঐ ৮।

তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্বিবিদ্যা রাম সোচ্যতে।
তামেব বাসনানাম্নীং বিচারেণ বিনাশয়॥

মনের সেই চঞ্চলতাকে অবিদ্যা কহে। তুমি সেই বাসনা নাম্নী অবিদ্যাকে বিচার দ্বারা বিনাশ কর॥ ঐ ১১।

এষ এব মনোনাশ স্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্যৎ সন্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জ্জনং॥

যে যে বস্তু সৎস্বরূপে বিদ্যমান আছে, সেই সেই বস্তুতে আস্থা পরিত্যাগই মনের নাশ এবং তাহা-কেই অবিদ্যানাশ কহে॥

ঐ ২২।

অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ।
অনেনৈব প্রযত্নেন ব্রহ্ম সংপদ্যতে ক্ষণাৎ॥

দৃশ্য পদার্থের প্রতি অনাস্থাই নির্ব্বাণ এবং তাহাতে যে আস্থা তাহাই দুঃখ, অর্থাৎ সংসার; প্রযত্নসহকারে এইরূপ অনাস্থাবান্

হইলেই ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়া থাকে (১)॥

যো-বা-রা ৩।১১২।২৩।

যাবদ্বিষয়ভোগাশা জীবাখ্যা তাবতাত্মনঃ।
অবিবেকেন সম্পন্না সাপ্যাশা হি ন বস্তুতঃ॥

দেখ, যাবৎ বিষয়ভোগের আশা, তাবৎই আত্মার জীব সংজ্ঞা; সেই আশা অবিবেক হইতে উৎপন্ন, বস্তুতঃ উহা কিছুই নহে॥

যো-বা-রা ৬।১২১।১।

বিবেকবশতো যাতা ক্ষয়মাশা যদা তদা।
আত্মাজীবত্বমুৎসৃজ্য ব্রহ্মতামেত্যনাময়ঃ॥

যখন বিবেক বশতঃ আশা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা জীবত্ব পরিহারপূর্ব্বক অনাময় ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হন॥ যো-বা-রা ৬।১২১।২।

ঊর্দ্ধ্বাদধস্তথাধস্তাৎ পুনরূর্দ্ধ্বং ব্রজং শ্চিরং।
মা সংসারারঘট্টস্থ চিন্তারজ্জুং ঘটী ভব॥

তুমি ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ এবং পুনরায় অধো হইতে ঊর্দ্ধে চিরকাল গমনাগমন পূর্ব্বক সংসাররূপ অরঘট্টের (ঘটীযন্ত্রের) চিন্তারূপ রজ্জু হইও না॥ ঐ ৩।

ইদং মমাহমস্যেতি ব্যবহারঘনভ্রমং।
যে মোহাৎ পরিসেবন্তে অধস্তাদ্যান্ত্যধঃ শঠাঃ॥

যে সকল শঠ ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত "ইহা আমার এবং আমি ইহার" এইরূপ ঘন ব্যবহারভ্রমের অধীন হয়, তাহারাই একবার ঊর্দ্ধে ও একবার অধঃস্থানে উৎক্ষিপ্ত ও উৎপতিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৪।

অস্যাহমেষ মে সোঽয়মহমেবস্তু যৈঃ কিল।
মোহো বুদ্ধ্যা পরিত্যক্ত ঊর্দ্ধ্বাদূর্দ্ধ্বংপ্রযান্তিতে॥

"আমি ইহার, ইহা আমার, আমিই সেই" যাহারা এই প্রকার মোহ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, তাহারা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে গমন করে॥ ঐ ৫।

স্বপ্রকাশং স্বমাত্মানমবলম্ব্যাবিলম্বিতং।
আত্মসংপূরিতাকাশং জগন্তি নৃপ পশ্য হে॥

হে নৃপ! স্বপ্রকাশ স্বীয় আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের সর্ব্বত্র

(১) একমাত্র মনের শান্তি হইলেই পরম বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারা যায়। মন ব্যতিরেকে এই সংসারে অন্যরূপ কিছুই নাই। "মনকেই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া জানিবে; সেই মন চিকিৎসিত হইলে জগদ্রূপ রোগ চিকিৎসিত হয়। মনের মননই ক্রিয়াসাধনোপযোগী দেহরূপে জাত হয়। ফলতঃ মন ব্যতিরেকে দেহ কিছুই দর্শন করেনা। দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাসম্ভব ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা শতকল্পেও মনঃপিশাচ প্রশান্ত হয় না। দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই, এইরূপ ধারণাই মনোব্যাধি চিকিৎসার একমাত্র মহৌষধ। মনই মোহ প্রদান করে, মনই মৃত ও জাত হয়, চিত্ত মননদ্বারা মূর্চ্ছিত হইলে এই বিশ্ব প্রস্ফুরিত হয়। যেমন পুষ্প মধ্যে গন্ধ, তিল মধ্যে তৈল, অনলে উষ্ণতা, নভোমণ্ডলে শূন্যতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ এই জগৎ মনোমধ্যে নিভৃতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ মনই জগৎ ও জগৎই মন; এতদ্দ্বয়ের মধ্যে একের বিনাশ হইলে অপরটীও বিনাশ প্রাপ্ত হয়"।

যো-বা-রা ৪।৪ অঃ।

চিদাকাশপূর্ণ দর্শন করিয়া অবস্থিতি কর॥ যো-বা-রা ৬।১২১।৬।

যদৈবৈবং চিতোরূপং তত্তং বুদ্ধমখণ্ডিতং।
তদৈবতীর্ণঃ সংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ॥

জীব যখন চিতের এই অখণ্ডিত রূপ দর্শন করিবে, তখনই সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে॥ ঐ ৭।

এতৎ স্বরূপমাসাদ্য প্রকৃতিঃ পরিশাম্যতি।
ন দেশো মোক্ষনামাস্তি ন কালো নেতরা স্থিতিঃ॥

আত্মার এই প্রকার স্বাভাবিক (পারমার্থিক) রূপ প্রাপ্ত হইয়া পরিশান্ত হও। দেশ বা মোক্ষের নাম মাত্র নাই, কাল বা ইতর স্থিতিও নাই॥ ঐ ১১।

দীর্ঘস্বপ্নমিদং বিশ্বং বিদ্ধাহন্তাদিসংযুতং।
অত্রাস্তে স্বপ্নপুরুষা যথেমে জাগ্রতস্তথা॥

এই অহংভাবাদি বিশিষ্ট বিশ্ব দীর্ঘ স্বপ্নস্বরূপ; ইহাতে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেরূপ মিথ্যা, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট পুরুষাদিও সেইরূপ; অর্থাৎ এই স্বপ্নোপম জগতে পরিদৃশ্যমান জীবরাশি স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া জানিবে॥ যো-বা-রা ৩।৪২।৮।

অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্মঘনং শুচি।
অচিন্ত্যং চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশমাততং॥
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ॥

এই জগতে একমাত্র সর্ব্বগত, শান্ত, সত্য, পবিত্র, অচিন্তনীয়, চিন্মাত্রবপু ও পরমাকাশস্বরূপ ব্রহ্মই বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি (স্বীয় সর্ব্বগামিত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিত্ব প্রভাবে) যে যে স্থানে যেরূপ অর্থক্রিয়োপযোগী হইয়া সমুদিত হন, সেই সেই স্থানে তদনুরূপ ক্রিয়াদি বিস্তৃত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৩।৪২।৯-১০।

ব্রহ্মণঃ স্ফুরণং কিঞ্চিদ্ যদবাতাম্বুধেরিব।
দীপস্যাথাপ্যবাতস্থ তং জীবং বিদ্ধি রাঘব॥

হে রাঘব! বায়ুশূন্য সমুদ্রের ও নির্ব্বাত দীপের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণের ন্যায় ব্রহ্মের যে কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরণ, তাহাকেই জীব বলিয়া জানিবে॥ যো-বা-রা ৩।৬৪।৬।

তদেব ঘনসম্বিত্ত্যা যাত্যহন্তামনুক্রমাৎ।
রুদ্ধাগ্নিঃ স্বেন্ধনাধিক্যাৎ স্বাং প্রকাশকতামিব।

রুদ্ধাগ্নি যেরূপ ইন্ধনাদির আধিক্য দ্বারা প্রদ্দীপিত হয়, সেইরূপ বাসনা দার্ঢ্য দ্বারা সেই ব্রহ্ম অহংভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ঐ ৯।

সংকল্পোন্মুখতাং যাত স্ফুরৎকারোভবত্যতঃ।
চিত্তং চেতো মনো মায়া প্রকৃতিশ্চেতি নামভিঃ॥

সেই অহংভাব সংকল্পোন্মুখ হইলে বাতস্পন্দের ন্যায় স্বয়ং দেশ কালাদিরূপে প্রস্ফুরিত এবং চিত্ত,

জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৩।৬৪।১১।

এতস্মাৎ কারণাদেব মনঃ প্রথমমুত্থিতং।
মননাত্মকতাভোগি তেনেদং তন্যতে জগৎ ॥

তখন সেই পরম কারণ হইতে প্রথমেই মন সমুৎপন্ন হইয়া তদাত্মক দেহে অবস্থিতি করে এবং উহা মননাত্মকত্ব প্রযুক্ত, অর্থাৎ "আমি বহু হইব" ইত্যাদিরূপ মনন হইতেই এই সদসদ্রূপাত্মক জগৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে (১) ॥

যো-বা-রা ৩।৬৫।১।

দীর্ঘস্বপ্নংস্থিতিং যাতঃ সংসারাখ্যো মনোবশাৎ,
অসম্যগ্‌দর্শনাৎ স্থাণাবিব পুংপ্রত্যয়ো দৃঢ়ঃ ॥

যেরূপ অসম্যক্ দর্শন হেতু শাখা-পল্লববিহীন বৃক্ষকে পুরুষ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ মনের শক্তি প্রযুক্ত এই সংসার বৃথা অবস্থিতি করিতেছে ॥

ঐ ৫।

দ্বৈতং যথা নাস্তি চিদাত্মতত্ত্বয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ।
যথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন দেহকর্ম্ময়োঃ ॥

যেমন চিদাত্মা (ব্রহ্ম) ও জীবের ভেদ নাই, সেইরূপ জীব ও চিত্তেরও ভেদ নাই এবং যেমন জীব ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ দেহ ও কর্ম্মপরম্পরাও অভিন্ন। (কর্ম্মই দেহ, কর্ম্ম-ভিন্ন দেহান্তর নাই ; সেই কর্ম্মই চিত্ত, সেই চিত্তই অহম্ভাববিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই চিৎ ও মঙ্গল স্বরূপ) ॥ যো-বা-রা ৩।৬৫।৮ ॥

অনাদিকালোঽয়মহং স্বভাবো
জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্ম্মাণ্যনুপূর্ব্ববাসনঃ
পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি ॥

(ফলতঃ) অনাদিকালাবচ্ছিন্ন যে অহংভাব, তাহাকেই জীব বলা যায়। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম-

(১) "মন সেই পরম কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তদাত্মক দেহে অবস্থিতি করে। সেই মন হইতেই এই সদসদ্রূপাত্মক জগৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ ব্রহ্ম, জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ ও দৃশ্য প্রভৃতির কিছুই ভেদ দৃষ্ট হয় না। আত্মা স্বয়ং সম্বিদ্‌স্বরূপ সলিল সঙ্কুল চিৎস্বরূপ অর্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অস্থিরতা প্রযুক্ত অসত্য ও প্রতিভাসত্ব হেতু সত্যস্বরূপ এই সদসদাত্মক জগৎ ও চিত্ত, স্বপ্নের ন্যায় অলীক। অতএব চিত্তের জগদ্‌ভ্রমও সৎ এবং অসৎস্বরূপ। অসম্যক্-দর্শীদিগের স্থাণুতে পুরুষ ভ্রমের ন্যায়, মনের শক্তিপ্রযুক্ত এই সংসার দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় বৃথা অবস্থিত বোধ হইতেছে। সেই আধাররহিত সর্ব্বশক্তিযুক্ত আত্মার চেত্যোন্মুখত্ব প্রযুক্ত চিত্ত এবং সেই চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্ততা, চিত্ততা হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদি বিভ্রম, দেহাদি বিভ্রম হইতে দেহাদি মোহ (আমি, আমার, ইত্যাদিরূপ অভিমান) ও তন্মাত্র হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় আরম্ভ সংরূঢ় দেহ, কর্ম্ম ও তৎকর্ম্মানুযায়ী মোক্ষ, বন্ধন, স্বর্গ ও নরকাদি কল্পিত হইয়াছে"।

যো-বা-রা ৩।৬৫ অঃ।

সত্তার বহন করতঃ পূর্ব্ববাসনানুরূপ পুণ্য ও পাপকর্ম্ম করিয়া তাহার ফল সকল ভোগ করেন ॥

বি-চূ ১৮৮।

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে
স্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্ব্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বং
স্বতঃ পৃথক্তেন মৃদোঘটানিব ॥

মৃদ্ঘট যেমন আপনাকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্রূপে প্রদর্শন করে, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং অপরিচ্ছন্ন হইয়াও কেবল অলীক বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য (ঐক্যতা) দোষে পরিচ্ছেদবিশিষ্ট হইয়া নিজস্বরূপকে আপনা হইতে ভিন্নভাবে দর্শন করেন ॥

বি-চূ ১৯২।

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা
হ্যুপাধিধর্ম্মাননুভাতি তদ্গুণঃ।
অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ
সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥

যদ্রূপ অবিকারী অগ্নি বিকারবিশিষ্ট লৌহকে লক্ষ্য করিয়া শোভা পায়, তদ্রূপ পরমাত্মা স্বভাবতঃ সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও বিজ্ঞানময়কোষরূপ উপাধিসম্বন্ধহেতু সেই উপাধিধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া শোভা প্রাপ্ত হন ॥ বি-চূ ১৯৩।

স্বস্যদ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য
প্রত্যগ্বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো
মোহাপায়েনাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ ॥

সর্ব্বসাক্ষী, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বভূতগত, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ আত্মার জীবভাব শুদ্ধ বুদ্ধির ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত মাত্র, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে, যেহেতু মোহের অপনয়ন হইলে অবস্তুস্বরূপ জীবভাবেরও অপনয়ন হয় ॥

বি-চূ ১৯৮।

যাবদ্ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা
মিথ্যাজ্ঞানাজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পোভ্রান্তিকালীন এব
ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ ॥

যেমন মোহবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু ভ্রম বিনষ্ট হইলে সর্পজ্ঞানও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যাবৎ ভ্রম থাকে, তাবৎ সেই ভ্রমবশতঃ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত জীবভাব বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ভ্রম বিনষ্ট হইলে জীবভাবও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৯৯।

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্য্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়ান্তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি ॥
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্ব্বং সহমূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্ ॥

অবিদ্যা অনাদি এবং তাহার কার্য্যও অনাদি বলিয়া দৃষ্ট হয় বটে,

কিন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হইলে, অবিদ্যা স্বকার্য্যের সহিত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়; কারণ এই অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সকল অনাদি হইলেও আমাদিগের সম্বন্ধে প্রাগভাবের ন্যায়, অর্থাৎ বিনাশভাবের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥

বি-চূ ২০০-২০১।

অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি ॥
জীবত্বং ন ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধঃস্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥

প্রাগভাব অনাদি হইলেও তাহা অনন্ত নহে, অর্থাৎ তাহা অন্ত-বিশিষ্ট, যেহেতু তাহার ধ্বংস দৃষ্ট হয়; কিন্তু আদ্যন্তরহিত যে আত্মা তাঁহার কেবল বুদ্ধির সহিত উপাধি-সম্বন্ধহেতু জীবত্ব কল্পিত হয়। এতদ্ভিন্ন আত্মার জীবত্ব প্রাপ্তির অন্য কোন কারণ নাই, যেহেতু তিনি স্বভাবতঃ সর্ব্বপদার্থ হইতে বিশেষ লক্ষণযুক্ত। অতএব বুদ্ধির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা শুদ্ধ মিথ্যা-জ্ঞানজন্য উপস্থিত হয় ॥

বি-চূ ২০২-২০৩।

বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্‌ জ্ঞানেন নান্যথা ॥

সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা সেই মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়,ইহার অন্যথা হয় না ॥ ঐ ২০৪ শ্লোকার্দ্ধ।

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ঃস্ফারঃ সম্যক্‌জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ ॥

"কেবল একমাত্র অনাদি অনন্ত অবভাসাত্মা পরমাত্মাই বিদ্যমান আছেন" এইরূপ একান্ত নিশ্চয়কেই সম্যক্‌জ্ঞান কহে (১) ॥

যো-বা-রা ৫।৭৯।২।

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি নৃপ কিঞ্চন।
যথা গন্ধর্ব্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে ॥

এই (স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে) যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা কিছুই নহে। স্বপ্নে গন্ধর্ব্বনগর ও মরুভূমিতে জলদর্শনের ন্যায় ইহা নিতান্ত অলীক ॥

যো-বা-রা ৬।১১৭।৮।

মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াতীতং যৎস্যাদপি ন কিঞ্চন।
অবিনাশং তদস্তীহ তৎসদাত্মেতি কথ্যতে ॥

ষষ্ঠেন্দ্রিয়াতীত যে মন, তাহাও কিছুই নহে। যাহা অবিনাশী, একমাত্র তাহাই বিদ্যমান আছেন এবং তাহা আত্মা নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৯।

(১) এই জগতে যে নানাবিধ পদার্থ আমাদিগের নয়ন পথে অবস্থান করিতেছে, তৎসমুদায়ই আত্মা; আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু কিছুই নাই; এক আত্মাই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানকেই সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান কহে। যেমন অসম্যক্ দর্শন দ্বারা রজ্জুকে সর্পস্বরূপে এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা রজ্জুই দেখা যায়, সেইরূপ অসম্যক্ দর্শন দ্বারাই জন্ম এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা মোক্ষ দৃষ্ট হয়।

ইয়ন্তু সর্ব্বদৃশ্যাঢ্যা রাজন্ সর্গপরম্পরা।
তস্মিন্নেব মহাদর্শে প্রতিবিম্বমুপাগতা॥

এই সর্ব্বপ্রকার দৃশ্যযুক্ত সৃষ্টি-পরম্পরা সেই আত্মরূপ মহা আদর্শে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।১১৭।১০।

ভাঃ স্বভাবসমুৎপন্না ব্রহ্মস্ফুরণশক্তয়ঃ।
কাশ্চিদ্ব্রহ্মাণ্ডতাং যান্তি কাশ্চিদ্গচ্ছন্তি ভূততাং।

ব্রহ্মের যে চৈতন্যময় স্ফুরণ-শক্তি, তাহা স্বভাবানুসারে কতকাংশ ব্রহ্মাণ্ড ও কতকাংশ জীবাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে॥

ঐ ১১।

অন্যাস্বন্যত্বমায়ান্তি ভবত্যেবং জগৎ স্থিতিঃ।
ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ঃ॥

ঐ শক্তির অন্যাংশ অন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইরূপেই জগতের স্থিতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাতে বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই; একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন॥

ঐ ১২।

একং যথা স্ফুরতি বারি তরঙ্গভঙ্গৈ-
রেবং পরিস্ফুরতি চিন্ন চ কিঞ্চিদেব।
ত্বংবন্ধমোক্ষকলনেন প্রবিমুচ্য দূরে
স্বস্থোঽথবা ভবভয়োঽভয়সার এব॥

বারি যেরূপ তরঙ্গভেদদ্বারা নানা প্রকারে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, চিৎও তদ্রূপ জগদ্ভেদ দ্বারা প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি বন্ধ ও মোক্ষ দূরে পরিহারপূর্ব্বক ভবভয়-বিহীন হইয়া অভয় (ব্রহ্মসার) হও॥

যো-বা-রা ৬।১১৭।১৩।

ইদং হি জীবভূতাত্মজড়রূপমিদং ভবেৎ।
ইত্যজ্ঞানাত্মনো মোহো ন চ জ্ঞানাত্মনঃ কচিৎ
অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দময়ং জগৎ॥

দেখ, ইহা সজীব, ইহা নির্জ্জীব, ইত্যাদি মোহোন্মেষ কেবল অজ্ঞানিদিগের পক্ষেই শোভা পায়, কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা কদাচ এরূপ মোহ প্রাপ্ত হন না। এই জগৎ অজ্ঞানীর পক্ষে দুঃখভার সমাচ্ছন্ন, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট আনন্দময় বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যো-বা-রা ৬।১১।২৬।

অন্ধংভুবনমন্ধস্য প্রকাশস্তু সচক্ষুষঃ।
জগদেকাত্মকং জ্ঞস্য মূর্খস্যাতীব দুঃখদং॥

যেরূপ অন্ধ ব্যক্তি ভুবনকে অন্ধ বলিয়া অবলোকন করে, কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইহাকে প্রকাশরূপে দর্শন করে, সেইরূপ এই জগৎ প্রাজ্ঞগণের নিকট একাত্মক, কিন্তু শিশুর ন্যায় অজ্ঞগণের নিকট মহাদুঃখদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়॥ ঐ ২৭।

ন কিঞ্চিৎ ম্রিয়তে নাম ন চ কিঞ্চন জীবতি।
যথোল্লাসবিলাসেষু ন নশ্যতি ন জায়তে॥

যখন একমাত্র ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্য-

মান রহিয়াছেন, তখন কিছুই মৃত বা জীবিত নহে। যেমন মহাসমুদ্রে উল্লাস-বিলাসী তরঙ্গাদি জাত বা মৃত হয় না, তদ্রূপ ইহা আছে, ইহা নাই, এই ভ্রান্তি আত্মা-দ্বারা উল্লাস-বিলাসী মাত্র, কিন্তু জাত বা মৃত হয় না ॥

যো-বা-রা ৬।১১।২৯।

ব্রহ্মণোব্যতিরিক্তং হি ন শরীরাদি বিদ্যতে।
পয়সোব্যতিরেকেন তরঙ্গাদি মহার্ণবে ॥

যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গাদি জল ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ শরীরাদি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ঐ ৩২।

যঃকণো যা চ কণিকা যা বীচির্যস্তরঙ্গকঃ।
যঃফেনো যা চ লহরী তদ্‌যথা বারিবারিণি ॥
যো দেহো যা চ কল্পনা যদ্দৃশ্যং যৌক্ষয়াক্ষয়ৌ।
যা ভাবরচনা যোঽর্থস্তয়া তদ্ব্রহ্মব্রহ্মণি ॥

যাদৃশ মহার্ণবে যাহা কণা, যাহা কণিকা, যাহা বুদ্বুদ, যাহা তরঙ্গ, যাহা ফেন ও যাহা লহরী, তৎ-সমুদায়ই বারি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাদৃশ ব্রহ্মে যাহা দেহ, যাহা কল্পনা, যাহা দৃশ্য, যাহা ক্ষয়, যাহা অক্ষয়, যাহা ভাবরচনা ও যাহা পুরুষার্থ, তৎসমুদায়ই ব্রহ্ম ॥

ঐ ৩৩-৩৪।

সংস্থানরচনা চিত্রা ব্রহ্মণঃ কনকাদিব।
নাস্তরূপা বিমূঢ়ানাং মৃষৈব দ্বিত্বভাবনা ॥

ফলতঃ একমাত্র সুবর্ণ হইতে বহুবিধ অলঙ্কার সংগঠনের ন্যায় এই জগতের সংস্থান রচনা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপ নহে; মূঢ়েরা বৃথা দ্বিত্ব ভাবনা করে ॥

যো-বা-রা ৬।১১।৩৫।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারস্তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়ানি চ।
ব্রহ্মৈব সর্ব্বং নানাত্ম সুখদুঃখং ন বিদ্যতে ॥

মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই আত্মা—ব্রহ্মময়; অতএব, (এই সংসারে) সুখ দুঃখাদির নাম-মাত্রও বিদ্যমান নাই ॥ ঐ ৩৬।

অয়ং সোঽহমিদং চিত্তমিত্যাদ্যর্থোত্থয়া গিরা।
শব্দ প্রতিশ্রবেণাদ্রাবিবাত্মাত্মনি জৃম্ভতে ॥

পর্ব্বতে একটী শব্দ করিলে সেই শব্দ হইতে যেমন অন্য এক প্রতি-শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ এই সেই আমি, এই চিত্ত ইত্যাদি অর্থ সমুত্থিত বাক্যদ্বারা আত্মা আত্মাতেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥

ঐ ৩৮।

ব্রহ্মাত্মা সর্ব্বশক্তির্হি তদ্‌যথা ভাবয়ত্যলং।
নির্হেতুকঃ স্বয়ংশক্ত্যা তত্তথাশু প্রপশ্যতি ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ নিষ্কারণ পর-মাত্মা; তিনি যখন যাহা ভাবনা

করেন, তখনই তাহা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ৬।১১।৪৩।

অকর্ম্মকর্ত্তৃকরণমকারণ মনাময়ং।
স্বয়ংপ্রভুং মহাত্মানং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোবিদুঃ ॥

ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষেরা তাঁহাকে অকর্ম্ম, অকর্ত্তা, অকরণ, অকারণ, অনাময়, স্বয়ংপ্রভু, মহাত্মা এবং ব্রহ্ম বলিয়া অবগত আছেন ॥

ঐ ৪৪।

অপরিজ্ঞাত মজ্ঞানামজ্ঞানমিতি কথ্যতে।
পরিজ্ঞাতংভবেজ্ জ্ঞানমজ্ঞানপরিনাশনাৎ ॥

তিনি যাবৎ সম্যক্ বিদিত না হন, তাবৎ অজ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু বিদিত হইলেই অজ্ঞান-বিনাশন পরম জ্ঞানস্বরূপে বিজৃম্ভিত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৪৫।

বন্ধুরেবাপরিজ্ঞাতোহবন্ধুরিতি কথ্যতে।
পরিজ্ঞাতোভবেদ্বন্ধুরবন্ধু ভ্রমনাশনাৎ ॥

"ইনি আমার বন্ধু" যাবৎ এরূপ জানিতে না পারা যায়, তাবৎ বন্ধুও অবন্ধুস্বরূপ থাকে, কিন্তু বন্ধু বলিয়া জানিতে পারিলে অবন্ধু বুদ্ধির বিনাশ দ্বারা শীঘ্রই বন্ধুস্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪৬।

ইদংস্বযুক্তমিত্যন্তর্জ্জাতে সোদেতি ভাবনা।
যদ্মাদযুক্তাদ্বৈরস্যাদ্যয়া কিল বিরজ্যতে ॥

এই জগৎ অত্যন্ত অযুক্ত ও বিরস এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হইলে অন্তরে ঈদৃশী (ব্রহ্ম) ভাবনা সমুদিত হয়, যদ্দ্বারা পুরুষ অচিরে সেই বিরস ভোগ্য পদার্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে বিরাজমান হইতে পারেন ॥

যো-বা-রা ৬।১১।৪৭।

যস্য মৌর্খ্যংক্ষয়ং যাতং সর্ব্বংব্রহ্মেতিভাবনাৎ।
নোদেতি বাসনা তস্য প্রাজ্ঞস্যেবাম্বুধির্মরৌ ॥

"সকলই ব্রহ্মময়" এই রূপ ভাবনাদ্বারা যাহার মূর্খতা বিনষ্ট হইয়াছে, প্রাজ্ঞব্যক্তির মরুভূমিতে অম্বুধি জ্ঞানের ন্যায় এই জগতস্থ কোন পদার্থেই তাহার বাসনা উদিত হয় না ॥

যো-বা-রা ৬।৮৭।২৩।

বাসনামাত্রসংত্যাগাজ্জরামরণবর্জ্জিতং।
পদংভবতি জীবোহন্তর্ভূয়ো জন্মবিবর্জ্জিতং ॥

বাসনামাত্রকে পরিত্যাগ করিলেই জীবের অন্তঃকরণ জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত ও পুনর্জন্মবিহীন হইয়া পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৪।

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
সচাসংকল্পমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি রাঘব ॥

যাহা ইচ্ছা (বাসনা) তাহাই অবিদ্যা ও সেই অবিদ্যার বিনাশই মোক্ষ। এই মোক্ষ সংকল্পমাত্র পরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৩।১১৪।৭।

মনাগপি মনোব্যোম্নি বাসনারজনীক্ষয়ে।
কালিমা তনুতামেতি চিদাদিত্যপ্রকাশনাৎ।

এই বাসনারূপ রজনীর অবসান হইলে, মনোরূপ নভোমণ্ডলে চিদাদিত্যের উদয় হওয়াতে অবিদ্যারূপ অন্ধকার একেবারে বিলীন হইয়া যায়॥ যো-বা-রা ৩।১১৪।৮।

অবিদ্যাবিদ্যমানৈব নষ্টপ্রজ্ঞেষু বিদ্যতে।
নাম্নৈবাঙ্গীকৃতা ভাবাঃ সম্যক্ প্রজ্ঞস্য সা কুতঃ॥

বস্তুতঃ এই বাসনারূপ অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই ; ইহা কেবল নষ্টপ্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে সৎস্বরূপে বিদ্যমান থাকে। অবিদ্যা কেবল নামমাত্রে বস্তুরূপ পদার্থগ্রহ ঘটাইয়া থাকে ; কিন্তু বিচারবান্ প্রাজ্ঞদিগের হৃদয়ে এই অবিদ্যাস্থিতির সম্ভাবনা নাই ; অর্থাৎ যেমন মৃতপাত্র বস্তু গ্রহণের নিমিত্ত ঘট ও কলসাদি নানারূপ ধারণ করে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঐ সকল বস্তু মিথ্যা এবং মৃত্তিকাই সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, অবিদ্যাও সেইরূপ॥

যো-বা-রা ৩।১১৩।২।

সংসারবনখণ্ডে স্মিংশ্চিৎপর্ব্বততটে স্থিতা।
কীদৃশী স্বষ্ট্যবিদ্যাখ্যা লতা বিকশিতা কদা॥

সেই অবিদ্যা নাম্নী লতা সংসারবনখণ্ডে চিৎস্বরূপ পর্ব্বততটে অবস্থিতি করে। ইহা কীদৃশী এবং কোন্ সময়েই বা ইহা বিকসিত হয়, (তাহা শ্রবণ কর)॥

যো-বা-রা ৬।৮।১।

বৃহৎ পর্ব্বতপর্ব্বাঢ্যা ব্রহ্মাণ্ডত্বক্সমাবৃতা।
দেহযষ্টিরিয়ং যস্যাস্ত্রিলোকী লোকবাসিনী॥

বৃহৎ পর্ব্বত সকল ইহার পর্ব্ব, ব্রহ্মাণ্ড ইহার ত্বক্, এবং ভুবনবিকাশিনী ত্রিলোকী ইহার দেহযষ্টিস্বরূপ॥ ঐ ২।

সুখং দুঃখং ভবোভাবোজ্ঞানমজ্ঞানমেব চ।
অত্রৈতান্যুরুবৃন্তানি মূলানি চ ফলানি চ॥

সুখ, দুঃখ, ভব (জন্মস্থিতি), ভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই সমস্ত সেই অবিদ্যা লতার মূল, বৃন্ত ও ফলস্বরূপ (১)॥ ঐ ৩।

(১) সুখ হইতে যে অবিদ্যার উদয় হয়, তাহা পরিণামে সুখস্বরূপ ফলই প্রদান করে; অর্থাৎ ভোগ্য সম্পৎ হইতে অগ্রে "আমার উহা অপেক্ষা সম্পৎ বৃদ্ধি হউক," এইরূপ অবিদ্যার উদয় হয় ; এই অবিদ্যা যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মদ্বারা সুখফল প্রদান করে। দারিদ্র্যাদি দুঃখ পরম্পরা হইতে ধন তৃষ্ণারূপ যে অবিদ্যা সমুদিত হয়, তাহাতে পাপবাসনা দ্বারা জাত-প্রতিগ্রহ ও চৌর্য্যাদির প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক দুঃখই ফলিত হয়। ভব হইতে যে অবিদ্যার উদয় হয়, তাহাতে জন্মস্থিতিই ফলিত হয়। ভাব হইতে যে অবিদ্যা আবির্ভূত হয়, তাহা ভাবই প্রসব করে। জ্ঞান হইতে যে অবিদ্যা সমুদিত হইয়া উত্তরোত্তর জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করে, তাহা পরিণামে সপ্তম ভূমিকায় জ্ঞান ফলই প্রদান করে। (এই জ্ঞানভূমিকার বিষয় স্থানান্তরে কথিত হইবে)। আর, অজ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার উদয় হয়, তাহা উত্তরোত্তর অজ্ঞান ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পরিনামে সপ্তম ভূমিকায় সম্পূর্ণ

দিবসব্যূহকুসুমা যামিনীলোলষট্পদা।
অজস্রংস্পন্দমানৈষা প্রপতত্যুত্তপল্লবা॥

দিবস ইহার পুষ্প, বাসনা তাহার আমোদ ও রাত্রি তাহার ভ্রমরস্বরূপ।

অজ্ঞানই প্রসব করে। এই সপ্তবিধ অজ্ঞান ভূমিকার বিষয় এই স্থলে কথিত হইতেছে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছিলেন, "হে রামচন্দ্র! এক্ষণে অজ্ঞান ভূমির বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন-জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি এই সপ্তবিধ মোহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বহু প্রকার হইয়া থাকে, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টির প্রারম্ভে চৈতন্যের আখ্যা রহিত নির্ম্মল যে প্রথম চেতন, তাহাই ভবিষ্যৎ চিত্ত ও জীবাদি নাম ধারণের কারণ। ব্রহ্মের স্ফুরণরূপ এই চেতন জাগ্রদ্বীজরূপে অবস্থিত বলিয়া বীজজাগ্রৎ নামে কথিত হয়। এই বীজজাগ্রৎ জ্ঞপ্তির (বুদ্ধির) নবীন অবস্থা। অতঃপর জাগ্রতের সংস্থিতি শ্রবণ কর। পরমাত্মা হইতে নবপ্রসূত এই বীজ জাগ্রতের পূর্ব্ব স্বরূপ বিস্মরণপ্রযুক্ত 'এই আমি, ইহা আমার,' এইরূপ যে নির্ম্মল জ্ঞান-প্রকাশ, তাহাই জাগ্রদবস্থা। জন্মান্তরোদিত কল্পনা দ্বারা 'এই আমি, ইহা আমার'' এইরূপ যে দৃঢ় প্রত্যয়, তাহা মহাজাগ্রৎ। যে জাগ্রদবস্থাতে 'তৎ মম' এই প্রকার জ্ঞান কখন স্থির বা কখন অস্থিরভাবে মনোরাজ্যের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহা জাগ্রৎস্বপ্ন। আকাশে দ্বিচন্দ্র দর্শন, শুক্তিকাতে রজত জ্ঞান ও মৃগতৃষ্ণিকাদি ভ্রান্তি দ্বারা অভ্যাস বশতঃ স্বপ্ন বহু প্রকার হয়। 'আমি অল্পকাল এইরূপ দর্শন করিয়াছি, আমার এই দৃষ্টি অসত্য,' নিদ্রান্তে যে এই প্রকার জ্ঞান হয়, তাহা স্বপ্ন। এই স্বপ্ন জাগ্রৎকালে চিরস্থায়িত্ব কল্পনা দ্বারা উপচিত হইয়া যে মহাজাগ্রৎ পদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই স্বপ্নজাগ্রৎ। এই স্বপ্নজাগ্রৎ কি জীবিত দেহ, কি বিনষ্ট দেহ সকলেই সমুদিত হইতে পারে। এই ষড়্বিধ অবস্থার পরিত্যাগ হইলে জীবের যে জড়াবস্থা,সেই ভবিষ্য দুঃখ বোধসম্পন্না অবস্থাই সৌষুপ্তি। এই অবস্থাতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন বস্তু অন্ধকারের ন্যায় মায়াতে লয় পাইয়া থাকে। এই সপ্ত প্রকার অবস্থার মধ্যে এক এক অবস্থা নানা বিভব

ইহা হইতে প্রাণীরূপ পল্লবরাজি অনবরত সমুদিত ও বিগলিত হইতেছে॥ যো-বা-রা ৬।৮।৭।

আগতাগত্য পততি বিবেককরিণীং ক্বচিৎ।
বিধূয়তে ধৃতরজাঃ প্রসক্তিং পুনরেতি চ॥
জায়মান প্রবালাঢ্যা সংজাতাঙ্কুরদন্তুরা।
সর্ব্বর্তু কুসুমোপেতা সমগ্ররসশালিনী॥

ইহা কর্ম্ম বায়ুদ্বারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কখন বা বিবেকরূপ করিণীর সম্মুখে নিপতিত হয়; তখন সেই করিণী বিচাররূপ শুণ্ডদ্বারা তাহাকে বিধূত করিতে থাকে। সেই বিচার-কর-কম্পনে অবিদ্যা-লতিকার দুর্ব্বাসনারূপ পরাগসমূহ বিধূত হইয়া যায়। কিন্তু সেই লতিকা দৈবাৎ কখন সেই করিণীর শুণ্ডাগ্র হইতে বিমুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বিষয়-তরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এবং অচিরে

রূপধারিণী হইয়া শত শত শাখা সম্পন্ন হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন চিরাভ্যাসদ্বারা জাগ্রদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা পদার্থ বিকাশের সহিত বিজৃম্ভিত হয়। জাগ্রৎ স্বপ্নের উদরেই মহাজাগ্রদ্দশা সমুদয় অবস্থিতি করে। এবং জীবগণ নদীর অন্তর্গত জলাবর্ত্তে নৌযান ভ্রমণের ন্যায় সেই জাগ্রদ্দশার অন্তরে মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত হয়। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট এই সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি কীর্ত্তন করিলাম। তুমি নির্ম্মল বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রবোধ বিমল ও একমাত্র পরমাত্মনিষ্ঠ দর্শন করিতে পারিলে এই অবিদ্যা ভূমির সকাশ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।"

যো-বা-রা ৩।১১৭ অধ্যায়

মিত্র প্রভৃতিরূপ প্রবালদ্বারা সুশোভিত, পুত্রপৌত্রাদিরূপ অঙ্কুরদ্বারা হাস্যবিশিষ্ট, সমগ্ররসসম্পন্ন এবং সমুদায় ঋতুর উপভোগ্য কুসুমে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬৷৮৷৮-৯।

চন্দ্রার্কদহনালোকা যস্যাস্তৎ কৌসুমং রজঃ।
অনেনেয়ং হি গৌরাঙ্গী স্ত্রীব চেতাংসি কর্ষতি॥

চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের যে আলোক, তাহা সেই অবিদ্যালতার কৌসুম-রজস্বরূপ। সেই অবিদ্যা তৎসমুদায় কুসুমনিকরে বিভূষিত হইয়া গৌরাঙ্গী কামিনীর ন্যায় জনগণের মন আকর্ষণ করে॥ ঐ ১৩।

মহাবিষলতৈষা হি সংসারবিষমূর্চ্ছনাং।
দদাতি রভসাশ্লিষ্টা পরামৃষ্টা বিনশ্যতি॥

মহা বিষলতার ন্যায় এই অবিদ্যা যত্নপূর্ব্বক আলিঙ্গিত হইলে সংসাররূপ বিষমূর্চ্ছনা প্রদান করে, কিন্তু বিচার দ্বারা বলপূর্ব্বক মর্দ্দিত হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ঐ ২৫।

স্ফীতেস্তর্গলিতা তস্য অজ্ঞেস্তঃ সংস্থিতান্বিতা।
ইতোজলমিতঃ শৈলা ইতো নাগাঃস্থুরা ইতঃ॥
ইতঃ পৃথ্বীত্বমায়াতা তথেতোদ্যুত্তয়াস্থিতা।
ইতশ্চন্দ্রার্কতাং প্রাপ্তা তথেতস্তারকাকৃতিঃ॥
ইতস্তম ইতস্তেজ ইতঃ খমিত উর্ব্বরা।
ইতঃ শাস্ত্রমিতোবেদা ইতোদ্বয়বিবর্জ্জিতা॥

যখন মূঢ় ব্যক্তির অন্তরস্থ এই অবিদ্যা স্ফীত হইয়া বিগলিত হয়, তখন এই জল, এই শৈল, এই নাগ, এই সুর, এই পৃথিবী, এই চন্দ্রসূর্য্য, এই তারকানিকর, এই অন্ধকার, এই আলোক, এই আকাশ, এই উর্ব্বরা ভূমি, এই শাস্ত্র, এই বেদ, এই দ্বৈতবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রলয়াবস্থা, এইরূপ ভ্রম বিস্তার করে॥

যো-বা-রা ৬৷৮৷২৬-২৮।

ক্বচিৎ খগতয়োড্ডীনা ক্বচিদ্দেবতয়োত্থিতা।
ক্বচিৎ স্থাণুতয়ারূঢ়া ক্বচিৎ পবনতাংগতা॥
ক্বচিদ্বিষ্ণুঃ ক্বচিদ্ব্রহ্মা ক্বচিদিন্দ্রঃ ক্বচিদ্রবিঃ।
ক্বচিদগ্নিঃ ক্বচিদ্বায়ু ক্বচিচ্চন্দ্রঃক্বচিদ্‌যমঃ॥

(তখন অবিদ্যা) কোথায় স্থাণুরূপে অবস্থিত, কোথায় বিহঙ্গম স্বরূপে উড্ডীন, কোথায় দেবস্বরূপে অবস্থিত এবং কোথায় বা সমীরণ-সমধর্ম্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোনও স্থলে বিষ্ণু, কোনও স্থলে ব্রহ্মা, কোনও স্থানে ইন্দ্র, কোথায় সূর্য্য, কোনও স্থানে অগ্নি, কোনও স্থলে বায়ু, কোথায় চন্দ্র এবং কোথায় বা যমস্বরূপে প্রকাশ পায়॥

ঐ ২৯-৩০।

যৎকিঞ্চনাঙ্গভুবনেষু মহামহিম্না
ব্যাপ্তং জরত্তৃণলবত্বমুপাগতং বা।
দৃষ্টং স্ফুরন্নহু হরাস্তপি তামবিদ্যাং
বিদ্ধি ক্ষয়ায় তদতীততয়াত্মলাভঃ॥

হে অঙ্গ! এই ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মের মহান্ মহিমাপ্রভাবে দশদিক্ ব্যাপ্ত জীর্ণ তৃণ-কণাসদৃশ তুচ্ছ পদার্থই হউক বা হরিহরাদি মহাত্মাগণই হউন, যে কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদায়কে অবিদ্যা বলিয়া জানিবে। সেই অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভরূপ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

যো-বা-রা ৬।৮।৩২।

সংবেদ্যেনাপরামৃষ্টঃশান্তং সর্ব্বাত্মকঞ্চ যৎ।
তৎ সচ্চিদাভাসময়মস্তীহ কলনোজ্ঝিতম্॥

(বেদে যাহাঁদিগকে "সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার অধিপতি, সচ্চিদানন্দময়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হরি—হর--ব্রহ্মাদিকে "অবিদ্যা" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করণার্থ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কহিতেছেন যে)—যিনি সম্বেদন দ্বারা পরামৃষ্ঠ (বিবেচিত) নহেন, যিনি নির্ব্বিকারত্ব প্রযুক্ত শান্ত, যিনি মায়াময়ত্ব হেতু সর্ব্বাত্মক ও যিনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা-বিহীন, সেই একমাত্র সৎস্বরূপ চিদাভাস ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'বিদ্যমান থাকেন॥ যো-বা-রা ৬।৯।৩।

সমুদেতি স্বতস্তস্মাৎ কলাকলনরূপিণী।
জলদাবর্ত্তলেখেব স্ফুরজ্জলতয়োদিতা॥

পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে জল হইতে জলময়ী আবর্ত্ত-চিহ্নের ন্যায় সেই পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার কল্পনা-রূপিণী কলা (সংসার-সংস্কারক বুদ্ধি) স্বয়ংই প্রকাশ হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৯।৪।

সূক্ষ্মা মধ্যা তথা স্থূলা চেতি সা কল্প্যতে ত্রিধা।
পশ্চান্মনস্তয়া তেন জাতৈব বপুষা পুনঃ॥

সেই কলা অবস্থাভেদে সূক্ষ্মা, মধ্যা ও স্থূলা এই ত্রিবিধরূপে কল্পিত হইয়াছে। তদনন্তর সেই সূক্ষ্ম কলা মন বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে॥ ঐ ৫।

তিষ্ঠত্যেতাস্বকস্থাসু ভেদতঃকল্প্যতে ত্রিধা।
সত্ত্বংরজস্তমইতি এবৈব প্রকৃতিঃ স্মৃতাঃ॥

সেই সূক্ষ্মাদি কলা আবার অবস্থাভেদে তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাই আবার প্রকৃতি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে॥

ঐ ৬।

অবিদ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি গুণত্রিতয়ধর্ম্মিণীং।
এষৈব সংসৃতির্জন্তোরস্যাঃ পারং পরং পদং॥

সেই প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ধর্ম্মিণী অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই জন্তুগণের সংসৃতি এবং

এই অবিদ্যার পারই পরম পদ॥ যো-বা-রা ৬।১।৭।

অত্র তে যে ত্রয়ঃ প্রোক্তা গুণাস্তেপি ত্রিধা স্মৃতাঃ।
সত্বং রজস্তম ইতি প্রত্যেকং ভিদ্যতে গুণঃ॥

অবিদ্যার যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তিত্রয় উদাহৃত হইয়াছে, উহারা প্রত্যেকেই আবার ত্রিবিধ। সেই তিন প্রকারকে গুণ কহে, যথা—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ॥ ঐ ৮।

নবধৈবং বিভক্তেয়মবিদ্যাগুণভেদতঃ।
যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যমনয়ৈব তদাশ্রিতং॥

এই প্রকারে অবিদ্যা গুণভেদে নবধা বিভক্ত হইয়াছে। যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই অবিদ্যার গুণভেদ মাত্র॥ ঐ ৯।

ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাঃসুরাঃ।
ইতি ভাগমবিদ্যায়াঃ সাত্বিকং বিদ্ধি রাঘব॥

হে রাঘব! অবিদ্যার যে সাত্ত্বিক-ভাগ তাঁহাই ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, নাগ, বিদ্যাধর ও দেবগণ॥

ঐ ১০।

সাত্বিকস্যাস্য ভাগস্য নাগবিদ্যাধরাস্তমঃ।
রজস্তমুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সত্বং দেবা হরাদয়ঃ॥

তন্মধ্যে এই সাত্ত্বিকভাগের যে তমোগুণ, তাহাতেই নাগ ও বিদ্যাধর-গণ সমুদিত হইয়াছে; আর রজো-গুণ হইতে মুনিগণ ও সিদ্ধগণ এবং সত্ত্বগুণ হইতে হরিহরাদি দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন॥

যো-বা-রা ৬।১।১১।

সত্বজাতৌ দেবযোনাববিদ্যা প্রাকৃতৈগুণৈঃ।
নির্ম্মলং পদমায়াতাঃ সত্বং হরিহরাদয়ঃ॥

সত্ত্বজাতি দেবযোনির মধ্যে যে হরি, হর ও বিরিঞ্চি, ইহাঁরা অবিদ্যার প্রাকৃত গুণযুক্ত, অবিদ্যাবরণবিহীন ও স্বাভাবিকী বিদ্যাদ্বারা পরম স্বাত্মপদ প্রাপ্ত; অতএব ইহাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব॥ ঐ ১২।

সাত্বিকঃ প্রাকৃতো ভাগো রাম তজ্‌জ্ঞোহি যো ভবেৎ।
ন সমুৎপদ্যতে ভূয়স্তেনাসৌ মুক্ত উচ্যতে॥

হে রাম! অবিদ্যার ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মক যে প্রাকৃত ভাগ, তাহাই সাত্ত্বিক; অতএব যিনি সেই প্রাকৃতভাগ অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; তিনিই মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ঐ ১৩।

তেন রুদ্রাদয়োহ্যেতে সত্বভাগা মহামতে।
তিষ্ঠন্তি মুক্তাঃ পুরুষা যাবদ্দেহং জগৎস্থিতৌ॥
যাবদ্দেহং মহাত্মানো জীবন্মুক্তা ব্যবস্থিতাঃ।
বিদেহমুক্তা দেহান্তে স্থাস্যন্তি পরমেশ্বরে॥

হে মহামতে! সেই প্রাকৃত ভাগদ্বারাই রুদ্রাদি মহাসত্ত্ব পুরুষ-গণ যাবৎ দেহ তাবৎ জগৎস্থিতিতে

মুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং দেহান্তেও মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে স্থিতি প্রাপ্ত হয়েন ॥

যো-বা-রা ৬।৯।১৪-১৫।

ভাগ এষ হ্যবিদ্যায়া এবং বিদ্যাত্বমাগতঃ।
বীজং ফলত্বমায়াতি ফলমায়াতি বীজতাং ॥

এই প্রকারে অবিদ্যার সাত্ত্বিক-ভাগই বিদ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বীজ কালক্রমে ফলত্ব এবং ফলও কাল-ক্রমে বীজত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ ১৬।

উদেত্যবিদ্যা বিদ্যায়াঃ সলিলাদিব বুদ্বুদঃ।
বিদ্যায়াং লীয়তে বিদ্যা পয়সীব হি বুদ্বুদঃ ॥

সলিল হইতে বুদ্বুদের ন্যায় অবিদ্যা বিদ্যা হইতে সমুদিত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায় ॥

ঐ ১৭।

পয়স্তরঙ্গয়োর্দ্বিত্বভাবনাদেব ভিন্নতা।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্ভেদভাবনাদেব ভিন্নতা ॥

যেমন জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ হইলেও একমাত্র কল্পনাদ্বারা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ কল্পনাদ্বারাই বিদ্যার সহিত অবিদ্যার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥

ঐ ১৮।

পয়স্তরঙ্গয়োরৈক্যংযথৈব পরমার্থতঃ।
নাবিদ্যাত্বং ন বিদ্যাত্বমিহ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥

পরমার্থতঃ যেরূপ জল ও তরঙ্গের ভেদ নাই, সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ের কিছুই প্রভেদ নাই ॥ যো-বা-রা ৬।৯।১৯ ॥

বিদ্যাবিদ্যাদৃশৌ ত্যক্ত্বা যদস্তীহ তদস্তি হি।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদবশাদেতদ্ভ্রম দ্বহ ॥

হে রঘূদ্বহ! বিদ্যা ও অবিদ্যা দৃষ্টি পরিত্যক্ত হইলে যাহা বিদ্য-মান থাকে, তাহাই আছে। (অজ্ঞান-দ্বারা অবিদ্যা প্রকাশ এবং জ্ঞান-দ্বারা তন্নিবারণ, এই প্রকার) প্রতিযোগিতার ব্যবচ্ছেদ নিবন্ধন জীবের ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে ॥

ঐ ২০।

বিদ্যাবিদ্যাদৃশৌ ন স্তঃ শেষে বদ্ধপদোভব।
নাবিদ্যাস্তি ন বিদ্যাস্তি কৃতং কল্পনয়ানয়া ॥

তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চিন্মাত্র পদে অব-স্থান কর। কল্পনা দ্বারা বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি যাহা কল্পিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মিথ্যা ॥

ঐ ২১।

কিঞ্চিদস্তি ন কিঞ্চিৎ যৎ চিৎসংবিৎ ইতি তৎস্থিতং।
তদেবাবিদিতাভাসং সদবিদ্যেত্যুদাহৃতং ॥

যাহা কিঞ্চিৎ হইয়াও অকিঞ্চিৎ, সেই একমাত্র সদসদ্ভাবসম্পন্ন চিৎ স্বরূপ জ্ঞানময় পদার্থই বিদ্যমান আছেন ; সেই চিন্মাত্র অবিদিত হইলে অবিদ্যা শব্দে উদাহৃত হইয়া

থাকে (আর বিদিত হইলে অবিদ্যা-ক্ষয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে)॥

যো-বা-রা ৬।৯।২২।

যথাম্ভোধিস্তরঙ্গাণাং যথামলমণিস্ত্বিষাম্।
তস্মাত্তথেমা নির্যান্তি স্ফুরন্ত্যাঃ সম্বিদশ্চিতঃ॥

তরঙ্গদিগের সমুদ্রের ন্যায় এবং প্রভাপটলের সম্বন্ধে অমলমণির ন্যায় ব্রহ্মসম্বিদ হইতে এই সমস্ত জীবের চিদ্রূপ প্রস্ফুরিত হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই সকল জীবের সম্বিদাকাশ স্বরূপ॥ ঐ ২৯।

কোশোনিত্যমনন্তানাং তথা তৎ সংবিদাং ত্বিষাম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরে সর্ব্বং বস্তুন্যন্ত্যেব বস্তু সৎ॥

যিনি নিত্যকাল অনন্ত সম্বিদ্-প্রভার একমাত্র কোশস্বরূপ এবং যিনি অবস্তুমান্ হইয়াও বস্তুর অধীন-সত্ত্বস্বরূপ, সেই চিদাত্মা বাহ্যে ও অন্তরে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন॥ ঐ ৩০।

আত্মাহ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতি র্নিত্যোহন্যো নির্গুণোগুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে।
খংবায়ুর্জ্যোতিরাপোভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ং।
আবিস্তিরোহল্প ভূর্য্যেক নানাত্বং যাত্যসাবপি॥

এক, স্বয়ংজ্যোতিঃ, নিত্য, অনন্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মসৃষ্ট গুণ সকলের দ্বারা গুণকৃত ভূতসমূহে নানারূপে প্রতীত হয়েন(১)। যেমন আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উপাধি-অনুসারে তাহাদিগের কর্ত্তৃক কৃত (ঘটাদি পদার্থ) সকলে আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পতা, বহুলতা ও বিবিধপ্রকারতা লাভ করে, আত্মাও সেইরূপ (২)॥

ভা-পু ১০।৮৫।২০।

বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ॥
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্য-কর্ম্ম প্রবৃত্তিজঃ।
দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥

বায়ু যেমন অভেদ-ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান হইয়াও বেণুর রন্ধ্র-ভেদ দ্বারা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধারাদি স্বরাভিব্যঞ্জকতা হেতু সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদানুসারেই একমাত্র পরমাত্মায় দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি রূপ-ভেদ আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি যে অদ্বিতীয় ও আবরণ-শূন্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ বি-পু ২।১৪।৩২-৩৩।

(১) আত্মা এক হইয়া বহুরূপে, স্বয়ং জ্যোতিঃ হইয়া দৃশ্যরূপে, নিত্য হইয়া অনিত্যরূপে, অনন্ত হইয়া অন্তরূপে এবং নির্গুণ হইয়া সগুণরূপে, এই প্রকারে নানারূপে প্রতীত হন।

(২) অর্থাৎ আত্মসৃষ্ট গুণগণবিরচিত দেহ সকলে নানারূপে প্রতীত হন; আবার উপাধি-অনুসারে আবির্ভাব, তিরোভাবাদি নানারূপে প্রতীত হন, বস্তুতঃ নহেন।

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্‌পৃথক্ পৃথক্ ॥

যেমন একমাত্র নভোমণ্ডল শ্বেত ও নীলাদি বর্ণ ভেদে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ একমাত্র আত্মা ভ্রান্তিদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকেন ॥ বি-পু ২।১৬।২২।

জলপূর্ণেষসংখ্যেষু সরাবেষু যথাভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বংতদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে।
উপাধিষু সরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরং।
সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্মনি যা তথা ॥

যেমন জলপূর্ণ বহুসংখ্যক সরাবে এক বস্তুর বহুত্ব দর্শন হয়, কিন্তু সেই বস্তুর ভেদ দর্শন হয় না, তদ্রূপ নানাবিধ জিবোপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে ও বহু সরাবস্থ সূর্য্যকে বহু বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ সূর্য্য ও আত্মা অনেক নহেন (১) ॥

শি-সং ১।৩৫।

মায়ৈবৈকা হি নৃত্যন্তী মোহয়ত্যখিলা ধিয়ঃ।
পুংসাং ভেদো বুদ্ধিভেদাদম্বুভেদাদ্ যথা রবেঃ ॥

এই জগতে এক মায়াই নৃত্য করতঃ সকল বুদ্ধিকে মোহিত করে এবং সেই মোহবশতই পুরুষের ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত রবি জলের রূপ-ভেদে নানারূপ দেখায়, সেইরূপ বুদ্ধিভেদেই পুরুষকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ॥

সাং-সা ২।৬।৩৮।

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥

(যদি এমন আশঙ্কা কর যে, যদি সকল দেহেতে আত্মার একত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এক ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃপ্তি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তাহাতে অন্য ব্যক্তিরও জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখাদি উপস্থিত হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে)—যেমন একটী ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে সকল ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, তদ্রূপ এক ব্যক্তির জন্ম, মরণাদিতে অন্যের জন্ম মরণাদি হইতে পারে না, কারণ জন্ম, মরণাদি সকলই উপাধিগত ধর্ম্ম বিশেষ, আত্মার সে সকল ধর্ম্ম নাই। অতএব আত্মা এক হইলেও এক ব্যক্তির জন্ম মরণাদিতে অন্যের জন্ম মরণাদি নিতান্ত অসম্ভব ॥ মা-উ ৩।৫।

(১) যেমন বহু সরাবস্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়াপ্রভাবে অজ্ঞানী লোকদিগের বুদ্ধির চঞ্চলতা প্রযুক্ত বহু শরীরে বহু আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ যেমন সূর্য্য অনেক নহে, তদ্রূপ আত্মাও অনেক নহেন; তিনি একই মাত্র।

রূপকার্য্যসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ॥

যদ্রূপ একমাত্র মহাকাশকে ঘটাকাশ ও গৃহাকাশাদি নানারূপে ক্ষুদ্র ও মহৎ বলিয়া নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ নানাপ্রকার রূপ, অনেক প্রকার কার্য্য ও বিবিধ নামদ্বারা জীবেরও নানাপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যেমন ঘটাকাশাদি সকলই মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ তির্য্যক্ হইতে দেব পর্য্যন্ত নানাপ্রকার জীবও সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। যেমন ব্যবহারের নিমিত্ত ঘটাকাশাদি কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধনার্থ জীবও নানাপ্রকারে কল্পিত হয়॥ মা-উ ৩।৬॥

নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা।
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা॥

ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের বিকার কিংবা অবয়ব নহে, জীবও সেইরূপ আত্মার বিকার বা অবয়ব নহে; অতএব জীবেতে যে আত্মভেদ ব্যবহার, তাহা মিথ্যা॥

ঐ ৭।

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনংমলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাঽপি মলিনো মলৈঃ॥

যেমন বালকেরা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মেঘ,ধূলি ও ধূমাদিদ্বারা সমাচ্ছাদিত আকাশকে মলিন বোধ করে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা অবিবেক বশতঃ দেহের জন্ম মরণাদি ধর্ম্মদ্বারা আত্মাকে মলিন জ্ঞান করে। বস্তুতঃ আকাশ যেমন নির্ম্মল,মেঘাদি তাহার ধর্ম্ম নহে, আত্মাও সেইরূপ নির্ম্মল, জন্ম মরণাদি তাঁহার ধর্ম্ম নহে,কেবল দেহোপাধিক জীবের ভেদবুদ্ধি দ্বারাই তাঁহার জন্মমরণাদি ব্যবহার হইয়া থাকে॥ মা-উ ৩।৮।

চৈতন্যস্যৈকরূপত্বাদ্ভেদো যুক্তো ন কর্হিচিৎ।
জীবত্বঞ্চ মৃষাজ্ঞেয়ং রজ্জৌসর্পগ্রহো যথা॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় চৈতন্যের একরূপত্ব হেতু তাঁহার কোন প্রকার ভেদই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব জীবত্বকেও মিথ্যা জ্ঞান করিবে, যেহেতু জীবত্বের উপাধিস্বরূপ অন্তঃকরণাদি সমস্তই মায়াময়। যেমন মন্দ মন্দ অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীদিগের বিবেকাভাব প্রযুক্ত আত্মাতে জীবভ্রান্তি হইয়া থাকে॥ অ-অ ৪৩।

সপ্নোজাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নেঽপি জাগরো নহি
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োপি হ্যভয়োর্ন চ॥
ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়-বিনির্ম্মিতং।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যোহ্যেকশ্চিদাত্মকঃ॥

জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগরণ মিথ্যা। কিন্তু

সুষুপ্ত্যাবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়েই লোপ পায় এবং স্বপ্ন ও জাগরণকালে সুষুপ্তিও অলীক বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যেহেতু উক্ত অবস্থাত্রয় মায়া-গুণদ্বারা বিনির্ম্মিত, এহেতু জাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থাই মিথ্যা; কেবল সেই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাই সত্য। অতএব এই জগতে আত্মা ভিন্ন সমুদায় পদার্থই মিথ্যা॥

অ-অ ৫৭-৫৮।

অত আত্মা সমঃপ্রোক্ত ঐকরূপ্যাচ্চ সর্ব্বদা।
দেহাধ্যক্ষতয়া দেহী পুর্য্যভিব্যক্তিতঃ পুমান্॥

এই আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সম বলা যায়; তিনি দেহের অধ্যক্ষ বলিয়া তাঁহাকে দেহী এবং তিনি দেহরূপ পুরীতে প্রকাশমান হয়েন বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়॥ সাং-সা ২।৫।৩৭।

একাকিত্বাদদ্বিতীয়ঃ কেবলশ্চোচ্যতে তু সঃ।
চিচ্ছক্ত্যপ্রতিবন্ধেন প্রোচ্যতে নাবৃতঃ পুমান্॥

তিনি একাকী, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও কেবল বলা যায় এবং তাঁহার চৈতন্যশক্তির অপ্রতিবন্ধহেতু তাঁহাকে অনাবৃত বলিয়া থাকে॥ ঐ ৩৮।

সর্ব্বস্বামিতয়া চাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রবেদনাৎ।
হৃৎসরোবরধীপদ্মদলবৃত্তিষু লীলয়া॥

তিনি সকলের স্বামী, এহেতু তাঁহাকে আত্মা বলা যায় এবং তিনি জীব সমূহের হৃদয়রূপ সরোবরস্থ বুদ্ধিরূপ পদ্মদলে সর্ব্বদা ক্রীড়মান্ থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকল অবগত আছেন, এই কারণে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েন॥

সাং-সা ২।৫।৩৯।

চরন্নিবানন্দমীনান্ ভুঞ্জানো হংস উচ্যতে।
হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণবিশন্ পুনঃ॥

তিনি সেই হৃৎসরোবরের আনন্দস্বরূপ মীনগণকে ভোজন করতঃতথায় বিচরণ করেন, এই নিমিত্ত তিনি হংস নামে কথিত হয়েন। তিনি "হং" এই শব্দদ্বারা বাহিরে গমন করেন এবং "স" এই শব্দদ্বারা পুনর্ব্বার অন্তরে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তিনি নিরন্তর "হংসঃ" এই বীজ জপ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৪০।

প্রাণবৃত্ত্যানয়াচাপি প্রাণাত্মা হংস উচ্যতে।
শরীরগিরিহৃদ্ব্যোম গুহায়াং বুদ্ধিভার্য্যয়া॥

যেহেতু তিনি প্রাণবৃত্তি দ্বারা অন্তর্বাহে গমনাগমন করেন, এই হেতু তাঁহাকে প্রাণী, আত্মা ও হংস বলা যায়। তিনি শরীররূপ গিরির

হৃদয়রূপ শূন্যময় গুহাভ্যন্তরে বুদ্ধি নাম্নী ভার্য্যার সহিত বাস করেন ॥

সাং-সা ২।৫।৪১।

ব্যজ্যমানস্তয়া সার্দ্ধং স্বপন্নিব গুহাশয়ঃ।
ত্রিগুণাত্মকমায়ায়াং স্বাং সান্নিধ্যাৎ পরিণাময়ন্ ॥
মায়ীতি কথ্যতে চাত্মা তৎকৃতানৃতবেশধৃক্।
স্বান্যেকাদশ ভূতানি পঞ্চৈতানি তু ষোড়শ ॥

তিনি বুদ্ধিরূপা ভার্য্যার সহিত হৃদয়রূপ গুহাশায়ী হইয়া আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সান্নিধ্যপ্রযুক্ত সেই মায়ার পরিণাম সাধন করেন বলিয়া মায়ী নামে উদাহৃত হয়েন। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ পদার্থের সমষ্টিকে মায়ার বেশ কহে। তিনি কেবল সেই মায়া-বিরচিত বেশ ধারণ করেন মাত্র; বস্তুতঃ তিনি মায়ার আশ্রিত বা মায়ার কার্য্য নহেন। তিনি এই মিথ্যা বেশ ধারণ করিয়াই অভিব্যক্ত হয়েন ॥ ঐ ৪২-৪৩।

প্রলয়ো হি বিজাতীয়দ্বৈতশূন্যত্বমাত্মনাম্।
অসঙ্গত্বান্নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধশ্চ চিত্ত্বতঃ ॥

আত্মার বিজাতীয় দ্বৈতাভাবকেই প্রলয় কহে। তিনি সর্ব্বদাই অসঙ্গ, অতএব তিনি নিত্যশুদ্ধ ও চিৎস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে নিত্যবুদ্ধ বলা যায় ॥ ঐ ৪৭।

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপকঃ ॥

যেহেতু আত্মার প্রকাশক কেহই নাই, এহেতু আত্মাই স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশবিধায় আত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপ হয়েন ॥ শি-সং ১।৫৩।

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণো ভবেৎ কিল ॥

যেহেতু স্বরূপতঃ দেশকালাদিতে আত্মার পরিচ্ছেদ নাই, এহেতু তিনি অপরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন হেতু তিনিই পরিপূর্ণ হয়েন ॥ ঐ ৫৪।

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ম্মাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু ॥

যেহেতু মিথ্যাত্মক পঞ্চভূতের ন্যায় আত্মার বিনাশ নাই, এহেতু আত্মাই নিত্য হয়েন। আত্মার বিশ্ব-রূপ উপাধির বিনাশ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপের বিনাশ নাই ॥ ঐ ৫৫।

যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যো মিথ্যা স্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ ॥

যেহেতু আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, এহেতু আত্মাই সর্ব্বদা এক-মাত্র বিদ্যমান আছেন এবং যেহেতু আত্মা ভিন্ন সকলই মিথ্যা, এহেতু একমাত্র আত্মাই সত্য ॥ ঐ ৫৬।

অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশঃ সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদাদ্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখং ॥

যেহেতু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে এই অবিদ্যা-বিরচিত সংসারের সমস্ত দুঃখের নাশ হইয়া সুখোৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত আত্মাই অখণ্ড সুখস্বরূপ হয়েন॥ শি-সং ১।৫৭।

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণং।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনং॥

যেহেতু পরমাত্মজ্ঞানদ্বারা বিশ্বের কারণস্বরূপ অজ্ঞানের নাশ হয়, এই হেতু আত্মাই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হয়েন এবং আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হওয়াতে জ্ঞানই নিত্য হয়েন॥ ঐ ৫৮।

আত্মা তু নির্গুণস্তদ্বৎ কূটস্থশ্চ মতো বুধৈঃ।
চিতেঃকূটস্থসংজ্ঞা তু স্থিরত্বাদ্‌ গিরিকূটবৎ॥

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা আত্মাকে যেমন নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই-রূপ তাঁহাকে কূটস্থ বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু চিৎস্বরূপ আত্মা গিরিকূট অর্থাৎ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় স্থির, এই নিমিত্ত তাঁহার কূটস্থ সংজ্ঞা হইয়াছে (১)॥

সাং-সা ২।৫।৭।

(১) এই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় যে প্রকার স্থির স্বভাব, তাহা এইস্থলে বিস্তারিতরূপে কথিত হইতেছে। যথা,—"অহঙ্কারে অভিমানী ও কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব, কাম ক্রোধাদি তাহার মনোবৃত্তি, শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল এবং বাহ্য বিষয় সকলকে পৃথক্‌ পৃথকরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত শ্রবণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, এই সমুদায় এককালে যাঁহার চৈতন্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই কূটস্থ সাক্ষি চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা বলা যায়। যেমন রঙ্গশালা মধ্যে স্থিত দীপপ্রভা দ্বারা সেই গৃহ, গৃহস্বামী, সভাগণ, বাদ্যকর ও নর্ত্তকী প্রভৃতি সমুদায় বস্তুই এককালে সমান ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাহাদিগের অভাবেও সেই দীপ স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে, তদ্রূপ দর্শন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকলকে কূটস্থ সাক্ষি চৈতন্য জ্যোতিঃ যুগপৎ সমান ভাবে প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের অভাবেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বয়ং দেদীপ্যমান থাকেন। তিনি নিরন্তর প্রকাশমান থাকা প্রযুক্ত তদ্দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া ভঙ্গীক্রমে নানা প্রকার নৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ নানা রূপে বিকৃত হইতেছে। ইহার পর্য্যায় এই যে, বিষয় ভোগাভিমানী জীবের অহঙ্কার গৃহস্বামী স্বরূপ, রূপরসাদি বিষয় সকল সভ্য স্বরূপ, নানারূপে বিকার প্রাপ্ত বুদ্ধি নর্ত্তকী স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণ তালাদিধারী বাদ্যকর স্বরূপ এবং এতৎ সর্ব্বাবভাসক সাক্ষি চৈতন্য দীপ জ্যোতিঃস্বরূপ, এবম্বিধ রঙ্গস্থলে বুদ্ধির নৃত্যই প্রশস্ত হয়। আর, যেমন রঙ্গশালাস্থিত দীপ এক স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই গৃহের সর্ব্বত্র সমানরূপে প্রকাশ করে, সাক্ষি চৈতন্যও সেইরূপ একস্থানস্থ হইয়াও দেহের অন্তর্ব্বাহ্য, অর্থাৎ দেহের মধ্যদেশ ও বাহ্যদেশ এতদুভয় দেশই এককালে সমান ভাবে প্রকাশ করেন। বুদ্ধি স্বয়ং শরীরের অন্তরস্থ হইয়াও তাহার স্বাভিলষিত রূপাদি বিষয় সকল গ্রহণ করণার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বারম্বার বাহিরে গমন করে। অন্তরে ও বাহিরে কিম্বা অন্যত্র যেখানে যে কোন রূপাদি বুদ্ধিদ্বারা কল্পনা করা যায়, পরব্রহ্ম চৈতন্য তৎসমুদায়কে প্রকাশ করতঃ তাহাদিগের সাক্ষী হয়েন, সুতরাং বুদ্ধি যে যে স্থানে যে যে বস্তুতে গমন করে, তৎসহকারে সাক্ষি চৈতন্যও সেই সেই স্থানে সেই সেই বস্তুতে গত হয়েন বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সাক্ষি চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বভাবকে অজ্ঞানী লোকশ্চেতরসম্বন্ধে তদ্রূপৈরুপরক্ততা।
যথা বিষয়সম্বন্ধাদ্‌ বুদ্ধৌ ভবতি বাসনা॥

যেরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ

হইলেই বুদ্ধির বাসনা হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধবশতই তাঁহাকে তত্তদ্বিষয়ে লিপ্ত ও অনুরক্ত বলিয়া অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ আত্মার সহিত কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত বা অনুরক্ত নহেন ॥ সাং-সা ১।৫।৮।

অতো নিরঞ্জনোঽসঙ্গো নির্লেপশ্চোচ্যতে পুমান্।
নভঃপুষ্করপত্রাদিদৃষ্টান্তৈঃ পরমর্ষিভিঃ ॥

যেহেতু আত্মার সহিত কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, এই নিমিত্ত ঋষিগণ তাঁহাকে নিরঞ্জন, অসঙ্গ ও নির্লেপ বলিয়া থাকেন। যাদৃশ নভোমণ্ডলে পদ্মপত্র নিক্ষেপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমণ্ডলে পতিত হয়, তাহার সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ হয় না, তাদৃশ আত্মাতেও কোন বিষয়ের সম্বন্ধ হয় না ॥ সাং-সা ১।৫।১০।

নিত্যমুক্তস্তথা নিত্যনির্দুঃখত্বাৎ পুমান্ মতঃ।
ইত্যাদি গুরুশাস্ত্রোক্তদিশা স্বানুভবেন চ ॥

সেই "আত্মা নিত্যমুক্ত ও নিত্য নির্দুঃখস্বরূপ" ইত্যাদি গুরু ও শাস্ত্রোক্ত উপদেশানুসারে স্বকীয় অনুভবদ্বারা সেই আত্মাকে বোধগম্য করিবে ॥ সাং-সা ২।৫।৪৮।

বালাগ্রশত সাহস্রং তস্য ভাগস্য ভাগশঃ।
তস্য ভাগস্য ভাগার্দ্ধং তজ্জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্ ॥

একটী কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করতঃ তাহার এক ভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত করণানন্তর ঐ সহস্রাংশের একাংশকে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিলে এক একটী ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, সেই চৈতন্যময় নিরঞ্জন পরমাত্মাও সেইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া জানিবে ॥ ধ্যা-উ ৬।

পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যে যথা ঘৃতম্।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্ ॥
এবংসর্ব্বাণি ভূতানি মণিসূত্রমিবাত্মনি।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥

লোকেরা অনর্থক সাক্ষি চৈতন্যেই আরোপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সাক্ষি চৈতন্যের সর্ব্বদাই স্থির স্বভাব, তাঁহার চঞ্চলতা বা গমনাগমনাদি কোন মতে সম্ভাবিত নহে। যদ্রূপ গবাক্ষদ্বার দিয়া স্বল্পমাত্র সূর্য্যরশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহাতে যদি হস্ত চালনা করা যায়, তাহা হইলে অনুমান করা যায়, যেন সেই আতপই ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ আতপের স্থির স্বভাব, তাহার চলাচল নাই, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য বশতঃ বোধ হয় যেন সাক্ষি চৈতন্যই অন্তর্ব্বাহ্যে গমনাগমন করিতেছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ তাঁহার অন্তর্ব্বাহ্য নাই এবং গমনাগমনও নাই, অন্তর্ব্বাহ্য কেবল বুদ্ধির স্থান এবং গমনাগমনাদিও কেবল বুদ্ধির কার্য্য মাত্র। কল্পিত বুদ্ধ্যাদি রূপ অশেষ উপাধির নাশ হইলেই সাক্ষি চৈতন্য নিজ প্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত হয়েন" ॥ প-দ নাটকদীপ।

যাদৃশ পুষ্পমধ্যে গন্ধ, দুগ্ধমধ্যে ঘৃত, তিলমধ্যে তৈল এবং পাষাণমধ্যে স্বর্ণ অবস্থিতি করে, তাদৃশ পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন এবং ভূতগণও সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। যেমন মণি-সকল সূত্রেতে গ্রথিত থাকে এবং সূত্রও মণি সকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতসকল ও পরমাত্মা পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িভাবে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, যিনি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করেন এবং কদাচ যাঁহার অজ্ঞান লক্ষিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ॥ ধ্যা-উ ৭-৮।

তিলানাস্তু যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধমিবার্পিতম্।
পুরুষস্য শরীরে তু স বাহ্যাভ্যন্তরে স্থিতঃ॥

যেরূপ তিলমধ্যে তৈল ও পুষ্প-মধ্যে গন্ধ নিহিত থাকে, সেইরূপ পুরুষের শরীরের বাহ্যাভ্যন্তরে পরমাত্মা ব্যবস্থিত আছেন॥

ধ্যা-উ ৯।

মুক্তাফলশতৌঘানান্তন্তুঃ প্রোতবপুর্যথা।
তথায়ং দেহলক্ষাণাং স্থিত আত্মাত্ম্যলক্ষিতঃ॥

যেরূপ শত শত মুক্তামাল্যের অন্তরে তন্তুবিতান অদৃশ্যভাবে নিবদ্ধ থাকে, তাহার ন্যায় এই লক্ষ লক্ষ দেহাভ্যন্তরে আত্মার অলক্ষ্যভাবে অবস্থিতি॥ যো-বা-রা ৬।৫৩।৪৩।

ব্রহ্মাদৌ তৃণপর্য্যন্তে পদার্থে নিকুরম্বকে।
সত্তাসামান্যমেতদ্ যৎ তমাত্মানমজং বিদুঃ॥

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহে যে সামান্য সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই জন্মহীন ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে (১)॥ যো-বা-রা ৬।৫৩।৪৪।

---

(১) এই অনন্ত চিদাকৃতি পরমাত্মার রূপ নির্ণয় বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছিলেন যে,—"সমাধি দ্বারা বৃত্তি সকল ক্ষীণ হইলে, ইন্ধনশূন্য অনল সদৃশ মনঃ স্বরূপ আত্মাকে নাশ করত যে আখ্যা রহিত সৎ বিদ্যমান থাকেন, তাহাই সেই বস্তুর রূপ। 'দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ রহিয়াছে' এইরূপ যে বোধ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। চিত্তের জীব স্বভাব রহিত হইয়া যে নির্ম্মল শান্তি-রূপ চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যে জীবনবিশিষ্ট চিত্তের বাতাদি দ্বারা শীতলাদি দ্রব্য অঙ্গে সংলগ্ন হইলেও স্পর্শাদির অনুভব হয় না, তাহাই পরমাত্মার রূপ। জীবের স্বপ্নাবস্থা এবং জড়াবস্থা (সুষুপ্তি) ভিন্ন নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ চিরনিদ্রাতে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা আকাশের হৃদয় (শূন্যতা), যাহা শিলার হৃদয় (কঠিনতা) এবং যাহা পবনের হৃদয় (অন্তর্বহিঃপূর্ণতা), তাহাই সেই অচেত্য চিৎস্বরূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ। জীবের চেত্য-বিষয়ক (দৃশ্যবিষয়ক) জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরম শান্তি-স্বরূপ সত্তা বিদ্যমান থাকেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা চিৎপ্রকাশের মধ্যে ও যাহা আকাশ প্রকাশের মধ্যে সার, যাহা দ্বারা দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ। যাহা দ্বারা দৃশ্য ঘটপটাদি এবং অন্ধকার প্রকাশিত হইতেছে, জীবের সেই জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ যে চিৎ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও, যাহা হইতে জগৎ সমু-দিত বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা ভিন্নই হউক, আর

আত্মনস্তৎ প্রকাশত্বংযৎপদার্থাবভাসনং।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতোনিশি ॥

যে রূপে পদার্থ সকলের বিশেষ প্রকাশ হয়, তাহাই আত্মার প্রকাশ; কিন্তু অগ্ন্যাদির দীপ্তির ন্যায় আত্মার দীপ্তি নহে, যেহেতু রাত্রিকালে অগ্ন্যাদির দীপ্তির অভাবে অন্ধের ন্যায় হইতে হয় (১) ॥ অ-অ ২২।

অর্থাদর্থে যদা বৃত্তিং গন্তং চলতি চান্তরে।
নিরাধারা নির্ব্বিকারা যা দশা সাত্মনি স্মৃতা ॥

যৎকালে মন এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, তৎকালে অর্থাৎ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ ও পর-বিষয় প্রাপ্তির মধ্যকালে মনের যেরূপ নির্ব্বিকার ও নিরাধার অবস্থা হয়, আত্মার অবস্থা সর্ব্বদাই সেইরূপ জানিবে ॥

স-আ ৩৭।

মোহনিদ্রা ন তত্রাস্তি তেনায়ং জাগরো মহান্।
ভাবা যেয়ো ন ভাসন্তে তেনায়ং নৈব জাগরঃ ॥

সেই পরমাত্মা অতি মহানু জাগরিত পদার্থ, অর্থাৎ নিত্য চৈতন্যময়, কারণ তাঁহাতে অজ্ঞান-ময়ী নিদ্রা নাই; আবার তিনি জাগরিত পদার্থও নহেন, যেহেতু

অভিন্নই হউক, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যিনি ব্যবহার কার্য্যে অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পাষাণবৎ বোধ করেন এবং যাহা অব্যোমস্বরূপ হইয়াও ব্যোমস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। * * * যদি মন বুদ্ধ্যাদি নির্ম্মুক্ত হইয়া একমাত্র বোধময় স্বরূপে স্থাবরাদির ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই বোধ-স্বরূপ মনের সহিত পরমাত্মার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে" ॥ যো বা রা ২।১০ অঃ।

(১) শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে কথিত আছে যে, আত্মপুরুষ জ্যোতির্ম্ময়, তিনিই সমুদায় দৃশ্য পদার্থের প্রকাশক। এক্ষণে দৃশ্য ও দ্রষ্টার ন্যায় দেহ ও আত্মার প্রকাশ্য ও প্রকাশকরূপ বৈলক্ষণ্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করণার্থ এইস্থলে আত্মার প্রকাশত্বের স্বরূপ কি, অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ কিরূপ, তাহাই বলা হইতেছে।—যেরূপে ঘট পটাদি পদার্থ সকলের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ "এই ঘট," "এই পট" ইত্যাদিরূপে পদার্থ সকলের বিশেষ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তাহাই আত্মপুরুষের প্রকাশ, কিন্তু উৎপত্তি বিনাশাদি বহুবিধ বিকারবিশিষ্ট অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকলের দীপ্তির ন্যায় আত্মার দীপ্তি নহে। কারণ ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যখন প্রদীপ থাকে, তখনই অগ্নির প্রকাশ হয়, কিন্তু যখন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়, তখন আর অগ্নির প্রকাশ থাকে না। আবার, যে স্থানে প্রদীপ থাকে, সেই স্থানেই লোক সকল দর্শন করিতে পারে, কিন্তু যে স্থানে প্রদীপ না থাকে, সে স্থানে লোক সকল অন্ধের ন্যায় কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু আত্মার প্রকাশ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেহেতু আত্মার দীপ্তিতে লোক সকল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করিতে পারে। অতএব আত্মার দীপ্তি অগ্ন্যাদির দীপ্তির ন্যায় নহে। আত্মার যদি সেরূপ দীপ্তি হইত, তাহা হইলে অগ্ন্যাদির দীপ্তির ন্যায় আত্মার দীপ্তিতে অন্ধকার বিনষ্ট হইত। সত্তা ও প্রকাশদ্বারা সর্ব্বত্র সকল সময়ে আত্মদীপ্তির বিদ্যমানতা অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্ধকারের নাশ দেখা যায় না। অতএব আত্মার দীপ্তি অগ্ন্যাদির দীপ্তির ন্যায় বলা যায় না। একমাত্র আত্মদীপ্তিই সেই অগ্ন্যাদির দীপ্তি, অন্ধকার ও অন্যান্য বস্তু সকলকে সমভাবে প্রকাশ করে। ফলতঃ যে প্রকাশে অগ্ন্যাদির দীপ্তিও প্রকাশ পায়, তাহাই আত্মার প্রকাশ। অতএব আত্মার দীপ্তি অগ্ন্যাদির দীপ্তি হইতে অতিরিক্ত ও অলৌকিক।

তাঁহাতে ভাবাভাব (১) কোন পদার্থই প্রতিভাত হয় না, অর্থাৎ তাঁহাতে কোন পদার্থেরই ভান নাই ॥ বো-সা।

অপূর্ব্বং ভাসতে বস্তু তেন স্বপ্নোঽয়মুত্তমঃ।
দৃশ্যং ন ভাসতে তত্র তেন স্বপ্নোঽপিনৈব সঃ ॥

সেই ব্রহ্মপদার্থ অতি অপূর্ব্ব (পরমাশ্চর্য্য) পদার্থের ন্যায় অনুভূত হন, অতএব তিনি অদ্ভুত স্বপ্নস্বরূপ, পক্ষান্তরে তাঁহাতে কোন দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং তিনি স্বপ্নও নহেন ॥ ঐ।

অভানাৎ সা পদার্থানাং সুষুপ্তি সুখরূপিণী।
ন জাড্যং ন তমস্তত্র সুষুপ্তিরপি নৈব সা ॥

সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যশক্তিতে কোন পদার্থেরই উপলব্ধি নাই, এহেতু (শান্তিসুখসম্বন্ধে) তাঁহাকে সুষুপ্তি-সুখস্বরূপ বলা যায়; আবার তাঁহাতে জড়তা কিম্বা তমোগুণের উদ্রেক না থাকাপ্রযুক্ত তিনি সুষুপ্তিস্বরূপও নহেন; অর্থাৎ জড়তা বা অজ্ঞানতা সম্বন্ধে জ্ঞানময় আত্মাকে সুষুপ্তিসুখ-স্বরূপও বলা যায় না ॥ ঐ।

অবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তং তুরীয়মিতি কীর্ত্তিতং ॥

এইরূপে সেই পরব্রহ্ম জাগরণাদি অবস্থাত্রয় হইতে নির্ম্মুক্ত, এই নিমিত্ত ঋষিগণ তাঁহাকে তুরীয়, অর্থাৎ উক্ত অবস্থাত্রয়াতিরিক্ত চৈতন্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ঐ।
বো-সা।

ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং বক্তুং কঃ শক্তিমান্ভবেৎ
ব্রহ্ম নাস্তীতি বচনং তর্হি কো বক্তি তদ্বদ ॥

(যদি মনে কর যে, যখন সকল নিষেধের পরে আত্মা বলিয়া কোন পদার্থই অবশিষ্ট থাকে না, তখন ব্রহ্মের নাস্তিত্বই ঘটিয়া উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে)—ব্রহ্ম নাই একথাই বা কে বলিতে পারে? তাহা হইলে বল দেখি, "ব্রহ্ম নাই" এই কথা কে বলিতেছে? অর্থাৎ যিনি এই কথা বলিতেছেন, অথবা যে জ্ঞান প্রভাবে এই কথা বলা হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম ॥ ঐ।

অধিষ্ঠানং বিনা কার্য্যং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপং হি কথং ব্রহ্ম ন কুত্রচিৎ ॥

অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কার্য্য পদার্থ কখনই থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ একটী অধিষ্ঠান বা আশ্রয় না থাকিলে, ভ্রমময় অসত্যের অভ্যাস হইতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম কোথাও নাই এমন কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অর্থাৎ পারে না ॥ ঐ।

(১) ভাব, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব আছে; অভাব, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই।

নির্ম্মুচ্যাপি ত্বচংসর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি।
নাস্ত্যাত্মেতি চ যো হেতুরিতি বক্তুং ন যুজ্যতে॥

দেখ, সর্প আপনার ত্বচ (খোলস) পরিত্যাগ করিলেও সে কখনই নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব নাই এমন কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে॥ অ-বো।

জ্ঞানমেকং সদাভাতি সর্ব্বাবস্থাসু নির্ম্মলং।
মন্দভাগ্যা ন জানন্তি স্বরূপং কেবলং বৃহৎ॥

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েই একমাত্র সুনির্ম্মল জ্ঞান প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু মন্দভাগ্যগণ সেই অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ও মহৎ আত্মস্বরূপকে জানিতে পারে না॥ স-আ ৩১।

জ্ঞপ্তিমাত্রাদৃতে শুদ্ধাদাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতাৎ।
নান্যদস্তীহ নির্ণীতং মহাচিন্মাত্ররূপিণঃ॥

আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত শুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন মহাচৈতন্যময় ব্রহ্ম পদার্থের অন্য কোনও রূপ নাই, ইহাই নিশ্চয় করা হইয়াছে॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেন্ন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ।
অশেষেণ ন ভাতঞ্চেদ্দ্বৈতং কিং ভাসতেখিলং॥

সেই অদ্বৈত বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, এমন কথা বলাও অসঙ্গত হয়, যেহেতু তিনি চৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদাই ভাসমান আছেন। আর, এমন কথা বলাও অযুক্ত হয় যে, তিনি সামান্য রূপে অবভাসিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ নহেন, কারণ তোমার দ্বৈত বস্তুও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ দ্বৈত বস্তুরও কেবল একদেশ মাত্র প্রকাশিত হয়॥ প-দ ৬।২৪২॥

দিঙ্মাত্রেণ বিভানন্তু দ্বয়োরপি সমং খলু।
দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিং॥

যদি দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়বিধ বস্তুরই কেবল একদেশমাত্র প্রকাশিত হওয়া সমানরূপে সিদ্ধ হইল, তবে তুমি যে রূপে দ্বৈত বস্তুর প্রকাশ নির্ণয় কর, সেই রূপে অদ্বৈত বস্তুরও প্রকাশ নির্ণয় করিতে কেন না পার?॥ ঐ ২৪৩॥

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্য মিবোদিতং॥

যেমন অন্ধ ব্যক্তি উদিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু বিহীনত্ব প্রযুক্ত অজ্ঞানী জীব সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত প্রশান্ত জনার্দ্দনকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না (১)॥ উ-গী ৩।৮॥

(১) সর্ব্বগতত্ব প্রযুক্ত বৃহৎ, মহৎ ও সর্ব্বপ্রকৃষ্ট ব্রহ্ম স্বয়ংই সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্তু সর্ব্বকারণত্ব ও অরূপত্ব হেতু সেই পরমদেব অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম ও আকাশাদি হইতেও সূক্ষ্মতর, সুতরাং তাঁহাকে

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদং।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতং॥

মন যে যে বস্তুতে গমন করে, সেই সেই বস্তুতেই পরমাত্মা দৃষ্ট হয়েন, যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত হয়েন॥

উ-গী ৩।৯।

সদৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি হ্যশুদ্ধো ভাতি বৈ যদা।
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশং॥

সেই পরংব্রহ্ম সর্ব্বদা শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যখন তিনি অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চরূপ মলরহিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে শুদ্ধ এবং যখন তিনি প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে অশুদ্ধ বলা যায়। যেমন এক রজ্জুই অবস্থাভেদে সর্প ও রজ্জু উভয় প্রকারেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ এক ব্রহ্মই অবস্থাভেদে শুদ্ধ ও অশুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন জ্ঞানীরা রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানিয়া তাহাতে ভীত হন না, কিন্তু অজ্ঞানীরা সেই রজ্জুকে সর্পরূপে জানিয়া তাহাতে ভীত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীরা ব্রহ্মকে অদ্বৈত ও শুদ্ধরূপে জানেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা সেই ব্রহ্মকে প্রপঞ্চরূপে জানিয়া সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকে॥ অ-অ ৬৮।

আত্মরূপমিদং বাচ্যমিতি তর্কস্তয়া কৃতঃ।
অনাত্মরূপং কিম্বস্তি আত্মরূপং যতস্তিদং॥

বোধ হয়, তুমি আপনার মনোমধ্যে এইরূপ তর্ক করিয়াছ যে, ব্রহ্মকে কেবল আত্মস্বরূপেই বলা যাইবে, কিন্তু অনাত্মস্বরূপ আর কি পদার্থ আছে যে ব্রহ্ম কেবল আত্মস্বরূপই হইবেন?॥ বো-সা।

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই

কেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, বাগ্বিন্যাস দ্বারাও কেহ তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না এবং তপস্যাদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারাও কেহ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। কেবল একমাত্র জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। তিনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে অলভ্য, কারণ প্রাণীমাত্রের চিত্তই বাহ্য বিষয়ের অনুরাগাদিরূপ নানাপ্রকার দোষে দূষিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বদা সকলের নিকটস্থ হইলেও যেমন মলিন সলিলে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানিদিগের বাহ্য বিষয়ানুরাগরূপ মলবিশিষ্ট চিত্তে সেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। চিত্ত নির্ম্মল সলিলের ন্যায় বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত অনুরাগাদিরূপ মলের অপনয়ন হইয়া আদর্শতুল্য স্বচ্ছ হইলেই, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মপ্রতিবিম্ব পতিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ফলতঃ চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাঁহার দর্শন প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব অজ্ঞানিদিগের পক্ষে তিনি অতি দূরতর দেশে অলক্ষ্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে তিনি অতি নিকটবর্ত্তী।

জ্ঞেয়বস্তু এবং স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা। যিনি আত্মাকে এইরূপে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ আত্মজ্ঞ॥

ম-নি-ত ১৪।১৩৯।

সবাহ্যাভ্যন্তরস্থাস্য নাত্মাকাশস্য খণ্ডনা।
তচ্চ দেহাদি সকলমাত্মৈবাত্মবিদাম্বর॥

হে আত্মবিদাম্বর! যেহেতু বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত আকাশরূপী এই আত্মার খণ্ডন নাই, অর্থাৎ আত্মা-ব্যতিরিক্ত পদার্থ থাকিতে পারে না, এহেতু দেহাদি সমুদায় পদার্থকেই আত্মা বলিয়া জানিও॥

যো-বা-রা ৬।৪৮।১৫।

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ॥

যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই এই প্রপঞ্চ জগতের উপাদান কারণ হয়েন এবং তিনি ভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্য কোন কারণ নাই, অতএব এই সমস্ত জগৎও ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে॥

অ-অ ৪৫।

ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জ্জগৌ॥

শ্রুতিতে কথিত আছে যে, বিবিধ নাম, বিবিধ রূপ ও সমগ্র কর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মই ধারণ করিতেছেন। অতএব আকাশ হইতে দেহ পর্য্যন্ত যে সকল নাম ও রূপ আছে, সেই সকল ব্রহ্মেরই নাম ও রূপ এবং অবকাশ প্রদানাদি ও স্নানশৌচাদি সমুদায় ক্রিয়াও সেই ব্রহ্মেরই ক্রিয়া। ফলতঃ সকলই ব্রহ্মময় (১)॥

অ-অ ৫০।

সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতং।
ব্রহ্মণোজায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ॥

যেরূপ সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডলাদি সুবর্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বস্তুও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব সকল বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সচরাচর জগৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ (২)॥ ঐ ৫১।

---

(১) জগতস্থ বস্তু মাত্রেরই নাম সেই পরব্রহ্মেরই নাম। "তিনি বিশ্বরূপ। বাক্যের দ্বারা যাহা কহা যায়; বুদ্ধিদ্বারা যাহা উদ্ভাবন করা যায়; ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় এবং মনোমধ্যে যাহা কল্পনা করা যায়, তাহার কোনটীই সেই স্বয়ং প্রকাশমান ব্রহ্মের স্বরূপ নহে; সকলই গুণেরস্বরূপ। গুণের উৎপত্তি ও ধ্বংস দ্বারা ব্রহ্মের অনুমান করা যায়। যাহাতে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যাহার প্রতি, যে কার্য্য, যে প্রকারে, যে কর্ত্তা করে, অথবা অন্যে যাহাকে করায়, সে সকলই ব্রহ্ম। মুখ্য ও অবান্তর যে কোন কারণ আছে, ব্রহ্ম সেই সকল কারণেরই পরম কারণ। সুতরাং তিনি সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহা হইতে ভিন্ন, কিংবা তাঁহার স্বজাতীয় আর দ্বিতীয় কারণ নাই"॥

ভাগপু ৬।৪ অঃ।

(২) স্বভাবতঃ যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু তাহাই হইয়া থাকে,—যথা দীপ হইতে দীপ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষ, মনুষ্য হইতে মনুষ্য, শস্য হইতে শস্য ইত্যাদি। অতএব সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন এই বিশ্বও সৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কিন্তু ইহা যে

সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ ব্রহ্মৈবেদং ন কিংভবেৎ।
যো বেদ স তু ন ভ্রাম্যতে যো ন বেদ গিরাস্য কিং॥

যখন ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন এই সমুদায় বিশ্ব কি কারণে ব্রহ্ম হইবে না?

অসৎস্বরূপে লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। সিন্ধুতে তরঙ্গাদি আকারে একমাত্র সলিলই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, কদাচ ধূলি প্রস্ফুরিত হয় না। যেমন অনলে উষ্ণতা ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় কল্পনা নাই। সত্ত্ব, সমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, আদ্য ও অন্তত্ব এই সমস্ত সমুদ্রের সলিল রাশির ন্যায় সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তিনিই সর্ব্বশক্তি, তিনি স্বীয় উল্লাসদ্বারা নানা আকার প্রদর্শন করত প্রকাশিত হইতেছেন, অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই জগতে নাই। "তৎকর্ত্তৃক জাত; তাঁহা হইতে জাত, এইরূপ বচন রচনা কেবল শাস্ত্র ব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে; পরমার্থত উহা কিছুই নহে। বিকারিতা, অবয়বত্ব দিক্‌সমূহত্ব ও দেশত্ব প্রভৃতি ক্রম সমুদায় ঈশ্বরে সম্ভাবিত হয় না। ফলতঃ সেই ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কল্পনা দৃশ্যমান হইলেও উহা কিছুই নহে বা হইবেও না। অতএব ব্যবহারজ্ঞ ক্রম-শব্দার্থ উক্তি সমুদায় কোথায়? শব্দ, অর্থ, বাক্য প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাই সেই ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরময়; সুতরাং তৎসমুদায়ই ঈশ্বর। যেমন মউর হইতে মউরই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা তিনিই। অতএব তিনিই জন্য ও তিনিই জনক। 'এই বস্তু ইহা হইতে সমুৎপন্ন' এইরূপ জগৎ স্থিতিভেদ-জননী ক্রিয়াশক্তির আতিশয্যই জন্য জনকরূপে প্রকাশিত হয়। 'ইহা অন্য, ইহা অন্য,' এইরূপ শব্দার্থ বিভ্রম উক্তিমাত্রতেই অবস্থিতি করে, ফলতঃ ঈদৃশ নামরূপ ব্যবহারক্রম অপরিচ্ছিন্ন পরমার্থে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। যেহেতু ভিন্নতা কেবল সাকার বস্তুমাত্রেই বিদ্যমান আছে।

যো-বা-রা ৪।৪০ অঃ।

যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না, আর যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন নাই, তাঁহার কথায় কি ফলোদয় হইতে পারে?॥ বো-সা।

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি॥

বস্তুতঃ এই জগৎও পরমাত্মা, উভয়ে অভেদ বস্তু, কিন্তু দ্বিবিধ ও ত্রিবিধাদিরূপে যে বস্তুভেদপ্রকাশ, তাহা কেবল ভ্রান্তিপ্রযুক্তই হইয়া থাকে॥ শি-সং ১।৪৬।

যস্তু তং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি॥

এই জগতে যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, যাহা সাকার ও যাহা নিরাকার, তৎসমুদায় শুদ্ধ এক পরমাত্মাতেই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে॥ ঐ ৪৭।

ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ॥

আকাশ যেমন ঘটের অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি করে, আত্মাও সেইরূপ এই বিশ্বকার্য্যের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৫০।

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্ন স্তথাহ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা॥

আকাশ যেরূপ ভূম্যাদি পঞ্চ

মিথ্যাভূতে সংযুক্ত থাকিয়াও অসংযুক্ত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাও এই বিশ্বকার্য্যে সংলগ্ন থাকিয়াও অসংলগ্ন হয়েন॥ শি-সং ১।৫১।

ঈশ্বরাদিজগৎসর্ব্বমাত্মব্যাপ্য সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণোদ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ ও সমস্ত জগৎ সর্ব্বতোভাবে আত্মার ব্যাপ্য হয়; অতএব অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, পরিপূর্ণ একমাত্র আত্মাই সর্ব্বব্যাপক বিদ্যমান আছেন॥ ঐ ৫২।

মরীচ্যাদিঃ প্রজানাং স্যাৎ পতির্যঃ কশ্চিদত্র হি।
আনন্দাত্মৈব স স্যান্নাস্মাদন্যোঽস্তি কশ্চন॥

যখন মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণ আনন্দাত্মারূপে এই জগতে নানাপ্রকার সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, তখন ইহারাও সেই আনন্দাত্মা হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহে; অতএব এই জগতে পরমাত্মা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব নাই॥

আত্ম-পু ১।৮০২।

বাগগ্ন্যাদ্যাশ্চ যে কেচিদ্দেবাদেহাদিসংশ্রিতাঃ।
আনন্দাত্মৈব তে সর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্টা যথা বয়ং॥

বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা অগ্ন্যাদি দেবতাগণও আনন্দাত্মারূপে পরিকল্পিত হয়েন; যেমন স্বপ্নযোগে আমি দেবতা, আমি রাজা, এইরূপ স্বভিন্ন পুরুষাদিতে আত্মতার অভিমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রমপ্রযুক্তই পরমাত্মার স্বরূপে অগ্ন্যাদি দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন কোন বস্তুই সত্য নহে॥ আত্ম-পু ১।৮০৩।

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
ইমানি পঞ্চভূতানি নাস্মাদন্যানি সন্তি হি॥

সকল দেহের উপাদান কারণ স্বরূপে প্রসিদ্ধ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই যে পঞ্চভূত, ইহারাও সেই আনন্দাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহাদের ভেদজ্ঞানও কেবল ভ্রমবশত হইয়া থাকে॥ ঐ ৮০৪।

উদ্ভিজ্জান তথা স্বেদাজ্জাতান্যণ্ডোদ্ভবানি চ।
জরায়ুজানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
নাস্মাদন্যানি বিদ্যন্তে আনন্দাত্মস্বরূপিণঃ।
সদসদ্বস্তু নান্যৎ স্যাদানন্দাত্মস্বরূপতঃ॥

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণ, যাহারা স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহারাও সেই আনন্দময় পরমাত্মা হইতে কোন রূপে ভিন্ন নহে। অধিক কি, আনন্দাত্মা হইতে অন্য কোন পৃথক্ বস্তুই নাই, যেহেতু কি নিত্য, কি

অনিত্য, সকল বস্তুই আনন্দাত্মা স্বরূপ ॥ আত্ম-পু ১।৮০৫-৮০৬।

ঘটকলসকুসূলসূচীমুখৈ-
র্গগণমুপাধিশতৈর্ব্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং
পরমহমাদি বিমুক্তমেকমেব ॥

যাদৃশ আকাশ ঘট, কলস, কুসূল (ধান্যাধার) ও সূচীমুখ (তৈলাধার থালী) প্রভৃতি বহুবিধ উপাধি হইতে বিমুক্ত হইলে একমাত্র বলিয়া বোধ হয়, তাদৃশ শুদ্ধ পরব্রহ্ম অহমাদি নানা উপাধি হইতে বিমুক্ত হইলে একমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ বি-চূ ৩৮৭।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনাস্থিতম্ ॥

ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় উপাধি মিথ্যা কল্পনা মাত্র, অতএব স্বকীয় আত্মাকে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে ॥ ঐ ৩৮৮।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টা হি তত্ত্বং
রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্ ॥

ভ্রান্তিদ্বারা যে বস্তুতে যাহা কল্পিত হয়, বোধোদয় হইলে সে বস্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ হইতে ভিন্ন হয় না। যদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ যে রজ্জু সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা ভ্রান্তিনাশে রজ্জুরূপেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভ্রান্তিদ্বারা যে আত্মা বিশ্বরূপে কল্পিত হয়, তাহা ভ্রান্তিনাশে আত্মস্বরূপেই অবলোকিত হইয়া থাকে ॥ বি-চূ ৩৮৯।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥

এই আত্মা স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং বিষ্ণু, স্বয়ং ইন্দ্র, স্বয়ং শিব এবং স্বয়ং এই বিশ্ব স্বরূপ হয়েন, অতএব আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই ॥ ঐ ৩৯০।

অন্তঃ স্বয়ঞ্চাপি বহিঃস্বয়ঞ্চ
স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং
তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥

এই আত্মা স্বয়ং অন্তরে, স্বয়ং বাহ্যে, স্বয়ং সম্মুখে, স্বয়ং পশ্চাতে, স্বয়ং দক্ষিণে, স্বয়ং উত্তরে, স্বয়ং ঊর্দ্ধে এবং স্বয়ং অধোদেশে স্ব-স্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ঐ ৩৯১।

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্বুদাদি
সর্ব্বংস্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ
সর্ব্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥

যেরূপ তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত্ত ও

বুদ্বুদ প্রভৃতি সমস্তই স্বরূপতঃ জল-মাত্রই হয়, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও অহঙ্কারাদি সমুদায় বস্তুতঃ একরসস্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্রই হয় ॥ বি-চূ ৩৯২।

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মেতে বিশ্বরূপ ভেদজ্ঞান কোথায়? অতএব এরূপ কল্পনাকে অসৎকল্পনা বলা যায় ॥ ঐ ৪০১।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যাদি ভাবশূন্য অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ॥ ঐ ৪০২।

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রমেয় অবিকৃত অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই ॥ ঐ ৪৬৬।

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥

সৎস্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ বোধস্বরূপ নিরুপম একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, অপর নানাপ্রকার কিছুই নাই ॥ বি-চূ ৪৭২।

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদ মোহম্॥

যদি কোন কিছু থাকে, তবে সে সকলই একমাত্র এবং তাহা অচ্যুত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমি, তুমি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই সেই আত্মা স্বরূপ অচ্যুত, অতএব ভেদজ্ঞানরূপ মোহ পরিত্যাগ কর ॥ বি-পু ২।১৬।২৩।

অপুনঃ প্রাগবস্থানং যৎস্বরূপ বিপর্য্যয়ঃ।
তদ্বিকারাদিকং তাত যৎ ক্ষীরাদিষু বর্ত্ততে॥
পয়স্তাং পুনরভ্যেতি দধিত্বান্ন পুনঃ পয়ঃ।
বুদ্ধমাদ্যন্তমধ্যেষু ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব নির্ম্মলং॥

যদি বল, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে বিকারাদি না থাকিলে, এই ভাবাভাবময় জগৎ কিরূপে প্রকাশিত হয়? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন যে,—ক্ষীরাদির বিকারের ন্যায় যাহা স্বরূপ হইতে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহারই নাম বিকার। দুগ্ধ হইতে দধি হয়, দধি হইতে পুনরায় আর দুগ্ধ হয় না, কিন্তু ব্রহ্মে কি আদ্য, কি মধ্য

ও কি অন্ত সকল অবস্থায় নির্ম্মল ব্রহ্মই থাকেন। ক্ষীরাদির সেই সমস্ত বিকারের ন্যায় আদ্যন্তরহিত ব্রহ্মে উহা নাই। অর্থাৎ যাহার আদ্যন্ত সম তাহাতে যে এই বিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল সম্বিদের সভ্রমমাত্র ॥ যো-বা-রা ৬।৪৯।২।

ন সংবেদ্যং ন সংবিত্তিস্তত্রব্রহ্মণি বিদ্যতে।
তদ্‌ব্রহ্ম শব্দ কথিতং নিঃসম্বন্ধচিদাত্মবৎ ॥

সেই ব্রহ্মে সংবেদ্য বা সংবিত্তি, অর্থাৎ জ্ঞান কিম্বা জ্ঞেয় বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যাহার সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাই ব্রহ্মশব্দে কথিত হয় ॥ ঐ ৪।

নাস্ত্যেষা পরমার্থেনেত্যেবং ভাবনয়েদ্ধয়া।
জ্ঞোভূত্বা জ্ঞেয় সংপ্রাপ্ত্যা জ্ঞাস্যস্যস্যাস্তু মাশয়ং ॥

(যদি বল, অনন্ত অপ্রমেয় নির্ম্মল ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিতে সম্বিদ-ভ্রমরূপিণী অবিদ্যা কোথা হইতে সমাগত হইল? তন্নিমিত্ত মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিতেছেন)—পরমার্থতঃ পরম পদে অবিদ্যা নাই, তুমি এইরূপ দৃঢ় ভাবনাদ্বারা জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত ও স্বয়ং প্রাজ্ঞ হইলেই সেই অবিদ্যার আশয় বুঝিতে পারিবে ॥

যো-বা-রা ৪।৪১।২১।

যাবত্তু ন প্রবুদ্ধস্ত্বং তাবন্মচচনৈব তে।
নিশ্চয়ো ভবতূজ্জামো নাস্ত্যবিদ্যেতি নিশ্চলঃ ॥

কিন্তু যত কাল পর্য্যন্ত তুমি প্রবুদ্ধ না হইবে, তাবৎকাল তুমি মদীয় বাক্যে বিশ্বাস করত "অবিদ্যা নাই" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় কর ॥

যো-বা-রা ৪।৪১।২২।

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্ত র্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্।
ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই যাহার অন্তরে দৃঢ়রূপে সংস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোক্ষভাগী। যে অবিদ্যা ভেদদৃষ্টি উৎপাদন করে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ঐ ২৪।

কুতো জাতেয়মিতি তে রাম মাস্তু বিচারণা।
ইমাং কথমহং হন্মীত্যেষা তেহস্তু বিচারণা ॥

এই অবিদ্যা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তাহা তোমার অবগত হইবার প্রয়োজন নাই; ইহাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, অগ্রে তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর ॥ ঐ ৩২।

অস্তং গতায়াং ক্ষীণায়ামস্যাং জ্ঞাস্যসি রাঘব।
যত এষা যথা চৈষা যথা নষ্টেত্যখণ্ডিতং ॥

এই অবিদ্যা ক্ষীণ ও অস্তগত হইলেই ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কি, ইহা কিরূপে নষ্ট হইল, তৎসমুদায়ই তুমি অনা-

শ্বাসে সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে ॥ যো-বা-রা ৪।৪১।৩৩।

তদস্যা রোগশালায়া যত্নং কুরু চিকিৎসনে।
যথৈষা জন্মদুঃখেষু ন পুনস্ত্বাং নিযুজ্যতে ॥

অতএব যাহাতে রোগের গৃহ স্বরূপ এই অবিদ্যা তোমাকে পুনর্ব্বার জন্মদুঃখে নিক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হও ॥ ঐ ৩৬।

ব্রহ্মতত্ত্বমিদং সর্ব্বমাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
নির্বিকারমনাদ্যন্তং নাবিদ্যাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥

পূর্ব্বে একমাত্র বিকাররহিত আদ্যন্তবর্জ্জিত ব্রহ্মতত্ত্বই ছিল, এক্ষণেও আছে এবং পরেও থাকিবে ; অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই, ইহা স্থির নিশ্চয় ॥ যো-বা-রা ৬।৪৯।৮।

যস্ত ব্রহ্মেতি শব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ ক্রমঃ।
তত্রাপি নান্যতাভাবমুপদেষ্টুং ক্রমোহসৌ ॥

"ব্রহ্ম" এই শব্দমাত্রে বাচ্যবাচকের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল উপদেশ দিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ ব্রহ্মে অন্যত্র কিছুই নাই ॥ ঐ ৯।

ত্বমহং জগদাশাশ্চ দ্যৌর্ভূশ্চাপ্যনলাদি বা।
ব্রহ্মমাত্রমনাদ্যন্তং নাবিদ্যাস্তি মনাগপি ॥

তুমি, আমি, জগৎ, দিক্, স্বর্গ, ভূমি ও অনিলাদি, এই সমস্তই আদ্যন্তবিহীন ব্রহ্ম ; ইহাতে অবিদ্যার লেশমাত্রও নাই ॥

যো-বা-রা ৬।৪৯।১০।

নাম্নৈবেদমবিদ্যেতি ভ্রমমাত্রমসৎ বিদুঃ।
ন বিদ্যতে যা সা সত্যা কীদৃগ্রাম ভবেৎকিল ॥

অবিদ্যা কেবল নাম মাত্র, ইহাকে ভ্রান্তিময় ও অসৎ বলিয়া জানিবে। হে রাম! যাহা বিদ্যমান নাই তাহার সত্যতা কিরূপ ? ॥

ঐ ১১।

অবিদ্যেয়ময়ং জীব ইত্যাদি কলনাক্রমঃ।
অপ্রবুদ্ধপ্রবোধায় কল্পিতো বাগ্মিদাম্বরৈঃ ॥

"ইহা অবিদ্যা", "ইহা জীব", ইত্যাদি সমস্ত বাক্য কেবল অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রবোধের নিমিত্ত বাক্‌বিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা কল্পনা করিয়াছেন ॥ ঐ ১৪।

অপ্রবুদ্ধং মনো যাবত্তাবদেব ভ্রমং বিনা।
ন প্রবোধমুপায়াতি তদা ক্রোশশতৈরপি ॥

যাবৎ অন্তঃকরণ অপ্রবুদ্ধ থাকে, তাবৎ (জীব) শত ক্রোশ গমন করিলেও ভ্রম ব্যতীত প্রবোধ প্রাপ্ত হয় না ॥ ঐ ১৫।

যুক্ত্যৈব বোধয়িত্বৈষ জীব আত্মনি যোজ্যতে।
যদ্ধ্যুক্ত্যাসাদ্যতে কার্য্যং ন তৎ যত্নশতৈরপি ॥

যুক্তি দ্বারা প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে, জীব আত্মাতে সম্মিলিত হইয়াথাকে; যুক্তিদ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, শত-

শতবার যত্ন করিলেও অন্য উপায় দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় না॥

যো-বা-রা ৬।৪৯।১৬।

সর্ব্বংব্রহ্মেতি যো ক্রয়াদপ্রবুদ্ধস্য দুর্মতেঃ।
স করোতি সুহৃদ্বৃত্যা স্থাণোর্দুঃখনিবেদনং॥

যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ দুর্মতিকে "সর্ব্বংব্রহ্ম", অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মময়, এইরূপ উপদেশ প্রদান করে, সে সুহৃদবোধে স্থাণুর নিকট স্বীয়-দুঃখ নিবেদন করে; অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ উপদেশের অধিকারী নহে॥ ঐ ১৭।

যুক্ত্যা প্রবোধ্যতে মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞস্তত্ত্বেন বোধ্যতে।
মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞত্বমায়াতি ন যুক্ত্যা বোধনং বিনা॥

মূঢ় ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রবোধিত হইয়া থাকে। আবার বোধ ব্যতিরেকে কেবল যুক্তিদ্বারা মূঢ়-ব্যক্তি প্রাজ্ঞত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ যো-বা-রা ৬।৪৯।১৮।

ব্রহ্মাহংত্রিজগদ্ব্রহ্ম ত্বং ব্রহ্ম ইতি নিশ্চিতং।
দ্বিতীয়া কলনা নাস্তি যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

আমি ব্রহ্ম, ত্রিজগৎ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম এবং এই দৃশ্য পদার্থ সকলই ব্রহ্ম, এই কথা স্থির নিশ্চয়, ইহাতে দ্বিতীয় কল্পনা নাই; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর॥ ঐ২০।

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্॥

বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিশ্চয় বাক্য এই যে, জীবই ব্রহ্ম এবং সচরাচর সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময়। অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে যে স্থিতি তাহাই মুক্তি; এবিষয়ে শ্রুতি সকলই প্রমাণস্থল॥ বি-চু ৪৮০।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

——oo——

ব্রহ্মোপাসনা* ।

(উপাসনার আবশ্যকতা কথন।)

ভ্রমস্তু জাগতস্তাত জাতস্ত্বাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃ স্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরং॥

যেমন আকাশমণ্ডলে নীল পীতাদি বর্ণের ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পরব্রহ্মে জগৎভ্রম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান

* বস্তুতঃ কেবল পাঠকগণের বোধবৃদ্ধির নিমিত্তই পূর্ব্বোক্ত এক বিষয়ই নানা অধ্যায়ে প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করা হইতেছে; কারণ অভ্যাস ভিন্ন কখনই আত্মভাবনা সমুদিত হইতে পারে না। তাহাতে

জগৎ সমস্তই মিথ্যা, কেবল একমাত্র আত্মাই সত্য। অতএব এই জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করতঃ ইহাকে বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকেই হৃদয়ে ধারণ করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তির লক্ষণ (১) ॥

যো-বা-রা ১।৩।২।

দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধঃ বিনাত্রাত্তন্নভূয়তে।
কদাচিৎ কেনচিৎ নায়ং স্ব বোধোঽন্বিষ্যতামতঃ ॥

দৃশ্য পদার্থ কিছুমাত্রই নাই, অর্থাৎ সকলই মিথ্যা ও কল্পনামাত্র এবং আত্মাই এই সকলের কারণ, যাবৎ এমন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ কোন ব্যক্তি কোনকালে আত্মানুভব করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার, তাহার উপায় অন্বেষণ কর ॥ যো-বা-রা ১।৩।৩।

দৃশ্যং নাস্তীতিবোধেন মনসোদৃশ্যমার্জ্জনং।
সংপন্নং চেত্তদুৎপন্নাপরানির্ব্বাণনির্বৃতিঃ ॥

চাক্ষুষ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষেধক; বস্তুতঃ দৃশ্যবস্তু কিছুই নাই, একমাত্র আত্মাই সর্ব্বত্র ভাসমান রহিয়াছেন এবং চিৎস্বরূপ আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থই জড়, এবম্প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মনের দৃশ্যরূপ

আবার অজ্ঞান অতি প্রবল; এই অজ্ঞান অবিদ্যার নামভেদ মাত্র। ইহা অচলভাবে অবস্থান করিয়া জীবের সহস্র সহস্র জন্মান্তর প্রদান করে। দেহের জীবিতাবস্থায় সর্ব্বক্ষণই ইন্দ্রিয়গণ এই অজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে এবং দেহের অভাবে প্রলয়াদি অবস্থাতে সাক্ষিস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাও এই অজ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অজ্ঞান আরও ঘনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব থাকিলে আত্মজ্ঞান বিকাশ ঘটে না। যখন মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয় ক্ষীণভাব ধারণ করে, তখন আত্মজ্ঞান কেবল সত্তা মাত্র প্রাপ্ত হয়। যাহা সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিক্রম করে, সেই ইন্দ্রিয়াতীত বৃত্তিমান্ আত্মজ্ঞান কি প্রকারে প্রত্যক্ষতা প্রাপ্ত হইবে? অতএব, আপনার হৃদয়-বৃক্ষ অবলম্বনে যে জন্মগ্রহণ হইয়াছে, নিজের পরমাসিদ্ধির নিমিত্ত বারংবার জ্ঞানোপদেশলাভ ও অভ্যাসরূপ অসিপাত দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(১) দৃশ্য পদার্থ সমূহে সত্যবৎ প্রতীতি না করণ, অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করণ ও দ্বৈত প্রতিভাস রহিত সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শনের নামই জগৎ বিস্মরণ। নতুবা সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় যখন কোন বস্তুর প্রতীতি থাকে না, তখন লোক অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিত। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যে জীব সেই আত্মা ও যে আত্মা সেই জীব এবং এই জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা; কেবল অনির্ব্বচনীয় বৈষ্ণবী শক্তির প্রভাবেই ইহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। যেমন স্বচ্ছ নভোমণ্ডলের দূরধিষ্ঠান জন্য তাহাতে নীলাদি বর্ণভ্রম হয়, তদ্রূপ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার দূরধিষ্ঠান হেতু এই জগতের সত্যত্বভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদিতে আসক্তত্ব প্রযুক্ত জগদ্ব্যবহার অনুসারে জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে জীবের যে সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তাহাই পরব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের মূল কারণ। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কেবল অবিদ্যা প্রভাবে সত্যের দূরধিষ্ঠান জন্য আত্মাতে জগৎভ্রম হয়। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে সুষুপ্ত্যাবস্থায় দৃশ্যবস্তুমাত্রই বিস্মরণ হইয়া এই জগৎকে নির্ম্মল চিন্মাত্ররূপে দর্শন হয়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণে সত্যের উদয় করিয়া এই মায়াময় সংসারকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়াই কর্ত্তব্য॥

মলিনতা মার্জ্জন করিতে পারিলেই পরমা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়॥

যো-বা-রা ১।৩।৬।

জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।
ভবন্তিরববুদ্ধানি হৈমানীবোর্ম্মিকা ধিয়া॥

যেমন সুবর্ণ অঙ্গুরীয়কাদি রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ মায়ামাত্র প্রযুক্ত এই জগৎ মূর্ত্তিমানরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুবর্ণে অঙ্গুরীয়কাদি ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানী লোকের পক্ষে এই অসত্য জগৎ সত্যবৎ বোধ হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৩।২১।১৪।

তত্বাভ্যাসংবিনা বালে নাকারো ব্রহ্মতাংগতঃ।
স্থিতঃ সকলরূপাত্মা তেন তং নানুপশ্যসি॥

অতএব, হে বালে! তত্বজ্ঞানের অভ্যাস ব্যতিরেকে তোমার শরীর কদাচ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। আত্মা নানারূপে অবস্থান করেন বলিয়া,তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও না॥ ঐ ২০।

তত্র রূঢ়িমুপায়াতা য ইমে ত্বমদাদয়ঃ।
অভ্যাসাদ্ব্রহ্মসংবিত্তেঃ পশ্যামস্তে হি তংপদং॥

তুমি আমি প্রভৃতি সকলেই সেই পরব্রহ্মে একান্ত নিরূঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মসম্বিদ অভ্যাস করিলে আমরা অবশ্যই সেই পরমপদ দর্শন করিতে পারিব॥

যো-বা-রা৩।২১।২১।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎ প্রবোধনং।
এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

(যে ব্যক্তি যাহা কিছু করে,তাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, এই নিমিত্ত) বুধগণ কহিয়াছেন, অনুক্ষণ সেই ব্রহ্মের চিন্তাকরণ, পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য সকল সমালোচনা করণ, প্রকৃষ্টরূপে সেই ব্রহ্ম বোধগম্য করণ এবং তদেকনিষ্ঠতাই ব্রহ্মাভ্যাস॥

যো-বা-রা ৩।২২।১৯।

উদিতৌদার্য্যসৌন্দর্য্যবৈরাগ্যরসগর্ব্বিণী।
আনন্দস্যন্দিনী যেষাং মতিস্তেঽভ্যাসিনঃপরে॥

এইরূপে যাঁহাদিগের মতি ঔদার্য্যগুণযুক্ত, সর্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহ ত্যাগদ্বারা সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, বৈরাগ্যরসদ্বারা সুরঞ্জিত ও আনন্দরসস্রাবী হয়, তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী॥ ঐ ২১।

অত্যন্তাভাসসম্পত্তিং জ্ঞাতু র্জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে ব্রহ্মাভ্যাসিনঃপরে॥

যিনি যুক্তি ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এ উভয়ের অত্যন্তাভাব অবগত হইয়া-

ছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মা-ভ্যাসী ॥ যো-বা-রা ৩।২২।২২।

দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্বিলোকিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে ॥
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎসদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরে ॥

এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই, অতএব এই জগৎ ও আমি ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞানও মিথ্যা ; রাগ-দ্বেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য-জ্ঞানের অসম্ভব বোধরূপ বলদ্বারা সমুদিত যে আত্মরতি তাহাই ব্রহ্মা-ভ্যাস (১) ॥ ঐ ২৩-২৪।

বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রয়ম্।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥

(এইরূপ অভ্যাস-যোগদ্বারা) যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ত্রিজগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি গুণত্রয়ের সম্বন্ধ পরি-হার পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন ॥ ম-নি-ত ১০।৮৩।

মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে ॥

মোহবশতঃ দৃশ্য (জগৎ) বিস্মৃত হইলে কেবল সুষুপ্তিমাত্র অনুভূত হয় ; কিন্তু জ্ঞানবশতঃ দৃশ্য পদার্থ বিস্মৃত হইলে তুরীয় অবস্থা সমুদিত হইয়া থাকে ॥ বো-সা।

প্রকাশ্যাপগমে পুত্র প্রকাশঃ কিং প্রকাশয়েৎ।
প্রকাশ্যত্ববিনাশেঽপি প্রকাশত্বমখণ্ডিতম্ ॥

হে পুত্র ! প্রকাশ্য (দৃশ্য) নষ্ট হইলে প্রকাশক আর কি প্রকাশ ~~(আত্মা)~~ করিবেন ? সুতরাং প্রকা-শ্যের বিনাশ হইলেও প্রকাশকের প্রকাশত্ব নষ্ট হয় না, অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ বিস্মৃত হইলে দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মাই বিদ্যমান থাকেন ॥ ঐ।

বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎ সত্যত্বধীরপি ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মকৃত দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদিতে আত্ম-জ্ঞান থাকাপ্রযুক্ত অন্তঃকরণে জগ-তের সত্যত্ব জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া থাকে ॥ প-দ ৭।১০২।

বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥

উক্তরূপ জ্ঞানকে বিপরীত ভাবনা কহা যায় (১) ; অন্তঃকরণের একা-

(১) বস্তুতঃ দৃশ্যজ্ঞানের অসম্ভব ব্যতিরেকে তপ-স্যাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদি ক্ষীণ বা তদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না ; পরন্তু উহা কেবল দুঃখদায়কমাত্র। দৃশ্যের অসম্ভব বোধই জ্ঞান এবং এইরূপ অভ্যাসই মহাফলদায়ক।

(১) স্বরূপতঃ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ও জগৎ

গ্রতা দ্বারা তাহা নিবারিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা ঐ একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়॥ প-দ ৭।১০৩।

উপাস্তয়োহতএবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তত্ত্ববৈৎ॥

যেহেতু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা একাগ্রতা সিদ্ধ হয়, এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রে অগ্রে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা একাগ্রতা অভ্যাসের কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি একাগ্রতা অভ্যাসের পূর্ব্বেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহারও সেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস দ্বারা একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে॥ ঐ ১০৪।

পামরাণাং ব্যবহৃতের্ব্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনং ততঃ॥

পামর অর্থাৎ অজ্ঞানিদিগের ব্যবহারের অনুকরণ করা অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ, তদপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ॥ প-দ ৯।১২১।

নির্গুণোপাসনং পক্বং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥

নির্গুণ উপাসনাই ক্রমে ক্রমে পরিপক্ক হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়, অতএব সেই নির্গুণ উপাসনাতেই নির্ব্বিকল্প সমাধি অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে॥

পদ ৯।১২৬।

উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাং জপাদীনেব কুর্ব্বতাং।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায়আপতেৎ॥

যে ব্যক্তি উক্ত নির্গুণ উপাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তীর্থযাত্রা ও জপাদিরূপ সগুণ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি যেন হস্তস্থ গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত লেহন করে॥ ঐ ১৩০।

(উপাস্য দেবতা নির্ব্বাচন)

পরিচায় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব।
দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ॥

(হে ভক্ত!) অগ্রে পূজনীয় দেবতার সহিত পরিচয় করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব জানিয়া, পরে সেই দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। বল দেখি, দেবতার সহিত পরিচয় না হইলে কি প্রকারে তাঁহার পূজা হইতে পারে? বো-সা।

তাবৎ পূজাং ন মন্যুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি।
জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি॥

যাবৎ দেবতার সহিত পূজকের পরিচয় না হয়, তাবৎ দেবতা পূজকের পূজা জানিতেই পারেন না,

মিথ্যা, কিন্তু আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন ও জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করার নাম বিপরীত ভাবনা॥

অর্থাৎ অজ্ঞানীর পূজা সিদ্ধ হয় না; আবার দেবতার সহিত পূজকের পরিচয় জন্মিলে সেই দেবতা পূজা ইচ্ছাও করেন না, অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে পূজ্যপূজক ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর পূজায় আবশ্যকতাও থাকে না॥ বো-সা।

কচ্চিদ্বেৎসি মহাবাহো দেবঃকঃ স্যাদিতি দ্বিজ।
ন দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ন চ দেবস্ত্রিলোচনঃ॥
ন দেবঃ কমলোদ্ভূতো ন দেবস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
ন দেবঃ পবনো নার্কো নানলো ন নিশাকরঃ॥
ন ব্রহ্মণো নাবনিপো নাহং ন ত্বংদ্বিজোত্তম।
ন দেবো দেহরূপোহি ন দেবশ্চিত্তরূপধৃক্॥
ন দেবঃ কমলারূপী নাপি দেবোভবেন্মতিঃ।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং দেব উচ্যতে॥

(কোন সময়ে ভগবান্ শিব মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে কহিয়াছিলেন,)—হে মহাবাহো! হে দ্বিজ! (সংসার-নিস্তারার্থী জীবের উপাস্য) দেব কে, তাহা কি তুমি বিদিত আছ? পুণ্ডরীকাক্ষ দেব নহেন, ত্রিলোচন দেব নহেন, কমলজ ব্রহ্মা দেব নহেন, ত্রিদশেশ্বর দেব নহেন, এবং পবন, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র ইহাঁরাও দেব নহেন। ব্রাহ্মণ, ভূপতি, তুমি কিংবা আমি কেহই দেব পদবাচ্য নহেন; দেহরূপী বা চিত্তরূপধারীও দেব নহেন; কমলারূপী (দেহের শোভা) দেব নহেন। যিনি অকৃত্রিম, অনাদ্যন্ত পরমার্থবিধাতা তিনিই দেব নামে উক্ত হইয়া থাকেন (১)॥

যো-বা-রা ৬।২৯।১০৩-১০৬।

আকারাদি পরিচ্ছিন্নে মিতে বস্তুনি তৎকুতঃ।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং চিচ্ছিবংবিদুঃ॥

আকারাদি সীমাবিশিষ্ট পরিমিত কালস্থায়ী পদার্থে পরম দেবত্বের সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুত অকৃত্রিম আদ্যন্তরহিত যে চিৎদেবন তাঁহাকেই মঙ্গলময় দেবতা বলিয়া জানিবে॥ ঐ ১০৭।

তদেব দেবশব্দেন কথ্যতে তৎপ্রপূজয়েৎ।
তদেবাস্তি যতঃ সর্ব্বং সত্তাসত্যাত্মরূপধৃক্॥

তাঁহাকেই দেব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া পূজা করিবে। সেই চিৎ-প্রকাশক দেবতাতেই সকল পদার্থের সত্তা অবস্থিতি করে, এবং ঐ চিৎই সকলের আত্মারূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন॥ ঐ ১০৮।

(১) উপাস্য দেবতা নির্ব্বাচন বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে,—"দ্বিজাতি অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিই দেবতা, মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয় মধ্যে যিনি অবস্থিতি করেন তিনিই দেবতা, আর সর্ব্বত্র সমদর্শি মহাযোগিদিগের (সর্ব্বংব্রহ্মেতি শ্রুতি প্রমাণানুসারে) সর্ব্বাত্মক যে ব্রহ্ম তিনিই দেবতা হয়েন"। যথা,—

অগ্নির্দ্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

উ-গী ৩।৭।

বিহুর্দেবং তদাভাষং সর্ব্বসত্তার্থদং তথা।
স হরিঃ স শিবঃ সোঽজঃ স ব্রহ্মা স সুরেশ্বরঃ॥
অনিলানলচন্দ্রার্কবপুঃ স পরমেশ্বরঃ।
স এব সর্ব্বগো হ্যাত্মা চিৎখনিশ্চেতনঃ স্মৃতঃ॥

তাঁহার যে সর্ব্বসত্তাপ্রাপ্ত ও সর্ব্বার্থ-প্রদ আভাস তাঁহাকেই পরম দেব বলিয়া জানিবে। তিনিই হরি, তিনিই শিব, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই সুরেশ্বর (ইন্দ্র)। সেই পরমেশ্বরই অনিল, অনল, চন্দ্র ও সূর্য্যবপু এবং তিনিই সর্ব্বগতি আত্মা। সেই চিৎস্বরূপ খনি সকল চৈতন্যের আকর॥

যো-বা-রা ৬।৩৫।১৩-১৪।

ক·াস্তপ্তায়স ইব বারিধেরিব বিন্দবঃ।
তেষ্বিব ভ্রমভূতেষু জাতেষ্বিব পরাৎপদাৎ॥

প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে কণার ন্যায়, বারিধি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহারা (হরিহরাদি দেবগণ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত) অবিদ্যাকৃত ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া সেই পরম পদ হইতে জাত হইয়াছেন॥ ঐ ১৭।

স্থিতেষু ভ্রমবীজেষু কল্পনাজালকর্ত্তৃষু।
সহস্রশতশাখেয়মবিদ্যোদেতি পীবরী॥

কল্পনাসমূহদ্বারা ভ্রমবীজ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে এই অবিদ্যা শতসহস্র শাখাদ্বারা স্থূলরূপে উদিত হইয়া থাকে॥ ঐ ১৮।

বেদবেদার্থবেদাদিজীবজালজটাবলী।
অতস্তস্যা অনন্তায়াঃ প্রসৃতায়াঃ পুনঃ পুনঃ॥

বেদ, বেদার্থ ও বেদাধিকারী জীবাদি সেই অনন্ত অবিদ্যা হইতে পুনঃ পুনঃ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৩৫।১৯।

সম্পন্নদেশকালায়াঃ ক্রমঃ স্যাদ্বর্ণনাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুহরাদীনামেতোঽয়ং পরমঃ পিতা॥

দেশকাল-বিবেচনায় আবির্ভূত এই অবিদ্যাধিকার বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? চিদাত্মা মহাদেব সেই সকল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরাদি দেবগণেরও পিতা॥ ঐ ২০।

মূলবীজং মহাদেবঃ পল্লবানামিব ক্রমঃ।
সর্ব্বসত্তাভিধঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বসংবেদনৈককৃৎ॥
সর্ব্বসত্তাপ্রদো ভাস্বান্ বন্দ্যোঽভ্যচ্চ্যশ্চ তদ্বিদঃ।
প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ঃ সর্ব্বত্রৈব সদোদিতঃ॥

শাখা পল্লবাদির মূলাধার স্বরূপ ক্রমের ন্যায় সেই চিদাত্মা মহাদেবই সকলের মূল। তিনিই সকল সত্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বস্বরূপ ও সকল সংবেদ-নের একমাত্র কর্ত্তা। তিনিই সকল সুখ ও সকল প্রকার চৈতন্য প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই বন্দনীয় ও পূজনীয়; তিনিই ইন্দ্রিয়গণের প্রতি-বস্তু স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াথাকেন; তিনি ভিন্ন ইন্দ্রিয়গোচর আর কিছুই

নাই। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমুদিত হইয়া বিরাজিত আছেন ॥

যো-বা-রা ৬।৩৫।২১-২২।

নিত্যাহূতঃস সর্ব্বস্থো লভ্যতে সর্ব্বতঃ স চিৎ।
যাংযাং বস্তুদশাংযাতি তত এব মুনে শিবং ॥

সেই সর্ব্বত্রগামী চিদাত্মা নিত্য আহূত হইলে তাঁহা দ্বারা সকল অভীষ্টই লাভ হইয়া থাকে। হে মুনে! তিনি যে যে বস্তুদশাপ্রাপ্ত হন, তৎসমুদায়ই শিবস্বরূপ ॥

ঐ ২৪।

স্বরূপং সমবাপ্নোতি রূপালোকমনোদৃশাং।
আদ্যং পূজ্যং নমস্কার্য্যঃ স্তুত্যমর্ঘ্যং সুরেশ্বরং ॥

সেই চিদাত্মাই মননরূপ মনের রূপালোকাদি ধারণ করেন; সেই একমাত্র সুরেশ্বরই সকলের আদি, পূজ্য, নমস্য ও স্তবনীয় ॥ ঐ ২৫।

এনং তং বিদ্ধি বেদ্যানাং সীমান্তং মহতামপি।
এতমাত্মানমালোক্য জরাশোকভয়াপহং।
সংভৃষ্টবীজবজ্জন্তুর্ন ভূয়ঃ পরিরোহতি ॥

বেদ্যগণের মধ্যে তিনিই চরম সীমা; তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলে জীবের জরা, শোক ও ভয় প্রভৃতি সকল যন্ত্রণাই দূরীভূত হয় এবং জীবগণ ভ্রষ্টবীজের ন্যায় পুনরায় আর জাত হয় না ॥

ঐ ২৬।

ইয়ত্তাদিপরিচ্ছিন্নং রুদ্রাদেঃ প্রাপ্যতে ফলং।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং ফলমানন্দমাত্মনঃ ॥

রুদ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সমস্তই সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু আত্মপূজা দ্বারা অকৃত্রিম ও আদ্যন্তবিহীন আনন্দময় ফল লাভ হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।২৯।১০৯।

অকৃত্রিমফলং ত্যক্ত্বা যঃ কৃত্রিমফলং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বা স মন্দারবনং কারঞ্জং যাতি কাননং ॥

যে ব্যক্তি অকৃত্রিম ফল পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম ফলের অনুসরণ করে, সে মন্দারবন পরিত্যাগ করিয়া করঞ্জবনে গমন করে ॥

ঐ ১১০।

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদিস্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আছেন বলিয়া বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করে, সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেন স্বহস্তস্থিত অন্নকে দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করে ॥ শি-সং ৫।৭১।

বোধঃ সাম্যং শমং ইতি পুষ্পাণ্যগ্রাণি তত্র চ।
শিবং চিন্মাত্রমমলং পূজ্যং পূজ্যবিদোবিদুঃ ॥

প্রকৃত পূজাবিদ্ ব্যক্তিগণ কহেন যে, সর্ব্বত্র সমতাবোধরূপ প্রধান পুষ্পদ্বারা সেই চিন্ময় অমল শিবের পূজা করিবে॥

যো-বা-রা ৬।২৯।১১১।

শমবোধাদিভিঃ পুষ্পৈর্দেব আত্মা যদুচ্যতে।
তত্তু দেবার্চ্চনং বিদ্ধি নাকারার্চ্চনমর্চ্চনং॥

শমতা ও তত্ত্বজ্ঞানাদিরূপ পুষ্প-সমূহ দ্বারা আত্মাকে যে অর্চ্চনা করা যায়, তাহাকেই প্রকৃত দেবার্চ্চন বলিয়া জানিবে, সাকারার্চ্চন অর্চ্চন বলিয়া গণ্য নহে॥ ঐ ১১২।

জ্ঞাতজ্ঞেয়া হি যে সন্তো বালক্রীড়োপমঞ্চ তে।
আত্মধ্যানাদৃতে ব্রহ্মন্ কুর্ব্বন্তো দেবপূজনং॥

যে সমস্ত জ্ঞাতজ্ঞেয় ব্যক্তি আত্মার্চ্চনায় বিরত হইয়া (কৃত্রিম ভোগ-লালসায়) সাকার দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সেই দেবার্চ্চনা বালক্রীড়ার ন্যায় বৃথা মাত্র॥ ঐ ১১৪।

আত্মৈব দেবো ভগবান্ শিবঃ পরমকারণং।
জ্ঞানার্চ্চনেনাবিরতঃ পূজনীয়ঃ স সর্ব্বদা॥

আত্মাই ভগবান্ দেব, তিনিই শিব, তিনিই পরম কারণ এবং তিনিই জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বদা পূজনীয় হয়েন॥

ঐ ১১৫।

ন স দূরে স্থিতো ব্রহ্মন্ ন দুষ্প্রাপঃস কস্যচিৎ।
সংস্থিতঃ স সদা দেহে সর্ব্বত্রৈব চ খে তথা॥

তিনি তোমার দূরস্থ নহেন এবং তিনি কাহারও দুষ্প্রাপ্যও নহেন। তিনি যেরূপ দেহের বাহ্যা-ভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপ আকাশে এবং সর্ব্বত্রে অবস্থিতি করিতেছেন॥

যো-বা-রা ৬।৩০।১৯।

স করোতি স চাশ্নাতি স বিভর্ত্তি প্রয়াতি চ।
স নিঃশ্বসিতি সংবেত্তা সোঽঙ্গান্যঙ্গানি বেত্তি চ॥

তিনিই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনিই সকল বস্তু ভোগ করেন, তিনিই সংসার ধারণ করেন, তিনিই গমন করেন, তিনিই নিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং তিনিই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই অবগত আছেন॥ ঐ ২০।

শরীরাবসথায়াঞ্চ চলায়াং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
সোঽস্যাং গহনকোশায়াং হৃদ্গুহায়াং গুহেশ্বরঃ॥

তাঁহার প্রসাদে এই শরীররূপ গৃহ পরিচালিত হইয়া থাকে; তিনি হৃদয়রূপ গুহাভ্যন্তরে আনন্দময় কোশের ঈশ্বর হইয়া অবস্থিতি করেন॥ ঐ ২১।

এষ দেবঃ স পরমঃ পূজ্য এষ সদা সতাং।
চিন্মাত্রমস্তুভূতাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥

সেই চিদাত্মা পরমেশ্বরই প্রধান দেবতা। তিনিই সাধুগণের সতত পূজনীয়; তিনি চৈতন্যশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়েন এবং সর্ব্বত্রে তাঁহার গতি এবং তিনিই সকলের আশ্রয়॥

যো-বা-রা ৬।৩৮।১।

ঘটে পটে বটে কুড্যে শকটে বানরে স্থিতঃ।
শিবোহরো হবির্ব্রহ্মা শক্রোবৈশ্রবণোযমঃ॥
বহিরন্তশ্চ সর্ব্বাত্মা সদা সাত্মা সুবুদ্ধিভিঃ।
বিবিধেন ক্রমেণৈস ভগবান্ পরিপূজ্যতে॥

তিনি ঘটে, পটে, বটবৃক্ষে, ভিত্তিতে, শকটে এবং বানরদেহে অবস্থিতি করেন; তিনিই হরি, হর, ব্রহ্মা, শক্র, কুবের এবং যমস্বরূপ; তিনি সকল পদার্থের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে প্রকাশিত আছেন; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিদ্বারা বাহ্যাভ্যন্তরক্রমে সেই ভগবান্‌কেই সতত পূজা করিয়া থাকেন॥ ঐ ২-৩।

(নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ক্রম কথন)

একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীর্যথা।
তথৈকব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধিবিভাব্যতাং॥

যাদৃশ এক মৃৎপিণ্ড পরিজ্ঞাত হইলে সমুদায় মৃন্ময় পদার্থ জানিতে পারা যায়, তাদৃশ এক পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমুদায় জগতের স্বরূপ জানা যায়, ইহা নিশ্চয় কর॥

প-দ ১৩।৫৯।

সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণং॥

পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হয়েন এবং জগৎ কেবল নাম ও রূপাত্মক পদার্থ। তাপনীয় শ্রুতিই ইহার প্রমাণস্থল। যেহেতু তাহাতে পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে॥

প-দ ১৩।৬০।

বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ॥

শ্রুতি সকলে প্রকাশ আছে যে, সেই পরমেশ্বর জগতস্থ সমুদায় পদার্থের রূপ চিন্তা করিয়া ও তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম নির্দ্ধারিত করিয়া সংকল্প দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ঐ ৬২।

অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে ঈশ্বরশক্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে, তাহাই সৃষ্টিকালে ব্যক্ত হইয়া নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়। ঈশ্বরের সেই মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তি অব্যাকৃত নামে অভিহিত হয়॥ ঐ ৬৩।

অবিক্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং॥

অবিকারী পরব্রহ্মে অবস্থিত

সেই মায়াশক্তি ভূতভৌতিকাদি বহুধা রূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মায়াশক্তিকেই প্রকৃতি এবং তদ্বিশিষ্ট পরব্রহ্মকে মায়ী পরমেশ্বর কহা যায়॥ প-দ ১৩।৬৪।

আদ্যোবিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।
অবকাশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্রয়ং॥

উক্ত মায়ী পরমেশ্বর হইতে প্রথম বিকার আকাশ উৎপন্ন হয়, ঐ আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিনটীই সত্য, আর তাহার সে অবকাশ স্বভাব তাহা মিথ্যা॥ ঐ ৬৫।

ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেবং ন পশ্চাচ্চ বিনাশতঃ।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা॥

যেহেতু অব্যক্ত অর্থাৎ অনুৎপত্তি অবস্থায় এবং বিনাশ অর্থাৎ প্রলয়াবস্থায় আকাশের অবকাশ স্বভাব থাকে না, এই নিমিত্ত তাহাকে মিথ্যা বলা যায়, কেন না আদিতে ও অন্তে যে বস্তু যে রূপ থাকে, বর্ত্তমানে তাহা তদ্রূপই হয়॥ প-দ ১৩।৬৬।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোর্জ্জুনং প্রতি॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রদান কালে কহিয়াছিলেন যে, হে ভারত! ভূত সমুদায় আদিতে অব্যক্ত থাকে এবং অন্তেও অব্যক্ত হয়, অতএব মধ্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাকে মিথ্যা বলা যায়॥

প-দ ১৩।৬৭।

মৃদ্বত্তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্ব্বদা।
নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি॥

যেমন ঘটাদি বস্তুতে মৃত্তিকা সর্ব্বদা অনুগত থাকে, তদ্রূপ সকল বস্তুতে সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিন ধর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুগত থাকে এবং যেমন নিজ আত্মাতে উক্ত সত্তাদি ধর্ম্মত্রয় অনুভূত হয়, সেইরূপ অবকাশশূন্য আকাশেও তাহা অনুভূত হয়॥ ঐ ৬৮।

অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিং ভাতি তে বদ।
শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি॥

যদি সেই আকাশ হইতে অবকাশ বিযুক্ত হয়, তবে বল দেখি তাহাতে সত্তাদি ভিন্ন আর কি অনুভূত হইতে পারে? যদি বল, তাহাতে কেবল শূন্যই অনুভূত হয়, তবে তাহাকেই আমি বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করি। কারণ, শূন্যই আকাশের বিদ্যমানতারূপে লোকে প্রসিদ্ধ আছে॥ ঐ ৬৯।

তাদৃক্ত্বাদেব তৎসত্ত্বমৌদাসীন্যেন তৎসুখং।
আনুকূল্য প্রাতিকূল্যহীনং যত্তন্নিজং সুখং॥

উক্ত প্রকাশমানতাতেই সেই আকাশের সত্তা প্রতীত হয় এবং তাহাতে ঔদাসীন্য হেতু তাহার সুখ-স্বরূপত্বও অনুভূত হয়। কারণ,যে বস্তু অনুকূলও নহে এবং প্রতিকূলও নহে, তাহাকে নিজের অর্থাৎ আত্মার সুখ-স্বরূপ বলা যায় (১) ॥ প-দ ১৩।৭০।

আনুকূল্যেহর্ষধীঃস্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভাবে নিজানন্দে নিজং দুঃখস্তু ন ক্বচিৎ ॥

অনুকূল বিষয়ে হর্ষ ও প্রতিকূল বিষয়ে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এতদ্দ্বয়ের অভাবে নিজানন্দ প্রকাশিত হয়, সেই নিজানন্দে কোন প্রকার দুঃখের সম্ভাবনা নাই ॥ ঐ ৭১।

নিজানন্দে স্থিতে হর্ষ শোকয়োর্ব্যাতায়ঃ ক্ষণাৎ।
মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাং ॥

নিজানন্দ স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে ক্ষণকালের মধ্যে সেই হর্ষ ও শোক নিবৃত্ত হইয়া যায়, যেহেতু মন ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী, সুতরাং মনের ধর্ম্ম যে হর্ষ ও শোক তাহাও ক্ষণিক মাত্র ॥ ঐ ৭২।

আকাশেপ্যেবমানন্দঃ সত্তাভানে তু সংমতে।
বায়্বাদিদেহপর্য্যন্ত বস্তুষেবং বিভাব্যতাং ॥

যেরূপ বিবেচনা অনুসারে আকাশে সত্তা,প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা প্রতি-পাদিত হইল,তদনুসারে বায়ু প্রভৃতি অন্যান্য ভূতগণ হইতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সর্ব্ববস্তুতে উক্ত সত্তাদি ধর্ম্মত্রয় বিবেচনা করিয়া দেখ ॥ প-দ ১৩।৭৩।

গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপং বহ্নের্দাহ প্রকাশনে।
জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥
অসাধারণ আকাশে ওষধ্যন্নবপুষ্বপি।
এবং বিভাব্য মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতং ॥

বায়ুর স্বভাব গতি ও স্পর্শ, অগ্নির স্বভাব দাহ ও প্রকাশ, জলের স্বভাব দ্রবত্ব এবং ভূমির স্বভাব কাঠিন্য , এইরূপে ভূতগণের অসাধারণ গুণ সকল নির্ণয় করা যায়। অতএব উক্ত প্রকারে আকাশ, ওষধি, অন্ন ও স্থূল শরীরাদির যথোচিত স্বভাব নির্ণয় করিবে ॥ ঐ ৭৪-৭৫।

অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা।
তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসম্বাদোন কস্যচিৎ ॥

তদনন্তর বহুবিধ বিভিন্ন নাম রূপেতে একমাত্র সচ্চিদানন্দের অধিষ্ঠান নিশ্চয় করিবে, তাহাতে কাহারও বিসম্বাদ বা বিরোধ নাই ॥ ঐ ৭৬।

(১) যে বস্তু কখনও কাহারও অনুকূল বা প্রতিকূল না হয়, তাহাকেই প্রকৃত সুখস্বরূপ বলা যায়। যে বস্তু এক সময়ে এক ব্যক্তির অনুকূল হইয়া সুখোৎপাদন করে এবং অন্য সময়ে অন্য ব্যক্তির প্রতিকূল হইয়া দুঃখোৎপাদন করে, তাহাকে প্রকৃত সুখস্বরূপ বলিতে পারা যায় না।

নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ॥

উৎপত্তি বিনাশশালী নাম ও রূপ কেবল কল্পিতমাত্র, পরব্রহ্মে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমুদ্রে বুদ্বুদাদির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ প-দ ১৩।৭৭।

সচ্চিদানন্দরূপেস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে।
স্বয়মেবাবজানাতি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ॥

সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে নাম রূপের মিথ্যাত্ব ক্রমে ক্রমে অবগত হওয়া যায়॥ ঐ ৭৮।

যাবদ্‌যাবদবজ্ঞা স্যাত্তাবত্তাবত্তদীক্ষণং।
যাবদ্‌যাবদ্বীক্ষ্যতে তৎ তাবত্তাবদুভে ত্যজেৎ॥

যখন নামরূপাদি দ্বৈত পদার্থে অবজ্ঞা জন্মে, তখনই পরব্রহ্মে দৃষ্টি-পাত হয়, আর যখন পরব্রহ্ম দর্শন হয়, তখনই নামরূপ প্রভৃতি পরি-ত্যক্ত হয়॥ ঐ ৭৯।

নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥

যেমন নিদ্রাশক্তি জীবগণের দুর্ঘট স্বপ্ন সকল সঙ্ঘটন করে, মায়া-শক্তিও সেইরূপ পরব্রহ্মে সৃষ্টি, স্থিতি ওপ্রলয় কল্পনা করে॥ ঐ ৮৪।

ইদংযুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
যথাযথেক্ষ্যতে যদ্‌যত্তত্তদ্‌যুক্তং তথা তথা॥

সেই স্বপ্নকালে এইটী যথার্থ বা এইটী অযথার্থ এরূপ বিবেচনা নিতান্ত দুর্লভ হয়; ফলতঃ তৎকালে যে যে বস্তু যে যে রূপে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই রূপে সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে॥ প-দ ১৩।৮৬।

ঈদৃশোমহিমা দৃষ্টোনিদ্রাশক্তের্যদা তদা।
মায়াশক্তেরচিন্ত্যোয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতং॥

যখন প্রাণিগত নিদ্রাশক্তির ঈদৃশ অদ্ভুত মহিমা দৃষ্ট হয়, তখন পরব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?॥ ঐ ৮৭।

শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ।
ব্রহ্মণ্যেবং নির্ব্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ॥

যদ্রূপ শয়ান পুরুষে নিদ্রাশক্তি বহুবিধ স্বপ্ন সৃষ্টি করে, তদ্রূপ বিকাররহিত পরব্রহ্মে মায়াশক্তি নানাপ্রকার বিকার কল্পনা করে॥ ঐ ৮৮।

খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণি শিলাদিকাঃ।
বিকারাঃ প্রাণিধীশক্তিশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বতি॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, প্রাণী ও শিলা

প্রভৃতিকে বিকার কহা যায়, আর ঐ প্রাণিগণের বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়॥ প-দ ১৩।৮৯।

চেতনাচেতনেষেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণং।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্॥

উক্ত চেতনাচেতন পদার্থ সকলেতে সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট পরব্রহ্ম সমানভাবে অবস্থিত হয়েন, আর পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে কেবল নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন থাকে মাত্র॥ ঐ ৯০।

ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।
উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ॥

চিত্রপটে চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় পরব্রহ্মে নাম ও রূপ অবস্থিতি করে, সেই নাম ও রূপ উপেক্ষিত (পরিত্যক্ত) হইলেই তদধিষ্ঠানভূত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায়॥ ঐ ৯১।

জলস্থেঽধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টেপ্যুপেক্ষ্যতং।
তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্য্যং স্যাদ্যথা তথা॥

যাদৃশ জলে অধোমুখ ব্যক্তির প্রতিবিম্বিত স্বদেহ দৃষ্ট হইলেও তাহাতে হতাদর পূর্ব্বক তীরস্থ স্বীয় দেহে আস্থা হয়, তাদৃশ নাম ও রূপের উপেক্ষা করিলে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে প্রতীতি জন্মে॥ ঐ ৯২।

সহস্রশো মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে সদৈব তৎ।
সর্ব্বৈরুপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ॥

যদ্রূপ সর্ব্বদা সহস্র সহস্র মনোরাজ্য উপস্থিত হইলেও লোকে তৎসমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ নাম রূপেতে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়॥ প-দ ১৩।৯৩।

মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃকঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ।

মিথ্যা মনোরাজ্য হইতে ক্ষণবিধ্বংসি লৌকিক ব্যবহারের কোন বিশেষ নাই, অতএব সেই লৌকিক ব্যবহার প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইলেও তাহার সত্যত্ব জ্ঞান পরিত্যাগ করিবে॥ ঐ ৯৬।

প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়া শিলা যথা।
নামরূপান্যথাত্বেপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা॥

যাদৃশ প্রবাহিত জলের অধোভাগে বৃহৎ প্রস্তর স্থির ভাবে অবস্থিতি করে, তাদৃশ নানাপ্রকার নাম ও রূপ বিদ্যমান থাকিলেও তদাধার পরব্রহ্ম অচলভাবে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৯৮।

গবামনেক বর্ণানাং ক্ষীরংস্যাদেক বর্ণতঃ।
ক্ষীরবদ্দৃশ্যতে জ্ঞানং দেহানাঞ্চ গবাং যথা॥

যেমন গো সমূহ নানা বর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদিগের দুগ্ধ এক বর্ণই হয়, তদ্বৎ দেহ নানা রূপ হইলেও

জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে এক করিয়া দর্শন করিবে ॥ উ-গী ২।৪০।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ সঃ মুক্তঃকর্ম্মবন্ধনাৎ ॥

(এইরূপে) যে ব্যক্তি নাম রূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ম-নি-ত ১৪।১১৪।

জীবস্য ত্রীণি রূপাণি স্থূলসূক্ষ্মপরাণি চ।
তত্রাস্য যৎপরং রূপং তদ্ভজ দ্বে পরিত্যজ ॥

জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরম এই তিন প্রকার রূপ আছে; ইহার মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা পরম তাহাই ভজনা কর ॥

যো-বা-রা ৬।১২৪।১৪।

পাণিপাদময়ো যোঽয়ং দেহো ভোগায় বল্গতি।
ভোগার্থমেতজ্জীবস্য রূপং স্থূলমিহাস্থিতং ॥

জীবের যে পাণি-পাদবিশিষ্ট দেহ তাহা তাহার ভোগার্থ বর্দ্ধিত ও স্থূলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥

ঐ ১৫।

স্বসংকল্পময়াকারঃ যাবৎ সংসারভাবি যৎ।
চিত্তং তদ্বিদ্ধি জীবস্য রূপং রামাতিবাহিকং ॥

যাহা স্বীয় সঙ্কল্পময়াকার, এবং যাহা সংসারভাবপূর্ণ, তাহাই জীবের চিত্ত এবং তাহাই আতিবাহিক-দেহ নামে প্রসিদ্ধ ॥

যো-বা-রা ৬।১২৪।১৬।

আদ্যন্তরহিতং সত্যং চিন্মাত্রং নির্ব্বিকল্পকং।
যত্তদ্বিদ্ধি পরংরূপং তৃতীয়ং বিশ্বরূপকং ॥

আর, যাহা আদ্যন্তরহিত, সত্য, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকল্প ও বিশ্বরূপ, তাহাই জীবের পরম রূপ এবং তাহাই তৃতীয় ॥ ঐ ১৭।

এতত্তুর্য্যপদং শুদ্ধমত্র বদ্ধপদো ভব।
সংপরিত্যজ্য পূর্ব্বে দ্বে মা তত্রাত্মমতির্ভব ॥

এই শেষোক্ত পদ তূর্য্য নামে অভিহিত হয়। তুমি পূর্ব্বের দুই রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই শুদ্ধ তূর্য্যপদে বদ্ধপদ হও ॥ ঐ ১৮।

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে ॥

হে মুনে! যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সম্পূর্ণরূপে লয় করতঃ সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি কর ॥ বি-চু ২৯০।

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ ॥

স্বয়ং স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মভূত হইয়া এই শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডকে মলভাণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ অশেষ বিকারবিশিষ্ট এই স্থূলদেহ-

রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে (১) অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে বাহ্যিক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥

বি-চূ ২৯১।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ং।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্ব্বদা ॥

এই স্থূল শরীরে যে অহংবুদ্ধি সমারূঢ় হইয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে, তাহাকে সদানন্দ চিদাত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া লিঙ্গদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা অদ্বয় ভাবে অবস্থিতি কর ॥

বি-চূ ২৯২।

যত্রৈব জগদাভাসো দর্পণান্তঃ পুরং যথা।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥

যাদৃশ দর্পণে গৃহ প্রতিবিম্বিত হয়, তাদৃশ পরব্রহ্মে জগৎপ্রতিমা প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব "সেই ব্রহ্মই আমি" আপনাকে এইরূপ জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হও ॥

ঐ ২৯৩।

রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥

যেমন মন্দ মন্দ অন্ধকারপ্রযুক্ত রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ জীব অজ্ঞান বশতঃ আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার সংসারভয়ে ভীত হইয়া থাকে। পরন্তু যখন "আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা", এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ যখন আত্মার সহিত জীবের ঐক্য জ্ঞান হয়, তখন সেই জীবের আর কোনপ্রকার সংসারভয় থাকে না ॥

আ-বো ২৬।

নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥

এক একটী পদার্থ লইয়া তাহার তত্ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক তন্ন তন্নরূপে, অর্থাৎ

(১) এই মানবদেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পিত হইয়াছে, কেন না বাহ্যিক ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় গুণ ও লক্ষণ মানবশরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থিত আছে। পাতাল, ভূধর, আলোক, সসাগরদ্বীপ, আদিত্যাদি গ্রহ এই সকলই দেহপিণ্ডে অবস্থিতি করে। পদতলকে তল বলা যায়। পাদের ঊর্দ্ধ বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাতে তলাতল, ঊরুতে রসাতল, গুহ্যদেশে মহাতল এবং কটিদেশে পাতাল। এইরূপে পাদতল হইতে দেহনির্ণয় করিবে। নাভিমধ্যে ভূর্লোক, নাভির ঊর্দ্ধে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠদেশে মহর্লোক, মুখে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক, এইরূপে এই শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা,—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি শরীরে তে ব্যবস্থিতাঃ।

পাতাল-ভূধরালোকাস্তথা দ্বীপাঃ সসাগরাঃ।
আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্ব্বে পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তু তলং জ্ঞেয়ং পাদোর্দ্ধং বিতলন্তথা।
জানুভ্যাং সুতলম্বিদ্ধি জঙ্ঘাসু চ তলাতলং ॥
তথা রসাতলঞ্চোর্ব্বো গুহ্যদেশে মহাতলং।
পাতালং কটিসংস্থন্তু পাদতো লক্ষয়েদ্বুধঃ ॥
ভূর্লোকং নাভিমধ্যে তু ভুবর্লোকস্তদূর্দ্ধতঃ।
স্বর্লোকং হৃদয়ে বিদ্যাৎ কণ্ঠদেশে মহস্তথা ॥
জনলোকং বক্ত্রদেশে তপোলোকং ললাটকে।
সত্যলোকং মহারন্ধ্রে ভুবনানি চতুর্দ্দশ" ॥

গ-পু ১।২২।৫২—৫৬।

"ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যাবতীয় উপাধিকে পরিত্যাগ করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা জীব ও পরমাত্মাকে এক বলিয়া জানিবে (১)॥ আ-বো ২৯।

আবিদ্যকং শরীরাদি দৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্॥

অবিদ্যাকৃত শরীরাদি সমস্ত দৃশ্য

---

(১) বেদবাক্যকেই মহাবাক্য বলে। যথা,—

ঋগ্বেদীয় মহাবাক্য—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,"—যে বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য দ্বারা দৃশ্য পদার্থ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, গন্ধের স্রাণ ও বাক্য কথন হয় এবং সুস্বাদ বা বিস্বাদ অবগত হওয়া যায়, তিনি প্রজ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়েন। আর ব্রহ্মাবধি কীট পর্যান্ত সমুদায় প্রাণীতেই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমাতেও অবস্থান করিতেছেন। অতএব একাধারে অবস্থিত প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ম এতদুভয় চৈতন্যের ঐক্য প্রতিপাদিত হওয়াতে প্রজ্ঞান চৈতন্যই ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধ হইল।

যজুর্ব্বেদীয় মহাবাক্য—"অহং ব্রহ্মাস্মি,"— সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বকীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে এই মায়াময় জগতে শমদমাদি সাধন দ্বারা বিদ্যা-সম্পাদন যোগ্য মানবাদির অন্তঃকরণে সাক্ষীরূপে প্রকাশমান থাকিয়া "অহং" শব্দের বাচ্য হয়েন। আর, স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মাই "ব্রহ্ম" শব্দে উক্ত হয়েন। এবং "অস্মি" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অহং শব্দ বাচ্য জীব চৈতন্য ও স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে উক্ত উভয় চৈতন্যের ঐক্য অবধারিত হওয়াতে জীবন্মুক্ত পুরুষের "অহং ব্রহ্ম" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ হইল।

অথর্ব্ববেদীয় মহাবাক্য—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম,"—স্বপ্রকাশস্বরূপ অপরোক্ষ জীবচৈতন্য "অয়ং" শব্দে উক্ত হয়েন এবং অহঙ্কার, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ, এই সমুদায়েতে সেই চৈতন্যের অধিষ্ঠান থাকা হেতু তিনিই "আত্মা" বলিয়া কথিত হয়েন। অতএব "অয়ং" ও "আত্মা" এই উভয় শব্দ দ্বারাই এক জীবচৈতন্যই লক্ষিত হইল। আর এই পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ যে ব্রহ্মচৈতন্য তিনিই স্বপ্রকাশাত্মক "ব্রহ্ম" শব্দে অভিহিত হয়েন। অতএব জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এতদুভয়ের স্বরূপের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল, সুতরাং জীবাত্মাই ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত হইল॥

সামবেদীয় মহাবাক্য—"তত্ত্বমসি"—এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র নামরূপ বর্জ্জিত অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন এবং এক্ষণেও আছেন, তিনিই "তৎ" পদের বাচ্য হয়েন। আর,প্রাণিসমূহের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য তিনিই "ত্বং" পদের বাচ্য হয়েন এবং "অসি" এই পদ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "তৎ" এবং "ত্বং" এই উভয় পদেরই এক চৈতন্যময় ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্য হয়। প-৮।

বেদান্তসারে কথিত আছে যে, "যেমন 'সেই ব্যক্তি এই' এই বাক্যে পূর্ব্বকালের দৃষ্ট ও বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট ব্যক্তিস্বরূপ যে বাচ্যার্থ, তাহার একাংশে বিরোধহেতু বিরুদ্ধাংশ যে অতীতকালে ও বর্ত্তমানকালে দৃষ্টত্ব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিরূপ অংশ লক্ষ্যার্থ হয়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের ঐক্যরূপ যে বাচ্যার্থ তাহার একাংশে বিরোধহেতু বিরুদ্ধ অংশ প্রত্যক্ষত্ব ও অপ্রত্যক্ষত্ব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যাংশমাত্র লক্ষ্যার্থ হয়।

"অনন্তর 'আমিই ব্রহ্ম' জ্ঞানিগণের এইরূপ অনুভব বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন। আচার্য্যগণ অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায় বর্ণন করিয়া 'তৎ' ও 'ত্বং' এই উভয় পদার্থের অর্থ শোধন করিলে যখন 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যদ্বারা অখণ্ড চৈতন্য বোধ হইবে, তখন 'আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এইরূপ অখণ্ড অন্তঃকরণবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে সেই চৈতন্য প্রকাশ হইয়া প্রত্যগাত্মা ও অভিন্ন পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট করে। যেমন বস্ত্রের কারণ সূত্র নষ্ট হইলেই বস্ত্রের বিনাশ হয়,

পদার্থই জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর,

সেইরূপ অখিল সংসারের কারণ অজ্ঞানের অভাব হইলেই তদন্তর্গত অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়।"

যদি বল, পরম পুরুষ পরমাত্মাতে সৎস্বরূপত্ব, চিদ্রূপত্ব, আনন্দময়ত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অখণ্ডত্ব, অচলত্ব, অজত্ব, অক্রিয়ত্ব, কূটস্থরূপত্ব, অনন্তত্ব, স্বপ্রকাশত্ব এবং ব্রহ্মত্ব এই দ্বাদশবিধ লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু যখন আমাতে ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, তখন আমি কি প্রকারে আপনাকে "ব্রহ্ম" বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? এই আপত্তি খণ্ডনার্থ কথিত হইতেছে যে, তোমাতেও সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে সেই দ্বাদশবিধ লক্ষণ যথাক্রমে কথিত হইতেছে। যথা,—

১। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে যে পদার্থ অনুভব করিতে পারে, তুমি সেই সাক্ষীস্বরূপ পদার্থ। তুমি উক্ত অবস্থাত্রয়ের ও ভাবাভাবের সাক্ষিরূপে অনুভূত হইয়া থাক, তুমিই কালত্রয়স্থায়ী পৃথগ্‌ভূত চৈতন্য এবং সর্ব্বদা ভাবস্বরূপ পদার্থ। তুমি স্বয়ং অন্যের সত্তা ও অসত্তা অনুভব করিয়া থাক, ইহাই তাহার প্রমাণ। আর তোমার সত্তা বিষয়ে তুমি নিজেই নিজের প্রমাণ স্বরূপ। নিজের অনুভবরূপ জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন নিজসত্তা সম্ভব হয় না, সুতরাং তোমার নিজ সত্তা অনুভবসিদ্ধ। অতএব তুমি সৎস্বরূপ।

২। যেহেতু, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কেহই আপনাকে আপনি জানে না, পরস্পর পরস্পরকেও জানে না এবং পরস্পরের ব্যাপার সম্পন্ন করিতেও পারে না, এহেতু তাহারা সকলেই জড়; কিন্তু তুমি তাহাদিগের সকলকে সর্ব্বদা জানিতে পারিতেছ। ফলতঃ উক্ত শরীরাদি হইতে জ্ঞানময় আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত তোমার জ্ঞানই তোমার স্বরূপ, যাদৃশ রাহুর মস্তকই রাহুর স্বরূপ। আর, যেহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ, এই নিমিত্ত যেমন সূর্য্যে অন্ধকার নাই, সেইরূপ তোমাতেও অজ্ঞান নাই এবং যেমন দীপ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহার প্রকাশের নিমিত্ত অন্য দীপের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ তুমি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া

কেবল "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানই সার পদার্থ। "আমিই ব্রহ্ম"

তোমার অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানও নাই, সুতরাং অজ্ঞান হইতে উদ্ভব যে বন্ধ ও মোক্ষ তাহাও তোমার নাই। অতএব তুমি নিত্যমুক্ত। শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে,—"অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধ স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে। বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ"। অর্থাৎ অনাত্ম পদার্থে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই বন্ধ এবং সেই বুদ্ধির নাশকেই মোক্ষ বলা যায়; কারণ, আত্মা নিত্য মুক্ত, তাঁহার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। অতএব তুমি চিৎস্বরূপ।

৩। ইন্দ্রিয়গণ পরিশ্রান্ত হইলে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইয়া সুখস্বরূপ আত্মায় বিশ্রাম করে এবং সুখস্বরূপের ন্যায় হইয়া উত্থান করতঃ পুনরায় স্ব স্ব কার্য্যে রত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। যেমন সুগন্ধ দ্রব্যের সংসর্গে বস্ত্রাদি সুবাসিত হয়, তদ্রূপ আত্মা সুখস্বরূপ বলিয়াই তাঁহার সংসর্গে ইন্দ্রিয়গণ সুখলাভ করিয়া উক্তরূপে আনন্দিত হয়। অতএব তুমি আনন্দময়।

৪। যেহেতু আকীট ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবেই এক মাত্র অন্তর্যামী সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পদার্থ বিরাজমান রহিয়াছেন, এই নিমিত্ত তোমার স্বরূপ অদ্বিতীয়। অপিচ, যেমন মৃদ্ঘট বা সুবর্ণকুণ্ডল মৃত্তিকা বা সুবর্ণ হইতে পৃথক পদার্থ নহে, সেইরূপ চৈতন্য বিবর্ত্তদ্বারা প্রতীয়মান এই বিশ্বপ্রপঞ্চও চৈতন্য হইতে পৃথক পদার্থ নহে। আর, যাদৃশ রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও সেই সর্প রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে, অথবা শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইলেও সেই রজত শুক্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, তাদৃশ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমা হইতে ভিন্ন নহে। অতএব তুমি অদ্বিতীয়।

৫। তোমার স্বগতাদি ভেদত্রয় রহিতত্ব প্রযুক্ত তুমি ঘনসৈন্ধবসদৃশ একরস এবং অখণ্ড।

৬। তোমার জন্ম মৃত্যুরহিতত্ব-প্রযুক্ত তুমি অচল।

৭। যেমন অয়স্কান্ত সন্নিধি মাত্রদ্বারা জড় লৌহ স্পন্দিত হয়, তদ্রূপ অহংকার, মমকার, ইচ্ছা ও

এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইলে সেই জ্ঞানের আর বিনাশ হয় না।

প্রযত্নাদিরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ তুমি সন্নিধানে অবস্থিতিমাত্র করাতেই জড়ময় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির নিকট হইতে সদসৎ ক্রিয়া সকল উৎপন্ন হয়, অতএব তোমার স্বরূপ অক্রিয়।

৮। "কূট" অর্থাৎ দৃঢ় এবং "স্থ" অর্থাৎ যে থাকে। যাহা গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিকার ও অচলভাবে অবস্থান করে, তাহাকেই কূটস্থ বলা যায়; অতএব তুমি অচলস্বরূপ।

৯। যেমন ঘটাকাশের উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপক থাকে, সেইরূপ অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহের উৎপত্তির পূর্ব্বে চৈতন্য সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তুমি অনন্ত স্বরূপ।

১০। তুমি অনাদি এবং কারণরহিত, এই নিমিত্ত তুমি অজ।

১১। জগতস্থ সমুদায় পদার্থই তোমার দৃশ্য, কিন্তু তুমি সেই দৃশ্য পদার্থ নহ, ইহা তোমার নিজের অনুভবসিদ্ধ। অথচ, তুমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ইহাও তোমার নিজেরই বোধগম্য। অতএব তুমি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ।

১২। সর্ব্বব্যাপী আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব হেতু তিনি অতি বৃহৎ কিম্বা তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব হেতু তিনি সংবর্দ্ধক ও পূর্ণস্বরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলা যায় এবং শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে "তুমিই সেই পরব্রহ্ম"। যথা—"বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্বাপ্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে। তত্ত্বংব্রহ্মপরংরূপং গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ"। অতএব তুমি ব্রহ্ম। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে, উপরোক্ত দ্বাদশ প্রকার বিশেষ লক্ষণযুক্ত পরব্রহ্ম তোমা হইতে অভিন্ন; অতএব তুমিই ব্রহ্ম। আ-বো।

যদি বল, তত্ত্বমস্যাদি বিবিধ শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদন করা হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও জীব কিঞ্চিৎজ্ঞ, ঈশ্বর শুদ্ধ ও জীব অশুদ্ধ. ঈশ্বর মুক্ত ও জীব বদ্ধ, ইত্যাদি ভেদসত্ত্বে জীবও ঈশ্বরের বিরুদ্ধত্ব হেতু কি প্রকারে পরস্পরের ঐক্য সঙ্গত হয়? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে,—জীবও ঈশ্বরের উক্তরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল যুক্তিদ্বারাও পরিহার্য্য হয়। দেখ, ঈশ্বরের মায়া উপাধি ও জীবের অবিদ্যা উপাধি; সেই মায়াদ্বারা ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম অর্পিত হইয়াছে; আর অবিদ্যা দ্বারা জীবে অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সমর্পিত হইয়াছে। সেই মায়া ও অবিদ্যা এবং তাহাদিগের অর্পিত গুণ সকলকে অনাদর করিলে অবশিষ্ট চিদানন্দদ্বয়স্বরূপ জীব ও ঈশ্বর উভয়ে অভিন্ন হয়েন, তাহা নহে বলিলে, তদুভয়ের ভেদে কোনরূপ প্রমাণ সম্ভাবিত হইতে পারে না। ভেদক উপাধি মিথ্যাজন্য এ তদুভয়ের একতা স্বতঃসিদ্ধই আছে। জীবের যে অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্ম তাহা বস্তুতঃ নহে, সেই সমুদায় অবিদ্যাকল্পিত, কিন্তু সদ্বস্তু অবিদ্যাকল্পিত নহে। যাদৃশ আকাশ, কল্পিত নীলাদি বর্ণে অশুদ্ধ হয় না, তাদৃশ পরম বস্তুতে কল্পিত অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্মের সংসর্গ নাই। পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা স্বকীয় অজ্ঞানে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বাত্ম-জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে পুনর্ব্বার স্বকীয় যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। যেমন রাজভোগযুক্ত সার্ব্বভৌম নরপতি স্বীয় পর্য্যঙ্কে পরম সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাবশে সেইক্ষণে শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত, ধৃত ও নীত হইয়া মলমূত্রাদি পূরিত কারাগারে, নিক্ষিপ্ত, ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া, "হায় আমার একি কষ্ট হইল" ইত্যাদি রূপ হাহাকার শব্দে রোদন করেন। এমন সময়ে কোন করুণাময় পুরুষ সেই রাজার ক্লেশ দেখিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ প্রদান করেন যে, ঈশ্বর আরাধনাই সকল দুঃখ নাশের কারণ, অতএব তুমি ঈশ্বর আরাধনা কর, ঈশ্বরানুকম্পায় বন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। তখন ভূপতি সেই উপদেশানুসারে পরমা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের আরাধনাতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে তাহাই করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দৈবযোগে নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণে সেই পর্য্যঙ্কে আপনাকে

সেই জ্ঞান দ্বারাই জীবের পরমানন্দ লাভ হয়॥ আ-বো ৩০।

যথা স্বপ্নাদ্বিবুদ্ধস্য স্বপ্ন দুঃখক্ষয়ো ভবেৎ।
বেত্তি চৈতন্য মে দুঃখমাসীন্নাস্তি ন ভাব্যপি॥
এবং ত্রিস্বপ্নসংসারাৎ প্রবোধে ক্ষীয়তেঽসুখম্।
বেত্তি চাত্মা ন মে দুঃখমাসীন্নাস্তি ন ভাব্যপি॥

যেমন স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নদুঃখের বিনাশ হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় আমি যাদৃশ দুঃখানুভব করিয়াছি, এরূপ দুঃখ আমার কদাচ হয় না, এক্ষণে হইতেছে না এবং হইবেও না বলিয়া সে ব্যক্তি জানিতে পারে, তদ্রূপ জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ ত্রিবিধ স্বপ্ন-লক্ষণ-বিশিষ্ট সংসার হইতে প্রবুদ্ধ হইলে পর তাহার সমস্ত অসুখ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আমি পরমাত্মা স্বরূপ, আমার কোন প্রকার দুঃখ কখন হয় না, হইতেছে না এবং হইবেও না, এইরূপ জানিতে পারে॥

আত্ম-পু ১।৮৩৪-৮৩৫।

সার্ব্বভৌম দর্শন করতঃ স্বপ্নভাব স্মরণ করিয়া হাস্যযুক্ত হইয়া পরম সুখে বিরাজমান রহিলেন। তদ্রূপ পরমাত্মা স্বাজ্ঞানে স্বকীয় সনাতন পরমানন্দ অদ্বয় বোধরূপ বিস্মৃত হইয়া রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল সংসারে দেহাভিমানাদি দুঃখদায়ক শত্রু সমূহ কর্তৃক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মোহাদি পাশে নিয়ন্ত্রিত এবং দেহ, গেহ ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের মমতাদি অশেষবিধ দুঃখে পরিপূরিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু ও বন্ধনাদি ঘোর দুঃখময়ী দশাতে পতিত হইয়া "হা কষ্ট" বলিয়া রোদন করে, তখন কোন একজন করুণাসাগর গুরুর বারম্বার প্রদত্ত বোধে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদাৎ প্রবোধ লাভে আপনাকে অজর, অমর ও আনন্দরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম জানিয়া পূর্ব্ব দশা স্মরণ পূর্ব্বক হাস্য করতঃ সেই আত্মাতে অবস্থিত হয়েন। অতএব এই জীব আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করতঃ স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুক্ত ও মিথ্যাবন্ধ হইতে নিবর্ত্ত হয়।

এস্থলে দ্বৈতমতাবলম্বীরা আপত্তি করেন যে, "যদি ব্রহ্মের সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে, এবং যদি জীবই পরব্রহ্মস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ পরম মুক্তি ত স্বতঃসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান সাধনের আবশ্যকতা থাকে না, কারণ সিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে কোথায় যত্নবান্ হয়?" কিন্তু এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক; কারণ সিদ্ধ বস্তুরও অসিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম দূর করণার্থ উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত এই যে,—দশজন মূঢ় ব্যক্তি, নদী পার হইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে যে, তাহাদের দশ জনের মধ্যে এক্ষণে নয় জন মাত্র আছে; তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, "আমরা দশ জন আসিয়াছিলাম, এক্ষনে কেন নয় জন হইলাম, তবে বোধ করি আমাদের এক জনকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহারা সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাকে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহারা কোন একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্তৃক "দশমস্ত্বমসি" (দশম তুমি) এইরূপ উপদিষ্ট হয়, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে "আমরা দশ জনই আছি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারা অলব্ধ বস্তুর লাভে পরম আনন্দিত হয়। আর, এইরূপ ঘটনা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। দেখ, অন্যমনস্কতা অবস্থায় মনুষ্য নিজ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। অতএব জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ উপায়াবলম্বন করাতে দোষ নাই। বরং তাহাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অতএব এবম্বিধ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ স্থূল যুক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা কখনই হীরক সদৃশ অদ্বৈত মতের খণ্ডন হইতে পারে না।

হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ং।
অহমেকমিদং সর্ব্বমিতি পশ্যেৎ পরং সুখী॥

ফলতঃ যিনি হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া অনাময় পরমাত্মাকে চিন্তা করতঃ আপনাকেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই পরম সুখী হইয়া সচ্চিদানন্দানুভব করেন॥ * উ-গী ১।৩৮।

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণকার্য্যজাতং।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি॥

"আমিই হরি, এই সমস্ত জগৎ হরিময় এবং ইহাতে যে কিছু কার্য্য বা কারণ আছে, তৎসমুদায়ই হরি ভিন্ন অন্য নহে", যাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হয়, তাঁহাকে আর এই ভবোদ্ভব দ্বন্দ্বরোগে আক্রান্ত হইতে হয় না॥

বি-পু ১।২২।৮৫।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"আমিই পরব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলে জীবের অবিদ্যাজনিত বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ আত্মদর্শী ব্যক্তির কোন প্রকার মানসিক কামনাই থাকে না, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সংশয় বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥ মু-উ ২।২।৮।

সঙ্কল্পসাক্ষিণং জ্ঞানং সর্ব্বলোকৈকজীবনং।
তদস্মীতি চ যো বেদ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

"সর্ব্বলোকের জীবনস্বরূপ একমাত্র জ্ঞানই সমুদায় সঙ্কল্পের সাক্ষীভূত এবং আমিই, সেই জ্ঞানময় পদার্থ", যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন. তিনিই মুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

সদাচার ৩২।

ভাসতো মম ভামাত্রমিতি জ্ঞাতে ভ্রমে গতে।
ক দ্বিতীয়ঃ ক সংসারঃ ক মায়া তৎকৃতং ক নু॥

"আমিই প্রকাশমান্ এবং যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে তৎসমুদায় আমারই আভামাত্র", এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়া ভ্রম বিদূরিত হইলে আর. দ্বিতীয় জ্ঞান থাকে না, তখন জীবের সংসারই বা কোথায় থাকে এবং মায়াকৃত জন্মমরণাদিই বা কোথায় থাকে? অর্থাৎ কিছুই থাকে না॥

বো-সা।

যথা জলস্থ অভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥

(অহঙ্কারগত আত্মাদ্বারা শুদ্ধ

আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভাবিত নহে, কারণ) যখন জলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহের অন্তবর্ত্তী ভিত্তিতে পরিস্ফুরিত হয়, তখন গৃহের কোণস্থিত ব্যক্তি স্থলগত ঐ প্রতিবিম্বদ্বারা সূর্য্যকে দর্শন করে। জলস্থ প্রতিবিম্বদ্বারাও গগণবর্ত্তী সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোগত আত্মপ্রতিবিম্বদ্বারা ত্রিগুণ অহঙ্কার ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং এতদ্দ্বারাই পরমার্থ-বিজ্ঞানরূপ আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন (১) ॥

ভা·পু ৩।২৭।১২-১৩।

ত্রিবিধোরাঘবাস্তীহ অহঙ্কারো জগত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু তে কথয়াম্যহং ॥

হে রাঘব! এই জগত্রয়ে অহঙ্কার তিন প্রকার, ইহার মধ্যে দুই প্রকার অহঙ্কার শ্রেষ্ঠ ও এক প্রকার অহঙ্কার পরিত্যজ্য। আমি তোমার নিকট এই তিন প্রকারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥

যো-বা-রা ৪।৩৩।৪৮।

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ।
নান্যদস্তীহ সম্বিদ্ যা পরমা সাহ্যহংকৃতিঃ ॥

"আমিই এই সমস্ত বিশ্ব, আমিই অব্যয় পরমাত্মা, অন্য আর কিছুই

---

(১) বস্তুতঃ অহং শব্দের তিন প্রকার অর্থ, তাহার মধ্যে একটী অর্থ মুখ্য, আর দুইটী অর্থ গৌণ। "কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য এতদুভয়ের পরস্পর অধ্যাস দ্বারা যে একীভাব তাহাকে অহং শব্দের মুখ্য অর্থ কহা যায়, কেন না সাধারণ লোকেরা তাহাতেই অহং শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন লৌকিক ব্যবহারে কিম্বা বৈদিক উদাহরণে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পর্য্যায়ক্রমে উক্ত উভয় চৈতন্যেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে অহংশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেমন লৌকিক ব্যবহারে 'আমি গমন করি' ইত্যাদি প্রকার বাক্যেতে তাঁহারা কূটস্থ চৈতন্য হইতে আভাস চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া আভাস চৈতন্যকেই অহংশব্দের বাচ্য করেন এবং বৈদিক উদাহরণে 'আমিই অসঙ্গ চৈতন্য স্বরূপ' ইত্যাদি প্রকার বাক্যেতে তাঁহারা কেবল কূটস্থ চৈতন্যেই অহংশব্দ প্রয়োগ করেন। তদুভয়ই অহংশব্দের গৌণ অর্থ। যদিও জ্ঞানিতা বা অজ্ঞানিত্ব কূটস্থ চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে, কেবল আভাস চৈতন্যেরই ধর্ম্মমাত্র, তথাপি আভাসরূপ জীব চৈতন্যকে 'আমিই কূটস্থ চৈতন্য' বলিয়া স্বীকার করায় দোষ নাই, যেহেতু উক্ত উভয় চৈতন্যের একই স্বভাব, আভাস কেবল মিথ্যা নামমাত্র, অবসানে কূটস্থমাত্রে অবিশেষ হয়, যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখের যে আভাস তাহা পরিশেষে সেই মুখ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। আর, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সেই সর্প মিথ্যা এবং তাহার গমনাগমন ও ফণাধারণ প্রভৃতি কার্য্য সকলও মিথ্যা, সেইরূপ আভাস চৈতন্যে অথবা কূটস্থ চৈতন্যে যে অহংশব্দ প্রয়োগ তাহাও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদিও 'আমিই নিত্য কূটস্থ চৈতন্য' এই প্রকার বোধকে মিথ্যা বলা গেল, তথাপি সেই প্রকার বোধ দ্বারা ভ্রান্তিমূলক সংসারের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব, যেহেতু লোকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যিনি যেমন দেবতা তাঁহার তেমনই উপহার; অতএব যাদৃশ অজ্ঞানজনিত সংসার তাদৃশ জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভূত নহে। বস্তুতঃ যিনি আভাস চৈতন্যরূপ জীব, তিনিই কূটস্থ চৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম, এইরূপ বোধদ্বারা 'আমিই চৈতন্যস্বরূপ' ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হইয়া থাকে, নতুবা আভাস ও কূটস্থ চৈতন্য এতদুভয়ের ঐক্য জ্ঞান

নাই”, এই প্রকার উৎকৃষ্ট ভাবকেই প্রথমা অহঙ্কৃতি বলা যায়॥

যো-বা-রা ৪।৩৩।৪৯।

সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ।
ইতি যা সম্বিদেষাঽহংসৌ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে॥

“আমি সমুদায় বস্তু হইতে অতিরিক্ত, আমি কেশাগ্রভাগ হইতেও শতগুণে সূক্ষ্ম”, এই শুভদায়িনী অহং সম্বিদ্ দ্বিতীয়া অহঙ্কৃতি নামে উদাহৃত হয়। এই অহঙ্কার জীবমুক্তদিগের বন্ধনের নিমিত্ত না হইয়া কেবল মোক্ষের নিমিত্তই কল্পিত হয়॥ ঐ ৫০-৫১।

পাণিপাদাদিমাত্রোঽয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকারস্তৃতীয়োঽহংসৌ লৌকিকস্তুচ্ছএব সঃ॥

“আমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট জীবমাত্র”,এইরূপ যে লৌকিক অহম্ভাব, তাহাই তৃতীয় অহঙ্কার শব্দে উক্ত হয়; ইহা অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ হেয় বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৫২।

বর্জ্যএষ দুরাত্মাসৌ স্কন্ধঃসংসারসন্ততেঃ।
অনেনাভিহতো জন্তুরবোধঃ পরিধাবতিঃ॥

এই দুরাত্মাই সংসার-সন্ততির স্কন্ধস্বরূপ। জীবগণ এই দুরহঙ্কৃতি দ্বারা অভিহত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত ও বিবিধ সঙ্কটে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব ইহা যত্নসহকারে বর্জ্জনীয়॥ যো-বা-রা ৪।৩৩। ৫৩।

অনয়া দুরহংকৃত্যা ভাবাৎ সংত্যক্তয়া চিরং।
শিষ্টাহংকারবান্ জন্তুর্ভাগ্যবান্ যাতি মুক্ততাং॥

যে ভাগ্যবান্ জীব এই লৌকিক অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিষ্ট অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের ভাবনা দ্বারা তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন॥ ঐ ৫৪।

প্রথমৌ দ্বাবহংকারাবঙ্গীকৃত্য ত্বলৌকিকৌ।
তৃতীয়াহংকৃতিস্ত্যাজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী॥

তিনি “আমি দেহী নহি” এইরূপ নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ লৌকিক দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করেন; পরে প্রথমোক্ত শিষ্ট অহঙ্কারদ্বয়কে অন্তরে আবদ্ধ করত বিচরণ করেন॥ ঐ ৫৫।

এষা তাবৎ পরিত্যাজ্যা ত্যজৈনাং দুঃখদায়িনীং
যথা যথা পুমাংস্তৃষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা॥

এই দুঃখদায়িনী লৌকিক অহঙ্কৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যে পুরুষ যে ভাবে অবস্থান করেন, তিনি তাহাতেই পরম পদ লাভ করিতে পারেন॥ ঐ ৫৭।

অহংকৃতিদৃশাবেতে পূর্ব্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি।
তিষ্ঠত্যভ্যেতি পরমং তৎপরং পুরুষোঽনঘ॥

ভিন্ন একাত্ম জ্ঞানের উদয় হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, ইহা শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে”। প-দ।

হে অনঘ! যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শুভা অহঙ্কৃতিদ্বয়মাত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভাবনা পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনিই সেই পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন॥

যো-বা-রা ৪।৩৩।৫৮।

অথ তে অপি সংত্যজ্য সর্ব্বাহংকৃতিবর্জ্জিতঃ।
স তিষ্ঠতে স্থথাপ্যুচ্চৈঃ পদমেবাধিরোহতি॥

তদনন্তর তিনি ক্রমে সর্ব্বপ্রকার-অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া উচ্চ-তর পদে অধিরোহণপূর্ব্বক শান্তধী হইয়া অবস্থান করেন॥ ঐ ৫৯।

শরীরাস্থাময়াপুণ্যাদুরহংকারবর্জ্জনাৎ।
অত্যন্ত পরমংশ্রেয় এতদেব পরংপদং॥

ফলতঃ শরীরের প্রতি আস্থাই অপুণ্যময় দুরহঙ্কার; ইহাকে বর্জ্জন করাই অত্যন্ত শ্রেয়ঃ ও পরমপদ লাভের উপায়॥ ঐ ৬০।

অয়মেবাহমিত্যাস্যা নিশায়া উদিতে ক্ষয়ে।
স্বয়ং সর্ব্বগতঃস্ফারঃ স্বালোকঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥

"এই শরীরই আমি," এবম্প্রকার অহম্ভাবরূপ সমুদিত নিশা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই সর্ব্বগত আত্মদর্শনরূপ আলোক স্বয়ংই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৫।১৩।১১।

অয়মেবাহমিত্যস্মিন্ সঙ্কোচে বিলয়ং গতে।
সমস্তভুবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে॥

"এই শরীরই আমি" এইরূপ সঙ্কোচ বিলয় প্রাপ্ত হইলে, অনন্ত ভুবনব্যাপী আত্মা স্বয়ংই বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৫।১৩।১২।

অথং নাহমিতি জ্ঞাতে স্ফুটে সোদেতি ভাবনা।
মিথ্যাহঙ্কারতা তস্মাদ্‌যয়া নূনং বিরজ্যতে॥

অহঙ্কারতা মিথ্যা,—"আমি এই কার্য্য-কারণ-সম্পন্ন দেহ নহি" এই-রূপ জ্ঞান স্ফুটরূপে সমুদিত হইলে অন্তরে ঈদৃশী ব্রহ্মভাবনা সমুদিত হয়, যদ্দ্বারা পুরুষ অত্যল্পকাল-মধ্যেই সেই অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া বিরাজমান হইতে পারেন॥

যো-বা-রা ৬।১১।৪৯।

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানে সত্যে সোদেতি ভাবনা।
তস্মিন্ সত্যে নিজে রূপে যথান্তঃ পরিলীয়তে॥

"আমি ব্রহ্ম," এইরূপ সত্যজ্ঞান সমুদিত হইলে অন্তরে ঈদৃশী ভাবনা সমুদিত হয়, যদ্দ্বারা পুরুষ অবিলম্বে সেই সত্যস্বরূপ নিজরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ঐ ৫০।

সত্যং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং ব্রহ্মেদমিতি বেদ্‌ম্যহং।
ন মে দুঃখং ন কর্ম্মাণি ন মে মোহো ন বাঞ্ছিতং॥

সেই অখণ্ডব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত থাকাপ্রযুক্ত তুমি আমি ইত্যাদি জ্ঞানের নাশ হইলে, আমি সমুদায় বস্তুকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইতে পারি। তখন আমার দুঃখ,

কর্ম্ম, মোহ বা বাঞ্ছা কিছুই থাকে না ॥ যো-বা-রা ৬।১১।৫১।

সমঃস্বস্থো বিশোকোস্মি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতাং।
কলাকলঙ্কমুক্তোস্মি সর্ব্বমস্মি নিরাময়ঃ ॥

তখন আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, শোকশূন্য, সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক হইতে বিমুক্ত ও নিরাময় ব্রহ্ম হইতে পারি, ইহাই সত্য ॥ ঐ ৫২।

ন ত্যজামি ন বাঞ্ছামি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
অহংরক্তমহং মাংসমহমস্থীনাহংবপুঃ ॥
চিদহং চেতনং চাহংব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
দ্যৌরহং খমহং সার্কমহমাশাভুবোপ্যহং ॥

তখন আমি কিছুই পরিত্যাগ বা কিছুই গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না, ইহাই সত্য। তখন আমিই রক্ত, আমিই মাংস, আমিই অস্থি, আমিই শরীর, আমিই চিৎ, আমিই চেতন,আমিই স্বর্গ, আমিই আকাশ, আমিই সূর্য্য, আমিই দিক্ এবং আমিই পৃথিবী, ইহাই সত্য ॥

ঐ ৫৩-৫৩।

অহং ঘটপটাকারো ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
অহং তৃণমহংচোর্ব্বী গুল্মোহং কাননাদ্যহং ॥
শৈলসাগরসার্থোহং ব্রহ্মৈকত্বংকিল স্থিতং।
আদানদানসঙ্কোচপূর্ব্বিকাভূতশক্তয়ঃ ॥

তখন আমিই ঘটপটাকার ব্রহ্ম, আমিই তৃণ, আমিই পৃথিবী, আমিই গুল্ম, আমিই কানন, আমিই শৈল ও সাগর, আমিই প্রাণিসংঘাত, আমিই একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত এবং বিস্তৃত ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই সত্য। আমাতেই আদান-দান-সঙ্কোচ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভূত-শক্তি বিরাজমান থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।১১:৫৫-৫৬।

সর্ব্বমেব চিদাত্মাস্মি ব্রহ্মণাততরূপধৃক্।
লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনামহং সংভবনৈষিণাঃ ॥
চিদাত্মান্তর্গতংশান্তং পরংব্রহ্মরসাত্মকং।
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃসর্ব্বং যৎসর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যং।
যোমতঃ সর্ব্বএকাত্মা পরংব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ॥

আমিই চিদাত্মা ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিস্তৃত রূপ ধারণ করিয়া থাকি এবং আমিই চিদাত্মার অন্তর্গত ব্রহ্মরসাত্মা হইয়া জনিষ্ণু লতাগুল্মাদির অঙ্কুরাদি উৎপাদন করি। যাহাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করে, যাহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, যাহাই এই সমুদায় বস্তুরূপে প্রকাশ পায় এবং এই সমুদায় বস্তু হইতে যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, আমিই সেই একাত্মা ব্রহ্ম, ইহাই সত্য নিশ্চয় ॥

ঐ ৫৭-৫৮।

শব্দাদীনামশেষাণাং কারণানাং জগৎ স্থিতেঃ।
তত্ত্বাবকাশকং স্বচ্ছং চিদ্ব্রহ্মাস্মি ন মে ক্ষয়ঃ ॥

আমি শব্দ প্রভৃতির এবং তাহাদিগের কারণ আকাশাদির ও তৎকৃত জগৎস্থিতির তত্ত্ব প্রকাশক ;

আমি নির্ম্মল চিদ্ব্রহ্মময়, অতএব আমার বিনাশ নাই ॥

যো-বা-রা ৬।১১।৮১।

যাবত্তু মার্কমেতাবদ্দৃষ্টিসূত্রং যদাততং।
তন্মধ্যসদৃশং শান্তং নির্ম্মলং চিদহং ততং ॥

সূর্য্যদর্শনকারী পুরুষের ভূমি হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যে দৃষ্টি-সূত্র বিস্তৃত থাকে, সেই সূর্য্যমণ্ডল ও নেত্র এই উভয়সংলগ্ন সূত্রের মধ্যভাগের ন্যায় আমি বিষয় প্রকাশে সমর্থ থাকিয়াও তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ; অতএব আমি শান্ত, বিস্তৃত ও নির্ম্মল চিদ্ব্রহ্ম ॥ ঐ ৭৪।

জাগ্রত্যপি স্বপ্নেপি তৎস্বপ্নেপি তথোদিতং।
তুর্য্যারূপমনাদ্যন্তং চিদ্ব্রহ্মাহমনাময়ং ॥

কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, আমি সর্ব্বাবস্থাতেই তুর্য্যরূপে অবস্থান করি, অতএব আমি আদ্যন্ত-রহিত অনাময় চিদ্ব্রহ্ম ॥ ঐ ৭৫।

সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃসর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বংসনাতনে ॥

সেই অনন্ত দেবের সর্ব্বব্যাপীত্ব হেতু তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় অবস্থিত এবং আমিই নিত্য ॥

বি-পু ১।১৯।৮৫।

অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃপুমান্ ॥

পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়, আমি অক্ষয় ও অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। অতএব আমিই পরম পুরুষ ॥ বি-পু ১।১৯।৮৬।

সর্ব্বসংকল্পফলদং সর্ব্বতেজঃ প্রকাশকং।
সর্ব্বোপাদেয়সীমান্তং চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥

অহো ! যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের ফলদাতা,যিনি সমুদায় তেজঃ-পদার্থের প্রকাশক এবং যিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি ॥ যো-বা-রা ৬।১১।৮৫।

সর্ব্বাবয়ববিশ্রান্তং সমস্তাবয়বাতিগং।
ঘটে পটে তটে কূপে স্পন্দমানং সদা তনৌ।
জাগ্রত্যপি সুষুপ্তস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥

যিনি সর্ব্বশরীরে বিশ্রান্ত থাকিয়াও সমুদায় শরীরের অতীত, যিনি ঘটে, পটে, তটে, কূপে ও জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরে স্পন্দনশীল হইয়া বিরাজমান থাকেন এবং যিনি জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি ॥ ঐ ৮৬।

আলোকং বহিরন্তস্থং স্থিতঞ্চ স্বাত্মবস্তুনি।
অদূরমপি দূরস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥

যে চিৎপ্রদীপ অন্তর্বাহ্যে প্রস্ফুরিত হইতেছেন, যিনি অভিমত বস্তুতে অবস্থিতি করেন এবং যিনি (জ্ঞানীর নিকট) অদূরস্থ ও (অজ্ঞানীর নিকট) দূরস্থের ন্যায় প্রতীয়মান হন, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি॥ যো-বা-রা ৬।১১।৮৭।

অক্ষীরার্ণবসম্ভূতমশশাঙ্কমুপস্থিতং।
অহার্য্যমমৃতং সত্যং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥

যিনি ক্ষীরার্ণব-সম্ভূত বা শশাঙ্ক-সম্বন্ধী না হইয়াও অমৃতস্বরূপ, যে অমৃত গরুড়াদি দ্বারা অপহৃত হইবার নহে, আমি সেই সত্য চিদাত্মার উপাসনা করি॥ ঐ ৮৯।

শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধৈরাভাসমাগতং।
তৈরেবরহিতং শান্তংচিদাত্মানমুপাগতঃ॥

অহো! যিনি শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধদ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও শব্দস্পর্শাদি রহিত, আমি সেই শান্ত চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম॥ ঐ ৯০।

আকাশকোশবিশদং সর্ব্বলোকস্য রঞ্জনং।
মহামহিম্না সহিতংরহিতং সর্ব্বভূতিভিঃ।
কর্তৃত্বে বাপ্যকর্ত্তারং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥

যিনি বিশদ আকাশ-কোশের ন্যায় নির্ম্মল, যিনি সর্ব্বলোক-রঞ্জক, যিনি মহামহিম হইয়াও সর্ব্বভূতি বিরহিত এবং যিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম॥ যো-বা-রা ৬।১১।৯১।

অখিলমিদমহং মমৈব সর্ব্বং
তদহমপি নান্যদেতরচ্চ নাহং।
ইতি বিদিতবতোজগৎকৃতং মে
স্থিরমথবাস্তু গতজ্বরোভবামি॥

(আত্মার অধ্যারোপ দৃষ্টিতে) আমিই এই অখিল বিশ্ব, (সংসর্গের অধ্যারোপ দৃষ্টিতে) সমুদয় দৃশ্যপদার্থই আমার এবং (অপবাদ দৃষ্টিতে আরোপের নিমিত্তীভূত) অহঙ্কার বা অন্যতর কোন বস্তুই আমি নহি। আমি (এই অধ্যারোপ ও অপবাদ দৃষ্টিদ্বারা) তত্ত্ব অবগত হইয়াছি; এক্ষণে এই জগৎ আমার সম্বন্ধে কৃত্রিম মায়াময়ই হউক বা অকৃত্রিম আত্মস্বরূপই হউক, আমি বিগত-জ্বর হইয়াছি॥ ঐ ৯২।

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে।
তুরীয়ং পরমাপূজা সাক্ষাৎকার স্বরূপিণী॥

(এইরূপ) জ্ঞানযোগ, অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরে একাগ্রতাই শ্রেষ্ঠ পূজা; এই জ্ঞানদ্বারাই জীবের কৈবল্য লাভ হয় এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়াতিরিক্ত যে তুরীয়াবস্থা, তাহাই শ্রেষ্ঠ পূজা

এবং তাহাই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার স্বরূপ ॥ বো-সা।

অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবতাকৃতপ্রজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥

(উক্তপ্রকার জ্ঞানসাধনে যত্নবান্ না হইয়া) যদি তোমরা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ গহ্বরে বিলুণ্ঠিত হও, তথাপি তোমরা অজ্ঞানাবস্থায় থাকিবে, কোন ক্রমেই নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে না ॥ অ-বো।

যাবদজ্ঞানভাবঃস্যাত্তাবদদ্বৈতাস্তি ভাবনা।
ভেদভাবাদ্ভয়োভাতি সর্ব্বস্মিন্নেকতানয়ঃ ॥

যত কাল তোমরা অজ্ঞানভাবে বদ্ধ থাকিবে, তত কালই তোমাদিগের দ্বৈত ভাবনা বিদ্যমান থাকিবে। ভেদজ্ঞানই যাবতীয় ভয়ের কারণ, আর সর্ব্বত্র একতা (অভেদ) জ্ঞানই অভয়ের কারণ ॥ ঐ।

জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ।
জ্ঞাত্বৈবং'সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ ॥

এই একতা, জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য এতল্লিতয়ের ফল, ইহাতে সংশয় নাই। আত্মানাত্মবিচারদ্বারা একতাজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন সাধক আত্মময় ও প্রেমময় নিজ স্বরূপকে লাভ করে। ফলতঃ বিচার ভিন্ন অন্য সাধন নাই ॥ ঐ।

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতোদেহাতিরিক্ততাং।
আত্মনোভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশং ॥

(উক্তরূপে) ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা বিপরীত ভাবনার নাশ হয়, এহেতু বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদা দেহাতিরিক্ত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করিবেন এবং জগতের মিথ্যাত্বও অনুশীলন করিবেন ॥ প-দ ৭।১১১।

ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা।
জেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্টিতেঃক্রমঃ ॥

শরীরের প্রত্যক্ষ পীড়াকারক ক্ষুধার ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিপরীত ভাবনাকে যে কোন উপায় দ্বারা নিবারণ করিবেন ; সেই উপায় অনুষ্ঠানে কোন নিয়ম নাই (১) ॥ ঐ ১১৬।

অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ ॥

অস্নাতই হউক বা স্নাতই হউক, ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, সর্ব্বদা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাত্মার উপাসনা করিবে ॥ ম-নি-ত ৩।৭৮।

---

(১) জপাদি বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক নিয়ম বিহিত আছে, তদনুসারে জপ না করিলে শুভ ফল লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনর্থই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যেরূপ ক্ষুধাতুর ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহারের বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, সেই প্রকার আত্মতত্ত্বানুশীলনের পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই।

নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মা নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥

পরব্রহ্মের উপাসনায় পরিশ্রম নাই, উপবাস নাই, কায়ক্লেশ নাই, আচার ও নিয়মাদি নাই এবং ভূরি ভূরি উপচারেরও আবশ্যকতা নাই ॥

ম-নি-ত ২।৫৩।

ন দিক্‌কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাস সংহতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥

এতৎ সাধনে দিক্‌কালের বিচার নাই, মুদ্রা কিংবা ন্যাসের আবশ্যকতা নাই। অতএব,হে কুলেশানি! কোন্ ব্যক্তি সেই পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্যকে আশ্রয় করিবে ॥

ঐ ৫৪।

সংবেদনাত্মকতয়া গতয়া সর্ব্বগোচরং।
ন তস্যাহ্বানমন্ত্রাদি কিঞ্চিদেবোপযুজ্যতে ॥

তিনি স্বয়ং সংবেদনাত্মক হেতু সর্ব্বদা সকলের গোচর, অতএব তাঁহার (আবির্ভাব ও পূজাদির জন্য) আহ্বান ও কোনপ্রকার মন্ত্রাদি উচ্চারণের প্রয়োজন নাই ॥

যো-বা-রা ৬।৩৫।২৩।

স্বসংবিদাত্মা দেবোঽয়ং নোপহারেণ পূজ্যতে।
ন দীপেন ন ধূপেন ন পুষ্পবিভবার্পণৈঃ।
ন চ কুঙ্কুমকর্পূরভোগৈশ্চিত্রৈর্ন চেতরৈঃ ॥
নিত্যমক্লেশলভ্যেন শীতলেনাবিনাশিনা।
একেনৈবামৃতেনৈষ বোধেন স্বেন পূজ্যতে ॥

স্বীয় সম্বিদাত্মা দেব কোন উপহার দ্বারা পূজিত হন না; তিনি ধূপ, দীপ, সুগন্ধপুষ্প, অন্নাদি দান, চন্দনাদি বিলেপন, কুঙ্কুম, কর্পূরাদি ভোগ্য পদার্থ, অথবা অন্য কোন বিচিত্র বস্তু দ্বারা পূজিত হন না। তিনি কেবল নিত্য অনায়াসলভ্য, স্নিগ্ধ, অমৃতস্বরূপ স্বকীয় বোধ দ্বারাই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন(১) ॥

যো-বা-রা ৬।৩৮।১৭-১৮।

---

(১) এই আত্মপূজা-পদ্ধতি বিষয়ে যোগীবর শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ (ব্রহ্ম) পদার্থের আবাহন কোথায়? সর্ব্বাধারের আসন কোথায়? পরম পবিত্র বস্তুর পাদ্য ও অর্ঘ্য কিরূপ? বিশুদ্ধ পদার্থের আচমন কিরূপ? সুনির্ম্মল বস্তুর স্নান কিরূপ? বিশ্বোদরের বস্ত্র কিরূপ? নিরালম্বের যজ্ঞোপবীত কিরূপ? পরম রমণীয় বস্তুর আভরণ কিরূপ? নির্লেপ পদার্থের চন্দন কোথায়? নির্ব্বাস পদার্থের পুষ্প কোথায়? নির্গন্ধের ধূপ কোথায়? স্বপ্রকাশময়ের দীপ কোথায়? নিত্য পরিতৃপ্তের নৈবেদ্য কোথায়? নিষ্কামের ফল কোথায়? সর্ব্বগত বিভুর তাম্বূল কোথায়? নিত্যানন্দময়ের দক্ষিণা কোথায়? স্বয়ং প্রকাশমানের আরতি কোথায়? অন্তরহিতের প্রদক্ষিণ কি প্রকার? অদ্বিতীয়ের প্রণাম কি প্রকার? এবং বাহ্যাভ্যন্তর পরিপূর্ণ পদার্থের মুদ্রাবিধি কি প্রকারে হইবে? ইহাই পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুর সাত্ত্বিকী পরমাপূজা। দেহই দেবালয় স্বরূপ এবং দেহী সদাশিবরূপ দেবতা হন। অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য (পুষ্পাদি) পরিত্যাগ করিয়া "সোঽহং" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি, এই ভাবে পূজা করিবে। যথা,—"পূর্ণস্যাবাহনংকুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং।

স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃস্নানং বস্ত্রংবিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রমাস্যাভরণংকুতঃ ॥
নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃপুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্যকুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥

এতদেব পরংধ্যানং পূজৈষৈব পরা স্মৃতা ॥
যদনারতমন্তস্থশুদ্ধচিন্মাত্রবেদনং।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্
স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্বিসৃজন্ গৃহ্নন্ শুদ্ধসংচিন্ময়ো ভবেৎ।
ধ্যানামৃতেণ সংপূজ্য স্বয়মাত্মানমীশ্বরং ॥

সতত অন্তরস্থিত শুদ্ধ চিন্মাত্র-বেদনই (আত্মানুভবই) পরম ধ্যান ও পরম পূজা। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, শয়ন, শ্বসন, আলাপন, বিসর্জ্জন ও গ্রহণ সময়ে শুদ্ধ সম্বিদময় (চৈতন্যময়) হইতে হইবে। শুদ্ধ ধ্যানরূপ অমৃতবর্ষণ দ্বারাই আত্মরূপী ঈশ্বরের অর্চ্চনা হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৯-২১।

ধ্যানমর্ঘঞ্চ পাদ্যঞ্চ শুদ্ধসংবেদনাত্মকং।
ধ্যানসংবেদনং পুষ্পং সর্ব্বংধ্যানপরং বিদুঃ ॥

শুদ্ধ সংবেদনাত্মক (অনুভবাত্মক) ধ্যানই অর্ঘ্য এবং ধ্যানই পাদ্য স্বরূপ; ধ্যানের সহিত চৈতন্য সম্মিলিত হইলে উহা পুষ্পসদৃশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ধ্যানকেই সকলের প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥
যো-বা-রা ৬।৩৮।২৩।

বিনা তেনেতরেণায়মাত্মা লভ্যতে এব নো।
ধ্যানাৎপ্রসাদমায়াতি সর্ব্বভোগসুখশ্রিয়ঃ ॥

ধ্যান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরমাত্মা আমাদের লভ্য নহেন; ধ্যান দ্বারা মনুষ্যাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকলের ভোগ-সুখ-শ্রী লাভ হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৪।

দিবসং পূজয়িত্বৈবং পরে ধাম্নি বসেন্নরঃ।
এবোংসৌ পরমোযোগ এব সা পরমা ক্রিয়া ॥

এই প্রকার ধ্যান দ্বারা মনুষ্য অন্ততঃ এক দিবসও পূজা করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহাই পরম যোগ এবং ইহাই পরম ক্রিয়া ॥ ঐ ২৮।

গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি চ।
সর্ব্বাচারগতা পূজা নিত্যং ধ্যানাত্মিকা স্থিরং ॥

গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন প্রভৃতি সকল সময়ে আত্মার ধ্যানাত্মিকা পূজাই সর্ব্বাচার সম্মত ॥
যো-বা-রা ৬।৩৯।২।

স্বাত্মনি স্বপ্রকাশাগ্নৌ চিত্তমেকাহুতিং ক্ষিপেৎ।
অগ্নিহোত্রী স বিজ্ঞেয় শ্চেতরো নামধারকঃ ॥

স্বীয় আত্মারূপ স্বপ্রকাশ অগ্নিতে চিত্তরূপ আহুতি প্রদান করিবে; ইহাই প্রকৃত আহুতি; যিনি নিত্য

নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যংনিষ্কামস্য ফলংকুতঃ।
তাম্বূলঞ্চবিভোঃকুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা।
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতোনীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ ॥
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণশ্চ কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরাপূজাবিষ্ণোঃ স্বস্বস্বরূপিণী ॥
দেহো দেবালয়ঃপ্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ" ॥
আত্মপূজা।

এইরূপ হোম করেন, তিনিই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, অন্যে কেবল নামধারী মাত্র (১)॥ স-আ ১২।

আধিব্যাধিপরীতেন মোহসংরম্ভশালিনা।
সর্ব্বোপদ্রবদুঃখেন প্রাপ্তেনাত্মানমর্চ্চয়েৎ॥

আধিব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত এবং মোহসম্ভূত নানাপ্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হইলেও আত্মার উপাসনা করিবে॥ যো-বা-রা ৬৷৩৯৷২৮।

ভোগানামনিষিদ্ধানাং নিষিদ্ধানাঞ্চ সর্ব্বদা।
ত্যাগেন বা রাগেণ স্বাত্মানং শুদ্ধমর্চ্চয়েৎ॥

অনিষিদ্ধ ভোগে অনুরাগ প্রদর্শন ও নিষিদ্ধ ভোগ পরিহারপূর্ব্বক স্বকীয় নির্ম্মল আত্মাকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য॥ ঐ ৩৬।

নষ্টংনষ্টমুপেক্ষেত প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহরেৎ।
নির্ব্বিকারতয়ৈতদ্ধি পরমার্চ্চনমাত্মনঃ॥

নষ্ট সামগ্রীর প্রতি শোক, ও প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দপ্রকাশ না করিয়া নির্ব্বিকারভাবে পরমাত্মার অর্চ্চনা করিবে॥ ঐ ৩৫।

সর্ব্বদৈব সমগ্রাসু চেষ্টানিষ্টাসু দৃষ্টিষু।
পরমং সাম্যমাধায় নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতংচরেৎ॥

সর্ব্বদা ইষ্টানিষ্ট বিষয় সকলে পরম সমতা অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য আত্মার্চ্চনা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ যো-বা-রা ৬৷৩৯৷৩৬।

সর্ব্বংবিন্দেত সুশুভং সর্ব্বং বিদ্যাচ্চ্ছুভাশুভং।
সর্ব্বমাত্মময়ং কুর্য্যান্নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতং চরেৎ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা যাবতীয় পদার্থকে শুভ ও মায়াদৃষ্টিদ্বারা নিখিল পদার্থকে শুভাশুভ দর্শন করতঃ সর্ব্বত্র আত্মময় অবলোকনপূর্ব্বক নিত্য আত্মার্চ্চনা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ ঐ ৩৭।

যাবচ্চিন্ত্যাস্বরূপত্বাভিমানঃস্বস্য জায়তে।
তাবদ্বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ॥

যাবৎ চিন্ত্য বস্তু পরব্রহ্মের সহিত আপনার অভিন্ন জ্ঞানের উদয় না হয়,তাবৎকাল চিন্তা করা আবশ্যক, অভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইলে পরে চিন্তার আর আবশ্যকতা থাকে না, তখন অমৃত লাভ হয়॥ প-দ ৯৷৭৮।

এবং দেবার্চ্চনং নিত্যংজ্ঞঃ কুর্ব্বন্ মুনিনায়ক।
যত্রাস্মদ.দয়ো ভৃত্যাস্তৎ প্রযান্তি পরংপদং॥

হে মুনিনায়ক! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিত্য এইরূপ দেবার্চ্চন করিয়া, আমরা (শিবাদি) যথায় ভৃত্যের ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছি, সেই পরমব্রহ্মপদে অধিগমন করেন॥

যো-বা-রা ৬৷৪১৷২২।

(১) যজ্ঞকর্ম্মে যে হোম করা হয়, তাহা প্রকৃত হোম নহে, কেবল ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে প্রাণরূপ ঘৃতের হোম করা হয়, তাহাকেই যথার্থ হোমকার্য্য বলা যায়।
যথা,—ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তেপ্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে॥
জ্ঞা স-ত ৫৫।

উপাসনং নাতিপক্কমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বংবিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥

যে ব্যক্তির ইহ জন্মে উপাসনা পরিপক্ক না হয়, তাহার মরণোত্তর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে ॥

প-দ ৯।১৩৬।

যংযং চাপি স্মরন ভাবংত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তন্তমেবৈতি যচ্চিন্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্তকালে যে ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ শ্রুতিতে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥

প-দ ৯।১৩৭।

ইহ বা মরণে বাস্য ব্রহ্মলোকেঽথ বা ভবেৎ।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগুপাসীনস্য নির্গুণং ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের সম্যক্‌ উপাসক ব্যক্তির ইহ লোকেই হউক বা পর-লোকেই হউক, অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহার সে উপাসনার ফল কখন অন্যথা হইবার নহে ॥ ঐ ১৫০।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নির্ব্বাসন।

জ্ঞানপ্রভাবে চিত্তের নির্ব্বাসন-ভাবই উৎকৃষ্ট মুক্তির লক্ষণ।

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা।
কর্ত্তা ভোক্তাপ্যহমিতিদৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যাগদৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতঃ সাপনেয়া প্রযত্নাৎ
মুক্তিংপ্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবংযৎ ॥

প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু পরিজ্ঞাত হইলেও যে ব্যক্তি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি প্রকার অনাদি বলবতী বাসনাতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়, সে এই সংসারের হেতু হয়, অর্থাৎ তাহার বাসনা জন্য সংসারবন্ধন কখনই মোচন হয় না। কিন্তু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মদর্শন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে উক্ত বাসনাকে অপনয়ন করিতে সমর্থ হন। এই কারণে মুনিগণ কহিয়াছেন যে, বাসনার পরিক্ষয়ই মুক্তি, অর্থাৎ বাসনাক্ষয়ে চিত্তের যে শান্তি তাহাই মুক্তি ॥

বি-চু ২৬৯।

বাসনাবন্ধবদ্ধোঽয়ং লোকোহি পরিবর্ত্ততে।
সা প্রবৃদ্ধাতিদুঃখায় সুখায় চ্ছেদমাগতা॥

লোকে বাসনাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারে অবস্থিতি করে; তাহার সেই বাসনা দুঃখের নিমিত্তই প্রবৃদ্ধ ও সুখের নিমিত্তই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়॥ যো-বা-রা ৪।২৭।২২।

ধীরোঽপ্যভিবহুজ্ঞোঽপি প্রবুদ্ধোঽপি মহানপি।
তৃষ্ণয়া বদ্ধতে জন্তুর্দন্তী শৃঙ্খলয়া যথা॥

হস্তী যেরূপ শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি তত্ত্বজ্ঞানী, কি মহাকুল-জাত, সকল লোকই তৃষ্ণাদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে॥ ঐ ২৩।

সবাসনং মনো জ্ঞেয়ং জ্ঞানং নির্ব্বাসনং মনঃ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মভ্যেত্য পুনর্জ্জীবো ন জায়তে॥

অন্তরে বাসনা বিকাশ থাকিলে তাহাকে মন বলা যায়; যখন মন বাসনাশূন্য হয়, তখন উহাকে জ্ঞান বলিয়া থাকে; যদি জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে জীবকে পুনরায় আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না॥

যো-বা-রা ৬।৮৭।২৫।

বর্দ্ধতে মূলসেকেন মূলশোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎক্রিয়তে বহ্নিজ্বালয়েতি তরুস্থিতিঃ॥
বর্দ্ধতে মনসঃ সেকৈর্মনঃ শোষেণ শুষ্যতি।
ভস্মসাৎক্রিয়তে বোধজ্বালয়েতি ভবস্থিতিঃ॥

বৃক্ষ যেমন মূলসেকে বর্দ্ধিত, মূল-শোষে শুষ্ক এবং অগ্নিশিখায় ভস্ম-সাৎ হয়, এই সংসারও সেইরূপ মনের সরসতায় বর্দ্ধিত, মনের শোষে শুষ্ক এবং জ্ঞানাগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হয়; সংসারের অবস্থা এইপ্রকার জানিবে॥

বো-সা।

সহস্রাঙ্কুরশাখাত্বক্ ফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনো মূলমিদং স্থিতং॥

সংসাররূপ বৃক্ষের সহস্র সহস্র অঙ্কুর, শাখা, ত্বক, ফল ও পল্লব আছে, কিন্তু মনই ঐ বৃক্ষের মূল॥

মুক্তি-উ ২।৩৫।

সঙ্কল্প এব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়াশু যথা শোষমেতি সংসারপাদপঃ॥

বাসনাই উক্ত সংসার বৃক্ষের আদি কারণ, অতএব বাসনাকে নিবৃত্তি করিয়া সংসার পাদপকে শোষণ কর॥ ঐ ৩৬।

দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপরবিচারণং।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

সর্ব্বদা বিষয়ভোগের দৃঢ় ভাবনা-দ্বারা পূর্ব্বাপর হিতাহিত বিবেচনা-শক্তিরহিত হইলে, সংসার সুখের অভিলাষ বৃদ্ধি হইয়া নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত মনের যে ইচ্ছা তাহাকেই বাসনা বলে॥ ঐ ৫৫।

স্বয়ং কল্পিত সংকল্পমাত্মরূপং যদাবিলং।
তদেব বাসনাকারং জীবং বিদ্ধি মহামতে॥

হে মহামতে! আত্মার স্বকীয় সঙ্কল্প কল্পিত মায়াদ্বারা সমুদিত যে রূপ, তাহাই বাসনাময় জীব বলিয়া জানিবে॥

যো-বা-রা ৬।৫৫।৩৬।

অনায়ত্তমসংকল্প্যাত্মরূপং যদব্যয়ং।
প্রবোধাদ্বাসনামুক্তং তন্মোক্ষং বিদ্ধি ভারত॥

হে ভারত! আত্মার অনায়াত্ত ও অসঙ্কল্পময় প্রবোধ বশতঃ বাসনা-মুক্ত যে অব্যয়রূপ, তাহাই মোক্ষ বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৩৭।

জীবন্নেবং মহাবাহো তত্ত্বংপ্রেক্ষ্য যথাস্থিতং।
বাসনাবাগুরোন্মুক্তো মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥

হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত ও যথাস্থিত ভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বদর্শন করিতে পারেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলা যায়॥ ঐ ৩৮।

যো ন নির্ব্বাসনো নূনং সর্ব্বধর্ম্মপরোঽপি সঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যভিতোবদ্ধঃ পঞ্জরস্থো যথা খগঃ॥

আর, যিনি বাসনা হইতে বিযুক্ত হইতে না পারেন, তিনি সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় বদ্ধ॥ ঐ ৩৯।

তাদৃগ্‌রূপো হি পুরুষো বাসনাবিবশীকৃতঃ।
সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি॥

বাসনার বশীভূত (রজস্তমগুণাবলম্বী) পুরুষ যখন তর্কদ্বারা সদসদ্বস্তুর বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে বিমগ্ধ হইয়া পড়ে, কদাপি সেই পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান সাধনে সমর্থ হয় না (১)॥ মুক্তি-উ ২।৫৭।

বাসনাবেগবৈচিত্র্যাৎ স্বরূপং ন জহাতি তৎ।
ভ্রান্তঃ পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব॥

বাসনার এমনই বিচিত্র মাহাত্ম্য যে, সে কদাচ নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। যে দুর্ব্বুদ্ধি বাসনার বশীভূত হয়, সে মদিরোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় সদসদ্বিবেচনায় নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়ে॥ ঐ ৫৮।

আশাবৈরাগ্যবিবশে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি॥

যেরূপ মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আশাদ্বারা বিবশচিত্ত ও সন্তোষবর্জ্জিত ব্যক্তির চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় না॥ যো-বা-রা ২।১৫।৯।

(১) অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তিন প্রকারে বিভক্ত, শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও মূঢ়বৃত্তি। এই বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে শান্তবৃত্তিকে সাত্ত্বিক, ঘোরবৃত্তিকে রাজসিক ও মূঢ়বৃত্তিকে তামসিক বৃত্তি বলা যায়। বৈরাগ্য, ক্ষমা এবং ঔদার্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি; বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ ও লোভ ইত্যাদি বৃত্তিকে ঘোরবৃত্তি এবং মোহ, ভয়, আলস্য ও নিদ্রা প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ়বৃত্তি বলা যায়।

ইদংমে স্বাদিদং মে স্বাদিতি বুদ্ধের্মহামতে।
শ্বেন দৌর্ভাগ্যাদৈন্যেন ন সত্যমুপতিষ্ঠতি॥

হে মহামতে! এই (ধনাদি) আমার এবং এই (স্ত্রী পুত্রাদি) আমার, এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা স্বকীয় দুর্ভাগ্য হেতু দীন ব্যক্তির অন্তঃকরণে সত্য (ব্রহ্ম) পদার্থ স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না॥

যো-বা-রা ৪।৩২।৩৫।

সর্ব্বাতীতং যদত্যচ্ছং শান্তংশুদ্ধং স্ববাসনা।
ন শক্নোতি পদংদ্রষ্টুং জনদৃষ্টিরণূনিব॥

যদ্রূপ লোকের দৃষ্টি অণুপরিমিত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ স্বকীয় বাসনা, সর্ব্বাতীত, চিৎ-স্বভাব-নিবন্ধন নির্ম্মল, সঙ্গরহিতত্বপ্রযুক্ত শুদ্ধ ও

আর সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিন প্রকার ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। উপরোক্ত শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ত্রিবিধ বৃত্তিতেই পরব্রহ্মের কেবল চৈতন্য স্বভাবমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আর, কেবল শান্তবৃত্তিতে চৈতন্য ও সুখ উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয়। যখন অপরিষ্কৃত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যেমন সেই চন্দ্রকে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং পুনরায় যখন সেই চন্দ্রপ্রতিবিম্ব নির্ম্মল জলে পতিত হয়, তখন যেমন তাহাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ আত্মাও সমল বৃত্তিতে অস্পষ্টরূপে ও নির্ম্মল বৃত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। অতএব ঘোর ও মূঢ় এই দুইটী মলিন বৃত্তিতে আত্মার সুখাংশ প্রতিবিম্বিত হয় না এবং ঐ বৃত্তিদ্বয়ে কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতা থাকা প্রযুক্ত তাহাতে আত্মার চৈতন্যমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যেমন নির্ম্মল জলেতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকাল সেই অগ্নির উষ্ণতা মাত্র থাকে, কিন্তু তাহার প্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে কেবল আত্মার চৈতন্য মাত্র উদ্ভূত হয়, কদাচ তাহাতে আত্মার সুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। আর, যেমন শুষ্ক কাষ্ঠেতে অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই থাকে, তদ্রূপ শান্ত বৃত্তিতে আত্মার সুখ ও চৈতন্য উভয়ই প্রকাশিত হয়। ফলতঃ কেবল শান্তবৃত্তিতেই অতিশয় সুখ দেখা যায়, কিন্তু ঘোর বা মূঢ় বৃত্তিতে সুখানুভব দৃষ্ট হয় না; স্বকীয় অনুভবই এবিষয়ের প্রমাণস্থল। দেখ, যখন লোকের গৃহ, ক্ষেত্র, ধন বা পুত্রাদি বিষয়ে কামনা হয়, তখন সেই কামনাকে রজোগুণের বিকার ঘোর বৃত্তি বলা যায়; সুতরাং সেই কামনাতে আত্মার সুখানুভব হয় না। কামনা মাত্রেই যে সুখের অনুভব হয় না, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আর, সেই কামনা সিদ্ধ হয় কি না, এই আশঙ্কায় দুঃখ উপস্থিত হয়। কামনা সফল না হইলে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, কামনা অসিদ্ধজন্য যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহা ক্রমশ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। পুনরায় যদিও সেই কামনা সফল হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব হয় বটে, কিন্তু ক্রোধ বা দ্বেষ সেই সুখের প্রতিবন্ধক হইয়া তাহাকে বিনাশ করে। যদি সেই ক্রোধ বা দ্বেষকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহাতে বিষাদ উপস্থিত হয়। সেই বিষাদ তমোগুণের বিকারস্বরূপ মূঢ় বৃত্তি বলা যায়। অতএব ক্রোধাদিতে কেবল দুঃখেই দেখা যায়, তাহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই; সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের বিকার স্বরূপ ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় না। ফলতঃ ঘোর ও মূঢ় এই দ্বিবিধ বুদ্ধি বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এই দুইটীমাত্র প্রকাশ পায় কিন্তু কদাচ ব্রহ্মের সুখ প্রকাশিত হয় না এবং শান্ত বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণে সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা ব্রহ্মবিদ্যার কিঞ্চিৎমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারা আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হইয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হয়েন, কিন্তু রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী লোকেরা স্বভাবতঃ ব্রহ্মানন্দ রসে নিতান্ত বঞ্চিত থাকা প্রযুক্ত তাহারা চিরকাল তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইলেও যখন সদসদ্বস্তুর বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহারা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং কদাপি তত্ত্বজ্ঞান সাধনে সমর্থ হয় না॥

শান্ত ব্রহ্মপদকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না॥ যো-বা-রা ৬।৫৮।৫।

ত্রয়স্ত্বস্থামতে দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ।
তমঃ সত্ত্বরজঃসংজ্ঞাঃকারণং জগতঃস্থিতেঃ॥

দেখ, সংকল্পপ্রধান মন জগৎ-স্থিতির কারণস্বরূপ উত্তম সত্ত্ব,মধ্যম রজঃ ও অধম তমঃ, এই তিন দেহ ধারণ করিয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৪।৫৩।৩১।

তমোরূপো হি সংকল্পো নিত্যং প্রাকৃতচেষ্টয়া।
পরাং কৃপণতামেত্য প্রয়াতি কৃমিকীটতাং॥

উক্ত ত্রিবিধ দেহের মধ্যে তামসিক সংকল্পরূপ দেহ প্রাকৃত চেষ্টাপরম্পরা দ্বারা সাতিশয় কৃপণতা প্রাপ্ত হইয়া কৃমিকীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩২।

সত্ত্বরূপো হি সংকল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
অদূরাৎ কেবলীভাবঃ সাম্রাজ্য ইব তিষ্ঠতি॥

সত্ত্বরূপ সংকল্প জীবকে ধর্ম্ম-পরায়ণ করতঃ মোক্ষের নিকটবর্ত্তী সাম্রাজ্যে অবস্থিতির ন্যায় স্থাপন করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৩।

রজোরূপো হি সংকল্পো লোকসংব্যবহারবান্॥
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ॥

রজোরূপ সংকল্প জীবকে লোক-ব্যবহার-পরায়ণ ও স্ত্রী পুত্র-গণে অনুরক্ত করতঃ সংসারে স্থাপন করিয়া থাকে॥ ঐ ৩৪।

ত্রিবিধস্ত পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে।
সংকল্পঃ পরমায়াতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে॥

হে মহামতে! সংকল্পপ্রধান মন উক্ত ত্রিবিধ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই পরমাত্মপদ লাভ করে॥

যো-বা-রা ৪।৫৩।৩৫।

সর্ব্বা দৃষ্টিঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরস্থস্য সংকল্পস্য ক্ষয়ং কুরু॥

অতএব, এই ত্রিবিধ দেহসম্পন্ন সংকল্পরূপ মনকে নির্ব্বিকল্প মনদ্বারা বিনষ্ট করতঃ বাহ্যাভ্যন্তরস্থ সকল বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় সংকল্প ক্ষয় কর॥ ঐ ৩৬।

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণং।
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি চেত্তবঃ।
নান্যঃকশ্চিদুপায়োঽস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে॥

যদি তুমি সহস্র বৎসর দারুণ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, অথবা তুমি পাতালেই গমন কর, বা স্বর্গেই গমন কর, বা এই ভূমণ্ডলেই অবস্থান কর, তথাপি একমাত্র সঙ্কল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারে কোন স্থানেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না॥ ঐ ৪০।

অনাবাধেঽবিকারে চ সুখে পরমপাবনে।
সংকল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরংকুরু॥

অতএব তুমি পৌরুষ অবলম্বন

করিয়া বাধারহিত, বিকারশূন্য ও পরম পবিত্র হইয়া সঙ্কল্পের উপশম করিতে যত্নবান্ হও ॥

যো-বা-রা ৪।৫৩।৪১।

সংকল্পতন্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোতাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানে তে ক যান্তি বিষয়ারয়ঃ ॥

হে অনঘ! একমাত্র সঙ্কল্পতন্ত দ্বারাই নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্পতন্ত ছিন্ন হইলেই বিষয়রূপ শত্রু সকল যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহা কেহই জানিতে পারে না ॥

ঐ ৪২।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সত্তা সামান্যরূপিণঃ।
চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বং যৎ তৎসংকল্পাঙ্কুরং বিদুঃ ॥

যদি বল, সেই সংকল্প কি প্রকার এবং কি রূপেই বা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে,—অনন্ত আত্মতত্ত্বের সামান্য সত্তাস্বরূপ চৈতন্যের যে চেত্যোন্মুখত্ব, অর্থাৎ বিষয় প্রাপ্তি, তাহাই সঙ্কল্পের অঙ্কুরস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥

যো-বা-রা ৪।৫৪।২।

লেশতঃ প্রাপ্তসত্তাকঃ স এব ঘনতাং শনৈঃ।
যাতি চিত্তত্বমাপূর্য্য দৃঢ়ং জাড্যায় মেঘবৎ ॥

সেই সঙ্কল্পাঙ্কুর ক্রমে সত্তাপ্রাপ্ত ও ঘনীভূত হইয়া মেঘের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকাশে পরিব্যাপ্ত ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৪।৫৪।৩।

সংকল্পনং হি সংকল্পঃ স্বয়মেব প্রজায়তে।
বর্দ্ধতে স্বত এবাশু দুঃখায় ন সুখায় চ ॥

বাসনাকেই সঙ্কল্প বলা যায়; ইহা অনন্ত দুঃখের নিমিত্তই স্বয়ং জাত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে॥

ঐ ৪।

সংকল্পনাশনে যত্নাদ্ভয়স্তেন গচ্ছতি।
ভাবনাভাবমাত্রেণ সংকল্পঃ ক্ষীয়তে স্বয়ং ॥

সংকল্পের বিনাশ করণার্থ যত্ন করিলে সর্ব্বপ্রকার ভয় বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়ভাবনার অভাব হইলেই সংকল্প স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

ঐ ১২।

সংকল্পেনৈব সংকল্পং মনসৈব মনো মুনে।
ছিত্ত্বা চাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিমেতাবতি দুষ্করং ॥

তুমি সংকল্পদ্বারা সংকল্পকে এবং মনদ্বারা মনকে ছেদন করিয়া আত্মাতে অবস্থান কর। হে মুনে! এইরূপ অতি সুসাধ্য কার্য্য কি তোমার পক্ষে দুষ্কর?॥

ঐ ১৮।

সংকল্পজালে গলিতে স্বরূপমবশিষ্যতে।
অসত্ত্বতি সর্ব্বস্মিন্ দিগ্‌ভূম্যাকাশরূপিণি।

সংকল্প সকল গলিত হইলে কেবল স্বরূপমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যাবৎ দিক্, ভূমি ও আকাশাদি

রূপের সংকল্প সকল বিদ্যমান থাকে,তাবৎ স্বরূপপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না॥ যো-বা-রা ৩,৪,৪৮।

প্রকাশ্যে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ।
ত্রিজগত্ত্বমহঞ্চেতি দৃশ্যেহসত্তামুপাগতে।
দ্রষ্টুঃস্যাৎ কেবলীভাবস্তাদৃশো বিমলাত্মনঃ॥

প্রকাশ্য বস্তুর নাম রূপাদি থাকিলে যেরূপ "তুমি আমি" ইত্যাদি ত্রিজগৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ দৃশ্য বস্তুর অভাব হইলে দর্শন-কর্ত্তার কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র প্রকাশ পায়॥ ঐ ৪৯।

অনাপ্তাখিলশৈলাদি প্রতিবিম্বে হি যাদৃশী।
স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী॥
অহংত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে।
স্যাত্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্যবীক্ষণে॥

যেমন শৈল প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুর অভাবে দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, কেবল তাহার আপনার স্বরূপ-মাত্র থাকে, সেইরূপ দর্শনকর্ত্তার "তুমি আমি" প্রভৃতি দৃশ্যভ্রম বিনষ্ট হইলে কেবল আত্ম-স্বরূপতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে॥ ঐ ৫০-৫১।

যৎস্বরূপপরিভ্রংশশ্চেত্যার্থে চিতিমজ্জনং।
এতস্মাদপরোমোহো ন ভুতো ন ভবিষ্যতি॥

ধনপুত্রাদি দৃশ্য বিষয়ে যে আশক্তি, তাহাই আত্ম-স্বরূপ ত্যাগ, ইহা অপেক্ষা অপর মোহ আর হয় নাই ও হইবে না॥

যো-বা-রা ৩।১১৭।৭।

অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাতি মধ্যে তু যা স্থিতিঃ।
নিরস্তমননাকারা স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে॥

আর,এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে মনের গমন কালে উভয় বস্তু অপ্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে তাহার যে নির্ব্বাসনভাবে অবস্থিতি, তাহাকেই স্বরূপাবস্থিতি কহে॥ ঐ ৮।

সংশান্তসর্ব্বসংকল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্ম্মুক্তা সা স্বরূপা স্থিতিঃ স্মৃতা॥

সর্ব্বপ্রকার কল্পনা ত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শিলান্তরের অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতিকে স্বরূপাবস্থান কহে॥ ঐ ৯।

অহন্তাংশে ক্ষতে শান্তে ভেদনিস্পন্দচিত্তয়া।
অজড়য়া প্রকটতি তৎস্বরূপমিতি স্থিতং॥

শরীরাদিতে অহম্ভাব ক্ষয় ও ভেদ-জ্ঞানের স্পন্দতা রহিত হইয়া চিত্ত শান্ত হইলে যে চিৎস্বরূপের প্রকাশ, তাহাই স্বরূপাবস্থান॥ ঐ ১০।

যথা বীজেষু পুষ্পাদি মৃদোরাশৌ ঘটোযথা।
তথান্তঃ সংস্থিতা সাধো স্থাবরেষু স্ববাসনা॥

হে সাধো! বীজাভ্যন্তরে পুষ্পাদির ন্যায় এবং মৃত্তিকারাশিতে

ঘটের ন্যায় স্থাবরাদি প্রাণীগণের অন্তরে বাসনা অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান থাকে॥ যো-বা-রা ৬।১০।১৭।

যত্রাস্তি বাসনাবীজং তৎস্বষুপ্তং ন সিদ্ধয়ে।
নির্বীজা বাসনা যত্র তত্তূর্য্যাসিদ্ধিদং স্মৃতং॥

যাহাতে বাসনার বীজমাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই সুষুপ্তি অবস্থা কদাচ সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। যাহাতে নির্ব্বীজ বাসনা বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাহার বাসনা একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহার সেই তূর্য্যপদই সিদ্ধিপ্রদ॥ ঐ ১৮।

নির্দগ্ধবাসনাবীজসত্তাসামান্যরূপবান্।
সদেহো বা বিদেহো বা ন ভূয়োদুঃখভাগ্ভবেৎ।

যিনি স্বীয় বাসনাবীজ নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া সত্তাসামান্যস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি সদেহই হউন বা বিদেহই হউন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার আর জন্মদুঃখ ভোগ করিতে হয় না॥ ঐ ১৯।

যদা সংক্ষীয়তে চিত্তমভাবাত্যন্তভাবনাৎ।
চিৎসামান্যস্বরূপস্য সত্তাসামান্যতা তদা॥

যখন জগৎ মিথ্যা, এরূপ অত্যন্ত ভাবনাদ্বারা চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখনই চিতের সেই সামান্য স্বরূপকে সত্তাসামান্যতা কহা যায়॥

যো-বা-রা ৫।৫৫।২।

নূনং চেত্যাংশরহিতা চিদ্ যদাত্মনি লীয়তে।
অসদ্রূপবদত্যাচ্ছা সত্তাসামান্যতা তদা॥

যেকালে চিৎ জ্ঞেয় বস্তু রহিত হইয়া আত্মাতে লীন হন, সেইকালে চিৎ অসদ্রূপের ন্যায় অতিশয় নির্ম্মল সত্তাসামান্য বলিয়া অভিহিত হন॥ যো-বা-রা ৫।৫৫।৩।

যদা সর্ব্বমিদং কিঞ্চিৎ সবাহ্যাভ্যন্তরাত্মকঃ।
অপলপ্য বসেচ্চেতঃ সত্তাসামান্যতা তদা॥

যৎকালে চিত্ত বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ সকল প্রকার দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করেন, তৎকালে সেই চিৎসামান্য-স্বরূপকে সত্তাসামান্যতা কহে॥ ঐ ৪।

বুদ্ধিপূর্ব্বং বিচার্য্যেদং যথাবস্ত্ববলোকনাৎ।
সত্তাসামান্যবোধো যঃ সমোক্ষশ্চেদনন্তকঃ॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক দৃশ্য পদার্থের বিচার করিয়া প্রকৃত পদার্থ অবলোকন করিলে যে সত্তাসামান্যের বোধোদ্রেক হয়, তাহাই অনন্তকালস্থায়ী মোক্ষ॥ যো-বা-রা ৬।১০।১১।

পরিজ্ঞায় পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
সত্তাসামান্যরূপত্বং তৎ কৈবল্যপদং বিদুঃ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যে বাসনা পরিত্যক্ত হয়, তাদৃশ বাসনাত্যাগই উত্তম ত্যাগ ও তাহাই সত্তাসামান্যরূপী পরম কৈবল্যপদ বলিয়া জানিবে॥ ঐ ১২।

বিচার্য্যার্য্যৈঃ সহালোক্য শাস্ত্রাণ্যধ্যাত্মভাবনাৎ।
সত্তাসামান্যনিষ্ঠত্বং যত্তদ্ব্রহ্মপরং বিদুঃ॥

যত্নসহকারে আর্য্যগণের সহিত বিচার করতঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকল অবলোকন পূর্ব্বক অধ্যাত্ম-বস্তুর ভাবনা দ্বারা যে সত্তাসামান্য-নিষ্ঠত্ব সমুদিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহা-কেই পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ যো-বা-রা ৬।১০।১৩।

অন্তঃসুপ্তা স্থিতা মন্দা যত্রবীজ ইবাঙ্কুরঃ।
বাসনা তৎসুষুপ্তত্বং বিদ্ধিজন্মপ্রদং পুনঃ॥

যেমন বীজ মধ্যে অঙ্কুর অদৃশ্য-ভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ অন্তরে যে ব্যবহারাক্ষম মলিন বাসনা সুপ্তবৎ অবস্থিতি করে, তাহাকে পুনর্জ্জন্মপ্রদ বলা যায়॥

ঐ ১৪।

অন্তঃসংলীনমননং পরিতঃ সুপ্তবাসনম্।
সুষুপ্তং জড়ধর্ম্মাপি জন্মদুঃখশতপ্রদং॥

যাহার অন্তরে বাসনা সুপ্ত হই-য়াছে, তাহার সেই অন্তর্লীন মনন জড়ধর্ম্ম হইলেও শত শত জন্মদুঃখ প্রদান করে॥ ঐ ১৫।

স্থাবরাদয় এতে হি সমস্তা জড়ধর্ম্মিণঃ।
সুষুপ্ত পদমারূঢ়া জন্মযোগ্যাঃ পুনঃ পুনঃ॥

স্থাবরাদি সমস্ত জীবই জড়ধর্ম্মা-বলম্বী, ইহারা সুষুপ্ত পদ প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।১০।১৬।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলঃ ক্রমঃ॥

(অতএব) হে ব্রহ্মন্! জন্মবীজ-স্বরূপা বাসনাকে মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই উত্তম মোক্ষ, ইহার ক্রম অতি নির্ম্মল॥ যো-বা-রা ১।৩।৮।

ক্ষীণায়াং বাসনায়াস্তু চেতোলতি সত্বরং।
ক্ষীণায়াংশীতসন্তত্যাং ব্রহ্মন্ হিমকণোযথা॥

হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ মননাদি উপাসনাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই বাসনাপুঞ্জ সত্বর ক্ষয় হয় এবং যেমন শীতাত্যয়ে হিম-লেশও দূরীভূত হয়, তদ্রূপ বাসনা-ক্ষয়ে তদধিষ্ঠানভূত মনও বিগলিত হয় (১)॥ ঐ ৯।

(১) যেমন বীজ ভ্রষ্ট হইলে তাহাতে অঙ্কুর উৎ-পন্ন হয় না, সেইরূপ জন্মবীজ স্বরূপা বিষয়-বাসনার মূলোচ্ছেদ হইলে সংসারে আর জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু মুচ ধাতুর অর্থ বন্ধন-নিবৃত্তি এবং বাসনাই জীবের মহাবন্ধন, এহেতু সালোক্যাদিকেও যে মোক্ষ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত জন্মমরণাদি দুঃখের শান্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাসনা নিবৃত্তির অভাবপ্রযুক্ত শাস্ত্রকারেরা সালোক্যাদি মোক্ষকে গৌণকল্পে এবং নির্ব্বাণ মোক্ষকে মুখ্যকল্পে ধৃত করিয়াছেন। অতএব নিরন্তর ভগবানের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলেই বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বাসনা ক্ষয় হইলেই জীবের নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি সাধ-নের ক্রম মাত্র॥

অয়ংহি বাসনাদেহো খ্রিয়তে ভূতপঞ্জর।
তন্নাশনিবিষ্টেন মুক্তোঘস্তন্তনা যথা॥

বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তদুৎপন্ন ভূতপঞ্জর স্থূলদেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যেমন পিঞ্জরস্থ পক্ষী তন্তুচ্ছেদ করতঃ তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে॥ যো-বা-রা ১।৩।১০।

বাসনাদ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনোহেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥

বাসনা দুই প্রকার, শুদ্ধা ও মলিনা। মলিনা বাসনা জীবের জন্মের কারণভূতা হয়, আর (ভগবৎপ্রাপ্তীচ্ছারূপা) শুদ্ধা বাসনা জীবের জন্মবিনাশিনী হয়॥ ঐ ১১।

অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহঙ্কারশালিনী।
তত্ত্বজন্মকরী প্রোক্তা মলিনাবাসনাবুধৈঃ॥

নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞান দ্বারা সুপুষ্টা ও অতিশয় অহঙ্কারশালিনী ঘোরান্ধকারস্বরূপা যে বাসনা, তাহাই পুনর্জ্জন্মবিধায়িনী, অতএব পণ্ডিতেরা তাহাকেই মলিনা বাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

ঐ ১২।

পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা বিনাশংমৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থমভিজ্ঞাতজ্ঞা জ্ঞেয়াশুদ্ধেতিচোচ্যতে॥

যেমন ভ্রষ্ট বীজ হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ যে বাসনা পুনর্জ্জন্মের কারণ না হইয়া প্রারব্ধবশতঃ কেবল দেহ ধারণমাত্র প্রয়োজনে পর্য্যবসিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই শুদ্ধা বাসনা কহেন॥

যো-বা-রা ১।৩।১৩।

অপুনর্জন্মকরিণা জীবন্মুক্তেষু দেহিষু।
বাসনাবিদ্যতেশুদ্ধা দেহেচক্রইবভ্রমঃ॥

যেমন জীবগণের দেহে স্বভাবতঃ চক্রের ন্যায় বাসনা নিয়তই পরিভ্রমণ করে, কিন্তু মনোযোগ ব্যতীত তাহা কোন কার্য্যকারক হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহে যে বাসনা থাকে, তাহাতে মনের সংযোগ অভাবে তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় হয় না॥ ঐ ১৪।

যে শুদ্ধবাসনাভূয়ো নজন্মানর্থভাজনঃ।
জ্ঞাতজ্ঞেয়া স্ত উচ্যন্তে জীবন্মুক্তামহাধিয়ঃ॥

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ভ্রষ্টবীজসদৃশ শরীর ধারণ নিমিত্ত নামমাত্র বাসনাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন, সেই ধীমান্ ব্যক্তিরাই জীবন্মুক্ত; অর্থাৎ তাঁহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফল উত্তরকালে ভোগ করিতে হয় না, তাঁহাদিগের ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল ইহজন্মেই ভোগ হইয়া যায়॥ ঐ ১৫।

অমনোনাশমভোতি মনোহজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা।
তাবন্নিশীব বেতালা বলন্তি হৃদি বাসনাঃ॥

তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই মান-

সিক বাসনার হ্রাস হইতে থাকে। যদ্রূপ রাত্রিকালে বেতালগণ প্রবল হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানী লোকের অন্তঃকরণে সংসার-বাসনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই বাসনা শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়া তাহার মনকে বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে॥

মুক্তি-উ ২।৩৮।

অসঙ্গব্যবহারত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ।
শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে।
বাসনাসম্পরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্॥

জনসমাজে সর্ব্বদা অসঙ্গ বা নির্লিপ্তভাবে ব্যবহার করিলেই সংসারভাবনা দূরীভূত হয়। সংসারভাবনা দূরীভূত হইলে নিজ শরীর বিনশ্বর বলিয়া বোধ হয়। শরীর বিনশ্বর বলিয়া প্রতীতি জন্মিলেই এই অসার সংসার-বাসনা আর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং বাসনা পরিত্যক্ত হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়॥ ঐ ২৮।

একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাদ্যাবন্ন বিজিতং মনঃ।
প্রক্ষীণচিত্তদর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ।
পদ্মিন্য ইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ॥

অতএব, যাবৎ মনঃপরাজিত না হয়, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া চিত্ত ও অহঙ্কারের ক্ষয় এবং ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ সাধন করিবে। তাহা হইলেই যেমন হেমন্তকালে (জলের হ্রাসতা-প্রযুক্ত) পদ্ম সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভোগ বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ মুক্তি-উ ২।৩৯।

হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দ্দন্তান্বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ॥

অগ্রে হস্তদ্বারা হস্তমর্দ্দন, দন্তদ্বারা দন্তচর্ব্বণ ও অঙ্গদ্বারা অঙ্গ আক্রমণ করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া আপনার মনকে জয় করিবে॥

ঐ ৪০।

উপবিশ্যোপবিশ্যৈকাগ্রচিত্তং কেন মুহুর্মুহুঃ।
ন শক্যতে মনো জেতুং বিনাযুক্তিমনিন্দিতাম্॥

সর্ব্বদা সাবধানে উপবেশন পূর্ব্বক বারম্বার চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন ও সদ্যুক্তি অবলম্বন ব্যতিরেকে মনকে পরাজয় করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই॥ ঐ ৪১।

অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ।
অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গতিরেব চ॥
বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্।
এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥

যাদৃশ অঙ্কুশ ব্যতিরেকে দুর্ব্বার মত্তমাতঙ্গকে দমন করিতে পারা যায় না, তাদৃশ নিরন্তর চঞ্চল চিত্তকে অন্য উপায়ের দ্বারা জয় করা নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য। অধ্যাত্মবিদ্যাভ্যাস, সাধুসঙ্গ, বাসনাপরিত্যাগ ও প্রাণ-

স্পন্দসংরোধ এই কএকটীমাত্র চিত্ত-বিজয়ের প্রধান উপায় ॥

মুক্তি-উ ২।৪২-৪৩।

সতীষু যুক্তিষেতাস্থ হঠান্নিয়ময়ন্তি যে।
চেতসো দীপমুৎসৃজ্য বিচিন্বন্তি তমোজনৈঃ ॥

যাঁহারা এই সকল সদ্‌যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শীঘ্র চিত্তকে দমন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই চিত্তের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া উজ্জ্বলতা সম্পাদন করেন ॥ ঐ ৪৪।

বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্‌যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ম্।
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ ॥

কিন্তু যে বিমূঢ় ব্যক্তি যোগাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সহসা চিত্তকে জয় করিতে সমুদ্যত হয়, তাহার সমুদায় যত্ন মৃণালসূত্র দ্বারা মত্ত হস্তীকে বন্ধন করণের চেষ্টার ন্যায় বিফল হয় ॥ ঐ ৪৫।

তোয়রন্ধ্র নিরোধেন ভাতি পূর্ণঃ সরোবরঃ।
বৃত্তিরন্ধ্র নিরোধেন পূর্ণবোধঃ কিমদ্ভুতং ॥

যেরূপ জলনির্গমরন্ধ্র নিরোধ করিলে সরোবর স্বয়ং পূর্ণ হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তিরূপ রন্ধ্র নিরোধ করিলেই পূর্ণবোধ স্বয়ং সমুদিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বো-সা।

নির্ম্মূলা নিষ্ফলা শুদ্ধা কদর্য্যা ভোগবাসনা।
তয়া তিরোহিতঃ স্বামী তৃণেনেব মহাগিরিঃ ॥

নির্ম্মূল ও নিষ্ফল বাসনা, অর্থাৎ অবিদ্যাশূন্য বাসনাই শুদ্ধা, আর ভোগবাসনাই কদর্য্যা; যেমন তৃণ দ্বারা মহাগিরি সমাচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ ভোগবাসনা দ্বারা আত্মা সমাবৃত হইয়া থাকেন; অতএব সেই ভোগবাসনা তিরোহিত হইলেই আত্মা স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হন ॥

বো-সা।

ন দেশকালৌ ন বয়োযুক্তী নৈব বিদগ্ধতা।
যদৈব বাসনাত্যাগস্তব মুক্তিস্তদৈব হি ॥

মুক্তি বিষয়ে দেশ, কাল, বয়স, বিচারশক্তি কিম্বা পাণ্ডিত্য ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কিছুমাত্র সাপেক্ষতা নাই; যখনই তোমার সংসারবাসনা পরিত্যক্ত হইবে তখনই তুমি মুক্তি লাভ করিবে॥ ঐ।

উপায়ৈঃ শোধিতে ক্ষেত্রে নির্ম্মলং বীজমর্পিতং।
কিঞ্চিত্রং ধ্যানসম্পত্তৌ স দেবো যদি বর্ষতি ॥

যদি শমদমাদি উপায়দ্বারা চিত্তরূপ ক্ষেত্র শোধন করিয়া তাহাতে নির্ম্মল বীজ বপন করা যায় এবং যদি ঈশ্বর কৃপাবারি বর্ষণ করেন, তাহা হইলে আর ধ্যানসম্পত্তি (ব্রহ্ম) লাভ করা বিচিত্র কি? ঐ।

হৃদয়াৎ সংপরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।
যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥

হে মহামতে! যিনি হৃদয় হইতে

সমস্ত ভাবাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যগ্র হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত ও পরমেশ্বর ॥

যো-বা-রা ৪।৫৭।১৮।

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মাকরোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নাস্তি সর্ব্বাশা মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥

যাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বাসনার উদয় না হয়, সেই মহাশয় ব্যক্তি সমাধি কিম্বা অন্যান্য কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, অবশ্যই মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ যো-বা-রা ৪।৫৭।১৯।

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থো হি কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনংমনঃ ॥

যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করিলেও ফল প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি সমাধি ও জপাদি দ্বারাও ফল প্রাপ্ত হন না ; অর্থাৎ তিনি সমাধি না করিলেও মুক্তি লাভ করেন ॥ ঐ ২০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

প্রযত্নসহকারে সৎশাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গতির ফল কথন।

(পৌরুষ দ্বারা সচ্ছাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুণ অভ্যাস করিলে জীব ক্রমশঃ সপ্তপদী জ্ঞানভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়)

ক্রিয়য়া স্পন্দধর্ম্মিণ্যা স্বার্থসাধকতা স্বয়ং।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র তীক্ষ্ণয়োন্নিয়তে ধিয়া ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জনা করতঃ কার্য্যসংসাধন ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ॥ যো-বা-রা ২।৭।২৭।

সচ্ছাস্ত্রাদিগুণোমত্যা সচ্ছাস্ত্রাদিগুণান্মতিঃ।
বিবর্দ্ধতে মিথোভ্যাসাৎ সরোজাবিব কালতঃ।

যেমন সরোবর ও সরোজ যথাকালে (বর্ষাকালে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মতিমান্ ব্যক্তির সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ অভ্যাস থাকিলে যথাকালে জ্ঞান আপনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ যো-বা-রা ২।৭।২৯।

অনন্তসমতানন্দং পরমার্থং স্বক' বিদুঃ।
সযেভ্যঃ প্রাপ্যতে যত্নাৎ সেব্যাস্তে শাস্ত্রসাধবঃ ॥

যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে আপনার অজ্ঞানকৃত বৈষম্য নিরাকৃত হইয়া সর্ব্বত্র সমতা জন্য অপরিসীম সুখলাভ করা যায়, তাহাকেই

সৎশাস্ত্র বলে ; সাধুগণ সর্ব্বদা যত্ন সহকারে তাহারই সেবা করিয়া থাকেন ॥ যো-বা-রা ২।৭।২৮।

আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসংগমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষযত্নেন স্বার্থঃ সম্পাদ্যতেহিতঃ ॥

পুরুষার্থ সহকারে বাল্যকালাবধি সৎশাস্ত্রাধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুণাভ্যাস করিলে অনায়াসেই স্বার্থ সাধন হইতে পারে ॥ ঐ ৩০।

আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্।
উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ ॥

জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা অনবরত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উদ্‌যোগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবেন। এইরূপ কার্য্য করিলে তাঁহারা অনায়াসে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ইহার বৈপরীত্যাচরণে বিপরীত ফল লাভ হয় ॥ অ-রা ৩।৪।৩৭

বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্মননং চোপপত্তিভিঃ।
যোগেনাভ্যসনং নিত্যংততো দর্শনমাত্মনঃ ॥

সতত বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ, যুক্তিদ্বারা বেদান্ত শব্দার্থের অনুচিন্তন এবং যোগদ্বারা সেই শাস্ত্রসিদ্ধান্ততত্ত্ব অভ্যাস করিতে পরিলে, আত্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে ॥

স-আ ১৮।

শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাচ্ছব্দাদেবাপরোক্ষধীঃ।
প্রসুপ্তঃপুরুষো যদ্বচ্ছব্দেনৈবাববুধ্যতে ॥

বর্ণাত্মক শব্দের শক্তি অচিন্ত্য ; যাদৃশ সুপ্ত ব্যক্তি শব্দ দ্বারাই জাগরিত হয়, সেইরূপ আত্মবোধক বেদান্তশব্দ দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞানজন্মে ॥ স-আ ১৯।

কর্ম্মশাস্ত্রে কুতো জ্ঞানংতর্কে নৈবাস্তি নির্ণয়ঃ।
সাংখ্যযোগৌভিদাপন্নৌ শাব্দিকাঃ শব্দতৎপরাঃ ॥

কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে জ্ঞান কোথায় ? তর্ক শাস্ত্রদ্বারাও জ্ঞানের বিষয় কিছুই নির্ণয় হয় না, সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও পরস্পরের মতে অনৈক্য (১) এবং শাব্দিকগণ কেবল শব্দনির্দ্দেশেই তৎপর ॥ ঐ ২৮।

অন্যেষাং পণ্ডিতাঃসর্ব্বে জ্ঞানবার্ত্তাসু দুর্ব্বলাঃ।
একং বেদান্তবিজ্ঞানং স্বানুভূত্যা বিরাজতে ॥

এতদ্ভিন্ন অপরাপর শাস্ত্রের পণ্ডিতগণও জ্ঞানবার্ত্তা বিষয়ে অতীব দুর্ব্বল, কেবল বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞানই স্বপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ॥

ঐ ২৯।

(১) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত এই তিন শাস্ত্রে কোন কোন বিষয়ে পরস্পরের মতভেদ আছে। সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিভূতগত আত্মার অভেদত্ব ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব, যোগশাস্ত্র জগতের মিথ্যাত্ব ও বেদান্তশাস্ত্র ঈশ্বরের অকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সকল বিষয়েই সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত এই তিন শাস্ত্রের পরস্পরের মতের ঐক্য আছে। যথা,—

"আত্মভেদো জগৎসত্যমীশোহন্যইতি চেৎ ত্রয়ং।
ত্যজ্যন্তে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥"

প-দ ৬।২২৮।

কালুষ্যং কিং যথা। হন্ত্যম্ভীরাণাংহি শরচ্ছনৈঃ।
কামক্রোধৌ তথা দীপ্তৌ সাধুশাস্ত্রে হতঃ শনৈঃ॥

শরৎকাল যেমন সলিল সমুদায়ের মালিন্য নাশ করে, সাধুসংসর্গ ও বেদান্তশাস্ত্র দ্বারাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উদ্দীপ্ত কাম ও ক্রোধ বিদূরিত হইয়া থাকে॥ আত্ম-পু ২।১৮৭।

দুর্দান্তো হি যথা বাজী কালেন দমমারভেৎ।
শিক্ষ্যমাণো নরৈস্তজ্জৈস্তৈঃ শিক্ষাভেদৈরনেকশঃ॥

দুর্দ্দান্ত তুরঙ্গম যেরূপ সুশিক্ষা-দ্বারা ক্রমে ক্রমে শান্ত ও বিনীত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তৃক নানা উপদেশদ্বারা সুশিক্ষিত ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে শান্ত ও দান্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ১৯০।

দুর্দান্তং মন এবং হি কামক্রোধবশং গতম্।
গুরুশাস্ত্রৈঃ শিক্ষ্যমাণং দান্তং ভবতি কালতঃ॥

কাম ক্রোধের বশীভূত মনই নিতান্ত দুর্দ্দান্ত। গুরু ও সৎশাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাদৃশ মনও কালক্রমে শান্ত দান্ত ও বিনীত হইয়া থাকে॥ ঐ ১৯১।

নিত্যং সজ্জনসম্পর্কাৎ বিবেক উপজায়তে।
বিবেক পাদপস্যৈব ভোগমোক্ষৌ ফলেস্মৃতৌ।

নিয়ত সাধুলোকের সংসর্গ দ্বারা বিবেকের উদয় হয়; সেই বিবেক-রূপ বিটপী হইতে ভোগ ও মোক্ষ-রূপ দুই ফল উৎপন্ন হয়॥

যো-বা-রা ২।১১।৫৮।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে
স সদ্ভিঃসহকর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজং॥

সর্ব্বজীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বোধ হইলে, কেবল সাধু-সঙ্গই করিবে, কেন না সাধুর সহিত মিলনই ভবরোগের পরমৌষধ॥

হি-উ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহোমিতভুক্ শান্তঃ স্থিরোমচ্ছরণোমুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রকারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃসর্ব্বান্মাং ভজেত স উত্তমঃ॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন)- যিনি সর্ব্বদেহীর প্রতি কৃপালু, অহিংস্রক ও ক্ষমাবান্; সত্য যাঁহার বল; যিনি অসূয়াদি দোষরহিত, সুখদুঃখে সমদর্শী ও যথাশক্তি সর্ব্বোপকারক; যাঁহার চিত্ত কাম সকলের দ্বারা অভিভূত নহে; যিনি জিতেন্দ্রিয়, মৃদুচিত্ত, সদাচার, অকিঞ্চন (নির্ধন), নিরীহ, মিতভোজী (লঘু আহারী), শান্ত (জিতান্তঃ-করণ) স্বধর্ম্মে নিরত, মদেকাশ্রয় (ব্রহ্মই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়), মুনি (মননশীল); যিনি সাবধান,

নির্ব্বিকারাত্মা, ধৈর্য্যশালী ; যিনি ষড়্গুণ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ জরা ও মৃত্যু) বিজয়ী, মানবিষয়ে অপ্রত্যাশী, মানপ্রদ, পরবোধনে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী, তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট গুণ ও দোষোৎপাদক ধর্ম্মকর্ম্ম সকল, অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ আমাকেই ঐকান্তিকভাবে ভজনা করেন, তিনিও ঐরূপ, অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ ॥ ভা-পু ১১।১১।৩০-৩৩।

বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তে হ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ ॥

ফলতঃ যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ সাধু পুরুষদিগের চিত্তগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করা কর্ত্তব্য ; কারণ তাঁহারাই ভবসমুদ্রপারের প্রকৃত উপায় স্বরূপ ॥

যো-বা-রা ২।১৬।১২।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

ইহলোকে মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষ অর্থাৎ সাধুলোকের সংসর্গপ্রাপ্তি, এই তিনটি অতি দুর্ল্লভ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ-হেতু ইহাদিগকে লাভ করা যায় ॥ বি-চূ ৩।

বহুনা জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিযোগতঃ।
দৈবাত্তবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনম্ ॥

তীর্থ, ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন ফলে বহু জন্মের পর দৈব অনুগ্রহে মনুষ্যের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

ক-পু ৩।১২।১৭।

শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎসম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে ॥

দেখ, সাধুলোকের সংসর্গে সুখশূন্য ব্যক্তির সুখশূন্যতা সঙ্কীর্ণ হয়, মৃত্যু উৎসবের ন্যায় বোধ হয় এবং আপদ সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥

যো-বা-রা ২।১৬।৩।

যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধুসঙ্গতি গঙ্গয়া।
কিংতস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিংতপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্ম্মল সুশীতল গঙ্গাসলিলে স্নান করে, তাহার দান, তীর্থদর্শন, তপস্যা ও যজ্ঞাদিতে প্রয়োজন কি ? ॥ ঐ ৮।

শাস্ত্রসজ্জনসংসর্গ পূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।
আদৌসংসারমুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেবাভিবর্দ্ধয়েৎ ॥

অতএব, সর্ব্বদা সৎশাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধির উদয় করিবে, তাহা হইলে

এই সংসারসংসৃতি হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে ॥

যো-বা-রা ২।১১।৬৭।

জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।
মানাভাবস্তথাদম্ভহিংসাদি পরিবর্জ্জনম্ ॥

জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না এবং অভিমান, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিবে ॥

অ-রা ৩।৪।৩১।

পরাক্ষেপাদিসহনং সর্ব্বত্রাবক্রতা তথা।
মনোবাক্কায় সদ্ভক্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিসেবনম্ ॥

পরনিন্দা সহন, কায়মনোবাক্য দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সদ্‌গুরু সেবন এবং সর্ব্ব প্রাণির সহিত সরল ব্যবহার করিবে ॥ ঐ ৩২।

নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যালোচনং তথা।
অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু ॥

নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বদা দেহের জন্ম,জরা ও মরণাদির বিষয় আলোচনা করিবে এবং স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র, দারা ও ধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ৩৪।

জনসম্বাধরহিতশুদ্ধদেশনিষেবণম্।
প্রাকৃতৈর্জ্জনসঙ্ঘৈশ্চ হ্যরতিঃসর্ব্বদা ভবেৎ ॥

জনসম্বাধরহিত বিশুদ্ধ স্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জনসমুহের সহবাস পরিত্যাগ করিবে ॥ ঐ ৩৬।

বর মন্ধগুহাহিত্বং শিলান্তঃ কীটতা বরং।
বরং মরৌ পঙ্গুমৃগো ন গ্রাম্যজন সঙ্গমঃ ॥

বরং অন্ধকারাবৃত গুহাধিষ্ঠিত সর্পযোনি ধারণ করাও শ্রেয়স্কর, বরং শিলান্তরস্থিত কীটদেহাশ্রয় করাও মঙ্গলজনক, অথবা মরুভূমিতে পঙ্গুমৃগ হইয়া অবস্থিতি করাও ভাল, তথাপি গ্রাম্যব্যক্তির সংসর্গ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও উপযুক্ত নহে ॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

ক্ষিপ্তোবমানিতো সদ্ভিঃ প্রলব্ধো সূয়িতোপিবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥
নিষ্ঠিতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্ব্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মান মুদ্ধরেৎ ॥

অসৎ জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, অবমানিত, বঞ্চিত, অসূয়িত, তাড়িত, বন্ধন করিয়া রক্ষিত; অথবা ঐশ্বর্য্য সকল হইতে হীনীকৃত; কিম্বা অজ্ঞজনগণ কর্ত্তৃক নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপ্তীকৃত; অথবা মূত্রদ্বারা আর্দ্রীকৃত; এইরূপ বহুবিধ কষ্টে নিপতিত হইয়াও নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করতঃ পরমেশ্বরে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে ॥

ভা-পু ১১।২২।৫৭-৫৮।

অবান্তর নিপাতীনি স্বারূঢ়ানি মনোরথং।
পৌরুষেণেন্দ্রিয়াণ্যাশু সংযম্যসমতাং নয় ॥

নিতান্ত নিপাতশীল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব মনোরথে আরূঢ় হইয়া নিরন্তর ধাবমান হইতে থাকে, অতএব পৌরুষের দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র সংযম করিয়া সমতা করিবে॥

যো-বা-রা ২।১০।৩।

সর্ব্বমেবেতিহি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥

এই সংসারে সকল ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারিলে সকল অভীষ্টই লাভ করিতে পারে॥

যো-বা-রা ২।৪।৮।

পৌরুষংস্পন্দফলবদ্দৃষ্টং প্রত্যক্ষতোনয়ৎ।
কল্পিতং মোহিতৈর্ম্মন্দৈ র্দৈবং কিঞ্চন্নবিদ্যতে॥

ইহলোকে পুরুষার্থের ফল প্রত্যক্ষ। কিন্তু মূঢ়জনেরা শুদ্ধ দৈবকেই ফলদরূপে কল্পনা করিয়া থাকে; বস্তুতঃ পুরুষার্থ ব্যতিরেকে দৈবের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না॥

ঐ ১০।

সাধূপদিষ্টমার্গেণ জন্মনোঙ্গবিচেষ্টিতং।
তৎপৌরুষং তৎসফলমন্তদুন্মত্তচেষ্টিতং॥

সাধুগণের উপদেশানুসারে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই পৌরুষ কহে; তদ্ভিন্ন সকল কার্য্যই উন্মত্ত চেষ্টার ন্যায় বিফল॥ যো-বা-রা ২।৪।১১।

যোয়মর্থংপ্রার্থয়তে তদর্থং চেহতেক্রমাৎ।
অবশ্যংসতমাপ্নোতি নচেদর্দ্ধান্নিবর্ত্ততে॥

যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অভিলাষে তাহাতে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; নচেৎ অর্দ্ধফলও লাভ হইয়া থাকে॥ ঐ ১২।

পৌরুষেণ প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য সুন্দরাং।
কশ্চিৎপ্রাণি বিশেষোহি শক্রতাংসমুপাগতঃ॥

দেখ, এই মর্ত্ত্যলোকনিবাসী কোন প্রাণিবিশেষ প্রযত্নাতিশয় সহকারে স্বকীয় পৌরুষ প্রকাশ দ্বারা ইন্দ্রপদ প্রাপ্তিপূর্ব্বক ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন (১)॥ ঐ ১৩।

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদং।
কশ্চিদেবচিত্তল্লাসো ব্রহ্মতামধিগচ্ছতি॥
সারেণপুরুসার্থেন স্বেনৈব গরুড়ধ্বজঃ।
কশ্চিদেবপুমানেব পুরুষোত্তমতাঙ্গতঃ॥
পৌরুষেণৈবযত্নেন ললনাবলিতাকৃতিং।
শরীরীকশ্চিদেবেহ গতশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়তাং॥

এইরূপে স্বীয় পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা কোন ব্যক্তি কমলাসনাধিষ্ঠিত

(১) এই মর্ত্ত্যলোকে কোন বিশেষ মনুষ্য ইন্দ্রপদাভিলাষী হইয়া স্বকীয় পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একশত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম শতক্রতু হইয়াছে। অতএব পৌরুষ যত্নদ্বারা মনুষ্যের সকল কামনাই সফল হইতে পারে॥

ব্রহ্মপদ, কেহ পরমানন্দদায়ক মোক্ষপদ, কেহ পরাৎপর পুরুষোত্তম গরুড়ধ্বজের বিষ্ণুপদ এবং কেহ বা চন্দ্রার্দ্ধচূড়াধারী শৈবপদ লাভ করিয়াছেন ॥

যো-বা-রা ২।৪।১৪-১৬।

প্রাক্তনমৈহিকঞ্চেতি দ্বিবিধং বিদ্ধি পৌরুষং।
প্রাক্তনোঽদ্যতনেনাশু পুরুষার্থেন জীয়তে ॥

পুরুষকার দুই প্রকার, প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত এবং ঐহিক অর্থাৎ ইহজন্মকৃত। তন্মধ্যে ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন দুষ্কৃত সমুদয় খণ্ডিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৭।

যত্নবদ্ভির্দৃঢ়াভ্যাসৈঃ প্রজ্ঞোৎসাহ সমন্বিতৈঃ।
মেরবোপি নিগীর্যন্তে কৈব প্রাক্পৌরুষে কথা ॥

বুদ্ধি ও উৎসাহযুক্ত যত্নবান্ ব্যক্তিদিগের সুদৃঢ় অভ্যাসদ্বারা সুমেরু পর্ব্বতেরও উৎপাটন হইতে পারে; অতএব পূর্ব্বকর্ম্ম খণ্ডনে পুরুষকারতার কথা আর কি কহিব? ॥ ঐ ১৮।

শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত পৌরুষপরমাপুরুষস্য
পুরুষতায়াস্যাৎ।
অভিমতফলভরসিদ্ধ্যৈ ভবতিসৈবান্যথাত্বনর্থায় ॥

শাস্ত্রোক্ত ক্রমানুসারে সাধিত যে পৌরুষ, তাহাই পুরুষদিগের পরম পুরুষত্ব; তদ্দ্বারা শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অশাস্ত্রীয় পৌরুষ প্রকাশদ্বারা কেবল অনর্থভাগী হইতে হয় ॥

যো-বা-রা ২।৪।১৭।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি দ্বিবিধং পৌরুষং স্মৃতং।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং ॥

পৌরুষ দুই প্রকার, শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয়; তন্মধ্যে শাস্ত্রীয় পৌরুষ পরমার্থ সাধনোপযোগ্য, আর অশাস্ত্রীয় পৌরুষ কেবল অনর্থের নিমিত্ত হয় ॥ যো-বা-রা ২।৫।৪।

অতঃপুরুষযত্নেন যতিতব্যং যথাতথা।
পুংসাং তন্ত্রেণ সোদ্যোগাদ্যেনাশ্বস্তনোজয়েৎ ॥

এই হেতু যথা তথা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে পুরুষের যত্ন প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য; এবং কল্য যে কার্য্য করিতে হইবে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করিব, এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা নিরালস্য হইয়া কার্য্য করিলে অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে ॥ ঐ ৬।

অনর্থঃপ্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রীতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃবলবত্তত্জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষং ॥

যে স্থলে শাস্ত্রীয় পৌরুষ প্রকাশ করিলে অনর্থ ঘটনা হয়, সে স্থলে এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সেই পুরুষকারতা বলবৎ অনর্থ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ঐ ৮।

পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভ মুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥

দন্ত দ্বারা দন্ত চূর্ণের ন্যায় পরম পুরুষার্থে যত্নবান্ ব্যক্তি ঐহিক স্বীয় শুভ কর্ম্মদ্বারা প্রাক্তন অশুভ পৌরুষকে জয় করিবেন॥

যো-বা-রা ২।৫।৯।

প্রাক্তনঃ পুরুষার্থোঽসৌ মাংনিয়োজয়তীতিধীঃ।
বলাদধস্পদীকার্য্যা প্রত্যক্ষাদধিকান সা॥

এই অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাদিগের বুদ্ধিকে নিরন্তর অশুভ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে; অতএব ঐহিক পুরুষকাররূপ বলদ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অধঃকৃত করাই কর্ত্তব্য॥ ঐ ১০।

তাবত্তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যংসুপৌরুষং।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ং॥

যাবৎ অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ স্বয়ং শমতা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ প্রযত্নসহকরে সুপৌরুষের প্রতি সতত যত্ন করা বিধেয়॥ ঐ ১১।

দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং প্রাক্তনোঽদ্যতনৈর্গুণৈঃ।
দৃষ্টান্তোঽত্রহ্য স্তনস্য দোষ স্যাদ্যগুণৈঃ ক্ষয়ঃ॥

বর্ত্তমান পৌরুষগুণের দ্বারা প্রাক্তন পৌরুষ নিঃসন্দেহ শমতা প্রাপ্ত হয়; ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, অজীর্ণাদি দোষ সকল লঙ্ঘনাদি ক্রিয়াদ্বারা ক্ষয় হয়॥ ঐ ১২।

অসদ্দৈবমধঃকৃত্বা নিত্যমুদ্রিক্তয়াধিয়া।
সংসারোত্তরণংভূত্যৈ যতেতাধাতু ম্যাত্মনি॥

অতএব অসৎ দৈবপদবাচ্য দুরদৃষ্টজনক প্রাক্তন কর্ম্মকে অধঃকৃত করিয়া সংসারোত্তরণরূপ সম্পদ লাভার্থ যত্ন প্রকাশ করিবে॥

যো-বা-রা ২।৫।১৩।

সংসার কুহরাদস্মা ন্নির্গন্তব্যং স্বয়ং বলাৎ।
পৌরুষং যত্নমাশ্রিত্য হরিণেবারিপঞ্জরাৎ॥

সিংহ যেরূপ শত্রুকর্ত্তৃক পিঞ্জরবদ্ধ হইয়াও স্বীয় উদ্যোগবলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আমরাও স্বকীয় পৌরুষবলে অনায়াসে এই সংসারকুহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি॥

ঐ ১৫।

দৈন্যদারিদ্র দুঃখার্ত্তা অপ্যন্যে পুরুষোত্তমাঃ।
পৌরুষেণৈব যত্নেন যাতা দেবেন্দ্র তুল্যতাং॥

অনেকানেক পুরুষোত্তমগণ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া নির্ধনতা প্রযুক্ত অনন্ত দুঃখ ভোগ করতঃ পরে স্বীয় স্বীয় পুরুষকার প্রভাবে দেবেন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন॥ ঐ ২৭।

আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্র সৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃপুরুষযত্নেনস্বার্থঃ সংপ্রাপ্যতেযতঃ॥
ইতি প্রত্যক্ষতোদৃষ্ট মনুভূতং শ্রুতংকৃতং।
দৈবাত্তমিতিমন্যন্তে তেহতা যে কুবুদ্ধয়ঃ॥

বাল্যকাল হইতে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ ও সদগুণাদি অভ্যাস করিলেই অভিলষিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট,

গুরুপরম্পরাশ্রুত এবং অনুমান-সিদ্ধও বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরুষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈবকে ফলদ বলিয়া জ্ঞান করতঃ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলা যায়॥

যো-বা-রা ২।৫।২৮-২৯।

তস্মাৎপ্রাক্‌পৌরুষাদ্দৈবং নান্যত্তৎ প্রোক্‌জ্য দূরতঃ।
সাধু সংগমসৎশা স্ত্রৈর্জিব মুত্তারয়েদ্বলাৎ॥

মনুষ্যের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মকেই দৈব বলে, তদ্ভিন্ন দৈব আর কিছুই নহে; অতএব পুরুষ দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রালোচনা দ্বারা বলপূর্ব্বক আপনাকে দৈব হইতে উদ্ধার করিবে॥

যো-বা-রা ২।৬।১।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি॥

যদ্রূপ এক চক্রদ্বারা রথের গতি হয় না, তদ্রূপ পুরুষার্থ ব্যতিরেকে দৈবও কোনক্রমে সিদ্ধ হয় না॥

হি-উ।

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থ মপেক্ষতে॥

কাকতালীয় যোগে প্রাপ্ত নিধিকে দর্শন করিলেও তাহা দৈব স্বয়ং আনিয়া দেন না, তাহাতেও পুরুষার্থ অপেক্ষা করে (১)॥ ঐ।

যথা যথা প্রযত্নঃস্যাত্তবেদাশু ফলং তথা।
ইতি পৌরুষমেবাস্তি দৈবমস্তু তদেব চ॥

পুরুষ যেমন যত্ন করে সেইরূপ ফলও শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে; ইহাকে পৌরুষ বলে, নতুবা দৈবের অন্য কোন নাম নাই॥

যো-বা-রা ২।৬।২।

ঐহিকং প্রাক্তনংহন্তি প্রাক্তনোঽদ্যতনং বলাৎ।
সর্ব্বদা পুরুষ স্পন্দস্তত্রানুদ্বেগবান্ জয়ী॥

কখন ঐহিক কর্ম্ম প্রবল হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মকে নাশ করে, কখন প্রাক্তন কর্ম্ম বলবান্ হইয়া ঐহিক কর্ম্মকে নাশ করে; অতএব পুরুষ সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া নিরুদ্বেগে পূর্ব্বতন কর্ম্মকে নাশ করিবে॥

যো-বা-রা ২।৬।১৮।

প্রাক্তনশ্চৈহিকশ্চেমৌ পুরুষার্থ ফলদ্রুমৌ।
সংজাতৌ পুরুষারণ্যে জয়ত্যভ্যধিকস্তয়োঃ॥

পুরুষরূপ অরণ্য মধ্যে প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষার্থরূপ দুইটী ফলবান্ বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে যে বৃক্ষ সেব্যমান হয় তাহাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অসেবিত বৃক্ষ ক্রমে দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ২৫।

(১) বৃক্ষোপরিস্থিত তালফল যথাকালে পরিপক্ক হইলে, তাহার পতনকালে উড্ডিয়মান কাক তদুপরি উপবিষ্ট হইবামাত্র বৃন্ত শ্লথ হওয়া প্রযুক্ত তাহা ভূতলে পতিত হয়। তখন অলস ও অজ্ঞ লোকেরা কহিয়া থাকে যে,কাক তাল ফেলিয়া দিল। বস্তুতঃ কাকে তাল পাড়িতে পারে না ও কাকের ভরেও তাল পড়ে না, ইহা শুদ্ধ প্রবাদ মাত্র। সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল যথাসময়ে উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণাদি করিতেও হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনরূপ পুরুষার্থ অপেক্ষা করে।

কর্ম্ম যঃ প্রাক্তনং তুচ্ছং ন নিহন্তি শুভেহিতৈঃ।
অজ্ঞো জন্তুরনীশোহসাবাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ॥

যে ব্যক্তি ঐহিক শুভ কর্ম্মদ্বারা তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে না পারে, সেই ব্যক্তি পশুতুল্য মূর্খ; যেহেতু সে চিরপরাধীন হইয়া আত্মসুখদুঃখের প্রতীকার করিতে নিতান্ত অসমর্থ॥

যো-বা-রা ২।৬।২৬।

ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎস্বর্গং নরকমেব বা।
স সদৈব পরাধীনঃ পশুরেব নসংশয়ঃ॥

"মনুষ্যগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া স্বর্গে বা নরকে গমন করে, ইহাতে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই," যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনার উপর নির্ভর করতঃ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, সেই চিরপরাধীন ব্যক্তি পশুতুল্য, ইহাতে সংশয় নাই॥ ঐ ২৭।

যস্তু দারঃচমৎকার সদাচার বিহারবান্।
সনির্যাতি জগন্মোহান্মৃগেন্দ্রঃ পঞ্জরাদিব॥

যেমন সিংহ স্বীয় উদ্যোগদ্বারা পিঞ্জর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ উদারস্বভাব যত্নশীল ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষবলে সাধুসঙ্গাদিরূপ সদুপায় অবলম্বন করিয়া এই সংসাররূপ মায়াবন্ধন হইতে অনায়াসে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে॥ ঐ ২৮।

উরূদরোরঃস্থানেষু প্রবিষ্টঃ তদিতি শ্রুতিঃ।
তত্রাপি পৌরুষো দেহঃ সম্পন্নাখিলসাধনঃ॥
বিশদাত্মাববোধায় স্বাদাবিরিতি হি শ্রুতিঃ।
কর্ত্তব্যং হিতমস্মভ্যমৈশ্চোক্তং শ্রুতিসম্মতম্॥

স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন যে, সর্ব্বগত পরমাত্মা প্রাণোপাধি আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের উরু, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং সেই প্রাণিগণের মধ্যে মানব দেহই ব্রহ্মজ্ঞানের সমস্ত সাধনসম্পন্ন। অতএব, মানব দেহেই নির্ম্মল পরমাত্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং সনকাদি ঋষিগণও বেদসম্মত ব্রহ্মজ্ঞানই হিতসাধন বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন॥

আত্ম-পু ১।৪৬-৪৭।

লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্লভং
তত্রাপি পুংস্বং শ্রুতিপারদর্শনং।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥

কোন পুণ্যফলে এমন দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, তাহাতে আবার পুরুষত্ব ও শ্রুতিপারদর্শীত্ব অর্থাৎ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি ভবার্ণব হইতে আত্মোদ্ধারে যত্নবান্ না হয়, সেই মূঢ়বুদ্ধি সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অসৎ সংসার গ্রহণ জন্য নিজ আত্মাকে নাশ

করে ; অতএব তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে (১) ॥ বি-চূ ৪ ।

ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্ল্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥

যে ব্যক্তি এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম, তাহাতে আবার পুরুষ-শরীর লাভ করিয়াও (আত্মোদ্ধাররূপ) স্বার্থ সাধন বিষয়ে অনবধান হয়, তাহার অপেক্ষা মূঢ়বুদ্ধি আর কে আছে? ঐ ৫ ।

---

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "স্থাবরং বিংশ লক্ষস্তু জলজা নবলক্ষকা। কৃমিজা রুদ্রলক্ষস্তু পশূনাং দশ লক্ষকা। অণ্ডজা ত্রিংশ লক্ষস্তু চতুর্লক্ষস্তু মানবা"— অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবর বিংশতি লক্ষ, জলচর নবলক্ষ, কৃমি কীটাদি একাদশ লক্ষ, পশু দশ লক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ ও পতঙ্গাদি ত্রিংশৎ লক্ষ এবং মনুষ্য চতুর্লক্ষ, এইরূপে জীবগণকে সর্ব্বশুদ্ধ চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। উক্ত চতুর্লক্ষ মনুষ্য জন্মের মধ্যে দুই লক্ষ জন্ম হীন জাতিতে, তদনন্তর এক লক্ষ জন্ম বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বংশে অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে বহুপুণ্যফলে দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ হয়। অতএব যে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার আত্মাকে ভববন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান্ না হয়, সেই ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলা যায়। পণ্ডিতেরা জ্ঞান নাশকেই আত্মা দ্বারা আত্মার নাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মা দ্বারা আত্মার নাশ অপেক্ষা ইহলোকে পুরুষের অধিকতর স্বার্থনাশ আর কিছুই নাই ; কারণ, আত্মার নিমিত্তই মনুষ্য অন্য বস্তুকে ভাল বাসিয়া থাকে। আর, কাম ও বিষয়-চিন্তাকেই পুরুষের স্বার্থ-নাশ বলিতে হইবে ; কারণ ঐ দুয়ের দ্বারাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য জড়তা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ সেই পাপাত্মাকে পুনরায় কর্ম্মসূত্রানুসারে পূর্ব্বোক্ত অধম যোনিগত যাতনা সমূহ ভোগ করিতে হয় ॥

জন্মপ্রবন্ধ ময়মাময় মেব জীবো
বুদ্ধৈহিকং সহজ পৌরুষমেব সিদ্ধ্যৈ।
শান্তিং নয়ত্ন বিতথং ন বরৌষধেন
মিষ্টেনতুষ্ট পরপণ্ডিত সেবনেন ॥

(অতএব) বুদ্ধিমান পুরুষগণ এই সংসারে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত ঐহিক পৌরুষকেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির কারণ জানিয়া সাধুসেবারূপ মহৌষধ সেবন করিয়া জন্মপ্রবন্ধরূপ মহারোগের শান্তি করুন্ ॥

যো-বা-রা ২।৬।৪৪ ।

সুজনেন বিরক্তেন সংসারোত্তরণার্থিনা।
সহ চাপাত্মবিদ্বাং সংসৃতিং প্রবিচারয়েৎ ॥

যে সুজন ব্যক্তি বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমুৎসুক হন, তাঁহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানীর সহিত সহবাস করিয়া সংসারের মূল কি? পর্য্যবসান কি? সার কি? এবং কিরূপেই বা ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়? এই সকল বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য ॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ ।

অর্দ্ধংমিথঃ সৎকথয়া ভাগঃ শাস্ত্রবিচারণৈঃ।
আত্মপ্রত্যয়তঃ শিষ্টমবিদ্যায়া নিবর্ত্ততে ॥

বিবিধ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিলে অবিদ্যার অর্দ্ধাংশ বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্র-

বিচার করিলে "আমি, তুমি প্রভৃতি" মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যার চতুর্থাংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবশিষ্ট চতুর্থাংশ নিবর্ত্তিত হয়॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

চতুর্ভাগাত্মনি ক্লতে ইত্যবিদ্যাক্ষয়ে ক্রমাৎ।
সমকালাচ্চ যচ্ছিষ্টং তদনামার্থসন্ময়ং॥

জ্ঞানভূমিকাভ্যাস-কালে ক্রমে ক্রমে অবিদ্যার চারিভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নামার্থ বর্জ্জিত সন্ময় (ব্রহ্ম) পদার্থ বলিয়া জানিবে॥ ঐ।

অববোধং বিদু জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকং।
মুক্তিস্তুজ্ঞেয়নিত্যুক্তো ভূমিকাসপ্তকাৎপরং॥

(এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানভূমিকার বিষয় কথিত হইতেছে)—বোধের নাম জ্ঞান জানিবে, এই জ্ঞানভূমি সপ্ত প্রকার। যিনি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই মোক্ষভাগী হইয়া জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মপদ লাভ করেন॥

যো-বা-রা ৩।১১৮।৩।

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্তাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা গতি।
আসামন্তে স্থিতা মুক্তির্যস্যাং ভূয়ো নশোচতে॥

প্রথমা জ্ঞানভূমির নাম শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া বিচারণা, তৃতীয়া তনুমানসা, চতুর্থী সত্তাপত্তি, পঞ্চমী অসংসক্তি, ষষ্ঠী পদার্থাভাবনী এবং সপ্তমী তূর্য্যগা; এই সপ্ত প্রকার ভূমির অন্তে মুক্তি। সেই মুক্তিতে অবস্থিতি করিতে পারিলে জীবকে পুনরায় আর জরা মরণাদির শোক করিতে হয় না॥ যো-বা-রা ৩।১১৮।৪-৫।

এতাসাং ভূমিকানাং ত্বমিদং নির্ব্বচনং শৃণু।
স্থিতঃ কিং মূঢ়এবাস্মি যোক্ষ্যেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

এক্ষণে তুমি এই সমস্ত ভূমির সবিশেষ লক্ষণ শ্রবণ কর। "আমি কেন মূঢ় হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, আমি সৎশাস্ত্র ও সজ্জনে অনুরক্ত হইব", এইরূপ যে পূর্ব্ব বৈরাগ্য বাসনা, তাহাই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শুভেচ্ছা নামে কথিত হয়॥ ঐ ৬।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কৈর্বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকং।
সদাচারপ্রবৃত্তা যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥

বৈরাগ্যের অভ্যাস পূর্ব্বক সেই সৎশাস্ত্র ও সজ্জন সম্পর্কীয় সদাচারে যে প্রবৃত্তি সমুদিত হয়, তাহাই বিচারণা নামে অভিহিত হয়॥

ঐ ৭।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যাং ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বরক্ততা।
যত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা॥

এই শুভেচ্ছা ও বিচারণাদ্বারা

ইন্দ্রিয় বিষয়ে যে বিরক্তি জন্মে, তাহাই মনের স্থূল বাসনা পরিত্যাগ দ্বারা তনুতা অর্থাৎ সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি হেতু তনুমানসা নামে কথিত হয় ॥

যো-বা-রা ৩।১১৮।৮ ।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেতোঽর্থে বিরতের্বশাৎ ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতে শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা ॥

উক্ত শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই ভূমিত্রয়ের অভ্যাসদ্বারা দৃশ্য বস্তুতে চিত্তের বিরতি সমুপস্থিত হওয়াতে যে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মাতে অবস্থিতি, অর্থাৎ আত্মাই সত্য, অন্য কিছুই নাই, এইরূপ ভাবে যে অবস্থিতি তাহাই সত্ত্বাপত্তি নামে উদাহৃত হয় ॥ ঐ ৯ ।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলান যঃ ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারঃ প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা ॥

পূর্ব্বোক্ত শুভেচ্ছা প্রভৃতি দশা চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারা বিষয়ে অসংসর্গ ফল সমুৎপন্ন হওয়াতে সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম অসংসক্তি ॥ ঐ ১০ ।

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশং ।
অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥
পরং প্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেন বিবোধনং ।
পদার্থভাবনা নাম ষষ্ঠী সংজায়তে গতিঃ ॥

উক্ত শুভেচ্ছাদি পঞ্চ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাসদ্বারা স্বীয় আত্মাতে অতিশয় রমণ হেতু বাহ্য ও অন্তরের পদার্থ ভাবনা এককালে দূরীভূত হইয়া পরব্রহ্মে চিরপ্রযত্ন দ্বারা যে ব্রহ্মভাবনা সমুপস্থিত হয়, তাহাই পদার্থাভাবনা নাম্নী ষষ্ঠী জ্ঞানভূমিকা ॥

যো-বা-রা ৩।১১৮।১১-১২ ।

ভূমিষট্কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ ।
যৎস্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তূর্য্যগা গতিঃ ॥

উক্ত ষড়্‌বিধ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা ভেদ জ্ঞানের অভাব হইলে যে স্বভাবিকী একনিষ্ঠত্ব সমুদিত হয়, তাহাকে তূর্য্যগাগতি বলিয়া জানিবে ॥ ঐ ১৩ ।

এষা হি জীবন্মুক্তেষু তূর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে ।
বিদেহমুক্তিবিষয়ং তূর্য্যাতীতমতঃ পরং ॥

এই তূর্য্যগা অবস্থা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। ইহার পর বিদেহ মুক্তি বিষয়ক তূর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ ॥ ঐ ১৪ ।

যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিকাগতাঃ ।
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎ পদমাগতাঃ ॥

হে রামচন্দ্র! যে মহাভাগ মহাত্মাগণ সপ্তম অবস্থা, অর্থাৎ তূর্য্যগাগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই আত্মাতে দৃঢ় আরাম প্রাপ্ত হইয়া মহৎ পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ঐ ১৫ ।

ভূমিকাসপ্তকং ত্বেতৎ ধীমতামেব গোচরং।
প্রাপ্তাজ্ঞানদশামেতাং পশুম্লেচ্ছাদয়োপি যে॥
সদেহা বা বিদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥

এই সপ্তপদী ভূমি কেবল জ্ঞানিগণেরই জানিবার বিষয়। কিন্তু পশু ও ম্লেচ্ছাদি জীবগণও, সদেহই হউক অথবা বিদেহই হউক, এই সমস্ত জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইতে পারিলে, অবশ্যই মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥

যো-বা-রা ৩।১১৮।১৮-১৯।

এতাসু ভূমিষু জয়ন্তি হি যে মহান্তো
বন্দ্যাস্ত এব বিজিতেন্দ্রিয়শত্রবস্তে।
সম্রাট্ স্বরাড়পি চ যত্র তৃণায়তে তৎ
সারং পদং জগতি তে সমবাপ্নুবন্তি॥

এই সমস্ত জ্ঞানভূমিতে যে মহান্ ব্যক্তিগণ জয় লাভ করেন, সেই ইন্দ্রিয় শত্রুবিজয়ী মহাত্মাগণই বন্দনীয়। তাঁহারা সম্রাট্ বিরাটকেও তৃণতুল্য করিতে পারেন, (কারণ) তাঁহারাই জগতের সার ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন॥ ঐ ২৩।

প্রবৃত্তশ্চ নিবৃত্তশ্চ ভবতি দ্বিবিধঃ পুমান্।
স্বর্গাপবর্গোন্মুখয়োঃ শৃণু লক্ষণমেতয়োঃ॥

(যদি এমন আশঙ্কা কর যে, কি প্রকারে উক্ত সপ্তবিধ যোগভূমির অভ্যাস করা যায় এবং সেই সকল ভূমিকার অভ্যাসকারী যোগিগণের চিহ্নই বা কিরূপ? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে)—স্বর্গ এবং অপবর্গের উন্মুখ বেদমার্গানুগামী প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত এই দ্বিবিধ পুরুষ সংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।১।

কিয়ত্তন্নাম নির্ব্বাণংবরং সংসৃতিরেব মে।
ইতি কর্ত্তব্যকর্ত্তা যঃ স প্রবৃত্ত ইতি স্মৃতঃ॥

"যে নির্ব্বাণমুক্তির লক্ষণ সর্ব্ববিষয়শূন্যতা, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? আমার বিবেচনায় বিবিধ ভোগসম্পন্না সংসারই শ্রেষ্ঠ," এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রবৃত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ঐ ২।

চলার্ণবযুগচ্ছিদ্রকূর্ম্মগ্রীবাপ্রবেশবৎ।
অনেক জন্মনামন্তে বিবেকী জায়তে পুমান্॥

চঞ্চল উভয় সমুদ্রের সঙ্গমস্থলস্থিত কূর্ম্মের গ্রীবাসঙ্কোচের ন্যায় বহু জন্ম সুখদুঃখভোগান্তে অসংখ্য নরগণের মধ্যে দৈবাৎ কোন কোন ব্যক্তির বিবেকোৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ঐ ৩।

অসারা বত সংসারব্যবস্থালং মমৈতয়া।
কিংকর্ম্মভিঃ পর্য্যষিতৈর্দিনৈঃ তৈরেব নীয়তে॥
ক্রিয়াতিশয়নির্ম্মুক্তং কিং স্যাদ্বিভ্রমণং পরং।
ইতি নিশ্চয়বন্ যোঽন্তঃ স নিবৃত্ত ইতি স্মৃতঃ॥

"এই সংসার-ব্যবস্থা অতি অসার, ইহাতে পরিণাম-বিরস কর্ম্মে আমার প্রয়োজন কি ? ক্রিয়াতিশয়-নির্ম্মুক্ত কূটস্থ আত্মাতে যে বিশ্রাম তাহাই পরম সুখ," যিনি অন্তরে এইরূপ অবধারণ করেন, তিনিই নিবৃত্ত নামে কথিত হন ॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৪-৫।

কথংবিরাগবান্ ভূত্বা সংসারাব্ধিং তরাম্যহং ।
এবং বিচারণপরো যদা ভবতি সন্মতিঃ ॥
বিরাগমুপযাত্যান্তর্ভাবনাস্বনুবাসরং ।
ক্রিয়াসু দাররূপাসু ক্রমতে মোদতেঽন্বহং ॥
গ্রাম্যাসু জড়চেষ্টাসু সততং বিচিকিৎসতি ।
নোদাহরতি মর্ম্মাণি পুণ্যকর্ম্মাণি সেবতে ॥
মনোঽনুদ্বেগকারীণি মৃদুকর্ম্মাণি সেবতে ।
পাপাদ্বিভেতি সততং ন চ ভোগমপেক্ষতে ॥
স্নেহপ্রণয়গর্ভাণি পেশলান্যুচিতানি চ ।
দেশকালোপপন্নানি বচনান্যভিভাষতে ॥
তদাসৌ প্রথমামেকাং প্রাপ্তো ভবতি ভূমিকাং ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা সজ্জনানুপসেবতে ॥

"আমি কি প্রকারে বৈরাগ্যবিশিষ্ট হইয়া সংসার সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইব," যখন শিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বিচারপরায়ণ হন, যখন তাঁহার অন্তঃকরণে ভোগসাধন বিষয়ে প্রতিদিন বিরাগ উপস্থিত হয়, যখন তিনি চিত্তশুদ্ধির অনুকূল দেবারাধনাদি ক্রিয়ায় অনুদিন আনন্দিত থাকেন, জড়জনোচিত গ্রাম্য ব্যাপারে ঘৃণা বোধ করেন, অন্যের রহস্যদোষ কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন, অনুদ্বেগকর ও অল্পায়াসসাধ্য যম নিয়মাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পাপ হইতে সতত ভীত থাকেন, কোনও প্রকার ভোগের অপেক্ষা করেন না, স্নেহসূচক কোমল প্রণয়-গর্ব্ভ দেশকালোপপন্ন উচিত বাক্য সকল কহিয়া থাকেন এবং বাক্য মন ও কর্ম্মদ্বারা সজ্জনগণের সেবা করেন, তখন তিনি প্রথমা ভূমিকা প্রাপ্ত হন ॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৬-১১।

যতঃ কুতশ্চিদানীয় জ্ঞানশাস্ত্রাণ্যবেক্ষতে ।
এবং বিচারবান্ যঃ স্যাৎ সংসারোত্তারণং প্রতি ॥
স ভূমিকাবানিত্যুক্তঃ শেষঃ স্বার্থ ইতি স্মৃতঃ ।
বিচারনাম্নীমিতরামাগতো যোগভূমিকাং ॥

যিনি যে কোনও স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার আলোচনা করেন এবং বিচারপটুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসারোত্তরণে এইরূপ যত্নপরায়ণ হন, তিনিই প্রথমা ভূমিকা-প্রবিষ্ট বলিয়া উক্ত হন। আর, পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়রূপ সম্পত্তিবিহীন ও অন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জন দ্বারা উদর ভরণ-পোষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিই স্বার্থ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যোগের এই প্রথমাবস্থার পরে

বিচার নাম্নী অন্য যোগভূমিকার আবির্ভাব হয়॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।১২-১৩।

শ্রুতিস্মৃতিসদাচারধারণাধ্যানকর্ম্মণাং।
মুখ্যয়া ব্যাখ্যয়া খ্যাতাচ্ছ্রয়তে শ্রেষ্ঠপণ্ডিতান্॥

বিচার নাম্নী যোগভূমিকাশ্রয়ী ব্যক্তি শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, ধারণা ও ধ্যান কর্ম্মের মুখ্য প্রতিপাদ্য যোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-গণের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবেন॥ ঐ ১৪।

পদার্থ প্রবিভাগজ্ঞঃ কার্য্যাকার্য্যবিনির্ণয়ং।
জানাত্যধিগতশ্রব্যো গৃহং গৃহপতির্যথা॥

গৃহপতি যেরূপ গৃহের কোষ্ঠাদি সকলই অবগত থাকেন, তদ্রূপ তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের পদার্থ-গত বিভাগ ও কার্য্যাকার্য্য বিনির্ণয় সকলই অবগত হইতে পারেন॥

ঐ ১৫।

মদাভিমানমাৎসর্য্যমোহলোভাতিশায়িতাং।
বহিরপ্যাশ্রিতামীষত্ত্যজত্যহিরিব ত্বচং॥

সর্প যেরূপ যথাকালে স্বকীয় ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ মদ, অভিমান, মাৎসর্য্য, মোহ ও লোভের আতিশয্য লোকমর্য্যাদানুসারে বাহ্যে ঈষৎ আশ্রয় করিলেও তিনি উহা-দিগকে তখন ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে থাকেন॥ ঐ ১৬।

ইত্থংভূতমতিঃ শাস্ত্রগুরুসজ্জনসেবনাৎ।
স রহস্যমশেষেণ যথাবদধিগচ্ছতি॥

এইরূপ বিশুদ্ধ মতিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্র, গুরু ও সজ্জন সেবনদ্বারা আত্মরহস্য যথাবৎ অবগত হইতে পারেন॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।১৭।

অসংসঙ্গাভিধামন্যাং তৃতীয়াং যোগভূমিকাং।
ততঃ পতত্যসৌ কান্তঃ পুষ্পশয্যামিবামলাং॥

তদনন্তর কান্তের সুকোমল পুষ্প-শয্যায় পতনের ন্যায় তিনি অসং-সঙ্গনাম্নী তৃতীয় যোগভূমিকায় পতিত হইবেন॥ ঐ ১৮।

যথাবচ্ছাস্ত্রবাক্যার্থে মতিমাধায় নিশ্চলং।
তাপসাশ্রমবিশ্রামৈরধ্যাত্মকথনক্রমৈঃ॥
সংসারনিন্দকৈস্তদ্বদ্বৈরাগ্যাকরণক্রমৈঃ।
শিলাশয্যাসমাসীনো জরয়ত্যায়ুরাততং॥

তৎকালে তিনি যথাবৎ শাস্ত্রার্থ বাক্যে অচলা মতি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাপসগণের আশ্রমে বিশ্রাম, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কথন, সংসারনিন্দা ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শিলাশয্যায় সমাসীন হইয়া বিস্তৃত আয়ুকে জীর্ণ করিবেন॥ ঐ ১৯-২০।

বনবাসবিহারেণ চিত্তোপশমশোভিনা।
অসঙ্গসুখসৌম্যেন কালং নয়তি নীতিমান্॥

তখন সেই নীতিমান্ ব্যক্তি চিত্তের উপশমপ্রদ বনবাস বিহার ও অসঙ্গ-

সুখ লাভ করিয়া কালাতিপাত করিবেন॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।২১।

অভ্যাসাৎ সাধুশাস্ত্রাণাং করণাৎ পুণ্যকর্ম্মণাং।
জন্তোর্যথাবদেবেয়ং বস্তুদৃষ্টিঃ প্রসীদতি॥

সাধু-শাস্ত্রাভ্যাস এবং পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবগণের পরমার্থ দৃষ্টিপ্রসন্না হইয়া থাকে॥ ঐ ২২।

তৃতীয়াং ভূমিকাং প্রাপ্য বুধোঽনুভবতি স্বয়ং।
দ্বিঃপ্রকারমসংসঙ্গংতস্য ভেদমিমং শৃণু॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তৃতীয়া ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া দুই প্রকার অসংসঙ্গ (সঙ্গহীনতা) স্বয়ং অনুভব করিয়া থাকেন। সেই দুই প্রকার অসং-সঙ্গের বিভিন্নতা বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ কর॥ ঐ ২৩।

দ্বিবিধোঽয়মসংসঙ্গঃ সামান্যঃ শ্রেষ্ঠ এব চ।
নাহংকর্ত্তা ন ভোক্তা চ ন বাধ্যো ন চ বাধকঃ॥
ইত্যসংজনমর্থেষু সামান্যাসঙ্গনামকং।
প্রাক্কর্ম্মনির্ম্মিতং সর্ব্বমীশ্বরাধীনমেব চ॥

অসংসঙ্গ সামান্য ও শ্রেষ্ঠ এই দুই প্রকার। আমি কর্ত্তা নহি, ভোক্তা নহি, বাধ্য বা বাধক নহি। সুখ দুঃখ সমুদায় প্রাক্তন কর্ম্ম-নির্ম্মিত অথবা সকলই ঈশ্বরাধীন, এইরূপ নিশ্চয়তার নাম সামান্য অসংসঙ্গ॥ ঐ ২৪-২৫।

সুখং বা যদি বা দুঃখং কৈবাত্র মম কর্তৃতা।
ভোগাভোগা মহারোগাঃ সম্পদঃ পরমাপদঃ॥
বিয়োগায়ৈব সংযোগা আধয়ো ব্যাধয়ো ধিয়ঃ।
কালঃ কবলনোদ্যুক্তঃ সর্ব্বভাবাননারতং॥
অনাস্থয়েতি ভাবানাং যদভাবনমান্তরং।
বাক্যার্থলগ্নমনসঃ সামান্যোসারসঙ্গমঃ॥

সুখই হউক, কিম্বা দুঃখই হউক, তাহাতে আমার কর্তৃত্ব কি আছে? ভোগাভোগ সমস্ত মহারোগ স্বরূপ এবং সম্পদ পরম আপদ স্বরূপ। বিয়োগের নিমিত্তই সংযোগ, বুদ্ধির বৈকল্যই ব্যাধি; কাল সতত সকল ভাবকেই গ্রাস করণার্থ সমুদ্যত রহি-য়াছেন। দৃশ্যপদার্থের প্রতি অনাস্থা প্রযুক্ত অন্তরে যে এই প্রকার অভাবনার উদয় হয়, তাহাই সামান্য অসংসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।২৬-২৮।

সংসারাম্বুনিধেঃ পারে সারে পরমকারণে।
নাহং কর্ত্তেশ্বরঃ কর্ত্তা কর্ম্ম বা প্রাক্তনং মম॥
কৃত্বা দূরতরে নূনমিতি শব্দার্থভাবনং।
যন্মৌনমাসনং শান্তং তচ্ছ্রেষ্ঠাসঙ্গ উচ্যতে॥

সংসাররূপ অম্বুনিধির পারে সার পরম কারণ বিদ্যমান থাকিতে আমি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহি, কেবল ঈশ্বরই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, আমার পূর্ব্বকৃত বা ইদানীন্তন কোন কর্ম্মই নাই, এই প্রকার শব্দার্থ ভাবনাকে দূরীকৃত করিয়া শান্ত ও

মৌনভাবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত হইয়া যে অবস্থান, তাহার নাম শ্রেষ্ঠ অসঙ্গ ॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।২৯-৩০।

যন্নান্তর্ন বহির্নাধো নোর্দ্ধং নাশাসু নাম্বরে।
ন পদার্থে নাপদার্থে ন জড়ে ন চ চেতনে ॥
আসিতং ভাসনং শান্তমভাসং নভসা সমং।
অনাদ্যন্তমজং কান্তং তৎ শ্রেষ্ঠাসঙ্গ উচ্যতে ॥

যাহা অন্তরে বা বাহিরে নহে, অধঃ বা ঊর্দ্ধে নহে, দিঙ্মণ্ডলে বা আকাশে নহে, পদার্থে বা অপদার্থে নহে, জড়ে বা চেতনে নহে, ফলতঃ যাহা কোনও স্থানে অবস্থিত নহে, অথচ সর্ব্বব্যাপী, যাহা শান্ত ও দীপ্তিমান হইয়াও দীপ্তিবিহীন এবং আকাশতুল্য বিশদ, সেই আদ্যন্ত-বর্জ্জিত, অজ ও কমনীয় চিদ্রূপই শ্রেষ্ঠ অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৩১-৩২।

সন্তোষামোদমধুরঃ সৎকার্য্যামলপল্লবঃ।
চিত্তনালাগ্রসংলীনো বিঘ্নকণ্টকসংকটঃ ॥
বিবেকপদ্মোরূঢ়োঽন্তবিচারার্কবিকাশিতঃ।
ফলং ফলত্যসংসঙ্গাং তৃতীয়াং ভূমিকামিমাং ॥

যাহা সন্তোষরূপ সৌরভদ্বারা মধুর, গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি সৎকার্য্য যাহার পল্লব, যাহা চিত্তরূপ নালের অগ্রভাগে সংলীন, যাহা রাগাদি বিঘ্নরূপ কণ্টকদ্বারা সমাকীর্ণ এবং যাহা আত্মবিচাররূপ অর্কদ্বারা প্রকাশিত, সেই বিবেকরূপ পদ্ম যাহার অন্তরে নিরূঢ়, সেই অসৎ-সঙ্গই তৃতীয়া ভূমিকারূপ ফল প্রসব করে ॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৩৩-৩৪।

সমবায়াদ্বিশুদ্ধানাং সঞ্চয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং।
কাকতালীয়যোগেন প্রথমোদেতি ভূমিকা ॥

বিশুদ্ধচিত্ত তত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত মিলন ও পুণ্যকর্ম্মের সঞ্চয়দ্বারা কাকতালীয় যোগের ন্যায় দৈবাৎ প্রথমা ভূমিকার উদয় হয়॥ ঐ ৩৫।

ভূমিঃ প্রোদিতমাত্রৈবেরমৃতাঙ্কুরিকেব সা।
বিবেকেনাম্বুসেকেন রক্ষ্যা পাল্যা প্রযত্নতঃ ॥

সেই প্রথমা ভূমিকা অমৃতাঙ্কুরের ন্যায় সমুদিত হইবা মাত্র বিবেকরূপ জলসেকদ্বারা উহাকে অতি যত্ন-সহকারে রক্ষা ও পালন করা বিধেয় ॥ ঐ ৩৬।

এষা হি পরিমৃষ্টান্তরন্যাসাং প্রসবৈকভূঃ।
দ্বিতীয়াং ভূমিকাং যত্নাত্তৃতীয়াং প্রাপ্নুয়াত্ততঃ ॥

যত্নপূর্ব্বক এই ভূমিকা 'রক্ষিতা হইলে উহার পরবর্ত্তী অন্যান্য ভূমিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে দ্বিতীয় ভূমিকার প্রতি যত্নবান্ হইলে ক্রমে তৃতীয়া ভূমিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ঐ ৩৭।

শ্রেষ্ঠাসংসঙ্গতা হ্যেষা তৃতীয়াভূমিকাত্র হি।
ভবতি প্রোজ্‌ঝিতাশেষসংকল্পকলনঃ পুমান্ ॥

এই অসৎসঙ্গনাম্নী তৃতীয়া

ভূমিকাই শ্রেষ্ঠা। এই ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে জীবের অন্তঃকরণ হইতে অশেষ প্রকার সংকল্প দূরীভূত হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৩৮।

মূঢ়স্যারূঢ়দোষস্য তাবৎ সংসৃতিরাততা।
যাবজ্জন্মান্তরশতৈঃ কাকতালীয়যোগতঃ॥
অথবা সাধুসঙ্গত্যা বৈরাগ্যং নাভ্যুদেতি হি।
বৈরাগ্যেঽভ্যুদিতে জন্তোরবশ্যং ভূমিকোদয়ঃ॥

(যদি বল কামভোগে প্রবৃত্ত, অসৎকুলোৎপন্ন অধম, অপ্রাপ্তযোগি-সঙ্গম মূঢ় লোকদিগের সংসারো-ত্তরণের উপায় কি? অথবা প্রথমা, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া ভূমিকাতে আরূঢ় মৃত ব্যক্তির গতি কিরূপ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে যে),—দোষযুক্ত মূঢ় ব্যক্তি জন্মান্তরশত দ্বারা, অথবা কাকতালীয়-যোগে সাধুসঙ্গ লাভ দ্বারা যাবৎ প্রথমা ভূমিকা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ সংসার-বাসনা বিস্তৃত থাকে। সংসারে আসক্তি থাকা হেতুই বৈরাগ্যের উদয় হয় না, বৈরা-গ্যের উদয় হইলে অবশ্যই ভূমিকার উদয় হয় ॥ ঐ ৪৩-৪৪।

ততো নশ্যতি সংসার ইতি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহঃ।
যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ।
ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতং॥

ভূমিকার উদয় হইলে সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই শাস্ত্রের সার মর্ম্ম। যে ব্যক্তি যোগভূমিপ্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, ভূমিকার অংশানুসারে তাহার পূর্ব্ব দুষ্কৃতি সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৪৫।

ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ।
মেরূপবনকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ॥

তদনন্তর সেই ব্যক্তি সুরবিমানে আরোহণ করিয়া সুন্দরী রমণী-সম্ভোগ-সুখে রত হইয়া লোকপাল-পুরে অথবা মেরুর উপবন ও কুঞ্জ প্রভৃতি রমণীয় স্থানে বিহার করিতে থাকেন ॥ ঐ ৪৬।

ততঃ সুকৃতসম্ভারে দুষ্কৃতে চ পুরাকৃতে।
ভোগজালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাং
জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ॥

তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত সমূহ এবং ভোগজাল পরি-ক্ষীণ হইলে, তিনি এই ভূমণ্ডলে পবিত্র, শ্রীমান্, গুণবান্ ও সজ্জন লোকের গৃহে যোগীরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ যোগাভ্যাসচিত্তে কেবল যোগপথেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥ ঐ ৪৭-৪৮।

তত্র প্রাগ্ভাবনাভ্যস্তযোগভূমিক্রমং বুধাঃ।
স্মৃত্বা পরিপতন্ত্যাশ্চেরত্তরং ভূমিকাক্রমঃ॥

এইরূপে বুধগণ পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ-ভূমিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক উত্তরোত্তর উচ্চতর যোগভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৪৯।

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাচরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত আচারের অনুষ্ঠান করিয়া অবস্থান করেন,তিনিই আর্য্য বলিয়া পরিগণিত হন॥ ঐ ৫০।

প্রথমায়ামঙ্কুরিতং দ্বিতীয়ায়াং বিকাশিতং।
ফলীভূতং তৃতীয়ায়ামার্য্যত্বং যোগিনো ভবেৎ॥

শুভেচ্ছাদ্বারা প্রথমা ভূমি অঙ্কুরিত,তদনন্তর শ্রবণাদি প্রবৃত্তি দ্বারা দ্বিতীয়া ভূমি বিকাশিত এবং চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা তৃতীয়া ভূমি ফলিত হইলেই যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত আর্য্যত্ব লাভ করেন॥ ঐ ৫২।

আর্য্যতায়াং মৃতো যোগী শুভসংকল্পসংভৃতান্।
ভোগানভুক্ত্বা চিরং কালং যোগবাঞ্জায়তে পুনঃ॥

যোগী আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, শুভ সঙ্কল্প-সঞ্চিত দেবলোকাদি ভোগ সকল সম্পন্ন করণান্তর পুনরায় চিরকালের নিমিত্ত যোগবিশিষ্ট হইবার কামনা করিয়া জন্মগ্রহণ করেন॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৫৩।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাদজ্ঞানে ক্ষয়মাগতে।
সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে চিত্তে পূর্ণচন্দ্রোদয়োপমে॥
নির্বিভাগমনাদ্যন্তং যোগিনো যুক্তচেতসঃ।
সমং সর্ব্বং প্রপশ্যন্তি চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ॥

উক্ত ভূমিকাত্রিতয়ের অভ্যাসদ্বারা অজ্ঞানতা ক্ষয় হয় এবং সম্যক্‌রূপে জ্ঞানোদয় হইলে, চিত্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ভাব ধারণ করাতে যোগীগণ চতুর্থী ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া এই সমস্ত জগৎ বিভাগহীন,আদ্যন্ত-রহিত ও সর্ব্বত্র সমভাবে অব-লোকন করেন॥ ঐ ৫৪-৫৫।

অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতেপ্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোঁকাংশ্চতুর্থীং ভূমিকামিতা॥

যোগী চতুর্থী ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দ্বৈতভাব প্রশান্ত ও অদ্বৈত-ভাব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন তিনি লোক সমুদয়কে স্বপ্নবৎ দর্শন করেন॥ ঐ ৫৬।

ভূমিকাত্রিতয়ং জাগ্রচ্চতুর্থী স্বপ্ন উচ্যতে।
বিচ্ছিন্নশরদভ্রাংশবিলয়ং প্রবিলীয়তে॥

প্রথম ভূমিকাত্রয় জাগ্রৎ এবং চতুর্থী স্বপ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, এই চতুর্থী ভূমিতে শরৎকালীন

বিচ্ছিন্ন মেঘাংশের ন্যায় যোগির স্বপ্নাবস্থাও বিলীন হইয়া যায় ॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৫৭।

সত্তাবশেষ এবাস্তে পঞ্চমীং ভূমিকাংগতঃ।
পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তপদনামিকাং ॥

পঞ্চমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে কেবল চিৎসত্তা মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং ইহাতে যোগীর সুষুপ্তপদে অবস্থিতি করা হয়, অর্থাৎ তিনি তৎকালে বহির্বৃত্তিনিরত হইয়াও অন্তর্মুখ হইয়া অদ্বৈতভাবে অবস্থিতি করেন এবং অত্যন্ত শান্ততাপ্রযুক্ত ঘোর নিদ্রালুর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৫৮।

ষষ্ঠীং তুর্য্যাভিধামন্যাং ক্রমাৎ ক্রমতি ভূমিকাং।
যত্র নাসন্নসদ্রূপো নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ ॥
কেবলং ক্ষীণমননমাস্তে দ্বৈতৈক্যনির্গতঃ।
নির্গ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তো বিভাবনঃ ॥

পঞ্চমী ভূমিকা অভ্যস্ত হইলেই ক্রমে তূর্য্যধাম ষষ্ঠীভূমিকা লাভ হয়। এই ভূমিকাতে সৎ বা অসৎ, অহং বা অনহং কিছুই নাই; ইহাতে দ্বৈতৈক্য অর্থাৎ দ্বিত্ব বা একত্ব জ্ঞান একেবারে বিনির্গত হইয়া যায় এবং তৎকালে সকল সন্দেহই দূরীভূত ও বাসনা-গ্রন্থি শিথিলীভূত হওয়াতে কেবল ক্ষীণমনন হইয়া জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি করা যায় ॥ ঐ ৬১-৬২।

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণঃকুম্ভ ইবার্ণবে।
অনির্ব্বাণোঽপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইবস্থিতঃ ॥

এই ভূমিকাস্থিত ব্যক্তি আকাশে শূন্যকুম্ভের ন্যায় অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য এবং সমুদ্রে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অন্তঃপূর্ণ ও বহিঃপূর্ণভাবে অবস্থিতি করেন। তখন তিনি চিত্রদীপের ন্যায় অনির্ব্বাণ হইয়াও নির্ব্বাণ-পদবী প্রাপ্ত হন ॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৬৩।

ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ
বিদেহমুক্ততা তূক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা ॥

এইরূপে তিনি ষষ্ঠী ভূমিকাতে অবস্থিতি করিয়া সপ্তমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সপ্তমী ভূমিকাতে বিদেহ মুক্তভাই উক্ত হইয়াছে, জীবন্মুক্ততা নহে, অর্থাৎ তখন বিদেহমুক্ততার আবির্ভাব হয় ॥ ঐ ৬৪।

অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা ভবভূমিষু।
কৈশ্চিৎসা শিবমিত্যুক্তা কৈশ্চিদ্‌ব্রহ্মেত্যুদাহৃতা ॥
কৈশ্চিৎপ্রকৃতিপুংভাব বিবেক ইতি ভাবিতা।
অন্যৈরপ্যন্যথা নানাভেদৈরাত্মবিকল্পিতৈঃ ॥

এই সপ্তমী ভূমিকা বাক্যের অগম্যা ও ভবভূমির সীমা। এই অবস্থাকে কেহ কেহ শিব, কেহ কেহ ব্রহ্মা, কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া বর্ণন করেন এবং অন্যেরা আত্মবিকল্পন দ্বারা ইহাকে নানা রূপে নির্দ্দেশ করেন ॥ ঐ ৬৫-৬৬।

সপ্তৈতা ভূমিকাঃপ্রোক্তা ময়া ভব রঘূদ্বহ।
আসামভ্যাসযোগেন ন দুঃখমনুভূয়তে॥

হে রঘূদ্বহ! এই আমি তোমার নিকট সপ্তভূমিকার বিষয় বর্ণন করিলাম। এই সকল ভূমি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্তীভূত হইলে জীবকে আর সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হয় না॥ যো-বা-রা ৬।১২৬।৬৭।

অত্যন্তমদোন্মত্তা মৃদুমন্থরচারিণী।
করিণী বিগ্রহব্যগ্রা মহাদশনদংশিনী॥
সা চেন্নিহন্যতে নূনমনন্তানর্থকারিণী।
তদেতাসু সমগ্রাসু ভূমিকাসু নরোজয়ী॥

(কিন্তু এই শরীরকাননে) অত্যন্ত মদোন্মত্তা, মৃদুমন্থরগামিনী, সতত সমরোদ্যুক্তা, বিশালদশনাবিশিষ্টা একটী করিণী আছে। যদি সেই অনন্ত অনর্থকারিণী করিণীকে সংহার করা যায়,তাহা হইলেই নরগণ এই সমুদায় ভূমিকাতে জয় লাভ করিতে পারেন। ঐ ৬৮-৬৯।

করিণী মদমত্তা সা যাবন্ন বিজিতোজসা।
কো নাম সুভটস্তাবৎ সম্পৎ সমরভূমিষু॥

যাবৎ বলপ্রভাবে সেই মদমত্তা করিণী বিজিতা না হয়, তাবৎ সমরভূমিতে কোন ব্যক্তিকেই সুযোদ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না॥ ঐ ৭০।

রামেচ্ছা নাম করিণী ইদং মেত্বিতিরূপিণী।
শরীরকাননে মত্তা বিবিধোল্লাসকারিণী॥
মনোগহনসংলীনা কর্ম্মদন্তদ্বয়ান্বিতা।
মদোঽস্যা বাসনাব্যূহঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্বপুঃ॥

হে রামচন্দ্র! এই করিণীর নাম ইচ্ছা এবং "ইহা আমার" এইরূপ জ্ঞানই ইহার রূপ; ইহা শরীর-কাননে বিবিধ উল্লাসসহকারে সতত প্রমত্তভাবে বিচরণ করিতেছে; ইহা মনোরূপ গহনে সংলীনা ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ দন্তদ্বয় যুক্তা। বাসনা সমূহ ইহার মদ; এই মদ সর্ব্বশরীর হইতে নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছে॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৭২-৭৩।

সংসারদৃষ্টয়ো রাম তস্যাঃসমরভূময়ঃ।
ভূয়ো যত্রানুভবতি নরো জয়পরাজয়ৌ॥

সংসার দৃষ্টিসমূহ ইহার সমর-ভূমিরূপে কল্পিত হয়; নরগণ পুনঃ পুনঃ এই সমরভূমিতে জয় পরাজয় অনুভব করিয়া থাকে॥ ঐ ৭৪।

ইচ্ছা নাগী নিহন্ত্যেষা কৃপণান্ জীবসঞ্চয়ান্।
বাসনেহামনশ্চিত্তং সংকল্পোভাবনং স্পৃহা॥
ইত্যাদিনিবহো নাম্নামস্যাস্ত্বাশয়কোশগঃ।
ধৈর্য্যনাম্না বরাস্ত্রেণ প্রস্থতামবহেলয়া।
নাগীং সর্ব্বাত্মিকামেতামিচ্ছাং সর্ব্বাত্মনা জয়েৎ॥

এই ইচ্ছারূপা নাগিনী সতত কৃপণ জীবসমূহকে বিনাশ করে। ইহা বাসনা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প,ভাবনা ও স্পৃহা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বারা চিত্তকোশে অবস্থিতি

করিতেছে। ধৈর্য্য নামক মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক "সকল বস্তুই আমি" এইরূপ ভাবনা দ্বারা এই নাগিনীকে অবলীলাক্রমে জয় করা যাইতে পারে॥

যো-বা-রা ৬।১২৬।৭৫-৭৬।

যাবদ্বস্ত্বিদমিত্যেবমিয়মন্তর্বিজৃম্ভতে।
তাবদুগ্রা কুসংসারমহাবিষবিসূচিকা॥
এতাবানেব সংসার ইদমস্ত্বিতি যন্মনঃ।
অস্য তূপশমো মোক্ষ ইত্যেবং জ্ঞানসংগ্রহঃ॥

যাবৎ "ইহা আমার" এইরূপে এই করিণী অন্তঃকরণ মধ্যে বিরাজিত থাকে, তাবৎ কুসংসাররূপা উগ্রা বিসূচিকা কোনক্রমেই শান্তি পাইবার নহে। (অধিক কি কহিব) বাসনাই সংসার, ইহার উপশম হইলে মোক্ষের উদয় হয়, ইহাই সার জ্ঞান॥ ঐ ৭৭-৭৮।

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়াশুভে পথি॥

জীবের এই বাসনা স্বরূপা প্রবল তরঙ্গিণী সৎ ও অসৎ উভয় পথবর্ত্তিনী হইয়া নিরন্তর ধাবমান হইতেছে; কিন্তু সৎপুরুষেরা স্বীয় পুরুষকারতা দ্বারা উহাকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারেন॥ যো-বা-রা ২।৯।৩০।

সন্দিগ্ধায়ামপিভৃশং শুভমেব সমাহর।
অস্যাস্ত বাসনাবৃদ্ধৌ শুভাদ্দোষো ন কশ্চন॥

বাসনা হইতে সমুৎপন্ন কর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অশুভকর কর্ম্ম সকল পরিহার পূর্ব্বক কেবল শুভ বাসনা বৃদ্ধির নিমিত্ত যত্ন কর, যেহেতু শুভ বাসনা বর্দ্ধিত হইলে তাহা হইতে কোন দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না॥ যো-বা-রা ২।৯।৩৮।

যদ্যদভ্যস্যতে লোকে তন্ময়ং নৈবভূয়তে।
ইত্যাকুমারং প্রাজ্ঞেষু দৃষ্টং সন্দেহবর্জ্জিতং॥

যে ব্যক্তি যে বিষয় উত্তম রূপে অভ্যাস করে, সে তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বাল্যকাল হইতে শাস্ত্রাভ্যাসে অনুরক্ত থাকেন বলিয়াই সম্যক্‌রূপে সন্দেহ বর্জ্জিত হন॥ ঐ ৩৯।

শুভবাসনয়াযুক্ত স্তদত্রভব ভূতয়ে।
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য বিজিতেন্দ্রিয় পঞ্চকং॥

শুভ বাসনাসম্ভূত পরম সুখ সংসাধনার্থ পৌরুষ সমাশ্রয় পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিবে, অর্থাৎ স্বীয় পুরুষার্থ প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণকে বলবান্ হইতে দিবে না॥

ঐ ৪০।

অব্যুৎপন্নমনা যাবত্তবান জ্ঞাততৎপদঃ।
গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্ত নির্ণীতং তাবদাচর॥

যদবধি তোমার চিত্ত শান্ত না হয়

এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ না হয়, তাবৎ গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হইবে॥ যো-বা-রা ২।৯।৪১।

ততঃ পক্ককষায়েন নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।
শুভোপ্যসৌত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা॥

অগ্রে রাগাদি মানস-মলভার পরিহারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ বিগতমনোজ্বর হইবে, তদনন্তর ঐ শুভ বাসনাকেও বিসর্জ্জন করিবে॥ ঐ ৪২।

যদিতি শুভগমার্য্যসেবিতং তচ্ছুভমনুস্মৃত্য মনোজ্ঞভাববুদ্ধ্যা।
অধিগময়পদং সদাবিশেষ স্তদনুতদপ্যবমুচ্য সাধুতিষ্ঠ॥

যাহা পরম হিতজনক ও সাধুজন-সেবিত, বিশুদ্ধ বাসনাসমুদ্ভূত বুদ্ধি দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া সেই পরমার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হও এবং সমদর্শী হইয়া পরিশেষে শুভবাসনাকেও পরিত্যাগ করতঃ সাধুস্বরূপে পরব্রহ্মে অবস্থিতি কর॥

যো-বা-রা ২।৯।৪৩।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

আত্মযোগ ও সমাধি।

লোকা বশীকৃতাস্তেন যেন চাত্মা বশীকৃতঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থমতস্তস্য যোগং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

যে ব্যক্তি আপনার মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার সকল লোকই জয় করা হইয়াছে। এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধক অশেষবিধ যোগের বিষয় বলিতেছি॥ দ-সং ৭।১।

নারণ্যসেবনাদ্‌যোগো নানেকগ্রন্থচিন্তনাৎ।
ব্রতৈর্যজ্ঞৈস্তপোভির্ব্বা ন যোগঃ কস্যচিদ্ভবেৎ॥
ন চ পদ্মাসনাদ্‌যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।
ন চ শাস্ত্রাতিরিক্তেন ন শৌচেন ভবেৎ ক্বচিৎ॥

ন মন্ত্রমৌনকুহকৈরনেকৈঃ স্বকৃতৈস্তথা।
লোকযাত্রাভিযুক্তস্য যোগো ভবতি কস্যচিৎ॥

অরণ্যে বাস করিলে যোগ হয় না, অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিলেও যোগ হয় না এবং ব্রত, যজ্ঞ বা তপস্যা করিলেও যোগ হয় না; পদ্মাসনে বসিলেও যোগ হয় না, নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিলেও যোগ হয় না, সংখ্যাতিরিক্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলেও যোগ হয় না এবং অনেক শৌচাচরণ করিলেও যোগ হয় না; মন্ত্রপাঠ, মৌনাবলম্বন, কুহক কিংবা

অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলেও যোগ হয় না, কিন্তু লোক-যাত্রায় অভিযুক্ত (অর্থাৎ বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত) কোন কোন ব্যক্তিরই যোগ সাধন হইয়া থাকে॥ দ-সং ৭।৪-৬।

অভিযোগাত্তথাভ্যাসাত্তস্মিন্নেব সুনিশ্চয়াৎ।
পুনঃপুনশ্চ নির্ব্বেদাদ্ যোগঃসিদ্ধতি যোগিনঃ॥

অভিযোগ (বৈরাগ্য), তাহার দৃঢ়াভ্যাস, তাহাতে সুনিশ্চয়তা ও নিরন্তর নির্ব্বেদতা অর্থাৎ অত্যুৎকট বৈরাগ্য দ্বারা যোগীদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ঐ ৭।

আত্মচিন্তাবিনোদেন শৌচক্রীড়নকে ন চ।
সর্ব্বভূতসমত্বেন যোগঃসিদ্ধ্যতি নান্যথা॥

পরমাত্মার চিন্তা বা ধ্যানরূপ বিনোদন (ক্রীড়া), শুচিতারূপ ক্রীড়নক (খেল্‌না) এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শীতা ভিন্ন কোন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয় না॥ ঐ ৮।

য আত্মমিথুনোনিত্যমাত্মক্রীড়স্তথৈব চ।
আত্মানন্দশ্চ সততমাত্মন্যেব স্বভাবতঃ॥
রতশ্চৈব স্বয়ংতুষ্ট সন্তুষ্টো নান্যমানসঃ।
আত্মন্যেব সুতৃপ্তোঽসৌ যোগস্তস্য প্রসিদ্ধ্যতি॥

যিনি সর্ব্বদা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সংযোগ করিয়া আত্মার সহিত ক্রীড়া ও আত্মাতেই আনন্দানুভব করেন এবং আত্মাতেই রত, সন্তুষ্ট ও অনন্যচিত্ত, এবম্বিধ আত্মতৃপ্ত ব্যক্তিরই প্রকৃষ্ট রূপে যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ দ-সং ৭।৯-১০।

সুপ্তোঽপি যোগযুক্তস্যাজ্জাগ্রচ্চাপি বিশেষতঃ।
ঈদৃক্‌চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাং॥

যিনি নিদ্রাবস্থায়, বিশেষতঃ জাগ্রদবস্থায় যোগযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, ঈদৃশ চেষ্টান্বিত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মবাদীগণের পূজ্য॥ ঐ ১১।

অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি।
ব্রহ্মভূতঃস এবেহ দক্ষপক্ষ উদাহৃতঃ॥

ফলতঃ যিনি জগতে আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, দক্ষের মতে তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন॥ ঐ ১২।

বিষয়াসক্তচিত্তো হি যতির্মোক্ষং ন বিন্দতি।
যত্নেন বিষয়াসক্তিং তস্মাদ্ যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥

বিষয়াসক্তচিত্ত যতি মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই কারণে যোগীগণ প্রযত্নসহকারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিবেন॥ ঐ ১৩।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ কেচিদ্‌যোগং বদন্তি বৈ।
অধর্ম্মো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা তু গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ॥
আত্মনো মনসশ্চৈব সংযোগস্তু তথাঽপরে।
উক্তানামধিকা হ্যেতে কেবলং যোগবঞ্চিতাঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি বলেন, ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। অপণ্ডিতেরাই এই

অধর্ম্মকে ধর্ম্মবুদ্ধিতে গ্রহণ করেন। অন্য কেহ কেহ বলেন,আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই যোগ হয়। ইহাঁরাও যোগবিষয়ে উক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সমধিক বঞ্চিত ॥

দ-সং ৭।১৪-১৫।

বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে॥

পরন্তু, মনকে বৃত্তিহীন করতঃ (নির্ব্বাত দীপের ন্যায়) স্থির করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একীভূত করিলে যে (সুখদুঃখ হইতে) বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহাকেই মুখ্য যোগ কহে॥ ঐ ১৬।

ইন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্গ্রামঃষষ্ঠস্তত্র মহত্তরঃ।
দেবাসুরৈর্মনুষ্যৈশ্চ স জেতুং নৈব শক্যতে॥

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে একটী গ্রাম হয়, তাহাতে যষ্ঠ (মন) প্রধান। এই মনকে কি দেবতা, কি অসুর, কি মনুষ্য, কেহই জয় করিতে সমর্থ হন না॥ ঐ ১৮।

মনস্যেবেন্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।
সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ॥

ইন্দ্রিয়গণকে মনেতে যোগ করিবে, তৎপরে মনকে আত্মাতে সংযোগ করিবে। তদনন্তর জীবাত্মাকে সর্ব্বভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া ব্রহ্মে লয় করিবে। ঐ ১৯।

বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নন্ শূরস্তু নোচ্যতে।
জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

যিনি বলপূর্ব্বক পররাষ্ট্র গ্রহণ করেন, তাঁহাকে শূর বলা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামকে জয় করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা শূর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

দ-সং ৭।২০।

বহির্ম্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
এতদ্ধ্যানং তথা জ্ঞানং শেষস্তু গ্রন্থবিস্তরঃ॥

সকল ইন্দ্রিয়েরই মুখ বহির্ভাগে বিদ্যমান আছে;অতএব উহাদিগের বহির্ম্মুখকে ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখ করিতে পারিলে, তাহাকেই ধ্যান ও তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, আর অন্যান্য সমস্তই কেবল পুস্তকরাশি মাত্র॥ ঐ ২১।

ত্যক্ত্বা বিষয়ভোগাংস্তু মনো নিশ্চলতাঙ্গতং।
আত্মশক্তিস্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যখন মন বিষয়ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া আত্মশক্তির স্বরূপে অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে সমাধি বলে॥ ঐ ২২।

চতুর্ণাং সন্নিকর্ষেণ ফলং যত্তদশাশ্বতং।
দ্বয়োস্তু সন্নিকর্ষেণ শাশ্বতং ধ্রুবমক্ষয়ং॥

বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, এতচ্চতুষ্টয়ের সংযোগে (সুখদুঃখরূপ) যে ফল লাভ হয়, তৎসমুদায়ই

নশ্বর ; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়ের সংযোগে যে ফল লাভ হয়, তাহাই নিত্য ও অক্ষয় ॥
দ-সং ৭।২৩।

যন্নাস্তি সর্ব্বলোকস্য তদস্তীতি বিরুধ্যতে।
কথ্যমানং তথাঽন্যস্য হৃদয়ে নাধিতিষ্ঠতি ॥

যাঁহার অস্তিত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট-লোকে নাই, অথচ কেবল তিনিই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার বিষয় বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না এবং ব্যক্ত করিলেও অন্যের হৃদয়ঙ্গম হয় না ॥ দ-সং ৭।২৪।

স্বয়ং বেদ্যঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম কুমারীমৈথুনং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটং ॥

সেই অব্যক্ত পরব্রহ্ম কুমারী-স্ত্রীর মৈথুন-সুখের ন্যায় স্বয়ংই অনুভূত হন, কিন্তু জন্মান্ধ ব্যক্তির ঘট পটাদি জ্ঞানের ন্যায় অযোগী ব্যক্তিরা তাঁহাকে কোন ক্রমেই জানিতে পারে না ॥ ঐ ২৫।

জানাত্যাত্মনি যো ব্রহ্ম স যোগীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
নিত্যাভ্যসনশীলস্য স্বয়ং বেদ্যং হি তদ্ভবেৎ।
তৎসূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরংব্রহ্ম সনাতনং ॥

যে ব্যক্তি আপনার আত্মাতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই যোগী বলেন। সেই সনাতন পরব্রহ্ম অতিশয় সূক্ষ্মত্ব-প্রযুক্ত নির্দ্দেশাতীত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, কিন্তু নিত্য অভ্যাসশীল ব্যক্তির পক্ষে তিনি স্বয়ংই বেদ্য (অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ দ সং ৭।২৬।

আত্মভাবং নয়ত্যেবং তদ্‌ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃশক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥

চুম্বক যেমন আত্মশক্তি দ্বারা বিকারী লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ পরমব্রহ্ম, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিকে আপনার সহিত একীভূত করেন ॥ বি-পু ৬।৭।৩০।

অরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বং সন্তমসে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥

যে প্রকার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণ আগমন করিয়া তমরাশি নষ্ট করিলে পর সূর্য্যদেব স্বয়ং প্রকাশিত হন, সেই প্রকার অগ্রে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানরূপ আলোক সমুদিত হইয়া অজ্ঞানরূপ তিমির বিনষ্ট করিলে তৎপশ্চাৎ পরামাত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হন ॥ আ-বো ৪২।

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥

(অতএব) বিবেক অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী নির্জ্জন দেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মভাব ধ্যান করিবে,

যেহেতু একাকী ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মোক্ষরূপ পরমশ্রেয় লাভ করেন (১) ॥

ম সং ৪।২৫৮।

যোগস্তপ্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা ॥

মৌনাবলম্বন, অপ্রতিগ্রহ, নিস্পৃহা, নিশ্চেষ্টা ও নিরন্তর বিজনাশ্রয়, এই কএকটী যোগের প্রথম দ্বারস্বরূপ হয় ॥ বি-চূ ৩৬৯।

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥

বস্তুতঃ যতিগণের পক্ষে নিঃসঙ্গতাই মুক্তির আকর, কারণ সংসর্গ হইতে অশেষ দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অল্প সিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধপ্রায় যোগিগণকেও সংসর্গদোষে অধঃপতিত হইতে হয় ॥ বি-পু ৪।২।৫২।

সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥

অধিক সম্মানের দ্বারা যোগসিদ্ধির হানি হয়, এই কারণে যোগীগণ জনসমাজে অবমাননা স্বীকার করিয়াও যোগসিদ্ধি লাভ করেন ॥ বি-পু ২।১৩।৪২।

তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাংমার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিং ॥

অতএব যোগীগণ সাধু সমাদৃত মার্গ দূষিত না করিয়া এমন ভাবে বিচরণ করিবেন যেন সাধারণ লোক সকল তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার সংসর্গে না আইসে ॥

ঐ ৪৩।

সত্ত্বোৎকটাঃ সুরাস্তেঽপি বিষয়েন বশীকৃতাঃ।
প্রমাদিভিঃ ক্ষুদ্রসত্ত্বৈর্মনুষ্যৈরত্র কা কথা ॥

যখন অতিশয় সত্ত্বগুণাবলম্বী সুরগণও বিষয়ের বশীভূত, তখন প্রমত্ত ও ক্ষুদ্রসত্ত্ব মনুষ্যগণের কথা আর কি কহিব? ॥ দ-সং ৭।২৮।

ন স্থিরং ক্ষণমপ্যেকমুদকঞ্চ যথোর্ম্মিভিঃ।
বাতাহতং তথা চিত্তং তস্মাত্তস্য ন বিশ্বসেৎ ॥

যেমন বাতাহত জল ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই উর্ম্মিময় হইতে থাকে, সেইরূপ বিষয়াহতচিত্ত সততই চঞ্চল থাকে, অতএব জয় করিয়াছি বলিয়া মনকে কখনই বিশ্বাস করিবে না (১) ॥ ঐ ৩০।

---

(১) যেহেতু এই জগতে সংসর্গী লোকমাত্রেই নানাবিধ পাপকর্ম্মে আবদ্ধ হয় এবং সঙ্গরহিত হইলেই সুখী হয়; এই কারণে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা সংসর্গদোষ পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥

(১) যেমন শঠ কিরাত মৃগকে ধারণ করিয়াও তাহার প্রতি বিশ্বাস করে না, সেইরূপ এই সংসারে যে সকল লোক বুদ্ধিমান্, তাঁহারা চঞ্চল বলিয়া আপন

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥

যে ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অনুরাগ ঘটাদি আকার-বিশিষ্ট পদার্থ সকলের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার মনে কেবল সেই সকল পদার্থই সমুদিত হয়, যাহার অন্তঃকরণ শূন্যভাবাপন্ন হয়, তাহার চিত্ত শূন্যময় হয় এবং যাহার চিত্ত-বৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে অনুগত হয়, সে ব্যক্তি পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করে। অত-এব জ্ঞানী ব্যক্তিরা পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মময়ী বৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানুরাগ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবেন॥ অ-অ ১২৯।

যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে॥

যাঁহারা ব্রহ্মবৃত্তিকে জানেন এবং জানিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ, তাঁহারাই ধন্য-জন্মা এবং তাঁহারাই ত্রিভুবনের বন্দনীয় হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের তুল্য পূজনীয় আর কেহই নাই॥

অ-অ ১৩১।

যেষা বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাংপ্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ॥

যাঁহাদিগের ব্রহ্মবৃত্তি নিরন্তর অভ্যাসদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পরিপক্ক হয়, তাঁহারাই সৎস্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে মৌখিক বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তিরা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে না॥ ঐ ১৩২।

কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেপ্যজ্ঞানিতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥

যাহারা ব্রহ্মবিষয়ে আন্তরিক অনুরাগবিহীন হইয়া সর্ব্বদা কেবল ব্রহ্মবিদ্যা বিচারে কৌশল ও প্রীতি প্রকাশ করে, তাহারা অত্যন্ত অজ্ঞানী; তাহারা এই সংসারে কেবল পুনঃ পুনঃ যাতায়াতই করিতে থাকে॥ ঐ ১৩৩।

নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ॥

মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিরা নিমে-ষার্দ্ধকালও ব্রহ্মবৃত্তিবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিবেন না, পরন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায়, সনকাদি মুনিবর্গের

মনকে সমুচিত বিশ্বাস করেন না। কারণ, পূর্ব্বে এই চঞ্চল মনকে বিশ্বাস করাতেই অনেক সমর্থ ব্যক্তিরও তপস্যা ভ্রষ্ট হইয়াছিল। যেরূপ পুংশ্চলীপত্নী জারদিগকে সুযোগ দেখাইয়া আপন স্বামীর প্রাণ সংহার করায়, সেইরূপ যে যোগী মনকে বিশ্বাস করেন, মন তাঁহাকে আক্রমণ করি-বার নিমিত্ত কামকে ও কামের অনুচর রিপুবর্গকে অব-কাশ প্রদান করে। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, ভয় ও অন্যান্য কর্ম্মজন্য বন্ধন, এ সমুদায়ই মন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উহাকে স্বীয় বশবর্ত্তী বলিয়া কখনই বোধ করিবেন না॥

ন্যায় এবং শুকাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি-দিগের ন্যায় তাঁহারা অনন্যচিত্তে নিয়তই ব্রহ্মচিন্তনে কেবল তৎপর হইয়া থাকিবেন ॥ অ-অ ১৩৪।

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদিচেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
তএবমুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥

যিনি সমাধিযুক্ত হইয়া বাহ্য বস্তু সকল, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, চিত্ত, জীবাত্মা ও অহংবুদ্ধি প্রভৃতিকে চিদাত্মায় লয় করিয়া অবস্থিতি করেন, তিনিই ভবপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন; পরন্তু যাহারা কেবল মুখেই পরোক্ষদর্শী অর্থাৎ অহংব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করে, তাহারা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥

বি-চু ৩৫৮।

উপাধিযোগাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধের্ব্বিলয়ায় বিদ্বান্
বসেৎ সদা কল্পসমাধিনিষ্ঠয়া ॥

উপাধির সংযোগনিবন্ধন স্বয়ং আত্মা ভিন্ন রূপে বোধ হয়, এবং উপাধির নাশ হইলে কেবল একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অতএব সুপণ্ডিত পুরুষ উপাধির বিলয়ার্থ আমরণকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিকল্প সমাধিনিষ্ঠায় অবস্থিতি করিবেন ॥

ঐ ৩৫৯।

সতি সক্তো নরো যাতি তদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥

ব্রহ্মাসক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মৈকনিষ্ঠা দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন, যেমন তৈলপায়িকা (আরসুলা) নিরন্তর ভ্রমরকীট অর্থাৎ কাঁচ-পোকাকে ধ্যান করিতে করিতে ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ বি-চু ৩৬০।

অতীবসূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তু মর্হতি।
সম ধিনাত্যন্ত সুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা
জ্ঞাতব্যমার্য্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥

অতিশয় সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্ব স্থূল দৃষ্টিদ্বারা কেহই অবগত হইতে পারে না, কিন্তু কেবল বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারাই অত্যন্ত সূক্ষ্মবৃত্তি অর্থাৎ সমাধিদ্বারা জানিবার যোগ্য হয়েন ॥ ঐ ৩৬২।

যথা সুবর্ণং পুটপাকশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বং ॥

যেমন সুবর্ণ পুটপাকদ্বারা শোধিত হইলে মলাদি পরিত্যাগানন্তর স্বকীয় গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনঃ ধ্যানাদি দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ মলকে পরিহার করিয়া পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ ৩৬৩।

নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং
পক্কং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সম ধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ
স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ॥

এই প্রকার সতত অভ্যাস বশতঃ গুণরহিত মনঃ যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তখন সেই বিকল্পবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি স্বয়ংই অখণ্ড আনন্দরস অনুভব করায়॥ বি-চূ ৩৬৪।

সমাধিনানেন সমস্তবাসনা-
গ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্ম্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বদা
স্বরূপবিস্ফূর্ত্তিরযত্নতঃ স্যাৎ॥

পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা সমুদায় বাসনা-গ্রন্থি ও অখিল কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ফলতঃ তৎকালে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অন্তর্বাহ্যে বিনা যত্নে আত্মস্বরূপের বিস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৬৫।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্ব্বিকল্পকং॥

শ্রবণ (১) অপেক্ষা মনন (২) শতগুণে শ্রেষ্ঠ, মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন (৩) লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্ব্বিকল্প সমাধি (৪) অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ॥ বি-চূ ৩৬৬।

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং
ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবং।
অন্যথা চলতয়া মনোগতেঃ
প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ॥

নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চিত স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন মনোগতির চঞ্চলতা প্রযুক্ত অন্তঃকরণে অপরাপর পদার্থ-জ্ঞান মিশ্রিত হয়, অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান সমুদিত হয়॥ ঐ ৩৬৭।

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ
বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্ব্বিকল্পে
বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥

অতএব, বাক্যকে মনেতে লয়

(১) বেদান্তাদি শাস্ত্র বিচারদ্বারা (জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি) মহাবাক্য সকলের অর্থানুসন্ধান করাকে পরব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ বলা যায়।

(২) বেদান্তবিচার হইতে সম্ভাবিত পরব্রহ্মের নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ নিশ্চিত হইলে যুক্তি দ্বারা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করাকে পরব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়।

(৩) পূর্ব্বোক্ত শ্রবন ও মনন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরব্রহ্মের নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে সংস্থাপিত অন্তঃকরণের যে একাগ্রতা, তাহাকে নিদিধ্যাসন বলে।

(৪) উক্ত নিদিধ্যাসন কালে এরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি ও পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয় বস্তু; কিন্তু যে কালে ধ্যাতা এবং ধ্যান এতদ্দুয়ের জ্ঞানাভাব হইয়া কেবল ধ্যেয় পরব্রহ্মে একাগ্র হইয়া নির্ব্বাত দীপের ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল স্থিরতর হয়, সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা যায়॥

কর, মনকে বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধিকে বুদ্ধির সাক্ষিরূপী জীবাত্মাতে লয় কর এবং পরিশেষে জীবাত্মাকে নির্ব্বিকল্প পূর্ণ ব্রহ্মেতে লয় করিয়া পরম শান্তি লাভ কর॥ বি-চূ ৩৭১।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ।
বহির্ব্ব্যোমস্থিতং নিত্যং নাসাগ্রে চ ব্যবস্থিতং।
নিষ্কলংতং বিজানীয়াৎ শ্বাসো যত্রলয়ংগতঃ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি অবলম্বন করতঃ অজ্ঞানরহিত হইয়া নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, এবং নাসাগ্রভাগে ব্যবস্থিত যে বহিরাকাশে শ্বাসবায়ু লয় প্রাপ্ত হয়, অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তত্রস্থ জানিবে॥ উ-গী ১।১০

পুটদ্বয়বিনির্মুক্তো বায়ুর্যত্র বিলীয়তে।
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্বা তং ধ্যায়েৎপার্থ ঈশ্বরং॥

হে পার্থ! নাসাপুটদ্বয় হইতে শ্বাসবায়ু নির্গত হইয়া যে পথে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই পথে মনকে সংস্থাপন করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ধ্যান করিবে (১)॥

ঐ ১১।

নির্ম্মলং তং বিজানীয়াৎ ষড়ুর্ম্মিরহিতং শিবং।
প্রভাশূন্যং মনঃ শূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ং॥

সেই পরমাত্মাকে ষড়ূর্ম্মিরহিত (সংকল্প বিকল্পাদি বর্জ্জিত), মঙ্গলস্বরূপ ও নির্ম্মল (চেতনাত্মক) জানিয়া ধ্যান করিবে; তিনি প্রভাশূন্য, মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য ও নিরাময় হয়েন॥ উ-গী ১।১২

(১) যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যাক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। "যোগারূঢ় ব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া জনশূন্য পবিত্র স্থানে অনতি উচ্চ, অনতি নীচ, স্থিরতর ও সুখময় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তকে সমাধান করিবে। সংকল্পোৎপন্ন কামনা সকল পরিত্যাগ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া শরীর, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও নিশ্চলরূপে ধারণ ও দৃষ্টিকে অনন্যদিক হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। জিতচিত্ত ব্যক্তির মন আত্মযোগানুষ্ঠান সময়ে নির্ব্বাত স্থানস্থিত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। যদবস্থায় চিত্ত যোগসেবা দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যদবস্থায় মন শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়, যদবস্থায় স্থিতি করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পবিচ্যুত হইতে হয় না, যদবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া অনুভব হয় না এবং যদবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না, তদবস্থার নাম যোগ; ফলতঃ তদবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও নাই তাহা অবগত হইবে এবং যত্নসহকারে ও নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে যোগাভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া অটল বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে। চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক আত্মার বশীভূত করিবে। প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বিশিষ্ট যে যোগী, তিনিই নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ করেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়েন"। (ভ-গী ৬ অধ্যায়) "পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিষয়-বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া পাষাণের

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং।
দিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

যিনি সেই পরমাত্মাকে দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদশূন্য ও পূর্ব্বোক্ত প্রভাদি ত্রিতয়শূন্য এবং জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, এতত্ত্রয়াবস্থারহিত করিয়া চিন্মাত্রস্বরূপে জানিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তিনিই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন॥ উ-গী ১।১৩।

আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদং।
নিশ্চলং তংবিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥

যিনি অন্তঃকরণকে আকাশবৎ নির্ম্মল ও বিষয়-বাসনা হইতে রহিত করিয়া সেই নিশ্চল পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন॥ উ-গী ১।৩১।

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃ শূন্যংমধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥

ঊর্দ্ধদেশ পরিচ্ছেদরহিত, অধোদেশ পরিচ্ছেদরহিত ও মধ্যদেশ পরিচ্ছেদরহিত এবং দেশকালাদি পরিচ্ছেদরহিত,এবম্বিধ সর্ব্বত্র অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাকে যিনি তৎস্বরূপে ভাবনা করেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন। (এইরূপ আত্মভাবনাকে নিরালম্ব সমাধি বলে)॥ ঐ ৩৩।

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥

যিনি ঊর্দ্ধদেশে,অধোদেশে ও মধ্যদেশে,অর্থাৎ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ আছেন, তিনিই আত্মা, এবং যিনি আত্মাকে তাদৃশরূপে ভাবনা করেন তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন। (এইরূপ আত্মভাবনাকে সালম্ব সমাধি বলে)॥ ঐ ৩৬।

ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনং প্রতি॥

যৎকালে দ্বৈতজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয় এবং যে কাল নিদ্রা নহে, তৎকালে যে সুখ অনুভূত

ন্যায় সুস্থিরচিত্তে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগীদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। যৎকালে তাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন; যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশমাত্রও থাকে না, তৎকালেই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহারা ঐ সময়েই নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন। এরূপ হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি ঊর্দ্ধতন কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বরূপ কথনে অসমর্থ হন,তাঁহাকেই যথার্থ আত্মদর্শী বলা যায়। আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূম পাবকের ন্যায়, রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুদগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ যোগীরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন"॥

ম-ভা শান্তিপর্ব্ব ৩০৭ অধ্যায়।

হয়, তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ ; ইহা ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন ॥

প-দ ১১।১০০।

শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

ধৈর্য্যাবলম্বিনী বুদ্ধিসহকারে ক্রমে ক্রমে মনকে উপরত করিবে, তদনন্তর আত্মাতে মনকে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া আর অন্য কোন বিষয়েরই চিন্তা করিবে না ॥

ঐ ১০১।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

নিত্য যোগসেবা দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া যৎকালে সমুদায় বিষয় হইতে উপরত হয়, যে কালে স্বীয় বিশুদ্ধ আত্মাদ্বারা আত্মচৈতন্য উপলাভ করতঃ আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয় এবং যে কালে ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধিগ্রাহ্য, আত্যন্তিক সুখস্বরূপতা অবগত হয়, তৎকালে সেই স্থানস্থিত চিত্ত স্বরূপতঃ আর বিচলিত হয় না ॥ ঐ ১০৪।১০৫।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যোযোগোনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর লাভকে ততোধিক লাভ বলিয়া বোধ হয় না এবং যাঁহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও তাঁহা হইতে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহাকেই দুঃখসংস্পর্শের বিরোধী বলিয়া জান এবং যোগ বলিয়া নির্দ্ধারিত কর। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই যোগের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য ॥

প-দ ১১।১০৬।১০৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তংসুখমশ্নুতে ॥

যোগী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মযোগের অনুষ্ঠান করতঃ ব্রহ্মসুখ সংস্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন ॥

ঐ ১০৮।

সমাধিনির্ধৃতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥

সমাধিদ্বারা অন্তঃকরণ রজস্তমোরূপ মল হইতে নিঃশেষে বিযুক্ত হইয়া আত্মাতে নিবেশিত হইলে, তাহাতে যে নিরতিশয় অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, তাহা বাক্য

দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, কেবল স্বয়ং সেই অন্তঃকরণই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ॥ প-দ ১১।১১৮।

যত্নপাসৌ চিরং কালং সমাধির্দ্দুর্লভোনৃণাং।
তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥

যদিও উক্তরূপ যোগাবস্থা মনুষ্যের পক্ষে চিরস্থায়ী হওয়া সুদুর্লভ হয়, তথাপি তদনুষ্ঠানকালে ক্ষণমাত্রও তাহা ব্রহ্মানন্দের নির্ণায়ক হয় ॥ ঐ ১১৯।

শ্রদ্ধালুর্ব্যসনী যোহত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্ব্বথা।
নিশ্চিতে তু সকৃত্তস্মিন বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ং ॥

শ্রদ্ধাবান্ ও যত্নশীল ব্যক্তিদিগের সমাধি বিষয়ে যে সর্ব্বদা নিশ্চয় থাকে, তাহার কারণ এই যে, একবার ক্ষণমাত্র অন্তঃকরণে সেই সমাধিজনিত ব্রহ্মানন্দ নিশ্চিত হইলে সর্ব্বদাই তাহাতে বিশ্বাস জন্মে ॥ ঐ ১২০।

তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালেপ্যানন্দবাসনাং।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥

তাদৃশ নিশ্চয়বান্ পুরুষ নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি কালেও বাসনানন্দকে উপেক্ষা করতঃ তৎপর হইয়া মুখ্য ব্রহ্মানন্দ ভাবনা করিয়া থাকেন ॥ ঐ ১২১।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নং ॥

যেমন পরপুরুষ সঙ্গাভিলাষিণী নারী সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা হইয়াও অন্তঃকরণে সেই পরপুরুষসঙ্গজনিত রসের আস্বাদনে তৎপর থাকে, ইহাও সেইরূপ জানিবে ॥ প-দ ১১।১২২।

সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধা-
নন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ ॥

ফলতঃ সুপণ্ডিত যোগী ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মরূপ অনলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে সমূলে দাহ করিয়া স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন ॥

বি-চূ ৪১৭।

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতৎ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি ॥

সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী পুরুষ সর্ব্বদা বাহ্যাভ্যন্তরে যে আত্মানন্দ রসাস্বাদন করেন, তাহাই তাঁহার ফলস্বরূপ ॥ ঐ ৪২০।

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলং।
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলং ॥

বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের ফল উপরতি, উপরতির ফল আত্মানন্দানুভব এবং আত্মানন্দানুভবের ফল শান্তি অর্থাৎ মুক্তি ॥ ঐ ৪২১।

যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বন্তু নিষ্ফলং।
নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ ॥

উত্তরোত্তর সাধন সকলের অভাব

হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন সকল নিষ্ফল হয় (১)। অতএব আপনা হইতে যে অনুপম আনন্দানুভব, তাহাই পরমা তৃপ্তি এবং তাহারই নাম নিবৃত্তি বা মুক্তি ॥ বি-চূ ৪২২।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ।
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্ম্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা ॥

যখন ভোগ্য বিষয়ে বাসনার উদয় না হয় তখনই বৈরাগ্যের সীমা, যখন অহং ভাবের অত্যন্তাভাব হয় তখনই জ্ঞানের সীমা এবং যখন ব্রহ্মে বিলীন চিত্তবৃত্তির পুনরুৎপত্তি না হয় তখনই উপরতির সীমা জানিবে (১)॥ বি-চূ ৪২৬।

পরং প্রাপ্য বিলীয়ন্তে সর্ব্বাং মনবৃত্তয়ঃ।
কল্পান্তার্কগণাসংগাৎ কুলশৈল শিলাইব ॥

যেমন কল্পান্তকালীন দ্বাদশাদিত্যের তেজঃ প্রভাবে কুলাচলের শিলাসমূহ প্রকৃতিতে লীন হয়, তদ্রূপ পরম পদ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইলে জীবের মনোবৃত্তি সকলই লয় প্রাপ্ত হয় ॥

যো-বা-রা ২।১২।৯।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

সেই পরাবর পরমাত্মাকে দেখিতে পাইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সর্ব্ব প্রকার সংশয় ছিন্ন এবং সকল কর্ম্ম পরিক্ষীণ হইয়া থাকে ॥

যো-বা-রা ৩।৭।১০।

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং
প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্রক্।
ন তৎপুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তা-
নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞ যোগী ব্যক্তি আনন্দাত্মা

---

(১) অর্থাৎ মুক্তি লাভ না হইলে যথার্থ ব্রহ্মানন্দ রসানুভব হয় না, ব্রহ্মানন্দ রসানুভবের অভাবে সর্ব্বত্যাগ সম্ভব হয় না, সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া সুদুষ্কর এবং জ্ঞানবিহীন বৈরাগ্য নিষ্ফল ও কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, গ্রন্থান্তরে কথিত আছে যে, "বিরাগো দুঃখসন্ত্যাগে হেতুর্ভবতি নৈব হি" অর্থাৎ একমাত্র বৈরাগ্য হইতে দুঃখ পরিহার ও নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। "বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ এবং প্রায়ই একাধারে অবস্থিত হয়, আর কদাচিৎ বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আধারেও থাকে। বিষয়েতে দোষ দৃষ্টি বৈরাগ্যের কারণ, বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের স্বভাব এবং পরিত্যক্ত বিষয়ে ভোগেচ্ছার অনুদয় বৈরাগ্যের কার্য্য। ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইহারা জ্ঞানের কারণ, আত্মতত্ত্ব বিচার জ্ঞানের স্বভাব এবং নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহারা উপরতির কারণ, ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য উপরতির কার্য্য"। পঃ দঃ ৬ অধ্যায়।

(১) ভূলোক অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্তি বিষয়ে তৃণজ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা, আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে সমান প্রীতির দৃঢ়তা হওয়া জ্ঞানের সীমা, আর যেমন সুষুপ্ত্যবস্থায় বাহ্য পদার্থ সকল বিস্মৃত হওয়া যায়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতেও বিষয় ভোগের যে বিস্মৃতি, তাহাই উপরতির সীমা ॥

ব্রহ্মেতে বিলীনবৃত্তি হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত এই শরীর থাকুক বা যাউক, ইহাকে গোরুধিরবৎ অপবিত্র জ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বার আর দর্শন করেন না ॥ বি-চু ৪১৮ ।

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বকীয় স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিয়া আর কি ইচ্ছা বা কি কার্য্য হেতু এই নশ্বর দেহকে পোষণ করিবেন ?॥ ঐ ৪১৯ ।

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিত মুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং ।
দৈবাদপেত মুতদৈববশাদুপেতং
বাসোযথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥

যাহা দ্বারা স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ উপবিষ্টই থাকুক, উত্থিতই হউক, দৈববশে স্থানচ্যুতই হউক, অথবা স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্তই হউক, সমাধিসিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকে আর দর্শন করেন না, যেমন মদিরামদে অন্ধব্যক্তি নিজের পরিহিত বস্ত্রকে দেখে না ॥

ভা-পু ১১।১৩।৩৫ ।

দেহোপি কর্ম্মবশগঃ খলুকর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষিত এবসাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চ মধিরূঢ় সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্নভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥

দেহও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের উৎপাদক কর্ম্ম যত দিন থাকে, তত দিন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকে ; যিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব পরমার্থ বস্তু জানিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বপ্নতুল্য সপ্রপঞ্চ দেহকে পুনর্ব্বার ভজনা করেন না ॥ ভা-পু ১১।১৩।৩৬।

(যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্মান্তরে যোগসিদ্ধি লাভ হয়)

পার্থনৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিংতাত গচ্ছতি ॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন)—হে পার্থ ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে কিংবা পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ নাই, যেহেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ভ-গী ৬।৪০ ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃসমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য ভোগ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাস করিয়া সদাচারী ধনী লোকের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন (১) ॥ ঐ ৪১ ।

(১) এই শ্লোক দ্বারা অল্পকাল অভ্যস্ত যোগভ্রংশের গতি কহা হইল।

অথ বা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং॥

অথবা সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ধীমান্ যোগীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহলোকে ঈদৃশ (যোগীদিগের কুলে) জন্ম হওয়াও অতিশয় দুর্লভ (১)॥ ভ-গী ৬।৪২।

তত্র তংবুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বদৈহিক ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং মুক্তিসাধনবিষয়ে পূর্ব্বজন্মাপেক্ষা অধিকতর যত্নবান্ হইয়া থাকেন॥ ঐ ৪৩।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন প্রতিবন্ধক জন্য ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার পূর্ব্বদেহ কৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে, তখন তিনি যোগ জিজ্ঞাসু হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মফলাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়েন॥ ভ-গী ৬।৪৪।

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥

যেহেতু অল্পযত্নশীল যোগী শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে যে ব্যক্তি যোগ বিষয়ে উত্তরোত্তর অধিক যত্নবান্ হন, তিনি যে যোগ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সংসিদ্ধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে?॥ ঐ ৪৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সম্যক্তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রাণরোধরূপ যোগ বা সমাধির অনাবশ্যকতা কথন।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগোস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণং॥

হে রাঘব! চিত্তনাশের দুইটী উপায় আছে, যোগ এবং জ্ঞান; চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ (১)

(১) এই শ্লোক দ্বারা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত যোগভ্রংশের গতি কহা হইল।

(১) যদিও যোগশব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্তু প্রাণরোধই যোগ শব্দে

এবং যথার্থ তত্ত্বদর্শনের (১) নাম জ্ঞান। যো-বা-র। ৫।৭৮।৩।

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
ইত্থংবিচার্য্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ॥

কোন ব্যক্তির যোগসাধনে, কোন ব্যক্তির বা নিঃসংশয় জ্ঞানসাধনে, অসামর্থ্য দর্শন করিয়া পরমেশ্বর বিচারপূর্ব্বক লোকদিগের মুক্তির নিমিত্ত উক্ত উভয় মার্গই নিরূপণ করিয়াছেন॥ প-দ ১২।৮০।

যোগে কোঽতিশয়স্তেত্র জ্ঞানমুক্তংসমং দ্বয়োঃ।
রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যোযোগিবিবেকিনোঃ॥

যোগ ও বিবেক এতদুভয়েরই তত্ত্বজ্ঞানরূপ তুল্য ফল উক্ত হইয়াছে। কি যোগী, কি বিবেকী উভয়েরই রাগদ্বেষাদির অভাবরূপ সমান ফল লাভ হয়, অতএব অতিশয় কষ্টসাধ্য যোগেতে তোমার এত আগ্রহতার কারণ কি? ঐ ৮১।

ন প্রীতির্ব্বিষয়েষস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ।
কুতোরাগঃকুতোদ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ॥

বিষয়েতে যে ব্যক্তির প্রীতি না

রূঢ়িতা (অর্থাৎ প্রসিদ্ধতা) প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাজ্ঞগণ প্রাণস্পন্দকেই চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাণস্পন্দ হইতে অন্তরে যে কল্লোনোন্মুখী সম্বিদ্ আবির্ভূত হয়, তাহাকেই চিত্ত কহে। বাস্তবিক প্রাণস্পন্দন না হইলে চিত্তের অবস্থিতি সম্ভাবিত নহে; সুতরাং হিমের সহিত শৈত্যের ন্যায় প্রাণস্পন্দের সহিত চিত্তের কোন ভেদ নাই। অতএব প্রাণস্পন্দ বোধ করিতে পারিলেই চিত্ত উপশান্ত হয় এবং চিত্ত উপশান্ত হইলেই জগৎ বিলীন হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছিলেন,—"এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ এবং জ্ঞান এই দুইটী উপায়ই সমান এবং সমফলপ্রদ। ক্লেশাসহিষ্ণু সুকোমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ প্রাণসংরোধ যোগ অসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়-জ্ঞান অসাধ্য। কিন্তু আমরা শুদ্ধচিত্ত এবং বিচার-কুশল, অতএব আমাদের পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয়ই সুসাধ্য। বিচার-কুশল ব্যক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞানতা স্বপ্নেও প্রবর্ত্তিত হয় না; তাঁহাদের সকল অবস্থাতেই জ্ঞান সমভাবে বিদ্যমান থাকে"॥

(১) এই যথার্থ দর্শনের বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছিলেন যে,—"'অপার নভোমণ্ডল ও দিক্‌কালাদি ক্রিয়াম্বিত বিশ্বের আমি কিছুই নহি, যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগ অপেক্ষা কোটি কোটি অংশে সূক্ষ্ম,' যিনি আত্মাকে এইরূপ দর্শন করেন, সেই যথার্থদর্শীই সর্ব্বব্যাপী। যিনি সতত অভিন্ন দৃষ্টি দ্বারা আত্মা (জীব) কে ও ইতর (দৃশ্যবস্তুকে) চিজ্জ্যোতিস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি সর্ব্বভাবান্তরস্থ সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপকে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'আমি আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ ও জন্মশালী দেহী' এইরূপ দর্শন না করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'আমার মহিমা তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রব্যাপী, আমার আর দ্বিতীয় নাই', যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'সূত্রে গ্রথিত মণি সমূহের ন্যায় এই সমস্ত আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে এবং আমি চিত্ত নহি', যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'আমিও নাই এবং অন্য কোন বস্তুও নাই, কেবল নিরাময় ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন', যিনি সৎ এবং অসৎ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রকার দর্শন করেন; তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'অব্ধির তরঙ্গের ন্যায় এই ত্রৈলোক্য আমারই অবয়ব', যিনি অন্তরে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। 'এই ক্ষুদ্রা ত্রিলোকী আমার পালনীয়া ভগিনী স্বরূপা', যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন"।

যো-বা-রা স্থিতি প্রঃ ২২ অঃ।

থাকে এবং যিনি আত্মাকেই প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহার রাগই বা কোথায় আর দ্বেষই বা কোথা, যেহেতু তিনি কাহাকেও আপনার প্রতিকূল দেখেন না॥ প-দ ১২।৮২।

দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যোদ্বয়োরপি।
দ্বেষং কুর্ব্বন্নযোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ॥

দেহাদির উপদ্রবকারীর প্রতি যে দ্বেষ জন্মে, তাহা কি যোগী, কি বিবেকী উভয়ের পক্ষেই সমান। যদি বল, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে দ্বেষ থাকে, তাহাকে যোগী বলা যায় না, তবে বিবেকীর পক্ষে আমারও ঐরূপ মত, অর্থাৎ যাহার দ্বেষ থাকে, তাহাকে আমিও বিবেকী বলি না॥ ঐ ৮৩।

দ্বৈতস্থ প্রতিভানন্তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমং।
সমাধৌ নেতি চেত্তদ্বন্নাদ্বৈতত্ববিবেকিনঃ॥

ব্যবহার কালে যে দ্বৈতজ্ঞান সমুদিত হয়, তাহা উভয়েরই সমান। যদি বল, সমাধিকালে যোগির দ্বৈতপ্রতিভান হয় না, তবে আমি বলি, অদ্বৈতজ্ঞানিরও বিবেকদশায় দ্বৈত প্রতিভান হয় না॥ ঐ ৮৪।

সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নখিলং জগৎ।
অর্থাদ্‌যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টৌবর্দ্ধতাং ভাবান্॥

সমুদায় জগতে দ্বৈতজ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত সর্ব্বদা কেবল নিজানন্দ জ্ঞান থাকা হেতু বিবেকীকে যদি যোগী বলিয়া স্বীকার কর, তবে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া চিরবর্দ্ধিত হও॥

প-দ ১২।৮৬।

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাত্তত্ত্বধীর্নহি।
যোগোমুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥

নানা বিষয়ে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মবিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, অতএব তাহাদিগের পক্ষেই প্রাণরোধরূপ যোগাভ্যাস বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হয়, যেহেতু তদ্দ্বারাই তাহাদিগের অন্তঃকরণের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ প-দ ৯।১৩২।

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদিসংস্থিতে।
লব্ধশান্তিপদে দেহে ন যোগো নৈব ধারণং॥

জ্ঞান অর্থাৎ উপদিষ্ট পরোক্ষাত্মক জ্ঞান দ্বারা যাঁহার বিজ্ঞান, অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে এবং জ্ঞেয় পরমাত্মা হৃৎপদ্মে সংস্থিত হইয়াছেন এবং দেহেতে শান্তিপদ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে যোগাভ্যাস ও ধ্যানধারণাদিতে কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু ফলসিদ্ধ হইলে কারণে প্রয়োজন থাকে না॥

উ-গী ১।১৬।

ধ্যানমৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ॥

বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ধ্যান ইচ্ছাধীন মাত্র, নতুবা কেবল জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার মুক্তি সাধন হয়, কারণ জ্ঞানেতেই যে কৈবল্য লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে॥ প-দ ৯।৯৭।

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থোমুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি কিম্বা কর্ম্মানুষ্ঠান করুন বা না করুন, তাঁহার অন্তঃকরণে কোন বিষয়ের আসক্তি বা আস্থা না থাকা হেতু তাঁহাকে নির্ম্মলজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ ঐ ১০২।

নৈষ্কর্ম্মোণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান করাতে বা না করাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই এবং সমাধি ও জপাদিতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতেও কোন লাভ বা হানি নাই, যেহেতু তাঁহার মন একেবারে বাসনাশূন্য হইয়াছে॥ প-দ ৯।১০৩।

আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যৎস্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকং।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতোমনসি বাসনা॥

আত্মা অসঙ্গ ও নিত্য চৈতন্য স্বরূপ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত সমুদায় পদার্থই ঐন্দ্রজালিকবৎ মায়ার কার্য্যমাত্র। এইরূপ সুদৃঢ় সংস্কার জন্মিলে মনের বাসনা কোথায় থাকে? প-দ ৯।১০৪।

ইদং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে॥

এই মায়া-গুণসমূহকে অনাত্ম-স্বরূপে দর্শন করতঃ অন্তরে যে পরম শীতলতা সমুদিত হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি বলে॥ যো-বা-রা ৫।৫৬।৭।

দৃশ্যৈর্মম ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।
কশ্চিৎ সংব্যবহারস্থঃ কশ্চিৎ ধ্যানব্যবস্থিতঃ॥

দৃশ্য বস্তুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোন কোনও ব্যক্তি অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হয়, কেহ বা ধ্যাননিরত হইয়া অবস্থিতি করে॥ ঐ ৮।

দ্বাবেতৌ রাম সুসমাবন্তশ্চেৎ পরিশীতলৌ।
অন্তঃ শীতলতা যা স্যাত্তদনন্ততপঃ ফলং॥

হে রাম! যখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যক্তির অন্তর শীতল, তখন উভয়ই সমান। এই অন্তঃশীতলতাকে তুমি অনন্ত তপস্যার ফল বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৯।

সমাধিস্থানকস্যাপি চেতশ্চেদ্বৃত্তিচঞ্চলং।
তৎতস্য তৎসমাধানং সমমুন্মত্ততাণ্ডবৈঃ॥

সমাধিস্থ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি যদি বাসনাবশতঃ চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই সমাধান উন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্য সদৃশ ॥

যো-বা-রা ৫।৫৬।১০।

উন্মত্ততাণ্ডবস্থস্ত চেতশ্চেৎ ক্ষীণবাসনং।
তদস্যোন্মত্তনৃত্যং তৎ সমং ব্রহ্মসমাধিনা ॥

আর যদি উন্মত্ত নৃত্যকারী ব্যক্তির চিত্ত ক্ষীণবাসন হয়, তাহা হইলে তাহার সেই উন্মাদনৃত্য ব্রহ্ম-সমাধির তুল্য হইয়া থাকে ॥

ঐ ১১।

ব্যবহারী প্রবুদ্ধো যঃ প্রবুদ্ধো যো বনে স্থিতঃ ॥
দ্বাবেতৌ সুসমৌ ন্যূনমসন্দেহপদং গতৌ ॥

প্রবুদ্ধ অরণ্যবাসী ও প্রবুদ্ধ সংসারী ইহারা উভয়েই সমান, যেহেতু উহারা উভয়েই অসন্দেহ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ঐ ১২।

অকর্ত্তৃকুর্ব্বদপ্যেতচ্চেতঃ প্রতনুবাসনং।
দূরং গতমনা জন্তুঃ কথাসংশ্রবণোযথা ॥

যেমন জীবের দূরগতচিত্ত নিকটস্থ অন্যের বাক্য শ্রবণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষীণবাসন জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কর্ম্ম করা হয় না ॥ ঐ ১৩।

অকুর্ব্বন্নপি কর্ত্তৈব চেতঃ প্রঘনবাসনং।
নিস্পন্দাঙ্গমপি স্বপ্নে শ্বভ্রপাতস্থিতাবিব ॥

যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় জীবদেহ নিস্পন্দ থাকিয়াও গভীর গর্ত্তে নিপতিত হয়, সেইরূপ বাসনাবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মনা করিলেও কর্ম্মকর্ত্তা হয় ॥

যো-বা-রা ৫।৫৬।১৪।

চেতসো যদকর্ত্তৃত্বং তৎসমাধানমুত্তমং।
তং বিদ্ধি কেবলং ভাবং সা শুভা নির্ব্বৃতিঃপরা ॥

চিত্তের যে অকর্ত্তৃত্ব, তাহাকেই উত্তম সমাধি বলা যায়, তাহাই অদ্বৈতভাব এবং তাহাই পরম শুভজনক নির্ব্বৃতি ॥

ঐ ১৫।

চেতশ্চলাচলত্বেন পরমং কারণং স্মৃতং।
ধ্যানাধ্যানদৃশোঃত্বেন তদেবানঙ্কুরং কুরু ॥

চলাচলত্ব প্রযুক্ত চিত্তই সকল পদার্থের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ধ্যান, অধ্যান প্রভৃতি দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই চিত্তকে অঙ্কুরশূন্য কর ॥

ঐ ১৬।

অবাসনং স্থিরং প্রোক্তং মনোধ্যানং তদেব চ।
স এব কেবলীভাবঃ শান্তং তত্রৈব তৎসদা ॥

মনের বাসনারহিতত্বই পরমধ্যান ও তাহাই পরম পদ প্রাপ্তির কারণ এবং তাহাতেই শান্তি সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে ॥ ঐ ১৭।

তনুবাসনমপ্যুচ্চৈঃ পদায়োক্তমুচ্যতে।
ঘনবাসনমেতত্তু চেতঃ কর্ত্তৃত্বভাবনং।
সর্ব্বদুঃখপ্রদাংতস্মাৎ বাসনাং তনুতাংনয়েৎ ॥

চিত্ত বাসনাবিহীন হইলেই উন্নত পদ লাভ হইতে পারে; যাহার চিত্ত বাসনাজালে বেষ্টিত, সে কেবল অনর্থক কর্ত্তৃত্বের অভিমানী হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বদুঃখ-প্রদায়িনী বাসনাকে ক্ষয় করাই কর্ত্তব্য ॥ যো-বা-রা ৫।৫৬।১৮।

চেতসা সংপরিত্যজ্য সর্ব্বভাবানুভাবনাং।
যথা তিষ্ঠতি তিষ্ঠ ত্বং তথা শৈলে গৃহেঽথবা ॥

অতএব তুমি মনের সাহায্যে সমুদয় জাগত ভাবাভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতে কিম্বা গৃহে যথায় ইচ্ছা হয় তথায় অবস্থান কর ॥ ঐ ১৯।

গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাং।
শান্তাহং কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ ॥

সুসমাহিতচিত্ত ও অহঙ্কারপরিশূন্য গৃহস্থগণের সম্বন্ধে গৃহই নির্জ্জন অরণ্যভূমিস্বরূপ ॥ ঐ ২০।

সর্ব্বমাকাশতামেতি নিত্যমন্তর্মুখস্থিতেঃ।
অন্তঃ শীতলতায়াংতু লব্ধায়াং শীতলং জগৎ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্তর্দ্দৃষ্টিতে অবস্থান পূর্ব্বক অন্তরে সমুদায় পদার্থকেই আকাশ স্বরূপে দর্শন করেন এবং যিনি অন্তরে পরম শীতলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমুদায় জগতই শূন্যস্বরূপ ও পরম শীতল বলিয়া অনুভূত হয় ॥ যো-বা-রা ৫।৫৬।২৩।

অন্তস্তৃষ্ণোপতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ।
দৌঃক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতো দিশঃ।
অন্তঃকরণতত্ত্বস্য ভাগা বহিরিব স্থিতাঃ ॥

কিন্তু যাহাদিগের অন্তর তৃষ্ণাগ্নি-দ্বারা সন্তপ্ত, তাহাদিগের সম্বন্ধে কি বন কি সংসার সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই দাবাগ্নিদগ্ধময়। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি সমুদায় দৃশ্য পদার্থকেই চিত্তের বাহ্য ভাগ বলিয়া জানিবে ॥ ঐ ২৪।

যশ্চাত্মরতিরেবান্তঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ ক্রিয়াঃ।
ন বশো হর্ষশোকাভ্যাং স সমাহিত উচ্যতে ॥

যিনি অন্তরে একমাত্র সদাত্মাতেই রমণ করেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্য ক্রিয়া সমুদায় সম্পাদন করি-লেও হর্ষশোকাদিতে অভিভূত হন না। এরূপ লোককেই সমাধিস্থ বলা যায় ॥ ঐ ২৫।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
স্বভাবাদেব ন ভয়াদ্ যঃপশ্যতি স পশ্যতি ॥

যিনি স্বভাবতঃ সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ এবং পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দর্শন করেন,যিনি ভয় প্রযুক্ত এরূপ দর্শন করেন না, তিনিই যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ঐ ২৭।

অদ্যৈব মৃতিরায়াতু কল্পান্তনিচয়েন বা ।
নাসৌ কলঙ্কমাপ্নোতি হেম পঙ্কগতং যথা ॥

সেই স্বরূপদর্শীমহাত্মা অদ্যই মৃত হউন, বা কল্পান্তেই মৃত হউন, তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান ; তিনি পঙ্কগত স্বর্ণের ন্যায় কদাচ মলিনতা প্রাপ্ত হন না ॥

যো-বা-রা ৫।৫৬।২৮ ।

অনাত্মবানমুক্তোঽপি নভোবিহরণাদিকং ।
দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যাপ্নোত্যেব রাঘব ॥

(যদি বল, যোগিদিগের নভোবিহরণাদি অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানিদিগের সেরূপ শক্তি দৃষ্ট হয় না, তদ্বিষয়ে কহিতেছেন যে) হে রাঘব ! আত্মজ্ঞান-রহিত অমুক্ত ব্যক্তিও দ্রব্য, মন্ত্র ও কর্ম্ম-জ্ঞান দ্বারা নভোবিহরণাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় ॥

ঐ ৫।৮৯।৪ ।

নাত্মজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মবান্ স্বয়ং ।
আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি ॥

নভোগমনাদি বিষয় সমুদায়ই অবিদ্যাত্মক । আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ নিরন্তর কেবল পরমাত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহারা এই অবিদ্যাত্মক নভোগমনাদির ইচ্ছা করেন না ॥ ঐ ৫ ।

যে কেচন জগদ্ভাবাস্তানবিদ্যাময়ান্ বিদুঃ ।
কথং তেষু কিলাত্মজ্ঞস্ত্যক্তাবিদ্যো নিমজ্জতি ॥

এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই অবিদ্যাময় অর্থাৎ মায়া-স্বরূপ, সুতরাং মায়াত্যাগী আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মায়াকে একবার ত্যাগ করিয়া আবার কি নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিবেন ? ॥

যো-বা-রা ৫।৮৯।৮ ।

যস্তু চাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি ।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ ॥

যিনি পরমাত্মার ভাবনা না করিয়াও নানাবিধ সিদ্ধি বাসনা করেন, তিনি সিদ্ধিসাধক দ্রব্যাদি দ্বারা সাধনা করিলে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারেন ॥ ঐ ৯ ।

দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ ।
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন ॥

যে সকল দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া ও কাল সংযুক্ত হইয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করে, তাহারা পরমাত্মপদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন উপকারেই আইসে না, অতএব আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির তদ্বিষয়ে যত্ন করাও অনাবশ্যক ॥ ঐ ১০ ।

জ্ঞস্য কস্মিংশ্চিদেবাংশে ভবত্যতিশয়েন ধীঃ ।
নিত্যতৃপ্তঃ প্রশান্তাত্মা স আত্মন্যেব তিষ্ঠতি ॥

বস্তুতঃ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সংসার-সিদ্ধ

অংশে বুদ্ধির আতিশয্য হয় না; কেবল পরম তত্ত্বাংশেই বুদ্ধির আতিশয্য হইয়া থাকে; তিনি তাহাতেই নিত্যতৃপ্ত ও প্রশান্তাত্মা হইয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করেন ॥

যো-বা-রা ৬।১২৩।২।

মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃ সিদ্ধৈস্তন্ত্রসিদ্ধৈশ্চ ভূরিশঃ।
কৃতমাকাশযানাদি কা তত্র স্যাদপূর্ব্বতা ॥

মন্ত্রসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি ও তন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা আকাশগমনাদি নানাবিধ দুষ্কর কার্য্য সকল সাধিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ঐ ৩।

অনিমাদ্যপি সংপ্রাপ্তুং তাদৃশৈরেব ভূরিশঃ।
যত্নেন সাধিতং হ্যেভির্নেতরেণাত্মদর্শিনা ॥

আত্মদর্শী মহাত্মারা অন্যোপায়ে নহে, কেবল প্রযত্ন সহকারে সাধনা দ্বারাই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকলও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৪।

এষ এব বিশেষোঽস্য ন সমং মূঢ়বুদ্ধিভিঃ।
সর্ব্বত্রাস্থাপরিত্যাগান্নীরাগমমলং মনঃ ॥

মূঢ়ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদিগের এইমাত্র বিশেষ যে, তাঁহারা সর্ব্বত্র আস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাগ ও নির্ম্মলমনা হইয়া অবস্থিতি করেন, ফলতঃ তাঁহাদিগের বুদ্ধি কখন কোন বস্তুতে নিমগ্ন হয় না ॥ ঐ ৫।

শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্যদি।
ন তৎ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাত্তপসো যতঃ ॥

আর, অভিসম্পাত কিংবা অনুগ্রহ করিতে যাহার সামর্থ্য থাকে, তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায় না, কারণ শাপাদি প্রদানের সামর্থ্য কেবল তপস্যার ফল মাত্র, জ্ঞানের ফল নহে ॥ প-দ ৯।১০৮।

ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসোবলাৎ।
শাপাদিকারণাদন্যৎ তপোজ্ঞানস্য কারণং ॥

বেদব্যাস প্রভৃতি পরম তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও শাপাদি প্রদানের যে সামর্থ্য থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাও তপস্যার ফলমাত্র, জ্ঞানের ফল নহে, আর জ্ঞান সাধনার্থ যে তপস্যা তাহার সেরূপ ফল নহে, একমাত্র জ্ঞানই তাহার ফল ॥

ঐ ১০৯।

ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরত্বেন বর্ণিতং।
যদ্যদ্বক্ত্যসৌ তত্তৎ স্যাচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপে পরিগণিত হয়েন; অতএব কি শিষ্য, কি প্রতিবাদী, তিনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহার তাহাই হইয়া থাকে ॥

প-দ ১২।৬৭।

বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্যতে।
ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥

যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্ত কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত না হয়, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলাও উচিত নহে, যেহেতু তত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাঁহাকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

পা-দ ৪।৬৫।

জ্ঞানবন্তং দ্বিজং যস্তু দ্বিষতে চ নরাধমঃ।
স শুষ্যমাণো ম্রিয়তে যস্মাদীশ্বর এব সঃ॥

আর, যেহেতু আত্মজ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ হয়েন, এহেতু যে নরাধম ব্যক্তি তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব প্রদর্শন করে, সে আপনি শুষ্যমাণ হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হয়॥

শি-গী ১১।৪৬।

ক্ষুৎপিপাসাদয়োদৃষ্টা যথা পূর্ব্বং ময়ীতি চেৎ।
যচ্ছব্দবাচোঽহঙ্কারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ॥

যদি বল, যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমাতে ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ সকল জ্ঞানোত্তরেও দৃষ্ট হইতেছে, তখন আমার অনর্থনিবৃত্তি আর কি হইল? ইহার উত্তর এই যে, জীবের অহংশব্দবাচ্য যে অহঙ্কার তাহাতেই সকল অনর্থ বিদ্যমান আছে, অতএব তাহার নিবারণ কে করিবে? কিন্তু আত্মতত্ত্বে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই॥ পা-দ ৬।২৪৯।

স্থৌলাং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড় ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রারতির্মন্যুরহং মদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি॥

(মহাত্মা ভরত কহিয়াছিলেন যে)—স্থূলতা, কৃশতা, ব্যাধি, আধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা, রতি, ক্রোধ, অহংবুদ্ধিজন্য গর্ব্ব এবং শোক; এই সকল অনর্থ দেহাভিমানের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। (আমার দেহাভিমান নাই) অতএব ঐ সকলের মধ্যে একটীও আমার নাই। অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হইলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদায় অনর্থ আপনি নিবারিত হয়॥

ভা-পু ৫।১০।১২।

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ॥

যে ব্যক্তির দেহাদিতে মমতা আছে এবং যাঁহার অন্তঃকরণে “আমি মুক্ত” এরূপ মোক্ষাভিমান আছে, তিনি জ্ঞানীও নহেন, যোগীও নহেন, কিন্তু কেবল দুঃখের ভাগী মাত্র॥

অ-সং ১৬।১০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সমদর্শন।

(আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শী ব্যক্তিরাই উৎকৃষ্ট যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন)

পরলোকচিকিৎসায়াং সাবধানা ভবন্তি যে।
মোক্ষমার্গমহেচ্ছায়াং শমশক্ত্যা জয়ন্তি তে॥

যে সকল ব্যক্তি সৎসঙ্গাদি উপায় সকল অবলম্বনপূর্ব্বক পরলোক-রূপ ব্যাধির চিকিৎসা বিষয়ে সাবধান থাকেন, তাঁহারা শম (চিত্তের স্থিরতা) রূপ ঔষধপ্রভাবে অনায়াসে মোক্ষফল লাভ করিতে পারেন॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

অতস্তরঙ্গতোঽক্ষুব্ধো। বহিরন্তংগতঃ শমী।
বিদ্যতে চোদিতো যস্য স মুক্ত ইতি কথ্যতে॥

অন্তর উদ্বেলিত হইলেও যে ব্যক্তি অক্ষুব্ধ ভাবে অবস্থিতি করেন, যাঁহার বাহ্যানুরাগ অস্তগত হইয়াছে এবং যিনি শমগুণাবলম্বী ও সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত, তিনিই মুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হন॥ ঐ।

তব নাবহিতং চিত্তং কামঃ কবলয়িষ্যতি।
সাবধানস্য বুদ্ধস্য পিশাচঃ কিং করিষ্যতি॥

যদি তোমার চিত্ত অপ্রমত্ত না হয়, তাহা হইলে কাম উহাকে নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে; আর যে ব্যক্তি সাবধান ও সম্যগ্‌রূপে প্রবুদ্ধ, কাম পিশাচ তাহার কি করিতে পারে?॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

সর্ব্বস্যা এব রাজর্ষে ভূতজাতেজ্জগত্রয়ে।
দেবাদেরপি দেহোঽয়ং দ্বয়াত্মৈব স্বভাবতঃ॥

হে রাজর্ষে! এই ত্রিজগতে সকল প্রাণী বিশেষতঃ দেবাদিরও এই দেহ স্বভাবতই দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৮৫।৮০।

অজ্ঞমস্তথ তজ্‌জ্ঞং বা যাবৎস্যাত্তংশরীরকং।
সর্ব্বমেব জগত্যঙ্গ সুখদুঃখময়ং স্মৃতং॥

এই সংসারের সকল প্রাণী, অজ্ঞই হউক বা জ্ঞানসম্পন্নই হউক, তাহাদিগের শরীর যাবৎ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সুখদুঃখময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ঐ ৮১।

তৃপ্ত্যাদিনা পদার্থেন কেনচিদ্বর্দ্ধতে সুখং।
আলোক ইব দীপেন মহাম্বুধিরিবেন্দুনা।
ক্ষুধাদিনা পদার্থেন দুঃখং কেনচিদেব হি॥

ইহার মধ্যে দীপকর্ত্তৃক আলোক-বিকাশের ন্যায় এবং ইন্দুকর্ত্তৃক মহাম্বুধির তরঙ্গোত্থানের ন্যায় তৃপ্তি-জনক কোন কোন পদার্থদ্বারা কাহা-

রও সুখ বৰ্দ্ধিত হয় এবং ক্ষুধাদি-জনক কোন কোন পদার্থদ্বারা কাহারও দুঃখ উপস্থিত হয়॥

যো-বা-রা ৬।৮৫।৮২।

তমোমেঘপটেনেব স্বভাবোহত্র কারণং।
স্বরূপে নির্ম্মলে সত্যে নিমেষমপি বিস্মৃতে॥

মেঘরূপ পটাবরণ দ্বারা রাত্রিকালে তমোবিকাশের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ এক নিমিষের নিমিত্তও নির্ম্মল সত্যস্বরূপত্ব বিস্মৃত হইলে তাঁহাদিগের সুখদুঃখাদি অনুভূত হইয়া থাকে; একমাত্র স্বভাবই এই সুখদুঃখানুভবের কারণ॥ ঐ ৮৩।

স্বরূপে নোল্লসত্যেব চিত্তে দৃশ্যপিশাচকঃ।
যথা তমঃ প্রকাশাভ্যামহোরাত্রে স্থিতিং গতৌ।
তথৈব সুখদুঃখাভ্যাং শরীরং স্থিতিমাগতং॥
এবং হি সুখদুঃখে দ্বে জন্মকারণদর্শনাৎ॥

এবং উন্মেষমাত্র বিস্মৃত না হইয়া নিরন্তর সেই সত্যের অনুসন্ধান করিলে এই দৃশ্য-পিশাচ চিত্তে উল্লসিত হয় না। যেরূপ তমঃ এবং প্রকাশদ্বারা অহোরাত্র স্থিতিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুখদুঃখদ্বারা এই শরীর স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহাদিতে আত্মভাবনা দ্বারাই সুখ ও দুঃখ এই দুইটী জাত হয়॥

ঐ ৮৪-৮৫।

গতেহপি কুঙ্কুমে বস্ত্রাংতদীয়মনুরঞ্জনং।
ন জহাতি যথা মূঢ়স্তথা বিষয়রঞ্জনং॥

যেমন বস্ত্রগত কুঙ্কুম অবিদ্যমান হইলেও তাহার অনুরঞ্জন পরিত্যক্ত হয় না, তদ্রূপ মূঢ়জনের বিষয়রঞ্জন কোন ক্রমেই পরিত্যক্ত হইবার নহে॥ যো-বা-রা ৬।৮৫।৮৮।

অনেনৈব ক্রমেণেতৌ বন্ধমোক্ষৌ ব্যবস্থিতৌ।
ভাবনাতানবং মোক্ষো বন্ধো হি দৃঢ়ভাবনা॥

এইরূপ ক্রমদ্বারা বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থিত রহিয়াছে; বাসনা ভাবনার ক্ষীণতাই মোক্ষ এবং বাসনা ভাবনার দৃঢ়তাই বন্ধের কারণ॥ ঐ ৮৯।

সুখদুঃখকলাস্পন্দো বন্ধো জীবস্য নেতরঃ।
তদভাবে হি মোক্ষঃস্যাদিতি দ্বেধা ব্যবস্থিতিঃ॥

জীবের যে সুখদুঃখ-কলার স্পন্দন, তাহাই তাহার বন্ধন, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই বন্ধন নহে এবং ইহার অভাবই জীবের মোক্ষ, এই দুই প্রকারেই জীব অবস্থিতি করিতেছেন॥ ঐ ৯৬।

সুখদুঃখদশে যাবদানীতে নেন্দ্রিয়ৈঃশঠৈঃ।
তাবৎ সমঃ সৌম্যো জীবস্তিষ্ঠতি শান্তবৎ॥

যাবৎ শঠ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সুখ-দুঃখদশা আনীত না হয়, তাবৎ জীব সম, সৌম্য ও শান্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন॥ ঐ ১০০।

সুখমালোক্য বা দুঃখমক্ষাতীতশ্চলদ্বপুঃ।
সমুল্লসতি জীবোহন্তর্দৃষ্টেন্দুমিব তোয়ধিঃ॥

সমুদ্র যেরূপ চন্দ্রদর্শনে আনন্দিত

হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াতীত চঞ্চলবপু জীব সুখ বা দুঃখ অবলোকন করিয়া উল্লাসিত হইতে থাকেন ॥

যো-বা-রা ৬।৮৫।১০১।

জীবঃ ক্ষুভ্যতিদৃষ্টেন সংবিদাঙ্গ সুখাদিনা।
আমিষেণেব মার্জ্জারো মৌর্খ্যমেবাত্র কারণং ॥

হে অঙ্গ! জীব সুখদুঃখাদিরূপ সংবিদ্ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আমিষ দর্শনে মার্জ্জারের ন্যায় যে ক্ষুব্ধ হন, মূর্খতাই তাহার কারণ ॥ ঐ ১০২।

শুদ্ধেন বোধ্যবোধেন স্বাত্মজ্ঞানময়াত্মনা।
সুখদুঃখাদি নাস্তীতি তেনাসৌ যাতি সৌম্যতাং ॥

শুদ্ধ আত্মাদ্বারা বোধ্য আত্মাকে অবরোধ করিতে পারিলে, আর সুখদুঃখাদি কিছুই থাকে না, তাহাতেই জীব সৌম্যভাব অর্থাৎ বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ঐ ১০৩।

ন তৎসুখাদি নো তস্মে মুধাচায়মহংস্থিতঃ।
ইতি জীবঃ প্রবুদ্ধো হি নির্ব্বাণংযাতি শাম্যতি ॥

আর, "সুখদুঃখাদি কিছুই নাই, এই আমি বৃথা অবস্থিতি করিতেছি," এই প্রকার প্রবুদ্ধ হইয়া জীব নির্ব্বাণপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শান্তি লাভ করেন ॥ ঐ ১০৪।

সুখাদ্যবস্তু তদ্রূপমিতান্তর্বোধসংবিদা।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জ্ঞানাজ্জীবোঽদ্বিত্ব বিভাবনাৎ।
সর্ব্বমাকাশমেবেতি বুদ্ধা ক্ষোভংন গচ্ছতি ॥

সুখদুঃখাদি সমস্ত অবস্তু, এইরূপ সংবিদ্ উপস্থিত হইলে আর সুখদুঃখাদি উন্মুখ হইতে পারে না। সকলই ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ কিছুই নাই, এই সমস্ত জগৎ অদ্বিতীয় চিন্মাত্র ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা ও জ্ঞান দ্বারা জীব স্নেহহীন দীপের ন্যায় শান্তিলাভ করেন। তখন জীব ইহা সকলই আকাশ অর্থাৎ শূন্যময়, এইরূপ বোধ করিয়া আর ক্ষুব্ধ হন না ॥ যো-বা-রা ৬।৮৫।১০৫।

আদাবন্তে জনানাং সৎবহিরন্তঃ পরাবরঃ।
জ্ঞানংজ্ঞেয়ং বচোবাচ্যং তমোজ্যোতিশ্চ যৎস্বয়ং ॥

দেখ, (কারণরূপে) দেহাদির আদিতে এবং (অবধিস্বরূপে) অন্তে যে বস্তু বর্ত্তমান থাকেন; যিনি ভোগ্য ও ভোক্তা; যিনি উচ্চ ও নীচ; যিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয়; যিনি বাক্য ও বাচ্য এবং যিনি অপ্রকাশ ও প্রকাশস্বরূপ; জ্ঞানী জীবই সেই বস্তু; (অতএব যখন আপনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই না রহিল, তখন জ্ঞানী আর কি নিমিত্ত মুগ্ধ হইবেন)? ॥ ভা-পু ৭।১৫।৪৫।

যদা রতি ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমা-
নাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥

পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে রতি

বদ্ধমূল হইলে পর, পুরুষ যদি আচার্য্যের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার বাসনা বিনষ্ট হয়। অতএব, যেরূপ অগ্নি আপনার উৎপত্তিকারণ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলে জীবের আবরণীভূত পঞ্চভূত-প্রধান হৃদয়, অর্থাৎ অহঙ্কার দগ্ধ হয়॥

ভা-পু ৪।২২।২৭।

দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্‌গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্ব্বিচষ্টে।
পরাত্মনোর্যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥

উপাধিভূত হৃদয় দগ্ধ হওয়াতে যখন পুরুষ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান হইতে মুক্ত হয়, তখন সে ঘটপটাদি পদার্থ দর্শন এবং সুখদুঃখাদি অনুভব করে না; কারণ, পূর্ব্বে দৃশ্যের (ঘটপটাদি পদার্থের) এবং দ্রষ্টার (আত্মার) মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তৎকালে তাহা নষ্ট হইয়াছে; অতএব, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পুরুষ যেরূপ আর স্বপ্নকল্পিত দৃশ্য ও দ্রষ্টাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ তাহারও ভেদবুদ্ধি থাকে না॥ ঐ ২৮।

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থঞ্চ পরং যদুভয়োরপি।
সত্যাশয় উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্যদা॥

উপাধিভূত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকিলেই পুরুষ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও অহঙ্কার এই তিনকে দেখিতে পায়। পরন্তু উপাধির নাশ হইলে আর সে ভ্রম থাকে না॥ ভা-পু ৪।২২।২৯।

নিমিত্তে সতি সর্ব্বত্র জলদাবপি পুরুষঃ।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি ভিদাং পশ্যতি নান্যদা॥

(লোকেও ইহার প্রমাণ দেখা যায়)—দেখ, ভেদবুদ্ধির উৎপাদক জল বা দর্পণাদি পদার্থ নিকটে থাকিলেই পুরুষ উহাদের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত আপনার ও অন্য পদার্থের বিভিন্নতা দেখিতে পায়। পরন্তু, জল ও দর্পণ দূরীকৃত হইলে, আপনা হইতে পদার্থান্তরের ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না॥ ঐ ৩০।

অহংমমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমং॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরং।
নিরন্তরং স্বয়ং জ্যোতিরনিমানমখণ্ডিতং॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসং॥

মন যৎকালে "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার অভিমান হইতে সমুদ্ভূত কামলোভাদি রূপ মল হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয় ও সেই হেতু সুখদুঃখ বিরহিত হইয়া সমভাব অবল-

স্মন করে, তৎকালেই পুরুষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগ সহকারে দর্শন করেন যে, একমাত্র প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ভেদশূন্য, সাক্ষাৎ জ্যোতিস্বরূপ, সূক্ষ্ম ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মা উদাসীন অর্থাৎ অকর্ত্তাভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ও প্রকৃতির বল ক্ষীণ হইয়াছে॥

ভা-পু ৩।২৫।১৬-১৮।

দ্বে আত্মনি তু বিদ্যেতে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতানঘ।
যত্রৈব তে চমৎকার স্তামাশ্রিত্য স্থিরো ভব॥

(যদি বল, আত্মা সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইয়া কিরূপে অকর্ত্তা হইলেন? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে,) হে অনঘ! আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে(১), ইহার মধ্যে তোমার যাহা শ্রেয়ো বোধ হয়, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর॥ যো-বা-রা ৪।৫৬।১৯।

সর্ব্বত্রাহমকর্ত্তেতি দৃঢ়ভাবনয়ানয়া।
প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যসে॥

তুমি অকর্ত্তৃত্বকেই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া "আমি কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহি" এইরূপ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা প্রবাহের ন্যায় আগত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হইও না॥

যো-বা-রা ৪।৫৬।২০।

যাতি নীরসতাং জন্তুর্প্রবৃত্তেরচেতসঃ।
তন্নিত্যামকর্ত্তাহমিতি ভাবনয়েদ্ধয়া।
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈব বিশিষ্যতে॥

"আমি কিছুই করি না," এইরূপ নিশ্চয়বান্ পুরুষ ভোগাদি উপভোগই করুক, অথবা পরিত্যাগই করুক, তাহার চিত্ত নিশ্চয়ই নীরসতা অর্থাৎ বিরাগ প্রাপ্ত হয়। আমি অকর্ত্তা, নিত্য এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বত্র একমাত্র সমতারূপ পরমামৃতই বিদ্যমান থাকে। অতএব তুমি অকর্ত্তাস্বরূপ হইয়া সেই পরমামৃত পান কর॥ ঐ ২১।

অথ সর্ব্বং করোমীতি মহাকর্ত্তৃতয়া তয়া।
যদিচ্ছসি স্থিতিং রাম তত্তামপ্যুত্তমাং বিদুঃ॥

অথবা যদি তুমি ব্রহ্মাদির ন্যায় "আমিই, সমস্ত করিতেছি," এইরূপ মহা কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ কর, তাহাও উত্তম, তাহাতেও শ্রেয়োলাভ হইবে, অর্থাৎ

(১) আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা এবং অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা স্বরূপ। আত্মা সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তিনি কিছুই করেন না; আলোককারি দীপের ন্যায় কেবল উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। সেই পরমদেব স্বীয় ঔদাসীন্য ও নিরিচ্ছত্ব হেতু কিছুই ভোগ বা সম্পাদন করেন না এবং সত্তাসন্নিধান প্রযুক্ত সমগ্র প্রকাশ করেন বলিয়া সমস্তই ভোগ ও সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহা দ্বারাও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৪।৫৬।২২।

অহংযত্ত করোমীতি সমগ্রং জাগতং ভ্রমং।
রাগদ্বেষক্রমস্তত্র কুতোঽস্যস্থাপ্যসম্ভবাৎ ॥

আমি যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তৎসমস্তই জগতের ভ্রম কর্ম্ম,অন্তরে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা কোথায় ? ॥

ঐ ২৩।

যদন্যেন শরীরং মে দগ্ধমন্যেন লালিতং।
সোঽস্মদারম্ভ এবাতঃকঃ খেদোল্লাসয়োর্ভ্রমঃ ॥

স্বাভাবিক নিয়তি দ্বারাই আমাদিগের দেহ অন্য কর্ত্তৃক জাত, অন্য কর্ত্তৃক লালিত ও অন্য কর্ত্তৃক দগ্ধ হয়, যখন আমাদিগের আরম্ভই এই প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন হর্ষবিষাদ-ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ঐ ২৪।

খেদোল্লাসবিলীনেষু আত্মকর্ত্তৃতয়ৈকয়া।
স্বসংকল্পেন সংঘাতে সমতৈব বিশিষ্যতে ॥

(একমাত্র আমারই সুখাসুখ বিস্তারের নিমিত্ত আমিই এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি) এইরূপে আত্মার এককর্ত্তৃত্বের সংকল্পপ্রভাবে খেদোল্লাসাদি বিলীন হইলে একমাত্র সমতাই অবশিষ্ট থাকে ॥ ঐ ২৫।

সমতা সর্ব্বভাবেষু যাসৌ সত্যপরা স্থিতিঃ।
তস্যামবস্থিতং চিত্তং ন ভূয়োজন্মভাগ্ ভবেৎ ॥

সেই সত্যপরা সমতায় যাঁহার চিত্ত অবস্থিত হইয়াছে, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে কখনই জন্মমরণ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥

যো-বা-রা ৪।৫৬।২৬।

অথবা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ রাঘব।
সর্ব্বংত্যক্ত্বামনঃপীত্বা যোঽসি সোঽসি স্থিরো ভব ॥

অথবা, হে রাঘব ! তুমি কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া মনের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মাতেই স্থিরভাবে অবস্থান কর ॥ ঐ ২৭।

অয়ং সোঽহময়ং নাহং করোমী-মিদং নতু।
ইতি ভাবানুসন্ধানময়ী দৃষ্টির্ন তুষ্টয়ে ॥

সেই আমি এই,অথবা এই আমি নহি, আমি ইহা করিতেছি, অথবা আমি ইহা করিতেছি না, জনগণের এইরূপ ভাবানুসন্ধানময়ী দৃষ্টি কখনই তুষ্টিজনক নহে ॥ ঐ ২৮।

সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যাঽহং দেহ ইতি স্থিতিঃ ॥

"আমি দেহ" জনগণের এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা স্থিতিকে তুমি কালসূত্র নামক নরকে স্থিতি, মহাবীচি নামক নরকের বন্ধনী এবং অসিপত্রবন

নামক নরকের সংস্থিতি বলিয়া জানিবে॥ যো-বা-রা ৪।৫৬।২৯।

সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেহপ্যুপস্থিতে।
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভাব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কশী॥

অতএব, সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইলেও যত্নসহকারে ঐরূপ স্থিতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ ঐরূপ কুক্কুর-মাংসবাহিনী চাণ্ডালিনীসদৃশী দেহস্থিতির সংস্রবেও অবস্থান করেন না॥ ঐ ৩০।

তয়া স্বদূরোজ্‌ঝিতয়া দৃষ্টৌ পটললেখয়া।
উদেতি পরমা দৃষ্টির্জ্যোৎস্নেব বিগতাম্বুদা॥
তয়াস্তুদিতয়া রাম তীর্য্যতেহয়ং ভবার্ণবঃ॥

এই অশুভদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, এই দৃষ্টি মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার ন্যায় সুনির্ম্মল হইয়া সমুদিত হয়। হে রাম! তখন তুমি সেই দিব্যদৃষ্টিদ্বারা অনায়াসেই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে॥ ঐ ৩১-৩২।

কর্ত্তা নাস্মি নচাহমস্মিস ইতি জ্ঞাত্বৈবমন্তঃস্ফুটং,
কর্ত্তৈবাস্মি সমগ্রমস্মি তদিতি জ্ঞাত্বাথবা নিশ্চয়ং।
কোহপ্যেবাস্মি ন কশ্চিদেব মিতি বা নির্ণীয় সর্ব্বোত্তমে,
তিষ্ঠ ত্বং স্বপদে স্থিতাঃ পদবিদো যত্রোত্তমাঃ সাধবঃ॥

হে সাধো! আমি কর্ত্তা নহি, এই শরীরাদি আমার নহে, তুমি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান লাভ করতঃ আত্মাতে অবস্থান কর; অথবা আমিই একমাত্র কর্ত্তা, সমস্ত জগতই আমি, এইরূপ অবধারণ করতঃ সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হও; অথবা আমি কে? আমি কেহই নহি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পদজ্ঞ উত্তম সাধুগণ যে পদে অবস্থান করেন, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদে অবস্থিতি কর॥

যো-বা-রা ৪।৫৬।৩৩।

অহমন্যে চ পুরুষাঃ সমচিদ্ব্যোমরূপিণঃ।
অত আত্মৈক এবাহমিতি শ্রুতিষু গীয়তে॥

শ্রুতি সকল কীর্ত্তন করেন যে, "আমি ও অন্যান্য পুরুষ সকলই সমরূপ, চিন্ময় ও ব্যোমস্বরূপ, অতএব আমিই অদ্বিতীয় আত্মা," অর্থাৎ এই জগতে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ কিছুই নাই॥ সাং-সা ২।৬।২৪।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

আত্মা সর্ব্বভূতে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত বিদ্যমান আছে; এইরূপ অভেদজ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞানীরা সর্ব্বত্র সমদর্শন করিলেই মোক্ষফল ভোগ করিতে পারেন॥ ঐ ২৬।

সর্ব্বেষামেকরূপত্ব দ্রষ্টু রাগাদিকং কুতঃ।
বিষ্ণ্বাদয়ো মহৈশ্বর্য্যং ভুঞ্জানা অপি নাধিকাঃ॥

যাঁহারা সকলকেই সমান বলিয়া জ্ঞান করেন,তাঁহাদিগের রাগদ্বেষাদি কিছুই থাকে না; কারণ তাঁহারা বিবেচনা করেন যে,বিষ্ণুপ্রভৃতি যাঁহারা মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, তাঁহাদিগেরও কোন আধিক্য নাই, (যেহেতু আমাদিগের স্তায় তাঁহাদিগেরও উৎপত্তি ও প্রলয়াবস্থা আছে)॥

সাং-সা ২।৬।৩০।

দেবা দৈত্যজয়ায়েব যতিব্যো তজ্জয়াশয়া।
অহং যথা তথৈবান্যে আব্রহ্মা নারকা জনাঃ॥

দেবতারা যেরূপ দৈত্যগণের পরাজয়ের আশয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ সেই দেবগণের পরাজয়ের আশায় যত্ন করিতেছি এবং আমি যেরূপ অবস্থাপন্ন, অন্যান্য প্রাণীও সেইরূপ; অতএব ব্রহ্মা অবধি নরকবাসী জনগণ পর্য্যন্ত সকলকেই সমান জ্ঞান করিবে॥ ঐ ৩৩।

অহমন্যে চ তত্রাহো শত্রুমিত্রাদিধীর্ম্বৃষা।
ব্রহ্মণীশে হরাবিন্দ্রে সর্ব্বভূতগণে তথা॥

এই আমি, ইহারা অপর, ইনি আমার শত্রু, ইনি আমার মিত্র, ইনি ব্রহ্মা, ইনি ঈশ্বর, ইনি হর, ইনি ইন্দ্র ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি মিথ্যা। এইরূপে সর্ব্বভূতেও ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে॥ সা-সা ২।৬।৪০।

উত্তমাধমমধ্যত্ববিভাগো মায়য়া মৃষা।
ত্রিগুণাত্মকমায়ায়াস্ত্রৈবিধ্যাদাত্মনোঽপি হি॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম ইত্যাদি মিথ্যা বিভাগ কেবল মায়ারই কার্য্যমাত্র। মায়া স্বয়ং ত্রিগুণাত্মিকা, এই নিমিত্ত তিনি আত্মারও ত্রৈবিধ্য বুদ্ধি উৎপাদন করেন। ফলতঃ উত্তমত্বাদি বুদ্ধিকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য॥ ঐ ৪১।

মাতরীব পরং যান্তি বিষমাণি মৃদূনি চ।
বিশ্বাসমিহ ভূতানি সর্ব্বাণি সমশালিনি॥

দেখ,জননীর দৃষ্টিতে যেরূপ সদসৎ সকল সন্তানই সমান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার নিকট কি ক্রূর, কি মৃদু, কি উত্তম, কি অধম,সকল পদার্থই সমান হওয়াতে তিনি সকল প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ২।১৩।৫১।

ন রসায়নপানেন ন লক্ষ্যালিঙ্গনেন চ।
তথা সুখমবাপ্নোতি শমেনান্তর্যথা জনঃ॥

শম দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে যেরূপ অনুপম আনন্দ অনুভূত হয়, অমৃতপান বা অতুল ঐশ্বর্য্যভোগদ্বারা সেরূপ আনন্দোদয় হয় না॥ ঐ ৫২।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বাশুভাশুভং।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে॥

যে ব্যক্তি শুভাশুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ বা ভক্ষণ করিয়া হর্ষ বা বিষাদ প্রকাশ না করেন, তাঁহাকেই শান্ত বলা যায়॥

যো-বা-রা ২।১৩।৬২।

তুষারকরবিম্বাভং মনো যস্য নিরাকুলং।
মরণোৎসব যুদ্ধেষু স শান্ত ইতি কথ্যতে॥

মরণ, উৎসব ও যুদ্ধাদিতে যাঁহার মন চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল ও নিরাকুল থাকে, তাঁহাকেই শান্ত বলা যায়॥ ঐ ৬৫।

তপস্বিষু বহুজ্ঞেষু যাজকেষু নৃপেষু চ।
বলবৎসু গুণাঢ্যেষু শমবানেব রাজতে॥

কি তপস্বী, কি বহুদর্শী, কি যাজক, কি রাজা, কি বলবান্, কি গুণশালী, এই সকলের মধ্যে শান্তগুণাবলম্বী (সমদর্শী) ব্যক্তিই বিশেষরূপে দীপ্তিলাভ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৬৯।

সমতয়া মতয়া গুণশালিনাং
পুরুষরাড়িব যঃ সমলঙ্কৃতঃ।
তমমলং প্রণমন্তি নরোত্তমা
অপি মহামুনয়ো রঘুনন্দন॥

হে রঘুনন্দন! গুণশালিগণের মধ্যে যাঁহারা অনুত্তম শমগুণ দ্বারা পুরুষরাজের ন্যায় সমলঙ্কৃত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বদোষপরিশূন্য নরোত্তমগণ দেব ও মহর্ষিগণেরও প্রণম্য হয়েন॥ যো-বা-রা ২।১৫।১৮।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই বিষয়ে কহিয়াছিলেন যে)—জ্ঞান (উপদিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (আমিই সেই ব্রহ্ম এবম্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার লোষ্ট্র (মৃৎখণ্ড), প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্য জ্ঞান, তিনিই যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ় পদবাচ্য হয়েন॥

ভ-গী ৬।৮।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে॥

সুহৃৎ (স্বভাবত হিতৈষী), মিত্র (স্নেহবশতঃ উপকারক), অরি (ঘাতক বা শত্রু), উদাসীন (উভয় বিবাদে পক্ষত্যাগী বা নিরপেক্ষ), মধ্যস্থ (উভয় বিবাদীর হিতকারী), দ্বেষ্য (হিংসক), বন্ধু (যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে), সাধু (সদাচারী, এবং পাপী (দুরাচার) এই সকল ব্যক্তিতে যাহার সমান জ্ঞান, তিনিই শ্রেষ্ঠ॥ ভ-গী ৬।৯।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আত্ম উপমা ক্রমে সুখ বা দুঃখের বিষয়ে সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন (আপনার ন্যায় সকলের সুখ ভিন্ন দুঃখ বাঞ্ছা করেন না), আমার মতে তিনিই পরম যোগী॥ ভ-গী ৬।৩২।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

—বস্তুতঃ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চাণ্ডালাদিতে (চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার সমান অধিষ্ঠান থাকা হেতু) তাহাদিগকে সমভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন॥ ভ-গী ৫।১৮।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাংসাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমংব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

যাঁহার মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টির বিষয় বা সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, এহেতু সমদর্শী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মে স্থিতি প্রাপ্ত হন॥ ঐ ১৯।

ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য-চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়োব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মেতেই স্থিতি করেন, তিনি প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তে বিষাদিত হন না, যেহেতু তিনি স্থিরবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মোহশূন্য হইয়াছেন॥ ভ-গী ৫।২০।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥

বাহ্যবিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরে ব্রহ্মে যোগ অর্থাৎ সমাধি দ্বারা পরমাত্মার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিরূপ অক্ষয়সুখ লাভ করেন॥ ঐ ২১।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

যে ব্যক্তি ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম ক্রোধোদ্ভব বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী ও তিনিই সুখী॥ ঐ ২৩।

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
সযোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥

(কেবল কামক্রোধাদির বেগ সম্বরণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, এমন নহে)—অপিচ, যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম ও আত্মাতেই দৃষ্টি, সেই যোগীব্যক্তি ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন॥ ঐ ২৪।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার; এবম্প্রকার ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ কখন মুহ্যমান হন না। তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠাতা পুরুষ অন্তকালে অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ সময়ে ক্ষণমাত্র এই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠায় অবস্থিতি করিতে পারিলেই পরব্রহ্মে লীনতারূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন, ইহাতে সংশয় নাই॥ ভ-গী ২।৭২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কথন।

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃশ্রুতিঃ॥

যে ব্যক্তির জীবদ্দশাতে মুক্তি হয়, তাঁহার দেহান্তেও মুক্তি হয়। কিন্তু যজুর্ব্বেদ কহেন যে, যিনি স্বল্পমাত্র ভেদদর্শী, তাঁহারও সংসারবন্ধনের ভয় আছে॥ বি-চূ ৩৩১।

সৌম্যাম্বুত্বে তরঙ্গত্বে সলিলস্যাম্বুতা যথা।
সমৈবাস্তৌ তথাদেহ সদেহ মুনিমুক্ততা॥

হে সৌম্য! যেমন জলধির জল ও তরঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ উভয়ই সমান, সেইরূপ সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই তুল্যরূপে পরিগণিত হয়॥ যো-বা-রা ২।৪।১।

জ্ঞানং বিনা ন কৈবল্যং ন মৃতো জ্ঞানবান্ ভবেৎ।
জীবতো জ্ঞানলাভঃ স্যাজ্জীবন্মুক্তিরিতিস্থিতা॥

জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হওয়া অসম্ভব; লোকে মৃত হইয়া কখন জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, জীবিতাবস্থাতেই জ্ঞান লাভ হয়; এই জ্ঞান লাভের অবস্থাকেই জীবন্মুক্তি বলা যায়॥ বো-সা।

জীবন্মুক্তৌচ যা মুক্তিঃ সা মুক্তি পিণ্ডপাতনে।
যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শূনিশূকরে॥

জীবদ্দশায় (আত্মজ্ঞান সাধনদ্বারা) জীবের যে মুক্তি, তাহাই মুক্তি এবং তাহা তাহার দেহ নিপাতনেও হয়, কিন্তু কেবল দেহ নিপাত হইলেই যদি জীবের মুক্তি স্বীকার কর, তাহা

হইলে শূকর ও কুক্কুরাদির দেহ বিনাশ হইলে তাহারাও মুক্তিভাজন হউক॥ জী-গী ১।

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাং।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহামুক্ততৈব যা॥

ব্রহ্মবিচারপরায়ণ ও জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জীবদ্দশাতে যে মুক্তি, তাহাই বিদেহ (দেহত্যাগে) মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়॥ যো-বা-রা ৩।৯।১।

একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।
আত্মজ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

যেমন এক চন্দ্র বহুসংখ্যক জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুধারূপে ভাসমান হইলেও বস্তুতঃ তিনি এক মাত্রই হয়েন, তদ্রূপ এক আত্মা নানা দেহাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুত্বরূপে কল্পিত হইলেও তিনি একমাত্রই হয়েন, ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত কহা যায়॥ জী-গী ৪।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর, তাঁহাকে সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পদ বাচ্য হয়েন॥ ঐ ১০।

একাকী রমতে নিত্যংস্বভাব গুণবর্জ্জিতং।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

যিনি স্বাভাবিক গুণবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রসাস্বাদিত চিত্তে নিয়ত একাকী ক্রীড়া করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ জী-গী ১৬।

মুঞ্জাদিশীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ং।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্ব্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥

যেমন মুঞ্জতৃণ (শরগাছ) হইতে তন্মধ্যগত ইশীকা (শলাকা) পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ যিনি দেহাদি দৃশ্য জড়বর্গ হইতে সর্ব্বভূতগত অসঙ্গ অক্রিয় আত্মাকে পৃথগ্‌রূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহাতেই সমস্ত লয় করতঃ সেই আত্মাই আমি এইরূপ তন্ময় জ্ঞানে অবস্থিতি করেন, তিনিই মুক্ত॥ বি-চূ ১৫৫।

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতা ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমানেষজীবন্মুক্তইতীর্য্যতে॥

যে ব্যক্তির দ্বৈত বিষয়ে অনাদর পূর্ব্বক অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ়রূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ প-দ ২।৯৬।

কো বন্ধঃকস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎসদা হি সঃ।
এতৎকয়োক্তি যো নিত্যংস মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

বন্ধই বা কি, আর মোক্ষই বা কাহার

হয়, ইত্যাকার বিবেচনা রহিত হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমুদায় পদার্থকেই এক পরমাত্মাস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই মুক্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই॥

শি-সং ৫।১৭৩।

যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহাররতোপি চ।
অস্তংগতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি এই যথাস্থিত জগতের ব্যবহার কার্য্যে নিরত থাকিয়াও ইহাকে আকাশের ন্যায় অস্তগত বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ যো-বা-রা ৩।৯।৪।

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যিনি সুষুপ্তিস্থ হইলেও তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন না হইয়া জাগ্রৎ থাকেন এবং যাঁহার সেই ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে বাসনা নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হয়েন॥

ঐ ৬।

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোম চিদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্তউচ্যতে॥

যিনি রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিলেও অন্তরে রাগ, দ্বেষাদিবিহীন হইয়া অতি নির্ম্মল ব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥

ঐ ৭।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যাঁহার অন্তরে অহংভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে লিপ্ত না হয়, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥

যো-বা-রা ৩।৯।৮।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যাঁহা হইতে লোকের উদ্বেগ উপস্থিত না হয় এবং লোক সকল হইতেও যিনি উদ্বিগ্ন না হন এবং যিনি হর্ষবিষাদরহিত, তিনিই জীবন্মুক্ত॥

ঐ ১০।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্তউচ্যতে॥

যিনি সংসার-বাসনা পরিত্যাগী ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শালী হইয়াও ইন্দ্রিয়ব্যাপার শূন্য এবং চিত্তযুক্ত হইয়াও চিত্তরহিতের ন্যায় অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥

ঐ ১১।

যঃ সমস্তার্থজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যিনি সমস্ত বিষয় বস্তুতে ব্যবহার নিরত হইয়াও রাগ, দ্বেষ ও হর্ষাদি শূন্য ও সুশীতল এবং যাঁহার আত্মা সমুদায় পদার্থেই পূর্ণ ভাবে অবস্থিত, তিনিই জীবন্মুক্ত॥ ঐ ১২।

নীরোগউপবিষ্টোবা রুগ্নোবা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা॥

এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে স্বচ্ছন্দ শরীরে উপবিষ্ট থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করুন, অথবা রোগাক্রান্ত কলেবরে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করুন,কোন প্রকারেই তাঁহার আর ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না॥

প-দ ২।১০০।

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেপ্যয়ং।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি॥

যদ্রূপ সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্ত্যবস্থায় অধীত বিদ্যা বিস্মরণ হইলেও জাগ্রদবস্থায় তাহা আর অনধীত হয় না, তদ্রূপ মৃত্যু অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানীর অদ্বৈত জ্ঞানের নাশ হয় না॥ ঐ ১০১।

তীর্থে চণ্ডালগেহে বা যদি বা নষ্টচেতনঃ।
পরিত্যজন্দেহমিমং জ্ঞানাদেব বিমুচ্যতে॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কি তীর্থে, কি চাণ্ডালগৃহে, যে কোন স্থানেই হউক, যদি নষ্টসংজ্ঞ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি অবশ্য মুক্তি লাভ করেন॥ শি-গী ১৩।৩৫।

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎ কৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দনামিব॥

সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহ কাল বশতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, তিনি জীবন্মুক্তিপদ পরিহার পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়া নিস্পন্দ পবনের ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন করেন॥

যো-বা-রা ৩।৯।১৩।

বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি না শাম্যতি
ন সন্নাসন্নদূরস্থো নচাহং নচ বেতরঃ॥

এই বিদেহমুক্ত ব্যক্তি উদিত বা অস্তগত হন না, কিম্বা শান্তভাব ধারণ করেন না। তখন তিনি সৎ বা অসৎ নহেন এবং তিনি দূরস্থও নহেন,অথবা আমি বাঅপর ভাবাপন্নও নহেন। ঐ ১৪।

ন শূন্যং নাপি চাকারং ন দৃশ্যং ন চ দর্শনং।
নচ ভূতপদার্থৌঘঃ সদনন্ততয়া স্থিতং॥

তখন তিনি শূন্য বা আকারবিশিষ্ট নহেন, দৃশ্য বা দর্শন নহেন, জীব বা পদার্থসমূহ নহেন ; তখন (তাঁহার অনন্তত্ব হেতু) তিনি শুদ্ধ অস্তিত্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ঐ ৪০।

কিমপ্যব্যপদেশাত্মা পূর্ণাপূর্ণেতিরাকৃতিঃ।
ন সন্নাসন্নসদসন্ন ভাবো ভাবনং ন চ॥
চিন্মাত্রং চিত্তরহিতমনন্তমজরং শিবং।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং যদনাধি নিরাময়ং॥

তখন তিনি কোন এক অদ্ভুত পদার্থের ন্যায় পূর্ণ বা অপূর্ণ নহেন, সৎ বা অসৎ নহেন ও ভাব বা অভাবও নহেন ; তিনি কেবল চিন্মাত্র, অজর, অমর, আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, আধিব্যাধিরহিত এবং শিবময় হয়েন॥ ঐ ৪১-৪২।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অবশ্যম্ভাবিতা কথন।

শরীরারম্ভকং যত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম তন্মতম্।
তদ্ভোগেনৈব নষ্টং স্যান্ন তু জ্ঞানেন নশ্যতি॥

যে কর্ম্ম শরীরের আরম্ভক, অর্থাৎ যে কর্ম্মফলে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা যায়। ঐ কর্ম্ম কেবল ভোগ দ্বারাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ সম্ভবে না, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, ইহার অন্যথা হয় না॥

শি-গী ১৩।২৮।

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারোভবেদ্‌যদি।
তদা দুঃখৈর্নলিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥

অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধ কর্ম্মের যদি কোন প্রতীকার থাকিত, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র ও নল রাজা প্রভৃতি মহাত্মাগণকে বিপুল দুঃখে নিপতিত হইতে হইত না॥

প-দ ৭।১৫৫।

ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা॥

ঈশ্বরও সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিহার করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয় না, কারণ সেই ঈশ্বরই প্রারব্ধ কর্ম্মের অবশ্য ভবিতৃত্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥ প-দ ৭।১৫৬।

যদি বিদ্যাপহ্নুবীত জগৎ প্রারব্ধঘাতিনী।
তদা স্যান্নতু মায়াত্ববোধেন তদপহ্নবঃ॥

আর, যদি পরমাত্মবিদ্যা জগতের ভোগ্য বস্তু সকল নাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশক বলিয়া স্বীকার করা যাইত; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদ্বারা ভোগ্য বস্তুর নাশ না হইয়া কেবল মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব মাত্র বোধ হয়, সুতরাং তাঁহাকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বিরোধী বলা যায় না॥ ঐ ১৭৮।

সুখাদ্যনুভবো যাবত্তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্ব্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ॥

যাবৎ সুখ দুঃখাদি অনুভূত হয়, তাবৎ কালই প্রারব্ধ স্বীকার করা যায়, কেন না কর্ম্মজন্যই প্রারব্ধ-ফলের উদয় হয়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় স্থলে প্রারব্ধ ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই॥ বি-চু ৪৪৮।

অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জ্জিতং।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্ম্মবৎ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থায় কৃত কর্ম্ম সকল জাগ্রৎ অবস্থায় বিনষ্ট হয়, সেইরূপ "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকার সুদৃঢ় জ্ঞানের উদয় হইলে শতকোটি কল্পার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মরাশি লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ বি-চূ ৪৪৯।

যৎকৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণং।
সুপ্তোত্থিতস্য কিন্তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥

স্বপ্নকালে যে কোন প্রত্যক্ষ পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম করা হয়, তাহা কি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বর্গ বা নরক ভোগের কারণ হয়? ঐ ৪৫০।

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতি চ যৎকিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্ম্মভিঃ॥

আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে আকাশের ন্যায় ও উদাসীন স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া কোন অকিঞ্চিৎকর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম দ্বারা কখনই সম্বদ্ধ হন না॥ ঐ ৪৫১।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ॥

(কিন্তু) যেরূপ লক্ষ্য উদ্দেশে পরিত্যক্ত শর লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত (প্রারব্ধ) কর্ম্ম নিজ ফল প্রদান না করিয়া জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় না॥ ঐ ৪৫৩।

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্॥

যেমন প্রথমে ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে পরিত্যক্ত বাণ পশ্চাৎ গোজ্ঞানের উদয় হইলেও নিবৃত্ত না হইয়া লক্ষ্যভেদ করে, সেইরূপ বোধোদয় হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষান্ত না হইয়া স্বকীয় ফল প্রদান করে (১)॥ বি-চূ ৪৫৪।

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ,
সম্যগ্‌জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সঞ্চিতাগামিনাং।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্ব্বদা সংস্থিতা,
স্তেষাং তত্ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণং॥

প্রারব্ধ কর্ম্ম অতীব বলবৎ, ইহা নিশ্চয়ই ভোগ ভিন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; আর পূর্ব্বসঞ্চিত ও আগামী

(১) মনুষ্যদিগের কর্ম্ম তিন প্রকার,—সঞ্চিত কর্ম্ম, আগামী কর্ম্ম ও প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই তিন প্রকার কর্ম্মকে এই স্থলে তিনটী শরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মনে কর, যেমন এক জন ধানুষ্ক বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে একটী গবীকে ব্যাঘ্র জ্ঞান করতঃ তাহার বধ সাধনার্থ একটী শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার সেই লক্ষ্যোদ্দেশে অন্য একটী শর ধনুতে যোজনা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার ব্যাঘ্রভ্রম নিবারিত হইয়া গবীজ্ঞান সমুদিত হওয়াতে, সে ব্যক্তি ধনুতে যোজিত সেই দ্বিতীয় শরটী লক্ষ্যোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল না এবং তাহার তূণমধ্যে সঞ্চিত যে আর একটী শর ছিল তাহাও তদবস্থায় রহিল; কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যে শর অগ্রেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাকে

(ভবিষ্যৎ) কর্ম্ম সকল সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অবগত হইয়া সর্ব্বদা কেবল ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মফল ভোগ কদাচ সম্ভবপর নহে ॥ বিচূ ৪৫৫।

প্রারব্ধনিশ্চযাদ্ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
শারীরস্থিতরৎকর্ম্মতদ্দ্বেষি-প্রিয়বাদিনোঃ।
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন এবং অবশিষ্ট কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয়। শরীরমাত্রদ্বারা নিষ্পাদ্য কর্ম্ম সকল তাঁহার শত্রু ও মিত্রগণ গ্রহণ করে; আর, অনারব্ধ কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞানপ্রভাবেই নির্বীর্য্য (ক্ষীণবল) হয় ॥ অ-বো।

যাবৎ স্বদেহদাহঃ স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
যাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনং ॥

যেমন যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্বদেহ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট না হয়, তত দিন তাহার মনুষ্যত্ব মোচন হয় না, সেইরূপ যাবৎ প্রারব্ধ ক্ষয় দ্বারা উপাধি নাশ না হয়, তাবৎ জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ হয় না ॥ প-দ ৭।২৪২।

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥
এবমারব্ধভোগোপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥

যদ্রূপ মন্দান্ধকারে নিক্ষিপ্ত রজ্জুতে সর্পজ্ঞান জন্য হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুজ্ঞান হইলেও সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার অল্প অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত রজ্জুতে পুনরায় সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয় এবং ভোগকালেও আবার কখন আপনার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হইতে পারে ॥ ঐ ২৪৩-২৪৪।

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তির্ব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥

পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হইলেও সেই অপরাধে তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হয় না; কারণ জীবন্মুক্তি কোন ব্রত নহে যে, নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে সেই ব্রত ভঙ্গ হইবে। ইহা কেবল বস্তুর যথার্থস্বরূপে স্থিতিমাত্র; অত-

---

প্রতিনিবৃত্ত করণের কোন উপায় না থাকা প্রযুক্ত তাহা গোবধরূপ কার্য্য সাধন না করিয়া নিবৃত্ত হয় নাই, সুতরাং তাহার ফলভোগ ব্যতিরেকে সে কার্য্য বিনষ্ট হইতে পারে না। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সঞ্চিত ও আগামী উভয়বিধ কর্ম্মই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষয় হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানীদিগকেও শরীরারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥

এব পুনরায় কখন মর্ত্যত্ব জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়॥প-দ৭।২৪৫।

ব্রতাভাবাৎ যদাধ্যাসস্তদা ভূয়োবিবিচ্যতাং।
রসসেবী দিনে ভুংক্তে ভূয়োভূয়ো যথা তথা॥

জীবন্মুক্ত্যবস্থা কোন ব্রত না হওয়া হেতু যখনই প্রারব্ধবশতঃ কোন অধ্যাস উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ আত্ম-তত্ত্ব বিচার করিবে, যেমন রসসেবী ব্যক্তি স্বকীয় ক্ষুধা নিবারণার্থ স্বেচ্ছামতে পুনঃ পুনঃ পান ভোজনাদি করিয়া থাকে॥ ঐ ২৪৮।

শময়ত্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বব্রণং যথা।
ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা॥

যেমন ভ্রমবশতঃ দশম পুরুষের মরণ নিশ্চয় করিয়া খেদে শিরো-দেশে আঘাত দ্বারা বেদনাযুক্ত হইলে পরে উপদেশ দ্বারা সেই দশম পুরুষকে লাভ করতঃ হৃষ্ট হইয়াও ঔষধাদি দ্বারা সেই বেদনার শান্তি করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগদ্বারা ক্রমশ প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিরূপ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন॥

প-দ ৭।২৪৯।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

জীবন্মুক্ত পুরুষের লৌকিক ব্যবহারের অপ্রতিবন্ধকতা কথন।

চিত্তবিক্ষেপকর্ত্তারং বিহারন্তু বিহায় যে।
স্থিতা নির্ব্বাণনিষ্ঠায়াং ত এব সনকাদয়ঃ॥

কোন কোন জীবন্মুক্ত ব্যক্তি চিত্ত-বিক্ষেপকারক ভোগবিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজীবন কেবল নির্ব্বাণ নিষ্ঠায়, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিতি করেন। সনকাদি দেবর্ষিগণ এই শ্রেণীভুক্ত॥ বো-সা।

অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।
গৃহমেবাস্থিতা যে তু ত এব জনকাদয়ঃ॥

আবার,কোন কোন জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তরে জ্ঞানময় হইয়াও বাহ্যে অজ্ঞলোকের ন্যায় লৌকিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিয়া গৃহেই অবস্থান করেন।' জনকাদি মহাত্মাগণ এই শ্রেণী-ভুক্ত॥ বো-সা।

সদদ্বৈতাৎ পৃথক্‌ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি।
তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা॥

তত্ত্ববিচার দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈত বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত ভূত ও ভৌতি-কাদি দ্বৈত পদার্থ সকলের মিথ্যাত্ব-বোধ নিশ্চয় হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারিক বিষয়ে লৌকিক ব্যব-

হারের লোপ হয় না, যেহেতু তত্তৎ পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব তদ্বিষয়ক লৌকিক ব্যবহারও হইতে পারে ॥ প-দ ২।৯৩।

উপাসকইব ধ্যায়ন্ লোকিকং বিস্মরেদ্‌যদি।
বিস্মরত্যেব সা ধ্যানাদ্বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥

কিন্তু, যদি উপাসকের ন্যায় ধ্যানেতেই তৎপর হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে কেবল ধ্যানেরই কার্য্য বলা যায়, নতুবা জ্ঞান দ্বারা কখন লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃতি হয় না ॥ প-দ ৯।৯৬।

প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ কোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥

যদি বল, জ্ঞানীগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তিই উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কর্ম্মে নিবৃত্তিরই বা উপযুক্ততা কোথায়? যদি বল, কর্ম্মে নিবৃত্তিই জ্ঞান লাভের অসাধারণ কারণ, তাহা হইলে জ্ঞান লাভের ইচ্ছার কারণ যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তাহাও হইতে পারে না ॥ প-দ ৭।২৭৫।

বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
অবাধাদনুবর্ত্তেত বোধোন ত্বন্যসাধনাৎ ॥

যদি বল, জ্ঞান সাধন হইলে পরে জ্ঞানের ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির আর প্রয়োজন থাকে না, তাহা হইলে জ্ঞানের কারণ যে নিবৃত্তি তাহারই বা আবশ্যকতা কি আছে? যেহেতু প্রতিবন্ধকতার অভাবপ্রযুক্ত সেই জ্ঞান কোন ক্রমে অন্যথা হইবার নহে ॥ প-দ ৭।২৭৬।

নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ ॥

অবিদ্যা কিম্বা তাহার কার্য্য (কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি) ইহারা কেহই আর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তদুভয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ঐ ২৭৭।

বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধোন শক্যতে।
জীবন্নাখুর্ন মার্জারংহন্তি হন্তাৎ কথং মৃতঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাপ্রভৃতি বিনষ্ট হইলে তাহারা পুনরায় সেই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইবার কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। দেখ, যখন জীবিত মূষিক বিড়ালকে দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, তখন মৃত মূষিক যে সেই বিড়ালকে সংহার করিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ॥ ঐ ২৭৮।

অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
নিষ্ফলেষু বিতুন্নাঙ্গোনক্ষ্যতীত্যত্র কা প্রমা ॥
আদাববিদ্যয়া চিত্রৈঃ স্বকার্য্যৈর্জৃম্ভমানয়া।
যুদ্ধ্বা বোধোহজয়ৎ সোহ্য সুদৃঢ়োবাধ্যতাংকথং ॥

যেরূপ পাশুপত অস্ত্রাঘাতে প্রপীড়িত হইয়াও যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই, সে ব্যক্তি যে নিষ্ফল বাণাঘাতে কণ্ডুকৃত হইয়াই প্রাণ-ত্যাগ করিবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, সেইরূপ স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদিরূপ বহুবিধ কার্য্য দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান জয়ী হইয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান এক্ষণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াও যে নিহত অজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবেন, ইহারও কোন প্রমাণ নাই ॥ প-দ ৭।২৭৯-২৮০।

তিষ্ঠন্নজ্ঞানতৎকার্য্যশবাবোধেন মারিতাঃ।
ন হানির্বোধসম্রাজঃকীর্ত্তিঃ প্রত্যুত তস্য তৈঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃক নিহত অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য যদিও মৃতদেহের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, তথাপি তদ্দ্বারা জ্ঞান-সম্রাটের কোন হানি হইতে পারে না, প্রত্যুত তাঁহার কীর্ত্তিই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ২৮১।

বাসনামাত্রসারত্বাদজ্ঞস্য সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সর্ব্বা এবাফলা জ্ঞস্য বাসনামাত্রসংক্ষয়াৎ ॥

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাসনামাত্রসার হেতু সকল ক্রিয়াই সফল হয়, আর জ্ঞানীদিগের বাসনার ক্ষীণতা হেতু সকলপ্রকার ক্রিয়াই নিষ্ফল হয় ॥
যো-বা-রা ৬।৮৭।১৭।

সর্ব্বা হি বাসনাভাবে প্রযাত্যফলতাং ক্রিয়াঃ।
অশুভাঃ ফলবত্ত্যোঽপি সেকাভাবে লতা ইব ॥

জলসেকাভাবে ফলশালিনী লতার অফলত্ব প্রাপ্তির ন্যায় বাসনার অভাবে সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৬।৮৭।১৮।

ঋত্বন্তরে যথা যাতি বিলয়ং পূর্ব্বমার্ত্তবং।
তথৈব বাসনানাশে নাশমেতি ক্রিয়াফলং ॥

যেমন ঋত্বন্তর উপস্থিত হইলে পূর্ব্বঋতু-চিহ্ন সমুদায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাসনা বিনষ্ট হইলে ক্রিয়াফলও বিনষ্ট হয় ॥ ঐ ১৯।

ন স্বভাবেন ফলতি যথা শরলতা ফলং।
ক্রিয়া নির্ব্বাসনা পুত্র ফলং ফলতি নোত্তথা ॥

হে পুত্র! যেমন স্বভাবতঃ শর-লতা (কাশলতা) ফুল ভিন্ন ফল প্রসব করে না, সেইরূপ নির্ব্বাসন ক্রিয়াও ফলবতী হয় না ॥ ঐ ২০।

স যক্ষবাসনো বালো যক্ষং পশ্যতি নান্যথা।
স দুঃখবাসনো মূঢ়ো দুঃখং পশ্যতি নান্যথা ॥

বালক যেরূপ যক্ষবাসনাবিশিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ ভূতাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কেবল যক্ষই দর্শন করে, সেই-রূপ দুঃখদায়িনী বাসনার অনুবর্ত্তী মূঢ়জনেরা কেবল দুঃখই দর্শন করে, অন্য কিছুই দর্শন করিতে পারে না ॥
ঐ ২১।

আকারভাসুরাপুচ্ছৈর্ন দদাতি ফলং ক্রিয়া।
শুভাশুভা বা তজ্জ্ঞস্য ফুল্লা শরলতা যথা ॥

যেরূপ প্রফুল্ল শরলতা কেবল

নয়নানন্দ ভিন্ন কোন প্রকার ফল প্রদান করে না, সেইরূপ আকার-ভাস্বর ক্রিয়া সকল তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে শুভাশুভ ফল প্রদান করে না ॥ যো-বা-রা ৬।৮৭।২২ ।

পরিক্ষীণে মোহে বিগলতিঘনে জ্ঞান জলদে।
পরিজ্ঞাতে তত্ত্বেরমণমটনং জাগত মিদং ॥

বস্তুতঃ পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে জীবের সমুদায় মোহই পরিক্ষীণ হয় এবং অজ্ঞানরূপ মেঘের অপনয়ন হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির জগদ্ভ্রমণ কেবল সুখজনক মাত্র হয় ॥

যো-বা-রা ২।১২।১৩ ।

প্রসন্নে চিত্তত্ত্বে হৃদিশমভবে বল্গতি
পরে শমাভোগী ভুতাদখিল কলনাদৃষ্টিসুপুরঃ।
সমংযাতি স্বান্তঃকরণ ঘটনাস্বাদিতরসং ॥

জীবের আত্মা প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই মনের শান্তিলাভ হয়, মনের শান্তি হইলেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। তাহা হইলে এই জগতের প্রতি একভাবে দৃষ্টিপাত হয়, সুতরাং এবম্ভূত জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জগদ্ভ্রমণ (হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদির ন্যায়) পরম সুখদায়ক হয়, সন্দেহ নাই (১) ॥

ঐ ১৪ ।

একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ।
যাত্যাযাত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদোমতিঃ ॥

যেমন কাকের একমাত্র চক্ষু-

(১) এই দেহ অজ্ঞগণের অশেষ দুঃখের কোশাগার স্বরূপ, কিন্তু প্রাজ্ঞগণের পক্ষে ইহা অনন্ত সুখরত্নেরই আগার। ইহা স্থিত হইলে সকলই স্থিত হয় এবং ইহা বিনষ্ট হইলে প্রাজ্ঞগণের সামান্য মাত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু মোক্ষ-রূপ ধনের কিছুই বিনষ্ট হয় না। এই দেহ প্রাজ্ঞগণের ভোগ ও মোক্ষের আধার স্বরূপ, অতএব ইহা কেনই বা সুখাবহ না হইবে? যেমন ঘটের বিনাশে তদন্তর্বর্ত্তী আকাশের বিনাশ হয় না, সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে তাহার অন্তরস্থ পরম বস্তুর কিছুই বিনষ্ট হয় না। দেহ-রূপ পুরীমধ্যে আত্মারূপ পুরুষ স্বীয় প্রারব্ধ ভোগ করতঃ মোক্ষ ভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি কখন ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কখন বা পরমার্থ দৃষ্টিদ্বারা সকল কার্য্যে বিরত হইয়া শুদ্ধ স্বীয় পরমানন্দ সলিলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা এই সুখদুঃখময় সংসার-রূপ অসার তৃষ্ণা নদীতে নিমগ্ন হন না। তাঁহারা বাহ্যান্তর ব্রহ্ম দর্শন করতঃ ব্যবহারময় ক্রিয়া সমুদায়কে অশঙ্কিতভাবে দর্শন করেন। লোকের চক্ষু যেমন গিরি পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নীরাগ ভাবে নিপতিত হয়, জ্ঞানী-গণের বুদ্ধিও সেইরূপ ব্যবহার কার্য্যে নীরাগ ভাবে নিপতিত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই শরীর পুরীতে সকল প্রকার শান্তি লাভ করতঃ সর্ব্ব প্রকার কৌতুক ও সর্ব্ব প্রকার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করেন। যেমন নাগেন্দ্র অঙ্কুশদ্বারাবশীভূত হয়, সেইরূপ বিষয়বিক্রান্ত মন বিচার দ্বারা বশীভূত হয়। ভোগাশক্ত চিত্তকে অগ্রে বিবেকরূপ অস্ত্রদ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করাই কর্ত্তব্য। দেখ, কোন ব্যক্তি তাড়িত হইয়া পশ্চাৎ সম্মানিত হইলে তাহার সেই সম্মান অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। শত্রু-বদ্ধ ভূপালকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুক্ত করতঃ একখানি মাত্র গ্রাম অধিকার করিতে দিলে, যেমন তিনি তাহাতেই পরম সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত অবদ্ধ রাজা বিশাল রাজ্যকেও যথেষ্ট বলিয়া বোধ করেন না, সেইরূপ মন প্রথমে দৃঢ় নিগৃহীত ও ভোগ সমূহ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চাৎ সামান্য মাত্র

রিন্দ্রিয় ক্রমান্বয়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রের গোলকে গমনাগমন করে, সেইরূপ বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এতদুভয় আনন্দেতেই বিবেকসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানির প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে ॥ প-দ ১১।১২৯।

ভুঞ্জানোবিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দঞ্চ তত্ত্ববিৎ।
দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাদুভৌ লৌকিক বৈদিকৌ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ই ভোগ করিয়া উভয় ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় এককালে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ আনন্দই অনুভব করিতে সমর্থ হন ॥ ঐ ১৩০।

দুঃখপ্রাপ্তৌ চ নোদ্বেগোযথা পূর্ব্বং যতোদ্বিদৃক্।
গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীর্যথা ॥

তিনি পূর্ব্বের (অজ্ঞানদশার) ন্যায় এক্ষণে দুঃখানুভব কালেও উদ্বিগ্ন হন না এবং বিষয় সুখেও আগ্রহতা প্রকাশ করেন না, যেহেতু তিনি এক্ষণে লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকার জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াছেন, যেমন গঙ্গা সলিলে অর্দ্ধাঙ্গ মগ্ন ব্যক্তির শীত ও উষ্ণ উভয়ই বোধগম্য হইয়া থাকে ॥ প-দ ১১।১৩১।

ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদোব্রহ্মসুখং সদা।
ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তৎভাসতে তথা ॥

এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানির জাগ্রদবস্থায় যেমন সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয়, তদ্বাসনা জন্য স্বপ্নাবস্থাতেও সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বতোভাবে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৩২।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

বস্তুতঃ আত্মবশীভূতকারী ব্যক্তি রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও আত্মপ্রসাদ,অর্থাৎ পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন ॥ ভ-গী ২।৬৪।

নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তান্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥

বিষয়রূপ হস্তীগণ বাসনারহিত ব্যক্তিরূপ সিংহকে দর্শন করতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া পলায়ন করে। তাহারা তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না।

বিষয় সুখ প্রাপ্ত হইলে সেই স্বল্প সুখকেই সমধিক বলিয়া অনুভব করে। যাঁহারা চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন, এই ধরনীতলে সেই সকল মহাত্মারাই সচেতন এবং তাঁহারাই ধন্য। অতএব যাঁহাদিগের হৃদয়রূপ গর্ত্তে মনোরূপ ঊর্দ্ধমুখ ভুজগ প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছে, এতাদৃশ মহাপুরুষগণের পক্ষে জগদ্ভ্রমণ যে পরম সুখাবহ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহধারণপূর্ব্বক জগদ্ভ্রমণ কেবল লোকের উপকারার্থ মাত্র। এই উপকার তিন প্রকার,—দর্শন,ভজন এবং সম্ভাষণ। তাঁহার দর্শনে লোকের পাপক্ষয় হয়, ভজনে উত্তরোত্তর অভ্যুদয় লাভ হয় এবং সম্ভাষণে কল্যাণময় মোক্ষলাভ হয়॥

পরে তাহারা যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় কেবল অধীন ভাবেই সেবা করে ॥

অ-সং ১৮।৪৬।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

যেমন নানা নদ নদীর প্রবাহ দ্বারা পরিপূর্ণ ও অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্র মধ্যে অন্যান্য জল সকল প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভোগ সকল অদৃষ্ট নিরূপিত কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া আত্মদৃষ্টি বিশিষ্ট ও ভোগ বাসনা বর্জ্জিত ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাই তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভোগাভিলাষী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হয় না ॥

ভ-গী ২।৭০।

অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমং।
আগতানাঞ্চ সংভোগ ইতি পণ্ডিতলক্ষণং ॥

অনাগত ভোগের অকৃত্রিম অনিচ্ছা ও আগত ভোগের সম্ভোগ, এই লক্ষণদ্বয়যুক্ত পুরুষই পণ্ডিত ॥

যো-বা-রা ৪।৪৬।৭।

ন কুর্য্যাদ্ভোগসংত্যাগং ন কুর্য্যাদ্ভোগভাবনং।
স্থাতব্যং স্বসমেনৈব যথা প্রাপ্তানুবর্ত্তিনা ॥

অতএব, অন্নপানাদি ভোগ পরিত্যাগ বা ভোগসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার ভাবনা করা কর্ত্তব্য নহে; যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল সাম্যাবস্থায় কাল যাপন করাই কর্ত্তব্য ॥ যো-বা-রা ৬।৫৫।১।

জক্ষৎক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথেতরৈঃ।
শরীরং ন স্মরেৎ প্রাণং কর্ম্মণা জীবয়েদমুং ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আহারই করুন, বা ক্রীড়াই করুন, অথবা স্ত্রী, যান, কিম্বা অন্য কোন রমণীয় বস্তুতে রমণই করুন, তিনি নিজ শরীর বা প্রাণকে আর স্মরণ করেন না; তিনি কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ॥ প-দ ১৪।১৯।

মুক্তোঽপি তাবৎ বিভৃয়াৎ স্ব দেহ-
মারব্ধমশ্নন্নভিমান শূন্যঃ।
যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ
কিন্ত্বন্য দেহায় গুণান্নবৃঙ্ক্তে ॥

যেরূপ মনুষ্য নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া স্বপ্নানুভূত বিষয় স্মরণ করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষও দেহ ধারণ করতঃ অহঙ্কার-শূন্য হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন। কিন্তু যে গুণ, কর্ম্ম বা বাসনা দ্বারা অন্য দেহ উৎপন্ন হইবে, তিনি সে সকল ভজনা করেন না ॥ ভা-পু ৫।১।১৬।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহষট সপত্নঃ।

জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতেবুর্ধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্যবদ্যং ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই, সে বনে বাস করিয়াও সংসারে লিপ্ত হইতে পারে; কারণ, সে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই ছয় রিপুর সমভিব্যাহারেই ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু যে পণ্ডিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সুতরাং পরমাত্মাতেই যাঁহার রতি হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রম তাঁহার কি অপকার করিবে ?(১) ॥

ভা-পু ৫।১।১৭।

যঃ ষট্ সপত্নান বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বং।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতরীন
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥

যে ব্যক্তি ষড় রিপু জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথমতঃ গৃহে থাকিয়াই ঐ বিষয়ে যত্ন করা উচিত। দেখ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কারণেই প্রথমতঃ দুর্গের আশ্রয় লইয়া বলবান্ শত্রু জয় করেন; পশ্চাৎ শত্রু-বল ক্ষীণ হইয়া আসিলে ইচ্ছানুসারে দুর্গে বা তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানে অবস্থিতি করেন ॥

ভা-পু ৫।১।১৮।

ন হি সন্ন্যাসতো মুক্তির্নটানাং সা কুতো ন হি।
কিন্তু সর্ব্বাভিলাষস্য কোপস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
সর্ব্বাত্মনাপ্যশক্যত্বে সাধুশাস্ত্রসমাশ্রয়েৎ ॥

সন্ন্যাস অবলম্বন, অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করিলেই যে মুক্তি লাভ হয়, এমত নহে; সন্ন্যাস অবলম্বন ও সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিলেই যদি লোকের মুক্তি লাভ হইত, তাহা হইলে যে সকল নট অভিনয় করে, তাহারাও মুক্ত হইতে পারিত; পরন্তু সর্ব্ব-বাসনা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই মুক্তিপথের পথিক হইতে পারা যায় না। সমুদায় বাসনা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলে সাধুসঙ্গ ও বেদান্ত-শাস্ত্র আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে অবশ্যই ক্রমশঃ কামাদি পরাজয় ও মুক্তিলাভ হইতে পারে ॥

আত্ম-পু ২।১৮৮।

---

(১) মনই মুক্তি ও সংসার-বন্ধনের কারণ। অরণ্যে বাস করিলেই যে মন বশীভূত হয়, এরূপ নহে; কারণ দেখা যাইতেছে যে, অন্ধ, বধির ও বিকলেন্দ্রিয় জীবগণ যখন বিজন অরণ্যে বাস করে, তখনও তাহাদের মন বিষয়ভোগ-লালসায় লোলুপ হইয়া থাকে। যাহার মতি শান্তিপথে উত্থিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি, যেখানে লোকালয় বর্জ্জিত এরূপ নিবিড় বিস্তৃত নির্ম্মল বনভূমিকেও হৃদ্য বলিয়া বোধ করেন। জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে যাঁহার দৃষ্টি উপরত হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে এই জগৎ স্পন্দবিহীন, নভোময়, কলরব-বর্জ্জিত মহাটবীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ আত্মৈকনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গৃহাশ্রম কোন অপকার করিতে পারে না ॥

আত্মানাত্মবিবেকার্থং সন্ন্যাসো বিহিতঃ শ্রুতৌ।

আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্ববিচারের নিমিত্তই বেদে সন্ন্যাসের বিধান রহিয়াছে॥ আত্ম-পু ২।১৯৪ শ্লোকার্দ্ধ।

কর্ম্মিণাং ন হি সন্ন্যাসো বিহিতঃ সপ্ততিংবিনা॥

কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড-নিরত ব্যক্তিদিগের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে সন্ন্যাস অবলম্বনের ব্যবস্থা কোথাও নাই॥ ঐ ১৯৩ শ্লোকার্দ্ধ।

ক্রমপ্রাপ্তে তু সন্ন্যাসে সন্ন্যাসাদ্‌ব্রহ্মলোকগাঃ।
অন্যেষামুভয়ভ্রংশঃ স্বাত্মবোধবিবর্জ্জনাৎ॥

যাহারা ক্রমপ্রাপ্ত সন্ন্যাস আশ্রয় করে, অর্থাৎ যাহারা সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের পরে সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগের আত্মজ্ঞান হউক বা না হউক, তাহারা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করে। যাহারা ক্রমপ্রাপ্ত সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া অন্যবিধ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহারা যদি আত্মজ্ঞান সঞ্চয় না করে, তাহা হইলে ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়॥ ঐ ১৯৫।

ব্রহ্মাধ্যয়নসংযুক্তো ব্রহ্মচর্য্যারতঃ সদা।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বেদ ব্রহ্মচারী স উচ্যতে॥

যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ব্রহ্মালোচনায় রত থাকিয়া সকল পদার্থকেই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হন॥ স-আ ৫২।

গৃহস্থো গুণমধ্যস্থঃ শরীরং গৃহমুচ্যতে।
গুণাঃ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি নাহং কর্ত্তেতি বুদ্ধিমান্॥

যিনি সত্ত্বাদি গুণগণের মধ্যস্থ(বশীভূত) তিনিই গৃহস্থ এবং শরীরই গৃহ বলিয়া উক্ত হয়। গুণগণই কর্ম্ম করিতেছে, আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্॥ ঐ ৫৩।

কিমুগ্রৈশ্চ তপোভিশ্চ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
ঈর্ষাহমর্ষবিনির্মুক্তো বানপ্রস্থঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তির জ্ঞানময় তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার উগ্র তপস্যায় প্রয়োজন কি? যিনি রাগদ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই বানপ্রস্থ বলা যায়, অর্থাৎ বনে গমন করিলেই যে বানপ্রস্থ বলা যায় এমন নহে॥ ঐ ৫৪।

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্॥

বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তি সংসারে দ্বেষ করেন, আর বিষয়ভোগলোলুপ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করেন। পরন্তু যিনি বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ত্যাগে পরাঙ্মুখ, তিনি বিষয়ে আসক্তও নহেন, বিরক্তও নহেন॥ অ-সং ১৬।৬।

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে॥

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি সাংসারিক দুঃখ পরিহারের নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যিনি বিষয়ানুরাগশূন্য, তিনি সাংসারিক দুঃখে লিপ্ত না থাকা হেতু সংসারাশ্রমে থাকিয়াও খেদযুক্ত হন না॥ অ-সং ১৬।৭।

অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তংমুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটং।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ॥

যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সঙ্গশূন্য, তিনি স্ফুটরূপে সংসারী অর্থাৎ লোকব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও মুক্ত; কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ সসঙ্গ, তিনি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও বদ্ধ॥ যো-বা-রা ৫।৬৭।৫।

অতঃ সংসক্তিনির্ম্মুক্তো জীবো মধুরবৃত্তিমান্।
বাহিঃ কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা কর্ত্তা ভোক্তা হি ন ক্বচিৎ॥

অতএব, জীব সঙ্গরহিত হইয়া মধুরবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বাহিরে কর্ত্তৃত্ব করুক, আর নাই করুক, উভয়ই সমান, যেহেতু সে কোনও রূপে কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে॥ঐ ৬।

দেহিদেহবিভাগৈকপরিত্যাগেন ভাবনাৎ।
দেহমাত্রে তু বিশ্বাসঃ সঙ্গো বন্ধার্হ উচ্যতে॥

(যদি বল, সঙ্গ কাহাকে বলে, কিরূপ সঙ্গ বন্ধের কারণ ও কিরূপ সঙ্গ মোক্ষের কারণ এবং কিরূপে দুঃখদ সঙ্গের চিকিৎসা হইতে পারে, তন্নিমিত্ত কহিতেছেন)—দেহী ও দেহ এই দুইটী বিভাগের মধ্যে দেহী,অর্থাৎ আত্মৈক বিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহেতে যে বিশ্বাস, তাহাই বন্ধের কারণ সঙ্গ॥ যো-বা-রা ৫।৬৮।২।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সপর্য্যন্তত্বনিশ্চয়ে।
যৎ সুখার্থিত্বমন্তঃ স সঙ্গো বন্ধার্হ উচ্যতে॥

অনন্ত আত্মতত্ত্বের অপরিচ্ছিন্নত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক দেহভরণাদি দ্বারা যে সুখাভিলাষ, তাহাই বন্ধের কারণ সঙ্গ॥ ঐ ৩।

সর্ব্বমাত্মেদমখিলং কিং বাঞ্ছামি ত্যজামি কিং।
ইত্যসঙ্গস্থিতিং বিদ্ধি জীবন্মুক্ততনুস্থিতাং॥

"জগৎ কিছুই নহে, এই সকল বস্তু আত্মময়, অতএব আমি কি ইচ্ছা বা কি ত্যাগ করিব," এইরূপ জ্ঞান দ্বারা বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মতত্ত্বে যে অবস্থিতি, তাহাই জীবন্মুক্তির কারণ সঙ্গ॥ ঐ ৪।

নাহমস্মি নচান্যোঽস্তি মা ভবন্তু ভবন্তু বা।
সুখান্যাসক্তইত্যন্তঃ কথ্যতে মুক্তিভাগ্ নরঃ॥

আমিও নাই,অন্য বস্তুও নাই,সুখ হউক, বা না হউক, যাঁহার অন্তঃ-

করণ সকল প্রকার ভোগে অনাসক্ত, তিনিই মুক্তিভাগী ॥

যো-বা-রা ৫।৬৮।৫।

নাভিনন্দতি নৈষ্কর্ম্ম্যং ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
স সমো যঃ ফলত্যাগী সোঽসংসক্তইতি স্মৃতঃ ॥

যিনি কর্ম্ম না করিয়া হর্ষযুক্ত হন না, যাঁহার কর্ম্মে অনুরাগ নাই, এবং ফলত্যাগী হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, তাঁহাকেই অসংসক্ত অর্থাৎ সঙ্গত্যাগী বলা যায় ॥ ঐ ৬।

সর্ব্বকর্ম্মফলাদীনাং মনসৈব ন কর্ম্মণা।
নিপুণং যঃ পরিত্যাগঃ সোঽসংসক্ত ইতি স্মৃতঃ॥

যিনি মনোদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলাদি পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকেই অসংসক্ত কহে ॥ ঐ ৭।

সক্তির্হি দ্বিবিধা প্রোক্তা বন্ধ্যা বন্ধ্যাতরানঘ।
আত্মতত্ত্বাববোধেন হীনা দেহাদিবস্তুজা।
ভূয়ঃ সং [illegible]রজা সক্তির্দৃঢ়া বন্ধ্যেতি কথ্যতে ॥

হে অনঘ! সংসক্তি দ্বিবিধ, বন্ধ্যা ও, বন্ধ্যাতরা। মূঢ়গণের আত্মতত্ত্বাবরোধ প্রযুক্ত দেহাদি বস্তু হইতে সমুৎপন্ন সংসারোৎপাদক যে সংসক্তি, তাহাকেই দৃঢ়বন্ধের যোগ্য বলিয়া কথিত হয় ॥ ঐ ৯।

আত্মতত্ত্বাববোধেন সত্যভূতবিবেকজা।
বন্ধ্যা হি কথ্যতে সক্তির্ভূয়ঃসংসারবর্জ্জিতা ॥

আর, প্রাজ্ঞগণের আত্মতত্ত্ববোধ দ্বারা সত্যস্বরূপ বিবেক হইতে উৎপন্ন যে সংসক্তি তাহা পুনর্জ্জন্মফল প্রদানে অসমর্থত্ব প্রযুক্ত বন্ধ্যা নামে কথিত হয় ॥

যো-বা-রা ৫।৬৮।১০।

শঙ্খচক্রগদাহস্তো দেহো বিবিধয়েহয়া।
বন্ধ্যা সংসক্তিবশতঃ পরিপাতি জগত্রয়ং ॥

শঙ্খচক্রগদাহস্তবিশিষ্ট যে নারায়ণদেহ, তিনি এই বন্ধ্যা সংসক্তি দ্বারা জগত্রয় পালন করেন ॥ ঐ ১১।

বিজ্ঞানগতয়ঃ সিদ্ধা লোকপালাস্তথৈব চ।
বন্ধ্যাসংসক্তিবশতস্তিষ্ঠন্তি জগতাং গণে ॥

বিজ্ঞানগতি সিদ্ধগণ ও লোকপালগণও এই বন্ধ্যাসংসক্তির বশীভূত হইয়া জগতে অবস্থান করেন ॥ ঐ ১২।

বন্ধ্যাসক্তিমতামেতা রম্যাস্তঃ পুরভূময়ঃ।
রচিতা রৌরবাবীচিকালসূত্রাদি নামিকাঃ ॥

বন্ধ্যাসংসক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের পক্ষে স্বর্গাদি সুরম্যস্থান সকলও রৌরব, অবীচি ও কালসূত্রাদি নরকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ঐ ১৩।

সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্থেন সর্ব্বেণ সহ তিষ্ঠতা।
সর্ব্বকর্ম্মকরেণাপি মনঃ কার্য্যং বিজানতা ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সকল প্রকারে অবস্থিত ও সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদিগের মন কর্ম্মাদির বিষয় অবগত নহে ॥ ঐ ১৬।

ন সক্তমিহ চেষ্টাসু ন চিন্তাসু ন বস্তুষু।
নাকাশে নাপ্যধো নোর্দ্ধ্যাং ন দিক্ষু বিততাসু চ॥

অতএব কোন ব্যাপারে, কোন চিন্তায়, কোন বিষয়ে, অন্তরীক্ষে, অধঃস্থলে, পৃথিবীতে এবং বিস্তৃত দিঙ্‌মণ্ডলে কুত্রাপি অন্তঃসঙ্গযুক্ত হওয়া উচিত নহে॥

যো-বা-রা ৫।৬৮।১৭।

কেবলং চিতি বিশ্রাম্য কিঞ্চিচ্চেত্যাবলম্বিনি।
সর্ব্বত্র নীরসমিব তিষ্ঠত্যাত্মবশাত্মনঃ॥

কেবল কিঞ্চিৎ চেত্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্মাত্রে বিশ্রাম করতঃ মনকে নীরস করিয়া সর্ব্বত্র অনাসক্ত ভাবে ব্যবহার করিবে॥ ঐ ২৩।

স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন যথা যাতি ন রঞ্জনং।
তজ্‌জ্ঞঃ কর্ম্মফলেনান্তস্তথা নাযাতি রঞ্জনং॥

স্ফটিক যেমন প্রতিবিম্ব দ্বারা রঞ্জিত হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কর্ম্মফল প্রভাবে রূপান্তরিত হয় না॥

যো-বা-রা ৬।১২২।৬।

বিহরন্ জনতাবৃন্দে দেহকর্ত্তনপূজনৈঃ।
খেদাহ্লাদৌ ন জানাতি প্রতিবিম্বগতৈরিব॥

তিনি দেহের ছেদন ও পূজন দ্বারা জনতাবৃন্দে বিহার করেন এবং দেহকে প্রতিবিম্ব স্বরূপ জ্ঞান করতঃ উহার ছেদ বা পূজা জনিত খেদ বা অহ্লাদের বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন॥

ঐ ৭।

নিস্তোত্রো নির্ব্বিকারশ্চ পূজ্যপূজাবিবর্জ্জিতঃ।
সংযুক্তশ্চ বিযুক্তশ্চ সর্ব্বাচারনয়ক্রমৈঃ॥

তিনি পূজ্য ও পূজিত হইয়াও স্তোত্রহীন, অর্থাৎ গুণকীর্ত্তন শ্রবণে পরাঙ্মুখ, পূজা বিবর্জ্জিত হইয়াও নির্ব্বিকার এবং সর্ব্বপ্রকার আচার পদ্ধতিতে সংযুক্ত হইয়াও বিযুক্ত থাকেন॥ যো-বা-রা ৬।১২২।৮।

জীবন্মুক্তো গতস্নেহঃসস্নেহো বদ্ধ উচ্যতে।
নাপেক্ষতে ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানে ন তিষ্ঠতি॥
ন সংস্মরত্যতীতঞ্চ সর্ব্বমেব করোতি চ।
অনুবন্ধপরে জন্তাবসংসক্তমনাঃ সদা॥

সর্ব্বতোভাবে স্নেহশূন্য ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত ও সস্নেহ ব্যক্তিকেই বদ্ধ বলা যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা কর্ম্ম করিলেও উহাতে তাঁহাদিগের আসক্তি জন্মে না। কর্ম্মসাধন পক্ষে তাঁহারা ভবিষ্যতের অপেক্ষা বা অতীতের স্মরণ করেন না, কেবল বর্ত্তমান মাত্র গ্রহণ করেন; অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া উপস্থিত কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় বিষয়াসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন না; সুতরাং তাঁহারা বাহ্যে কর্ম্ম করিলেও অন্তরে কিছুই করেন না এবং কার্য্যসিদ্ধিতে আনন্দ বা কার্য্যবিপর্য্যয়ে দুঃখবোধ করেন না॥ যো-বা-রা ৫।৭৭।৩-৪।

চিদাত্মান ইমা ইত্থংপ্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলং ॥

"চিদাত্মশক্তির শক্তিই এই বিচিত্র জগজ্জাল স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে," ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের চিত্তে ক্ষণকালের নিমিত্তও কুতূহল জন্মে না ॥ যো-বা-রা ৫।৭৭।৭।

অপি শীতরুচাবর্কে সুতপ্তেঽপীন্দুমণ্ডলে।
অপ্যধঃপ্রসরত্যগ্নৌ জীবন্মুক্তো ন চেত্যধীঃ ॥

যদি অংশুমালীর অংশু স্নিগ্ধভাব ধারণ করে, যদি চন্দ্রমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং যদি অনলশিখা অধঃশিখ হয়, তথাপি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে কদাচ বিস্ময় জন্মে না ॥ ঐ ৮।

ধীরধীরুদিতানন্দঃ পেশলঃপুণ্যকীর্ত্তনঃ।
প্রাজ্ঞঃপ্রসন্নমধুরো দৈন্যাদপগতাশয়ঃ ॥
ভক্তে ভক্তিপরাধীনঃ শঠে শঠ ইব স্থিতঃ।
বালো বালেষু বৃদ্ধেষু বৃদ্ধো ধীরেষু ধৈর্য্যবান ॥

সেই সমুদায় মহাজ্ঞানী, প্রসন্নচিত্ত, মধুরমূর্ত্তি, ধীর, কোমলস্বভাব ও দৈন্যত্যাগী মহাত্মাগণ ভক্তের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, শঠের প্রতি শঠ, বালকের প্রতি বালক, বৃদ্ধের প্রতি বৃদ্ধ ও ধীরের প্রতি ধৈর্য্যশীলের ন্যায় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ঐ ৯-১০।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা নহি ॥

উদারচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির ধর্ম্ম বিষয়ে, অর্থবিষয়ে, কাম বিষয়ে, মোক্ষ বিষয়ে, জীবন বিষয়ে ও মরণ বিষয়ে তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা কিছুই নাই ॥

অ-সং ১৭।৬।

বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥

জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয়ে যাঁহার বাঞ্ছা নাই এবং ইহার স্থিতিতেও যাঁহার দ্বেষ নাই, যিনি উপস্থিত জীবিকায় পরিতুষ্ট হইয়া সুখে অবস্থান করেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই ধন্য ॥ ঐ ৭।

শ্রোত্রিয়ং দেবতাংতীর্থং অঙ্গনাংভূপতিংপ্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বাসংপূজ্য ধীরস্য ন ক্বাপি হৃদি বাসনা ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দেবতাকে, কামিনীকে, ভূপতিকে, প্রিয়জনবর্গকে, অথবা কোন তীর্থ সন্দর্শন করিয়া পূজা ও সৎকার করেন, কিন্তু হৃদয়ে কোন বাসনা করেন না ॥ অ-সং ১৮।৫৪।

ভৃত্যৈঃপুত্রৈঃকলত্রৈশ্চ দুর্হৃদ্ভিশ্চাপি গোত্রজৈঃ।
বিহস্য ধিক্কৃতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক ॥

যোগী ব্যক্তি, দুর্হৃদ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ভৃত্য, পুত্র, ও কলত্রাদি কর্ত্তৃক উপহসিত ও তিরস্কৃত হইয়া এক-বারও বিকৃতচিত্ত হন না ॥ ঐ ৫৫।

ন সুখানি ন দুঃখানি ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
ন জীবিতং ন মরণং বন্ধায়জ্ঞস্য চেতসঃ॥

ফলতঃ কি সুখ, কি দুঃখ, কি মিত্র, কি বান্ধব, কি জীবন, কি মরণ, কিছুই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আত্মবন্ধনের কারণ নহে (১)॥ যো-বা-রা ১।২৯।১৪।

আধিব্যাধিপরাবর্ত্ত সংসারমরুমারুতে।
ক্ষুভিতেপি ন তত্ত্বজ্ঞো ভজ্যতে কল্পবৃক্ষবৎ॥

সংসাররূপ মরুভূমিতে আধি-ব্যাধি (মানসিক ও শারীরিক পীড়া) স্বরূপ বাতাবর্ত্ত অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানী স্বরূপ কল্পবৃক্ষকে কদাচ বিলোড়িত করিতে সমর্থ হয় না॥

যো-বা-রা ২।১১।৪২।

ক্ষীরাদুদ্ধৃতমাজ্যং যৎ ক্ষিপ্তং পয়সি তৎপুনঃ।
ন তেনৈবৈকতাং যাতি সংসারে জ্ঞানবাংস্তথা॥

দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত ঘৃত পুনর্ব্বার দুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেরূপ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তি কদাচ সংসারে পরিলিপ্ত হন না॥ শি-গী ১৩।৩৭।

ন শোচন্তি ন বাঞ্ছন্তি ন যাচন্তে শুভাশুভং।
সর্ব্বমেব চ কুর্ব্বন্তি ন কুর্ব্বন্তীহ কিঞ্চন॥

সেই সকল জীবন্মুক্ত মহাত্মারা কোন নষ্ট বিষয়ের শোক করেন না, কোন বিষয়ের বাঞ্ছা করেন না এবং কোন বিষয়ের যাচ্ঞাও করেন না, কিন্তু শুভাশুভ লৌকিক ও বৈদিক সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন, অথচ কিছুই করেন না॥

যো-বা-রা ২।১৩।২।

স্বচ্ছমেবাবতিষ্ঠন্তে স্বচ্ছং কুর্ব্বন্তি যান্তি চ।
হেয়োপাদেয়তাপক্ষরহিতাঃ স্বাত্মনিস্থিতাঃ।

জীবন্মুক্ত পুরুষেরা নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি করিয়া নির্ম্মল কর্ম্ম সকল সম্পাদন করেন এবং নিয়ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করতঃ হেয়োপাদেয় উভয় পক্ষ রহিত হইয়া বিচরণ করেন॥ ঐ ৩।

জীবন্মুক্তা ন মজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।
প্রাকৃতেনার্য্যকার্য্যেণ কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা নবা॥

জীবন্মুক্ত জনগণ কোন প্রকৃত অনার্য্য কার্য্য করুন বা নাই করুন, তাঁহারা কখনই সুখদুঃখরসে নিমগ্ন হন না॥ যো-বা-রা ৩।১১৮।১৫।

পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ পূর্ব্বাচারক্রমাগতং।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্তবুদ্ধবদক্ষতাঃ॥

যেমন সুপ্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ সেই জীবন্মুক্ত

(১) বিবেকসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পক্ষে শত্রু মিত্র, হেয় উপাদেয়, সুখ দুঃখ, লাভালাভ, মানাপমান ও জয়পরাজয় সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; ফলতঃ তাঁহাদিগকে এই সকল দ্বন্দ্বদুঃখ কোন ক্রমেই অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহারা শুদ্ধ আত্মাতেই আত্মার রমণ জন্য আত্মারাম স্বরূপে এই সংসারে পর্য্যটন করেন। অতএব শুভাশুভ কোন কর্ম্মই তাঁহাদিগের আত্মবন্ধনের কারণ হইতে পারে না॥

সাধু পুরুষেরা পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত ও ফলাশক্তিরহিত হইয়া স্বকীয় কুলক্রমাগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥

যো-বা-রা ৩।১১৮।১৬।

সন্তুষ্টোঽপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্য্যদশাংতাংতাংতাদৃশা এব জানতে ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি লোকের দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়াও সন্তুষ্ট নহেন এবং খিদ্যমান হইয়াও খিদ্যমান নহেন। তাঁহার সেই আশ্চর্য্য অবস্থা তাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ অ-সং ১৮।৫৬।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥

সর্ব্বদা পরমানন্দ সুখে সুখিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন স্থলে মূঢ়ভাবে, কোন স্থলে পণ্ডিতভাবে, কোন স্থলে রাজার ন্যায় বিভবশালী, কোন স্থলে ভ্রান্ত, কোন স্থলে শান্ত, কোন স্থলে অজগরধর্ম্মী, কোন স্থলে দানের পাত্র, কোন স্থলে অবমানিত, কোন স্থলে অপরিচিত ইত্যাদি নানা ভাবে বিচরণ করেন ॥ বি-চু ৫৪৪।

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ।

নিত্য পরমানন্দ সুখে সুখী ব্যক্তি নির্ধন হইয়াও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, অসহায় হইয়াও মহাবলবান্, ভোজন না করিয়াও পরিতৃপ্ত এবং অসমান হইয়াও সকলকে সমান রূপে দর্শন করেন ॥ বি-চু ৫৪৫।

অপি কুর্ব্বন্নকুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্য্যপ্যশরীর্য্যেষ পরিচ্ছিন্নোপি সর্ব্বগঃ ॥

এবম্প্রকার মহাত্মা ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা, শরীরধারী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্ব্বব্যাপী হয়েন ॥ ঐ ৫৪৬।

আয়ান্তি চ নচায়ান্তি প্রযান্তি চ ন যান্তি চ।
নকুর্ব্বন্নপিকুর্ব্বন্তি ন বদন্তি বদন্তি চ ॥

তাঁহারা আগমন করিয়াও আগমন করেন না, গমন করিয়াও গমন করেন না এবং কথা কহিয়াও কথা কহেন না ॥ যো-বা-রা ২।১৩।৪।

ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা ক্বাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥

অহো! মুক্ত ব্যক্তির কি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে! তিনি জাগরিতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, কারণ তিনি চক্ষু উন্মীলনও করিতেছেন না এবং নিমীলনও করিতেছেন না ॥ অ-সং ১৭।১০।

সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সর্ব্বত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃসর্ব্বত্র রাজতে॥

মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ে বাসনা-রহিত, সর্ব্বাবস্থায় সুস্থ এবং সর্ব্বত্র নির্ম্মলাশয় হইয়া বিরাজমান থাকেন (১)॥ অ-সং ১৭।১১।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্ম্মুক্তো মুক্তএব মহাশয়ঃ॥

জীবন্মুক্ত মহাশয় ব্যক্তি ইচ্ছা ও দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া ইচ্ছা ও দ্বেষের আধারভূত পদার্থ সকল দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, ভোজন ও গ্রহণ করিতেছেন, গমন করিতেছেন এবং নিদ্রাও যাইতেছেন॥ ঐ ১২।

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে॥

সংসার-বাসনারহিত জ্ঞানী ব্যক্তি কাহারও হিংসা করেন না, কাহারও প্রতি করুণা প্রকাশ করেন না, কোথাও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেন না, কাহারও নিকট দীনতা প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন না এবং কোন বিষয়ে ক্ষোভও করেন না॥ অ-সং ১৭।১৬।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃকুর্ব্বন্নপি করোতি ন॥

এই জগৎ কিছুই নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ে মমতা ও অহঙ্কার রহিত হইয়া অন্তঃকরণ হইতে সমুদায় আশা নিরাকরণ পূর্ব্বক কার্য্য করেন, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত হন না॥

ঐ ১৯।

মনঃপ্রকাশসংমোহ স্বপ্নজাড্যবিবর্জ্জিতঃ।
দশাংকামপি সংপ্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ॥

সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি মনের বিকাশ, সম্মোহ, স্বপ্ন, জড়তা, এতৎসমুদায় পরিহারপূর্ব্বক গলিতহৃদয় হইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় অবস্থান করেন॥ ঐ ২০।

তনুংত্যজতু বা তীর্থে শ্বপচস্য গৃহেঽপি বা।
মা কদাচন বা রাজন্ বর্ত্তমানেঽপি বা ক্ষণে॥
জ্ঞানসংপ্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।
অহংভ্রান্তির্হি বন্ধায় মোক্ষো জ্ঞানেন তৎক্ষয়ঃ॥

হে রাজন্! সেই বিগতাশয় মহাপুরুষ তীর্থে, বা চণ্ডালগৃহে, অথবা বর্ত্তমান ক্ষণে শরীর পরিত্যাগ

(১) জীবন্মুক্ত তত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যবহার পরম্পরার বাসনা বা বর্জ্জন কিছুই করেন না এবং সকল পদার্থেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। তাঁহারা জগতে কি প্রভাব, কি অভিমান, কি যশ, কি লক্ষ্মী কিছুতেই অনুরক্ত হন না। প্রাজ্ঞগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও তাহাতে খিন্ন হইয়া স্বর্গভোগের বাসনা করেন না, বরং সেই সর্ব্বনাশ জনিত শূন্য স্থলেই নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যদেবের ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করেন। তাঁহারা দেহরথে অবস্থান করত ইচ্ছাবিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন এবং স্বস্থ ও বিজ্ঞানসারথি হইয়া সেই দেহরথে আরোহণ পূর্ব্বক ব্যবহার পরম্পরায় বিচরণ করিতে থাকেন॥

করুন, তিনি জ্ঞানপ্রাপ্তি সময়েই মুক্ত হইয়াছেন। অহংভ্রান্তিই বন্ধের কারণ, জ্ঞানপ্রভাবে সেই অহংভ্রান্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ যো-বা-রা ৬।১২২।১০।

স পূজনীয়ঃসংস্তুত্যো নমস্কার্য্যঃ সযত্নতঃ।
স নিরীক্ষ্যোঽভিবাদ্যশ্চ বিভূতিবিভবৈষিণা ॥

বিভূতিরূপ বিভবেচ্ছু ব্যক্তিকর্ত্তৃক তিনিই পূজনীয়, তিনিই স্তুত্য, তিনিই নমস্য, তিনিই দর্শনীয় এবং তিনিই অভিবাদ্য ॥ ঐ ১১।

কামাদি দোষযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলা যায় না।)

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য বশংগতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥

যৎকালে চিত্তের সমুদায় কামনা বশীকৃত হইয়া পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ চিত্তে কামনার লেশ মাত্রও না থাকে, তৎকালেই মনুষ্য মুক্তি লাভ করে, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন ॥

শি-গী ১৩।৩২।

মোক্ষোমেঽস্ত্বিতি চিন্তাপি জনিতা উত্থিতং মনঃ।
মননাচ্চ মনস্ত্যচ্চৈর্বন্ধঃ সাংসারিকো দৃঢ়ঃ ॥

অধিক কি, যে ব্যক্তির চিত্তে "আমার মোক্ষ হউক" এরূপ কামনা সমুদিত হয়, তাহার সেই মোক্ষকামনা দ্বারাও মনের অবস্থা উন্নত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার মোক্ষ-কামনায় মোক্ষ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, দৃঢ়তর সংসার-বন্ধনই সমুদিত হয় ॥ যো-বা-রা ৫।৭৪।১।

বোধাদূর্দ্ধঞ্চতদ্বেয়ং জীবন্মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে।
কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥

(অতএব) কেবল তত্ত্বজ্ঞান সাধনের পূর্ব্বেই যে অন্তঃকরণের কামাদি দোষ সকল পরিত্যাগ করিতে হয় এমত নহে, কিন্তু জ্ঞানলাভের পরেও জীবন্মুক্ত রূপে প্রসিদ্ধ হওনার্থ সেই সকল দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু কামাদিরূপ দারুণ সংসার-বন্ধনে জড়িত ব্যক্তির মুক্তি সাধন হয় না ॥ প-দ ৪।৫০।

জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভূৎ জন্মাভাবে ত্বহংকৃতী।
তর্হি জন্মাপি তেঽস্ত্যেব স্বর্গমাত্রাৎকৃতী ভবান্ ॥

যদি এমন কথা বল যে, আমার জীবন্মুক্তি না হউক, জ্ঞান প্রভাবে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হইলেই আমি কৃতার্থ হই, তাহাতে বক্তব্য এই যে, তোমার পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই হইবে এবং তুমি স্বর্গভোগমাত্রে কৃতকার্য্য হইবে, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানী নহ, কেবল বিহিত কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠায়ী ॥ ঐ ৫১।

ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গোহেয়োযদা তদা।
স্বয়ং দোষতমাত্মায়ংকামাদিঃকিং ন হীয়তে ॥

আর, যদি স্বর্গভোগের ক্ষয়াতিশয় দোষ বিবেচনায় সেই স্বর্গভোগও

তোমার হেয়জ্ঞান হইয়া পরিত্যাজ্য হয়, তবে স্বয়ং অতিশয় দোষস্বরূপ কামাদিকে হেয় জ্ঞান পূর্ব্বক পরিত্যাগ না করিবার কারণ কি? ॥ প-দ ৪।৫২।

তত্ত্বংবুদ্ধাপি কামাদীন্ নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ।
যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎকর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াও যদি তুমি কামাদি দোষ সকল নিঃশেষে পরিত্যাগ না কর, তবে বিধিনিষেধরূপ কর্ম্মশাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন জন্য তোমার কেবল যথেচ্ছাচরণই প্রকাশ পাইবে॥ ঐ ৫৩।

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাংতত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কোভেদোঽশুচিভক্ষণে॥

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও যদি তুমি যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তবে অশুচি ভক্ষণাদিতে নিরত কুক্কুরাদি পশু হইতে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীব্যক্তির প্রভেদ কি রহিল? ॥ ঐ ৫৪।

বোধাৎপুরা মনোদোষমাত্রাৎ ক্লিষ্টোস্যথাধুনা।
অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবং ॥

তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যদি তুমি স্বেচ্ছাচারী হও, তবে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে তুমি কেবল মনের কামাদি দোষে ক্লেশযুক্ত মাত্র ছিলে, কিন্তু অধুনা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তোমার অধিকন্তু এই হইল যে, অশেষবিধ লোকনিন্দাও সহ্য করিতে হইল, অর্থাৎ এক্ষণে তোমার দ্বিগুণ ক্লেশ লাভ হইল। আহা! কি তোমার তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা! ॥ প-দ ৪।৫৫।

বিড়বরাহাদিতুল্যত্বং মাকাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিত্তবান্।
সর্ব্বধীদোষসংত্যাগাৎ লোকৈঃপূজ্যস্ব দেববৎ ॥

অতএব, হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি যথেচ্ছাচারী হইয়া শূকর, বরাহ প্রভৃতির সমতুল্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, কিন্তু মনের কামাদি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেবতার ন্যায় সর্ব্বলোকের পূজনীয় হও॥ ঐ ৫৬।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জ্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে ॥

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি আপনাতে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভূতে আপনাকে জ্ঞাত হইয়াও পুনরায় মমতার অনুবর্ত্তী হইতেছেন॥ অ-সং ৩।৫।

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥

যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইয়াছেন, তিনিও যদি কামাদির বশীভূত হইয়া কেলি বিষয়ে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হয়॥ ঐ ৬।

উৎপ্লুতং জ্ঞানদুর্মিত্রমবধার্য্যাতিদুর্ব্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ॥

কি আশ্চর্য্য! বিষয়জ্ঞানরূপ দুর্মিত্রের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অতি দুর্ব্বল মানব অন্তকালেও ভোগ-বাসনা করিতেছে॥ অ-সং ৩।৭।

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যংমোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা॥

যিনি ইহ ও পরলোকে বিরক্ত, যিনি নিত্যানিত্য বিষয়ের বিচার-ক্ষম এবং যিনি মোক্ষ কামনা করেন, তিনিও যে মোক্ষপথে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়॥ ঐ ৮।

মুনীনাংতত্ত্বযুক্তস্তু ন দেবা ন পরংবিদুঃ।
লোভং মোহংভয়ংদর্পংকামংক্রোধঞ্চ কিল্বিষম্॥
শীতোষ্ণংক্ষুৎপিপাসঞ্চ সঙ্কল্পঞ্চবিকল্পকম্।
ন ব্রহ্মকুলদর্পঞ্চ ন মুক্তিগ্রন্থসঞ্চয়ম॥

দেখ, মুনিগণ নিরন্তর সেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব চিন্তায় রত থাকেন, আর দেবগণও তাঁহাকে পরম পদার্থ বলিয়া জানেন, কিন্তু যে সকল মনুষ্য লোভের বশীভূত, যাহারা মোহে অভিভূত হইয়া হিতাহিত অবধারণে অক্ষম, যাহারা ভয়বিহ্বল-চিত্ত,যাহারা সাতিশয় গর্ব্বিত,যাহারা কামের নিতান্ত বশীভূত, যাহারা ক্রোধে-অন্ধীভূত, যাহারা পাপভারে সমাক্রান্ত, যাহারা শীত, রৌদ্র, ক্ষুধা ও পিপাসাদির প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ, যাহারা স্বর্গভোগাদির সুখকামনায় অনুরক্ত,যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনা করে,যাহারা ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণাদি-রূপ কৌলিক অভিমানে অহঙ্কৃত এবং যাহারা কেবল মুক্তিবিধায়ক গ্রন্থসমূহ আলোচনাতেই অনুরক্ত, তাহারা কখনই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না॥ তে-উ ১২-১৩।

ন ভয়ংসুখ-দুঃখঞ্চ তথা মানাপমানয়োঃ।
এতদ্ভাববিনির্ম্মুক্তংতদ্‌গ্রাহ্যংব্রহ্মতৎপরম্॥

যাহারা লৌকিক লজ্জাভয়ে কাতর, যাহারা সুখাভিলাষী, যাহারা দুঃখের আক্রমণে উদ্বেগযুক্ত,যাহারা সম্মানে সন্তুষ্ট ও অপমানে রুষ্ট, তাহারা কদাচ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ হইয়া সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়েন॥ ঐ ১৪।

জ্ঞানিনৈব সদা ভাব্যংরাম ন জ্ঞানবন্ধুনা।
অজ্ঞাতারং বরংমন্যে ন পুনর্জ্ঞানবন্ধুতাং॥

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু যে কর্ম্ম করিলে স্বকীয়

পরমার্থের হানি হয়, জ্ঞানচ্ছলে সে কার্য্য করিয়া জ্ঞানবন্ধু হওয়া কর্ত্তব্য নহে, বরং অজ্ঞানীকে মান্য করা যায়, কিন্তু জ্ঞানবন্ধুকে কোন মতেই মান্য করা যায় না॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

ব্যাচষ্টে যঃ পঠতি চ শাস্ত্রংভোগায় শিল্পিবৎ।
যততে ন ত্বনুষ্ঠানে জ্ঞানবন্ধুঃস উচ্যতে॥

শিল্পী যেরূপ অন্যের নিকট আপনার শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি ভোগ বাসনায় সর্ব্বদা শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রপাঠে তৎপর থাকিয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পাদনে যত্ন না করে, তাহাকে জ্ঞানবন্ধু বলা যায়॥ ঐ।

কর্ম্মস্পন্দেষু নো বোধঃ ফলিতো যস্য দৃশ্যতে।
বোধশিল্পোপজীবিত্বাজ্ জ্ঞানবন্ধুঃস উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা উপার্জ্জিত জ্ঞানকে ভোগ সাধন কর্ম্মে নিয়োজিত করে এবং যাহাকে বৈরাগ্যাদি পরম ফলে ফলিত হইতে দৃষ্ট না হয়, প্রত্যুত স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার দ্বারা শিল্পোপজীবীর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকেই জ্ঞানরন্ধু বলা যায়। ঐ।

বসনাশনমাত্রেণ তুষ্টাঃ শাস্ত্রফলানি যে।
জানন্তি জ্ঞানবন্ধুংস্তান্ বিদ্যাচ্ছাস্ত্রার্থশিল্পিনঃ॥

যাহারা অন্নবস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই শাস্ত্রফল বলিয়া মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করে এবং শাস্ত্রার্থ কথার আলোচনা করিয়া নটাদি শিল্পীগণের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহারাই জ্ঞানবন্ধু নামে অবিহিত হয়॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

প্রবৃত্তিলক্ষণে ধর্ম্মে বর্ত্ততে যঃশ্রুতোচিতে।
অদূরবর্ত্তিজ্ঞানত্বাজ্ জ্ঞানবন্ধুঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তি-লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মানুসরণ করে, জ্ঞানের অদূরবর্ত্তীতা নিবন্ধন সে ব্যক্তি জ্ঞানবন্ধু বলিয়া উক্ত হয়। ঐ।

আত্মজ্ঞান মনাসাদ্য জ্ঞানান্তরলবেন যে।
সন্তুষ্টাঃকষ্টচেষ্টস্তে তে স্মৃতা জ্ঞানবন্ধবঃ॥

যাহারা আত্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞানান্তরের অংশমাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া তন্নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করে, তাহারা জ্ঞানবন্ধু নামে কথিত হয়॥ ঐ।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়নিষ্ঠত্বাদ্ যো চিত্তংচিত্তমেব চ।
ন বুধ্যতে কর্ম্মফলং স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥

(পক্ষান্তরে) জ্ঞেয় ব্রহ্মপদার্থে নিষ্ঠাবান্ হইয়া যাঁহার চিত্ত প্রকৃত চিত্ত হইয়াছে এবং যিনি কর্ম্মফল বুঝিতে পারেন না, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হন॥ ঐ।

জ্ঞাত্বা সম্যগনুজ্ঞানংদৃশ্যতে যেন কর্ম্মসু।
নির্ব্বাসনাত্মকংস্তস্য স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥

যিনি জ্ঞানতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াও কর্ম্মবর্জ্জিত না হন, অথচ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া বাসনাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হন॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

অন্তঃশীতলতেহাসু প্রাজ্ঞৈর্যস্যাবলোক্যতে।
অকৃত্রিমৈকশান্তস্য স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥

যাঁহার ব্যবহারাদি কর্ম্মে অন্তঃশীতলতা দৃষ্ট হয় এবং যাঁহার অন্তঃকরণ অকৃত্রিম শান্তিগুণে বিভূষিত, প্রাজ্ঞব্যক্তিরা তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ঐ।

প্রবাহপতিতে কার্য্যে কামসংকল্পবর্জ্জিতঃ।
তিষ্ঠত্যাকাশহৃদয়ে স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥

যিনি বাসনা ও সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া আপতিত কার্য্য সকল সম্পাদন করেন এবং যাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় নির্ম্মলভাব ধারণ করিয়াছে, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া কীর্ত্তিত হন॥

যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ উত্তরার্দ্ধ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃস্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন এবং যাঁহার আত্মা সর্ব্বদা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দে কথিত হন॥

ভ-গী ২।৫৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

——oo——

সম্যক্‌তত্ত্বজ্ঞানির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ কর্ম্মের অভাব কথন।

কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথাজীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ॥

জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে কেবল প্রারব্ধ ক্ষয়ার্থ জীবন ধারণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই নাই এবং তাঁহার হৃদয়ে কোন অভিলাষও নাই॥ অ-সং ১৮।১৩।

বর্ণাশ্রমবয়োবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি॥

যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রম, জীবিতকাল ও অবস্থা প্রভৃতিতে অভিমান আছে, তাহার উপরেই বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রের প্রভুত্ব থাকে, কিন্তু অভিমানশূন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উপরে কোন আধিপত্য থাকে না॥

প-দ ৯।১০০।

বর্ণাশ্রমাদয়োদেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনোবোধরূপস্যৈবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ॥

কারণ,তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণে এই প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান থাকে যে, বনাশ্রমাদি সমুদায় কেবল ভৌতিক দেহেতেই মায়াদ্বারা পরিকল্পিত হয়; কিন্তু নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে তাহার কিছুই সম্ভূত নহে॥

প-দ ৯। ১০১।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পযসা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদেনাস্তি প্রয়োজনং॥

যেরূপ অমৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির দুগ্ধে প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া পরমানন্দরসে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির বেদাদি শাস্ত্রে প্রয়োজন থাকে না॥

উ-গী ১। ২১।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥

যেমন ধান্যার্থী লোক তৃণগত ধান্য সংগ্রহ করিয়া তৃণ সমূহকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানার্থী পুরুষ গ্রন্থাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৎপর হইয়া গ্রন্থরাশিকে পরিত্যাগ করেন॥ ঐ ১৯।

উল্কাহস্তো যথা। কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥

যদ্রূপ কোন ব্যক্তি উল্কাহস্ত হইয়া অন্ধকারস্থিত কোন অভীষ্ট দ্রব্য অবলোকন পূর্ব্বক তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া হস্তস্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থী ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা দ্বারা জ্ঞেয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করেন॥

উ-গী ১।২০।

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য মস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

জ্ঞানামৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য যোগীর পক্ষে কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; যদি তিনি কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি প্রকৃত তত্ত্ববিৎ নহেন॥ ঐ ২২

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥

যাঁহার হৃদয়ে পরমজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত থাকে, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রত প্রভৃতি কোন কর্ম্মেরই আবশ্যকতা নাই॥

ম-নি-ত ১৪।১২৪।

ন পাপং নৈব সুকৃতংন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতিজানতঃ॥

যাঁহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই এবং ধ্যাতাও নাই॥

ঐ ১২৬।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

যাঁহার আত্মাতেই রতি অর্থাৎ প্রীতি, যিনি আত্মাতেই পরিতৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট (সুতরাং ভোগাদিতে অপেক্ষারহিত) তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই॥ ভ-গী ৩।১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কারণ, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি (নিরহঙ্কারিত্বপ্রযুক্ত) কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুণ্য, কিংবা কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে পাপ হয় না, ফলতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না (১)॥ ঐ ১৮।

(১) শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "দেবতাদিগের এমন অভিপ্রেত নহে যে, মনুষ্যেরা ব্রহ্মকে জানিতে পারে; এই নিমিত্ত মনুষ্যের মুক্তি বিষয়ে দেবতারা বিঘ্নাচরণ করেন"। এই শ্রুতি অনুসারে যদি কেহ বলেন যে, সেই বিঘ্ন সকল নিবারণার্থ কর্ম্মদ্বারা দেবগণের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মাবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, যেহেতু শ্রুতিতেই প্রকাশ আছে যে, "দেবতারা জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মভাবের প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি দেবগণেরও আত্মাস্বরূপ"। ফলতঃ শ্রুত্যুক্ত যে দেবকৃত বিঘ্ন তাহা জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই সম্ভব হয়, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পরে কদাচ নহে। (উক্ত শ্লোকের টীকা)

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥

ফলতঃ আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ নদ্যাদিরূপ পুণ্যতীর্থেও গমন করেন না এবং পাষাণময় ও মৃণ্ময় দেবাদিরও অর্চ্চনা করেন না॥ উ-গী ৩।৬।

জ্ঞানেন মেধ্যমখিলমমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে॥

আর, শাস্ত্রোত্থিত জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুই পবিত্র বলিয়া বোধ হয় এবং শাস্ত্রোত্থিত জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুই অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পবিত্র বা অপবিত্র কোন বিচারই থাকে না॥ ম-নি-ত ৪।২২।

যো জানাতি পরংব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি সনাতনং।
কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥

যাঁহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, সনাতন পরমব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার নিকট অপবিত্র আর কোন্ বস্তু আছে? কারণ তিনি সমুদায় পদার্থই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন॥ ঐ ২৩।

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং সকিং পশ্যতি ধীরধীঃ॥

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্বভাবতঃ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই দৃশ্য জগৎ

কিছুই নহে, তিনি এই বস্তু উপাদেয় বলিয়া গ্রাহ্য এবং এই বস্তু হেয় বলিয়া অগ্রাহ্য,এরূপ বিবেচনা করেন না ॥ অ-সং ৩।১৩।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদং ॥

যাবৎ অন্তঃকরণে স্পৃহা বলবতী থাকে, তাবৎ ইহা হেয় এবং ইহা উপাদেয় বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তাবৎকালই সংসারবৃক্ষের অঙ্কুর অক্ষতভাবে বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু স্পৃহার অভাব হইলে নির্বিচারদশা অর্থাৎ হেয়োপাদেয় জ্ঞানরাহিত্য উপস্থিত হয় ॥ অ-সং ১৬।৭।

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥

যে মহাত্মা এরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এই সমুদায় জগৎ আত্মাস্বরূপ, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ইহাতে যে প্রকারেই ব্যবহার করুন, কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ অ-সং ৪।৪।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জ্জনে ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জরায়ুজাদি যে চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ বা তদ্বিষয়িণী ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সামর্থ্য আছে ॥ অ-সং ৪।৫।

সংবীতো যেন কেনাশ্নন্ভক্ষ্যং ভক্ষ্যমেব বা।
শয়ানো যত্র কুত্রাপি সর্ব্বাত্মা মুচ্যতেঽত্র সঃ ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন প্রকার আবরণেই আবৃত থাকুন, ভক্ষ্য বা অভক্ষ্যই আহার করুন এবং যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই শয়ন করুন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করেন ॥ শি-গী ১৩।৩৬।

অহং ব্রহ্মেতি যঃ সর্ব্বং বিজানাতি নরঃ সদা।
হন্যাৎ স্বয়মিমান্ কামান্ সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনাকে ও সকল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি সকল প্রকার নিষিদ্ধান্নভোজী ও সকলপ্রকার নিষিদ্ধদ্রব্য বিক্রয়ী হইলেও কামাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া নিষ্পাপী হয়েন ॥
উ-গী ৩।১২।

ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনাস্ত্যদস্তি নির্দ্দহেৎ পুণ্য পাপকৌ।
মিত্রামিত্রং সুখংদুঃখং মিষ্টানিষ্টং শুভাশুভং।
এবং মানাপমানঞ্চ তথা নিন্দা প্রশংসনং ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিদ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়কেই ভস্মসাৎ করেন ; কারণ, যাঁহার সম্বন্ধে মিত্র ও শত্রু, সুখ ও দুঃখ, ইষ্ট ও অনিষ্ট, শুভ ও অশুভ, মান ও অপমান এবং

নিন্দা ও প্রশংসা সকলই সমান হইয়াছে, তাঁহার আর পাপ ও পুণ্য কি? উ-গী ৩।১৪।

ন বেদবাদাননুবর্ত্তয়ে মতিঃ
স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।
যথা গতি দেবমনুষ্যয়ো পৃথক্
স্ব এব ধর্ম্মে ন পরংক্ষিপেৎ স্থিতঃ॥

যে ব্যক্তি আত্মানন্দ-সম্ভোগেই পরিতৃপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার অনুরাগ-রহিত, তাঁহার বুদ্ধি কখন বেদোক্ত বিধি বা নিষেধের অনুবর্ত্তিনী হয় না। অতএব, যেরূপ দেবতা ও মনুষ্য-দিগের গতি ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ যাঁহার যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাতেই নিরত থাকিবেন এবং অপরকে নিন্দা করিবেন না॥ ভা-পু ৪।৪।১৯।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

(মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কথন)

আরুরুক্ষুমতীনান্ত কর্ম্মজ্ঞানমুদাহৃতং।
আরূঢ়যোগবৃক্ষাণাং জ্ঞানংত্যাগঃ পরং মতং॥

যে সকল লোক জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক হয়, তাহাদিগের পক্ষে প্রথমে কর্ম্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, পরে যোগতরুতে আরোহণ করিলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তখন কর্ম্ম-ত্যাগ করাই বিধেয়॥

গ-পু ১।২২৭।৫।

আত্মানমাত্মনাপশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতংমম॥

(ভগবান্ শিব কহিয়াছিলেন)—যখন সাধক আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই দর্শন না করে, তখন কর্ম্ম পরিত্যাগে তাহার দোষ নাই, ইহাই আমার মত॥

শি-সং ২।৫৩।

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন)—দুঃখ বোধ করতঃ সংসারে কর্ম্ম-সকলের ফলসমূহে বিরক্ত, (অত-এব কর্ম্ম) পরিত্যাগকারীদিগের জ্ঞান-যোগ এবং সেই সকলে দুঃখবুদ্ধি-শূন্য (সেই হেতু) উঁহাদিগের ফল সকলে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক॥ ভা-পু ১১।২০।৭।

যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ॥

আর, কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং কর্ম্মফলে বিরক্তও নহেন, অতিশয় আসক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ॥ ভা-পু ১১।২০।৮।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবান্ন জায়তে॥

যত দিন কর্ম্মে দুঃখ বোধ করতঃ তাহাতে বিরক্তি না জন্মিবে, অথবা মদীয় (ভগবৎবিষয়িণী) কথা শ্রবণাদিতে সাতিশয় শ্রদ্ধা না জন্মিবে, মনুষ্য তত দিন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল করিবে॥ ঐ ৯।

যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তো সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥

যোগী ব্যক্তি যখন আরব্ধ কর্ম্ম সকলে দুঃখিত ও বিরক্ত হইবেন, তখন ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মনকে অচলরূপে ধারণ করিবেন॥ ঐ ১৮।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

জ্ঞানযোগে আরোহণাভিলাষী মুনির পক্ষে কর্ম্মই কারণরূপে কথিত হয়, কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে (বিক্ষেপ-কারক) কর্ম্মত্যাগ করাই জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলিয়া উক্ত হয়॥ ভ-গী ৬।৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি যৎকালে সকলপ্রকার সংকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হন, তিনি তৎকালে যোগরূঢ় পদবাচ্য হন॥ ঐ ৪।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

কিন্তু, পুরুষ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্মরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং জ্ঞানাভাবে সন্ন্যাসদ্বারাও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না॥ ভ-গী ৩।৪।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথাখেপক্ষিণাংগতিঃ।
তথৈব জ্ঞান কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥

যেমন পক্ষীগণ উভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া গগণমার্গে বিচরণ করে, সেইরূপ পুরুষগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরাৎপর ভগবানের পরম পদে অধিগমন করে॥ যো-বা-রা ১।১।৭।

কেবলাৎ কর্ম্মণোজ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।
কিন্তুভাভ্যাং ভবেন্মোক্ষ সাধনন্তুভয়ং বিদুঃ ॥

কেবল কর্ম্ম দ্বারা, কিম্বা কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ হয় এবং জ্ঞান লাভ হইলে তদ্দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধি হয়; অতএব এতদুভয়েরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ যো-বা-রা ১।১।৮।

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞ স্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, মনুষ্য তাবৎ শাস্ত্রবিহিত অনন্ত কর্ম্ম, শৌচাচরণ, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থাভিগমন করিবে (১) ॥ উ-গী ২।৩৮।

ক্রিয়াক্রম প্রয়োগেন প্রসন্নমনসোনব।
নিয়মেন ক্ষয়ং যাতি দুষ্কৃতং জন্মজন্মজং ॥

শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান ও নিয়মাদি প্রতিপালন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে, মনুষ্যের জন্মজন্মান্তরীয় সমস্ত পাপরাশি পরিক্ষয় হয় ॥ যো-বা-রা ২।১১।৩১।

ধ্যানেন পূজয়া জপ্যৈঃ সম্যক্ স্তোত্রৈর্ব্রতব্রতৈঃ।
যজ্ঞৈর্দ্দানৈশ্চিত্তশুদ্ধিস্তয়া জ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥

ধ্যান, পূজা, জপ, স্তোত্র, ব্রত, যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় ॥ গ-পু ১।২২৮।৩৮।

অবিদ্যাসর্ব্বমেবৈতৎ কর্ম্মণৈতন্মৃষা ব চঃ।
কিন্তু বিদ্যাপরিবাপ্তৌ হেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ ॥

কর্ম্মদ্বারা যে কেবল অবিদ্যাই সঞ্চিত হয় এ কথা নিতান্ত মিথ্যা, কিন্তু কর্ম্মই মনুষ্যের জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ গ-পু ১।৮৮।২৭।

অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাং।
অনুষ্ঠানাত্ত্যুপায়েন বন্ধযোগ্যাপি নো হি সা ॥

যেমন অবস্থাবিশেষে বিষও লোকের উপকার সাধন করে, সেইরূপ অবিদ্যাও কখন কখন মনুষ্যের উপকার

(১) যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎ মুক্তিকামি ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত বেদ ও স্মৃত্যুক্ত যাগ যজ্ঞাদি নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। কারণ, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তি র্জ্ঞানস্য কারণং। ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মোযজ্ঞাদিকোমতঃ" ॥ অর্থাৎ জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং ভক্তিই জ্ঞানলাভের প্রধান কারণ; ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উদয় হয় এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। অতএব, মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিরন্তর ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া একান্তঃকরণে ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। তদনন্তর তাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভার্থ বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনঃ সংযোগ করিবেন এবং পুত্র মিত্র প্রভৃতি বন্ধুগণের প্রতি করুণা ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করিয়া হিংসা পরিত্যাগ করিবেন। ক্রমশঃ এইরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার যে বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তাঁহারা কদাচ ইহার অন্যথা করিবেন না, তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিবে ॥

সাধন করিয়া থাকে ; কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতিবিশেষে অবিদ্যাও সংসার-বন্ধনের কারণ না হইতে পারে (১)॥

গ-পু ১।৮৮।৩০।

যথাশাস্ত্রমনুচ্ছিন্নাং মর্য্যাদাং স্বামনুজ্ঝতঃ।
উপতিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি রত্নান্যম্বুনিধাবিব॥

যেমন রত্নাকর সমুদ্রে বিনা যত্নে রত্ন সমূহ আপনি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম না করিয়া যথাবিধি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা লোকের বিনা যত্নে অভিলষিত সম্যক্ ফল লাভ হয়॥

যো-বা-রা ২।৬।৩১।

দুষ্কৃতেক্ষয়মাপন্নে পরমার্থবিচারণে।
কাকতালীয়যোগেন বুদ্ধির্জন্তোঃ প্রবর্ত্ততে॥

কর্ম্মযোগ সহকারে পরমার্থ তত্ত্ব-বিচার দ্বারা সমুদায় দুষ্কৃতি বিনষ্ট হইলে, কাকতালীয় যোগের ন্যায় জীবের পরিশুদ্ধ বুদ্ধি পরমাত্মতত্ত্বে অনুরক্ত হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ২।১১।৩২।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

সর্ব্বভূতে পরমাত্মা স্বরূপে আমিই বিদ্যমান আছি এবং আমিই পরমাত্মা, আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিতি করিতেছে, এইরূপ জ্ঞানে যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন॥ ম-সং ১২।৯১।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র ও তদর্থ (ব্রহ্মাত্মক কর্ম্ম) যথার্থরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি যে কোন আশ্রমেই হউক, তথায় অবস্থিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনদ্বারা ইহজন্মেই ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হয়েন॥ ঐ ১০২।

(স্বভাবতঃ সকল লোকই প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধিত হয়)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়মধ্যে নিয়ামকস্বরূপ অন্তর্যামী অবস্থিতি করেন এবং যেমন সূত্রধারেরা দারুযন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিকা সকলকে ভ্রমণ করায়, সেইরূপ ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে প্রাণীসমূহকে নিরন্তর ভ্রমণ, অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন॥

ভ-গী ১৮।৬১।

(১) যেরূপ এক অস্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্র নিবারিত হয়, যেরূপ মল অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা অন্য মল নষ্ট হয়, যেরূপ বিষ দ্বারা অন্য বিষ শান্তি পাইয়া থাকে এবং যেরূপ এক রিপু দ্বারা অন্য রিপু শাসিত হয়, সেইরূপ এক অবিদ্যা দ্বারা অন্য অবিদ্যা নাশ পাইয়া থাকে॥

ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ॥

এই জগতে কোন ব্যক্তি কদাচিৎ কোন অবস্থায় কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারে না, কারণ স্বাভাবিক গুণের বশীভূত হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥

ভ-গী ৩।৫।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাজনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥

দেখ, জনকাদি মহাত্মারা এই কর্ম্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন; অপিচ,লোক সংগ্রহার্থ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ঐ ২০।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন এবং যাহাকে প্রমাণ্য করিয়া মানেন, সামান্য লোকেরা তদনুগামী হইয়া থাকে॥ ঐ ২১।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥

হে পার্থ! এই ত্রিলোক মধ্যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই, আর আমার অপ্রাপ্য কোন বস্তুও নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি (১)॥ ভ-গী ৩।২২।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যদি আমি কখন আলস্যশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই আমার চলিত পথে অনুগামী হইবে॥ ঐ ২৩।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

বস্তুতঃ আমি কর্ম্ম না করিলে সকল লোকই (ধর্ম্মলোপ দ্বারা) উৎসন্ন হইয়া যাইবে; তখন যে সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং

(১) যাঁহার আদি, অন্ত বা মধ্য, নিজ বা পর, অভ্যন্তর বা বাহ্য নাই, অথচ এই বিশ্ব যাঁহা হইতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, যিনি সত্যস্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার এবং সত্যস্বরূপ হইয়াও মায়ানাম্নী নিজ শক্তি দ্বারা এই বিশ্বের জন্মাদি রচনা করিতেছেন, আবার নিত্যসিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা সেই মায়াকে নিরাস করতঃ ক্রিয়াহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ সর্ব্বদা আত্মলাভেই পরিতৃপ্ত; এই নিমিত্ত তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কার্য্যের সহিত লিপ্ত হন না। সর্ব্বধর্ম্মের উৎপাদন কর্ত্তা ভগবান্ মানুষাবতাররূপ আপন পথে অবস্থিতি করতঃ মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি জ্ঞানী, পূর্ণ ও প্রভু; অতএব তাঁহার অহঙ্কার ও শুভবাসনা নাই এবং অপর কেহ তাঁহাকে কার্য্যে প্রেরণ করেন না। এই দৃষ্টান্তে পূর্ব্বকালীন ঋষিরাও মোক্ষ প্রাপ্তি বাসনায় অগ্রে শাস্ত্রবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন॥

(সেই হেতু) যে সকল প্রজা বিনষ্ট হইবে, কেবল আমিই সেই সমুদায় অনর্থের কারণ হইয়া উঠিব॥

ভ-গী ৩।২৪।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥

এই কারণে অজ্ঞানী মনুষ্যেরা যেরূপ ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেরূপ ফলাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্যগণের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ঐ ২৫।

(নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব কথন)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাস প্রযুক্ত মূঢ়-বুদ্ধি লোক ইন্দ্রিয়গণকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া আমিই ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে॥ ঐ ২৭।

চক্ষুঃ পশ্যতু কর্ণশ্চ শৃণোতু ত্বক্ স্পৃশত্বিদং।
রসনা চ রসং যাতু কাত্র কোঽহমিতি স্থিতিঃ॥*

চক্ষু দর্শন করুক, কর্ণ শ্রবণ করুক, ত্বক্ স্পর্শ করুক এবং রসনা রসাস্বাদন করুক, তাহাতে অহংতা

(*) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকাশিত মহামতি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবৎপ্রদত্ত উপদেশ সকল মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সংক্ষেপে সুন্দররূপে বর্ণিত থাকা প্রযুক্ত উক্ত রামায়ণ হইতেই কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বোধ হয়, তদ্দর্শনে কোন কোন পাঠক মহাশয়ের মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, দ্বাপর যুগাবসানে উদ্ভূত কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদী কথা সকল ত্রেতা যুগে বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণে উল্লিখিত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাতে সেই সকল কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজনই বা কি? বস্তুতঃ যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ দীর্ঘদর্শী ঋষিদিগের ত্রিকালজ্ঞতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহাদিগের মনে উক্তরূপ সন্দেহ অবশ্যই উপস্থিত হইতে পারে। এক্ষণে শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের ত্রিকালজ্ঞতা বা সর্ব্বজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বকপাঠকগণের উক্তরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থ রামায়ণোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য গুলির বঙ্গানুবাদ এই স্থলে যথাবৎ লিখিত হইতেছে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মহাত্মা রামচন্দ্রকে আত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে কহিলেন,—"হে মহাবাহো! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যে প্রকারে পুণ্ডরীকাক্ষনির্দ্দিষ্ট সঙ্গবিহীন শুভ গতি অবলম্বন করতঃ দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি সুখ অনুভব করিয়া কালক্ষেপ করিবেন, তুমিও সেই প্রকারে জীবিতকাল যাপন কর। রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিবেন? এবং ভগবান্ হরিই বা তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গবিহীনতার উপদেশ প্রদান করিবেন? বশিষ্ঠদেব কহিলেন, রাঘব! সৎস্বরূপ একমাত্র আত্মাই অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি আকাশ মহাকাশের ন্যায় স্বীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করেন; তাঁহার নাম কেবল কল্পনা মাত্র। হেমে কটকের ন্যায় ও জলে তরঙ্গের ন্যায় সেই আদ্যন্তবিহীন বিমল আত্মাতে এই সংসারবিভ্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। জালে পক্ষিগণের ন্যায় এই সংসারজালে চতুর্দ্দশবিধ ভূতজাতি প্রস্ফুরিত হইতেছে। সেই সকল ভূতজাতির মধ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদিতে বর্ণিত চরিত্রসম্পন্ন যম, চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিরা এই ভূতপঞ্চক সংসারে লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা পুণ্যজনক

অর্থাৎ আমার কর্তৃত্বাভিমানের বিষয় কি আছে ? ॥

যো-বা-রা ৬।৫৩।৬।

কলনাকর্ম্মণিরতে মনস্তাপি মহাত্মনঃ।
ন কশ্চিদত্রাহমিতি ক্লেশভাগেক এব তে ॥

মহাত্মাব্যক্তিদিগের মন সঙ্কল্পরূপ স্বকর্ম্মে রত হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের অহংভাবের উদয় হয় না ; যাহাদিগের অহংভাব উপস্থিত হয়, তাহারা ক্লেশভাগী হয় ॥

যো-বা-রা ৬।৫৩।৭।

বহুভিঃ সমবায়েন যৎকৃতং তত্র ভারত।
একোঽভিমানদুঃখেন হাসায়ৈব হি গৃহ্যতে ॥

হে ভারত ! বহুজন সমবেত হইয়া যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাতে একের অভিমান-দুঃখে দুঃখিত হওয়া কেবল হাস্যের নিমিত্ত মাত্র ॥

ঐ ৮।

কর্ম্ম, অতএব ইহা উপাদেয় এবং ইহা পাপজনক কর্ম্ম, অতএব ইহা হেয় ; এইরূপ সংকল্প ঘটিত মর্য্যাদাও এই সংসারে স্থাপিত হইয়াছে। যম অদ্যাপি স্বীয় অধিকারকার্য্যে অচলের ন্যায় স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই ভগবান্ যম ভূতদলন নিবন্ধন পাপাশঙ্কা করিয়া প্রতি চতুর্যুগের অবসানে কখন অষ্ট, কখন দশ, কখন দ্বাদশ, কখন পঞ্চ, কখন সপ্ত ও কখন ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। তিনি উদাসীনের ন্যায় তপস্যায় আসীন হইলে, এই জগজ্জাল মধ্যে মৃত্যু কোন প্রাণীকেই আর হিংসা করে না। তখন প্রাণির অহিংসা নিবন্ধন মহাতল প্রাণীসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রাণিসঙ্কায় রহিত হয়। তখন হস্তী মসকের ন্যায় স্বেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়া ভারতযুদ্ধাদি বহুবিধ উপায় দ্বারা পৃথিবীর ভার নিবৃত্তির নিমিত্ত হিংসাদ্বারা বিরলপ্রাণি করেন। এইরূপে শত সহস্র যুগ ভারতযুদ্ধ, অনন্ত ভূত ও অনন্ত জগৎ অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি এই পিতৃনায়কই বৈবস্বত যম, তিনি যুগের কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষীণ হইলে স্বকীয় পাপবিনাশের নিমিত্ত দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন, তৎকালে প্রাণিপীড়ন রহিত হওয়া হেতু মনুষ্যের মৃত্যু না হওয়াতে পৃথিবী নীরন্ধ্রা ও সাতিশয় ভারাক্রান্ত হইবেন। তখন যেমন দস্যুকর্তৃক পরাভূতা পতিব্রতা রমণী পতির শরণাগতা হন, সেইরূপ পৃথিবী জীবভারদ্বারা নির্ভর নিপীড়িত হইয়া হরির শরণাগতা হইবেন। ভগবান্ হরি নিখিল দেবগণের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক নর-নারায়ণ এই দেহদ্বয় ধারণ করতঃ অবনীতে অবতীর্ণ হইবেন। হরির ঐ দেহদ্বয়ের মধ্যে একটী বসুদেব-নন্দন বাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং অপর দেহ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন নামে পরিচিত হইবেন। যুধিষ্ঠির নামে ধর্ম্মের পুত্র হইবেন। সেই সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির সমুদ্রমেখলা পৃথিবীর রাজা হইবেন। তদীয় পিতৃব্যজ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার অহিনকুলের ন্যায় ভীষণ দ্বন্দ্ব সংঘটিত হইবে ; ভীম ঐ পিতৃব্যজ ভ্রাতার প্রতিযোদ্ধা হইবেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের ভূমি হরণের বাসনায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ সংগ্রামে ভীষণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশ হইবে। হে রাঘব ! ভগবান্ বিষ্ণু বৃহৎ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন-দেহদ্বারা সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষয় করিয়া পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন। বিষ্ণুর হর্ষ ও অমর্ষান্বিত অর্জ্জুন নামধারী দেহ প্রাকৃত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অশ্রুপ্রায় হইবেন। অর্জ্জুন উভয় পক্ষীয় সেনাগণকে সমাগত ও স্বজনগণকে মরণোন্মুখ দর্শন করতঃ বিষাদিত হইয়া যুদ্ধে বিরক্ত হইবেন। হরি সেই অর্জ্জুন নামক দেহকে উপস্থিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বকীয় জ্ঞানময় দেহদ্বারা (আত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক) প্রবোধিত করিবেন"। যো-বা-রা নির্ব্বাণ প্রঃ ৫২ অঃ। অতঃপর ভগবানুক্ত উপদেশ গুলি ঐ রামায়ণে সঙ্ক্ষেপে ছয়টী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

মুমুক্ষু যোগীগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥

যো-বা-রা ৬।৫৩।৯।

ন ক্বচিদ্রাজতে কায়ো মমতামেধ্যদূষিতঃ।
প্রাজ্ঞোঽপ্যতি বহুজ্ঞোঽপি দুঃশীল ইব মানবঃ॥

মমতারূপ অপবিত্র ভাব দ্বারা যাঁহার শরীর দূষিত, তিনি প্রাজ্ঞই হউন, বা বহুজ্ঞই হউন, তিনি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া শোভান্বিত হন না, তিনি দুঃশীল মানব সদৃশ॥ ঐ ১১।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
যঃস কার্য্যমকার্য্যং বা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

মমতাশূন্য অহঙ্কাররহিত, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী ও ক্ষমাবলম্বী ব্যক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বা অনাবশ্যক লৌকিক কর্ম্ম সকল করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না॥ ঐ ১২।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
নিঃসঙ্গস্থঃ যথাপ্রাপ্তকর্ম্মবান্ন বিবধ্যসে॥

অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি যোগস্থ ও সঙ্গশূন্য হইয়া যথাগত কর্ম্ম করিলে তাহাতে তোমাকে কখনই বাধ্য হইতে হইবে না॥ ঐ ১৬।

শান্তঃ ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ॥

তুমি শান্ত ও ব্রহ্মময়শরীর হইয়া ব্রহ্মময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; যে কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করা যায়, তাহা ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মই হইয়া থাকে॥

যো-বা-রা ৬।৫৩।১৭।

ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ॥
সংত্যক্তসর্ব্বসংকল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা কুর্ব্বন্মুক্তমতির্ভব॥

যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বভূতের আত্মা হয়েন, এহেতু ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম সকল নিরাময় ঈশ্বরাত্মা স্বরূপ হয়; অতএব তুমি ঈশ্বরে সর্ব্বসঙ্কল্প সমর্পণ করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী, শান্ত-মূতি ও মুনি হও এবং সন্ন্যাসযোগে স্বকীয় আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া মুক্তমতি হও॥ ঐ ১৮-১৯।

সর্ব্বসংকল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসনঃ।
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যত্তদ্ব্রহ্মপরং বিদুঃ॥
তদুদ্যোগং বিদুর্জ্ঞানং যোগঞ্চ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
ব্রহ্মাসর্ব্বং জগদহঞ্চেতি ব্রহ্মার্পণং বিদুঃ॥

সংকল্প সমূহ বিলীন ও ঘনে-বাসনা প্রশান্ত হইলে, যে নিষ্প্র-পঞ্চ প্রত্যগাত্মার রূপ অনুভূত হয়, তাহাই পরব্রহ্ম। ব্রহ্মলাভে উদ্যুক্ত চিত্তবৃত্তিই জ্ঞান, ব্রহ্মে কৃতবুদ্ধিই

যোগ এবং ব্রহ্মে জগতের ও জগদ-ভিমানী অহঙ্কারের যে বাধ, অর্থাৎ জগৎ এবং আমি উভয়ই ব্রহ্ম, এবম্বিধ যে জ্ঞান তাহাই ব্রহ্মার্পণ বলিয়া জানিবে॥ যো-বা-রা ৬।৫৩।২২-২৩।

ত্যাগঃ সংকল্পজালানামসংসঙ্গঃ স কথ্যতে।
সমস্তকলনাজালস্যেশ্বরস্যৈকভাবনা॥

সর্ব্বপ্রকার সংকল্প পরিত্যাগের নামই সঙ্গশূন্যতা। সমস্ত কল্পনা-জালকে একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করাই কর্ত্তব্য॥ ঐ ২৮।

গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণং।
অবোধবশতো ভেদো নাম্নৈবৈষাং চিদাত্মনি।
বোধাত্মা কিল শব্দার্থো জগদেকং ন সংশয়ঃ॥

বিগলিত দ্বৈতভাবই ঈশ্বরার্পণ; অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই চিদাত্মাতে নাম-ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা জগৎশব্দকে একরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপেই অবগত আছেন॥ ঐ ২৯।

ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে।
আত্মনো যৎ পৃথগ্‌ভূতং কিং কেনাতোঽনুভূয়তে॥

দেখ, এই দেহাদি কিছুই নহে এবং সুখদুঃখাদিও কিছুই নাই; যাহা আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূত এমন কোন পদার্থ কি কখন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভূত হইয়াছে? (১)॥ যো-বা-রা ৬।৫৪।১১।

যথা রজ্জ্বামহিভয়ং বোধান্নশ্যত্যবোধজং।
তথা দেহাদি দুঃখাদি বোধান্নশ্যত্যবোধজং॥

অবোধজনিত রজ্জুতে সর্পভয়ের ন্যায় অবোধজ দেহাদি ও দুঃখাদি সমস্তই বোধের উদয় হইলেই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।৫৪।১৩।

বিশ্বগ্বিশ্বমজংব্রহ্ম ন নশ্যতি ন জায়তে।
ইতি সত্যংপরং বিদ্ধি বোধঃ পরম এষ সঃ॥

এই অখিল জগৎ অজ পূর্ণব্রহ্মময়, সুতরাং ইহা জাত বা বিনষ্ট হয় না; এই বোধই পরম ও সত্যবোধ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জগতস্থ সমুদায় পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥ ঐ ১৪।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ করিষ্যসি কৌন্তেয় তদাত্মেতি স্থিরোভব॥

অতএব, হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, অথবা যাহা

(১) অর্থাৎ এই সমুদায় দেহ কেবল মায়াময় মাত্র, ইহা অজ্ঞানবশতই সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আর, ইন্দ্রিয়স্পর্শজনিত সুখদুঃখাদিও আত্মার নহে, কারণ সেই নিরবয়ব পূর্ণ বস্তুতে সুখদুঃখের সম্ভাবনা নাই। আত্মা দৃশ্য দর্শনসম্পন্ন শরীরের অন্তর্গত হইয়াও সুখে হৃষ্ট বা দুঃখে গ্লানিযুক্ত হন না। ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ কেবল নাম মাত্র। যখন আত্মাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তখন অনাত্মসত্তার সম্ভাবনা কোথায়? অসৎ দুঃখাদির ভাব বিদ্যমান নাই এবং সৎভাবেরও অভাব নাই, অতএব সুখদুঃখাদি কিঞ্চিৎমাত্রও নাই, কেবল সর্ব্বদা একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান আছেন॥

করিবে, তৎসমস্তকেই আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর ॥ যো-বা-রা ৬।৫৪।২২।

যন্ময়ো যো ভবত্যস্তঃ স তদাপ্নোত্যসংশয়ম্।
ব্রহ্মসত্যমবাপ্তুং ত্বং ব্রহ্মসত্যময়ো ভব ॥

যাহার চিত্ত যন্ময় হয়, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; অতএব তুমি ব্রহ্মসত্যকে ভাবনা করিয়া ব্রহ্মসত্যময় হও ॥ ঐ ২৩।

অনপেক্ষং ফলং ব্রহ্মভূত্বা ব্রহ্মেতি ভাবিতং।
কেবলং ক্রিয়তে কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞেন যথাগতং ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বকামের উপরম ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া "ব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনা করতঃ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা যথাগত কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন॥ ঐ ২৪।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স চোক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম) দর্শন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মনুষ্যগণ মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হয়েন এবং তাঁহা দ্বারাই সকল কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে॥ ঐ ২৫।

মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্মফলাসক্ত হইও না এবং অকর্ম্মেতেও যেন তোমার সঙ্গ না হয়। তুমি সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥

যো-বা-রা ৬।৫৪।২৬।

আসক্তিমাহুঃ কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তুরপিতত্ত্ববেৎ।
মৌর্খ্যে স্থিতে হি মনসি তস্মান্মৌর্খ্যং পরিত্যজেৎ

মূর্খতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন মনে কর্ম্মের ফলাসক্তিকেই অকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সেই মূর্খতাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ঐ ২৯।

পরং তত্ত্বজ্ঞমাশ্রিত্য নিরাসক্তের্মহাত্মনঃ।
সর্ব্বকর্ম্মরতস্যাপি কর্ত্তৃত্বোদেতি ন কচিৎ ॥

পরম তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়গ্রহণকারী আসক্তিবিহীন মহাত্মা ব্যক্তিরা সকল কর্ম্মে রত হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের মনে কদাচ কর্ত্তৃতার উদয় হয় না ॥ ঐ ৩০।

অকর্ত্তৃত্বাদভোক্তৃত্বমভোক্তত্বাৎ সমৈকতা।
সমৈকত্বাদনন্তত্বং ততো ব্রহ্মত্বমাততঃ ॥

অকর্ত্তৃত্ব হইতে অভোক্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব হইতে সমদর্শিতা, সমদর্শিতা হইতে অনন্তত্ব এবং

অনন্তত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে॥ যো-বা-রা ৬।১৪।৩১।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

যাঁহার সকল প্রকার কর্ম্মারম্ভ কামনা ও সংকল্পবর্জ্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মা ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ঐ ৩৩।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী, তোমার কেবল কর্ম্ম সম্পাদনেই অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফল কামনায় অধিকার নাই। অতএব কর্ম্মের ফল কামনায় যেন তোমার মতি না হয় এবং কর্ম্ম পরিত্যাগেও তোমার আসক্তি না হউক॥ ভ-গী ২।৪৭।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে॥

হে ধনঞ্জয়! যোগশব্দ বাচ্য ঈশ্বরেতে যে একনিষ্ঠা, তাহাতেই স্থিত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে (১) সিদ্ধ ও অসিদ্ধ উভয়ই সমান বলিয়া জ্ঞান করতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু এতাদৃশ সমতাজ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ভ-গী ২।৪৮।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুংকর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

দেহাভিমানবিশিষ্ট লোকেরা নিঃশেষে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্ম ফল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায়॥ ভ-গী ১৮।১১।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কোন কর্ম্ম করা হয় না॥ ভ-গী ৪।২০।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

যে ব্যক্তি যদৃচ্ছা (প্রার্থনা ব্যতীত স্বয়ং উপস্থিত) লাভে সন্তুষ্ট, শীতো-

(১) ঈশ্বরার্পণ শব্দের ভাবার্থ এই যে, "আমি স্বীয় হৃদয়স্থ অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন; তিনি আমার বাসনানুসারে শুভাশুভ যে কোন কর্ম্মে আমাকে প্রবৃত্ত করেন, আমি তাঁহার অধীনভাবে তাহাই সম্পাদন করিতেছি" এইপ্রকার বুদ্ধি অনুসারে সমুদায় কর্ম্ম করাকেই ঈশ্বরার্পণ করা বলে। যথা—"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"॥

ক্ষাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বৈরহীন এবং সিদ্ধাসিদ্ধ পক্ষে সমদর্শী (হর্ষবিষাদ-রহিত), তিনি কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না॥
ভ-গী ৪।২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

যিনি নিষ্কাম ও ক্রোধাদি হইতে মুক্ত এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মে স্থিত,তাঁহার ঈশ্বরারাধনার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল বাসনার সহিত লয় প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ২৩।

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

যদ্যপি তুমি সমস্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ তরি দ্বারা পাপরূপ সমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে॥ ঐ ৩৬।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃসর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্ম সমূহকে ধ্বংস করে॥ ঐ ৩৭।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র-কর আর কিছুই নাই; কর্ম্মযোগ দ্বারা সংসিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে আত্মজ্ঞান অনায়াসে আপ-নিই উদয় হয়॥ ভ-গী ৪।২২।৩৮।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃসংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূ-ষায় নিষ্ঠাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হয়েন॥ ঐ ৩৯।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকেঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

অজ্ঞ (আচার্য্যোপদিষ্টার্থ অনভিজ্ঞ) অশ্রদ্ধাবান্ (উপদিষ্টার্থ জ্ঞান জন্মি-লেও তাহাতে অশ্রদ্ধান্বিত) এবং সংশয়াত্মা (এই অর্থ আমার সিদ্ধ হইবে কি না তাহাতে সন্দিগ্ধমনা), এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ সংশয়াত্মা ব্যক্তির কি ইহলোক কি পরলোক কিছুই নাই এবং তাহার কোন সুখই নাই॥
ঐ ৪০।

যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

যিনি (ভগবদারাধনারূপ) কর্ম্ম সকল (অন্তর্যামীস্বরূপ) ভগবানে সমর্পণ করেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সাধন দ্বারা (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ) সংশয় ছেদ করিতে পারেন, হে

ধনঞ্জয়! এমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল সংসারে বদ্ধ করিতে পারে না (১)॥ ভ-গী ৪।৪১।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে॥

(কর্ম্মত্যাগরূপ) সন্ন্যাস ও (কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ) কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষের কারণ হয়, কিন্তু তন্মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট॥ ভ-গী ৫।২।

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যঃ সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

হে মহাবাহো! দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তি নিত্য সন্ন্যাসীরূপে জ্ঞাতব্য হয়, যেহেতু নির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি শূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই বন্ধ হইতে মুক্ত হয়॥ ঐ ৩।

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপিগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সপশ্যতি॥

সাংখ্য, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ যে কৈবল্যধাম লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এতদুভয়কে একরূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী॥ ভ-গী ৫।৫।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে সংন্যাস অভ্যাস করা কেবল দুঃখের কারণ হয় (যেহেতু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব); কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত মুনি (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সংন্যাসী হইয়া) অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন॥ ঐ ৬।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

তত্ত্বদর্শী নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিরা দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজন, (এই কয়েকটি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম), গমন (পাদদ্বয়ের), নিদ্রা (বুদ্ধির), নিশ্বাস (প্রাণবায়ুর), বাক্য (বাগেন্দ্রিয়ের), মল মুত্রাদি ত্যাগ করণ (গুহ্য ও উপস্থের), গ্রহণ (হস্তদ্বয়ের), উন্মেষ ও নিমেষ (প্রাণবায়ুর) কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, আমি

---

(১) মনুষ্য সাত্ত্বিক বা তামসিক যে কিছু কর্ম্ম করিবে, সেই সমুদায় ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তি সকলই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। কোন ক্রিয়াতে আত্মসম্বন্ধ রাখিবে না। এইরূপে ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অভাব হইলে পুর্ব্বকৃত ক্রিয়াও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার কর্ম্মক্ষয় হয়, সেই ব্যক্তি অবিদ্যা জনিত সংসারমায়া হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে॥

(সাক্ষীস্বরূপ) কিছুই করি না, মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন॥

ভ-গী ৫।৮-৯।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি কর্ম্ম সকল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না॥

ঐ ১০।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তো নিবধ্যতে॥

যুক্ত (যোগাব্যক্তি) পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করেন, কিন্তু অযুক্ত, অর্থাৎ কামনাবিশিষ্ট কর্ম্ম-ফলাসক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরা কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অবশ্যই বদ্ধ হয়॥

ঐ ১১।

(ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতার্থ কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব কথন)

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ংকর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

যজ্ঞ শব্দার্থ বিষ্ণু, বিষ্ণুর আরাধনার্থ যে কর্ম্ম তদ্ব্যতিরেকে অন্য কর্ম্ম সকল মনুষ্যদিগকে সংসারে বদ্ধ করে; অতএব হে কৌন্তেয়! বিষ্ণুর প্রীতার্থ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর॥

ভ-গী ৩।৯।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

যিনি বৈশ্বদেবাদিকে দত্ত যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আপনার ভোজনের নিমিত্তই পাক করে, অর্থাৎ বৈশ্বদেবাদিকে প্রদান না করিয়া অন্নাদি ভোজন করে, সে পাপাত্মা কেবল পাপই ভোজন করে॥

ভ-গী ৩।১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

দেখ,প্রাণী সমূহ অন্ন হইতে, অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভব হয় (১)॥

ঐ ১৪।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥

যজ্ঞরূপ কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরমব্রহ্ম হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বব্যাপী

(১) সংসার চক্রে প্রবৃত্ত হওনের হেতু যে কর্ম্ম তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—অন্ন শুক্র শোণিতাদি রূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়; মেঘ হইতে যে বৃষ্টিধারা ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়; যজ্ঞীয় ধূমাদির দ্বারা মেঘ উৎপন্ন হয় এবং সেই যজ্ঞ যজ্ঞকারিদিগের ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল সূর্য্যলোকে থাকে, অতএব সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রজা জন্মে॥

ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন (১)॥ ভ-গী ৩।১৫।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

হে পার্থ! যিনি এবম্বিধ প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রে অনুবর্ত্তী না হন, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তিনিই পাপযুক্ত, যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবল বিষয় ভোগই করেন,ঈশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম করেন না, ফলতঃ তাঁহার জীবনই বৃথা॥ ঐ ১৬।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

যদ্দারা যজ্ঞে ঘৃতাদি অর্পণ করা যায়, সেই অর্পণ শব্দ বাচ্য স্রুবাদি পাত্র সকল ব্রহ্ম, অর্পিত ঘৃতাদি ব্রহ্ম, হোমাগ্নি ব্রহ্ম এবং হোম-কর্ত্তাও ব্রহ্ম, এবম্বিধ ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে যাঁহার সমাধি, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা হয়, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ভ-গী ৪।২৪।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্য দান করণ), তপোযজ্ঞ (চান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান), যোগযজ্ঞ (চিত্তের বৃত্তিরোধরূপ সমাধি) এবং স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ (স্বীয় বেদশাখা অধ্যয়ন ও শ্রবণ মননাদি দ্বারা তদর্থ জ্ঞান), দৃঢ়ব্রত যতিগণ এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ভ-গী ৪।২৮।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং॥

এই সকল যজ্ঞবেত্তারা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপ অন্ন ভোজন করতঃ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন॥ ঐ ৩০।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥

হে কুরুসত্তম! যখন যজ্ঞানুষ্ঠান-শূন্য লোকেরা এই অল্প সুখবিশিষ্ট সামান্য মনুষ্য লোকও প্রাপ্ত হয় না,তখন তাহারা কি প্রকারে বহু সুখবিশিষ্ট অসামান্য লোক প্রাপ্ত হইতে পারে?॥ ঐ ৩১।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥

অতএব,যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম সকল কদাচ পরিত্যাগ করা উচিত নহে, প্রত্যুত তাহাদিগের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ উহারা মনীষিপদবাচ্য বিবেকীগণের পাবন, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর হয়॥ ঐ ১৮।৫।

(১) শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে সাম,ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয় পরব্রহ্মের নিশ্বাস স্বরূপ, অতএব পরব্রহ্ম হইতেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি হেতু যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য॥

(সত্ত্বাদি গুণভেদে মনুষ্যগণের স্বভাবজাত ভিন্ন ভিন্নপ্রকার লক্ষণাদি বর্ণন)

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাষাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন! সমস্ত যোনিতে স্থাবর-জঙ্গম স্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহৎপ্রকৃতিই সেই সমুদায়ের যোনি, অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া হয় এবং আমিই বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ গর্ভাধান কর্ত্তা হই॥ ভ-গী ১৪।৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং॥

হে মহাবাহো! মহৎপ্রকৃতি হইতে সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ অব্যয় (নির্ব্বিকার) স্বরূপ দেহীকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ গুণত্রয় স্বীয় কার্য্য সুখ দুঃখ ও মোহাদি দ্বারা অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে॥ ভ-গী ঐ ৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছহেতু প্রকাশক (দীপ্তিমান) ও অনাময় (নিরুপদ্রব হয়; অতএব, হে অনঘ! এই সত্ত্বগুণ (শান্তহেতু) স্বীয় কার্য্যদ্বারা দেহীকে সুখী ও জ্ঞানবিশিষ্ট করে॥ ঐ ৬।

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং॥

রজোগুণ রাগাত্মক বা অনুরাগ স্বরূপ বলিয়া জানিও; এই গুণ, তৃষ্ণা অর্থাৎ অভিলাষ এবং সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি হইতে উৎপন্ন হয়; হে কৌন্তেয়! এই রজোগুণ দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করে, অর্থাৎ রজোগুণ হইতে দেহীর কর্ম্মে আসক্তি জন্মে॥ ভ-গী ১৪।৭।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উদ্ভব বলিয়া জানিও, ইহা সর্ব্বদেহীর মোহজনক হয়; অতএব, হে ভারত! এই তমোগুণ প্রমাদ (অনবধানতা), আলস্য (নিরুদ্যমতা) এবং নিদ্রা (চিত্তের অবসন্নতা) দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে॥ ঐ ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবদিগকে সুখোন্মুখ করে, রজোগুণ কর্ম্মে সংযোজিত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে সমাবৃত করিয়া অনবধানে যোজনা করে॥ ঐ ৯।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া উত্থিত (প্রকাশিত) হয়॥

ভ-গী ১৪।১০।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদাবিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

যৎকালে এই ভোগায়তন শরীরের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলে শব্দাদি জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তৎকালে জীবের সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত বলিয়া জানিবে॥ ঐ ১১।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃকর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥

হে ভরতর্ষভ! লোভ (বহু ধনাগম সত্ত্বেও তাহা বৃদ্ধি করণের অভিলাষ),প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা কর্ম্মে অভিনিবেশ), কর্ম্মারম্ভ (উদ্যম), অশম (এই কর্ম্মের পরে এই কর্ম্ম করিব ইত্যাদিরূপ কল্পনা) ও স্পৃহা (বস্তু দর্শনমাত্র তাহা গ্রহণেচ্ছা), এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি জানিবে॥ ঐ ১২।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশ (বিবেকভ্রংশ), অপ্রবৃত্তি (কর্ম্মে অনভিনিবেশ), প্রমাদ (কর্ত্তব্য বিষয়ে ভ্রম) ও মোহ (মিথ্যাভিনিবেশ), এই সকল লক্ষণ দ্বারা তমোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি জানিবে॥ ভ-গী ১৪।১৩।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥

সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে দেহী হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের প্রাপ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখময় স্থান প্রাপ্ত হয়॥

ঐ ১৪।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথাপ্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে জীবের মৃত্যু হইলে তাহার কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয় এবংতমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে তাহার পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয়॥ ঐ ১৫।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং।
রজসস্তু ফলংদুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়তা॥ ঐ ১৬।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান এবং রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে,আর তমো-

গুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ ভ-গী ১৪।১৭।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সাত্ত্বিক লোকেরা সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্য হেতু উত্তরোত্তর সুখময় ঊর্দ্ধলোকে গমন করে, রাজসিক লোকেরা মধ্য (মনুষ্য) লোকে অবস্থিতি করে এবং জঘন্য তামসবৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরা তমোগুণের তারতম্য হেতু তামিস্রাদি নরকবিশেষ প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ১৮।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

দেহীদিগের স্বভাবজাত, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ শ্রদ্ধা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর॥ ভ-গী ১৭।২।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

হে ভারত! সকল লোকেরই শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণানুরূপা, যেহেতু পুরুষ সত্ত্বগুণময়; কিন্তু তন্মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণের সংযোগক্রমে সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, তিনি (সেই পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ) পরেও তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েন (১)॥ ভ-গী ১৭।৩।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

সাত্ত্বিক লোকেরা সত্ত্বপ্রকৃতি দেবতাদিগের পূজা করেন, রাজসিক লোকেরা রজঃপ্রকৃতি যক্ষ রাক্ষসাদির পূজা করে এবং তামসিক লোকেরা তামস প্রকৃতি ভূতপ্রেতাদির পূজা করে॥ ঐ ৪।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

(পূর্ব্বোক্ত রাজস ও তামস ব্যক্তিদিগের মধ্যেও) যাহারা দম্ভ ও অহঙ্কারে সংযুক্ত এবং কাম (অভিলাষ), রাগ (অভিলষিত বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি) ও বল (বিবিষয়ে আগ্রহতা), এই সকলে যুক্ত হইয়া শরীরস্থ (ক্ষিত্যপতেজাদি) ভূতগণকে বৃথা উপবাসাদি দ্বারা

(১) পূর্ব্বজন্মে যে পুরুষ সত্ত্বগুণাধিক্য প্রযুক্ত সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন, তিনি তৎসংস্কারানুসারে পুনরায় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধান্বিত হন; যিনি রজোগুণের আধিক্য ক্রমে রাজস শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, তিনি পুনরায় রাজস শ্রদ্ধান্বিত হন এবং যিনি তামস শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার তামস শ্রদ্ধাযুক্ত হন॥

ক্লেশ করতঃ অন্তর্যামীরূপে শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত যে আমি আমাকেও ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত লোকভয়ঙ্কর তপস্যাচরণ করে, সেই সকল হীনচেতা (অবিবেকী) লোকদিগকে অতিশয় ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে ॥ ভ-গী ১৭।৫-৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥

পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বাদি গুণভেদে মনুষ্যদিগের আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার এবং দানও তিন প্রকার হয় ; তদ্বিষয়ের ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ঐ ৭।

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃস্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবৃদ্ধিকর, রসযুক্ত, স্নিগ্ধকর, স্থিরতর ও উৎকৃষ্ট আহার, অর্থাৎ হিতজনক ভক্ষ্য দ্রব্যচয় সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হয় ॥ ঐ ৮।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টাদুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

অতি কটু (নিম্বাদি), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি), অতি রূক্ষ ও অতি উগ্র (সর্ষপাদি) দ্রব্যচয়, যাহা আহার করিলে দুঃখ, শোক ও রোগোৎপাদক হয়, তাহাই রাজস ব্যক্তির প্রিয় হয় ॥ ভ-গী ১৭।৯।

যাতযামংগতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥

প্রহর পরিমিত কালের পক্ব, রসহীন, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত (পূর্ব্ব দিবসের পরিপাক কৃত), উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভোজনাবশিষ্ট) ও অপবিত্র ভোজ্য (দূষিত মাংসাদি অভক্ষ্য) দ্রব্য সকল তামস লোকের প্রীতিকর হয় ॥ ঐ ১০।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় একাগ্র চিত্তে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে আবশ্যকীয় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥ ঐ ১১।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তংযজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধি করিয়া স্বকীয় মহত্ত্ব প্রকাশার্থ যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ঐ ১২।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

বিধিহীন, অসৃষ্টান্ন, অর্থাৎ যাহা

ব্রাহ্মণাদিতে সম্পাদিত হয় নাই, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা দানরহিত ও শ্রদ্ধা-বর্জ্জিত যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা যায় ॥ ভ-গী ১৭।১৩।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ লোকের পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই কএকটীকে শারীর তপস্যা বলে ॥ ঐ ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিত-জনক বাক্য এবং বেদাধ্যয়ন, এই কএকটীকে বাঙ্ময় তপস্যা বলা যায়॥ ঐ ১৫।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥

মনের স্বচ্ছতা, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাব সংশুদ্ধি, অর্থাৎ ব্যবহার বিষয়ে কপট রাহিত্য, এতৎ সমস্তকে মানসিক তপস্যা কহে ॥ ঐ ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকংপরিচক্ষতে ॥

শ্রদ্ধা সহকারে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা-কেই সাত্ত্বিক তপস্যা বলে ॥ ভ-গী ১৭।১৭।

সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥

স্বকীয় সৎকার, মান ও পূজাদি লাভার্থ ও মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত অনিত্য ও ক্ষণিক ক্রিয়মান পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলা যায় ॥ ঐ ১৮।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং ॥

মূঢ় চেষ্টা ও শারীরিক ক্লেশ দ্বারা কিংবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ যে তপস্যা করা হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে ॥ ঐ ১৯।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতং॥

দান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করতঃ তীর্থাদি দেশে, গ্রহণাদি কালে ও বেদাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাত্র বিবেচনায় প্রত্যুপকার করণে অস-মর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলা যায় ॥ ঐ ২০।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥

প্রত্যুপকার কিম্বা স্বর্গাদি ফল

লাভের উদ্দেশে চিত্তের ক্লেশসহকারে যে দান করা হয়,তাহা রাজস দান বলিয়া কথিত হয়॥

ভ-গী ১৭।২১।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎ কৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥

অদেশে (অশুচি স্থানে), অকালে (অশুদ্ধ কালে) ও অপাত্রে (নর্ত্তকাদিকে) পাদপ্রক্ষালনাদি সৎকার রহিত হইয়া তিরস্কার সহকারে যে দান করা হয়, তাহা তামস দান বলিয়া পরিগণিত হয়॥ ঐ ২২।

অশ্রদ্ধয়া হুতংদত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম, দান ও তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তৎসমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম (অঙ্গহীনতা প্রযুক্ত) পরলোকে ফলদ হয় না এবং (অযশস্কর বিধায়) ইহলোকেও সফল হয় না॥ ঐ ২৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥

(এতদ্ভিন্ন) সাঙ্খ্যশাস্ত্রে সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া থাকে; আমি তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ভ-গী ১৮।১৯।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূত, অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলে অনুগত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে॥ ভ-গী-১৮।২০।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥

যে জ্ঞান দ্বারা দেহী সকলেতে নানাভাব, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্রজ্ঞ সকলকে পৃথক্‌রূপে, অর্থাৎ সুখিত্ব ও দুঃখিত্বাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই রাজসিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে॥ ঐ ২১।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥

একমাত্র কার্য্যে, অর্থাৎ স্থূল শরীরে বা প্রতিমাদিতে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান্ আছেন, অর্থাৎ শরীরই আত্মা ও প্রতিমাই ঈশ্বর ইত্যাদি যুক্তিবিরুদ্ধ অল্প জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে॥ ভ-গী ১৮।২২।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥

আসক্তিশূন্য হইয়া দারাপুত্রা-

দির প্রতি অনুরাগ ও শত্রুর-প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে ॥ ভ-গী ১৮।২৩।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥

কামাভিলাষে অথবা অহঙ্কার সহকারে বহু পরিশ্রম দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, তাহাই রাজসিক কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় ॥ ঐ ২৪।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥

ভাবী দোষাদোষ, বিত্তাদি ক্ষয়, পরহিংসা ও স্বকীয় পৌরুষ অর্থাৎ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহ বশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলা যায় ॥ ঐ ২৫।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধাসিদ্ধ বিষয়ে নির্ব্বিকার (হর্ষবিষাদ রহিত) কর্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ঐ ২৬।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

দারা পুত্ত্রাদিতে অনুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী,লুব্ধ, হিংসাত্মক, অশুচি এবং হর্ষ ও শোকান্বিত কর্ত্তাই রাজস ॥ ভ-গী ১৮।২৭।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

অসাবধান,অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামস ॥ ঐ ২৮।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥

হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদিগুণক্রমে বুদ্ধি ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমি পৃথক্ পৃথক্রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ঐ ২৯।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ভ-গী ১৮।৩০।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য অযথার্থরূপে জানা যায়, তাহাই রাজসী বুদ্ধি ॥ ঐ ৩১।

অধর্ম্মংধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করতঃ সমুদায় বিষয়কে বিপরীত বোধ করে, সেই বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী॥ ভ-গী ১৮।৩২।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু যে ধৃতি বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সকল ধারণ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি॥ ঐ ৩৩।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃসা পার্থ রাজসী॥

হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা চিত্তে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করা হয়, ও তৎপ্রসঙ্গে ঐ ধর্ম্মাদির ফলাকাঙ্ক্ষীও হয়, তাহাকে রাজসী ধৃতি বলা যায়॥ ঐ ৩৪।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥

যে ধৃতি দ্বারা দুর্মেধা (অবিবেচক ব্যক্তি) নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই তামসী ধৃতি বলিয়া খ্যাত হয়॥ ঐ ৩৫।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং॥

হে ভারতর্ষভ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাস বশতঃ যে সুখে আসক্ত হইতে হয়, যাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, যাহা অগ্রে বিষবৎ ও পরিণামে অমৃত তুল্য বোধ হয় এবং যাহা আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ, অর্থাৎ আত্ম-বিষয়িনী বুদ্ধির রজস্তমো রূপ মল পরিত্যাগানন্তর স্বচ্ছতা হইতে উদ্ভব হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া উক্ত হয়॥ ভ-গী ১৮।৩৬-৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ জন্য যে সুখ প্রথমে অমৃত তুল্য কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহাই রাজসিক সুখ বলিয়া বিখ্যাত॥ ঐ ৩৮।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং॥

যে সুখ অগ্রে ও পশ্চাতে আত্মার মোহজনক হয় এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহাই তামসিক সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ঐ ৩৯।

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসং।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং॥

আত্মা হইতে উত্থিত সুখ, সাত্ত্বিক; বিষয় হইতে উত্থিত সুখ, রাজস; মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত সুখ, তামস; এবং আমাকে আশ্রয়ী সুখ, নির্গুণ॥ ভা-পু ১১।২৫।২৮।

দ্রব্যং দেশঃফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতি নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি॥

দ্রব্য (১), দেশ (২), ফল (৩), কাল (৪), জ্ঞান (৫), কর্ম্ম (৬), কর্ত্তা (৭), শ্রদ্ধা (৮), অবস্থা (৯), আকৃতি (১০), ও নিষ্ঠা (১১), সকলই ত্রিগুণাত্মক॥ ভা-পু ১১।২৫।২৯।

সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্ত্যধিষ্ঠিতা।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥

পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত, অথবা দৃষ্ট, শ্রুত, কিম্বা বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত, সমুদায় পদার্থই গুণময় বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৩০।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বংপ্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥

পৃথিবীস্থ মনুষ্যাদি মধ্যে, অথবা

---

(১) "দ্রব্য,"—হিতজনক, শুদ্ধ ও অনায়াসে প্রাপ্ত ভক্ষ্য দ্রব্যচয় সাত্ত্বিক; ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম, অর্থাৎ ভোগকালে সুখকর দ্রব্যসমূহ রাজস এবং দুঃখ-দায়ক ও অশুচি দ্রব্য সকল তামস।

(২) "দেশ,"—বনবাস, সাত্ত্বিক; গ্রাম্যবাস, রাজস; এবং দ্যূতাদি স্থলে বাস, তামস। অর্থাৎ যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহারা বনে (নির্জ্জনে) বাস করেন; যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা গ্রামে (লোকালয়ে) বাস করেন এবং যাঁহারা তমোগুণাবলম্বী, তাঁহারা দ্যূতালয়ে বা সুরালয়ে বাস করেন। যথা—"সাত্ত্বিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসস্তু রাজসঃ। তামসং দ্যূতমদ্যাদিসদনং পরিকীর্ত্তিতম্"॥ (ক—পু ৩।১১।৫০)

(৩) "ফল",—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত "আত্মা হইতে উত্থিত সুখ, সাত্ত্বিক" ইত্যাদি।

(৪) "কাল",—যখন সাধক নিরপেক্ষ হইয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে (শ্রীহরিকে) ভজনা করিবেন, তখন তাঁহাকে সত্ত্ব-স্বভাব; যখন তিনি নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমাকে ভজনা করিবেন, তখন তাঁহাকে রজঃ প্রকৃতি; আর, যখন তিনি হিংসা, অর্থাৎ শত্রুর বিনাশাদি কামনা করিয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেন, তখন তাঁহাকে তামস স্বভাব বলিয়া জানিবে॥

(৫) "জ্ঞান",—দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান সাত্ত্বিক; যাহা দেহাদি-বিষয়ক, তাহা রাজস, এবং প্রাকৃত জ্ঞান, অর্থাৎ বালক ও মূকাদির জ্ঞান, তামস॥

(৬) "কর্ম্ম",—আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত, বা কেবল দাসভাবে কৃত যে নিজ কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক; ফল-কামনায় কৃত কর্ম্ম, রাজস; এবং হিংসা ও মাৎসর্য্যাদির উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম, তামস॥

(৭) "কর্ত্তা",—সঙ্গহীন কর্ত্তা, সাত্ত্বিক; রাগান্ধ-কর্ত্তা, রাজস এবং অনুসন্ধানশূন্য কর্ত্তা, তামস॥

(৮) "শ্রদ্ধা",—আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী; কর্ম্মে শ্রদ্ধা, রাজসী এবং অধর্ম্মে শ্রদ্ধা, তামসী॥

(৯) "অবস্থা",—সত্ত্ব হইতে জীবের জাগরণ; রজঃ হইতে স্বপ্ন এবং তমো হইতে সুষুপ্তি অবস্থা।

(১০) "আকৃতি",—সত্ত্ব দ্বারা জীবগণ ক্রমশঃ উর্দ্ধগতিতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং তমোদ্বারা ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত গমন করেন; এবং রজোদ্বারা মধ্যচারী অর্থাৎ মনুষ্য হন॥

(১১) "নিষ্ঠা",—যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন, তাঁহারা স্বর্গে; যাঁহাদিগের রজোতে লয় হয়, তাঁহারা নরলোকে; এবং যাঁহাদিগের তমোতে লয় হয়, তাঁহারা নরকে গমন করেন॥

স্বর্গস্থ দেবগণ মধ্যে এমন কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে মুক্ত ॥

ভ-গী ১৮।৪০ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সকল এই স্বভাবপ্রভব ত্রিবিধ গুণদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে ॥ ঐ ৪১ ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানংবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম), তপঃ (শরীর-সম্পাদিত তপস্যা), শৌচ (বাহ্যা-ন্তরশুদ্ধি), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (অবক্রতা), জ্ঞান (শাস্ত্রার্থবোধ), বিজ্ঞান (অনুভব) এবং আস্তিক্য (পরলোকের অস্তিত্ব নিশ্চয়), এই কএকটী ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ঐ ৪২ ।

শৌর্য্যংতেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং ॥

শৌর্য্য (পরাক্রম), তেজ (প্রাগল্‌ভ্য), ধৃতি (ধৈর্য্য), দাক্ষ্য (কৌশল), যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান (উদারতা) এবং ঈশ্বরভাব (বৈষয়িক নিয়মাদি করণ সামর্থ্য), এই কএকটী ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবোদ্ভব কর্ম্ম ॥ ভ-গী ১৮।৪৩ ।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং ॥

কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য, এই কএকটী বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রদিগের একমাত্র স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ঐ ৪৪ ।

যতঃপ্রবৃত্তিভূ্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিংবিন্দতি মানবঃ ॥

অন্তর্যামী স্বরূপ যে পরমেশ্বর হইতে প্রাণী সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং যিনি এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে ॥ ঐ ৪৬ ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥

সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত পরধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই প্রশস্ত; কারণ, স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যকে পাপ ভোগ করিতে হয় না ॥ ঐ ৪৭ ।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাববিহিত কর্ম্ম সকল দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না; কারণ,যাদৃশ স্বাভাবিক ধূম দ্বারা অগ্নি সমাচ্ছন্ন থাকে, তাদৃশ সমুদায় কর্ম্মই দোষ-দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ যেমন তম ও শীতাদি নিবৃত্ত্যর্থ অগ্নির ধূম স্বরূপ দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আলোক ও তাপরূপ গুণাংশমাত্র গ্রহণীয় হয়, সেইরূপ সত্ত্বশুদ্ধার্থ স্বভাববিহিত কর্ম্ম সকলের দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণাংশ মাত্রই সেবনীয় হয়॥ ভ-গী ১৮।৪৮।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥

আসক্তিশূন্য, জিতাত্মা (অহঙ্কার-বর্জ্জিত) ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তি-গণ ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি,অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তি-রূপ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করেন॥ ঐ ৪৯।

(নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সত্ত্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করণের ফল কথন)

তমঃ সত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ।
তমোরূপান্তি শঙ্কর্ষান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া।
অত্যন্তং তামসো ভূত্বা ক্রিমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ॥

তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ এই তিনটী অখিল জগতের স্থিতির কারণ জানিবে এবং তমোগুণ দ্বারাই যাব-তীয় বিষয় সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে। লোক সকল অত্যন্ত তমোগুণবিশিষ্ট হইলে ক্রিমি কীটত্ব পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ অ-রা ৭।৬।৪৬।

সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
অদূরমোক্ষসাম্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি॥

যাঁহারা সত্ত্বগুণালঙ্কৃত, তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণ হইয়া সর্ব্বসুখদায়ক মোক্ষ সাম্রাজ্যের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৪৭।

রজোরূপো হি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ॥

যিনি রজোগুণাবলম্বী হয়েন, তিনি ইহলোকে ব্যবহার যোগ্য হইয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির উপর প্রীতি সম্পাদন করতঃ সংসারে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ৪৮।

ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে।
সংকল্পঃ পরমাপ্নোতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে॥

হে মহামতে! পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণই পরিহার্য্য বলিয়া যিনি পরি-ত্যাগ করেন, তিনিই সাম্যতা প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনিই পরম পদ লাভ করেন॥ ঐ ৪৯।

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসোগুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥

দেখ, পুরুষের এই সকল সংসার

গুণ ও কর্ম্মজন্য ; হে সৌম্য ! যে ব্যক্তি চিত্তজন্য এই সকল গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি (পশ্চাৎ) ভক্তি-যোগ দ্বারা আমাতে অর্থাৎ ভগবানেতে একনিষ্ঠ হইয়া মোক্ষের যোগ্য হন ॥ ভা-পু ১১।২৫।৩১ ।

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাংভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥

অতএব, যাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই এই মানব দেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করুন্ ॥ ঐ ৩২ ।

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥

বিদ্বান্ মুনি সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অপ্রমত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে ভজনা করিবেন ; এবং সত্ত্বগুণ ভজনা করিয়া রজস্তম জয় করিবেন ॥ ঐ ৩৩ ।

সত্ত্বঞ্চাভি জয়েদ্‌যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ ।
সংপদ্যতে গুণৈর্যুক্তো জীবো জীবংবিহায় মাং ॥

শান্তবুদ্ধি (বিদ্বান্) উপশমাত্মক সত্ত্বগুণদ্বারাই আবার সত্ত্বগুণকে জয় করিবেন। জীব, গুণগণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া লিঙ্গ শরীর পরিত্যাগ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ঐ৩৪ ।

জীবো জীবেন নির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয় সংভবৈঃ ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥

লিঙ্গ শরীর ও অন্তঃকরণ-সম্ভূত গুণগণ হইতে মুক্ত হইয়া, আমি যে ব্রহ্ম আমা কর্ত্তৃকই সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়া,অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া জীবকে বাহিরে বা অভ্যন্তরে (১) বিচরণ করিতে হইবে না ॥ ভা-পু ১১।২৫।৩৫ ।

সত্ত্বংরজস্তমইতি গুণাবুদ্ধের্নচাত্মনঃ ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বংসত্ত্বেন চৈব হি ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে (১) । অতএব, সত্ত্ব দ্বারা অন্যতম দুইটীকে, আর সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকেই নাশ করিবেন ॥
ভা-পু ১১।১৩।১ ।

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্‌বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততোধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥

পরিবর্দ্ধিত সত্ত্বগুণ হইতে পুরুষের মদীয় ভক্তিরূপ ধর্ম্ম লাভ হইবে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক পদার্থ সকলের উপাসনা দ্বারা সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং তাহা হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে ॥ ঐ ২ ।

---

(১) "বাহিরে" অর্থাৎ বিষয়-ভোগে ; "অভ্যন্তরে" অর্থাৎ বিষয়- স্মরণ দ্বারা মনোমধ্যে বিষয় ভোগে ॥

(১) যেমন আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর গুণগণের সহিত, কিম্বা আগত ও বিগত ঋতু-গুণ-সমূহের সহিত আসক্ত হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারের পরবর্ত্তী অক্ষর আত্মা সংসারের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সহিত যুক্ত হন না।

ধর্ম্মো রজস্তমোহন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ ।
আশুনশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়েহতে ॥

সত্ত্বের বৃদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম রজস্তমকে নাশ করিবে; এইরূপে উভয় নিহত হইলে তন্মূলক অধর্ম্মও আশু বিনষ্ট হইবে ॥ ভা-পু ১১।১৩।৩।

আগমোপঃপ্রজাদেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ ।
ধ্যানংমন্ত্রোথসংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥
তত্তৎসাত্বিকমেবৈষাং যদ্যদ্বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে ।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতং ॥

শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার, এই দশটী গুণ জন্য। তন্মধ্যে বৃদ্ধগণ যাহার যাহার প্রশংসা করেন, তাহা তাহা সাত্ত্বিক; যাহার যাহার নিন্দা করেন, তাহা তাহা তামস, এবং যাহার উপেক্ষা করেন, অর্থাৎ যাহার নিন্দাও করেন না, প্রশংসাও করেন না, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে (১) ॥ ঐ ৪-৫ ।

সাত্বিকোন্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ।
ততো ধর্ম্মস্ততোজ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনং ॥

সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ উক্ত সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিরই সেবন করিবেন; তাহা হইতে ধর্ম্ম এবং তাহা হইতে স্মৃতি (১) ও নাশ পর্য্যন্ত জ্ঞান (২) উৎপন্ন হইবে ॥ ভা-পু ১১।১৩।৬ ।

বেণুসংঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনং ।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃশাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥

যেমন বেণু ঘর্ষণ জাত অগ্নি সেই বন দগ্ধ করিয়া স্বয়ং শমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুণগণের মেলনজন্য দেহও গুণানুরূপ কার্য্য করিয়া পরিশেষে স্বয়ং শান্তি, অর্থাৎ নিবৃত্তি লাভ করে ॥ ঐ ৭ ।

নান্যংগুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥

যৎকালে দ্রষ্টা (জীব) বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদি রূপে পরিণত সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করে ও সত্ত্বাদি গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত

(১) সাত্বিক পদার্থ সকলের উপাসনা দ্বারা সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়; সাত্বিক পদার্থ, যথা—শাস্ত্রের মধ্যে প্রবৃত্তি শাস্ত্র নহে, নিবৃত্তি শাস্ত্র; জলের মধ্যে গন্ধ জলাদি নহে তীর্থ জল; জনের মধ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত দুরাচারী জন নহে, নিবৃত্ত জন; দেশের মধ্যে পথাদি নহে, নির্জ্জন দেশ; কালের মধ্যে প্রদোষ নিশীথাদি কাল নহে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত; কর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচারাদি কাম্য কর্ম্ম নহে, নিত্যকর্ম্ম; জন্মের মধ্যে শক্তিদীক্ষারূপ জন্ম নহে, বৈষ্ণব ও শৈব-দীক্ষারূপ জন্ম; ধ্যানের মধ্যে কামিনী ও শত্রুদিগের ধ্যান নহে, বিষ্ণুর ধ্যান; মন্ত্রের মধ্যে কাম্যমন্ত্র সকল নহে, প্রণবাদি মন্ত্র এবং সংস্কারের মধ্যে কেবল গৃহাদির সংস্কার নহে, আত্মার সংস্কার সাত্বিক বলিয়া পরিগণিত হয় ॥

(১) আত্মা অপরোক্ষ, এবম্বিধ স্মৃতি ।

(২) স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এবং ঐ দেহদ্বয়ের কারণীভূত গুণগণের নাশ। জ্ঞান দ্বারা এতদুভয়ই সিদ্ধ হয়। এইরূপ জ্ঞান যে কেবল বাক্য শ্রবণ করিলেই হয়, এমন নহে, কিন্তু সাত্বিক শাস্ত্রাদির সেবন করিতে হইবে ॥

হয়,তৎকালে সেই জীব মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ভ-গী ১৪।১৯।

গুণানেতানতীত্যত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

জীব সকল দেহসম্ভূত উক্ত গুণ-ত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে, অমৃত পদবাচ্য পরমানন্দ লাভ করে॥ ঐ ২০।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ॥
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

হে পাণ্ডব! যিনি উক্ত সত্ত্ব গুণের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইলে দুঃখ বিবেচনায় দ্বেষ এবং নিবৃত্ত হইলে সুখ বিবেচনায় আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সুখ দুঃখাদিরূপ কার্য্যদ্বারা বিচলিত হন না, প্রত্যুত "ঐ গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যেই ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই", এইরূপ বিবেক জ্ঞান-দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বন করেন; যিনি সুখদুঃখে সমদর্শী, স্বকীয় দ্রষ্টাস্ব-রূপে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান; যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান; যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় এবং স্তুতি ও নিন্দায় তুল্যবুদ্ধি; যাঁহার মানাপমান এবং শত্রুপক্ষে ও মিত্রপক্ষে সমান বুদ্ধি এবং যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী, তিনিই ত্রিগুণাতীত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন॥ ভ-গী ১৪।২২-২৫।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

বস্তুতঃ যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনিই এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন॥ ঐ ২৬।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

কারণ, আমি (ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা পদবাচ্য ঘনীভূত) ব্রহ্ম, আমি (নিত্যমুক্ত হেতু) মুক্তির প্রতিমা, আমি (শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক নিবন্ধন) সনাতন ধর্ম্মেরও প্রতিমা এবং আমি

(পরমানন্দস্বরূপ) হেতু অখণ্ড সুখের আস্পদ॥ ভ-গী ১৪।২৭।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥

হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি-প্রাপ্ত, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অধুনা তুমি সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে পরিজ্ঞাত হও॥ ভ-গী ১৮।৫০।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলংদর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ধৈর্য্য সহকারে বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া শব্দাদি বিষয় ও রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগানন্তর পবিত্র স্থানবাসী ও পরিমিতাহারী হইয়া কায়, বাক্য ও মনকে সংযত করতঃ বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ ও যোগযুক্ত হইবেন; তদনন্তর তিনি অহঙ্কার (আমি বৈরাগ্যযুক্ত এবম্বিধ অহঙ্কার), বল (ঘৃণিতবিষয়ে স্পৃহা), দর্প) যোগবলে উন্মার্গে প্রবৃত্তি), কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও সর্ব্ব বিষয়ে মমতা-শূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলে ব্রহ্মে অবস্থান, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এবম্ভূত নিশ্চলরূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবেন॥

ভ-গী ১৮।৫১-৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

নিশ্চলরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি দেহাদিতে অভিমানাভাব প্রযুক্ত নষ্ট বিষয়ের শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না; তখন তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং আমার প্রতিও অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ হয়েন॥ ঐ ৫৪।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥

তদনন্তর তিনি সেই ভক্তি প্রভাবে আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও আমার ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হয়েন॥

ঐ ৫৫।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং॥

যে ব্যক্তি কেবল আমাকেই আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল সতত

অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমারই অনুগ্রহে নিত্য অনাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ লাভ করেন॥

ভ-গী ১৮।৫৬।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

অতএব, তুমি বুদ্ধিদ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করতঃ সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও, অর্থাৎ আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর॥ঐ ৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

এইরূপে যদি তুমি মদ্গতচিত্ত হও,তাহা হইলে তুমি আমার কৃপায় দুস্তরণীয় সাংসারিক দুঃখসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে; কিন্তু যদি তুমি স্বীয় অহঙ্কার বশতঃ আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে॥ ঐ ৫৮।

(গুণানুরূপ কর্ম্মফলে জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন গতি কথন)

যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ॥
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
স্বধর্ম্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা॥
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্॥

যে ধীর পুরুষেরা কাম ও অর্থের নিমিত্ত স্বকীয় ধর্ম্মকে দোহন না করেন, ভগবানে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করেন, যাঁহারা সঙ্গত্যাগী, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত,নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার হইয়া অবস্থিতি করেন এবং স্বধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্ব ও পরিশুদ্ধ চিত্ত উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মিরূপ দ্বারযোগে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পুরুষকে প্রাপ্ত হন॥ ভা-পু ৩।৩২।৫-৭।

দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ॥

তদনন্তর যখন তিনি হিরণ্য-গর্ভ ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হন, তখন যাবৎ দ্বিপরার্দ্ধ নামক কালের অবসানে ব্রহ্মার প্রলয় না হয়,তাবৎ তিনি সেই ব্রহ্মলোকেই বাস করেন॥ ঐ ৮।

ক্ষ্মাম্ভোঽনলানিলবিয়ন্ মন ইন্দ্রিয়ার্থ
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসংজিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ॥

পরম পুরুষ ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধ কাল ভোগ করিয়া পরি-শেষে যখন পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি দ্বারা পরিবৃত বিশ্বকে

সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ঈশ্বরে বিলীন হন ॥

ভা-পু ৩।৩২।৯।

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তে নৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥

যে সকল জিতপ্রাণ, জিতচিত্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত যোগী এই প্রকারে দূরে গমন করত হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরে প্রবেশকরেন, তাঁহারা তাঁহার সহিতই পরমানন্দস্বরূপ পুরাণপুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; (কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইতে পারেন না।) কারণ, তখনও তাঁহাদিগের অভিমান অর্থাৎ অহংজ্ঞান নিঃশেষে ক্ষয় হয় নাই॥ ঐ ১০।

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ॥
রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ ॥
ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ॥
নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥
দক্ষিণেন পথার্য্যম্ণঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে।
প্রজামনুপ্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়া কৃতঃ ॥

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কার্য্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহলোকেই মনকে বদ্ধ করতঃ সর্ব্বতোভাবে কাম্য ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা রজোগুণদ্বারা কুণ্ঠিতমনা, কামাত্মা, অজিতেন্দ্রিয় এবং গৃহকার্য্যে অভিরত হইয়া পিতৃদিগকে অর্চ্চনা করেন; যে মধুরিপুর মহৎবিক্রম কথন ও শ্রবণযোগ্য এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে সংসার নিবৃত্ত হয়, তাঁহার কথায় বিমুখ হইয়া যাঁহারা কেবল ত্রিবর্গসাধনেই ব্যস্ত থাকেন এবং দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূকর যেরূপ বিষ্ঠায় স্পৃহা করে, সেইরূপ অসৎকথায় অভিরুচি প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ ধূমমার্গ দিয়া পিতৃলোকে গমন করেন, তদনন্তর তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করতঃ পুনরায় গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ॥ ভা-পু ৩।৩২।১৬-২০।

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃপুনর্লোকমিমং প্রতি।
পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥

পিতৃলোকে গমন করিয়া দৈববশে পুণ্যক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত যখন তাঁহাদিগের ভোগ নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখনই তাঁহারা বিবশ হইয়াপূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুনর্ব্বার এই(মর্ত্ত্য)লোকেই পতিত হন ॥ ঐ ২১।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

(ভগবদ্ভক্তির আবশ্যকতা কথন)

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোহনুদিবসং জরা॥

জীব প্রথমতঃ জন্ম পরিগ্রহ করে, তদনন্তর ক্রমশঃ বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যৌবনাবস্থার পর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হয়। ইহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না॥ বি-পু ১।১৭।৫৬।

ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদ্ অস্মাকং ভবতাংতথা॥

বার্দ্ধক্যাবস্থার অবসানে জীবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ দশাবিপর্য্যয় তোমাদের ও আমাদের সকলেরই ঘটিতেছে এবং তোমরা ও আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ ঐ ৫৭।

মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোহয়ং তথা তত্র নোপাদানংবিনোদ্ভবঃ॥

যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহার পুনর্ব্বার জন্ম অবশ্যই হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কখনই হয় না। শাস্ত্রে ইহারভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু পুণ্য ও পাপরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম ব্যতিরেকেও জন্ম হয় না (১)॥ বি-পু ১।১৭।৫৮।

গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎদুঃখমেবাবগম্যতাম্॥

গর্ভবাস হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্ত জীবের যে সকল অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায়ই দুঃখময় বলিয়া বিবেচনা করিবে (২)॥ ঐ ৫৯।

জন্মন্যত্র মহদ্দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ॥

এই জগন্মণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিলে জীবকে নিরন্তর কেবল মহাদুঃখই ভোগ করিতে হয় (৩)। আবার মৃত্যুর পর যে যম-যাতনা, তাহাও সামান্য দুঃখদায়ক নহে।

---

(১) শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, জীবগণ স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে কখন দেবতা, কখন মনুষ্য, কখন পশু, কখন পক্ষী এবং কখন বৃক্ষাদিরূপে উৎপন্ন হয়। আর যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে; যাহার মৃত্যু হয়, তাহার জন্মও অব্যাহত। এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥

(২) এতদ্বিষয়ে ১৬-২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥

(৩) এতদ্বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥

গর্ব্বসংক্রমণকালেও সাতিশয় দুঃখ-ভোগ করিতে হয় ॥

বি-পু ১।১৭।৬৮।

গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥

তোমরা অনুমান করিয়া দেখ, যতকাল গর্ভমধ্যে বাস করিতে হয়, ততকাল কি কিছুমাত্র সুখ ভোগ করিতে পারা যায়? যদি তৎকালে সুখের লেশমাত্রও অনুমিত হয়, বল। (যাহা হউক) এই জগৎ যে অশেষ দুঃখের আগারস্বরূপ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ঐ ৬৯।

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবৈ ভূতাত্ম সম্ভবৈঃ।
ক্লিশ্যমানঃ শতংবর্ষং দেহে দেহী তমোবৃতঃ ॥
প্রাণেন্দ্রিয় মনোধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্ত নির্গুণে।
শেতে কাম লবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমতি কর্ম্মকৃৎ ॥

দেহী অর্থাৎ জীব এইরূপে বহুবিধ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ (১) দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া শত বৎসর দেহে বাস করে (২)। তাহার আত্মা নির্গুণ বটে, কিন্তু সে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উহাতে (ক্ষুধা পিপাসাদি)

(১) তৃতীয় অধ্যায়ের ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥

(২) মনুষ্যদিগের পরমায়ু শত বৎসর বটে, কিন্তু অজিতাত্মা দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের কেবল তদর্দ্ধমাত্র; যেহেতু তাহারা নিশাভাগে ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিরর্থক শয়ন করিয়া কালাতিপাত করে। অর্দ্ধমাত্র পরমায়ুর মধ্যেও আবার বাল্য ও কৈশোরে মুগ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার বিংশতি বৎসর এবং বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণদেহ হইলে অশক্ততানিবন্ধন অপর বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করে। অবশিষ্ট যে দশ বৎসর মাত্র রহিল, তাহাও আবার দুঃখপরিপূর্ণ কাম ও বলবান্ মোহের বশীভূত হইয়া মত্ততা ও বিষয়-বাসনায় বিনাশ করে। দেখ, মনুষ্য একবার বিষয়াভিসক্ত হইলে আর তাহার ভদ্রতা নাই। কারণ, কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ গৃহাভিসক্ত এবং স্নেহময় রজ্জুদ্বারা দৃঢ়তর নিবদ্ধ আত্মাকে উন্মোচন করিতে উৎসাহী হইয়াথাকে? কোন্ পুরুষই বা অর্থতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে? বিষয়ীগণ অর্থকে প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জ্ঞান করে। তস্কর, সেবক ও বণিক্ ইহারা প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অপর, যাহারা অনুকম্পিত প্রণয়িনীর সহিত মধুরালাপে একবার নিমগ্ন হইয়াছে, তাহারা কোন ক্রমেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না; যাহারা একবার সুহৃজ্জনের স্নেহে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য; যাহারা বালকদিগের (অস্ফুটাক্ষর) মধুরালাপ একবার কর্ণগোচর করিয়াছে, তাহারা কোন রূপেই উহা বিস্মরণ করিতে পারে না। অপিচ, তনয়, শ্বশুরালয়স্থ সুন্দরী, তনয়া, ভ্রাতা, স্বসা, তথা দরিদ্র পিতা ও মাতা এবং মনোজ্ঞ পরিচ্ছদযুক্তগৃহ, কুলপরম্পরাগত বৃত্তি, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ এবং ভৃত্যবর্গ এ সকলকে স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে? যে প্রকার কোশকার কীট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে অবশেষে আপনার নির্গমনের পথও রাখে না, সেই প্রকার তাহারা অপিতৃপ্তকাম হইয়া লোভবশতঃ এই দগ্ধ সংসারে নিরন্তর কর্ম্মই করিতে থাকে; তাহারা যে কখন বিরক্ত হইবে, সে দিকে কটাক্ষপাতও করে না। কারণ, উপস্থ ও রসনার সুখই তাহারা উত্তম করিয়া মানে, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে মোহ অতিশয় ভয়ানক, কিরূপে তাহাপরিহার করিবে। এইরূপে বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও কুটুম্বগণের প্রতি স্নেহবান্ হইলে মূঢ়ের ন্যায় তমোঽভিনিবেশই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; যেহেতু "ইহা আমার, ইহা পরের" এতদ্রূপ অমূলক বিভিন্ন ভাবনায় তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সমাচ্ছন্ন। ফলতঃ বিষয়া-

প্রাণধর্ম্ম,(অন্ধত্ব বধিরত্বাদি) ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম এবং (কামক্রোধাদি) মনোধর্ম্ম আরোপ করতঃ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়-সুখ চিন্তা করিয়া নিরন্তর "আমি" ও "আমার" বোধে সংসারে কার্য্য করে (১)॥ ভা-পু ৪।২৯।২২।

সক্ত লোকেরা এরূপ প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, তাহারা আত্মীয়বর্গকে নিরন্তর পোষণ করিতে করিতে আপনার পরমায়ু যে বৃথা ক্ষয় হইতেছে এবং পুরুষার্থ যে নিহত হইতেছে তাহাও জানিতে পারে না। অতএব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াও তাহারা দুঃখ বোধ করে না, কেবল আত্মীয়গণের পোষণেই সর্ব্বদা নিরত থাকে এবং দুর্নিবার ও দুর্জ্জয় মৃত্যু যে আসন্নবর্ত্তী একথা একবার ভ্রমেও তাহাদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না। ফলতঃ অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নিজ মঙ্গল চিন্তা করণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট শত বৎসর পরমায়ুর মধ্যে ক্ষণার্দ্ধ কালও অবশিষ্ট থাকে না॥

(১) এই সচরাচর সমুদায় জগৎকে ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বর এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ভগবান্ বিষ্ণু তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি ঐ সমুদায় তত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। যেমন ঋতুসমুদায় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফলপুষ্পাদিদ্বারা অনুমিত হয় এবং যেমন প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহদাদিগুণদ্বারা অনুমানগোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নিরাকার পুরুষের কোন চিহ্ন না থাকিলেও কেবল দেহের চৈতন্যদ্বারা তাঁহার সত্ত্বা স্বীকার করা যায়। ঐ মহাত্মা নির্গুণ ও নির্ব্বিকার হইয়াও যখন স্বীয় শক্তিস্বরূপা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি জীবোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুং।
পুরুষস্তু বিসজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃস্বদৃক্॥
গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতে বশঃ।
শুক্লংকৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্ম্মাভিজায়তে॥

জীব স্বভাবতঃ স্বপ্রকাশস্বরূপ বটে; কিন্তু সে যখন পরমগুরু ভগবানুকে আত্মস্বরূপ না জানিয়া প্রকৃতির গুণে আসক্ত হয়, তখন তাহাতেই অভিমানী ও তাহারই বশীভূত হইয়া সাত্ত্বিক, তামসিক ও

শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্ত্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। প্রকৃতির সহিত একীভাব নিবন্ধনই ঐ মহাপুরুষের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। তিনি বস্তুতঃ বুদ্ধির কার্য্যের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্রই বটেন, কিন্তু বুদ্ধির গুণে আসক্ত হেতু নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বুদ্ধি যে রূপে বিকৃত হয় এবং যেরূপে বিকার পাওয়ায়, তিনি তাহারই অনুকরণ করেন। সেই বুদ্ধি হইতেই "আমি" ও "আমার" এইরূপ অভিমানের উৎপত্তি হয়। পুরুষ দেহমধ্যে ঐ বুদ্ধিকেই সমাশ্রয় করিয়া আপনাতে ক্ষুধা পিপাসাদি প্রাণধর্ম্ম, অন্ধত্ব বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম এবং কাম ক্রোধাদি মনোধর্ম্ম আরোপ করতঃ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ চিন্তা করিয়া "আমি" ও "আমার" বোধে অহংকর্ত্তা, অহংভোক্তা, অহংসুখী, অহংদুঃখী ইত্যাদিরূপ অভিমানের পরতন্ত্র হন। এইরূপে জীবাত্মা প্রকৃতিসঙ্গবশতঃ মুগ্ধ ও অজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। সুতরাং তখন তিনি স্বয়ং ছিদ্রবিহীন হইয়াও আপনাকে ছিদ্রবান্, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, কালের বশীভূত না হইয়াও কালের বশীভূত, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞ, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মযুক্ত, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, নির্ভীক হইয়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া বোধ করতঃ সংসারে বিচরণ করেন॥

রাজসিক কার্য্য করে এবং সেই সকল কর্ম্মানুসারেই জন্ম গ্রহণ করে (১)॥ ভা-পু ৪।২৯।২৩-২৪।

শুক্লাৎ প্রকাশ ভূয়িষ্ঠাল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃ শোকোৎকটান্ ক্বচিৎ॥

যে সকল লোকে জ্যোতিই অধিক, জীব সাত্ত্বিক কার্য্য করিয়া সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং যে লোকে কার্য্য করিতে হইলে অনেক আয়াস করিতে হয়, সুতরাং যেখানে দুঃখই চরম ফল, রাজসিক কার্য্য করিয়া সেই সকল লোক লাভ করে। আর, তামসিক কার্য্য করিয়া যে সকল লোক উপার্জ্জন করে, তাহাতে অজ্ঞান ও শোকের ভাগই অধিক॥

ভা-পু ৪।২৯।২৫।

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চস্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবোমনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ॥

মন্দবুদ্ধি জীব কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন ক্লীব, কখন দেবতা, কখন বা মনুষ্য, পশু ও পক্ষী হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহার কর্ম্মের যাদৃশ গুণ, তাহার জন্মও তাদৃশ হইয়া থাকে॥

ঐ ২৬।

ক্ষুৎপরীতো যথাদীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহং।
চরন্‌বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদন মেববা॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচ পথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধোবা মধ্যেবা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ং॥

যদ্রূপ দীন কুক্কুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করতঃ অদৃষ্টক্রমে কোথাও দণ্ডাঘাত, কোথাও বা অন্নমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব চিত্তকে কামে নিমগ্ন করিয়া উচ্চ ও নীচ পথে ভ্রমণ করতঃ ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যগামী হইয়া অদৃষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল অনুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে॥ ঐ ২৭-২৮।

দুঃখেষেকতরেণাপি দৈব ভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎপ্রতিক্রিয়া॥

(১) জীবাত্মা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত নির্ম্মল পরমাত্মার অপরিজ্ঞানবশতঃ স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গ নিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গ নিবন্ধন জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গ নিবন্ধন ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া সাত্ত্বিকাদি গুণের অনুরূপ কার্য্য করেন। সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিক, রজোগুণদ্বারা রাজস এবং তমোগুণদ্বারা তামসিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতি-সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুখময় দেবলোকে, রজোগুণালম্বীরা সুখ দুঃখময় মনুষ্যলোকে এবং তমোগুণালম্বীরা দুঃখময় নরকে অবস্থান করে। যাহারা নিরন্তর পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোকে দেবতারূপে, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোকে মানব রূপে এবং যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা পশু, পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্‌রূপে জন্মগ্রহণ করে।

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখেরই কোন প্রতীকার নাই; যদিও থাকে, তথাপি ঐ তিনের মধ্যে একটী না একটী অবশ্যই জীবের সহচর (অনু-গামী) হইয়া থাকিবে (১)॥

ভা-পু ৪।২৯।২৯।

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তংস্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বা প্রতিক্রিয়াঃ॥

যেরূপ ভারবাহক গুরুভার মস্তকে করিয়া বহন করিতে করিতে শ্রান্তিবোধ করতঃ ঐ ভার নিজ স্কন্ধে রাখিয়াই শ্রান্তি দূর করে, দুঃখের প্রতীকার মাত্রকেই সেই-রূপ জানিবে (২)॥ ঐ ৩০।

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্মকেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ॥

দুঃখ পরিহারার্থ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের একেবারে প্রতীকার হয় না; কারণ, বাসনাসংবলিত ও জ্ঞান-রহিত, এতদুভয়বিধ কর্ম্মই অবিদ্যা-জনিত (১)। হে অনঘ! স্বপ্নাবস্থায় কখন স্বপ্নের প্রতীকার হয় না, অর্থাৎ জাগরণ না হইলে স্বপ্নাবস্থা দূর হয় না॥ ভা-পু ৪।২৯।৩১।

(১) জীব এই জগতের যে কোন স্থানেই জন্ম গ্রহণ করুক, ঐ ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে একটী বা দুইটী অথবা তিনটীই তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহা হইলেও সেই দেবলোকে কামক্রোধাদিরূপ আধ্যাত্মিক দুঃখ তাহার সহচর হইয়া থাকে।

(২) জীব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল-সম্ভার বহন করতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবদ্দশায় সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে যে সকল নূতন কর্ম্মফল সঞ্চয় করে, তাহাকেও আবার স্কন্ধে লইয়া এই সংসারে পুনরাগমন করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিতে থাকে। অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মোপার্জ্জিত দুঃখের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

(১) সাংসারিক সুখজনক নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের যে ইচ্ছা, তাহাকে বাসনা কহে। এই বাসনা অনাদি, তাহার আদি নাই, যে হেতু মানবের মহামোহ নিত্যই আছে। "আমার সুখসাধন বর্দ্ধিত হউক, কদাচ যেন আমার সুখসাধন সামগ্রীর অভাব হয় না", এই প্রকার সঙ্কল্প মনুষ্যের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই বিদ্যমান্ থাকে; এই সঙ্কল্পই বাসনার কারণ, অতএব তাহার নিত্যত্বপ্রযুক্ত তাহাকে অনাদি বলা যায়। এই সংসারে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া সংসারিদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের বাসনা সকল পর পর জন্মে জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধানে, অর্থাৎ সহস্র সহস্র জন্ম ব্যবধান থাকিলেও আনন্তর্য্য অর্থাৎ নিরন্তর ভাবে প্রকাশ হয়। দেখ, জীব একবার মনুষ্য জন্মে মনের বাসনা দ্বারা যে কর্ম্ম করে,পর পরজন্মে সেই জীব যাবৎ পুনরায় মনুষ্য না হয়, তাবৎ ঐ কর্ম্মের ফলপ্রকা-শিকা বাসনা উদিতা হয় না। কিন্তু পরে সেই জীব বহু কালান্তরে মনুষ্য রূপে পুনরুদিত হইলে ঐ সকল কর্ম্মের বাসনা স্মৃতি সংস্কার দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার চিত্তক্ষেত্রে উদিতা হইয়া তাহাকে উত্তমাধম কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। চিত্তের স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ হওয়া হেতুই ঐ প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিণামে চিত্তের বাসনারূপ সংস্কার জন্মে। ঐ সংস্কার স্বর্গ ও নরকাদি ভোগরূপ ফলের অঙ্কুরস্বরূপ হইয়া, তাহার সাধনরূপ কর্ম্ম করিতে থাকে। ফলতঃ সংস্কার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে সুখদুঃখ ভোগ এবং পুনরায় কর্ম্ম, তাহাতে আবার স্মৃতি, সংস্কার প্রভৃতি হইতে থাকে। অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের শেষ হয় না এবং কার্য্য কারণেরও অভাব হয় না।

অর্থেঽবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা॥

দেহাদি সমুদায় পদার্থ অবাস্তবিকই বটে; কিন্তু উপাধিভূত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকা হেতু এই সংসার, স্বপ্নযোগে ভ্রমণকারী পুরুষের ন্যায়, জীবের সম্মুখ হইতে কখনই নিবৃত্ত হয় না(১)॥

ভা-পু ৪।২৯।৩২।

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থ পরম্পরা।
সংসৃতি স্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ॥

অতএব, যে অজ্ঞান হইতে আত্মার নানা-অনর্থময় সংসারপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, জগদ্গুরু ভগবানে একান্ত ভক্তি, অর্থাৎ দৃঢ় অনুরাগ জন্মিলেই সেই অজ্ঞানের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইতে পারে(২)॥ ঐ ৩৩।

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা।
সর্ব্বমেব তদা শীঘ্রং কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে॥

পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ বিশ্বেশ্বরে যদি জীবের প্রেমরূপ ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহার সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়॥

বো-সা-ভক্তিযোগ ১।

(ভক্তি ও জ্ঞানের বিশেষ কথন)

কিঞ্চ লক্ষণভেদো হি বস্তুভেদস্য কারণং।
ন ভক্তজ্ঞানিনোর্দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা॥

ভক্তি ও জ্ঞান ইহারা উভয়ে একই পদার্থ, কেবল লক্ষণভেদেই পরস্পরের বস্তুভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রে ভক্ত ও জ্ঞানীর কিছুই লক্ষণভেদ দৃষ্ট হয় না॥ ঐ ৩।

বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবে চ পরমাপ্রীতিস্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ॥

জগতস্থ সমুদায় বিষয়ে বিরাগ, তত্ত্ববিচার, শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরমেশ্বরে ঐকান্তিক প্রীতি, এই কএকটী লক্ষণ ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েতেই সমভাবে বিদ্যমান থাকে॥ ঐ ৪।

---

(১) এইস্থলে জীবের লিঙ্গশরীরকে লক্ষ্য করিয়া "উপাধিভূত অন্তঃকরণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাবৎ জীবের লিঙ্গশরীর বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহার অন্তঃকরণ হইতে সংসারভাব দূরীভূত হয় না এবং সংসারভাব বিদূরিত না হইলেও তাহার পরম শান্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। যেমন ষোড়শ-কলা-পরিপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয় প্রাপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ষোড়শী অমাকলার ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গ শরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর, যেমন প্রলয়কালে ষোড়শী কলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল দেহাদির প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

(২) অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিলেই সর্ব্ব সংশয়োচ্ছেদক নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইবে এবং সেই দিব্য জ্ঞান প্রভাবে প্রগাঢ় অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারোত্থিত সংসার-বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত হইবে।

তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমোদ্বয়োঃ॥

ভক্তগণ 'আমি তোমার' এই ভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করেন, আর জ্ঞানীগণ 'আমি তোমা ভিন্ন অন্য নহি' এই ভাবে তাঁহার ভজনা করেন ; উভয়ের এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম উভয়েই সমান॥

বো-সা-ভক্তিযোগ ৬।

অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে॥

ভক্ত ব্যক্তি যৎকালে অন্তর্বাহ্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার ভজনীয় ভগবানকে দর্শন করেন,তখন তিনি পরম প্রেমে পুলকিত হইয়া "আমি আপনার দাস" এই প্রকার ভাব একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান॥ ঐ ৭।

যদীশ্বররসো ভক্তস্তদীশ্বররসো বুধঃ।
অভাবৈকরসস্থেতৌ রসকাতরতাংগতৌ॥

ভক্তগণ যে ঐশ্বরিক রসাস্বাদে নিমগ্ন হন, জ্ঞানিগণও সেই রসাস্বাদেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কারণ, নিখিল রসের অভাবরূপ যে পরমাত্মার রস, তাহা লাভ করণার্থ উভয়েই ব্যাকুল হইয়া থাকেন॥ ঐ ৯।

শুদ্ধবোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন॥

শুদ্ধ জ্ঞানরূপ রস ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় রসই নীরস ; অতএব যদি ভজনাদ্বারা সেই রসেরই আধিক্য লাভ হয়, তাহা হইলে ভক্তি কথনই জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে॥

বো-সা-ভক্তিযোগ ১০।

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি॥

জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত যুক্তি দ্বারাও কথনই জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে না, আবার ভক্তি ব্যতিরেকে শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও কথনই জ্ঞান লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই॥ ঐ ১১।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, তদনন্তর মুক্তি, এই ক্রম সর্ব্বসাধারণ ; বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানী ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণ ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ঐ ১২।

কথয়ামি সদৃষ্টান্তং যেনার্থঃ স্ফুটতাং ব্রজেৎ।
স্যাৎ পাপস্য চ তাপস্য গঙ্গাস্নানেন হি ক্ষয়ঃ॥
যস্তু স্যাৎ তাপশান্ত্যর্থী তস্যাপি স্যাদঘক্ষয়ঃ।
যস্তু স্যাদঘশান্ত্যর্থী তাপস্তস্যাপি নশ্যতি॥

এই বিষয়ে আমি একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে অর্থ স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে। দেখ,

একমাত্র গঙ্গাস্নানে পাপ ও তাপ উভয়েরই শান্তি হয়, কিন্তু তন্মধ্যে যদি কেহ কেবল তাপ শান্তির নিমিত্তই গঙ্গাস্নান করে,তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি কেহ কেবল পাপ শান্তির জন্যই গঙ্গা স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাপও শান্ত হইয়া থাকে ॥

বো-সা-ভক্তিযোগ ১৪-১৫।

যথৈব ভাবভেদেন জাতং নামদ্বয়ং তয়োঃ।
এবমেব বুধৈ র্যৈস্ত দেবো মুক্ত্যর্থমাশ্রিতঃ॥
ভক্ত্যা জ্ঞানমবাপ্যৈব তেমুক্তা জ্ঞানিনো হি তে।
যৈস্ত সংসারবিরসৈঃ কেবলো হরিরাশ্রিতঃ॥
ততো ভক্তি প্রভাবেণ স্বভাবাৎ জ্ঞানমুজ্ঝিতং।
তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তাস্তে তে ভক্তাইতিবর্ণিতাঃ॥

যেমন অভিপ্রায়ভেদে উক্ত দুই ব্যক্তির (শীতলার্থী ও শুদ্ধার্থী এই) দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ জানিবে; অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন, তাঁহারা অগ্রে ভক্তি পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর, যাঁহারা সংসারে বিরক্ত হইয়া কেবল একমাত্র হরিতেই অনুরাগ লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আশ্রয় করেন, তাঁহারাও প্রথমে স্বভাববশতঃ যে জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ভক্তিপ্রভাবে আবার সেই জ্ঞানকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন এবং তাঁহারাই ভক্ত নামে কথিত হন ॥ বো-সা-ভক্তিযোগ-১৭-১৯।

বিরক্তিভক্তিবিজ্ঞানমুক্তয়স্ত সমা দ্বয়োঃ।
তথাপি ভাবভেদেন নামভেদস্তয়োরভূৎ॥

সুতরাং বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি এই চারিটী জ্ঞানী ও ভক্ত এতদুভয়েরই সমান; তথাপি অভিপ্রায়ভেদে তাঁহাদের কেবল নামভেদ মাত্র ॥ ঐ ২০।

মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যা স্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুসঙ্গিকী॥

জ্ঞানীর মুক্তিই মুখ্যফল, ভক্তি তাহার সাধনস্বরূপ; ভক্তের ভক্তিই মুখ্য,মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক॥ ঐ২১।

রীত্যানয়াঽপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে।
একৈব স্বপ্রভাবেণ জ্ঞানমুক্তিপ্রদায়িনী॥

এইরূপে আমার বিবেচনায় ঈশ্বরভক্তিই শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ সেই একমাত্র ভক্তিই নিজগুণপ্রভাবে জ্ঞান ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ঐ ২২।

(ভগবদ্ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন)

প্রলয়ে যা ত্বয়া দৃষ্টা পুরুষস্তোদরাম্ভসি।
সা মায়া মোহজনিকা পণ্যানং গণিকা যথা॥

তমো হ্যনন্তসন্তাপা নোদনোত্তমঙ্করী।
যয়েদমখিলং লোকমাবৃত্যাবস্থয়া স্থিতম্॥

হে মহাভাগ! তুমি শুনিয়া থাকিবে, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরস্থ সলিল মধ্যে মায়া অবস্থান করিত, সেই মায়াই লোকসমূহকে মুগ্ধ করে। বারবিলাসিনী যেরূপ রাজপথে অবস্থান করে, সেইরূপ এই মায়া অখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ইহা তমোগুণস্বরূপা ও অশেষ সন্তাপের কারণ, কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না॥ ক-পু ২।৫।১১-১২।

মায়য়া মায়য়া জীব-পুরুষাঃ পরমাত্মনঃ।
সংসারশরণব্যগ্রো ন বেদাত্মগতিং ক্বচিৎ॥

এই সকল জীব পরমাত্মার সেই মায়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত হইয়া কেবল সংসারেই লিপ্ত ও সাংসারিক কার্য্যেই ব্যগ্র হইয়া থাকে, কদাচ আপনার উদ্ধারের নিমিত্ত কিছুমাত্র উপায় চিন্তা করে না॥ ঐ ১৮।

অহো বলবতী মায়া ব্রহ্মাদ্যা যদ্বশে স্থিতাঃ।
গাবো যথা নসি প্রোতা গুণবদ্ধাঃ খগা ইব॥

অহো! মায়া কি বলবতী! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও ইহার বশবর্ত্তী হইয়া নাসিকায় বিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় ও রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সংসারচক্রে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ক-পু ২।৫।১৯।

তাংমায়াং গুণময্যাং যে তিতীর্ষন্তি মুনীশ্বরাঃ।
স্রবন্তীং বাসনানক্রাং ত এবার্থবিদো ভুবি॥

যে সকল মুনীশ্বরগণ এই বাসনারূপ নক্র-প্রসবিনী মহাপ্রবাহবতী গুণময়ী মায়ানদী পার হইতে অভিলাষ করেন, এই জগতে তাঁহারাই সার্থকজন্মা এবং তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ॥ ঐ ২০।

জীবস্যাপি গৃহস্থস্য দেহো গেহং মনোঽনুগঃ।
বুদ্ধির্ভার্য্যা তদনুগা বয়মিত্যবধারয়॥

জীবের এই দেহ গৃহস্বরূপ, আত্মা গৃহস্থস্বরূপ, বুদ্ধি গৃহিণীস্বরূপ এবং মন পরিচারকস্বরূপ। আমরা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও বুদ্ধিরূপ ভার্য্যার অনুগত পরিচারক স্বরূপ জানিবে॥ ঐ ৩৪।

কর্ম্মায়ত্তস্য জীবস্য মনো বন্ধবিমুক্তিকৃৎ।
সংসারয়তি লুব্ধস্য ব্রহ্মণো যস্য মায়য়া॥

জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন, অর্থাৎ যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি তদ্রূপ ফলভোগ করেন। মনই মুক্তি ও সংসারবন্ধনের কারণ। জগদীশ্বরের মায়া প্রভাবে মনই লুব্ধ ব্যক্তিদিগকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়॥ ঐ ৩৫।

তস্মাত্মনোনিগ্রহার্থং বিষ্ণুভক্তিং সমাচর।
সুখমোক্ষপ্রদা নিত্যং দাহিকা সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

অতএব তুমি মনকে বশীভূত করণার্থ ভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তি সংস্থাপন কর। বিষ্ণুভক্তিই জীবের সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংস করে এবং বিষ্ণুভক্তি হইতে সুখ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ হইয়া থাকে॥ ক-পু ২।৫।৩৬

দ্বৈতাদ্বৈতপ্রদানন্দ-সন্দোহা হরিভক্তিকা।
হরিভক্ত্যা জীবকোষ-বিনাশান্তে মহামতে॥

হরিভক্তি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় প্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, সুতরাং হরিভক্তিই জীবের আনন্দ-সন্দোহদায়িনী হয়। হে মহামতে! হরিভক্তিদ্বারা জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ধ্বংস হইয়া থাকে॥ ঐ ৩৭।

ভক্তাঃ সত্ত্বগুণাধ্যাসাৎ রজসেন্দ্রিয়লালসাঃ।
তমসা ঘোরসংকল্পা ভজন্তি দ্বৈতদৃগ্জনাঃ॥

যাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বগুণের অধ্যাস হয়, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত হন; যে সকল ব্যক্তিতে রজোগুণের অধ্যাস হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়ব্যাপারে লালস হইয়া থাকে; যে সকল ব্যক্তিতে তমোগুণের আবির্ভাব হয়, তাহারা ঘোরকার্য্যে রত হইয়া থাকে॥ ক-পু ৩।১১।৪৫।

সত্ত্বান্নির্গুণতামেতি রজসা বিষয়স্পৃহা।
তমসা নরকং যান্তি সংসারে দ্বৈতধর্ম্মিণি॥

এই সংসারে যাহারা দ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে তাহারা নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়, রজোগুণের আবির্ভাব হইলে বিষয়ভোগে স্পৃহা জন্মে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে নিরয়গামী হইতে হয়॥ ক-পু ৩।১১।৪৬।

বিঘ্নভূতাস্তু পঞ্চৈব বিদ্যন্তেঽত্র শরীরিণঃ।
দেবতান্তরসেবা স্ত্রী-সঙ্গমো ধনসঞ্চয়ঃ।
স্ববান্ধবেষু চাসক্তিরভিমানঞ্চ পঞ্চমম্॥
এতৈর্মোহিতচিত্তস্য ন ভক্তিঃস্যাজ্জনার্দ্দনে।
ইত্থং শনৈস্ত্যক্তসঙ্গো জনো যাত্যধমাংগতিম্॥

দেহহারী নরের স্বীয় মঙ্গলচিন্তা-বিষয়ে সংসারে পাঁচটী কার্য্য বিঘ্ন-স্বরূপ আছে। যথা,—বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার সেবা, স্ত্রীসঙ্গম, ধন-সঞ্চয়, স্ববান্ধবে আসক্তি এবং অভিমান। এই পাঁচটী দ্বারা মোহিত চিত্ত মানবের শ্রীহরির প্রতি ভক্তি থাকে না (১)। অপিচ, নারায়ণে ভক্তিবিহীন হইলে ক্রমে সত্ত্বগুণের

(১) এই পঞ্চবিধ বিঘ্নের মধ্যে প্রথমটী এই স্থলে সবিস্তরে কথিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীসঙ্গমাদি অপর চারি প্রকার বিঘ্নের বিষয় এই গ্রন্থের ১৯,২১,২৩ ও ২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

লোপ হয় ও তদ্দ্বারা মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ আ-পু ৭।২৬-২৭।

ন জানাতি নরামূঢ়াঃ কিং দেবৈঃ সেবিতংসুখম্।
শ্বলাঙ্গুলং সমাশ্রিত্য কো হি তীর্ণোঽম্বুধের্জলম্॥

দেখ, (বিষ্ণু ভিন্ন) অন্য দেবতার সেবাতে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা অজ্ঞ জীব জানিতে পারে না। কুক্কুরের লাঙ্গুল ধারণে কি কেহ কখন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে? অর্থাৎ দেবতান্তর সেবাতে সংসারোত্তীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, কেবল সংসার-বন্ধনই ঘটে॥ আ-পু ৫।১৭।

যেঽধমাঃপাপকর্ম্মাণো দেবতান্তরসেবকাঃ।
কামিনো বিষ্ণুবিমুখা স্তে যান্তি নরকে ধ্রুবম্।
পতিং ত্যক্ত্বা যথা নার্য্যো জারং সৌখ্যাগমেচ্ছয়া।
অচ্যুতং নিন্দয়ন্ লোকে জীবো যাত্যধমাংগতিম্॥

পাপাচার দেবান্তরসেবক কামী ও বিষ্ণুভক্তিবিমুখ অধম জীব সকল নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। সুখলাভেচ্ছায় নিজপতি পরিত্যাগকারিণী নারীগণের ন্যায় অচ্যুতনিন্দক লোক সকল অধমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ঐ ১৮।

দেবাশ্চ কর্ম্মসচিবাঃ কেবলং নাহিতে রতাঃ।
অপরাধে কৃতেঽল্পেঽপি দেহদ্রবিণনাশকাঃ॥

কর্ম্মসচিব দেবতাবৃন্দ হিতসাধক নহেন। তাঁহারা সামান্য অপরাধেই জীবগণের দেহ ও ধনাদি সমস্তই বিনাশ করেন॥ ঐ ১৯।

যৈ যৈঃ সংসেবিতা দেবা নৈব তেষাং সুখং ধ্রুবম্।
সদৈব সূর্য্যং সংসেব্য পঙ্গুরেবারুণোঽভবৎ॥
শিবসেবাং সমাসাদ্য ক্ষয়ং প্রাপ বৃকোদরঃ।
বাণো বাহুসহস্রস্য নাশং কৃষ্ণাদবাপহ।
বিশ্বরূপঃসুরপতিং সন্তোষ্য নিধনং গতঃ॥

এই সংসারে অন্য দেবতাসেবক কোন ব্যক্তিই নিত্য সুখ লাভ করিতে পারেন নাই, (শাস্ত্রে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়)। দেখ, চিরকাল সূর্য্যদেবের সেবা করিয়াও অরুণের পঙ্গুতা নষ্ট হয় নাই (১)। বৃকোদর শিব-

(১) সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুইটী পরম সুন্দরী কন্যা ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পরস্পর সমান পরাক্রান্ত, এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, আমার দুইটীমাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কদ্রু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। মহর্ষি কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তদনুসারে বহুকালের পর কদ্রু অণ্ডসহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদায় অণ্ড উপস্বেদযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রুপ্রসূত অণ্ডসহস্র হইতে এক একটী পুত্র বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী বিনতা তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একটী অণ্ড ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকায় মাত্র সুসম্বটিত হইয়াছে, অপরার্দ্ধ অতিশয় অপক্বাবস্থায় রহিয়াছে। তখন সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র

সেবায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল (১) | এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিব-

সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, লোভপরতন্ত্র হইয়া অপক্কাবস্থায় অণ্ডভেদনপূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পঞ্চাশৎ বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে"। আরও বলিলেন, "এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে সেই অণ্ড ভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে। যদি তুমি উহাকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আরও পঞ্চশত বৎসরকাল বিলম্ব আছে"। অরুণ জননীকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া আকাশপথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। এইরূপে অরুণ সত্যযুগাবধি চিরকালই সারভাবে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার পঙ্গুতা ঘুচিল না॥

ম-ভা আদিপর্ব্ব ১৬ অঃ।

(১) বৃকোদর বা বৃকাসুর "ভগবান্ শিবের আরাধনা করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল;" এই কথা শ্রবণ করিলে প্রায় অনেকেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন অথবা সংশয়াপন্ন হইবেন, এই বিবেচনায় তদ্বিষয়ক ইতিহাসটী পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা,—"রাজা পরীক্ষিৎ বেদব্যাসনন্দন মহাত্মা শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যিনি ভোগ সকল ত্যাগ করিয়াছেন, সেই শিবকে দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ভজনা করেন, প্রায় তাঁহারা ধনী ও ভোগী হয়, কিন্তু সর্ব্বভোগের আস্পদ লক্ষ্মীপতিকে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা কেন সেরূপ হন না? এবিষয়ে আমাদিগের মহান্ সন্দেহ জন্মিয়াছে। বিরুদ্ধচরিত্র প্রভুদ্বয়ের ভজনকারীদিগের এই বিরুদ্ধগতির কারণ কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি'।

"শুকদেব কহিলেন, শিব নিরন্তর শক্তিযুক্ত, গুণসংবৃত ও ত্রিলিঙ্গ; কারণ, অহঙ্কার তিন প্রকার,—বৈকারিক, তৈজস ও তামস; তাহা হইতে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে; ঐ সকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকারোপাধি ভজনা করিলেই উপাধির অনুরূপ বিভূতি সকলের স্বরূপ লাভ করা যায়, কিন্তু হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ; প্রকৃতির পর পুরুষ; তিনি সর্ব্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী; তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতাই লাভ হয়। তোমার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে এই বিষয় স্বয়ং অচ্যুতকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তিকে আমি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাঁহার ধন হরণ করি। (অর্থাৎ প্রথমে অভিলাষানুরূপ বিভূতি সকল প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়ভোগের শেষে উহার নির্ব্বেদ উৎপাদন করিয়াই বিষয় হরণ করি) তখন উহাকে দুঃখের উপর দুঃখিত দেখিয়া উহার স্বজনগণ উহাকে পরিত্যাগ করে। তদনন্তর সে যখন ধনচেষ্টা দ্বারা বিফলোদ্যম হওয়াতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা করে, তখনই আমি তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করি। তখন সেই ধীর ব্যক্তি পরম সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়। এই হেতু নিতান্ত দুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া লোক সকল অন্যান্য দেবতাকে ভজনা করে। অনন্তর তাহারা সেই আশুতোষদিগের নিকট রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া, উদ্ধত, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া পরিশেষে সেই দেবতাদিগকেই বিস্মৃত হয় এবং অবজ্ঞা করে'।

"শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সকলেই শাপ ও বরের অধীশ্বর। তন্মধ্যে শিব এবং ব্রহ্মা এককালেই শাপ ও বর দান করেন; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। পুরাবিতেরা অত্র বিষয়ে এই ইতিহাস কহিয়া থাকেন;—ভগবান্ শিব বৃকাসুরকে বর দিয়া বিপদে পতিত হন। শকুনির পুত্র বৃক নামে দুর্ম্মতি অসুর মহর্ষি নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয়ের মধ্যে কিনি আশুতোষ? তিনি কহিলেন, দেব গিরীশের আরাধনা

ভক্ত বাণ নামক নরপতির সহস্র

কর, শীঘ্র সফল হইবে। তিনি অল্প গুণ দোষে শীঘ্র তুষ্ট ও রুষ্ট হন। বন্দীর ন্যায় স্তবকারী দশানন ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করতঃ তাহাদিগের হইতে সাতিশয় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। (দেশানন তাঁহার আবাসভূত কৈলাস উৎপাটন করে এবং বাণ তাঁহাকে পুররক্ষক করিয়া রাখে)

"এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই অসুর মহাদেবের আরাধনা করণার্থ কেদারে গমন করিয়া অগ্নিমুখ হরকে আত্মমাংস দ্বারা হোম করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া নির্ব্বেদ হেতু সপ্তম দিবসে সেই কেদার তীর্থের জলে অভিষিক্তকেশবিশিষ্ট মস্তক অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন পরম কারুণিক ধূর্জ্জটি, অনল হইতে অনলের ন্যায় উত্থিত হইয়া,(যেমন আমরা কাহাকেও মরিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার হস্ত ধারণ করি, সেইরূপ) দুই বাহুদ্বারা অসুরের দুই বাহু ধারণ করতঃ নিবারণ করিলেন। তাঁহার স্পর্শহেতু তাহার দেহ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন,নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও; আমার নিকট বর প্রার্থনা কর; তোমার অভিলাষানুরূপ বর দান করিব; আমি কেবল জল পাইয়াই প্রপন্ন মনুষ্যদিগের প্রতি প্রসন্ন হই; অহো! তুমি নিরর্থক আত্মাকে নিরতিশয় পীড়ন করিতেছ।

"সেই পাপিষ্ঠ অসুর মহাদেবের নিকট, 'যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই মরিবে' এইরূপ লোকভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল। ভগবান্ রুদ্র তাহা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে যেমন সর্পকে অমৃত, তদ্রূপ তাহাকে সেই বরই প্রদান করিলেন। তখন সেই অসুর সেই বর পরীক্ষা করণার্থ বরদাতা শম্ভুরই মস্তকে নিজ হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তখন শিব নিজ কর্ম্ম হইতে ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিক্ দিয়া স্বর্গ ও ভূমির সীমা সকলের অন্ত পর্য্যন্ত অতি বেগে ধাবিত হইলেন; সেই অসুরও তাঁহার অনুগমন করিল। সুরেশ্বরেরা ইহার প্রতিবিধান না জানিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর আশুতোষ

বাহু ছিন্ন হইয়াছিল (১)। আর,

অন্ধকারের পরস্থিত ভাস্বর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন, যথায় ন্যস্তদণ্ড, শান্ত ভাবকদিগের পরমাগতি সাক্ষাৎ নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যথায় গমন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্ত্ত হইতে হয় না। দুঃখহন্তা ভগবান্ তাদৃশ বিপদগ্রস্ত মহাদেবকে দূর হইতেই দর্শন করতঃ সত্বরে যোগমায়া প্রভাবে বটু অর্থাৎ ব্রহ্মচারীছাত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক মেখলা, অজিন, দণ্ড ও অক্ষ গ্রহণ করিয়া তেজোদ্বারা যেন জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দানব তাঁহাকে দর্শন করতঃ কুশ হস্তে লইয়া সাতিশয় বিনীত ভাবে অভিবাদন করিল। ভগবান্ কহিলেন, হে শকুনিতনয়! স্পষ্টই দেখিতেছি তুমি শ্রান্ত হইয়াছ; বহুদূর হইতে কি আগমন করিতেছ? এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর; পুরুষের এই আত্মাই সর্ব্ব অভিলাষ দোহন করে। বিভো! যদি তোমার চেষ্টা আমাদিগের শ্রবণ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে বল; লোক পুরুষগণকে সহায় করিয়াই স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে; অতএব আমার নিকট বল, হয় ত আমার দ্বারা তোমার উপকার হইতে পারিবে।

"ভগবানের অমৃতময় বাক্যে অসুরের শ্রান্তি দূর হইল। তখন সে তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কহিল। তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করি না। কারণ তিনি দক্ষের শাপে পিশাচবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পিশাচের রাজা হইয়াছেন। হে দানবেন্দ্র! যদি তোমার সেই জগদ্গুরুতে বিশ্বাস হইয়া থাকে, অহে! তাহা হইলে আপনার মস্তকেই হস্ত অর্পণ করিয়া প্রতীত হও। আর যদি শম্ভুর বাক্য কথঞ্চিৎ মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে পরীক্ষার পর তাঁহার সেই মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগ কর, যেন তিনি পুনর্ব্বার আর মিথ্যা না বলেন।

ভগবানের এই প্রকার সুকোমল বাক্যে সেই কুমতি ভগ্নবুদ্ধিও বিস্মিত হইয়া নিজ মস্তকে হস্ত স্থাপন করিল; অমনি ছিন্নশিরা হইয়া, বজ্রাহতের ন্যায় তৎক্ষণাৎপতিত হইল; তখন স্বর্গে জয় শব্দ, সাধুশব্দ ও নমঃশব্দ উত্থিত হইল। পাপ বৃকাসুর নিহত হইলে পর দেব, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শিবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ গিরীশের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, অহো! দেব মহাদেব! এই পাপ নিজ পাপেই নষ্ট হইয়াছে; হে ঈশ্বর! মহৎব্যক্তিদিগের অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তির মঙ্গল হয়? আপনি জগদ্গুরু, আপনার নিকট যে ব্যক্তি অপরাধী, তাহার কথা আর কি কহিব?"

ভা-পু ১০।৮৮ অধ্যায়।

(১) অনিরুদ্ধ নামক শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বলিরাজার

বিশ্বরূপ সুরপতি ইন্দ্রের সেবা করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)॥

আ-পু ৫।২০।

আরাধনবিরোধাভ্যাং দেবৈর্নাশো হি দৃশ্যতে।
বিপরীত মিদংবিষ্ণোরুভাভ্যাং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ॥

এইরূপ আরাধন ও বিরোধে দেবগণ কর্ত্তৃক জীবের প্রভূত অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভগবান্ হরির আরাধন ও শত্রুতা এতদুভয়েই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে॥

ঐ ২১।

আরাধ্য মুনয়ো গোপ্যঃ কুব্জা চৈদ্যো দ্বিষন্‌হরিম্।
হনুমান্ জাম্ববান্ ভীষ্মোঽন্যেঽপি তৎপ্রিয়তাং গতাঃ॥

যস্ত তস্য সমুদ্ধারঃ সংস্মৃতেঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥

মুনিগণ, গোপীগণ, কুব্জা, শ্রীহরির শত্রু চৈদ্য অর্থাৎ শিশুপাল, হনুমান, জাম্ববান্ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ত্রকমাত্র হরিই সংসারোদ্ধারের কারণ॥

আ-পু ৫।২২-২৩।

পুত্র বাণ নামক নরপতির কন্যা উষাকে গোপনে বিবাহ করাতে, সেই অনিরুদ্ধ বাণকর্ত্তৃক সংগ্রামে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণ ও মহাদেবের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা বাণরাজার সহস্র বাহু ছেদন করেন।

(১) পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার পুত্র ইন্দ্রাদি দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। তিনি অসুরদিগের ভাগিনেয় বলিয়া তাহাদিগকে গোপনভাবে এবং দেবতাদিগকে প্রকাশ্যভাবে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। সুরপতি ইন্দ্র বিশ্বরূপের এইরূপ অসদ্ব্যবহার জানিতে পারিয়া ব্রহ্মাস্থিসম্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রাস্ত্র প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করেন॥ ম ভা শান্তিপর্ব্ব ৩৪৩ অঃ।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

যে ব্যক্তি নিষ্কাম, অর্থাৎ যিনি কোন বিষয়ের কামনা করেন না, অথবা যিনি সর্ব্ব বিষয়ের কামনা করেন, কিম্বা যে উদারবুদ্ধি মুক্তি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই একান্ত ভক্তির সহযোগে পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন (১)॥ ভা-পু ২।৩।১০।

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "যে সাধক ব্রহ্মতেজঃ কামনা করেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পটুতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইন্দ্রের; পুত্রার্থী দক্ষাদি প্রজাপতিগণের; সৌভাগ্যকামী দুর্গা দেবীর; তেজঃপ্রার্থী অগ্নির; ধনার্থী বসুর; বীর্য্যপ্রয়াসী রুদ্রের; ভক্ষ্যাভিলাষী অদিতির; স্বর্গকামী দ্বাদশ আদিত্যের; রাজ্যার্থী বিশ্বেদেবগণের; দেশীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতালিপ্সু সাধ্যগণের; আয়ুঃপ্রার্থী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; পুষ্টিকামী পৃথিবীর; পদভ্রংশ-নিবারণার্থী অন্তরীক্ষের; রূপাভিলাষী গন্ধর্ব্বদিগের: স্ত্রী-কামী উর্ব্বশী ও অপ্সরোগণের; সকলের আধিপত্য-প্রার্থী পরমাত্মার; যশস্কামী যজ্ঞনামা বিষ্ণুর; ধনসঞ্চয়লিপ্সু বরুণের; বিদ্যার্থী গিরীশের; দাম্পত্য-প্রণয়াভিলাষী উমার; ধর্ম্মকামী নারায়ণের; সন্ততির অবিচ্ছেদ-প্রার্থী পিতৃগণের; রক্ষাকামী যক্ষদিগের; বলাকাঙ্ক্ষী মরুদ্‌গণের; রাজকার্য্যপ্রয়াসী মনুদিগের; শত্রুর উচ্ছেদপ্রার্থী রাক্ষসের; ভোগেচ্ছু সোমের এবং বৈরাগ্যাকাঙ্ক্ষী পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন"। (ভা-পু ২।৩ অধ্যায়) কিন্তু পূর্ব্বে যত বিষয়ের কামনার কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত যদি

তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাৎ যান্ যান্ কামযতে জনঃ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ॥

মনুষ্য যে কোন বিষয়ের প্রার্থনা করে, ভগবান্ হরি তাহাকে তাহাই দান করেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে তাঁহাকে আরাধনা করে, তিনি তাহাকে সেই প্রকার ফলই প্রদান করেন॥ ভা-পু ৪।১৩।৩৪।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদং।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমং॥

সনাতন বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যের সমুদায় ঐহিক মনোরথ পূর্ণ হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি পদ প্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বাণ মুক্তিও লাভ হয়॥ বি-পু ৩।৮।৬।

যদ্যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে।
তৎ তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপি বা॥

হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি যে ফল যে পরিমাণে কামনা করেন, তাহা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে তাঁহার তদনুরূপ ফল অবশ্যই লাভ হয়॥ ঐ ৭।

অন্য কোন বিষয়ের কামনা থাকে, যিনি তৎসমস্ত বিষয়ের কামনা করিবেন, অথবা যিনি অকাম অর্থাৎ যিনি সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য-কামনাকারী, কিম্বা যে উদার বুদ্ধি সাধক মুক্তি কামনা করিবেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত ভক্তিসহকারে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন। তিনি একাকী সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

পরংব্রহ্ম পরংধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্॥

যে হরি সর্ব্বজীবের পরমাত্মস্বরূপ, পরম আশ্রয়স্বরূপ ও পরম ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, সেই হরির আরাধনা করিলে পরমোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অতি দুষ্প্রাপ্য মুক্তি লাভ করিতেও সমর্থ হওয়া যায়॥ বি-পু ১।১১।৪৫।

যেচ নারায়ণং ভক্তাঃ সেবন্তে চ চতুর্ভুজং।
বৈকুণ্ঠং যান্তি তে সর্ব্বে দিব্যরূপ বিধারিণঃ॥

যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবা করেন, তাঁহারা দেহান্তে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম হন॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৬।২৯।

সকামিনো বৈষ্ণবাশ্চ গত্বা বৈকুণ্ঠ মেবচ।
ভারতং পুনরায়ান্তি তেষাং জন্ম দ্বিজাতিষু॥

সকাম বৈষ্ণবগণ দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, কিন্তু পুনরায় তাঁহারা ভারতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৩০।

কালেন তেচ নিষ্কামা ভবিষ্যন্তি ক্রমেণচ।
ভক্তিঞ্চ নির্ম্মলাংবুদ্ধিং তেভ্যো দাস্যতি নিশ্চিতং॥

সেই সকাম বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে নিষ্কাম হন; তখন ভগবান্ হরি তাঁহাদিগকে

ভগবদ্ভক্তি ও নির্ম্মলা বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৬।৩১।

ব্রাহ্মণাদ্বৈষ্ণবাদন্তে সকামাঃ সর্ব্ব জন্মসু।
ন তেষাং নির্ম্মলা বুদ্ধির্বিষ্ণুভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ ॥

হরিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কামনাবিশিষ্ট অপরাপর জাতি সর্ব্বজন্মেই হরিভক্তি বর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং কদাচ তাহাদিগের নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হয় না ॥ ঐ ৩২।

তীর্থাশ্রিতা দ্বিজা যেচ তপস্যা নিরতাঃ সতি।
তে যান্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতং ॥

সতি! যে সকল ব্রাহ্মণ তীর্থাশ্রিত ও তপস্যায় নিরত থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তত্রস্থ ভোগ সকল শেষ হইলে পরে তাঁহাদিগকে ভারতে পুনরাগমন করিতে হয় ॥ ঐ ৩৩।

স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ সূর্য্যভক্তাশ্চ ভারতে।
ব্রজন্তি সূর্য্যলোকং তে পুনরায়ান্তি ভারতং ॥

এই ভারতে যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন, তাঁহারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদিগকে পুনরায় ভারতে আগমন করিতে হয় ॥ ঐ ৩৪।

স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ গাণপাঃ।
তে যান্তি শিবলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতং ॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য ব্রাহ্মণগণের শিবলোক প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাঁহারাও আবার ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ২।২৬।৩৫।

যে বিপ্রা অন্য দেবেষ্টাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সতি।
তে গত্বা শক্রলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতং ॥

সতি! যে সকল স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসক হন, তাঁহারা দেহান্তে সেই উপাসনাবলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন; কিন্তু তথায় তাঁহারা সুকৃতির পরিমাণানুসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন ॥ ঐ ৩৬।

হরিভক্তাশ্চ নিষ্কামাঃস্বধর্ম্মরহিতা দ্বিজাঃ।
তে পি যান্তি হরের্লোকং ক্রমাদ্ভক্তি বলাদহো ॥

আর, স্বধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণগণও যদি নিষ্কামরূপে হরিভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই ভক্তি-প্রভাবে ক্রমে হরির পরম ধামে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৩৭।

স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা দেবান্য সেবিনঃ সদা।
ভ্রষ্টাশ্চারাশ্চ বালাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং ॥

কিন্তু স্বধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণগণ যদি সর্ব্বদা হরিভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করেন এবং ভ্রষ্টাচার ও বালকের ন্যায় চপল মতি হন, তাহা

হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা নরকে গমন করেন॥ ব্র-বৈ-পু ২।২৬।৩৮।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরেঃ
ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

মনুষ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরি-পদাম্বুজ সেবন করিতে করিতে যদি মৃত্যু বা অন্য কোন কারণ বশতঃ সিদ্ধ হইতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার ধর্ম্মচ্যুতি জন্য কোন অমঙ্গল হয় না। আর, হরিকে ভক্তি না করিয়া কেবল স্বধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে? অর্থাৎ হরিভক্তি বিহীন ব্যক্তির কখনও সিদ্ধি লাভ হয় না॥ভা-পু ১।৫।১৭।

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেৎ
মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনঃ
বিহাতুমিচ্ছেন্নরসগ্রহো জনঃ॥

মুকুন্দভক্ত ব্যক্তি যদি কোন কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হন, তাহা হইলেও তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন না; কারণ, তিনি হরিচরণের আলিঙ্গন-রস একবার আস্বাদন করিয়া আর কখনই ভুলিতে পারেন না; তিনি নিরন্তর কেবল সেই সুখই স্মরণ করিতে থাকেন॥ ভা-পু ১।৫।১৯।

ন তৎ করোতি সা মাতা ন পিতা নাপি বান্ধবঃ।
যৎকরোতি হৃষীকেশঃ সন্তুষ্টঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥

হৃষীকেশ সন্তুষ্ট হইলে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া ভক্তের যেরূপ উপকার করেন, কি মাতা, কি পিতা, কি বন্ধুবান্ধব ইহারা কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না॥

গ-পু ১।২২১।৭।

কামিন্যা ব্যভিচারিণ্যা যথাকালপ্রবুদ্ধয়া।
যথা প্রপদ্যতে জারস্তব্যতে স চ সর্ব্বথা।
যথা কল্পতরুঃ সাক্ষাদাশ্রিতেভ্যোঽর্থদো ভবেৎ॥
কোটিভির্বন্ধুভির্নৈব কর্ত্তুং শক্যং হিতৈষিভিঃ।
হৃদয়স্থেন হরিণা ক্রিয়তে যজ্জনস্য হি॥

ব্যভিচারিণী কামিনী ইঙ্গিতানুসারে যথাকালে নিদ্রোত্থিতা হইয়া তদীয় জারের অভিসারে গমনপূর্ব্বক যেমন তাহাকে বিবিধ বিধানে সন্তুষ্ট করে, কল্পতরু যেমন তদীয় আশ্রিত জনগণকে অভিলষিত অর্থপ্রদান করে এবং কোটি কোটি হিতৈষী বন্ধুবর্গও যাহা করিতে অক্ষম হয়, ভগবান্ শ্রীহরি মানবগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ সেইরূপে তাহাই করিয়া থাকেন॥ আ-পু ৭।৫৭-৫৮।

অত্যুন্নতং নময়তি নমিতং পরিবর্দ্ধয়েৎ।
কণাবর্দ্ধয়তে হীনং করোত্যেকং ক্ষণেন হি॥

তিনি নিতান্ত উন্নত জনকে অবনমিত ও নমিতজনকে পরিবর্দ্ধিত করেন। তিনি ক্ষণকালমধ্যে হীনকে বর্দ্ধমান এবং বর্দ্ধমানকেও মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে হীনের সমদশাপন্ন করেন॥

আ-পু ৭।৫৯।

তৃণীকরোত্যসৌ মেরুংতৃণমেকংকরোতি-যঃ।
অচ্ছেদ্যং ছেদয়ত্যাশু অভেদ্যং ভেদয়ত্যপি॥

তিনি অল্পকালমধ্যে মেরুকে তৃণকল্প ও তৃণকে মেরুর সমকক্ষ করেন এবং অচ্ছেদ্যের ছেদ ও অভেদ্যের ভেদও সংঘটিত করিয়া থাকেন॥ ঐ ৬১।

ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্রষ্টা স কটাক্ষক্ষণমাত্রতঃ।
সংহর্ত্তা পালকশ্চৈকস্ততঃ কোঽন্যো ভবেদ্বিভুঃ॥

কটাক্ষগতি সময়ের মধ্যে তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি একাকীই সমুদায় জগতের পালক ও সংহারকর্ত্তা; তদ্ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তিকে বিভু বলা যাইতে পারে?॥ ঐ ৬২।

চক্রে কর্ম্ম মহচ্ছৌরির্বিভ্রাণো মানুষীং তনুম্।
জিগায় শক্রংশর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদেবাংশ্চ লীলয়া॥

ভগবান্ হরি মানবদেহ ধারণ করিয়া অমানুষ (অলৌকিক) কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে দেবরাজকে, মহাদেবকে এবং সমুদায় দেবগণকে জয় করিয়াছিলেন॥ বি-পু ৫।৩৪।১।

দর্পহা দর্পদঃ সোঽপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বতঃ সদা।

সেই ভগবান্ হরি সকলের দর্প-প্রদ হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সকলের দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৫৫।১৭ শ্লোকার্দ্ধ।

চকার দর্পভঙ্গঞ্চ মহাবিষ্ণোঃ পুরা বিভুঃ।
ব্রহ্মণশ্চ তথা বিষ্ণোঃ শেষস্যচ শিবস্য চ॥
ধর্ম্মস্যচ যমস্যাপি সারস্য চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গরুড়স্যচ বহ্নেশ্চ গুরোর্দ্দুর্ব্বাসস স্তথা॥
দৌবারিকস্য ভক্তস্য জয়স্য বিজয়স্য চ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ভবতঃ কাম শক্রয়োঃ॥
লক্ষ্মণস্যার্জ্জুনস্যাপি বাণস্য চ ভৃগো স্তথা।
সুমেরোশ্চ সমুদ্রাণাং বায়োশ্চ বরুণস্য চ॥
সরস্বত্যাশ্চ দুর্গায়াঃ পদ্মায়াশ্চ ভুব স্তথা।
সাবিত্র্যাশ্চৈব গঙ্গায়া মনসায়া স্তথৈব চ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেব্যাশ্চ প্রিয়ায়াঃ প্রাণতোঽপিচ।
প্রাণাধিকায়া রাধায়া অন্যেষা মপি কা কথা॥

তিনি যথাক্রমে মহাবিষ্ণু, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, গরুড়, অগ্নি, বৃহস্পতি, দুর্ব্বাসা, জয় ও বিজয় নামক দুই জন দৌবারিকভক্ত, দেবগণ, অসুরগণ, নারদ, কামদেব, ইন্দ্র, লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন, বাণরাজা, মহর্ষি ভৃগু, সুমেরু, সমুদ্র, বায়ু, বরুণ, সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী, পৃথিবী, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসাদেবীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তিনি প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণাধিকা

প্রিয়তমা রাধিকারও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৫।১৭-২৪।

স্থরাণাং দর্পভঙ্গঞ্চ দৈত্য দ্বারা চকার সঃ।
অস্থরাণাং স্থর দ্বারা বিরোধেন পরস্পরং ॥

সেই পরমাত্মা হরি দেবতা ও অস্থরগণের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ জন্মাইয়া দৈত্যদ্বারা দেবগণের এবং দেবগণদ্বারা দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৬।৪৯।

হৃত্বা দর্পঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রসাদঞ্চ চকার সঃ।
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা স্রষ্টা স্থষ্টাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥

এইরূপে তিনি সকলের দর্পহরণ করিয়া আবার সকলের প্রতিই কৃপা করিয়াছেন। তিনিই সমুদায় জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা এবং তিনিই সমস্ত পদার্থের স্থষ্টা হয়েন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৫।২৫।

লোকেঽস্মিন্ স্বামিনঃ সন্তি সেবকৈঃ পরিরক্ষিতাঃ,
ন তথায়ং হরিঃ স্বামী পাতি ভৃত্যান্ স্বয়ংযতঃ ॥

ইহলোকে রীতি এই যে, সেবকেরাই স্বামীকে রক্ষা করে, কিন্তু এই শ্রীহরি সেরূপ স্বামী নহেন; কারণ, তিনি প্রভু হইয়াও স্বয়ং ভৃত্যগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ আ-পু ৮।৪।

ন বাস্থদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
হরেঃস্থদর্শনঞ্চক্রং শশ্বদ্রক্ষতি বৈষ্ণবান্ ॥

হরিপরায়ণ সাধুগণের কুত্রাপি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সেই দয়াময় হরির স্থদর্শন চক্র সর্ব্বদাই বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৭৯।২৬।

স্থদর্শনং সংনিযোজ্য ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
তথাপি ন হি নিশ্চিন্তোঽবতিষ্ঠেত্তক্তসন্নিধৌ ॥

সেই ভগবান্ হরি ভক্তবৃন্দের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় স্থদর্শন চক্র নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; আপনিও সর্ব্বদা তাঁহাদের সন্নিধানে অবস্থান করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ১।১১।৪৫।

ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং হি সখে হৃৎকৃতে মধুস্থদনে ॥

হে সখে! অধিক কি বলিব, সেই মধুস্থদন মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিলে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপ ও শচীপতি ইন্দ্রের বজ্রও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না (১) ॥ গ-পু ১।২২২।৩৩।

(১) পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অম্বরীষ নামে স্থর্য্যবংশীয় এক স্থপ্রসিদ্ধ মহাবল পরাক্রান্ত ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি ছিলেন। তিনি ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তজনে অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন এবং সর্ব্বদা যে ক্রিয়াকলাপ করিতেন, তৎসমুদায়ই যজ্ঞেশ্বর ভগবানে সমর্পণ করিতেন। তিনি ভক্তিযোগ এবং তপস্তা-সংবলিত স্বধর্ম্মদ্বারা হরির সন্তোষ উৎপাদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কামনাই পরিত্যাগ করিলেন। গৃহ, দারা, পুত্র, বন্ধু ও অনন্ত ধনাগার প্রভৃতি সমস্তই উপেক্ষা করিলেন। রাজার একান্ত ভক্তিতে হরি সন্তুষ্ট হইয়া

রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততং।
স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ রক্ষিতুং তঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥

ফলতঃ ভগবান্ হরি যাহার রক্ষক, তাহার সর্ব্বত্র বিজয় এবং

স্বীয় সুদর্শন চক্রকে তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এক সময়ে রাজা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে অভিলাষী হইয়া স্বসমানচরিত্রা মহিষীর সহিত এক বৎসর কাল দ্বাদশী ব্রত ধারণ করিলেন। ব্রতের অবসানে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করত এক দিন কালিন্দীর তীরস্থিত মধুবনে হরিকে অর্চ্চনা করিলেন এবং অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে স্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া পশ্চাৎ পারণের উপক্রম করিলেন। এই সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন। ভূপতি প্রত্যুত্থান,আসনদান ও উপহার দ্বারা সেই অতিথির পূজা করত পাদমূলে পতিত হইয়া ভোজনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঋষি তাঁহার সেই প্রার্থনা অনুমোদন করিয়া নৈয়মিক মাধ্যাহ্নিকাদি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত গমন করত কালিন্দীর পবিত্র সলিলে গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে নিমগ্ন হইলেন। এ দিকে দ্বাদশী অর্দ্ধ-মুহূর্ত্ত-মাত্র অবশিষ্ট। দ্বাদশীতে পারণ না করাও দোষ এবং ব্রাহ্মণকে অবহেলা করাও দোষ। এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণদিগের সহিত পারণবিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, জলমাত্র পান করিয়া পারণ করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু জলপান ভোজনও বটে, উপবাসও বটে। সেই রাজা এই যুক্তি স্থির করিয়া মনে মনে কেশবকে চিন্তা করত জলপান করিলেন এবং দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসা নৈয়মিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া যমুনাকূল হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি জ্ঞানপ্রভাবে রাজার আচরণ জানিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিতও হইয়াছিলেন। নৃপতি করযোড় করিয়া রহিয়াছিলেন; ঋষি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অহো! দেখ,দেখ, এই ঐশ্বর্য্যমত্ত নৃশংসের ধর্ম্মক্রম দেখ! এ বিষ্ণুর অভক্ত, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে। আমি অতিথি আগমন করিলাম; তুই অতিথি ভাবে আমাকে নিমন্ত্রণ করত ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলি। তোকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। এই বলিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করত কালানলসদৃশী এক কৃত্যা (অভিচার-ক্রিয়াজাত দেবতা) নির্ম্মাণ করিয়া সেই কৃত্যাকে তাঁহার প্রতি প্রেরণ করিলেন। সেই প্রজ্বলিত কৃত্যা অসি হস্তে করিয়া পাদদ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে ধাবিমান হইলেন; রাজা তাঁহাকে দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ভগবান্ ভক্তরক্ষার নিমিত্ত যে চক্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যেমন অগ্নি ক্রুদ্ধ সর্পকে দাহ করে, সেইরূপ সেই চক্র সেই কৃত্যাকে দাহ করিল। দুর্ব্বাসা সেই চক্রকে আপনার দিকে ধাবিত এবং আপন আয়াস ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নানা দিকে ধাবিত হইলেন এবং চক্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মুনি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর দশ দিক্, আকাশ, পাতাল ও স্বর্গ প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই সুদর্শনকে দেখিতে পাইলেন। চঞ্চল-চিত্ত ঋষি শরণ অন্বেষণ করিয়া যখন কোথাও অবলম্বন পাইলেন না, তখন দেব বিরিঞ্চির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে বিধাতঃ! হরির চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি, মহাদেব ও দক্ষ প্রভৃতি প্রজেশগণ ও দেবেশগণ, আমরা সকলে লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছি, তুমি তাঁহার ভক্তের হিংসা করিয়াছ, অতএব তোমাকে রক্ষা করিতে আমার ক্ষমতা নাই। দুর্ব্বাসা বিরিঞ্চির নিকট এই প্রকারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। শঙ্কর কহিলেন, বৎস! তিনি মহৎ; আমরা তাঁহার উপর প্রভুতা প্রকাশ করিতে পারি না। ভগবান্ ব্রহ্মা, প্রভৃতি আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাহার মায়া জানিতে পারি না, ইহা সেই বিশ্বেশ্বরের শস্ত্র, ইহাকে সহ্য করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই; অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।

দুর্ব্বাসা নিরাশ হইয়া অবশেষে ভগবানের বৈকুণ্ঠ-

তিনি যাহার বিপক্ষ, তাহাকে পরিত্রাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না॥

না-প ১।১৪।৪।

নামক ধামে গমন করিলেন এবং চক্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া কহিলেন, হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বিশ্বভাবন! আমি অপরাধ করিয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার অপার মহিমা জানিতে নাপারিয়া আপনার প্রিয়জনের দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি। হে বিধাত! আপনার চক্র হইতে আমায় নিষ্কৃতি দান করুন। নারকী ব্যক্তিও আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি নিতান্ত ভক্তাধীন; সুতরাং আমাকে একপ্রকারে পরাধীন বলিলেই হয়। আমি ভক্তগণকে অতিশয় ভাল বাসি; সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। আমি যাঁহাদিগের পরম গতি, সেই সকল সাধু ভক্তগণ ব্যতিরেকে আমি আমার আপনাকে এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্মীকেও স্পৃহা করি না। যাঁহারা দেহ, গৃহ, পুত্র ও কলত্রাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কি রূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেই সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন কিছুই জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন কিছুমাত্র অবগত নহি। যাঁহা হইতে তোমার বিনাশশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্র তাঁহারই নিকট গমন কর। তেজঃ সাধু জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে প্রযোক্তারই অনর্থ ঘটায়। তপস্যা ও বিদ্যা, এই দুইটী ব্রাহ্মণগণের মুক্তিপ্রদ বটে; কিন্তু যে কর্ত্তা দুর্ব্বিনীত, এই দুইটীই তাঁহার নরক উৎপাদন করে। অতএব, ব্রহ্মন্! গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক্। মহাভাগ রাজা অম্বরীষের নিকট গমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহা হইতেই তোমার মঙ্গল হইবে।

চক্রতাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া অম্বরীষের নিকট গমন করত দুঃখিত চিত্তে তাঁহার পাদযুগল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা ঋষির সেই উদ্যম দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া শ্রীহরির সেই অস্ত্রের বহুবিধ স্তব করিয়া পরিশেষে কহিলেন, হে জগত্রাণ! তোমার তেজঃ বিশুদ্ধ এবং বেগ মনের বেগ সদৃশ, অতএব তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত। তোমাকে কেবল নমস্কার করি। ভগবান্ তোমাকে কেবল খলের দণ্ড করিতেই নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের কুলের সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত তুমি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল কর। যদি দান করিয়া থাকি, যদি যজ্ঞ করিয়া থাকি, যদি স্বধর্ম্ম সুন্দররূপে পালন করিয়া থাকি, এবং যদি ব্রাহ্মণ আমাদিগের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণের বিপদ দূর হউক্। বিষ্ণুচক্র সুদর্শন চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণকে দাহ করিতেছিল; রাজা এই প্রকার স্তব করাতে তাঁহার প্রার্থনায় শান্ত হইল। তখন দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক রাজাকে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিলেন। রাজা তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সংবৎসর কাল আহার করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার পাদযুগল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া ভোজন করাইলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরিতোষিত হইয়া রাজাকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতএব, পাঠকগণ! যে সাধু ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ হরি সর্ব্বদা বাস করেন, তাঁহাকে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না॥

রাষ্ট্রস্য শরণং রাজা পিতরো বালকস্য চ।
ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং সর্ব্বস্য শরণং হরিঃ॥

রাজ্যের আশ্রয় রাজা, বাল-

ভা-পু ৯।৪—৫ অঃ।

এক্ষণে যে রূপে ত্রিলোকনাথ ইন্দ্রের অমোঘ বজ্রাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সহায় করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দুই জন মহাবলবান্ দৈত্যের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই দৈত্যদ্বয়ের মাতা দিতি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দেবরাজের প্রতি জাতক্রোধ বশতঃ মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভ্রাতৃহন্তা কঠিন হৃদয় ইন্দ্রকে আমি কত দিনে সংহার করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব এবং

কের আশ্রয় পিতা এবং মনুষ্যগণের আশ্রয় ধর্ম্ম, কিন্তু একমাত্র হরিই সর্ব্বভূতের আশ্রয়॥

গ-পু ১।২২২।৪৭।

কি প্রকারেই বা আমার এক পুত্র উৎপন্ন হইয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি নিরন্তর স্বীয় স্বামী মহর্ষি কশ্যপের সন্তোষ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবচতুরা দিতি সেবা, অনুরাগ, বিনয়, আত্মসংযম, যথেষ্ট ভক্তি, মনোহর বাক্য এবং হাস্যসহকৃত কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা স্বীয় ভর্ত্তার মন হরণ করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ স্ত্রীর এই প্রকার সেবায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া দিতিকে আদর করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, বামোরু! বর বাঞ্ছা কর। হে অনিন্দিতে! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি যাহা অভিলাষ কর, তোমাকে তাহাই দান করিব। দিতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি বর দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি ইন্দ্রের একটী বধকর্ত্তা পুত্র প্রার্থনা করি, তাহার মৃত্যু থাকিবে না; কারণ ইন্দ্র আমার দুই পুত্র নাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পরিতাপ করিয়া কহিলেন, অহো; অদ্য আমার মহৎ অধর্ম্ম উপস্থিত! আমি ইন্দ্রিয়সম্ভোগে নিরত; যোষিৎময়ী মায়া আমার মন হরণ করিয়াছে। অথবা, এই বিষয়ে তাহারই বা দোষ কি? সে আপন স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছে, অতএব আমাকেই ধিক্! আমি স্বার্থবিষয়ে নিতান্ত মূর্খ, ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, "দিব" এই যে বাক্য বলিয়াছি, তাহা না মিথ্যা হয়, অথচ ইন্দ্র না নষ্ট হয়, এক্ষণে ইহাই করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা কশ্যপ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিতিকে কহিলেন, ভদ্রে! যদি তুমি পুংসবন নামক একটী ব্রত যথাবিধানে সংবৎসর কাল ধারণ পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার যে পুত্র জন্মিবে সে ইন্দ্রকে সংহার করিবে। কিন্তু নিয়মের ব্যত্যয় হইলে সে দেবগণের বন্ধু হইবে। মহর্ষি এই কথা বলিয়া সেই ব্রতানুষ্ঠান কালে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তৎসমুদায় উল্লেখ করিলেন। অনন্তর দিতি "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করত কশ্যপের সহবাস করিয়া গর্ভ ধারণ করিলেন এবং সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বার্থদর্শী ইন্দ্র আশ্রমস্থা মাতৃস্বসা দিতির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া স্বয়ং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যহ যথাকালে বন হইতে পুষ্প ও ফলমূলাদি আহরণ এবং মৃত্তিকা ও জলাদি আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রতস্থা দিতির ব্রতচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ করিয়া, যেরূপ কুটিল ব্যাধ মৃগবেশ ধারণ করে, সেইরূপে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বহু কালেও যখন কোন ছিদ্র পাইলেন না, তখন তিনি সাতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। দিতি ব্রতাচরণ করিয়া অতিশয় কৃশা হইয়াছিলেন এবং বিধাতাও তাঁহার বুদ্ধি হরণ করিয়া লইলেন। এই কারণে ভামিনী এক দিন সন্ধ্যাকালে ভোজন করত জলস্পর্শ ও পাদ প্রক্ষালন না করিয়া নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। যোগেশ্বর ইন্দ্র সেই অবকাশ পাইয়া যোগমায়াবলে নিদ্রাভিভূতা দিতির উদরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কণকপ্রভ গর্ভস্থ সন্তানকে বজ্রদ্বারা সাত খণ্ডে কর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। সেই সাতখণ্ড হইতে সাত সন্তান জন্মিল; বালকগণ যতই রোদন করিতে লাগিল, তিনি ততই বলিতে লাগিলেন "ক্রন্দন করিও না"। এই বলিয়া ইন্দ্র সেই সাত সন্তানের প্রত্যেককে আবার সাত সাত খণ্ডে কর্ত্তন করিলেন, তথাপি তাহারা নষ্ট হইল না। তখন মরুদ্গণ ছিন্ন হইয়া অঞ্জলি করত কহিলেন, ইন্দ্র! আমাদিগকে সংহার করিতেছ কেন? আমরা মরুদ্গণ, তোমার ভ্রাতা। ইন্দ্র কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! ক্রন্দন করিও না। তোমাদিগের প্রতি আমার অন্য ভাব নাই। তোমরা আমার পার্ষদ হইবে। তদনন্তর দিতি উত্থান করিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রের পার্শ্বে ঊনপঞ্চাশৎ কুমার অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। এইরূপে দিতির গর্ভ ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াও শ্রীহরির অনুকম্পা হেতু নষ্ট হইল না॥

ভা-পু ৬।১৮অঃ।

দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি দিবঃ স্থলম্।
পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে ॥

যাহারা দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহারা নিজ কর্ম্মদোষে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে ॥ বা-রা ৭।৪৪।২১।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ রাজং
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং নরেন্দ্রাঃ
ক্রোধোপি দেবস্থ বরেণ তুল্যঃ ॥

আর, যে সমস্ত নরপতি ত্রৈলোক্যাধিপতি চক্রধারী জনার্দ্দনের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন,তাঁহারা সকলে তাঁহারই আলয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব দেখ, তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য॥ ঐ ২২।

লাভস্তেষাঞ্জয়স্তেষাং কুতস্তেষাম্পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥

যে ব্যক্তির হৃদয়মন্দিরে ইন্দীবর সদৃশ শ্যামকলেবর জনার্দ্দন বাস করেন, তাহারই লাভ ও তাহারই জয় হইয়া থাকে, কোথাও তাহার পরাজয় হয় না॥ গ-পু ২।৩৫।৪৪।

বিষ্ণুর্ম্মাতা পিতা বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবঃ।
যেষামেবং স্থিরা বুদ্ধির্ন তেষান্দুর্গতির্ভবেৎ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুই মাতা, বিষ্ণুই পিতা, বিষ্ণুই স্বজন ও বিষ্ণুই বান্ধব, যাহাদিগের এবম্প্রকার স্থিরবুদ্ধি আছে, তাহাদিগের কখন দুর্গতি হয় না ॥ গ-পু ২।৩৫।৪৫।

মঙ্গলং ভগবান্বিষ্ণুর্ম্মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ।
মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুই মঙ্গলময়, গরুড়-ধ্বজই মঙ্গল এবং পুণ্ডরীকাক্ষ হরিই মঙ্গলায়তন ॥ ঐ ৪৬।

(ভগবানের বিভূতি বর্ণন)

ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভূষণাস্ত্রস্বরূপবৎ ॥

নিত্যানিত্যস্বরূপ ঈশ্বর বিষ্ণু, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই সমস্ত জগৎ ভূষণ ও অস্ত্রস্বরূপে ধারণ করিতেছেন ॥ বি-পু ১।২২।৬৩।

আত্মানমস্থ জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তভমনি স্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥

ভগবান্ হরি কৌস্তভমণি ধারণ-চ্ছলে এই জগতের আত্মাস্বরূপ নির্ম্মল, নির্গুণ ও নির্লিপ্ত পুরুষকে ধারণ করিতেছেন ॥ ঐ ৬৬।

শ্রীবৎসসংস্থানধরম্ অনন্তে চ সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥

অনন্ত বিষ্ণু প্রকৃতিকে শ্রীবৎস-রূপে ধারণ করেন এবং বুদ্ধি-তত্ত্বও তাঁহাতে গদারূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ঐ ৬৭।

ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতম্॥

সেই ঈশ্বর ভূতাদি, অর্থাৎ তামস অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদি, অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার, এই দ্বিবিধ অহঙ্কারকে শার্ঙ্গরূপে ও শঙ্খরূপে ধারণ করিতেছেন॥ বিপু ১।২২।৬৮।

বলস্বরূপমত্যন্ত-জবেনান্তরিতানিলম্।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্॥

যাহা সকলের সামর্থ্যস্বরূপ এবং যাহা বেগদ্বারা বায়ুকেও অতিক্রম করে, সেই মনোরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে তিনি করকমল দ্বারা সুদর্শন (১) চক্ররূপে ধারণ করিয়া থাকেন॥ ঐ ৬৯।

পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতু-সংঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ॥

গদাধর বিষ্ণুর পঞ্চরূপা, অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরক এই পঞ্চরত্নের সমান বর্ণবিশিষ্ট যে বৈজয়ন্তী মালা, তাহা ভূতহেতু পঞ্চতন্মাত্রের পঙ্‌ক্তি ও মহাভূতপঞ্চকের পঙ্‌ক্তিস্বরূপ (বিবেচনা করিতে হইবে)॥

ঐ ৭০।

(১) সুদর্শন শব্দের অর্থ,—ভগবানের শোভন দর্শন; তাহা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ॥

সেই ভগবান্ জনার্দ্দন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে শররূপে ধারণ করিতেছেন॥

বি-পু ১।২২।৭১।

বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নম্ অচ্যুতোঽত্যন্তনির্ম্মলম্।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানম্ অবিদ্যাকোশসংস্থিতম্॥

ভগবান্ অচ্যুত যে সাতিশয় নির্ম্মল মহা অসি ধারণ করেন, তাহা বিদ্যাময় (তত্ত্বজ্ঞান) স্বরূপ এবং তাহা অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) স্বরূপ চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোশে আবৃত॥ ঐ ৭২।

ইত্থং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ।
ভূতানি চ হৃষীকেশে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় সর্ব্বমেতৎ সমাশ্রিতম্॥

হে মৈত্রেয়! এইরূপে পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, মনঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমুদায় ভগবান্ হৃষিকেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে॥

ঐ ৭৩।

অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জ্জিতঃ।
বিভর্ত্তি মায়ারূপোঽসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ॥

ভগবান্ হরি যদিও নিরাকার, তথাপি তিনি প্রাণীসমূহের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত মায়ারূপী হইয়া

অস্ত্র ও ভূষণাকারে আশ্রিত উক্ত পুরুষ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সকলকে ধারণ করিতেছেন ॥ বি-পু ১।২২।৭৪।

ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদি কল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে ॥

বস্তুতঃ সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাতে নাম, জাতি প্রভৃতির কল্পনা হইতে পারে না। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি সত্তা-মাত্রদ্বারা পরিজ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানাত্মক এবং তিনি আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥
বি-পু ৬।৪।৩৬।

স ব্রহ্ম তৎপরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃসর্ব্বমেবেদংযতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বিষ্ণু, এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহা-রই রূপভেদ মাত্র। মুমুক্ষু যোগী-গণ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগকে এই সংসারে পুনরা-গমন করিতে হয় না ॥ ঐ ৩৭।

প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥

আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কথিত ব্যক্তা-ব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই সেই পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন ॥ ঐ ৩৮।

পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥

সেই পরমাত্মাই সকলের আধার; তিনি বেদে ও বেদান্তে পরমেশ্বর ও বিষ্ণু নামে কীর্ত্তিত হয়েন ॥
বি-পু ৬।৪।৩৯।

হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈর্যত্তু কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিযুজ্যতে।
যচ্চ বাচামবিষয়ে তৎসর্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥

যে সকল বস্তু হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যে সকল বস্তু বাক্যেরও অগোচর, তৎ-সমুদায়ই সেই অব্যয় বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে ॥ ঐ ৪৩।

ব্যক্তংস এব চাব্যক্তং স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥

সেই হরি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপ। তিনি অব্যয় পুরুষ ও পর-মাত্মা। তিনি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ ও বিশ্বরূপধারী (১) ॥ ঐ ৪৪।

(১) এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা সেই পরম পুরুষ ভগবানের মূর্ত্তিবিশেষ। "ইহা তাঁহার বিরাট্‌দেহ নামে অভিহিত এবং ইহা অতি স্থূল বস্তু হই-তেও স্থূলতর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাত্মক ত্রিবিধ কার্য্যই ইহাতে সৎস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে। উহা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব, এই সপ্ত আবরণে আবৃত। বেদবিদ্‌গণ কহেন যে, সেই বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, সহস্রশিরা পরম পুরুষের পদতল, পাতাল; পদের উপরিভাগ, রসাতল; উভয় পদের গুলফদ্বয়, মহাতল; উভয় জঙ্ঘা, তলাতল; উরুদ্বয়ের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ, বিতল ও অতল; জঘনদেশ মহীতল; নাভিদেশ নভস্তল; বক্ষঃস্থল স্বর্গলোক; গ্রীবাদেশ মহর্লোক; বদনপ্রদেশ জনলোক; ললাটদেশ তপোলোক এবং মস্তকসমূহ সত্যলোক। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু দিক্ সকল

স দেবো ভগবান্ সর্ব্বংব্যাপ্য নারায়ণো বিভুঃ।
চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মন্ সগুণো নির্গুণস্তথা॥

হে ব্রহ্মন্! সেই ভগবান্ বিভু নারায়ণ এই অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া চতুর্ব্বিধ আকারে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সগুণ এবং নির্গুণ॥ মা-পু ৪।৪৪।

তাঁহার কর্ণ; শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাচ্ছিদ্র; গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়; প্রদীপ্ত অগ্নি তাঁহার চক্ষুর্গোলক; সূর্য্য তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়; দিবারাত্র তাঁহার চক্ষুর পক্ষদ্বয়; ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূযুগল; জল তাঁহার তালু; রস তাঁহার জিহ্বা; বেদাদি ছন্দাংশ তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র; যম তাঁহার দংষ্ট্রা; স্নেহকলা তাঁহার দন্ত; মায়া তাঁহার হাস্য এবং অপরাপর সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ; মায়াজালরূপিণী লজ্জা তাঁহার ওষ্ঠ; লোভ তাঁহার অধর; ধর্ম্ম তাঁহার সম্মুখভাগ; অধর্ম্ম তাঁহার পশ্চাৎভাগ; প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র; মিত্রাবরুণ তাঁহার বৃষণদ্বয়; সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষি; পর্ব্বত সমূহ তাঁহার অস্থি; নদী সকল তাঁহার নাড়ী; বৃক্ষরাজী তাঁহার লোম; অনন্তবীর্য্য বায়ু তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস; কাল তাঁহার গতি; প্রাণিগণের গুণ বা কর্ম্মপ্রবাহরূপ সংসার তাঁহার লীলা; মেঘাবলী তাঁহার কেশ; সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র; অব্যক্ত প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়; চন্দ্রমা তাঁহার সমস্ত বিকারের আধারভূত মন; বিজ্ঞানশক্তিই তাঁহার মহত্তত্ত্ব; অহংকারাত্মক অন্তঃকরণই সেই সর্ব্বাত্মার অহঙ্কারতত্ত্ব; অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও গবাদি তাঁহার নখ; অন্যান্য যাবতীয় মৃগ ও পশু তাঁহার শ্রোণিদেশ; পক্ষীগণ তাঁহার নামপ্রকাশক বা শব্দপ্রকাশক অদ্ভুত ব্যাকরণ; স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বুদ্ধি; পুরুষ তাঁহার নিবাস; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার ষড়্‌জাদি স্বর; অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ তাঁহার স্মৃতি; ব্রাহ্মণ তাঁহার বদন; ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু; বৈশ্য তাঁহার উরু; শূদ্র তাঁহার চরণ এবং বিবিধ নামক বসু, রুদ্র প্রভৃতি

একামূর্ত্তিরনির্দ্দেশ্যা সদা পশ্যন্তি তাং বুধাঃ।
জ্বালামালোপরুদ্ধাঙ্গী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা।

তাঁহার প্রথমা মূর্ত্তি কিরূপ তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। বুধগণ সর্ব্বদা সেই মূর্ত্তিই দর্শন করেন, তাহা অগ্নিশিখার ন্যায় এবং তাহাই যোগীদিগের পরম নিষ্ঠার আস্পদ॥ মা-পু ৪।৪৫।

দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা।
বাসুদেবাভিধানাসৌ নির্ম্মলত্বেন দৃশ্যতে॥

সেই মূর্ত্তি অন্তিকস্থা অথচ দূরস্থিতা ও তাহাই গুণাতীত বলিয়া পরিজ্ঞাত। তাঁহার নাম বাসুদেব,

দেবগণে পরিবৃত ঘৃত-সাধ্য যজ্ঞ তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। ঈশ্বরদেহের এই অবয়বসংস্থান কীর্ত্তন করিলাম। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এই স্থূলতর দেহেই মনঃসমাধান করিয়া থাকেন। এই স্থূলদেহ ব্যতিরেকে সংসারে আর কোন বস্তুই নাই। মনুষ্য যেরূপ স্বপ্নযোগে বহু দেহ কল্পনা করিয়া তত্তৎ দেহগত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুদায় বিষয় অনুভব করে, সেইরূপ সেই সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর একমাত্র হইলেও অন্তরাত্মারূপে সমুদায় প্রাণীর বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিভাত হইয়া সকল বিষয় অনুভব করেন। অতএব বিষ্ণু ভিন্ন কোথাও কোন পদার্থই নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বত্র বিষ্ণুময় দর্শন করাই মানবগণের পরম পুরুষার্থ। কারণ, এই জগৎকে বিষ্ণু ভিন্ন অন্যরূপে দর্শন করিলেই আত্মার নিপাত হইবে" (ভা-পু ২।১ অঃ।) মুমুক্ষুগণ "আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে বিশ্বরূপ বিষ্ণুর ঐ প্রকার রূপ চিন্তা করেন, এইরূপ চিন্তাদ্বারা সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়। অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উন্নত শিখাদ্বারা সমুদায় তৃণ দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় বিষ্ণুর ঐ বিশ্বরূপ সাধকদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে"॥ বি-পু ৬।৭ অঃ।

নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ মা-পু ৪।৪৬।

রূপবর্ণাদয়স্তস্যা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ।
অস্ত্যেব সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী ॥

বস্তুতঃ তাঁহার রূপ ও বর্ণাদি সত্য পদার্থ নহে, তৎসমুদায় কেবল কল্পনা মাত্র। সেই একরূপিণী মূর্ত্তি নিয়ত শুদ্ধা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ঐ ৪৭।

দ্বিতীয়া পৃথিবীং মূর্দ্ধ্না শেষাখ্যা ধারয়ত্যধঃ।
তামসী সা সমাখ্যাতা তির্য্যক্ত্বং সমুপাশ্রিতা ॥

ভগবানের দ্বিতীয়া মূর্ত্তি ধরণীর নিম্নভাগে অবস্থিতি করতঃ মস্তকোপরি পৃথিবী বহন করিতেছেন, তাঁহার নাম শেষনাগ; কিন্তু তাহা তামসী মূর্ত্তি, এই কারণে তাহা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ঐ ৪৮।

তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥

ভগবানের তৃতীয়া মূর্ত্তি সতত প্রজাপালনে তৎপরা হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সেই মূর্ত্তি সত্ত্ব গুণে উদ্রিক্তা এবং তদ্দ্বারাই জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৪৯।

চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি ॥

ভগবানের চতুর্থ মূর্ত্তি জলমধ্যে পন্নগ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; তিনি রজোগুণান্বিত এবং তিনিই নিয়ত সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন ॥ মা-পু ৪।৫০।

যা তৃতীয়া হরের্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপরা।
সা তু ধর্ম্ম ব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি ॥

ভগবান্ হরির যে তৃতীয়া মূর্ত্তি প্রজাপালনে তৎপরা হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই নিয়ত এই ধরণীতে ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া থাকেন ॥ ঐ ৫১।

প্রোদ্ধৃতানসুরান্ হন্তি ধর্ম্মবিচ্ছিত্তিকারিণঃ।
পাতি দেবান্ সতশ্চান্যান্ ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্ ॥

ঐ তৃতীয়া মূর্ত্তিই সতত ধর্ম্মবিদ্বেষকারী অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণকে রক্ষা করেন ॥ ঐ ৫২।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি জৈমিনে।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ ॥

হে জৈমিনে! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সেই সেই সময়ে তিনি এক একটী মূর্ত্তি ধারণ করেন ॥ ঐ ৫৩।

দেবত্বেথ মনুষ্যত্বে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ সংস্থিতা।
গৃহ্নাতি তৎস্বভাবঞ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥

ভগবান্ বাসুদেব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব অথবা তির্য্যক্‌যোনিত্ব, যখন যে অবতার পরিগ্রহ

করেন, তখন সেই সেই যোনির স্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন(১)॥

-মা-পু ৪।৫৮।

(১) ঈশ্বরের অবতার, (মানবাদি রূপে শরীর পরিগ্রহ দ্বারা মনুষ্যলোকে ঈশ্বরের আবির্ভাব) অসংখ্য, তন্মধ্যে দশটী প্রধান;—১ মৎস্য, ২ কূর্ম্ম, ৩ বরাহ, ৪ নৃসিংহ, ৫ বামন, ৬ পরশুরাম, ৭ রামচন্দ্র, ৮ কৃষ্ণ, ৯ বুদ্ধ এবং ১০ কল্কী। চাক্ষুষনামক মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে পর ভগবান্ হরি মৎস্য নামক অবতার গ্রহণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় আরোপণ করতঃ বৈবস্বত মনু, ইলা এবং ওষধি সকলকে রক্ষা করেন। পূর্ব্বকালে যখন দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম্মরূপ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। এক সময়ে লবণ নামক এক দৈত্য পৃথিবীকে হরণ করিয়া রসাতলে গমন করিলে পর, ভগবান্ হরি ভীষণ দংষ্ট্রাধারিণী বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভূমিতল ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করতঃ স্বীয় ক্রোড়দেশে দৈত্যেন্দ্রকে সংহার করেন এবং দন্তাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উদ্ধার করেন। সেই ভগবান্ হরি সাধুদিগের অভয়ের নিমিত্ত নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় ঊরুদেশে স্থাপন করিয়া উভয় হস্তের নখদ্বারা তৃণবৎ বিদারণ করেন। সেই হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া দাতা বলিরাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি ভিক্ষা করিবার ছলে স্বীয় তিন পাদদ্বারা ত্রিলোক অধিকার করেন। সেই হরি পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতিবার নিঃশেষে বিনাশ করেন। তদনন্তর সেই ভগবান্ রাজা দশরথের পুত্রভাবে রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সমুদ্রবন্ধন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। অনন্তর পৃথিবীর ভার নাশ করিতে অভিলাষী হইয়া রাম কৃষ্ণ-রূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হন। তৎপরে কলিযুগের প্রারম্ভে যজ্ঞের অপাত্র, যজ্ঞকারী ঈশ্বর-দ্বেষী জনগণকে অহিংসাবাদদ্বারা বিমুগ্ধ করণার্থ কীকটদেশে (গয়াপ্রদেশে) অঞ্জনপুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেষে কলির অন্তসময়ে যখন রাজা সকল দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কল্কিরূপ ধারণ করিবেন। (পুরাণে বুদ্ধ এবং কল্কি অবতারকে ভাবি অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধ অবতার এক্ষণে অতীত হইয়াছে) যেমন কোন এক অক্ষয় সরোবর হইতে অসংখ্য জলপ্রবাহ বহির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি একমাত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ মর্ত্তালোকে জন্ম লাভ করিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত প্রকারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করেন। ভাগবত ও অগ্নিপুরাণ।

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ।
রক্ষামিচ্ছং স্তনুর্ধত্তে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি॥

ফলতঃ সেই ঈশ্বর গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধু, বেদ, ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করেন (১)॥ ভা-পু ৮।২৪।৩।

(১) জ্ঞানময় পরমেশ্বর মহতাদিরূপ স্বকীয় মায়াগুণেই মূর্ত্তি ধারণ করেন। বস্তুতঃ তিনি নিরাকার; তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনিই সকলকে দেখিতে পান। যেমন মেঘ দেখিয়া আকাশ এবং পার্থিব পরমাণুর উপলব্ধি করিয়া বায়ু দেখিলাম বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মনুষ্য অজ্ঞানবশতঃ সেই অদৃশ্য পরমেশ্বরকে দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের জন্মকর্ম্ম কিছুই নাই; কিন্তু যেহেতু শরীর ধারণ ব্যতিরেকে বেদপ্রণয়ন, দৈত্যবধ ও ভক্তদর্শন প্রভৃতি কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতে পারে না, এই কারণে তিনি সময়ে সময়ে কার্য্যসাধনোপযোগী শরীর পরিগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহার সেই শরীর জীবশরীরের ন্যায় ভূতনির্ম্মিত নহে। তিনি কেবল স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা শরীর স্বীকার করেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৩৪১ অধ্যায়ে মহর্ষি নারদের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়োগুণৈঃ॥

তিনি বুদ্ধির গুণযোগে বায়ুর ন্যায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূতে

কহিয়াছিলেন, "মায়ৈষা হি ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ," অর্থাৎ হে নারদ! এই যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা মায়াময়, এই মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। অপিচ, ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"। অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা ও নিখিল ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বকীয় মায়াকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্ভূত হই; অর্থাৎ আমি স্বকীয় মায়াপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে অক্ষীণ জ্ঞান, বল ও বীর্য্যাদি শক্তিদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি। যদি বল, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন এই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরশূন্য ব্যক্তির কি প্রকারে জন্ম হওয়া সম্ভব হইতে পারে? তন্নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত শ্লোকেই কহিয়াছিলেন যে, আমি আপন শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ বা জাজ্বল্যমান সত্ত্ব মূর্ত্তিদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে অবতীর্ণ হই। অতএব, তাঁহার শরীর ধর্ম্মজন্য, ভূতনির্ম্মিত কিংবা স্বর্গজন্য নহে। যদি বল, যাহা ভূতনির্ম্মিত নহে, তাহা শরীরই নহে; ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, শাণ্ডিল্য-সূত্রে লিখিত আছে যে, "ভোগের নিমিত্তই ভৌতিক শরীরের নিয়ম, অর্থাৎ ভৌতিক শরীর ব্যতিরেকে ভোগ হইতে পারে না। যাহার ভোগ নাই, তাহার অভৌতিক শরীর স্বীকারে দোষ কি? ইহাতেও যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, যে শরীরে ভোগ হয় না, তাহাও শরীর নহে; একথাও বলিতে পার না। যেহেতু চেষ্টার আশ্রয় ক্রিয়াকেও শরীর বলা যায়। ক্রিয়াগত জাতিবিশেষই চেষ্টা; কিন্তু ক্রিয়ামাত্রকে চেষ্টার আশ্রয় বলা যায় না, যেহেতু মৃতশরীরে ক্রিয়া আছে, কিন্তু তাহাতে কোন চেষ্টা নাই। সাক্ষাৎ প্রযত্নজন্য ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা যায় না; তাহা হইলে ঘটাদিরও চেষ্টাব্যবহার হইতে পারে। যেহেতু সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের প্রযত্ন-সাধ্য, অতএব পরমেশ্বর শরীর ভৌতিক নহে, কিন্তু চেষ্টাবান্"। যদি বল, তিনি কখন জন্ম গ্রহণ করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং"। অর্থাৎ যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি (হানি) হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনি আপন শরীর সৃষ্টি করি। যদি বল, পরমেশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই, তবে কেন তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত? এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের কারুণ্যই কার্য্যপ্রবৃত্তির মুখ্য কারণ। যিনি নিজের কোন ইষ্টসিদ্ধির ইচ্ছা না করিয়া পরদুঃখনিবারণার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ করুণাময়। পরমেশ্বর যে নিজের কোন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অথবা পুণ্যোপার্জ্জনার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা নহে; সুতরাং তাঁহাকেই যথার্থ করুণাময় বলা যায়। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত অন্য প্রয়োজন সাধন করেন, তাঁহাদের প্রতি যে কারুণ্য ব্যবহার হয়, তাহা গৌণমাত্র। এতৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে কহিয়াছেন যে, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। অর্থাৎ আমি স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধুব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ, অসাধুব্যক্তি-দিগের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করি। ইহাতে এমন আশঙ্কা করাও উচিত নহে যে, অসাধু (দুষ্ট) সকলকে নিগ্রহ করাতে ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা প্রকাশ হয়; কারণ, যেমন সন্তানের লালন পালন ও তাড়ন করায় মাতার নির্দ্দয়তা প্রকাশ হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরেরও গুণদোষের নিয়ম কর্ত্তৃতা বিষয়ে নির্দ্দয়তা সম্ভবে না। ফলতঃ ভগবান্ ভূতাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াই মূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণ, তিনি লীলাময় দেহ ধারণ করিয়া যে সমস্ত অলৌকিক গুণ ও ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছেন, তৎসমুদায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা মানবগণ পাপবিহীন হইয়া অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত অধ্যায়ের নবম শ্লোকে কহিয়াছেন যে,

ভ্রমণ করেন ; কিন্তু তজ্জন্য তিনি স্বয়ং

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন"। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম সকল যথার্থ জানিতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে লাভ করেন এবং তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কিন্তু অধুনা কোন কোন ব্যক্তি সেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে সংসয়যুক্ত হইয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সমকালে যে সকল সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানবান্ মহাত্মারা বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মেরই অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন কি না? যদি তিনি পূর্ব্বকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মের অবতার স্বরূপে স্বীকৃত না হইয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমান কালেও তাঁহাকে তদ্রূপে স্বীকার করা যাইতে পারেনা। এই কারণ বশতঃ এক্ষণে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ একটী পৌরাণিক ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া এই স্থলে সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা,—"পূর্ব্বকালে অমিতবিক্রম রাজা যুধিষ্ঠির সার্ব্বভৌম পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে রাজসূয় নামক একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞীয় সভাস্থলে নিমন্ত্রিত নানা দিগ্দেশীয় বহুসংখ্যক মহর্ষিগণ, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ এবং প্রবল প্রতাপশালী মহীপালগণ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সমাপনকালে সেই মহতী সভায় সমাসীন দেবর্ষি নারদ তথায় বিরাজমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সমুদায় রাজগণকে অবলোকন করাতে তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মভবনে ভগবানের অংশাবতরণ বিষয়ে যে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তখন তিনি সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম জানিয়া মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা

নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হন না ; কারণ তাঁহার গুণ নাই॥ ভা-পু ৮।২৪।৫।

করিয়া দেবতাদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা ভূতলে গমনপূর্ব্বক পরস্পর হিংসা করতঃ পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থ স্বয়ং যদুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ অন্ধকবৃষ্ণিবংশমধ্যে নক্ষত্রমধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান স্বয়ম্ভু পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়দিগের সংহার করিবেন। যাঁহার উদ্দেশে লোক সকল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত! রাজাদিগের যথাযোগ্য সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং সুহৃৎ এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ পাইবার পাত্র। ইঁহারা অর্ঘ পাইবার মানসে বহুদিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব ইঁহাদিগের নিমিত্ত এক একটী অর্ঘ আনয়ন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কাহাকে প্রথম অর্ঘদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন? ভীষ্ম আপনার বিবেচনায় কৃষ্ণকে অর্ঘার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, যেমন জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, সেইরূপ এই সকল লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমবিষয়ে একমাত্র কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসমাগমে লোকের মন প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকেই অগ্রে অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্মের আদেশে কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করিলেন এবং কৃষ্ণও বিধি অনুসারে সেই অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিলেন। তদ্দর্শনে

অজ্ঞানিনঃ সুরবরে সমধিক্ষিপন্তো
যং পাপিনোঽপি শিশুপালসুযোধনাদ্যাঃ।
মুক্তিংগতা স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ
কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাং॥

যে সকল লোক অজ্ঞানী, তাহারাই সেই সুরেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করিয়া

মহাবল পরাক্রান্ত রাজা শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

শিশুপাল কহিলেন, হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোনক্রমেই পূজার্হ নহে। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের পূজা করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক, সুতরাং তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই; ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; আর এই ভীষ্ম নিতান্ত অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে ভীষ্ম! তোমার তুল্য প্রিয়চিকীর্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধুসমাজে অতিশয় অবমানিত হইয়া থাকে। যে কৃষ্ণ কখন রাজা নয়, তাহাকে তোমরা কি বুঝিয়া অর্ঘ প্রদান করিলে এবং সেই বা কি সাহসে সমুদায় রাজগণের মধ্যে পূজা গ্রহণ করিল। যদি কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বৃদ্ধতম বসুদেব এখানে বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার পুত্র কিরূপে পূজার্হ হইল? হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সতত তোমার অনুবর্ত্তী ও প্রিয়ার্থী বটে, কিন্তু দ্রুপদ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণের পূজা করা উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও দ্রোণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল? অথবা যদি কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার অনুচিত হইয়াছে। স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম ভীষ্ম, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা এখানে বিদ্যমান থাকিতে কৃষ্ণকে কি বুঝিয়া অর্ঘ প্রদান করিলে? বাসুদেব ঋত্বিক্ নহে, আচার্য্য নহে এবং রাজাও নহে; তুমি কেবল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়াই উহাকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি উহাকেই অর্ঘ প্রদান করিবার মানস করিয়াছিলে, তবে কেন এই সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিলে? আমরাও রাজা যুধিষ্ঠিরের ভয়, সান্ত্বনা, অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্যে দীক্ষিত বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না। এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের অপমানের বিষয় আর কি আছে? কুন্তিপুত্রেরা ভীত, নীচস্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! উহারা যেন নীচতাপ্রযুক্তই তোমাকে পূজা প্রদান করিল, কিন্তু তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে? যেমন কুক্কুর ঘৃতের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া স্পর্দ্ধাযুক্ত হয়, সেইরূপ তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহুমান করিতেছ। ওহে কৃষ্ণ! ইহাতে কি রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই? শিশুপাল এই কথা বলিয়া সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহীপালগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অবিলম্বে শিশুপালের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহীপাল! তুমি যাহা কহিলে তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য নহে, উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত ও নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে তুমি তাহা জান না, ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে তুমি কখনই ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ, যে সকল রাজা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়, অতএব এ বিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত।

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অকর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় সমরে ক্ষত্রিয়ান্তরকে পরাজয় ও আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই পরাজিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী নৃপসভায় এক জনও দৃষ্ট হন না, যাঁহাকে কৃষ্ণ স্বকীয় তেজোবলে পরাভব করেন নাই। অচ্যুত কেবল যে আমাদিগের অর্চ্চনীয়, এমত নহেন; তিনি ত্রিলোকীর পূজনীয়, তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত

থাকে, কিন্তু তথাপি ভগবান্ তাঁহা- দিগকে মুক্ত করেন। দেখ, পাপাত্মা

রহিয়াছে; এই নিমিত্ত অন্যান্য বরিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায়। আমি বহুসংখ্যক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধুপুরুষের সহবাস করিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষপ্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। তিনি জন্মাবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। আমরা কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি, নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধে উপকার প্রত্যাশায় তাঁহার সৎকার করি নাই। গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি, বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি এবং শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই সৎকারার্হ হয়েন। কিন্তু কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুইটী কারণ আছে: তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিক বলশালী। মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ ও বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হয় না। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলীই তাঁহাতে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত তিনি অর্চ্চিত হইয়াছেন। তিনিই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্তপ্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা ও সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়। বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, পর্ব্বতসমূহের সুমেরু এবং বিহঙ্গজাতির গরুড় মুখস্বরূপ হয়, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধঃপ্রদেশে জগতের যাবতীগতি নিরূপিত রহিয়াছে, ভগবান্ কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এইরূপ কহিতেছেন। বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার সৎকারবিষয়ে অনাদর করেন? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন। * * * তখন চেদিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার মানসে তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষাবিষ্ট ও যুদ্ধার্থ সমুদ্যত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুক্কুর কখন সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্ব্বেই ইহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুক্কুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণি-সিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজমণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যতক্ষণ জাগরিত না হন, ততক্ষণ চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। শিশুপাল অচেতন হইয়া রাজাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার কামনা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রমাপতি চতুর্ব্বিধ জীবের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা।

ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিশুপাল তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্যে কহিলেন। হে ভীষ্ম! যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাদ্ভাগে একখানি ক্ষুদ্র

শিশুপাল ও দুর্যোধন প্রভৃতিও যখন সেই ভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ

নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুগামী হয়, তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাত প্রভৃতি ক্রিয়া সকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভাদি বিনাশ করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকটাদি পাদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বল্মীকপিণ্ড তুল্য যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরাই তাহাতে কেবল বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়াই জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া কেশবের বহুতর প্রশংসা করতঃ তাহার মহিমার উল্লেখ করিতেছ। তোমার বাক্যে কি গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারীকে পূজা করিতে হইবে? * * * কিন্তু আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ এবং ইহারাও সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের এবম্প্রকার বহুবিধ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। তিনি ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন; তিনি বিবিধ মধুর বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপ শান্তি হইল। তখন শিশুপাল ভীমসেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করতঃ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীষ্ম! ইহাকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা নয়নগোচর করুন। * * * তখন ভীষ্ম সেই সভামধ্যে শিশুপালের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, পূর্ব্বে বাসুদেব তাঁহার পিতৃস্বসা শিশুপালজননীর প্রার্থনায় এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, 'পিতৃস্বসঃ! আমি আপনার পুত্র শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ ক্ষমা করিব'। অনন্তর ভীষ্ম ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাপাত্মা শিশুপাল গোবিন্দের বরপ্রদানে দর্পিত হইয়াই তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। শিশুপাল যে বুদ্ধিতে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এই অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক অদ্য আমার যেরূপ অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ ব্যক্তি তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, যাহারপ্রভাবে সে দুর্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অবিলম্বেই সেই নিজতেজঃ প্রত্যাহরণ করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য অসহ্য বোধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি বন্দীর ন্যায় নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল ভূপালগণের স্তুতিবাদ কর। ইহাঁদিগের মধ্যে এক এক জন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। * * * হে অধার্ম্মিক ভীষ্ম! তোমার বাক্য যেমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তোমার জীবনও সেই প্রকার এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলে অনায়াসে তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার তুল্য নিন্দিতকর্ম্মা জগতে আর কেহই নাই।

ভীষ্ম শিশুপালের এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ, আমার জীবন এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন, কিন্তু আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না। ভীষ্ম এই কথা কহিলে ভূপতিগণ রোষাবিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন,

করিয়াছে, তখন যাহারা জ্ঞানী ও

কেহবা তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধনুর্দ্ধর কহিলেন, এই দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর, অথবা প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ কর।

মতিমান্ ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর, বা অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মৃত্যুবাঞ্ছা হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বানকারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে। প্রভূত বিক্রমশালী চেদিরাজ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্র বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর, আইস অদ্যই তোমাকে পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণসমক্ষে মৃদু স্বরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিলেন,হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সর্ব্বদা অনপকারী সাত্বতগণের অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্রীয় হইয়াও আমার অনুপস্থিতকালে সুযোগ পাইয়া দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বদ্ধ করিয়া স্বনগরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান-সময়ে বিঘ্নোৎপাদন করণার্থ সুরক্ষিত পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই পাপাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা বভ্রুপত্নীকে এবং স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি শুদ্ধ পিতৃস্বসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার

পরম ভক্তিভাজন, তাহারা যে সেই

দুষ্কর্ম্ম সকল এতকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া আসিতেছি। এই দুরাত্মা অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদায় রাজগণ সন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপাশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল,তাহা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোন ক্রমেই ইহার অপরাধ আর সহ্য করিব না। * * * শিশুপাল বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় না কর; তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও আমার কোন লাভ নাই।

ভগবান্ মধুসূদন দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। চক্র স্মরণমাত্রেই তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহীপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া এতাবৎকালপর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার শত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব। এই কথা বলিয়া মহাত্মা মধুসূদন ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা চেদিরাজের মস্তক চ্ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে গগণচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় মহা তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত কৃষ্ণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে অনেকানেক ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙ্নিষ্পত্তি

মুক্তিদাতাকে স্মরণ করিবামাত্র সর্ব্ব

করিতে পারিলেন না। কোন কোন রাজা নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন"। (ম-ভা সভাপর্ব্ব)

অপিচ, উক্ত ঘটনার কিয়দ্দিনান্তরে মহর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসঙ্গক্রমে কহিয়াছিলেন যে, "পাত্রং তত্রনিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ। হরিরেবৈক উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্॥ দেবর্ষ্যর্হৎ সুবৈসৎ সু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু। রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃপাত্রতয়াচ্যুতঃ॥" অর্থাৎ যাঁহারা পাত্র অবগত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা চরাচররূপী হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজন্! এই কারণে তোমার রাজসূয় যজ্ঞে সমুদায় দেবগণ, ঋষিগণ এবং তপোযোগাদি দ্বারা সিদ্ধ (সনৎকুমার প্রভৃতি) ব্রহ্মনন্দনগণ উপস্থিত থাকিতেও একমাত্র হরিই প্রথমপূজার সর্ব্বসম্মত পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। (ভা-পু ৭।১৪।২৮-২৯।) ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার অসংখ্য পরমাদ্ভুত কর্ম্ম সকল পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আর, পরব্রহ্মই যে সেই কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের সমকালীন গ্রন্থকারেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশে ১১শ অধ্যায়ে ২য় শ্লোকে মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, "যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি"। অর্থাৎ যে যদুবংশে পরব্রহ্ম নরাকৃতি বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনুষ্যগণ সেই যদুবংশ শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। অপিচ, ভগবান্ শিব কহিয়াছিলেন যে, "সর্ব্বেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্থাৎ জগতের সকলেই কেহ অংশ, কেহ বা অংশের অংশ; কিন্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম বিভু। (ব্র-বৈ-পু ৪।১১৭।১২) অতএব বাসুদেবই সর্ব্বকারণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। আর, যেমন ব্রহ্মরূপী বাসুদেবে ভক্তি দ্বারা

পাপ হইতে বিধূত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি?॥ গ-পু ১।২১৯।৩৭।

যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিস্তু তাবতী।
এতাবানেব কৃষ্ণস্য প্রভাবঃ পরিমীয়তে॥

মনুষ্যগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এইরূপেই সেই ভগবানের প্রভাব জানিতে পারা যায়॥ ঐ ১।২২২।৫৪।

বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃস্মরন্।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিংপুনস্তৎপরায়ণঃ॥

যখন দমঘোষতনয় শিশুপাল গোবিন্দকে নিরন্তর বিদ্বেষভাবে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, তখন যাহারা তৎপরায়ণ, তাহারা যে সেই ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই (১)॥ ঐ ৫৫।

মুক্তিফল প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র প্রভৃতিতে ভক্তি করিলেও মুক্তিফল লাভ হইতে পারে। যেহেতু বাসুদেবের ন্যায় বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিও ব্রহ্মস্বরূপ। ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি", অর্থাৎ আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা শঙ্করও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(১) যখন শিশুপাল শ্রীহরির সহিত বৈরভাব বশতঃ ভোজন, শয়ন ও উপবেশনকালে গতি, বিলাস ও

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

স্বয়ং হরি বলিয়াছেন, যদি অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও অন্য কাহাকেও ভজনা না করিয়া কেবল আমাকেই ভজনা করে,তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিবে এবং সেই ব্যক্তিই সম্যক্ প্রকারে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাচরণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে॥

গ-পু ১।২১৯।২৮।

সত্ত্বংরজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃপরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ॥

দেখ, একমাত্র পরম পুরুষই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয় সহযোগে ক্রমান্বয়ে হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিন নাম ধারণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্বগুণময় হরি হইতেই মনুষ্যের শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে॥ ভা-পু ১।২।২৩।

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥

যদ্রূপ জড় ও প্রকাশরহিত পার্থিব কাষ্ঠ হইতে প্রথমতঃ চলৎ-শক্তি-সম্পন্ন ধূম নির্গত হয়, পশ্চাৎ সেই ধূম হইতে বেদোক্ত কর্ম্ম সাধনোপযোগী উৎকৃষ্টতর অগ্নি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তমোগুণ হইতে রজোগুণ এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ কেবল সত্ত্বগুণ হইতেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে॥

ভা-পু ১।২।২৪।

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥

যেমন একমাত্র বহ্নি স্বীয় উৎপত্তির স্থানভূত যাবতীয় কাষ্ঠেই নিহিত থাকিয়া প্রকাশ কালে নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বিশ্বাত্মা ভগবান্ একাকীই নানাভূত আশ্রয় করিয়া নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন॥ ঐ ৩২।

অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্ক্তে ভূতেষু তদ্গুণান্॥

সেই ভগবান্ হরি সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন, এই সমস্ত স্বকীয় গুণময় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে সমাশ্রয় করিয়া

বিলোকনাদি যোগে সর্ব্বদা তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তদীয় গতি লাভ করিয়াছিলেন, তখন যাঁহাদিগের চিত্ত তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

ইচ্ছাক্রমে উপযুক্ত বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি নিজ নির্ম্মিত মায়ার ভোগ নিজেই করিয়া থাকেন ॥ ভা-পু ১।২।৩৩।

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু॥

সেই সত্ত্বগুণময় লোকভাবন ভগবান্ লীলাক্রমে দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসমূহ পালন করেন ॥ ঐ ৩৪।

দুর্জ্ঞেয়ং তস্য চরিতং কার্য্যং হৃদয় মেবচ।
বদ্ধাস্তন্মায়য়া সর্ব্বে মোহিতাশ্চ দুরন্তয়া॥

সেই ভগবানের চরিত, কার্য্য ও হৃদয় অতীব দুর্জ্ঞেয়; কারণ, জনসমূহ তাঁহার দূরতিক্রমণীয়া বিশ্ববিমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৫।৩।

মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো যদ্ভয়াদ্ধ্যায়তেচ যং।
ষড়্‌গুণৈর্গুণরাগৈশ্চ বৈরাগী বিরতঃসদা॥
যদ্ভয়েন দহত্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতীন্দ্রশ্চ মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু॥
যদ্ভয়েন যমঃ শাস্তা পাপিনাং ধর্ম্ম এব চ।
ধত্তেচ ধরণী লোকান্ যদ্ভয়েন চরাচরান্॥
সূয়তে প্রকৃতিঃসৃষ্টৌ যদ্ভয়াম্মহদাদিকং।
দুর্জ্ঞেয়ং তদভিপ্রায়ং কোবা জানাতি পুত্রক॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ষড়্‌গুণযুক্ত ও সংসার-বিরত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ সানুরাগে সভয়ে সর্ব্বদা যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে অগ্নিদেব প্রয়োজনানুসারে বস্তু সকল দাহ করিতেছেন, সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতেছেন, ইন্দ্রদেব বারি বর্ষণ করিতেছেন, মৃত্যু সর্ব্বভুতে সঞ্চরণ করিতেছেন, ধর্ম্মরাজ পাপিগণের দণ্ডবিধান করিতেছেন, ধরণী সচরাচর সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন এবং যাঁহার ভয়ে প্রকৃতিদেবীও সৃষ্টিকালে মহত্তত্ত্বাদি প্রসব করিয়া থাকেন, সেই সনাতন হরির অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, কেহই তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৫৫।১০-১৩।

চতুর্ম্মুখো বা যদি কোটিবক্ত্রো
ভবেন্নরঃ কোপি বিশুদ্ধচেতাঃ।
স বৈগুণানামযুতৈকদেশং
বদেন্ন বা দেববরস্য বিষ্ণোঃ॥

কোন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চতুরানন অথবা কোটিবদন হইলেও সেই অনন্তগুণের আধারভূত দেববর হরির গুণবর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না ॥ গ-পু ১।২২০।১১।

ব্যাসাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তবন্তো মধুসূদনং।
মতিক্ষয়ান্নিবর্ত্তন্তে ন গোবিন্দগুণক্ষয়াৎ॥

বেদব্যাসাদি মুনিগণ মধুসূদনের স্তব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্তব করিতে করিতে বুদ্ধি ক্ষয়

হইলেই নিবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই ॥ গ-পু ১।২২০।১২।

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমে র্গণয়েৎকথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥

যিনি অনন্তের অনন্ত গুণ সকল গণনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি (১)। যদি কোন মহাত্মা অনেক কালে কোনও প্রকারে পৃথিবীর ধূলিকণা সংখ্যা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও তিনি কখনই সেই অখিল শক্তির আধার ভগবানের গুণকর্ম্ম গণনা করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ভা-পু ১১।৪।২।

পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো
যঃপার্থিবানি বিমমে সরজাংসি মর্ত্ত্যং।
কিংজায়মান উতজাত উপেতি মর্ত্ত্য
ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য॥

যে মনুষ্য সেই বিশালবীর্য্য ভগবানের সমুদায় মহিমা বর্ণন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি পৃথিবীর সমুদায় ধূলিকণাও গণনা করিতে পারেন। মন্ত্রদর্শী (বশিষ্ঠ) ঋষি কহিয়াছেন, এরূপ কোন ব্যক্তি কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বা করিবেন, যিনি পূর্ণ পুরুষের মহিমার পার গমন করিতে সমর্থ হন? ॥

ভা-পু ৮।২৩।১৫।

(ভগবান্ বিষ্ণুর বহুসংখ্যক নামের মধ্যে একাদশ নামের অর্থ কথন)

রামনারায়ণানন্তমুকুন্দমধুসূদন।
কৃষ্ণকেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥
ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদিতি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে॥

রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারি, হরি, বৈকুণ্ঠ ও বামন, ভগবানের এই একাদশ নাম স্বয়ং পাঠ বা অন্যের মুখে শ্রবণ করিলে মানব কোটি সহস্র জন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।১৮-১৯।

রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

"রা" শব্দের অর্থ বিশ্ব এবং "ম" শব্দের অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি বিশ্বের অধীশ্বর, তিনিই রাম নামে কীর্ত্তিত হয়েন ॥ ঐ ২০।

রাশ্চেতি লক্ষীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

অথবা "রা" শব্দার্থে লক্ষ্মী এবং "ম" শব্দার্থ পতি বুঝায়; সুতরাং

(১) অর্থাৎ তাঁহার বালকের ন্যায় বুদ্ধি, অথবা যিনি অল্পবুদ্ধি বা মন্দবুদ্ধি।

তিনি লক্ষ্মীপতি বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাম নামে কীর্ত্তন করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।২২।

সারূপ্যমুক্তিবচনো নারেতিচ বিদুর্ব্বুধাঃ।
যো দেবোঽপ্যয়নং তস্য সচ নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

"নারা" শব্দার্থে সারূপ্য মুক্তি বুঝায়; যিনি সেই সারূপ্য মুক্তির অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, বুধগণ তাঁহাকেই নারায়ণ কহেন ॥ ঐ ২৪।

নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতং।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥

অথবা "নার" শব্দের অর্থ পবিত্র (নির্ম্মল) মোক্ষ এবং "অয়ন" শব্দের অর্থ বাঞ্ছিত জ্ঞান; অতএব যাঁহা হইতে সুনির্ম্মল মোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তিনিই প্রভু নারায়ণ ॥

ঐ ২৭।

নান্ত্যন্তো যস্য বেদেষু পুরাণেষু চতুঃষু চ।
শাস্ত্রেষন্যেষু যোগেষু তেনানন্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্ব্বেদ, যোগ-শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রমধ্যে কেহই সেই পরম পুরুষের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত সুধীগণ তাঁহাকে অনন্ত নামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ঐ ২৮।

স্বর্গমব্যয়মাত্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকং।
তদ্দদাতিচ যো দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

"মুকু" শব্দের অর্থ অক্ষয় স্বর্গ, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি; যেহেতু ভগবান্ সেই নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মুকুন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।২৯।

সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদভিন্নার্থমীপ্সিতং॥

মধু শব্দে মধু নামক দৈত্য বুঝায়; ভগবান্ সেই মধুদৈত্যকে সূদন অর্থাৎ সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধুগণ তাঁহাকে মধুসূদন নামে উল্লেখ করেন; কিন্তু এইরূপ অর্থ বেদসম্মত নহে। বেদ উহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন ॥ ঐ ৩১।

মধু ক্লীবেচ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব দাতৃত্বাৎ মধুসূদনঃ॥

মধু শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলে তাহার অর্থ মধুজাত মদ্য এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বুঝায়; যেহেতু ভগবান্ ভক্তগণকে শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ঐ ৩২।

পরিণামাশুভংকর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি দূষণং যোহি স এব মধুসূদনঃ॥

অথবা মধু-শব্দে ভ্রান্তবুদ্ধি মানব-গণের আপাতমধুর কিন্তু পরিণাম-

বিরস অশুভকর্ম্ম বুঝায়, যিনি সেই মধু অর্থাৎ ভ্রান্তগণের আপাতমধুর অশুভ কর্ম্মের নাশ করেন, তিনিই মধুসূদন ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।৩৩।

কৃষিরুৎকৃষ্টবচনো ণশ্চ সদ্ভক্তিবাচকঃ।
অশ্চাপিদাতৃবচনঃ কৃষ্ণংতেন বিদুর্বুধাঃ॥

"কৃষি" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু, "ণ" অর্থাৎ সদ্ভক্তি এবং "অ" অর্থাৎ দাতা; অতএব যিনি উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি দাতা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই কৃষ্ণ নামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ঐ ৩৪।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতে পাপে কৃষিক্লেশেচ বর্ত্ততে।
ভক্তানাং ণশ্চ নির্ব্বাণে তেন কৃষ্ণঃপ্রকীর্ত্তিতঃ॥

অথবা "কৃষি" শব্দের অর্থ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ, যাহা মানবগণের ক্লেশদায়ক হয় এবং "ণ" শব্দের অর্থ ভক্তগণের নির্ব্বাণমুক্তি; অতএব যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরূপ ক্লেশের শান্তিবিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ নামে কীর্ত্তিত হয়েন ॥

ঐ ৩৬।

কে জলে সর্ব্বদেহীতি শয়নংযস্য চাত্মনঃ।
বদন্তিবৈদিকাঃ সর্ব্বে তংদেবং কেশবং পরং॥

একার্ণব কালে ভগবানের সর্ব্ব-শরীর "কে" অর্থাৎ জলে ভাসমান হইয়া শয়ন অর্থাৎ সুখভোগ করে, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরম দেব কেশব নামে নির্দ্দেশ করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।৪৫।

কংসশ্চ পতিতে বিঘ্নেরোগে শোকেচ দানবে।
তেষামরিনির্বর্ত্তা যঃস কংসারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

"কংস" শব্দের অর্থ বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানব; যেহেতু সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানবের দলন হয়, এই নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের "অরি" অর্থাৎ শত্রু হয়েন; সুতরাং তিনি কংসারি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ঐ ৪৬।

রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পাতকানাঞ্চ হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সেই ভগবান্ রুদ্ররূপে নিয়ত এই বিশ্বের সংহার এবং ভক্তগণের পাপরাশি হরণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি হরি নামে অভিহিত হয়েন ॥ ঐ ৪৭।

কুণ্ঠং জড়ঞ্চ বিশ্বৌঘং বিশিষ্টঞ্চ করোতি যা।
বিকুণ্ঠাং প্রকৃতিং বেদাশ্চত্বারশ্চ বদন্তি তাং॥
গুণাশ্রয়েন ভগবাংস্তস্যাং জাতঃ স্বস্টয়ে।
পরিপূর্ণতমং তেন বৈকুণ্ঠঞ্চ বিদুর্বুধাঃ॥

সমুদায় জগৎ কুণ্ঠ অর্থাৎ জড় পদার্থ; যিনি সেই জড় জগৎকে প্রাণবিশিষ্ট করিতেছেন, চারিবেদে তাঁহাকে বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলিয়া

উল্লেখ করেন। ভগবান্ স্বীয় সৃষ্টি বিস্তার করণার্থ গুণত্রয়ের আশ্রয়ে সেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত বুধগণ সেই পূর্ণতম প্রভুকে বৈকুণ্ঠ নামে নির্দ্দেশ করেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।১১১।৪৮—৪৯।

বামো বিপত্তৌ ন ছেদে সাক্ষাদ্দেবেষু বর্ত্ততে।
সুরাণাং বিপদাং ছেত্তা বামনস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

"বাম" শব্দের অর্থ বিপত্তি এবং "ন" শব্দের অর্থ ছেদন। সেই ভগবান্ দেবগণের বিপত্তি ছেদন, অর্থাৎ নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে বামন নামে নির্দ্দেশ করা হয় ॥ ঐ ২৯।

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভবং ॥

অতএব, হে ভারত! সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরের (যে বহুবিধ নাম ও স্বরূপ জগতে প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে তাঁহার) হরি নামটীই সর্ব্বজীবের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের উপযোগী হয়, কারণ ঐ হরিনামটী মোক্ষার্থী মানবগণের মুক্তির উপায় স্বরূপ (১) ॥

ভা-পু ২।১।৫।

(শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা হরিগুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়)

সদা চিত্তং সমাসক্তং জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে।
যদি নারায়ণেপ্যেবং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

দেখ, জীবগণের চিত্ত সর্ব্বদা কেবল

---

(১) ঈশ্বর কার্য্যভেদে এই জগতে বহুরূপে ও বহুগুণে কল্পিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের কল্পনাভেদে যে সকল [illegible] জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই কেবল ঐশ্বরিকগুণ ও ক্রিয়াদি কল্পনা করতঃ প্রতিমূর্ত্তিতে সজ্জিত রাখিয়া পূজা করণের তাৎপর্য্য কেবল সাধকদিগের ধারণার উন্নতির নিমিত্ত মাত্র। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সাধনমতে ঈশ্বর সাধনার ধন হইয়া জগতে নানারূপে অর্চ্চিত হইতেছেন। শাক্তগণ ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনার্থ দুর্গা, কালী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া হৃদয়ে উদিত করিতেছেন। এইরূপে শৈবগণের শিবলিঙ্গমূর্ত্তি এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণ ও গোপলাদি মূর্ত্তি সাধকদিগের ধারণার ধন হইয়াছে। প্রত্যেক সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তি কল্পনার ভাব বোধ হয় অত্যল্প লোকেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটী নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এই স্থলে দুই একটী মূর্ত্তির কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা হইতেছে। মনে কর, উপাসক ব্যক্তি যদি শাক্ত হন, তাহা হইলে তিনি দুর্গামূর্ত্তি ভাবনা করিলেই তাঁহার দশভুজা মূর্ত্তি ভাবনা করিবেন। "দুর্গা" এই নামটী উচ্চারণ করিলেই দশভুজা, গৌরাঙ্গী, ত্রিনয়না, সিংহাসুরাসনা ও অস্ত্রাদিহস্তা একটী প্রকৃতি মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ দুর্গামূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়াশক্তির রূপান্তরমাত্র। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টিকল্পনা করিয়া আপনার চৈতন্য ঐ মায়াশক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন। মায়া চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া মায়া স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। মায়া কর্ত্তৃক জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের দশ দিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন ও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই মায়ার ভাব প্রদর্শন করণার্থ দুর্গা নাম্নী মূর্ত্তি জগতে প্রকাশ। দুর্গার দশ হস্ত দশ দিক্; দশ হস্তোচিত অস্ত্র শস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণ স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়; ত্রিনয়ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; [illegible]

বিষয়ভোগেই অনুরক্ত থাকে, কিন্তু

রিপু, সিংহ জ্ঞান এবং সর্প চৈতন্য স্বরূপ। ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপে বিরাজিত আছে, তাহা এই দুর্গামূর্ত্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়; দুর্গাপূজার মন্ত্রসকলও সাধকের সাধনার উপদেশ মাত্র। বস্তুতঃ যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপা সমানাকারা প্রকৃতি প্রভূত প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পরিত্যাগ করেন। আত্মা প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া আচার্য্যাদির উপদেশ বাক্যে কামকর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভক্তি লাভ করেন। কারণ, পুরাণে প্রকাশ আছে যে, "মায়া দদাতি তাং ভক্তিং প্রতিজন্মনিসেবিতা। পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী ভক্তায় বুদ্ধিদায়িনী"। অর্থাৎ যে মনুষ্য ভক্তিযোগে পরমাপ্রকৃতিরূপা জগদ্ধাত্রী বুদ্ধিদায়িনী মহামায়ার আরাধনা করে, তাহার প্রতি তিনি প্রসন্না হইয়া সুদুর্ল্লভা হরিভক্তি প্রদান করেন (ব্র-বৈ-পু ৩।২৪।৩৭)। অধুনা কালমাহাত্ম্যে যে তামসিক ভাবে সেই প্রকৃতির দুর্গামূর্ত্তি সকল অর্চ্চিত হয়েন, তাহার অন্তরে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মভাব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

অপিচ,স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব এক সময়ে ভগবতী পার্ব্বতীর জিজ্ঞাসা মতে কালীমূর্ত্তির কল্পনা বিষয়ে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—"হে প্রিয়ে! পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে। শ্বেত, পীতাদি বর্ণ সকল যেমনকৃষ্ণ বর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতই (কালশক্তি) কালীতে প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত যোগীগণের হিতকারিণী সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তিনি নিত্যা কালরূপা অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন অমৃতপ্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিত্যস্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই হেতু তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। তিনি যাবতীয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদণ্ড দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্বপ্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি রক্তকমলাসনস্থিতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপা সর্ব্বজনের সাক্ষীস্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরাপান করিয়া ক্রীড়াকারী কালকর্ত্তৃক সমুদ্ভূত এই জগৎকে দর্শন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে"।

ম-নি-ত ১৩।৪-১৩।

তাহাদিগের চিত্ত যদি নারায়ণে সেইরূপ অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে

উক্তরূপ নিয়মে বৈষ্ণবদিগেরও কল্পিত শ্রীহরিমূর্ত্তি ও নাম মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত, যেহেতু হরি শব্দের অর্থ মায়াবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করণ এবং হরিগুণ কেবল শান্তির স্থান। যখন হরিই এই বিশ্বের মূল, তখন হরিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহার আংশিক কল্পনা নহে। যে সকল শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পিতৃ ও লোকপালদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণময় শ্রীহরির আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহারা কাহারও দ্বেষ করেন না। আর, যাঁহারা নিজে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী, তাঁহারাই নারায়ণের কলাংশসম্ভূত রজস্তমোপ্রকৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগকে শ্রী, ঐশ্বর্য্য এবং সন্তান লাভের নিমিত্ত উপাসনা করিয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্ম, এই সকলেরই তাৎপর্য্য একমাত্র বাসুদেব। বাসুদেব ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভগবান্ নিজে নির্গুণ হইয়াও কার্য্যকারণাত্মিকা আপনার গুণময়ী মায়াদ্বারাই সচরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপে জগতের বাহ্যাভ্যন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব ভগবানের সেই মায়াজালে আবদ্ধ মানবগণ যদি মনোমধ্যে হরিনামটী স্মরণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকে এবং ঈশ্বরের নাম ও গুণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলেও কর্ণ কলুষিত শব্দ শ্রবণে বিরত হয় এবং সংসারবাসনাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। অতএব মানব সংসারে থাকিয়া যেমন

কোন্ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারে ? ॥

গ-পু ১।২২২।৩৭।

বিষ্ণুভক্তির্যস্য চিত্তে কং বা জীবো নমেৎ সদা।
স তারয়তি চাত্মানং তথৈব তুরিতার্ণবাৎ ॥

যাঁহার চিত্তে বিষ্ণুভক্তি বিদ্যমান থাকে, অথবা যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, তিনি এই পাপময় সংসাররূপ মহাসমুদ্র হইতে আত্মাকে অনায়াসে পরিত্রাণ করিতে পারেন ॥ ঐ ৩৮।

তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ।
তৎকর্ম্ম যত্তদর্থায় কিমন্যৈর্ব্বহুভাষিতৈঃ ॥

কারণ, যে জ্ঞান ভগবান্ হরিকে বিষয় করে, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং যে কথাতে হরি-কথার প্রসঙ্গ থাকে, তাহাই সৎকথা, অর্থাৎ কেবল হরি-কথাতেই মনুষ্যের কার্য্য সাধন হইতে পারে। ফলতঃ অন্য বহু বাক্যে কি প্রয়োজন আছে, শ্রীহরির প্রীত্যর্থ যে কর্ম্ম, তাহাই সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ॥ ঐ ৩৯।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥

দেখ, ভগবান্ বাসুদেবে মনুষ্যের যে ভক্তি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে তাহার বৈরাগ্য ও জ্ঞান উভয়ই উৎপাদন করে ॥

ভা-পু ৪।২৯।৩৪।

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুত কথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদাস্যাদধীয়তঃ ॥

হে রাজর্ষে! ঐ ভক্তি কেবল ভগবৎ কথা আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে; অতএব যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য হরি-কথা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার চিত্তে অত্যল্পদিনের মধ্যেই ভক্তির আবির্ভাব হয়(১) ॥ ঐ ৩৫।

শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপযুক্ত পুণ্যজনক সেই হরিকথা যাঁহারা শ্রবণ করেন, সাধুব্যক্তির সখা হরি তাঁহা-

মনে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারিলেই তাহার দুর্লভ মানবজন্মের কর্ত্তব্য সাধন হইল ॥

(১) ভক্তি, অর্থাৎ একান্ত অনুরাগ ভিন্ন কোন কার্য্যেই শ্রেয়োলাভ হয় না। ঈশ্বর-পথের পথিক হইতে হইলে প্রথমে ঈশ্বরে ভক্তি সংগ্রহ করা আবশ্যক। সেই ভক্তি দুই প্রকার, আন্তরিক ও বাহ্যিক। কোন বস্তুর প্রতি ভক্তি হইলে লোকে বহু কারণ বশতঃ অন্তরে অন্তরে ভক্তি করিয়া থাকে। এই আন্তরিক ভক্তি যদিও বিশুদ্ধ ভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে বহিরিন্দ্রিয়গণের সংযোগ না হইলে তাহা ক্ষণকাল স্থায়ীমাত্র; কারণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া যে কার্য্য না করা যায়, তাহা ক্ষণিকের কারণ হয়। বস্তুতঃ কায়মনোবাক্যদ্বারা যে কার্য্য করা হয়, তাহাই শুভফল প্রদান করে। অতএব ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা হয়।

দিগের হৃদয়স্থ কামাদি বাসনারূপ সমুদায় অমঙ্গল দূর করিয়া থাকেন ॥ ভা-পু ১।২।১৭।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

প্রত্যহ ভগবানের গুণ কীর্ত্তন, অথবা যে শাস্ত্রে সেই গুণ সকল বর্ণিত আছে, সেই ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা হৃদয়স্থ অমঙ্গল সকল অধিকাংশে দূরীভূত হইলেই পবিত্র-কীর্ত্তি ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মে ॥ ঐ ১৮।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতংসত্ত্বে প্রসীদতি ॥

ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি জন্মিলেই মনুষ্যের চিত্ত রজঃ ও তমোগুণ জন্য কামলোভাদি দোষপরিশূন্য হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ঐ ১৯।

এবম্প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

ভগবদ্ভক্তিরূপ যোগের সাহায্যে মনঃ প্রসন্ন হইলে মনুষ্য সংসার-সংসর্গ হইতে বিমুক্ত হন; সুতরাং তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ॥ ঐ ২০।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই সেই মনুষ্যের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হয়; সকল সংশয়ই দূরীভূত হয় এবং যাবতীয় কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ভা-পু ১।২।২১।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥

হরি-কথা শ্রবণ করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা গুণের তরঙ্গস্বরূপ রাগদ্বেষাদির শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন হরি-কথায় আত্মা প্রসন্ন হন এবং বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। এই নিমিত্ত উহাকেই সাক্ষাৎ মুক্তিপথ বা ভক্তি-যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব, যিনি অন্য কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি যে এই হরি-কথা শ্রবণ করিতে অনুরক্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ॥ ভা-পু ২।৩।১২।

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ।

যে সকল মুনিগণ নির্গুণাবস্থা ধারণ করতঃ শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ-রূপী পাপপুণ্যাদিতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া রহিয়াছেন,

তাঁহারাও সর্ব্বদা সেই শ্রীহরির গুণানুবর্ণন শ্রবণ করিতে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

ভা-পু ২।১।১।৭।

ইদং হি পুংসস্তপসঃশ্রুতস্য বা
শিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃকবিভির্নিরূপিতঃ
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

বিবেকী পণ্ডিতব্যক্তিগণ সেই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণবর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের নিত্য ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥

ভা-পু ১।৫।২২।

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥

বিষয়ভোগলালসায় মুহুর্ম্মুহুঃ পীড়িতচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হরির চরিত্র বর্ণনই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র পোতস্বরূপ ॥ ভা-পু ১।৬।৩৪।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥

নিরন্তর কামলোভাদিতে অভিভূত ব্যক্তিরা যোগপথ অবলম্বন করিয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তাহারা মুকুন্দের সেবা করিলেই তাহাদিগের আত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩৫।

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ অনন্তদেবের প্রভাব শ্রবণ এবং নামকর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার চিত্তে তিনি প্রবেশ করিয়া তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় এবং মেঘমধ্যে অতিবাতের ন্যায়, তাঁহার অশেষবিধ বিঘ্ন বিনাশ করেন ॥ ভা-পু ১২।১২।৩৪।

মৃষাগিরস্তাহ্যসতীরসৎ কথা-
নকথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ং ॥

যে সকল কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের (১) গুণের প্রসঙ্গ নাই, তৎসমুদায়ই অসৎ ও মিথ্যা, আর যাহাতে ভগবদ্‌গুণের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই সত্য এবং তাহাই মঙ্গল ও পুণ্যজনক ॥ ঐ ৩৫।

তদেবরম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥

যাহাতে, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের যশঃকীর্ত্তন থাকে, তাহাই পরম রমণীয় ও বারম্বার নূতন, তাহাই

(১) অধঃ শব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ ও জ শব্দে ধারণকর্ত্তা, অতএব যে ভগবান্ স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেন, তিনিই অধোক্ষজ নামে অভিহিত হয়েন।

মনের মহোৎসব এবং তাহাই নরগণের শোকরূপ সমুদ্রশোষক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ভা-পু ১২।১২।৩৬।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুত স্তত্রহি সাধবোঽমলাঃ॥

চিত্রপদ দ্বারা যে সকল বাক্য বিন্যস্ত হয়, তাহা যদি শ্রীহরির জগৎপবিত্রতাজনক যশোবিস্তার না করে, তাহা হইলে তাহা কাকতুল্য নরের রতিস্থান মাত্র, হংস অর্থাৎ জ্ঞানীগণ তাহা সেবন করেন না; কারণ,যেস্থানে অচ্যুত, সেই স্থানেই নির্ম্মলাশয় সাধুগণ (১)॥ ঐ ৩৭।

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘ বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি
যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃহ্নন্তি সাধবঃ॥

সুচারুরূপে বিন্যস্ত না হইলেও যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে সেই অনন্তদেবের যশোঽঙ্কিত নামসকল বিদ্যমান থাকে, সেই বাক্যের প্রয়োগই যথার্থ বাক্যপ্রয়োগ; কারণ, সাধু-ব্যক্তিরা তাহাই শ্রবণ করেন, তাহাই গান করেন এবং তাহাই গ্রহণ করেন॥ ভা-পু ১২।১২।৩৮।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃপুনঃ শশ্বদভদ্র মীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্মতদপ্যকারণং॥

নৈষ্কর্ম্ম্য এবং তৎপ্রকাশক উপাধি-ভ্রমশূন্য নির্ম্মল জ্ঞান যদি অচ্যুত-ভক্তিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাও কদাচ শোভা পায় না, অতএব নিরন্তর অসৎ জ্ঞানের কথা আর কি বলিব; অধিক কি, সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মও দুঃখাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়(১)॥ ঐ ৩৯।

(১) অতি মনোহর পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থলেই হরির যশঃকীর্ত্তন না থাকে,তাহাতে কেবল নীচাশয় কামীব্যক্তিরাই অনুরাগী হইয়া থাকে। যেরূপ রাজহংসগণ বায়স-সেবিত অপরিষ্কৃত গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছোদক মানস সরোবরেই বিহার করে,সেইরূপ সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমহংসগণ ঐ সকল কুৎসিত বাক্যে সমাদর করেন না; তাঁহারা সর্ব্বদা কেবল নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে, বিহার করেন।

(১) উপাধিভ্রমশূন্য অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও হরি-ভক্তির সহিত মিশ্রিত না হইলে শোভা পায় না। এইরূপ দুঃখাত্মক কাম্য ও অকাম্যকর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কোনরূপে শোভা পাইতে পারে না। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে সমর্পিত কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের মহৌষধ। যে দ্রব্য হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবন করিলেই তাহার উপশম হয় না; কিন্তু যদি তাহাতে উপযুক্ত ঔষধ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে। এইরূপ যাবতীয় কাম্য কর্ম্ম সংসারপ্রাপ্তির কারণ হইলেও যদি পরমেশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে আত্মাকে অনায়াসে মুক্ত করা যাইতে পারে॥

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচার তপঃ সমাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধর পাদপাদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদ শ্রবণাদিভি র্হরেঃ॥

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শ্রুত্যাদিতে যে সাতিশয় পরিশ্রম, তাহা কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তিসম্পাদনের নিমিত্তমাত্র, অর্থাৎ তাহা পরম পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত নহে; আর, হরিগুণানুবাদশ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা হরি-পাদপদ্মের অবিস্মৃতি হইয়া থাকে॥ ভা-পু ১২।১২।৪০।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শংতনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তং॥

হরি-পদারবিন্দের যে অবিস্মৃতি, তাহাই জীবের নিখিল অশুভনাশক এবং পরম কল্যাণপ্রদ হয় এবং তাহাই সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্য উৎপাদন করে॥ ঐ ৪১।

শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনে গুণকর্ম্মণাং।
তৎপাদাম্বুরুহ ধ্যানাভল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ।
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ॥

(অতএব) সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে সেই ভগবানের কথায় প্রীতি প্রকাশ; তাঁহার গুণ ও কর্ম্মের সংকীর্ত্তন, তাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সন্দর্শন, তাঁহার অর্চ্চনাদি, সর্ব্বভূতেই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার এবং সমুদায় প্রাণীকেই সাধু বলিয়া মান্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয়॥ ভা-পু ৭।৭।২৫।

এবং নির্জ্জিত ষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিমীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যথা সংলভাতে রতিঃ॥

এই সকল কর্ম্মদ্বারা ষড়্‌বর্গ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে জয় করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি সংস্থাপন করিলেই মনুষ্যের তদ্বিষয়িণী রতি লাভ হইয়া থাকে॥ ঐ ২৬।

অধোক্ষজালম্ভ মিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতি চক্রশাতনং।
তদ্‌ব্রহ্ম নির্ব্বাণ সুখং বিদুর্ব্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরং॥

ফলতঃ অধোক্ষজ ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাই রাগদ্বেষাদিদ্বারা দূষিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের সংসারচ্ছেদনের একমাত্র উপায়। পণ্ডিতগণ উহাকেই পরব্রহ্মে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ ও নিত্য সুখস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের ভজন কর॥ ঐ ২৯

অসংত্যজ্য চ গার্হস্থ্যং স তপ্ত্বাচ মহত্তপঃ।
ছিনত্তি পৌরুষীং মায়াং কেশবার্পিতমানসঃ॥

বস্তুতঃ যিনি ভগবান্ কেশবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও মহত্তপস্যা সমাচরণপূর্ব্বক পৌরুষীমায়া অনায়াসে ছেদ করিতে সমর্থ হন॥
গ-পু ১।২২২।২৭।

রজোযুষঃ কর্ম্মপরাঃ হরিপূজাপরাঃ সদা।
তন্নামানি প্রগায়ন্তি তদ্রূপস্মরণোৎসুকাঃ॥

দেখ, যে সকল ব্যক্তি রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা গৃহকর্ম্মে তৎপর থাকিয়াও সর্ব্বদা হরির আরাধনা করেন, হরিনাম গান করেন এবং হরিরূপ স্মরণে সমুৎসুক হইয়া থাকেন॥ ক-পু ৩।১২।২১।

অবতারানুকরণ পর্ব্বব্রতমহোৎসবাঃ।
ভগবদ্ভক্তিপূজাঢ্যাঃ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ॥

তাঁহারা ভগবানের অবতারের অনুকরণ, একাদশী প্রভৃতি পর্ব্ব দিবসে ব্রত, মহোৎসব, ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানের পূজাদি কার্য্যেই পরমানন্দে নিরত থাকেন॥ ঐ ২২।

অতো মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি দৃষ্টমুক্তিফলোদয়াঃ।
মুক্ত্বা লভন্তে জন্মানি হরিভাবপ্রকাশকাঃ॥

তাঁহারা ভোগের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া মোক্ষ কামনা করেন না। তাঁহারা স্বর্গভোগাবসানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতঃ হরিভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন॥
ক-পু ৩।১২।২৩।

হরিরূপাঃ ক্ষেত্রতীর্থপাবনা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
সারাসারবিদঃ সেব্যসেবকা দ্বৈতবিগ্রহাঃ॥

তাঁহারা হরির রূপান্তর; তাঁহারা ক্ষেত্র ও তীর্থ সকল পবিত্র করেন, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকেন, সার ও অসার সমুদায় জ্ঞাত আছেন এবং সেব্য ও সেবক এই মূর্ত্তিদ্বয়ে অবস্থিতি করেন॥ ঐ ২৪।

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্নামানি চ গায়তি।
তৎ কর্ম্মাণি করোত্যেব তদানন্দসুখোদয়ঃ॥

ভক্ত ব্যক্তি সেই হরিকে স্মরণ করেন, হরিনাম গান করেন এবং হরির উদ্দেশে কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখানুভব হইয়া থাকে॥ ক-পু ৩।১১।৪১।

নৃত্যত্যুদ্ধতবদ্রৌতি হসতি প্রৈতি তন্মনাঃ।
বিলুঠত্যাত্মবিস্মৃত্যা ন বেত্তি কিয়দন্তরম্॥

তিনি কখন উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন তন্মনা হইয়া গমন করেন এবং কখন আত্মবিস্মৃতি হেতু বিলুঠিত হন, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না॥
ঐ ৪২।

এবংবিধা ভগবতো ভক্তিরব্যভিচারিণী।
পুনাতি সহসা লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥

এবম্বিধ অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণকে অচিরাৎ পবিত্র করে ॥

ক-পু ৩।১১।৪৩।

ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা।
শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাত্মানাং বরাপি বা ॥

ব্রহ্মসম্পৎস্বরূপা যে নিত্যা প্রকৃতি, তিনিই ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ; এই ভক্তিই বেদাদির মধ্যে বরিষ্ঠা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপা ॥ ঐ ৪৪।

দৃঢ়া জনার্দ্দনে ভক্তির্যদৈবাব্যভিচারিণী।
তদা কিয়ৎ স্বর্গসুখং সৈব নির্ব্বাণহেতুকী ॥

যখন এই অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি মনুষ্যের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়, তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গসুখও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং তিনি সেই সুদৃঢ় হরিভক্তি দ্বারাই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারেন ॥ গ-পু ১।২১৯।২২।

ধর্ম্মার্থকামঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা হরৌ ॥

সমুদায় জগতের মূলস্বরূপ ভগবান্ হরিতে যাঁহার স্থিরতর ভক্তি আছে, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে কোন্ প্রয়োজন নাই, যেহেতু তাঁহার করতলে সর্ব্বদা মুক্তি বিরাজিত রহিয়াছে ॥ গ-পু ১।২১৯।৩০।

দেবী হ্যেষা গুণময়ী হরের্ম্মায়া দুরত্যয়া।
তমেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ত্রিগুণময়ী হরিমায়া দুরতিক্রম্য, কেহই সেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, কিন্তু যিনি সেই শ্রীহরির শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই উক্ত মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন॥ ঐ ৩১।

কিং যজ্ঞারাধনে পুংসাং সিদ্ধতে হরিমেধসঃ।
ভক্ত্যৈবারাধ্যতে বিষ্ণুর্নান্যত্তত্রাপি কারণং ॥

যাঁহারা হরিভক্ত, তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানে কি কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে ? অর্থাৎ হরিভক্তগণের পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। কেবল ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরির আরাধনা হইতে পারে, তাহাতে অন্য কোন উপকরণেরও প্রয়োজন নাই ॥ ঐ ৩২।

ন দানৈর্ব্বিবিধৈর্দত্তৈর্নপুষ্পৈর্নৈবানুলেপনৈঃ।
তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥

মহাত্মা জনার্দ্দনকে ভক্তি করিলে তাঁহার যেরূপ সন্তোষ জন্মিয়া থাকে, পুষ্প ও চন্দনাদি সুগন্ধি অনুলেপন, অথবা অন্য কোন দ্রব্য প্রদান করিলে তাঁহার সেরূপ তুষ্টিসাধন হইতে পারে না ॥ ঐ ৩৩।

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কদাচিৎ কেশবে ভক্তিস্তদ্ভক্তৈর্বা সমাগমঃ॥

এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটী অমৃততুল্য ফল আছে; তন্মধ্যে প্রথমটী হরিভক্তি এবং দ্বিতীয়টী হরিভক্তজনের সহিত সমাগম॥

গ-পু ১।২১৯।৩৪।

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে-
ষকষ্টলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে
মুক্ত্যৈকলাভে ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি দ্রব্যচয় অনায়াসলভ্য। কেবল ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিলে মুক্তিলাভের কোন আশা নাই, কিন্তু পুরাণপুরুষ ভগবান্ হরিতে অচলা ভক্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়; অতএব মনুষ্যগণ হরিভক্তি লাভের নিমিত্ত অবশ্যই যত্নবান্ হইবে॥ ঐ ৩৫।

নালংদ্বিজত্বং দেবত্ব মৃষিত্বংবা স্বুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥

কি দ্বিজত্ব, কি দেবত্ব, কি ঋষিত্ব, কি বৃত্ত, কি বহুজ্ঞতা, কিছুই ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না॥ ভা-পু ৭।৭।৪২।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়াভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং॥

তথা কি দান, কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি শৌচ, কি ব্রত, কিছুই ভগবান্ হরির সন্তোষজনক নহে; কেবল নির্ম্মল ভক্তিযোগদ্বারাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায়। ফলতঃ ভক্তি ভিন্ন অন্য সমুদায় কেবল বিড়ম্বনামাত্র॥ ভা-পু ৭।৭।৪৩।

ততো হরৌ ভগবতিভক্তিং কুরু তদানরাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে॥

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ! সর্ব্বত্র আত্মার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেই সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরে ভক্তি সংস্থাপন কর॥ ঐ ৪৪।

এতাবানেব লোকেস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃপরঃস্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণং॥

হে ভ্রাতৃগণ! ভগবান্ গোবিন্দে একান্ত ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র যে তাঁহার মূর্ত্তিসন্দর্শন করা, তাহাই ইহলোকে পুরুষগণের পক্ষে পরম স্বার্থ॥ ঐ ৪৬।

মন্ত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

দেখ, সহস্র মন্ত্রযাজী হইতে একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু কোটি বেদান্তপারগ হইতে একজন হরিভক্ত শ্রেষ্ঠ॥

গ-পু ১।২১৯।১৩।

ঐকান্তিনঃস্ববপুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং।
একান্তেন সমোবিষ্ণুস্তস্মাদেষাং পরায়ণঃ॥

যাঁহারা ভগবান্ হরিতে একান্ত অনুরক্ত, কেবল তাঁহারাই পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। হরি কেবল একান্ত অনুরক্তের প্রতিই প্রসন্ন হন, অতএব মনুষ্য সকলের হরিপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য॥

গ-পু ১।২১৯।১৪।

যস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ।
প্রিয়াণামপি সর্ব্বেষাং দেবদেবস্য সুপ্রিয়ঃ॥

যাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীহরিতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই ভগবৎ-পরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রিয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র হয়েন॥ ঐ ১৫।

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃসম্পদো দিবিভূমৌ রসায়াং।
নরাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ॥

যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে শ্রীহরিতে চিত্ত যোজনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার ভৃত্য; অতএব তিনি তাঁহাদিগকে স্বর্গে, পৃথিবীতে বা পাতালে যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা দান করেন না; কারণ, তাহা হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, গর্ব্ব, কলহ, বিপদ ও ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ভা-পু ৬।১১।২০।

(ভাগবত-ধর্ম্ম কথন।)

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃপুংসামবিদুষাং বিদ্ধিভাগবতান্ হিতান্॥

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ অতি সহজে (১) যে সকল উপায় বলিয়াছিলেন, সেই সকলকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে॥

ভা-পু ১১।২।৩২।

যানাস্থায় নরো রাজন্নপ্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্যবা নেত্রে নস্খলেন্নপতেদিহ॥

হে রাজন্! সেই সকল ধর্ম্ম সমাশ্রয় করিলে মনুষ্যকে কোনরূপ বিঘ্ন দ্বারা ব্যাহত হইতে হয় না (২) এবং সেই সকল ধর্ম্মে নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবমান হইলেও কদাচ কাহাকেও স্খলিত বা পতিত (৩) হইতে হয় না॥ ঐ ৩৩।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোপি হি॥

ভাগবত-ধর্ম্ম, শ্রুত, পঠিত, ধ্যাত,

(১) অর্থাৎ নিজমুখে, যেহেতু উহা অতি গূঢ়। পূর্ব্বে ভগবান্ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম সকল মন্বাদির মুখ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(২) যেরূপ যোগাদিতে নানা বিঘ্ন, ইহাতে সেরূপ নহে।

(৩) "নিমীলন করিয়া" অর্থাৎ না জানিয়া; কারণ,

আদৃত বা অনুমোদিত হইলে দেব-দ্রোহী ও বিশ্ব-দ্রোহী ব্যক্তিকেও তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে॥

ভা-পু ১১।২।১১।

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎপাক বিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাং॥

স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া দুঃখনাশ ও সুখলাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মারম্ভকারী নরগণের ফলবৈপরীত্য দেখিবে॥

ভা-পু ১১।৩।১৯।

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্ত পশুভিঃ কাপ্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈ॥

সতত পীড়াদায়ক, দুষ্প্রাপ্য ও স্বকীয় মৃত্যুস্বরূপ বিত্ত এবং চঞ্চল গৃহ, পুত্র, বন্ধু ও পশু সকল প্রাপ্ত হইয়া কি প্রীতি সাধিত হইতে পারে?॥

ঐ ২০।

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতং।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং॥

স্বর্গাদি লোককেও এইরূপ কর্ম্মার্জ্জিত বলিয়া সাতিশয় নশ্বর জানিবে। আর, যদ্রূপ চক্রবর্ত্তীদিগের, সেইরূপ মনুষ্যাদির ইহলোককেও সমান ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধ্বংসবিশিষ্টস্বরূপে দর্শন করিবে॥ ভা-পু ১১।৩।২১।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং॥

অতএব, উৎকৃষ্ট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম (বেদের) পার গত, পরব্রহ্মে নিমগ্ন (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন) ও উপশমাশ্রয়ী গুরুকে সমাশ্রয় করিবে॥

ঐ ২২।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যায়ৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

সেই গুরুকেই আত্মা ও দেবতা জ্ঞান করতঃ তাঁহাকে অকপটভাবে সেবা (১) করিয়া তাঁহার সন্নিধানে আত্মপ্রদ (২) আত্মারূপী হরি যে

শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—"বেদ ও স্মৃতি, এই দুইটী মনুষ্যের দুই চক্ষু স্বরূপ। তন্মধ্যে যাঁহার একটী জানা নাই, তিনি কাণ, আর যাঁহার দুইটী জানা নাই, তিনি অন্ধ"। যেমন পদক্ষেপস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক উহার পর পর পদক্ষেপ করিয়া গমন করিলে ধাবন করা হয়, সেইরূপ এই সকল ভাগবত ধর্ম্মেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পর পর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়; এইরূপে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কখন "স্খলিত" অর্থাৎ বিঘ্নভাগী হইতে হয় না এবং "পতিত" অর্থাৎ ফলচ্যুতও হইতে হয় না।

(১) গুরুসেবাসম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—লোকতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক উত্তম বুদ্ধিদ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন সংযত করিয়া পরম জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক গুরু চরণে দেহ সমর্পণ করিবেন। গুরু যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ হরিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যথা—

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য পরয়া ধিয়া।
গুরাবপি স্থসেদ্দেহং লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ।
গুরৌ প্রসন্নে ভগবান্ প্রসীদতি হরিঃ স্বয়ম্॥

ক-পু ৩।১১।৩৩।

(২) অর্থাৎ যিনি বলি প্রভৃতি উপাসকদিগকে তাঁহার আপনাকেও প্রদান করেন।

ধর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট হন, সেই ভাগবত-ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে ॥

ভা-পু ১১।৩।২৩।

সর্ব্বতো মনসো সঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতং ॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষা চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং।
বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং যেনকেনচিৎ ॥
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং ॥
ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃপ্রিয়ং।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনং ॥

প্রথমে বিষয়সমূহ হইতে মনের সঙ্গহীনতা ; সাধুব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গম, যথোচিতরূপে (১) প্রাণীগণের প্রতি দয়া, মিত্রতা ও বিনয় ; শৌচ (২) ; স্বধর্ম্মাচরণ ; ক্ষমা ; বৃথা বাক্যের অনুচ্চারণ ; স্বাধ্যায় (৩) ; সরলতা ; ব্রহ্মচর্য্য (৪) ; অহিংসা ; দ্বন্দ্বে সমভাব (১) ; সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি ও ঈশ্বরদৃষ্টি (২) ; একান্তশীলতা (৩) ; গৃহাদিতে অভিমানশূন্যতা ; বিজন প্রদেশে পতিত চীর বা বল্কল পরিধান ; যৎকিঞ্চিৎলাভে সন্তোষ ; ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ; অন্য শাস্ত্রের অনিন্দা ; মনঃ, বাক্য ও কর্ম্মের দণ্ড (৪) ; সত্য, শম ও দম (৫) ; অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসকল শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান ; তাঁহার উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্ম করণ ; ইষ্টবস্তু দান (৬), তপস্যা, জপ ও আত্মার প্রিয় যে সকল সদাচার ; এবং স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণাদিকে পরমেশ্বরে নিবেদন (৭),—এই সকল শিক্ষা করিবে ॥

ভা-পু ১১।৩।২৪-২৯।

(১) "যথোচিতরূপে" অর্থাৎ দীনদিগের প্রতি দয়া, সমান ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট বিনয়করণ শিক্ষা করিবে।

(২) মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ, আর অনাস্তিকতা বা অনভিমানতা দ্বারা অভ্যন্তর শৌচ।

(৩) অধিকারানুসারে বেদাদি অধ্যয়ন।

(৪) যাহার পক্ষে যেরূপ নিয়ম বিহিত আছে।

(১) সুখদুঃখে এবং শীতগ্রীষ্মে হর্ষ ও বিষাদরাহিত্য।

(২) নিত্যচৈতন্য স্বরূপে আত্মদৃষ্টি এবং নিয়ন্তা-স্বরূপে ঈশ্বরদৃষ্টি।

(৩) সকল স্থানে, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে এক-রূপ-চরিত্রতা, অর্থাৎ একই প্রকার ব্যবহার করণ।

(৪) প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনের, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাক্যের এবং চেষ্টাশূন্যতা দ্বারা কর্ম্মের দণ্ডকরণ।

(৫) সত্য,—যথার্থভাষণ ; শম,—অন্তঃকরণবশী-করণ। দম,—বাহ্যেন্দ্রিয়-বশীকরণ।

(৬) গন্ধপুষ্পাদি।

(৭) শরীর, বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা যে যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমুদায়ই সেবকস্বরূপে "পরমেশ্বর নারায়ণায়" এই বলিয়া নিবেদন অর্থাৎ সমর্পণ করিবে,

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং।
পরিচর্য্যা চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতি র্মিথস্তুষ্টি র্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥

এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল ব্যক্তিদিগের আত্মা ও নাথ, তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা; (স্থাবর জঙ্গম) উভয়ের এবং মনুষ্যগণের, বিশেষতঃ সাধুদিগের, তন্মধ্যেও আবার ভগবদ্ভক্তগণের পরিচর্য্যা অর্থাৎ পূজা; সাধুগণে পরস্পর মিলিত হইয়া পাবন ভগবদ্যশঃকথন; পরস্পরে অনুরাগ; পরস্পরে তুষ্টি এবং পরস্পরে আত্মার সমুদায় দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে॥

ভা-পু ১১।৩।৩০-৩১।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়াভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং॥

পাপরাশিনাশক হরিকে পরস্পর স্মরণ করিয়া ও করাইয়া (সাধন) ভক্তি হইতে সমুৎপন্ন (প্রেমলক্ষণা) ভক্তি দ্বারা জাতপুলক দেহ ধারণ করিবে॥ ঐ ৩২।

ফলতঃ কেবল যে বিধিবিহিত কর্ম্মই অর্পণ করিতে হইবে, এরূপ নহে; স্বভাবানুসারী লৌকিক কর্ম্মও অর্পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরে সমর্পণ করা হইলে সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

খংবায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

আর, ইহাও সম্ভাবনা যে, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতির্গণ, ভূতগণ, দিক্‌সকল, বৃক্ষাদি, নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি যে কোন পদার্থই হউক, তাহাকে হরির শরীর বোধ করিয়া প্রণাম করিবে (১)॥

ঐ ১১।২।৩৯।

(১) "পদার্থমাত্রকে হরির শরীর বোধ করিয়া প্রণাম করিবে" এই উপদেশটী মুমুক্ষুদিগের আশু ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন সময়ে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহামতি উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বহুবিধ আশ্রম-ধর্ম্ম ও যোগাচরণ বিষয়ক উপদেশ সকল শ্রবণ করণানন্তর ভগবান্‌কে কহিলেন, যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মন অতি চঞ্চল এবং কোন ক্রমে বশীভূত হয় নাই, বোধ করি তাহাদিগের পক্ষে উক্তরূপ যোগসাধন নিতান্ত সুকঠিন। অতএব হে অচ্যুত! এমন কোন সুখসাধ্য ভবদীয় ধর্ম্ম আছে কি না, যাহার অনুষ্ঠান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে এবং যদি থাকে, তবে যেন আমি সুন্দররূপে বুঝিতে পারি, এইরূপ করিয়া তাহা আমাকে বলুন। ভগবান্ ঈশ্বর সাতিশয় অনুরক্তচেতা উদ্ধব কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভৃত্যের বাক্যে আদর করতঃ প্রেমসহকারে মনোহর হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, সুখসাধ্য মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমাকে কহিতেছি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মের আচরণ করিলে মনুষ্য অনায়াসে দুর্জ্জয় সংসার জয় করিতে পারিবে। আমাতে মনঃসমর্পণ করিলে আমার ধর্ম্মে আত্মা ও মনের রতি হইবে। সর্ব্বদা আমাকে স্মরণপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়া সকল কর্ম্ম

কেচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়াক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্যনিবৃতাঃ॥

ভক্তব্যক্তি সর্ব্বদা অচ্যুতচিত্ততা-হেতু কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন আনন্দ প্রকাশ করিবে; কখন অলৌকিক বাক্যসকল কহিবে; কখন নৃত্য, কখন গান করিবে (১)

করিবে। আমার ভক্ত সাধুগণকর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্যদেশ সকল এবং দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল আশ্রয় করিবে। পরস্পরে পৃথক্ হইয়া অথবা মিলিত হইয়া আমার উদ্দেশে নৃত্য-গীতাদি মহারাজ-বিভূতি সকলের দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসব সকল করাইবে। নির্ম্মলাশয় হইয়া আকাশের ন্যায় আবরণশূন্য, পূর্ণ ও আত্মারূপী যে আমি, আমাকে সর্ব্বভূতে ও আপনাতে দর্শন করিবে। এইরূপে বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া যিনি সর্ব্বভূতকে আমার স্বরূপ বোধ করিয়া সভাজন করেন এবং ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, ব্রহ্মস্বাপহারীতে ও ব্রাহ্মণদিগকে দানকর্ত্তাতে; সূর্য্যে ও স্ফুলিঙ্গে, অক্রূরে ও ক্রূরে যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ব্বদা মনুষ্য সকলকে আমার স্বরূপ বলিয়া ভাবনা করেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার ও অহঙ্কার অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। হাস্যকারী বন্ধুকে; আমি উত্তম, সে অধম, দেহের প্রতি এইরূপ দৃষ্টিকে; এবং এই দৃষ্টিজন্য লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভাদিকে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। যাবৎ সর্ব্বভূতে আমার স্বরূপজ্ঞান না জন্মিবে, ততদিন বাক্য, মন ও দেহের বৃত্তিদ্বারা এই প্রকারে আমার উপাসনা করিবে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিদ্বারা সাধকের যে বিদ্যা জন্মিবে, তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া জ্ঞান হইবে। অতএব, তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সংশয়শূন্য হওয়া প্রযুক্ত ক্রিয়া সমূহ হইতে উপরত হইবেন। মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা সমুদায় ভূতকে মৎস্বরূপে ভাবনা করিয়া যে আচরণ, আমি ইহাকেই যাবতীয় উপায়ের মধ্যে সমীচীন (প্রকৃত উপায়) বলিয়া স্থির করিয়াছি। অহে উদ্ধব! আমার নিষ্কাম ধর্ম্মের উপক্রম হইলে, তাহার অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না; কারণ, নির্গুণ বলিয়া আমি এই ধর্ম্মকে সমীচীন স্থির করিয়াছি। ভয়াদির আয়াসের ন্যায় ব্যর্থ লৌকিক আয়াস সকলও যদি ফলকামনা ব্যতীত আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই হইয়া থাকে। অসত্য ও বিনশ্বর মানবদেহ দ্বারা জীব এই জন্মেই সত্য ও অবিনশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই উপায়ই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি এবং পণ্ডিতদিগের চতুরতা। পুরুষ ইহা জ্ঞাত হইয়া সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে"।

ভা-পু ১১।২৯ অধ্যায়।

(১) ভক্তজন আত্যন্তিক ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্‌কে পরাজয় করিতে পারেন, এই ভাবিয়া হাস্য করেন; এতকাল উপেক্ষিত হইয়াছি এই ভাবিয়া রোদন করেন; এত দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে জয় করিয়াছি, এই ভাবিয়া নৃত্য করেন; ভয়শূন্য হইয়া পরমানন্দ-স্বরূপতা লাভ করিয়াছি, এই ভাবিয়া গান করেন এবং একচিত্ততাহেতু প্রেমভরে অবশ ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় অলৌকিক বাক্য সকল ব্যয় করেন। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—"রোমহর্ষ, দ্রবীভূতচিত্ত ও আনন্দাশ্রুকলা ভিন্ন কিরূপে ভক্তি জানা যায়? আর ভক্তি ব্যতিরেকে চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হয়? যাঁহার বাক্য গদ্গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, যিনি পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন, আমার এতাদৃশ ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। যেমন সুবর্ণ অগ্নিসহযোগে প্রতপ্ত হইয়া মলিনত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নিজ রূপ লাভ করে, সেইরূপ আত্মা মদীয় ভক্তি-যোগে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন"। ভা-পু ১১।১৪ অধ্যায়। বস্তুতঃ যদ্রূপ জ্ঞান কখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, ইহা কেবল ব্যবহারাদি বাহ্য প্রমাণদ্বারাই অনুমিত হয়, সেইরূপ ভক্তি অর্থাৎ অনুরাগও কদাচ প্রত্যক্ষের বিষয়

এবং কখন ভগবানের লীলা সকলের অভিনয় করিবে; এইরূপে সেই পরম বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া হেতু হৃষ্ট হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিবে॥ ভা-পু ১১।৩।৩৩।

এবং ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যাতদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং॥

ভক্ত ব্যক্তি এইরূপে ভাগবত-ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিতে করিতে

নহে; ইহা কেবল আকারাদি বাহ্য লক্ষণ দ্বারাই অনুভূত হয়। যাহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ জন্মে, তাহার কথা উপস্থিত হইলেই পুলকাদি চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় এবং তদ্দারাই অনুরাগের অনুমান করা যায়। এই অনুরাগের ন্যূনাধিক্য অনুসারে পুলকাদিরও ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবল উক্তরূপ চিহ্ন দ্বারাই যে সর্ব্বত্রে ভক্তির অনুমান হয়, এরূপ নহে। মহর্ষিদিগের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সকলও তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভক্তির চিহ্ন বলিয়া জানা যায়। এতদ্ভিন্ন অর্জ্জুনের সম্মান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে প্রেমপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান; রাজা ইক্ষ্বাকুর বহুমান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট মেঘাদিতেও বহুবিধ সম্মান; বিদুরের আত্যন্তিক প্রীতি; গোপীগণের কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত বিরহ; উপমন্যুর ইতরবিচিকিৎসা, অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন সর্ব্ববিষয়ে দ্বেষভাব; পিতৃরাজ যমের মাহাত্ম্যখ্যাতি, অর্থাৎ বিষ্ণুমাহাত্ম্যবর্ণন; হনুমানের ঈশ্বরার্থ প্রাণসংস্থান, অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনার্থ প্রাণধারণ; উপমিচর বসুর তদীয়ভাব, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় তন্ময়তাভাব; প্রহ্লাদের সর্ব্বভূতে ঈশ্বরজ্ঞান; ভীষ্মের অপ্রাতিকূলতাবুদ্ধি, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সহিত ভীষ্মের মহাযুদ্ধ কালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের বিনাশার্থ সমুদ্যত হইলেও তাঁহার প্রতি ভীষ্মের দ্বেষরাহিত্য বুদ্ধি এবং উদ্ধব ও অক্রূরাদির অন্যান্য প্রকার চেষ্টা দ্বারা ভগবানের প্রতি উঁহাদিগের বিশেষ ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়।

তদুৎপন্ন ভক্তিপ্রভাবে নারায়ণপর হইয়া দুস্তর মায়া হইতে বলপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইবে॥ ভা-পু ১১।৩।৩৪।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতি গ্রাসেই সুখ, উদর-ভরণ ও ক্ষুন্নিবারণ, এই তিন কার্য্য এককালেই সম্পাদিত হয়, সেইরূপ হরির ভজনাকারী ব্যক্তির প্রেমস্বরূপা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপ স্ফূর্ত্তি এবং গৃহাদিতে বিরক্তি, এই ত্রিবিধ ফল এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ঐ ১১।২।৪০।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তি র্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

হে রাজন্! অনুবৃত্তিপূর্ব্বক অচ্যুত-চরণ-সেবী ভাগবতের এইরূপ ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎপ্রবোধ জন্মিয়া থাকে; তদনন্তর তিনি ভগবৎপ্রসাদে সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ করেন॥ ঐ ৪১।

(প্রাকৃতিক গুণভেদে ভগবদ্ভক্তির বৈলক্ষণ্য কথন)

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাব গুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

(ভগবান্ কপিল কহিয়াছিলেন)—ভাবিনি! ভক্তিযোগ একমাত্র হইলেও প্রাকৃতিক গুণভেদে ইহা বহুবিধ রূপে প্রকাশ পায়। স্বভাবরূপে পরিণত গুণের বৃত্তিভেদে পুরুষের ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে॥ ভা-পু ৩।২৯।৬।

অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভংমাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্ন দৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

কেহ কেহ হিংসা, গর্ব্ব ও মাৎসর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া অর্থাৎ আমা হইতে জীবকে ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া যে আমার পূজা করে, তাহাকে তামসী ভক্তি বলা যায়॥ ঐ ৭।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥

মাল্য, চন্দন ও বনিতাদি বিষয়, ঐশ্বর্য্য এবং যশঃ লাভের অভিসন্ধি করিয়া মনুষ্য ভেদদর্শী হইয়া প্রতিমাদিতে যে আমার পূজা করে, তাহাকে রাজসী ভক্তি কহে॥ ঐ ৮।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণং।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্বিকঃ॥

আর, পাপক্ষয় ও ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণের উদ্দেশে, অথবা "যাগ অবশ্য, কর্ত্তব্য" এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া মনুষ্য ভেদ-দর্শন-পূর্ব্বক যে আমার অর্চ্চনা করে, তাহার নাম সাত্বিকী ভক্তি॥ ভা-পু ৩।২৯।৯।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়িসর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যাভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(উক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ; এতদ্ভিন্ন) সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী পুরুষোত্তম যে আমি, আমার গুণ-কথন শ্রবণমাত্র যে মনের আসক্তি সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় আমার প্রতি নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধাবিত হয়, তাহাকে নির্গুণ ভক্তিযোগ বলা যায়; তাহাতে কোন ফলকামনা বা ভেদজ্ঞান থাকে না॥ ঐ ১০।

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি আমাতে এই শেষোক্তরূপ ভক্তি করেন, আমি তাঁহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (আমার নিকটে বাস), সারূপ্য (আমার সমান রূপ) এবং আমার সহিত একত্ব (নির্ব্বাণ) মুক্তি প্রদান করি-

লেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন ঐ সকল মুক্তির অভিলাষ করেন না॥ ভা-পু ৩।২৯।১১।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

এই যে আত্যন্তিক বা নির্গুণ ভক্তিযোগের বিষয় কথিত হইল,যে ব্যক্তি ইহাতে সিদ্ধ হন, তিনি গুণ-ত্রয় অতিক্রম করিয়া আমাকেই লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন॥ ঐ ১২।

নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ পূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহু মানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
অধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈ রেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥

স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তক কর্ম্মের অনুষ্ঠান; শ্রদ্ধাযুক্ত, কামনা-বিরহিত ও অনতিহিংস্র পঞ্চরাত্রাদি কথিত বিধানানুসারে আমার পূজা-করণ; আমার প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ ও বন্দন; সর্ব্বভূতেই আমাকে দর্শন; ধৈর্য্য, বৈরাগ্য; মহৎব্যক্তিদিগের সম্মা-ননা; দীনব্যক্তির প্রতি দয়া; স্বসমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা; যম ও নিয়মাদি দ্বারা দেহের শুদ্ধি-করণ; আত্মতত্ত্ব শ্রবণ; আমার নাম সংকীর্ত্তন; সরলতা; সাধু-সঙ্গ এবং নিরহঙ্কার; এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবদ্ধর্ম্মা-চরণ করেন, তাঁহার চিত্ত অতি সত্ব-রেই পরিশুদ্ধ হয় এবং তিনি আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই ভক্তিযোগে আমাকে প্রাপ্ত হন॥

ভাপু ৩।২৯।১৫-১৯।

যথা বাতরথো ঘ্রাণ মাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতঃ চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥

যাদৃশ অনিলচারী গন্ধ আপনিই আপনার উৎপত্তি স্থান হইতে সঞ্চ-রণ করিয়া নাসিকাকে প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ ভক্তিযোগরত চিত্ত আপনিই অনায়াসে অবিকারী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়॥ ঐ ২০।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥

আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, অতএব নিরন্তর সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু যে মনুষ্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, অর্থাৎ আমাকে অভেদরূপে জানিতে না পারিয়া

আমাকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া পূজাদি করে, তাহার সেই পূজাদি কেবল বিড়ম্বনামাত্র (১)॥

ভা-পু ৩।২৯।২১।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মান মীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বভূতের

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহামতি অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—"হে অর্জ্জুন! যে সকল লোক পূর্ব্বজন্মাবধি পুণ্যবান্, তাহারাই আমাকে ভজনা করে। কিন্তু সেই ভক্তগণ চারি প্রকার,—আর্ত্ত (রোগাদিদ্বারা অভিভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানাভিলাষী), অর্থার্থী (ইহ বা পরলোকে ভোগসাধন অর্থাকাঙ্ক্ষী) এবং জ্ঞানী (আত্মজ্ঞ)। উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি নিত্যযুক্ত, অর্থাৎ সর্ব্বদা কেবল আমাতেই নিষ্ঠ এবং তাঁহার দেহাদিতে অহংবুদ্ধির অভাব থাকা প্রযুক্ত আমি তাঁহার এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়েন। পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার উপাসকই মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন, কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী ব্যক্তি আমারই স্বরূপ; যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করেন। মনুষ্য কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক অনেক জন্ম অতিক্রম করিয়া শেষ জন্মে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া বাসুদেবই চরাচরাত্মক জগৎ, এইরূপ স্থির করতঃ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। অন্যান্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশবর্ত্তী ও পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রুজয়াদি বিষয় কামনাতে হতবুদ্ধি হইয়া উপবাসাদি প্রসিদ্ধ নিয়ম সকল অবলম্বনপূর্ব্বক ভূত, প্রেত ও যক্ষাদি ক্ষুদ্র দেবতার অর্চ্চনা করে। তন্মধ্যে যে যে ভক্ত আমারই মূর্ত্তিবিশেষ যে কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি অন্তর্যামীরূপে সেই সেই ভক্তের সেই সেই দেবমূর্ত্তিবিষয়ক সেই সেই শ্রদ্ধাকেই দৃঢ় করি। তখন সেই ভক্তগণ সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে সেই সকল দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করেন, কিন্তু পরে সেই সকল দেবতার অন্তর্যামীস্বরূপ যে আমি, আমা হইতেই তাঁহারা হিতকর বাঞ্ছিত ফল সকল প্রাপ্ত হয়েন। সেই অল্পবুদ্ধি (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি) ব্যক্তিদিগের দেবলব্ধ ফল সমস্তই ক্ষয় হইয়া যায়; কারণ, দেবযাজীরা অন্তবিশিষ্ট দেবলোকে গমন করেন, কিন্তু আমার ভক্তগণ জন্মমৃত্যুরহিত পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করেন। আমি স্বয়ং অব্যক্ত (প্রপঞ্চাতীত), কিন্তু অল্পবুদ্ধি মানবেরা আমার অব্যয় ও অত্যুৎকৃষ্ট স্বরূপ জ্ঞাত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মৎস্য ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন বলিয়া বিবেচনা করে। আমি সকলের সাক্ষাতে কখন প্রকাশমান হই না, আমি স্বকীয় যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছি; এই নিমিত্ত মূঢ়লোকেরা আমাকে জন্মরহিত ও অব্যয় বলিয়া পরিজ্ঞাত নহে। হে অর্জ্জুন! যেহেতু আমি মায়ার আশ্রয়, এহেতু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালবর্ত্তী চরাচর সমস্তই আমি বিদিত আছি; কিন্তু অজ্ঞলোকেরা মদীয় মায়াকর্ত্তৃক মোহিত থাকা প্রযুক্ত তাহারা কেহই আমাকে জানিতে পারে না। সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলে ভূত সকল দেহের অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, এতদুভয় হইতে সমুত্থিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিরা আমিই সুখী, আমিই দুঃখী, এইরূপ গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিষয়ক জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত আমাকে ভজনা করে না। কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বপ্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপ সকল বিনষ্ট হইয়াছে ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ অপগত হইয়াছে, সেই দৃঢ়ব্রত মহাত্মারাই একান্তচিত্তে আমাকে ভজনা করেন। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরামৃত্যু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওনার্থ যত্ন করেন, তাঁহারাই সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যা, নিখিল কর্ম্ম ও সনাতন পরব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন। যথা,—

চতুর্ব্বিধাভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাংগতিং॥

হৃদয়শায়ী, আত্মা ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত না হইয়া আমাকে উপেক্ষা করতঃ ভেদদর্শী হইয়া আমার প্রতিমাদি পূজা করে, সে মূঢ় যেন কেবল ভস্মে হোম করে ॥

ভা-পু ৩।২৯।২২।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তি মৃচ্ছতি ॥

আর, যে অভিমানী ব্যক্তি ভিন্ন-দর্শী হইয়া অন্যের সহিত শত্রুতা করে, সুতরাং সেই অন্য ব্যক্তির হৃদয়শায়ী আমারও দ্বেষ করে, তাহার মন কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না ॥

ভা-পু ৩।২৯।২৩।

অহমুচ্চাবচৈ র্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥

হে নিষ্পাপে! প্রানিনিন্দক ব্যক্তি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্যাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক এবং ঐ সকল দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়া দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিলেও আমি কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হই না ॥

ঐ ২৪ ॥

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষবস্থিতম্ ॥

(প্রতিমাদি অর্চ্চনা করা একবারে নিরর্থক নহে) মনুষ্য যাবৎ সর্ব্বভূত-শায়ী আমাকে আপনার হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া অবগত হইতে না পারিবে, তাবৎ স্বকর্ম্মে রত হইয়া আমার প্রতিমা পূজা করিবে (১) ॥ ঐ ২৫।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।
যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলং ॥

ভ-গী ৭।১৯-২৯।

(১) কোন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে এই বিষয়ে কহিয়াছিলেন,—হে অনঘ! আমার সামান্য এবং পরম (শুদ্ধচিত্ত কর্ত্তৃক দুরধিগম্য) এই দুইটী রূপ আছে। হস্তপদাদিযুক্ত শঙ্খচক্রগদাধারী রূপই সামান্য বলিয়া গণ্য; আর, আমার যাহা অনাদ্যন্ত, অনাময়, অদ্বিতীয় এবং যাহা ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মাদি

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু র্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

কিন্তু যে মূঢ় ব্যক্তি আপনার আত্মা হইতে অন্যের আত্মাকে অণুমাত্রও ভিন্নভাবে দর্শন করে, আমি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তিকে অত্যুৎকট ভয় প্রদর্শন করি॥ ভা-পু ৩।২৯।২৬।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যা ভিন্নেন চক্ষুষা॥

অতএব, আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সুতরাং সকলেরই অভ্যন্তরবর্ত্তী জানিয়া আমার পূজা করিবে, সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করিবে, সকলেরই সহিত মিত্রতা করিবে, সকলেরই যথোচিত সম্মাননা করিবে এবং অপক্ষপাতী হইয়া দান করিবে॥ ভা-পু ৩।২৯।২৭।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃশুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরা স্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥

দেখ, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ; সচেতন হইতে প্রাণবৃত্তিশালী জীব উৎকৃষ্ট; তাহাদিগের অপেক্ষা জ্ঞানবান্ বরিষ্ঠ; জ্ঞানবান্ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালী জীবগণ প্রধান॥ ঐ ২৮।

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠা স্ততঃ শব্দবিদো বরা॥

এইরূপ স্পর্শবেদী (বৃক্ষাদি) পদার্থ হইতে রসবেদী (মৎস্যাদি) শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা গন্ধবেদী (ভ্রমরাদি) উৎকৃষ্ট; ভ্রমরাদি হইতে শব্দবেদী (সর্পাদি) বরিষ্ঠ॥ ঐ ২৯।

রূপভেদবিদস্তত্র তত শ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠা শ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥

শব্দবেদী সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেদী (কাকাদি) প্রধান; কাকাদি হইতে উভয় পার্শ্বে দন্তপংক্তিধারী জীব উৎকৃষ্ট; তাহাদিগের হইতে বহুপদধারী জীব শ্রেষ্ঠ; বহুপদ হইতে চতুষ্পদবিশিষ্ট জীব প্রধান; চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ (মনুষ্য) শ্রেষ্ঠ॥ ঐ ৩০।

শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাই পরম রূপ। হে পাণ্ডব! তুমি যাবৎ অনাত্মজ্ঞ হেতুক অপ্রতিবুদ্ধরূপে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ চতুর্ভুজাকার দেবতার পূজা করিতে থাক; তদনন্তর ক্রমশ সংপ্রবুদ্ধ হইয়া আমার যাহা অনাদ্যন্ত, যাহা জ্ঞাত হইলে পুনরায় জাত হইতে হয় না, সেই পরম রূপ অবগত হইতে পারিবে। যথা,—

সামান্যং পরমঞ্চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরং॥
পরংরূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ং।
ব্রহ্মাত্ম পরমাত্মাদি শব্দেনৈতদুদীয়তে॥
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বমনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারদেবপূজাপরো ভব॥
ততক্রমাৎ সংপ্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎপরং।
মম রূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে॥

যো-বা-রা ৠঃ ৫।৩১।৩৪।

তত্তো বর্ণাশ্চ চত্বার স্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিক স্ততঃ॥

দ্বিপদগণের মধ্যে বর্ণচতুষ্টয় উৎকৃষ্ট; তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রধান। ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে বেদজ্ঞগণ উৎকৃষ্ট; বেদজ্ঞ হইতে বেদের অর্থজ্ঞ বরিষ্ঠ॥

ভা-পু ৩।২৯।৩১।

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥

বেদের অর্থজ্ঞ অপেক্ষা বেদের মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; তাঁহাপেক্ষা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী প্রধান; তাঁহাপেক্ষা যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, তিনিই উৎকৃষ্ট; কারণ, তিনি অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের কোন ফল প্রার্থনা করেন না॥ ঐ ৩২।

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥

যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মফল এবং তাঁহার আপনাকেও আমাতে সমর্পণ করেন, অতএব আমার সহিত একাত্মা হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কারণ, যিনি কর্ম্মফল ও আপনাকে আমাতে অর্পণ করতঃ অহঙ্কারশূন্য হইয়া সকল ভূতের প্রতি সমদর্শী হয়েন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কাহাকেও দেখিতে পাই না॥

ভা-পু ৩।২৯।৩৩।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

আমি এই যে সকল প্রাণী উল্লেখ করিলাম, এক ভগবান্ ঈশ্বরই অন্তর্যামীরূপে তাহাদিগের সকলেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব সকল প্রাণীকে বহুমান্য করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে প্রণাম করিবে॥ ঐ ৩৪।

প্রত্যুদ্গমঃ প্রশ্রয়ণাভিবাদনং
বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা
গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে॥

অজ্ঞলোকেরা পরস্পরে প্রত্যুত্থান, বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞজনেরা তাহাই প্রকারান্তরে উত্তম রূপে সম্পাদন করেন। তাঁহারা দেহাভিমানী ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে অভিবাদনাদি না করিয়া মনোদ্বারা তাহার হৃদয়শায়ী পরম পুরুষকেই করিয়া থাকেন॥

ঐ ৪।৩।২২।

(ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কথন)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হেতু

সর্ব্বপ্রাণীকে আপনার ন্যায়, এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে সর্ব্বপ্রাণীকে, দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত ॥ ভা-পু ১১।২।৪৩।

ঈশ্বরে তদধীনে বা বালিশেষু দ্বিষৎ সু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তিতে, মূর্খে এবং শত্রুতে যথাক্রমে প্রেম, মিত্রতা, দয়া ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত (১)॥ ঐ ৪৪।

অর্চ্চযামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাদিতে হরির পূজা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের বা অন্য ব্যক্তিগণের পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভাগবত (২)॥ ঐ ৪৫।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

চিত্ত ঐকান্তিকভাবে বাসুদেবে নিবিষ্ট থাকা হেতু, যিনি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া, এই জগৎকে কেবল বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করতঃ ইহাতে দ্বেষও করেন না এবং হৃষ্টও হন না, (১) তিনিই উত্তম ভাগবত॥ ভা-পু ১১।২।৪৬।

দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনো ধিয়াং যো
জন্মাপায়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যাহরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥

নিরন্তর হরি-স্মৃতি হেতু যে ব্যক্তি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সংসার-ধর্ম্ম (২) দ্বারা মুগ্ধ হন না, তিনিই ভাগবত-প্রধান॥ ঐ ৪৭।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈক নিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে ব্যক্তির চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজের (৩) সম্ভব নাই এবং যাঁহার বাসুদেবই একমাত্র আশ্রয়, তিনিই উত্তম ভাগবত॥ ঐ ৪৮।

ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি

(১) ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা, মূর্খগণে দয়া এবং শত্রুনিকরে উপেক্ষা করেন। যিনি এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে ভেদজ্ঞান আছে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে মধ্যম বলা যায়।

(২) অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি তখন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ক্রমে তিনি উত্তম হইবার সম্ভাবনা আছে।

(১) অর্থাৎ তিনি বিষয়ে দ্বেষ করেন না এবং বিষয় ভোগ করিয়া হৃষ্টও হন না।

(২) দেহের ধর্ম্ম জন্ম ও মৃত্যু; প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা; মনের ধর্ম্ম ভয়; বুদ্ধির ধর্ম্ম তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম ক্লেশ। এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে।

(৩) অর্থাৎ বাসনার।

নিমিত্ত যাঁহার শরীরে অহংভাবের উদয় না হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয় ॥

ভা-পু ১১।২।৪৯।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূত সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

বিত্ত এবং দেহ বিষয়ে যাঁহার "ইহা নিজের" ও "ইহা পরের" এরূপ ভেদ জ্ঞান না থাকে, যাঁহার সর্ব্বভূতেই সমান জ্ঞান এবং যিনি শান্ত, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম ॥ ঐ ৫০।

ত্রিভুবনবিভব হেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্ম সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দাল্লব
নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ ॥

(ভগবানের পাদপদ্ম অপেক্ষা সার বস্তু আর কিছুই নাই, এই প্রকার) স্মৃতি ভ্রষ্ট না হওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ত্রিভুবনের সম্পত্তি লাভের নিমিত্তও লবার্দ্ধ বা নিমিষার্দ্ধ কালের জন্য দেবাদির অন্বেষণীয়(১) ভগবৎপদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন, তিনিই বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ঐ ৫১।

(১) "ভগবানের পাদপদ্ম অপেক্ষা সার বস্তু আর কিছুই নাই" কেন? কারণ তাহা দেবাদিও প্রাপ্ত হন না, তাঁহারা কেবল অন্বেষণমাত্র করিয়া থাকেন।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয় রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥

যিনি পীড়াদিদ্বারা অভিভূত হইয়াও, পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন এবং ভগবান্ হরি প্রণয়রজ্জু দ্বারা বদ্ধ-চরণপঙ্কজ হইয়া যাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হন, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত ॥ ভা-পু ১১।২।৫৩।

(সমাধি-যোগানুষ্ঠানের উপক্রমণিকা)

যমশ্চ নিয়মঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ।
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী।
সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে ॥

ভগবান্ কহিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে (১) ॥ গ-পু ১।২২৯।১৫।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
হিংসাবিরামকো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরমংসুখং ॥

(যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি) কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা

(১) এই অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় এই গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে ৩৬ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে কথিত থাকা হেতু এখানে অতি সংক্ষেপেই কথিত হইল।

সর্ব্বপ্রাণীতে হিংসার নিবৃত্তি করিবেন, যেহেতু অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখ॥

গ-পু ১।২২৯।১৬।

বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা।
সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

বৈধকর্ম্মে অর্থাৎ যাগাদিতে পশুবলিদানরূপ যে হিংসা করা যায়, তাহা অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ তাহা প্রকৃত হিংসা নহে। সতত সত্য অথচ প্রিয়বাক্য বলিবেন, কদাচ অপ্রিয়বাক্য কহিবেন না, আর মিথ্যাবাক্যও বলিবেন না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ঐ ১৭।

যচ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন বা।
স্তেয়ং তস্যানাচরণং অস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনং॥

চৌর্য্য কিংবা বলপূর্ব্বক যে পরদ্রব্যাপহরণ, তাহাকেই স্তেয় বলা যায়, কখন সেই স্তেয় কার্য্য করিবেন না, কারণ অস্তেয়ই ধর্ম্মসাধন॥

ঐ ১৮।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে মৈথুন পরিত্যাগ করিবেন, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়॥ ঐ ১৯।

দ্রব্যানামপ্যদানমাপৎস্বপি তথেচ্ছয়া।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥

আপৎকাল উপস্থিত হইলেও যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্রব্য গ্রহণ করা না যায়, তাহাকেই অপরিগ্রহ কহে, সাধু ব্যক্তিরা প্রযত্ন সহকারে পরিগ্রহ বর্জ্জন করিবেন॥

গ-পু ১।২২৯।২০।

দ্বিধা শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবাদথান্তরং।
যদৃচ্ছালাভতস্তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণং॥

বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ; মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্য এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা অভ্যন্তর শৌচ হইয়া থাকে। আর, যদৃচ্ছালাভে যে তুষ্টি, তাহার নাম সন্তোষ; এই সন্তোষই সর্ব্বপ্রকার সুখের কারণ॥

ঐ ২১।

স্তুতিস্মরণপূজাদিবাঙ্‌মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং॥

স্তব, নামস্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যদ্বারা হরিতে যে অচলাভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বরচিন্তা বলা যায়॥ ঐ ২৪।

আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনন্তথা।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনং॥

স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন ইহারাই আসন শব্দে উক্ত হয়। আর স্বীয় দেহমধ্যগত বায়ুর নাম

প্রাণ, সেই প্রাণবায়ু নিরোধ করণের নাম প্রাণায়াম॥

গ-পু ১।২২৯।২৫।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ॥

সাধক অতি পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে আসন বিস্তার করিয়া যথা-সুখে সরল শরীরে উপবেশনপূর্ব্বক আসন-জয় করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন॥ ভা-পু ৩।২৮।৮।

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচক, পুনরায় রেচক, কুম্ভক ও পূরক দ্বারা প্রাণ-বায়ু গমনের পথকে এবম্প্রকারে পরিশুদ্ধ করিবেন, যেন তৎপ্রভাবে চিত্ত স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, আর পুনর্ব্বার চঞ্চল না হয়॥

ঐ ৯।

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্॥

যেমন লৌহ বায়ু ও অগ্নির সংসর্গে সুতপ্ত হইয়া মালিন্য পরি-ত্যাগ করে, সেইরূপ শ্বাস জয় করিতে পারিলে যোগীর মন শীঘ্রই নির্ম্মল হইয়া উঠে॥ ঐ ১০।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বসৎস্বিব।
নিয়মং প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব॥

ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা অসৎ বিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব তাহা-দিগকে সেই বিষয় হইতে নিবারণ করিবেন। হে পাণ্ডব! সাধুগণ এই-রূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন॥ গ-পু ১।২২৯।২৬।

প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্গুণান্॥

সাধক প্রাণায়ামদ্বারা কফবাতাদি শারীরিক দোষ, ধারণাদ্বারা পূর্ব্বকৃত পাপ, প্রত্যাহারদ্বারা সংসর্গজন্য দোষ এবং ধ্যান দ্বারা রাগাদি রিপু দোষ সমূহ দগ্ধ করিবেন॥

ভা-পু ৩।২৮।১১।

মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।
যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমপিচিন্তয়েৎ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে ধ্যান বলা যায়; সাধক যোগারম্ভ কালে মূর্ত্তিমান্ হরিকে চিন্তা করি-বেন, তদনন্তর তাঁহার অমূর্ত্ত ব্রহ্ম-রূপ ধ্যান করিবেন॥

গ-পু ১।২২৯।২৭।

অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বায়ুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তুভসংযুতঃ॥
বনমালী কৌস্তুভেন যতোঽহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ।
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনোলয়ে॥

তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌস্তুভচিহ্নে

চিহ্নিত বনমালাধারী বায়ুরূপী ব্রহ্ম-সংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করতঃ সেই দেবকে ধারণ করিতে পারিলেই ধারণা হয় এবং ঐ ধারণাকেই ধারণা বলা যায় (১)॥ গ-পু ১।২২৯।২৮—২৯।

ধ্যায়ন্ন চলতে যস্য মনোভির্ধ্যায়তে ভৃশং।
প্রাপ্ত্যাবধিকৃতং কালং যাবৎ সা ধারণা স্মৃতা॥

ধ্যান করিতে করিতে যাঁহার মন বিচলিত না হয়, অথচ নিরন্তর ধ্যানেই নিমগ্ন থাকে এবং ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সেই ধ্যানের নিবৃত্তি না হয়, তাঁহার সেইরূপ ধ্যানের নামই ধারণা॥

গ-পু ১।২২৭।২৭।

ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং॥

যাঁহার মন ধ্যেয় পদার্থে আসক্ত থাকে, যিনি সর্ব্বদা ধ্যেয় পদার্থই দেখিতে পান এবং যাঁহার অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হয় না, তাঁহার সেই ধ্যানই প্রকৃত ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়॥ ঐ ২৮।

ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্।
যত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ॥

ধ্যেয় পদার্থ চিন্তা করিতে করিতে মন সেই ধ্যেয়েতেই নিশ্চল

(১) মূর্ত্ত ভগবানের রূপে সর্ব্ববিষয়-নিস্পৃহ চিত্তকে ধারণ করা যায়, এই নিমিত্ত উহা ধারণা শব্দে কথিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর মূর্ত্তরূপ যেরূপে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা সমাধিস্থলে বিশেষরূপে পশ্চাৎ কথিত হইবে। প্রথমতঃ অনাধারে অর্থাৎ অমূর্ত্তরূপে কখনই ধারণা হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, এই জগতে যে কোন পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই আকার ও বিস্তারাদিরূপ জড় গুণবিশিষ্ট এবং মনুষ্যেরা নিজেও ঐ প্রকার জড়গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই তত্তৎ জড়গুণবিশিষ্ট বস্তুর সহিত তাহাদিগের পরিচয় হইয়া থাকে এবং ভগবানও এই কারণে মনুষ্যগণের প্রতি করুণাবশতঃ তাহাদিগের হিত সাধনার্থ লীলাক্রমে সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আর, প্রথমে তাঁহাকে সাকাররূপে চিন্তা না করিলে, একেবারেই নিরাকার ধারণা অতি সুকঠিন হয়, যেহেতু শূন্যের কল্পনা করিয়া ধারণা করায় সাধকের অন্তঃকরণে সহসা অনুরাগের সঞ্চার হয় না, অনুরাগের সঞ্চার না হইলে অমূর্ত্তরূপে কখনই ধারণা স্থির হইতে পারে না এবং ধারণা স্থির না হইলে ধ্যান ও উপাসনাই হইতে পারে না। সাধক যাবৎ "সোঽহং" এই জ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে পতিত না হন, তাবৎ সম্পূর্ণরূপে সগুণ ভাব পরিহারের উপায় নাই। যেমন কোন ব্যক্তি জলরাশিতে পতিত হইলে তাহাকে সেই জল অবলম্বন ও পরিহার করিয়া সন্তরণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তদ্রূপ গুণরাশির মধ্যে পতিত আমরাও সেই গুণ অবলম্বন ও পরিহার ব্যতিরেকে তাহা হইতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। অতএব যোগী অনন্যমনা হইয়া সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি বিষ্ণুতেই আত্মহৃদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে হাস্য পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক এক করিয়া চিন্তা করিবেন। যোগী তন্মনা হইয়া আত্মহৃদয় সংস্থাপনপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ভাবে চিন্তা করিবেন। গমন কালে, স্থিতি কালে, অথবা অন্য কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেও যখন বিষ্ণু হৃদয় হইতে অন্তরিত না হন, তখন যোগী বিবেচনা করিবেন যে, তাঁহার ধারণা স্থির হইয়াছে।

থাকে। মনের সেই নিশ্চল অবস্থাকেই ধ্যানচিন্তক মুনিগণ পরমধ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

গ-পু ১।২২৭।২৯।

ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যেয়ো তন্ময়তাং গতঃ।
পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোভিধীয়তে॥

ধ্যান করিতে করিতে যখন সর্ব্বত্র ধ্যেয় পদার্থ দৃষ্ট হইবে এবং এই জগৎ তন্ময় বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে কোনরূপে দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না, এইরূপ অবস্থাকেই সমাধি বলা যায় (১)॥ ঐ ৩০।

মনঃ সঙ্কল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থান্ন চিন্তয়ন্।
যস্ত ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিস্থস্ততোচ্যতে॥

যাঁহার মন সঙ্কল্পরহিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মেতে সংলীন হয়, তাঁহাকেই সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়॥ ঐ ৩১।

স্থিত্যর্থং মনসঃ সর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ।
তদ্ব্রতং নিশ্চলীভূতং সূর্য্যস্থং স্থিরতাং ব্রজেৎ॥

(স্বভাবতঃ চঞ্চল) মনের স্থিতির নিমিত্ত প্রথমতঃ ভগবানের স্থূলরূপ চিন্তা করিবেন, তদনন্তর মন নিশ্চল হইলে তেজঃস্বরূপে অনুরক্ত হইয়া স্থির হইবে॥ গ-পু ১।২২৭।৩৪।

ন বিনা পরমাত্মানং কিঞ্চিজ্জগতি বিদ্যতে।
বিশ্বরূপং তমেবেহ ইতি জ্ঞাত্বা বিমুঞ্চতি॥

এই জগতে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎপদার্থ নহে, সেই পরমাত্মাই বিশ্বরূপ, ইহা নিশ্চয় করতঃ পরমাত্মা ভিন্ন সকল পদার্থকে অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিবেন॥

ঐ ৩৫।

আত্মানমাত্মনা কেচিৎ পশ্যন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ।
সাংখ্যবুদ্ধ্যা তথৈবান্যে যোগেনানেন যোগিনঃ॥

কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানচক্ষুদ্বারা আপনিই আপনার আত্মাকে দেখিতে পান, সাংখ্যযোগীরা বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্যান্য যোগীরা যোগদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন॥ ঐ ৪২।

শিশুপালঃ সিদ্ধিমাপ স্মরণাভ্যাসগৌরবাৎ।
যোগাভ্যাসং প্রকুর্ব্বন্তঃ পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনা॥

শিশুপাল নিরন্তর স্মরণ ও অভ্যাসের গৌরবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; অতএব যোগাভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই আপনার আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারা যায়॥

ঐ ৪৬।

(১) পূর্ব্বোক্তপ্রকার ধ্যান যখন কল্পনাবিহীন হয়, অর্থাৎ ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যানবিষয়ক ভেদ জ্ঞান না থাকে এবং যে সময় স্বরূপ গ্রহণ হয়, অর্থাৎ সমুদায় একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়।

মন্থনাদ্ দৃশ্যতে হ্যগ্নিস্তদ্বদ্ধ্যানেন বৈ হরিঃ।
ব্রহ্মাত্মনোর্যদৈকত্বং স যোগশ্চোত্তমোত্তমঃ॥

যেমন কাষ্ঠাদি মন্থন করিলে অগ্নিদর্শন হয়, সেইরূপ সর্ব্বদা ধ্যানদ্বারা পরমাত্মরূপী হরিকে দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায় এবং যৎকালে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হয়, তৎকালেই সর্ব্বোত্তম (সমাধি) যোগ সাধন হইয়া থাকে॥

গ-পু ১।২২৭।৫০।

(ভক্তিযোগে সমাধি)

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

কোন কোন ব্যক্তি স্বদেহান্তর্বর্ত্তী হৃদয়াকাশে যে বাহুচতুষ্টয়-সম্পন্ন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ (১) বাস করিতেছেন, তাঁহাকেই ধারণাদ্বারা ধ্যান করেন॥ ভা-পু ২।২।৮।

যদা মনঃ স্ববিরজং যোগিন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতোধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ॥

যখন (পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামাদি বিবিধ উপায় দ্বারা) যোগীব্যক্তির মন উত্তমরূপে নির্ম্মল এবং সুসমাহিত হইবে, তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া আপনার নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া সূক্ষ্মমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যান করিবেন॥ ভা-পু ৩।২৮।১২।

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয় বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসংভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্যহারবলয় কিরীটাঙ্গদনূপুরম্॥
কাঞ্চীগুণোল্লসৎ শ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়ন বর্দ্ধনম্॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
শন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্॥
কীর্ত্তন্যতীর্থ যশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্।
ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ॥

যোগী ব্যক্তি ধ্যানকালে দেখি-

(১) "পুরুষ" শব্দে আত্মারূপী চৈতন্যময় ভগবান্ বুঝায়। কিন্তু এবম্বিধ চৈতন্যময় পুরুষকে প্রাদেশ (তর্জ্জনী হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত) পরিমিত পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মানবদেহমধ্যে অনুভব-ক্রিয়াপ্রকাশক পদ্মাকারে যে ছয়টি স্থান আছে, তন্মধ্যে হৃদয়ই প্রধান ও প্রথম অনুভব স্থান এবং সেই হৃদয়ই বাসনার আলয় স্বরূপ। ঐ হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ পদ্মের ব্যবধানই হৃদয়দেশ এবং তাহা প্রত্যেক দেহীর স্ব স্ব হস্তের প্রাদেশ পরিমিত স্থানমাত্র। ঐ স্থানকেই কথান্তরে অনাহত পদ্ম বলা যায়। এই কারণে সাধকদিগকে স্ব স্ব হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে শ্রীহরির প্রাদেশ পরিমিত রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে তথায় ধারণা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই ধারণা হইতে অনুভব প্রকাশ পাইবে অনুভব হইতে শ্রীহরিরূপী চৈতন্য আবির্ভূত হইবে এবং চৈতন্য হইতে মন শ্রীহরিময় হইবে। তখন মনের বাসনাপুঞ্জও চিত্ত ও অহঙ্কারের সহিত বিগলিত হইয়া শ্রীহরিতে বিলীন হইবে। পরে যখন ঐ চৈতন্য বুদ্ধির

বেন, সেই ভগবানের বদন পদ্মের ন্যায় সুপ্রসন্ন ; নয়ন পদ্মোদরের ন্যায় অরুণবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ নীলোৎ-পলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহার চারি হস্তে ক্রমান্বয়ে শঙ্খ,চক্র,গদা ও পদ্ম বিরাজিত ; কটিদেশে জলজকিঞ্জ-ল্কের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণে শোভ-মান পট্টবস্ত্র পরিধান ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন সুশোভিত এবং কন্ধরায় কৌস্তুভ রত্ন দোদুল্য-মান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার গল-দেশে বনমালা বিলম্বিত রহিয়াছে ; তাহাতে ভ্রমরগণ উপবেশনপূর্ব্বক আনন্দে মত্ত হইয়া সুমধুর ধ্বনি করি-তেছে। মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুর দ্বারা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার শ্রোণিদেশে কাঞ্চীদাম শোভা বিস্তার করিতেছে। তিনি হৃৎপদ্মরূপ মনোহর আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দেখিতে সুন্দর আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার সেই শান্ত-মূর্ত্তি ভক্তগণের মন ও নয়নের দর্শনেচ্ছা বর্দ্ধিত করিতেছে। ভক্ত-গণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিনিক্ষেপ অতি সুন্দর। সর্ব্বলোক নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তিনি তরুণ-বয়স্ক এবং ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র। তাঁহার পবিত্র যশঃ কীর্ত্ত-নের যোগ্য। তিনি পুণ্যযশস্বী ব্যক্তিদিগের যশোবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। যোগী যতক্ষণ মনে ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন, ততক্ষণ তিনি ভগবানের এই সমুদায় অঙ্গ এক-কালে ধ্যান করিবেন ॥

ভা-পু ৩।২৮।১৩-১৮।

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতংধ্যায়েৎ শুদ্ধভাবেন চেতসা ॥

চিত্তের বিশুদ্ধ ভাবদ্বারা সেই ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভগবান্‌কে কখন একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত, কখন সর্ব্বত্র গমনশীল, কখন শয়ান, কখন বা সর্ব্বান্তর্যামী-রূপে ভাবনা করিবেন। ঐ ১৯।

তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুজ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥

মননশীল ব্যক্তি এককালে ভগ-বনের পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির, যাবতীয়

সাহায্যে জ্ঞানপদ্মে সমুদিত হইবে, তখন শ্রীহরির সেই কল্পিত রূপ আপনা আপনি তিরোহিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ রূপ প্রকাশিত হইবে। তখন সাধক আপনাকে হরিময় দর্শন করতঃ আপনা হইতে অভিন্ন জগৎকেও হরিময় দর্শন করিবেন।

অঙ্গে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপন করিয়া সেই ধ্যানে সিদ্ধ হইলে পরে তাঁহার এক এক অঙ্গে চিত্তকে সংযোজিত করিবেন॥

ভা-পু ৩।২৮।২০।

সংচিন্তয়েৎ ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল
জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্॥

যোগী প্রথমে ভগবানের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম-চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত চরণ-পদ্ম চিন্তা করিবেন। যে ব্যক্তি সেই চরণপদ্ম চিন্তা করেন, ভগবানের উত্তুঙ্গ, আরক্ত ও শোভমান নখমণ্ডলের জ্যোতিতে তাঁহার ভয়ানক হৃদয়ান্ধকার দূর হইয়া থাকে॥ ঐ ২১।

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃ শমল শৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দং॥

সেই চরণকমলেরই প্রক্ষালন জলে সমুৎপন্না সরিৎপ্রবরা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। অধিক কি কহিব, ভগবানের সেই চরণকমল ধ্যানকর্ত্তার হৃদয়স্থ পাপরূপ পর্ব্বতের বজ্র স্বরূপ॥ ঐ ২২।

জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ।
ঊর্ব্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোর্ভবস্য কুর্য্যাৎ॥

তাহার পরে যোগী ভগবানের জানুদ্বয়ের চিন্তা করিবেন। অখিলবিধাতা ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মী আপনার ঊরুদ্বয়ের উপরে ভগবানের জানুদ্বয় সংস্থাপন করিয়া সুন্দর করপল্লব দ্বারা সেবা করিতেছেন। সংসারভয় হইতে উত্তীর্ণ হওনার্থ ধ্যানকারী যোগী যেন এমন মহিমাবান্ জানুদ্বয়ের ভাবনা করেন॥

ভা-পু ৩।২৮।২৩।

ঊরু সুপর্ণভুজয়োরধি শোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকা কুসুমাবভাসৌ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমান-
কাঞ্চীকলাপ পরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্॥

তদনন্তর গরুড়ের স্কন্ধোপরি স্থাপিত, শোভমান, বলের আধারভূত এবং অতসী কুসুমের আভার ন্যায় সমুজ্জ্বল ভগবানের ঊরুযুগল ধ্যান করিবেন। অনন্তর গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান মনোহর পীতবসনে পরিবৃত ও কাঞ্চীদামে মণ্ডিত ভগবানের নিতম্বদেশ ভাবনা করিবেন॥ ঐ ২৪।

নাভিহ্রদং ভুবনকোশ গুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য
ধ্যায়েদ্ দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্॥

যোগী অবশেষে ভগবানের সেই নাভিহ্রদ চিন্তা করিবেন, যাহা ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানভূত উদরের মধ্যবর্ত্তী এবং যাহা হইতে ব্রহ্মার অবস্থিতি-স্থানভূত অখিললোকাত্মক পদ্ম নিঃসৃত হইয়াছিল। তৎপরে উৎকৃষ্ট হরিদ্বর্ণ মণিসমূহ দ্বারা বিভূষিত এবং সুন্দর হারলতায় শোভিত শুভ্রবর্ণ স্তনযুগল চিন্তা করিবেন॥ ভা-পু ৩।২৮।২৫।

বক্ষোধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্।
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্য্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য॥

তাহার পরে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপিণী লক্ষ্মীর আবাসস্থানভূত ও ভক্তগণের মনোনয়নের আনন্দ-বৰ্দ্ধক বিশাল বক্ষঃস্থল এবং পরমোৎকৃষ্ট কৌস্তুভমণির শোভা-সম্পাদক কণ্ঠদেশ চিন্তা করিবেন॥ ঐ ২৬।

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্।
সংচিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্॥

অনন্তর যোগী ভগবানের বাহু-চতুষ্টয় ধ্যান করিবেন। সূর্য্য যেমন মন্দর পর্ব্বত বেষ্টন করেন বলিয়া পৃথিবী ও লোকসমূহ আলোকিত হয়, সেইরূপ ভগবানের বাহুচতু-ষ্টয়ের বলয়াদির জ্যোতিতে তাঁহার বাহুস্থিত লোকসমূহ সমুজ্জ্বল হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার করপদ্মে স্থিত অসহ্য তেজোময় চক্র এবং রাজহংস সদৃশ শঙ্খ ভাবনা করিবেন॥

ভা-পু ৩।২৮।২৭।

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন।
মালাং মধুব্রত বরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে॥

অনন্তর শত্রুদিগের শোণিতরূপ কর্দ্দমে সংলিপ্ত ভগবানের প্রিয় কৌমোদকী গদা, মধুকরগণের সুমধুর শব্দপূরিত বনমালা এবং জীবতত্ত্ব-স্বরূপ কণ্ঠস্থিত সুনির্ম্মল কৌস্তুভমণি চিন্তা করিবেন॥ ঐ ২৮।

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তে
সংচিন্তয়েদ্ ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাশম্॥

ভগবান্ আপনার ভৃত্যদিগের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্তই এই-রূপ মূর্ত্তি ধারণ করেন। অবশেষে

যোগী আলস্যরহিত হইয়া তাঁহার বদনারবিন্দ ধ্যান করিবেন। তাঁহার বদনে বিশুদ্ধ কপোলদেশ ও উন্নত নাসিকা বিদ্যোতিত হইতেছে এবং গণ্ডস্থলবিলম্বি দোদুল্যমান মকর-কুণ্ডলের জ্যোতিতে তাঁহার বদন কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করিয়াছে॥ ভা-পু ৩।২৮।২৯।

যৎশ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিসেব্যমানং
ভূত্যা স্বয়া কুটিল কুন্তলবৃন্দজুষ্টম্।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ ভ্রু।

তাঁহার বদনকমল ভগবতী লক্ষ্মীর আবাস-স্থান; ভ্রমরগণ ও সৌন্দর্য্য তাহাতে সর্ব্বদা বিহার করিতেছে। কুটিল কেশ-কলাপ উহাকে বেষ্টন করিয়া দুলিতেছে। তাহাতে পদ্ম-গঞ্জিত নেত্রদ্বয় মীনদ্বয়কে তিরস্কার করিতেছে এবং সুন্দর ভ্রুযুগল মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। যোগী ভগবানের এমন বিশ্ব-মনোহারী বদন-শোভার ধ্যান করিবেন॥ ঐ ৩০।

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্॥

ভগবান্ আত্যন্তিক কৃপাবশে সুস্নিগ্ধ হাস্য সংযুক্ত যে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেন, তদ্দ্বারা জীবের অতি ভয়ানক তাপত্রয়ের উপশম হইয়া থাকে। অতএব যোগী ভগবানের এতাদৃশ করুণদৃষ্টিক্ষেপকে আপনার হৃদয়মধ্যে বহুক্ষণ চিন্তা করিবেন॥ ভা-পু ৩।২৮।৩১।

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য॥

অনন্তর তাঁহার অতি সুন্দর হাস্য চিন্তা করিবেন। উহা জন্মমৃত্যু ও সুখদুঃখে অভিভূত ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকের শোকজন্য-বিগলিত-অশ্রু-সাগর শোষণ করিয়া থাকে। যে ভগবান্ আপন মায়ায় জগতস্থ জনসমূহকে বিমুগ্ধ করণার্থ কামদেবকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার মুনি ও ভক্তগণের উপকারার্থ সেই কামদেবকে বিমোহিত করিতে নিজ মায়া দ্বারা যে ভ্রূমণ্ডল বিরচন করিয়াছিলেন, যতি ভগবানের সেই ভ্রূকুটিলতাও ভাবনা করিবেন॥ ঐ ৩২।

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরোষ্ঠ-
ভাসারুণায়িততনু দ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তি।

ধ্যায়েৎ স্বদহ্রকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ॥

পরিশেষে যোগী ভগবানের অতি সুন্দর, সুতরাং অনায়াসেই ধ্যানের বিষয়ীভূত উচ্চ হাস্যভাব ধ্যান করিবেন। ঐ হাস্যের সময় রক্তিম অধরোষ্ঠের কান্তি দ্বারা কুন্দ-কলিকার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সাধক আপনার হৃদয়াকাশে ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ কল্পিত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভক্তি ও প্রেমে আর্দ্র হইয়া অন্য কিছু করিতে বা দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না॥ ভা-পু ৩।২৮।৩৩।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যার্দ্রবক্ষ্যদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে॥

এইরূপে যখন ভগবান্ হরিতে সাধকের অন্তঃকরণে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে। নিরতিশয় আনন্দের উদয় হওয়াতে তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে এবং ভগবান্‌কে দেখিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য-নিবন্ধন তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বারংবার রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। সুতরাং অতি দুষ্প্রাপ্য ভগবানরূপী মৎস্য ধারণ বিষয়ে বড়িশের স্বরূপ তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আইসে। (ইহাকেই সমাধি (১) কহে)॥ ভা-পু ৩।২৮।৩৪।

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমিচ্ছতি মনঃসহসা যথার্চ্চিঃ॥
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধান-
মেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যখন যোগীর চিত্ত বিষয়-শূন্য, নিরাশ্রয় ও বিষয়ে

(১) সমাধি দুই প্রকার, সবীজ ও নির্বীজ। কোন প্রকার ব্রহ্মগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানদ্বারা চিত্তকে শান্ত করিয়া সমাধিস্থ হওনের নাম সবীজ সমাধি; আর, কোন প্রকার মূর্ত্তি অবলম্বন না করিয়া আত্মা ও ব্রহ্মকে এক ভাবিয়া ধ্যানদ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে লয় করণের নাম নির্বীজ বা নিরালম্ব সমাধি। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় শ্লোকদ্বারা সবীজ সমাধির বিষয় কথিত হইল। ভগবানের রূপই এস্থলে বীজ বা অবলম্বনস্বরূপ। ইহাকে সমাশ্রয় করিয়া ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর-মহিমা সম্পূর্ণরূপে বোধ হইলে পরে যোগীর চিত্ত স্বভাবতঃ সেই অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। বিষয়বিরক্ত ও ভক্তিসম্পন্ন সাধক উক্তরূপ অবলম্বন গ্রহণপূর্ব্বক ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলে প্রেম ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিতে পারেন, নিরবলম্বনে তাহা পারেন না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা নির্বীজ যোগ সাধন অতি কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সবীজ যোগ সাধন দ্বারা, অর্থাৎ ভগবানের পরমানন্দ মূর্ত্তি ধ্যান দ্বারা সাধকের চিত্ত অনায়াসেই উপরত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। এক্ষণে বক্ষ্যমাণ কএক শ্লোক দ্বারা ভগবান্ কপিলদেব নির্বীজ যোগের পরিচয় দিতেছেন।

বিরক্ত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করে, তখন আশ্রয়-সামগ্রী-হীন জ্বালার ন্যায় সহসা নির্ব্বাণোন্মুখ, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে পরিণত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় প্রকৃতির গুণ-প্রবাহরূপ দেহাদি উপাধির নাশ হওয়াতে ধ্যানকর্ত্তা ব্যবধান-শূন্য (১) অখণ্ড আত্মাকে দর্শন করেন॥

ভা-পু ৩।২৮।৩৫।

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥

অপিচ, যোগাভ্যাস দ্বারা তিনি মনকে একেবারে প্রকৃতির ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করিয়া আপনাকে সুখদুঃখের বহির্ভূত ব্রহ্মময় জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর, ইতিপূর্ব্বে অবিদ্যাসংযোগহেতু আত্মার যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব ছিল, তিনি এক্ষণে উহাকে অবিদ্যা-কৃত অহঙ্কার-নিষ্ঠ বলিয়া দর্শন করেন; কারণ, এই সময় তিনি একেবারে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান॥ ঐ ৩৬।

(১) ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়, এইরূপ বিভাগশূন্য, অর্থাৎ ধ্যানকর্ত্তার সহিত একীভূত।

দেহঞ্চ তন্ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥

তখন তাঁহার দেহ আসনে আসীনই থাকুক, অথবা আসন হইতে উত্থিতই হউক, উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই থাকুক, বা অন্যত্রই যাউক, অথবা দৈবক্রমে স্থানান্তরেই অবস্থিত হউক, যেরূপ মদিরামদান্ধ ব্যক্তি আপনার কটিদেশচ্যুত বস্ত্রের প্রতি মনোযোগ করে না, সেইরূপ তিনি আর তাহার অনুসন্ধান করেন না; কারণ তিনি তখন সিদ্ধ এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

ভা-পু ৩।২৮।৩৭।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥

পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত দেহ আরব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত থাকে বটে, কিন্তু যেহেতু তিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগ-সাধন করিয়াছেন এবং সম্যক্‌রূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি তখন ঐ দেহকে স্বপ্নবৎ বোধ করেন এবং উহাকে ও উহার

স্বন্ধুবন্ধি পুত্র কলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না॥

ভা-পু ৩।২৮।৩৮।

যথ পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্ত্যঃ প্রতীয়তে।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা॥

এই সংসারে মনুষ্য যেরূপ আপনার ধন ও পুত্রকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ আপনার দেহাদিকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করেন॥ ঐ ৩৯।

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃপৃথগুল্মুকাৎ॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥

যাদৃশ অগ্নি, স্বসম্ভূত শিখা, স্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও ধূম এই তিনের সহিত একই পদার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক উহা তিন হইতেই পৃথক্ পদার্থ হয়, তাদৃশ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা হইতে দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিত পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ হয়েন॥

ঐ ৪০-৪১।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥

যোগী আপনার আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ করেন বটে, কিন্তু যেরূপ ক্ষুদ্র ভূতগণকে মহাভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া দর্শন করা যায়, সেইরূপ তিনি সকল ভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন॥ ভা-পু ৩।২৮।৪২।

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাংগুণবৈষম্যাত্তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥

যেমন একমাত্র অগ্নি আপন যোনিভূত কাষ্ঠাদির হ্রস্ব দীর্ঘাদি ভেদে অনেক বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মা প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যবশতঃ নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন॥ ঐ ৪৩।

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে॥

অতএব যোগী, জীবের সংসারবন্ধের হেতুভূতা, বিষ্ণুশক্তিস্বরূপা, সদসদাত্মিকা, দুর্ব্বার প্রকৃতিকে, সেই বিষ্ণুর প্রসাদেই পরাজয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন॥

ঐ ৪৪।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥

সর্ব্বভূতাত্মা ভগবানে উক্তরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা যুক্ত হইলে পরে অতি সত্বরেই বৈরাগ্যের উদয় হয়

এবং সেই বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা ব্রহ্মদর্শন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥

ভা-পু ৩।৩২।২৩।

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্নাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥

ভগবানের প্রতি ভক্তি সংস্থাপিত হইলে স্বভাবতই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল শান্ত হইয়া আইসে ; এবং ভক্তের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া যখন ইহা প্রিয় ও ইহা অপ্রিয় এরূপ বৈষম্য ভাব গ্রহণ না করে, তখন সেই ভক্ত আপনার আত্মাতে সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দর্শন করেন এবং সঙ্গরহিত, হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত, সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া "আমি পরমানন্দস্বরূপ" এইপ্রকার নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করতঃ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন ॥

ঐ ২৪-২৫।

এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ।
সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্তঃ পরিপশ্যতি ॥

যিনি শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি লাভ করতঃ নিত্য যোগাভ্যাসে রত থাকিয়া সঙ্গরহিত ও সংসারে বিরক্ত হইয়া আত্মাতে সুসংযুক্ত থাকেন, তিনিই এই প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন ॥ ভা-পু ৩।৩২।৩০।

ইত্যেতৎ কথিতং গুর্ব্বি জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মদর্শনম্।
যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতি পুরুষস্য চ ॥

হে পূজনীয়ে! যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং যদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ববোধ হইয়া থাকে, আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানের বিষয় এই কহিলাম ॥

ঐ ৩১।

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥

জ্ঞানযোগ এবং আমাতে নির্গুণ ভক্তিযোগ, এতদুভয়ের একই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ উভয় হইতেই ভগবানকে লাভ করা যায় ॥ ঐ ৩২।

(যোগৈশ্বর্য্য কথন)

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন)—জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিত-প্রাণ এবং আমাতে চিত্তধারণাকারী যোগীদিগের নিকট যাবদীয় সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে (১) ॥ ভা-পু ১১।১৫।১।

(১) যোগীদিগের ধারণানুসারে যে সকল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তাহা অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে আটটীর স্বভাবতঃ আশ্রয় ঈশ্বর ; এই নিমিত্ত ইহারা মুখ্য

যয়া ধারণয়া যৎ স্যাদ্‌যথাবাস্যান্নিবোধমে ॥
ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রংধারয়ন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥

যোগীগণের যে ধারণা দ্বারা যে প্রকারে যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

অর্থাৎ প্রধান এবং অপর দশটী সত্বগুণের উৎকর্ষহেতু গৌণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রধানতম আটটীর মধ্যে অণিমা, মহিমা ও লঘিমা এই তিনটী দেহের সিদ্ধি; প্রাপ্তি নামে যে সিদ্ধি, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত হইয়া থাকে। কি শ্রুত, কি দৃষ্ট, সমুদায় পদার্থে যে ভোগদর্শন-সামর্থ্য তাহা প্রাকাম্য নামে সিদ্ধি; শক্তি সকল, অর্থাৎ মায়া ও মায়ার অংশ সকলের যে প্রেরণ, তাহা ঈশিতা নামে সিদ্ধি; বিবিধ বিষয়ভোগে যে সঙ্গহীনতা, তাহা বশিতা নামে সিদ্ধি; আর, যখন যাহা কামনা করা যায়, তখন তাহার সীমা প্রাপ্ত হইতে পারে, এই সিদ্ধি কামাবসায়িতা নামে অভিহিত হয়। এই অষ্টবিধ সিদ্ধি ঈশ্বরের স্বাভাবিকী সিদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

দেহে ক্ষুৎপিপাসাদি--রাহিত্য; দূর হইতে শ্রবণ ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিত রূপ প্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছামৃত্যু; অপ্সরোগণের সহিত দেবতাদিগের যে ক্রীড়া,তাহার অনুদর্শন বা প্রাপ্তি; মননের অনুরূপ লাভ, অর্থাৎ যখন যাহা কামনা করা যায়,তখন তাহাই প্রাপ্ত হওয়া; আর,যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এবম্প্রকার আজ্ঞা; এই দশটী গুণজন্য সিদ্ধি বলিয়া কথিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, ত্রিকালজ্ঞতা; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত না হওয়া; পরের চিত্তাদি জানিতে সমর্থ হওয়া; অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়া রাখা এবং উঁহাদিগের দ্বারা পরাজিত না হওয়া; এই পঞ্চবিধ সিদ্ধি ক্ষুদ্র বা সামান্যসিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়। ভগবানে চিত্তধারণা দ্বারা যোগীদিগের এই সকল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

যিনি তন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মভূতাত্মক (১) স্বরূপ আমাতে সূক্ষ্মভূতাকার মন ধারণ করেন, তিনি আমার অণিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥

ভা-পু ১১।১৫।৯-১০।

মহত্যাত্মনি ময়িপরে যথাবস্থং মনোদধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥

যোগীব্যক্তি মহত্তত্ত্বাত্মক স্বরূপ আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণ করিলে মহিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; এবং (আকাশাদি ভূত স্বরূপ আমাতে মন ধারণ করিলে) পৃথক্ পৃথক্ ভূতের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা লাভ করেন ॥

ঐ ১১।

পরমাণুময়েচিত্তং ভূতানাং ময়িরঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘীমানমবাপ্নুয়াৎ ॥

যোগী ভূতসকলের পরমাণুময় স্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণ করিয়া কাল-পরমাণুস্বরূপতারূপা লঘিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ঐ ১২।

ধারয়ন্ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকে খিলে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণা মাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥

মৎপরায়ন ব্যক্তি বৈকারিক অহঙ্কারাত্মক স্বরূপ আমাতে মন ধারণ করিলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে

(১) অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতোপাধিক। এইরূপে উত্তরোত্তর যদ্‌যদাত্মক বলা হইবে, সেই সকলকেই উপাধি বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্রিয় সকলের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করেন॥

ভা-পু ১১।১৫।১৩।

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়ন্ময়ি মানসং।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বাত্মকস্বরূপ আমাতে যিনি মন ধারণ করিবেন,(তিনি) অব্যক্তজন্মা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাকাম্য সিদ্ধি লাভ করিবেন॥ ঐ ১৪।

বিষ্ণৌত্র্যধীশ্বরে চিত্তংধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্ব মবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র চোদনাং॥

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধীশ্বর, অতএব সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু স্বরূপ, আমাতে যিনি মন ধারণ করিবেন, তিনি জীব ও জীবের উপাধিসকলের প্রেরণারূপা ঈশিতা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন॥ ঐ ১৫।

নারায়ণেতুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দ শব্দিতে।
মনোময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্ম বশিতা মিয়াৎ॥

মদ্ধর্ম্মপরায়ণ যোগী ভগবান্ শব্দে অভিহিত নারায়ণ স্বরূপ আমাতে মন ধারণ করিলে বশিতা সিদ্ধি লাভ করিবেন॥ ঐ ১৬।

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদংমনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামো বসীয়তে॥

যোগী ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ আমাতে নির্ম্মল মন ধারণ করিলে পরমানন্দ লাভ করেন, যাহাতে সমুদায় অভিলাষই পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ভা-পু ১১।১৫।১৭।

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ॥

* শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতিস্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণ করিলে মনুষ্য ষড়ূর্ম্মিরহিত (১) হইয়া শুদ্ধরূপতা লাভ করে॥

ঐ ১৮।

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসোবাচঃ শৃণোত্যসৌ॥

আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী আমাতে মনোদ্বারা শব্দ ভাবনা করিলে মনুষ্য সেই আকাশে প্রকাশিত বিবিধ প্রাণীর বিচিত্র বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারে॥ ঐ ১৯।

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাংতত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি সূক্ষ্মদৃক্॥

চক্ষুকে সূর্য্যেতে এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া তদুভয়ের সংযোগস্থানে মনোদ্বারা আমাকে ধ্যান করিলে দূর হইতে বিশ্বকে দর্শন করিতে পারে॥ ঐ ২০।

* গুণহেতু কোন্ সিদ্ধি কি রূপে লাভ করা যায়, তাহাই এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

(১) ষড়ূর্ম্মিরহিত অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু রহিত।

মনোময়িস্থ সংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ॥

মন ও দেহকে, তদুভয়ের অনুবর্ত্তী বায়ু দ্বারা আমাতে সুন্দররূপে যোজনা করিয়া ধারণ করিলে, সেই ধারণার প্রভাবে মন যথায় গমন করে, দেহও তথায় গমন করে॥

ভা-পু ১১।১৫।২১।

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তত্তবেন্মনোরূপং মদ্যোগবলমাশ্রয়ঃ॥

যোগী ব্যক্তি মনকে উপাদান কারণ করিয়া যখন যে যে রূপ ধারণ করিতে বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি মনের সেই সেই অভিলষিত রূপ ধারণ করিতে পারেন; মদীয় ধারণার প্রভাবই তাহার কারণ জানিবে॥ ঐ ২২।

পরকায়ংবিশন্‌সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডংহিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রি বৎ॥

সিদ্ধ ব্যক্তি পরশরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে আত্মাকে ভাবনা করিবেন; তাহা হইলে তিনি নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গশরীরোপাধিক প্রাণ-বায়ু হইয়া ভ্রমরের ন্যায়(১)পরদেহে প্রবেশ করিতে পারিবেন॥ ঐ ২৩।

(১) অর্থাৎ ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ।

পাষ্ণ্যাপীড্যগুদং প্রাণং হৃদুরকণ্ঠ মূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্মনীত্বোৎ সৃজেত্তনুং॥

যোগী ব্যক্তি গুল্‌ক দ্বারা গুহ্য-দেশ নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া ব্রহ্মে (১) লইয়া গিয়া দেহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন॥

ভা-পু ১১।১৫।২৪।

বিহরিষ্যন্‌ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানোপরি তিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ॥

যোগীব্যক্তি দেবতাদিগের ক্রীড়া-স্থানে বিহার করিতে অভিলাষী হইলে, মদীয় শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন; তাহা হইলে সত্ত্বের অংশভূতা সুরকামিনীগণ বিমানো-পরি আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইবেন॥

ঐ ২৫।

যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্‌।
ময়ি সত্যে মনোযুঞ্জং স্তথা তৎসমুপাশ্নুতে॥

মৎপরায়ণ ব্যক্তি সত্যসংকল্প-স্বরূপ আমাতে মন যোজনা করিলে, তিনি মনোমধ্যে যখন যে রূপে যাহা সংকল্প করিবেন, তখন সেই-রূপে তাহা প্রাপ্ত হইবেন॥ ঐ ২৬।

(১) "ব্রহ্ম" উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুতঃ যথায় ইচ্ছা হয় তথায় লইয়া।

যোবৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
ন কুতশ্চিৎ বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥

যে মদ্ভাবাপন্ন পুরুষ আমার সর্ব্বনিয়ন্তা ও স্বাধীন স্বভাব প্রাপ্ত হন, তাঁহার আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় কোথাও প্রতিহত হয় না ॥

ভাপু ১১।১৫।২৭।

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধ সত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকীবুদ্ধি র্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥

* যিনি ধারণা জানিয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত মদ্ভক্তিপ্রভাবে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, এবম্বিধ যোগীর স্বকীয় জন্ম-মৃত্যু-সম্বলিত ত্রৈকালিক জ্ঞান জন্মিয়াছে (১) ॥ ঐ ২৮।

অগ্ন্যাদিভির্নহন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্যোগাশ্রিত চিত্তস্য যাদসা মুদকংযথা ॥

মদীয় যোগাশ্রিতচিত্ত যোগীর দেহ অগ্ন্যাদি দ্বারা অভিভূত হয় না, যেমন জল যাদোগণের (জলচরগণের) অভিঘাতক হয় না ॥

ঐ ২৯।

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষণাঃ।
ধ্বজাতপত্র ব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥

যিনি শ্রীবৎস, অস্ত্র, বিভূষণ, ধ্বজ, ছত্র ও ব্যজনসম্বলিত মদীয় অবতার সকল ধ্যান করেন, তিনি সর্ব্বত্র অপরাজিত হইয়া থাকেন ॥

ভা-পু ১১।১৫।৩০।

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥

এইরূপে নানাবিধ যোগধারণা দ্বারা আমার উপাসনাকারী যোগীর নিকট পূর্ব্বোক্ত অশেষবিধ সিদ্ধি উপস্থিত হয় ॥ ঐ ৩১।

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃসা সিদ্ধিঃ স্যাৎ সুদুর্লভা ॥

কিন্তু,শুদ্ধ আমাকেই ধারণাদ্বারা ধারণকারী জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ ও জিতচিত্ত যোগী যে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহা অতি দুর্লভ ॥

ঐ ৩২।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমং।
ময়া সংপাদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধি সকল আমা কর্ত্তৃক সম্পাদ্যমান উত্তম যোগাচরণকারী যোগীর পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু উহারা কেবল কালক্ষেপের কারণমাত্র ॥ ঐ ৩৩।

---

* এক্ষণে ক্ষুদ্রসিদ্ধি সকলের উৎপত্তির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

(১) ইহাদ্বারা বলা হইল যে,যখন তিনি নিজের জন্ম মৃত্যু জানিতে পারেন, তখন অন্যের চিন্তাদিও জানিতে সমর্থ হয়েন।

জন্মৌষধিতপো মন্ত্রৈ র্যাবতীরিহসিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতিতাঃ সর্ব্বানান্যৈ র্যোগগতিং ব্রজেৎ॥

ইহলোকে জন্ম, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্রদ্বারা যে সকল সিদ্ধি লাভ হয়, যোগী তৎসমুদায় যোগদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু (আমার সালোক্যাদিরূপা) যোগের গতি অন্য উপায় সকলের দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন॥ ভা-পু ১১।১৫।৩৪।

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহংযোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাং॥

আমিই যাবতীয় সিদ্ধি, মোক্ষ, মোক্ষ-সাধন জ্ঞান, ধর্ম্ম ও (ধর্ম্মোপ-দেষ্টা) ব্রহ্মবাদীদিগের একমাত্র কারণ, পালনকর্ত্তা ও প্রভু॥

ঐ ৩৫।

অহমাত্মান্তরোবাহ্যো নাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাং।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥

আমি সর্ব্বজীবের আত্মা, অন্ত-র্যামী, ব্যাপক, অনাবৃত (১); যেমন মহাভূতগণ ক্ষুদ্র ভূতগণের অন্ত-র্বাহ্যে অবস্থিত, আমিও সেইরূপ বলিয়া জানিবে॥ ঐ ৩৬।

সংখ্যানং পরমাণুনাং কালেন ক্রিয়তেময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোণ্ডানি কোটিশঃ॥

পরমাণুসকলের গণনা আমাকর্ত্তৃক কালে কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু আমার বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) সকলের সেরূপ গণনা করা হয় না; কারণ আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকি (১)॥

ভা-পু ১১।১৬।৩৮।

মনো বিকারা এতে বৈ যথা বাচাভিধীয়তে॥

এই সকল বিভূতি কেবল মনের বিকার মাত্র; যেমন কতকগুলি বস্তু কেবল বাক্যমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে (২)॥ঐ ৪০ শ্লোকার্দ্ধ।

মন্মায়ামোহিত ধিয়ঃ পুরুষাঃপুরুষর্ষভ।
শ্রেয়োবদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচি॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়া-দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি পুরুষেরা আপন আপন কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানাবিধ শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে॥ ভা-পু ১১।১৪।৮।

(১) ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি সমুদায় সিদ্ধির ও মোক্ষাদির কারণ। তিনি এক্ষণে সেই কথার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, যে, আমি "আত্মা"; কেন? যেহেতু "আমি অন্তর্যামী"; তবে কি তুমি পরিচ্ছিন্ন? না, আমি "ব্যাপক"; ব্যাপক কি প্রকারে? যেহেতু আমি "অনাবৃত"।

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার বিভূতি সকল সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া উপসংহার কালে কহিয়াছি-লেন যে, বরং পরমাণু সকলের কথঞ্চিৎ সংখ্যা করা যায়,তাহাও আবার কেবল আমিই করিতে পারি, কিন্তু আমার বিভূতি সকলের সংখ্যা হয় না। যখন আমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকি, তখন আমার বিভূতির সংখ্যা কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

(২) যেমন আকাশ-কুসুম, ইত্যাদি।

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ ধর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কা স্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রামন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥

ইহাদিগের কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত লোক সকল আদ্যন্তবিশিষ্ট, পরিণামে দুঃখপ্রদ, মোহে পর্য্যবসায়ী, অতিশয় ক্ষুদ্র, মন্দ ও শোকে পরিব্যাপ্ত (১)॥ ভা-পু ১১।১৪।১০।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনাসুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥

হে সভ্য! যিনি শুদ্ধ আমাতেই আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন এবং সর্ব্ববিষয়েই নিরপেক্ষ হয়েন, স্বকীয় পরমানন্দস্বরূপে স্ফূর্ত্তিশালী যে আমি, আমা দ্বারা তাঁহার যে প্রকার সুখ লাভ হয়, যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ে সমাসক্ত, তাহাদিগের সে সুখ কোথায়?॥ ঐ ১১।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ॥

যে ব্যক্তি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা এবং কেবল আমাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার পক্ষে সমুদায় দিক্ সুখময়॥ ঐ ১২।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্র ধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

যে ব্যক্তি আমাতেই আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, মহেন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, মুক্তি, অথবা অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না (১)॥ ভা-পু ১১।১৪।১৩।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তঃ চেতসঃ
শান্তামহান্তোখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনারব্ধ ধিয়োজুষন্তি যৎ
তেনৈরপেক্ষ্যংন বিদুঃসুখং মম॥

যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন, আমাতে সাতিশয় অনুরক্ত, শান্ত, অভিমানশূন্য, নিখিল জীবের প্রতি বৎসল ও কামকর্ত্তৃক অস্পৃষ্টচিত্ত, তাঁহারা যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই অবগত আছেন, অন্যেরা নহে; কারণ, যাঁহারা কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তাঁহারাই সেই সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন॥ ঐ ১৬।

বাধ্যমানোপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগলভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

আমার অজিতেন্দ্রিয় (প্রাকৃত)

(১) অর্থাৎ যখন ভোগ করিতে থাকে, তখনও তাহাতে অসূয়াদি দোষ সকল বিদ্যমান থাকে।

(১) অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল কেবল যোগ দ্বারাই বৃদ্ধি পায় এবং যোগ ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কারণও নাই। যে ব্যক্তি ভগবানেতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমান, তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন; সুতরাং ঐ সকলে তাঁহার চিত্ত কখনই আসক্ত হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল এইপ্রার্থনা হইতে থাকে যে, যে আত্মসম্বন্ধিনী গতি লাভ করিলে মনুষ্যকে আর মৃত্যু কর্ত্তৃক উপহিনিত হইতে হয় না, আমার সেই গতিই লাভ হউক।

ভক্তগণও বিষয় দ্বারা আকৃষ্যমাণ হইলেও তাঁহারা সমর্থভক্তিহেতু প্রায়ই তাহাতে অভিভূত হন না ॥

ভা-পু ১১।১৪।১৭।

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃস্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং ॥

যাদৃশ সুবর্ণ অগ্নিদ্বারা তাপিত হইয়া মালিন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ আত্মা আমার ভক্তি-যোগে কর্ম্ম-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা লাভ করেন ॥ ঐ ২৪।

যথা যথাত্মাপরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি তত্ত্বসূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥

যেমন চক্ষু অঞ্জন দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু সকল দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আত্মা মদ্বিষয়ক পুণ্যকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে পরিমাণে নির্ম্মল হন, তিনি সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল দর্শন করেন ॥ ঐ ২৫।

বিষয়ান্ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥

যিনি বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত কেবল বিষয়েই নিমগ্ন হয়; আর যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ আমাতেই সাতিশয়-রূপে বিলীন হয় ॥ ভা-পু ১১।১৪।২৬।

তস্মাদসদভিধ্যানং যথাস্বপ্ন মনোরথং।
হিত্বাময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাব ভাবিতং ॥

অতএব, স্বপ্ন ও মনোরথসদৃশ অসৎ বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদীয় ভক্তিপূর্ণ মনকে কেবল আমাতেই সমাধান কর ॥ ঐ ২৭।

বাচংযচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণং যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পতেঽধ্বনে ॥

বাক্যকে সংযত কর, মনকে সংযত কর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত কর এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত কর, তাহা হইলে পুনরায় সংসারপথে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে না ॥ ভাপু ১১।১৬।৪১।

যোবৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতংতপোদানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥

যে যতি বুদ্ধি দ্বারা আপনার বাক্য ও মনকে সম্যক্‌রূপে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার ব্রত, তপস্যা ও দান আমঘটমধ্যস্থ জলের ন্যায় বিগলিত হয় ॥ ঐ ৪২।

তস্মান্মনোবচঃ প্রাণান্নিযচ্ছেন্মৎ পরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুতয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥

অতএব, মৎপরায়ণ ব্যক্তি বাক্য,

মন ও প্রাণকে নিয়মন করিবেন; তদনন্তর মদীয় ভক্তিযুক্তা বিদ্যা প্রভাবে কৃতকৃতার্থ হইবেন॥

ভা-পু ১১।১৬।৪৩।

(যোগসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাণমুক্তির ক্রম কথন)

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীঞ্চ বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥

বিচক্ষণ মনুষ্য নারকীগতির ন্যায় স্বর্গগতিও লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন না এবং এই দেহও কামনা করিবেন না; কারণ,দেহে আসক্তি থাকিলে স্বার্থবিষয়ে অবধান-শূন্য হইতে হয়॥ ভা-পু ১১।২০।১৩।

এতদ্বিদ্বান্ পুরামৃত্যো রভবায় ঘটেতসঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদং॥

ইহা জ্ঞাত হইয়া এবং দেহ অর্থের সিদ্ধিপ্রদ হইলেও ইহাকে মর্ত্ত্য বলিয়া নিশ্চয় করতঃ সাবধান হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি মোক্ষের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন॥ ঐ ১৪।

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাশ্রিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকং।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্নিয়চ্ছেন্মনসাজিতাসুঃ॥

(পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে সমাধি যোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত) যোগী পুরুষ যদি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোমধ্যে পুণ্যক্ষেত্রাদি পবিত্র স্থান, অথবা উত্তরায়ণাদি পবিত্র কাল কামনা করিবেন না; কেবল নিশ্চলচিত্তে স্থিরভাবে সুখাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণবায়ুর সহিত ইন্দ্রিয় বর্গকে সংযত করিবেন॥ ভা-পু ২।২।১৫।

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ॥

ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে যোগী আপনার নির্ম্মল বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিয়মন করিয়া সেই বুদ্ধিকে বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টাতে, দ্রষ্টাকে আত্মাতে এবং আত্মাকে শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মাতে সংযোজিত করিয়া ধীর ও শান্ত হইয়া সমুদায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন॥ ঐ ১৬।

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ
বিকারো ন মহান্ প্রধানং॥

এইরূপে আত্মার সহিত একীভূত অবস্থায় দেবগণের কথা দূরে থাকুক,তাঁহাদিগের প্রভু সর্ব্বনিয়ন্তা কালও সেই যোগীর উপরে কোন প্রভুতা প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, কালের অনুগত দেবতাদিগের কোন ক্ষমতা না থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের অধীন

জগতস্থ অপরাপর প্রাণীগণ আর কি করিতে পারে? আর,সেই নিরুপাধি অবস্থায় জগৎকারণ সত্ত্ব, রজঃও তমোগুণের বিকার স্বরূপ অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বও আর তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না॥

ভা-পু ২।২।১৭।

পরংপদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥

তখন সেই যোগী পুরুষ আত্মা ব্যতিরিক্ত সমুদায় পদার্থকে "ইহা নহে" "ইহা নহে" এই প্রকার বোধে পরিত্যাগ করতঃ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি বিসর্জ্জন ও অন্যান্য বিষয়ে সৌহার্দ্দ পরিহার পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়মধ্যে পূজনীয় শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ চিন্তা করিতে থাকেন। অতএব, সেই বিষ্ণুপদই সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেষ্ঠ॥ ঐ ১৮।

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্ব পার্ষ্ণিনা পীড্য গুদংততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ॥

যোগীপুরুষ এইরূপে বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা করিতে পারিলেই সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবলে তাঁহার সমুদায় বিষয়বাসনা নষ্ট হইবে, অতএব তখন তিনি সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবেন। অনন্তর তিনি আপ-নার পাদমূল দ্বারা গুহ্যরন্ধ্র নিরোধ পূর্ব্বক ক্লেশ জয় করতঃ প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয় স্থানে উত্তোলন করিবেন॥ ভা-পু ২।২।১৯।

নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মা-
দুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী
স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত॥

তিনি প্রথমে নাভিস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে লইয়া যাইবেন। পরে তথা হইতে তাহাকে উদান-বায়ুর গতি-ক্রমে বক্ষঃস্থলে আনয়ন করিবেন। অনন্তর সেই মনস্বী মুনি ধীরবুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই বায়ুকে ধীরে ধীরে আপনার তালুমূলে উত্তোলন করিবেন॥ ঐ ২০।

তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥

অবশেষে সেই প্রাণবায়ুর নির্গ-মন-পথস্বরূপ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয় নাসিকাদ্বয় ও মুখ এই সাতটী রোধ করিয়া তাহাকে তালু হইতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আনয়ন করিবেন। তদনন্তর যদি তিনি অনপেক্ষ, অর্থাৎ অভি-লাষ-শূন্য হন, তাহা হইলে সেই

প্রাণকে তথায় অর্দ্ধমুহূর্ত্ত কাল মাত্র রাখিয়া পরব্রহ্মকে লাভ করতঃ তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করিবেন, এবং তৎ পরক্ষণেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে বিসর্জ্জন করিয়া গমন করিবেন ॥ ভা-পু ২।২।২১।

যদি প্রয়াস্যন্নৃপ পারমেষ্ঠ্যং
বৈহায়সানামুত যদ্বিহারং।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে
সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥

যদি তিনি ব্রহ্মপদ, খেচর অর্থাৎ সিদ্ধগণের বিহারস্থান, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য,অথবা গুণসমুদায়ের সন্নিবেশরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে তিনি দেহত্যাগ সময়ে ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত প্রাণবায়ুকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া যাইবেন ॥ ঐ ২২।

যোগেশ্বরাণাঙ্গতিমাহুরন্তর্ব্ব-
হিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাং।
ন কর্ম্মভিস্তাঙ্গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাং ॥

বিদ্যা (উপাসনা), তপঃ (ভগবদ্ধর্ম্ম), অষ্টাঙ্গ যোগ ও সমাধি যোগদ্বারা যে সকল যোগী পবনান্তরাত্মা হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা বায়ুসাধন পূর্ব্বক নাড়ী সকলে বায়ু প্রবেশ করাইয়া যোগ বলে চৈতন্যময় হইয়াছেন, তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তর ও বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য শুদ্ধ কর্ম্ম ফলে সেরূপ গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ভা-পু ২।২।২৩।

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ
প্রয়াতি চক্রং নৃপ শৈশুমারং ॥

মুনি আকাশমার্গে আরোহণ করতঃ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপথ স্বরূপা সুষুম্না-নাড়ীর সহযোগে প্রথমতঃ বৈশ্বানর নামক অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট উপস্থিত হন। তথায় তিনি কলুষ-বিহীন হইয়া সেই স্থানের ঊর্দ্ধভাগে বিরাজমান নারায়ণের শিশুমারাকৃতি জ্যোতিশ্চক্রে গমন করেন ॥ ঐ ২৪।

তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি
কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥

অনন্তর যোগীপুরুষ একাকীই সুনির্ম্মল লিঙ্গশরীরের সাহায্যে বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই বিষ্ণুচক্রে অতিক্রম করিয়া যেস্থানে কল্পজীবী ভৃগু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিহার করেন, সেই পরম পূজনীয় ব্রহ্মবিদ্-গণের স্থানে গমন করেন ॥ ঐ ২৫।

অথো অনন্তস্য মুখানলেন
দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বং।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং
যদ্ দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তত্তুপারমেষ্ঠ্যং॥

তিনি তথায় বসতি করিয়া কল্পান্ত-কাল উপস্থিত হইলে অনন্ত দেবের মুখাগ্নিদ্বারা বিশ্বদগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, তাহার উপরিস্থ সিদ্ধেশ্বরগণের বিমান-সমূহে সুশোভিত দ্বিপরার্দ্ধ-কাল-স্থায়ী পরমেষ্ঠীপদের অভিমুখে গমন করেন॥ ভা-পু ২।২।২৬।

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-
র্নার্ত্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিত।
যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়ানিদং বিদাং
দুরন্তদুঃখ প্রভবানুদর্শনাৎ॥

সেই স্থানে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ এবং ভয় প্রভৃতি সংসারজাত কোন প্রকার অমঙ্গল নাই। কেবল প্রাণীগণ ভগবানের ধ্যান না জানিয়া দুরন্ত সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপা-বশতঃ মন ব্যথিত হয় মাত্র॥ ঐ ২৭।

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়-
স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে
বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গং॥

অনন্তর মুনি সর্ব্বতোভাবে ভয়-শূন্য হইয়া সেই লিঙ্গদেহেই পৃথিবী-রূপ প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি সেই পৃথিবীরূপে জল, জলরূপে অগ্নি ও অগ্নিরূপে জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। তখন (দাহাদির আশঙ্কা না থাকাতে) তাঁহার আর ত্বরা থাকে না। অবশেষে সেইরূপেই বায়ুশরীর পরিগ্রহ করেন। চরমে ঐ বায়ুরূপে পরমাত্ম-মূর্ত্তি আকাশরূপে পরিণত হন॥ ভা-পু ২।২।২৮।

ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং
রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভো গুণত্বং
প্রাণেন চাকৃতিমুপৈতি যোগী॥

তদনন্তর তিনি ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুঃ দ্বারা রূপ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, এবং তত্তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকল লাভ করেন, অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম ভূত ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হয়, তৎসমু-দায়কেই অতিক্রম করেন॥ ঐ ২৯।

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং
মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যং।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি
বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধং॥

অবশেষে তিনি স্থূলভূত, সূক্ষ্ম-ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের লয়স্থানভূত মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর তিনি গমন করিতে করিতে মহত্তত্ত্ব লাভ

করেন। তদনন্তর তিনি গুণগণের লয়স্থানভূতা প্রকৃতিতে মিলিত হন॥ ভা-পু ২।২।৩০।

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত-
মানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ
স বৈ পুনর্নেহ বিসজ্জতেঽঙ্গ॥

তখন তিনি আনন্দস্বরূপে পরিণত হওয়াতে, তাঁহার উপাধিজ্ঞান দূরীভূত হয়; সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার আনন্দময় পরমাত্মাকে লাভ করেন (১)। যিনি এই প্রকার ভগবৎ-সম্বন্ধিনী গতি লাভ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়॥

ভা-পু ২।২।৩১।

সোহং বিশ্বসৃজো বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসং।
বিশ্বাত্মান মজং ব্রহ্ম প্রণতোস্মি পরংপদং॥

যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, অথচ যিনি বিশ্ব হইতে বিভিন্ন, বিশ্বই যাঁহার ধন এবং যিনি বিশ্বের আত্মা, আমি (মুমুক্ষু) সেই পরমপদ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি॥ ভা-পু ৮।৩।২৬।

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তিদিগের ত্রিবিধ পথ বিদ্যমান আছে। যাঁহারা অতিশয় পুণ্যবলে সেই স্থানে গমন করেন, তাঁহারা কল্পান্তে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে অন্যান্য লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করিয়া সেই স্থান প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। আর, যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করিয়া তথায় গমন করেন, তাঁহারা আপন ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্রহ্মময় বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হন। ব্রহ্মাণ্ডভেদের ক্রম এই যে, যেমন এই বাহ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তিকালে ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে মহত্তত্ত্বাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া পুনরায় প্রলয়কালে পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ লয় হইয়া অবশেষে সেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি স্ব শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডকে উহার কারণীভূত পদার্থ সমূহে যথাযোগ্য লীন করিবেন। ইহার নিয়ম এই যে "বুদ্ধিমান্ যোগী দেহ-মধ্যস্থিত ছিদ্র সকলকে আকাশে, নিশ্বাসকে বায়ুতে, উষ্মকে তেজে, রক্ত, শ্লেষ্মা ও শুক্রকে জলে এবং অবশিষ্ট অস্থিমাংসাদি কঠিন পদার্থ সকলকে পৃথিবীতে লীন করিবেন। পরে বক্তব্যের সহিত বাক্যকে অগ্নিতে; শিল্পের সহিত হস্তদ্বয়কে ইন্দ্রে; গতির সহিত পাদদ্বয়কে বিষ্ণুতে; রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে; মলত্যাগের সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে; শব্দের সহিত শ্রোত্রকে দিক্ সকলে; স্পর্শের সহিত ত্বক্‌কে বায়ুতে; চক্ষুর সহিত রূপকে আদিত্যে; প্রচেতার সহিত রসনাকে জলে; গন্ধের সহিত ঘ্রাণকে পৃথিবীতে; মনোরথের সহিত মনকে চন্দ্রে; বোধ্যের সহিত বুদ্ধিকে পরব্রহ্মে; অহঙ্কারের সহিত কর্ম্ম সকলকে, যে রুদ্র হইতে "আমি" ও "আমার" ইত্যাকার জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়, সেই রুদ্রে; চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে এবং ভোক্তৃত্বাদি বিকার-বিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত নির্ব্বিকার ব্রহ্মে লীন করিবেন। এইরূপ পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানতত্ত্বে এবং প্রধানতত্ত্বকে আনন্দময় স্বরূপ অক্ষয় পরমাত্মাতে লীন করিবেন"॥

ভা-পু ৭।১২ অধ্যায়।

———:০০:———

ব্রহ্ম-তত্ত্ব সমাপ্ত।

———০০———

ব্রহ্ম-তত্ত্বের শুদ্ধিপত্র।

:০:

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২	৭	ব্যাঙ্কা	ঘৃঙ্কা
৬	২	১৭	অমাবশ্যার	অমাবস্যার
৩৮	২	৪	রহিত্য	সাহিত্য
৪৮	১	৬	দোষসমুহে	দোষসমূহে
৮৬	১	১৭	কেয়	করে
৮৭	১	২।৩	তুষ্টী	তুষ্ণী
ঐ	২	৪	তুষ্টী	তুষ্ণী
৯৪	২	[illegible]	সম্বস্ত্	সম্বন্ধ
১৮২	২	২৭	বসুধাকে	বসুধাকে
১৯১	২	১০	জড়সংসর্গিনী	জড়সংসর্গিণী
১৯৪	১	১	চিত্তযোঞ্চিতযোঞ্চতি	চিত্তয়োঙ্‌ঝিতযোঙ্‌ঝতি
২৫২	২	১২	জিবাত্মার	জীবাত্মার
৩২১	১	১৭	মৃতপাত্র	মৃৎপাত্র
৩২৮	১	১৫	জিবোপাধি	জীবোপাধি
৩৪৯	২	১১	প্রকাশক আর	প্রকাশক (আত্মা) আর
৩৭২	২	২৮	তুরীযাবস্থা	তুবীযাবস্থা
৩৮৫	২	১০	চেতোলতি	চেতোগলতি
৩৮৬	২	১৩।১৪	হয হয না	হয় না
৪৩৩	১	১৪	আণিমাত্তপি	অণিমাত্তপি
৪৫০	১	৭	পাপমুখং	পাপমুখণং
৪৭৫	১	৯	উণত্রিংশ	উণচত্বারিংশ
৪৯৭	২	৫	ভারতর্ষভ	ভরতর্ষভ
৫১৬	২	১৬	দেহকারী	দেহধারী
৫০৫	২	১০।১৬	প্রবৃত্ত	প্রবৃত্ত হন
৫৩৬	১	১০	সংসয়যুক্ত	সংশয়যুক্ত
৫৪৩	১	[illegible]	অবলম্বণ	অবলম্বন
৫৪৮	১	[illegible]	যেমনকৃষ্ণবর্ণে	যেমন কৃষ্ণবর্ণে